

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم (ابن حجر العسقلاني)
القسم: علوم الحديث

الكتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
المؤلف: أحمد بن علي ابن حجر الشافعي
المحقق: د عبد المحسن بن محمد القاسم
محققة على نسخ مقروءة على المصنف وعليها خطه وإجازته
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م
عدد الصفحات: 293
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ربيع الآخر 1444

নুযহাতুন নাযর ফি তাওদ্বিহ নুখবাতিল ফিকর - আল-কাসিম কর্তৃক সম্পাদিত (ইবনে হাজার আল-আসকালানি)

বিভাগ: হাদিস শাস্ত্র

বই: নুযহাতুন নাযর ফি তাওদ্বিহ নুখবাতিল ফিকর ফি মুসত্বালাহ আহলিল আছার

লেখক: আহমাদ ইবনে আলি ইবনে হাজার আশ-শাফিঈ

সম্পাদক: ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসিম

এই সংস্করণটি লেখকের সামনে পঠিত পাণ্ডুলিপিগুলির ভিত্তিতে সম্পাদিত, যেগুলিতে তাঁর হস্তাক্ষর ও ইজাযাহ (সনদ) বিদ্যমান।

সংস্করণ: প্রথম, ১৪৪২ হি. - ২০২১ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৯৩

[বইয়ের পৃষ্ঠাঙ্কন মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

শামিলাতে প্রকাশের তারিখ: ৮ রবিউল আখির ১৪৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فإنَّ دينَ الله قائمٌ على أصلين عظيمين - الكتابِ والسُّنةِ -، وقد تكفلَ اللهُ بِحِفْظِ كتابِهِ العظيمِ فقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، وَحَفِظَ أَيضاً سُبْحَانَهُ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فسخرَ لها علماءً أفذاذاً، وجهاً بذهةً حُفَظاً، مِنْهُمْ مَنْ مَيَّزَ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيئِهَا، وَبَيَّنَّ عِلَلَ أَسَانِيدِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ قَوَاعِدَ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ وَلَخَّصَهَا، وَمِنْ أَوْلَئِكَ الْأَعْلَامِ: الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، فَصَنَّفَ كِتَاباً لَطِيفاً جَمَعَ فِيهِ مَا تَفَرَّقَ فِي كُتُبِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَلَخَّصَ فِيهِ عُلُومَ مَنْ سَبَقَ، وَزَادَ فِيهِ فَرَائِدَ وَفَوَائِدَ؛ سَمَّاهُ: «نُخْبَةُ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ»، ثُمَّ شَرَحَهُ شَرْحاً وَافِياً، حَلَّ رُمُوزَهَا، وَفَتَحَ كُنُوزَهَا، وَوَضَّحَ خَوَافِيهَا، فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: «نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ». وَتَتَجَلَّى أَهْمِيَّةُ هَذَا الشَّرْحِ؛ فِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ بِسِقَاصِدِ مَعَانِي «نُخْبَةِ الْفِكْرِ» وَأَلْفَافِهَا؛ لِذَا قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: «فَبَالَغْتُ فِي

পরম দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীদের উপর।

অতঃপর:

নিশ্চয় আল্লাহর দ্বীন দুটি মহান মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত – কিতাব (আল-কুরআন) ও সুন্নাহ।

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয় আমিই এই স্মরণ (অর্থাৎ, কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।" তিনি

(আল্লাহ) সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্যাহও সংরক্ষণ করেছেন। এর জন্য তিনি একদল অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন আলেম ও মহা স্মৃতিধর হাফিয (حافظ) সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা এর সহীহ (বিশুদ্ধ) অংশকে দুর্বল (যঈফ) অংশ থেকে পৃথক করেছেন এবং এর সনদসমূহের ত্রুটি (ইলল) ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তাঁদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা হাদিস পরিভাষা বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ একত্রিত ও সংক্ষেপ করেছেন। আর সেইসব মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন আল-হাফিয আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন যেখানে হাদিস পরিভাষা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা বিষয়গুলো একত্রিত করেছেন, পূর্ববর্তীদের জ্ঞানকে সংক্ষেপ করেছেন এবং তাতে বহু মূল্যবান ও অতিরিক্ত জ্ঞান যোগ করেছেন; তিনি এর নাম দিয়েছেন: «নুখবাতুল ফিকার ফি মুস্তালাহি আহলিল আছার»। অতঃপর তিনি এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছেন, যা এর গুপ্ত বিষয়াবলী উন্মোচন করেছে, এর জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছে এবং এর লুক্কায়িত অর্থ স্পষ্ট করেছে, একটি গ্রন্থে, যার নাম দিয়েছেন: «নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার ফি মুস্তালাহি আহলিল আছার»। এই ব্যাখ্যার গুরুত্ব প্রকাশ পায় এই কারণে যে, এর রচয়িতা (মুসান্নিফ) «নুখবাতুল ফিকার»-এর উদ্দেশ্য, অর্থ এবং শব্দাবলী সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন; তাই তিনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আমি এতে অতিশয় যত্নবান হয়েছি

(ص: 6) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونَبَّهْتُ على خبايا زواياها؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِهَا فِيهِ».

وَلَاهِيَّتِهِ عَمِلْتُ عَلَى تَحْقِيقِهِ مُعْتَبِداً فِي ذَلِكَ عَلَى نُسْخِ خَطِيئَةِ نَفِيسَةٍ؛ لِيُظْهَرَ فِي أَبْهَى حُلَّةٍ كَمَا وَضَعَهُ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهَذَا الشَّرْحِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا خَالِصاً لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

فَرَعْتُ مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ

عَامَ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ مِنَ الْهَجْرَةِ

এটির ব্যাখ্যা সুস্পষ্টকরণ ও নির্দেশনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি এবং এর লুকানো কোণগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি; কারণ ঘরের মালিকই জানেন এর মধ্যে কী আছে।

এবং এর গুরুত্বের কারণে, আমি এটিকে সত্যায়ন করার জন্য কাজ করেছি, এক্ষেত্রে মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির উপর নির্ভর করে, যাতে এটি তার সবচেয়ে সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়, যেমনটি এর লেখক (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) এটিকে স্থাপন করেছিলেন।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই ব্যাখ্যা দ্বারা তেমনই উপকার দান করেন যেমন তিনি এর মূল গ্রন্থ দ্বারা উপকার দান করেছেন, এবং আমাদের কাজকে তাঁর মহিমাম্বিত সত্তার জন্য একনিষ্ঠ করে দেন।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসিম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতিব

আমি এটি যিলকদ মাসের প্রথম তারিখে সম্পন্ন করেছি

হিজরী এক হাজার চারশ একচল্লিশ সনে

(ص: 7) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

منهجي في تحقيق الكتاب

1 - رمزْتُ للنُّسخ بالحروف الأبجدية بحسب تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.

2 - أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشر إلى اختلاف

النُّسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهزات، ورسم التاء مفتوحة أو مربوطة، ونحو ذلك.

3 - أثبتُّ الرَّاجِحَ من فروق النُّسخ في النَّصِّ في حال اختلافها في رسم كلمة أو ضبطها، واعتمدت في التَّرجيح بينها ما يقتضيه سياقُ كلام المصنِّف، وما دلَّت عليه شروح وحااشي العلماء على الكتاب، فإذا لم أجد فيها تقدُّم ما يرجِّح بين الفروق فإنِّي أراجع مظنَّة الترجيح من مصادره؛ ككتب اللُّغة أو النُّحو أو مصطلح الحديث أو التراجم، وغيرها.

4 - نَبَّهْتُ على ما كان من قبيل الوهم أو التَّصحيف الظَّاهر في النسخ الجيدة، مكتفياً بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.

5 - أَهْمَلْتُ ذِكْرَ الأخطاءِ الظاهرة التي انفردت بها النُّسخة (أ) و (ط)؛ لكثرة الأوهام التي وقعت من ناسخيهما.

6 - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتل الخطأ

গ্রন্থ সম্পাদনায় আমার পদ্ধতি

১ - আমি পাণ্ডুলিপিগুলিকে তাদের প্রাচীনত্বের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণানুক্রমিক অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছি; সবচেয়ে পুরোনোটি থেকে শুরু করে।

২ - আমি মূল পাঠটিকে আধুনিক বানানের অধিক প্রচলিত নিয়মাবলী অনুযায়ী সংকলন করেছি এবং এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপিগুলির ভিন্নতার উল্লেখ করিনি; যেমন হামযা লেখার পদ্ধতি, খোলা (মাফতূহাহ) বা বাঁধা (মারবূতাহ) তা (তা) লেখা, এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়।

৩ - যদি কোনো শব্দের বানান বা স্বরচিহ্নে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকে, তবে আমি মূলপাঠে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত (রাজেহ) পাঠটি প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর এগুলির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি নির্ভর করেছি গ্রন্থকারের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট, এবং গ্রন্থটির উপর পণ্ডিতদের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ও টীকা (শুরুহ ও হাওয়াশি) যা নির্দেশ করে তার উপর। যদি পূর্বোক্ত বিষয়বলীতে পার্থক্যগুলির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মতো কিছু না পাই, তবে আমি প্রাধান্য নির্ণয়ের জন্য এর উৎসগুলি পর্যালোচনা করি; যেমন ভাষা বা ব্যাকরণের গ্রন্থাবলী, হাদীস পরিভাষা (মুসতালাহুল হাদীস) বিষয়ক গ্রন্থাবলী, জীবনীগ্রন্থাবলী (তারাজিম) ইত্যাদি।

৪ - আমি উত্তম পাণ্ডুলিপিগুলিতে যে সুস্পষ্ট বিভ্রম (ওয়াহাম) বা বিকৃতি (তাসহিফ) ছিল, সে বিষয়ে সতর্ক করেছি, এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপি থেকে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উল্লেখ না করে এতেই যথেষ্ট মনে করেছি।

৫ - আমি (আলিফ) এবং (ত্বা) পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের স্বতন্ত্র সুস্পষ্ট ভুলগুলি উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি; কারণ সেগুলির নকলকারীদের দ্বারা প্রচুর বিভ্রম (ওয়াহাম) ঘটেছে।

৬ - যদি কোনো পাণ্ডুলিপিতে একটি শব্দ অস্পষ্ট হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

(ص: ৪) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أو التفرد، وتحتل الصواب وموافقة بقية النسخ؛ فإني أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبه على ذلك.

7 - أكتفي في إثبات الفروق بتسمية رموز النسخ المخالفة في الحاشية، دون النسخ الموافقة للبتن؛ إلا إذا كان الاختلاف من قبيل الضبط.

8 - أهملت التنبيه على الاختلاف في صيغ الترضي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشبهها؛ كلفظة: «تعالى»، و «عز وجل».

9 - راعيت في وصف اختلاف ضبط الكلمات: تمييز علامة البناء وما يرجع إلى البنية الصرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب.

10 - أختار ما ورد في النسخ بوجهين أو أكثر: الوجه الأرجح أو الأشهر منها، وأنبه على الوجه الثاني في الحاشية.

11 - أنقل ما جاء في حواشي النسخ من التعليقات التي فيها ترجيح لوجه في قراءة النص، أو فائدة تتعلق بها، وأهمل ما كان من قبيل الشرح.

12 - ذكرت في الحاشية جميع بلاغات القراءة والمقابلة الواردة في النسخ.

13 - ميّزت نص «نخبة الفكر» عن الشرح باللون الأحمر، ووضعت بين أقواس.

14 - ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في الكتاب ترجمة موجزة.

অথবা অনন্যতা, এবং যা সঠিক হওয়া বা অন্যান্য সংস্করণের সাথে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে; সেগুলোকে আমি অন্যান্য সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক হিসেবে ধরে নিই, এবং সে বিষয়ে সতর্ক করি না।

7 - পার্থক্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র পাদটীকায় ভিন্নমত পোষণকারী সংস্করণের প্রতীক উল্লেখ করে থাকি, মূল পাঠের সাথে একমত পোষণকারী সংস্করণগুলোর নয়; তবে যদি পার্থক্যটি পাঠের সঠিক উচ্চারণ বা রূপের (ضبط) সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

8 - নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সম্ভৃষ্টি ও দরুদেব বিভিন্ন صيغة (রূপ) এর পার্থক্য উল্লেখ করা আমি বাদ দিয়েছি, এবং অনুরূপ বিষয়াদিও; যেমন: 'তাআলা' (মহিমাস্থিত) এবং 'আয়্যা ওয়া জাল্লা' (সর্বশক্তিমান ও মহান) শব্দগুলো।

9 - শব্দসমূহের 'দাবত' (ضبط - উচ্চারণ বা রূপ) এর পার্থক্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমি খেয়াল রেখেছি: শব্দের গঠনগত চিহ্ন এবং যা শব্দের রূপতাত্ত্বিক কাঠামো (صرفية) এর সাথে সম্পর্কিত, তাকে 'ইরাব' (إعراب - ব্যাকরণগত পদবি বা বিভক্তি) এর চিহ্নগুলো থেকে আলাদা করতে।

10 - যে সকল বিষয় দুই বা ততোধিক রূপে সংস্করণগুলোতে এসেছে, সেগুলোর মধ্য থেকে আমি সবচেয়ে সম্ভাব্য বা প্রসিদ্ধ রূপটি নির্বাচন করি, এবং দ্বিতীয় রূপটি পাদটীকায় উল্লেখ করি।

11 - সংস্করণগুলোর পাদটীকায় যেসকল মন্তব্য এসেছে, যেগুলোতে পাঠের কোনো একটি পঠনরীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, অথবা সে সম্পর্কিত কোনো উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো আমি উদ্ধৃত করি, আর যা ব্যাখ্যামূলক, তা উপেক্ষা করি।

12 - সংস্করণগুলোতে উল্লেখিত সকল ক্বিরাআত (পাঠ) এবং মুকাব্বালাহ (তুলনা) সংক্রান্ত ব্লাগাত (শেষ পঠনের ঘোষণা) আমি পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

13 - আমি 'নুখবাতুল ফিকার' (نُخْبَةُ الْفِكْرِ) এর মূল পাঠকে ব্যাখ্যা থেকে লাল রঙ দ্বারা আলাদা করেছি, এবং এটিকে বন্ধনীতে রেখেছি।

14 - গ্রন্থে যাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে এমন অপরিচিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমি উল্লেখ করেছি।

- 15 - خَرَجْتُ الأحاديث الواردة في المتن، بذكر أرقامها في كتب الحديث.
- 16 - علّقتُ على ما يحتاجُ إلى ذلك في كلامِ المصنّف بإيضاح المشكِ، وبيان المُبهم، وكذلك نَبّهتُ على ما تُعقّب به عليه.
- 17 - وثّقْتُ الأقوال التي يذكُرُها المصنّف بعزوها إلى أصحابها مِنْ كُتُبهم أو مِنْ نقلها عنهم، وإذا دعت الحاجةُ إلى نقلِ عباراتهم بنصّها فعَلْتُ ذلك لمزيد البيان والإيضاح.
- 18 - بيّنتُ أسماءَ الكتب التي أوردَها أو أشارَ إليها الحافظُ مع نسبَتها لمصنّفها، مع بيان المطبوع منها قدرَ الإمكان.
- 19 - جعلْتُ للكتابِ عُنواناتٍ على جوانبه تُسهِّلُ الوصولَ إلى مباحثه، وتدلُّ القارئَ على مهمّاتٍ مسائله، وأوردْتُها في فهرسِ الموضوعات مع بيانِ أرقامِ صفحاتها.

15 - আমি মূল পাঠে বর্ণিত হাদীসসমূহকে হাদীস গ্রন্থসমূহে তাদের নম্বর উল্লেখ করে উৎস নির্দেশ করেছি।

16 - গ্রন্থকারের বর্ণনায় যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তার উপর আমি টীকা করেছি— সমস্যাযুক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট করে এবং অস্পষ্ট বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও, তার উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলো সম্পর্কেও আমি সতর্ক করেছি।

17 - গ্রন্থকারের উল্লিখিত উক্তিগুলোকে আমি তাদের মূল প্রণেতাদের গ্রন্থ থেকে অথবা তাদের থেকে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সূত্রে উল্লেখ করে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছি। আর যদি তাদের বাক্যগুলো হুবহু উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে অধিকতর স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার জন্য আমি তা করেছি।

18 - আমি হাফিজ (মূল গ্রন্থকার) কর্তৃক উল্লিখিত বা ইঙ্গিতকৃত গ্রন্থসমূহের নাম তাদের প্রণেতাদের সাথে সংযুক্ত করে স্পষ্ট করেছি এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে সেগুলোর মুদ্রিত সংস্করণ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছি।

19 - আমি বইয়ের পাশে শিরোনাম দিয়েছি, যা এর আলোচনার বিষয়বস্তুতে পৌঁছাতে সহজ করে এবং পাঠককে এর গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা (বিষয়াবলী) সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়। আর আমি সেগুলোকে বিষয়বস্তু সূচিতে তাদের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে সন্নিবেশিত করেছি।

تَرْجِمَةُ الْمُصَنِّفِ (1)

اسمه ونسبه:

أبو الفضل، شهاب الدِّين، أحمد بن عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ بن محمود،
ابن حجر العسقلانيّ، المصريّ، الشّافعيّ.

مولده:

وُلِدَ في شعبان سنة ثلاثٍ وسبعين وسبع مئة (773 هـ) ببصر، ونشأ بها يتيمًا، وحفظ
القرآنَ والعمدةَ وألفيّة العراقيّ والحاوي الصّغير ومختصر ابن الحاجب وغيرها وهو
ابن تسع سنين.

رحلته وأشهر شيوخه:

كان رحمه الله كثير التّرحال في طلب العلم، بأذلاً له وقته وماله؛ فرحل داخل مصر،
وأخذ عن كبار شيوخها، كما رحل إلى بلاد الحجاز، واليمن، والشّام، وحلب، وغيرها.

(1) انظر ترجمته في: ذيل التقييد لأبي الطّيب الفّاسيّ (1/ 352)، لحظ الأُلحَاط لابن
فهد المكيّ (ص 211)، المنهل الصّافي والمُستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي (2/
17)، الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ للسّخاويّ، الضّوء اللّامع
لأهل القرن التّاسع للسّخاويّ (2/ 36)، تذكرة الحفاظ لابن البُرد (ص 37)
(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)، طبقات الحفاظ للذهبي (ص 552)،
وذيله للسيوطي (ص 251)، نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطيّ (1/ 45)،
شذرات الدّهب في أخبار من ذهب لابن العماد (1/ 74)، البدر الطالع بهاسن من
بعد القرن السّابع للشّوكانيّ (1/ 87).

(1) গ্রন্থকারের পরিচিতি

নাম ও বংশপরিচয়:

আবু আল-ফাদল, শিহাব আল-দীন, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ, ইবনে হাজার আল-আসকালানী, মিশরীয়, শাফেয়ী।

জন্ম:

তিনি শাবান মাসে, ৭৯৩ হিজরীতে (৭৭৩ হি.) মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই এতিম হিসেবে বেড়ে ওঠেন। নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন, আল-উমদাহ, আলফিয়াতুল ইরাকী, আল-হাওয়া আস-সাগীর, মুখতাসার ইবনুল হাজিব এবং অন্যান্য গ্রন্থ মুখস্থ করেন।

তাঁর শিক্ষাসফর ও প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ:

আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, তিনি জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপক পরিভ্রমণ করতেন এবং এ উদ্দেশ্যে নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি মিশরের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বড় বড় শাইখদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি হেজাজ, ইয়েমেন, শাম (সিরিয়া), হালাব (আলেপ্পো) ও অন্যান্য দেশে সফর করেন।

(১) তাঁর জীবনী দেখুন: যাইলুত তাকরীদ, আবু আত-তাইয়েব আল-ফাসী রচিত (১/ ৩৫২), লাহযুল আলহায, ইবনে ফাহদ আল-মাক্কী রচিত (পৃ. ২১১), আল-মানহালুস সাফী ওয়াল-মুস্তাওয়া বা'দাল ওয়াফী, ইবনে তাগরি বারদী রচিত (২/ ১৭), আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার ফী তারজামাত শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার, আস-সাখাওয়া রচিত, আদ-দাওউল লামি' লি-আহলিল ক্বারনিত তাসি', আস-সাখাওয়া রচিত (২/ ৩৬), তায়কিরাতুল হুফফায়, ইবনুল মিবাররাদ রচিত (পৃ. ৩৭) (ইবনে আবদিল হাদী'র রিসালাসমূহের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে প্রকাশিত), তাবাক্বাতুল হুফফায়, আয-যাহাবী রচিত (পৃ. ৫৫২), এবং এর পরিপূরক আস-সুয়ূতী রচিত (পৃ. ২৫১), নাজমুল ইক্বিয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, আস-সুয়ূতী রচিত (১/ ৪৫), শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারী মান যাহাব, ইবনুল ইমাদ রচিত (১/ ৭৪), আল-বাদরুত ত্বালি' বি-মাহাসিনি মান বা'দাল ক্বারনিস সাবি', আশ-শাওকানী রচিত (১/ ৮৭)।

(ص: 11) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ومن أبرز شيوخه:

- إبراهيم التَّنُوخِيُّ (800 هـ).

- برهان الدِّين الأَبْنَسِيُّ (802 هـ).

- ابن البلقن (804 هـ).
- سراج الدين البلقيني (805 هـ).
- عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 هـ).
- نور الدين الهيثمي (807 هـ).
- محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (817 هـ).
- عز الدين ابن جماعة (819 هـ).
- وغيرهم كثير.

أشهر تلاميذه:

- محب الدين ابن الشحنة (815 هـ).
- الكمال بن الهمام (861 هـ).
- يوسف بن تغري بردي (874 هـ).
- قاسم بن قطلوبغا (879 هـ).
- برهان الدين البقاعي (885 هـ).
- شمس الدين السخاوي (902 هـ).
- زكريا الأنصاري (926 هـ).
- وغيرهم كثير.

তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শায়খগণ (শিক্ষকগণ) হলেন:

- ইবরাহীম আত-তানোখী (৮০০ হিজরী)।
- বুরহান আদ-দীন আল-আবনাসী (৮০২ হিজরী)।
- ইবনুল মুলাক্কিন (৮০৪ হিজরী)।
- সিরাজ আদ-দীন আল-বালকিনী (৮০৫ হিজরী)।
- আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হিজরী)।
- নূর আদ-দীন আল-হায়সামী (৮০৭ হিজরী)।
- মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল-ফাইরুজাবাদী (৮১৭ হিজরী)।
- ইয়ু আদ-দীন ইবনে জামা'আ (৮১৯ হিজরী)।

এবং তাঁদের মতো আরও অনেকে।

তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ (শিক্ষার্থীগণ) হলেন:

- মুহিব্ব আদ-দীন ইবনুশ শাহনা (৮১৫ হিজরী)।
- আল-কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১ হিজরী)।
- ইউসুফ ইবনে তাগরিবিরদি (৮৭৪ হিজরী)।
- কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (৮৭৯ হিজরী)।
- বুরহান আদ-দীন আল-বিকাঈ (৮৮৫ হিজরী)।
- শামস আদ-দীন আস-সাখাবী (৯০২ হিজরী)।
- যাকারিয়া আল-আনসারী (৯২৬ হিজরী)।

এবং আরও অনেকে।

(ص: 12) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ثناء العلماء عليه:

قال الحافظ العراقي رحمه الله: «الشيخ العالم، والكامل الفاضل، الإمام المحدث،
المفيد المجيد، الحافظ المتقن، الضابط الثقة المأمون»⁽¹⁾.

وقال أبو الطيب الفاسي رحمه الله: «هو أحفظ أهل العصر للأحاديث والآثار وأسماء
الرجال، المتقدمين منهم والمتأخرين، والعالي من ذلك والنازل، مع معرفة قوية
بعلل الأحاديث وبراعة حسنة في الفقه وغيرها»⁽²⁾.

وقال ابن ناصر الدين رحمه الله: «محدث حافظ»⁽³⁾.

وقال ابن فهد رحمه الله: «الإمام العلامة الحافظ، فريد الوقت، مفخر الزمان، بقيّة
الحفاظ، علم الأئمة الأعلام، عمدة المحققين، خاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة
المشهورين»⁽⁴⁾.

وقال يوسف بن تغري بردي رحمه الله: «شيخ الإسلام، حافظ العصر، رُحلة
الطالبين، مفتي الفرق، أمير المؤمنين في الحديث»⁽⁵⁾.

وقال السَّخَاوِيُّ رحمه الله: «شيخُ الإسلام، وأوحدُ الأئمةِ الأعلام، حافظُ العصر،
وخاتمةُ المجتهدين ... حاملُ رايةِ العلوم والأثر»⁽⁶⁾.

(1) الجواهر والذُرر (1/ 270).

(2) ذيل التقييد (1/ 355).

(3) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (3/ 128).

(4) لحظ الألفاظ (ص 211).

(5) المنهل الصَّافِي (2/ 17).

(6) الجواهر والذُرر (1/ 53).

তার সম্পর্কে আলেমগণের প্রশংসা:

হাফিয় ইরাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন শায়খুল আলেম (বিজ্ঞ শিক্ষক), পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী ও গুণী, ইমাম মুহাদ্দিস, উপকারী ও মহিমাম্বিত, সুনিপুণ হাফিয়, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রক»⁽¹⁾.

আবুত তাইয়্যিব আল-ফাসী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের মানুষদের মধ্যে হাদীস, আসার (পূর্বসূরিদের বর্ণনা) এবং বর্ণনাকারীদের নাম মুখস্থকরণে শ্রেষ্ঠ—সে অগ্রবর্তী বা পরবর্তী যেই হোক না কেন, এবং উঁচু সনদ বা নীচু সনদ উভয় প্রকারের বিষয়ে। এর সাথে, হাদীসের ইলল (সূক্ষ্ম ত্রুটি) সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান এবং ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) ও অন্যান্য বিষয়ে চমৎকার দক্ষতা»⁽²⁾.

ইবনে নাসিরুদ্দিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস ও হাফিয়»⁽³⁾.

ইবনে ফাহদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন ইমাম, সর্বজ্ঞ আল্লামা, হাফিয়, সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, কালের গর্ব, হাফিয়দের অবশিষ্ট, প্রখ্যাত ইমামদের প্রতীক, গবেষকদের নির্ভরস্থল, এবং প্রখ্যাত হাফিয় ও প্রসিদ্ধ কাজীদের শেষ স্তম্ভ»⁽⁴⁾.

ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম, কালের হাফিয়, জ্ঞান অন্বেষণকারীদের গন্তব্য, বিভিন্ন ফিরকার (সম্প্রদায়ের) মুফতি, এবং হাদীসশাস্ত্রে আমিরুল মু'মিনীন»⁽⁵⁾.

সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম, প্রসিদ্ধ ইমামদের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, কালের হাফিয়, এবং মুজতাহিদগণের শেষ স্তম্ভ ... জ্ঞান ও আসার (ঐতিহ্য) এর পতাকাবাহী»⁽⁶⁾.

- (1) আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (১/২৭০)।
- (2) যাইলুত তাকয়ীদ (১/৩৫৫)।
- (3) তাওযীহুল মুশতাবাহ লি-ইবনে নাসিরুদ্দিন (৩/১২৮)।
- (4) লাহযুল আলহায় (পৃ. ২১১)।
- (5) আল-মানহালুস সাফী (২/১৭)।
- (6) আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (১/৫৩)।

(ص: 13) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وقال أيضاً: «شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة، والذهن الوقاد، والذكاء المفريط، وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه في الحديث»⁽¹⁾.

وقال السيوطي رحمه الله: «فريد زمانه، وحامل لواء السنة في أوانه، ذهبى هذا العصر ونضاره، وجوهه الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوجيه والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح»⁽²⁾.

وقال الشوكاني رحمه الله: «وتصدى لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفاً، وتفرد بذلك، وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق؛ حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع»⁽³⁾.
مؤلفاته:

وهي كثيرة جداً؛ منها:

- «إِتْحَافُ الْمَهْرَةِ بِالْفَوَائِدِ الْمُبْتَكِرَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْعَشْرَةِ».
- «الإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ».

(1) الضَّوْءُ اللَّامِعُ (39 / 2).

(2) نَظْمُ الْعُقَيَّانِ (45 / 1).

(3) الْبَدْرُ الطَّالِعُ (88 / 1).

এবং তিনি আরও বলেছেন: "প্রাচীন পন্ডিতগণ তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিশ্বস্ততা, বিশ্বস্ততা, সততা এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁর প্রখর মেধা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য সম্পর্কে। তাঁর শিক্ষক আল-ইরাকী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন।"⁽¹⁾

ইমাম সুয়ুতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তিনি তাঁর যুগের একক ব্যক্তি (অদ্বিতীয়), তাঁর সময়ে সুন্নাহর পতাকাবাহী, এই যুগের স্বর্ণ ও তার ঔজ্জ্বল্য, তিনি এমন এক রত্ন যার দ্বারা বহু যুগ ধরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি অনুসারীদের জন্য এই বিদ্যার ইমাম, মুহাদ্দিসদের সেনাদলের অগ্রনায়ক, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ, এবং তা'দিল (নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ) ও তাজরিহ (দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ) এর ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী ও বিচারক।"⁽²⁾

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তিনি হাদীস প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, এবং অধ্যয়নে, শিক্ষাদানে ও রচনার মাধ্যমে নিজেকে এই কাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ও নিপুণতার ব্যাপারে নিকটজন, দূরবর্তী, শত্রু ও মিত্র সবাই সাক্ষ্য দিয়েছে; এমনকি তাঁর ক্ষেত্রে 'হাফিজ' উপাধিটি সর্বসম্মত (ইজমা) একটি শব্দে পরিণত হয়েছে।"⁽³⁾

তাঁর রচনাবলী:

এগুলি অনেক; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ইতাহাফুল মাহারা বিল-ফাওয়াইদিল-মুবতাকা রা মিন আতরাফিল-আশারা।
- আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস-সাহাবাহ।

(1) আয-যাওউল-লামি' (২/৩৯)।

(2) নায়মুল-উকিয়ান (১/৪৫)।

(3) আল-বদরুত-ত্বালি' (১/৮৮)।

(ص: 14) نزہة النظر في توضیح نخبة الفكر - ت القاسم

- «إنباء الغُمرِ بأبناء العُمرِ».
- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام».
- «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه».
- «تقريب التهذيب».
- «التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز»؛ المشهور ب: «التَّلخيص الحَبير».
- «تهذيب التهذيب».
- «الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثَّامنة».
- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ومقدِّمته: «هُدَى السَّاري».
- «لسان الميزان».
- «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- «نزہة النَّظَر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»، وهو کتابنا هذا.
- «التُّكْتُ على کتاب ابن الصَّلَّاح».
- وغيرُها كثير.

وفاته:

توفيَّ رحمه الله بعد أن مَرَضَ أَكْثَرَ من شهرٍ - ليلة السَّبْت، في شهر ذي الحِجَّة، سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة (852 هـ).

ইনবাবুল গুমরি বিআবনাবুল উমরি (সময়ের সন্তানদের মাধ্যমে অনভিজ্ঞদের অবহিতকরণ)।

বুলুগুণ মারাম মিন আদিগ্লাতিল আহকাম (আহকামের প্রমাণাদি থেকে অভীষ্ট প্রাপ্তি)।
তাবসিরুণ মুনতাবিহ বিতাহরিরিল মুশতাবিহ (সন্দেহপূর্ণ বিষয় স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে সতর্ককে
প্রজ্ঞা দান)।
তাক্বরীবুত তাহযিব (পরিমার্জন নিকটবর্তী করা)।
তাময়িয ফী তালখিসি তাখরিজি আহাদীসি শারহিল ওয়াজিজ (শারহুল ওয়াজিজ-এর
হাদিসসমূহের সূত্র উল্লেখের সারসংক্ষেপে পার্থক্য নিরূপণ)"; যা প্রসিদ্ধ "আত-তালখিসুল
হাবির (সুস্পষ্ট সারসংক্ষেপ)" নামে।
তাহযিবুত তাহযিব (পরিমার্জনের পরিমার্জন)।
আদ-দুরারুণ কামিনাহ ফী আ'ইয়ানিল মিয়াতিস সামিনাহ (অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের
গোপন মণিমুক্তা)।
ফাতহুল বারি শারহু সহীহিল বুখারী (সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় সৃষ্টিকর্তার বিজয়)" এবং এর
ভূমিকা: "হুদা আস-সারি (যাত্রীর পথপ্রদর্শক)।
লিসানুল মিয়ান (মানদণ্ডের জিহ্বা)।
নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতাহাযি আহলিল আসার (আহলুল আসারের পরিভাষা বিষয়ে চিন্তার
নির্যাস)।
নুযহাতুন নাযার ফী তাওযিহি নুখবাতিল ফিকার ফী মুসতাহাযি আহলিল আসার (আহলুল
আসারের পরিভাষা বিষয়ে চিন্তার নির্যাস)-এর ব্যাখ্যায় দৃষ্টির আনন্দ", এবং এটিই আমাদের
এই গ্রন্থ।
আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনে সালাহ (ইবনে সালাহ-এর গ্রন্থের উপর মন্তব্য)।
আরও অনেক।
ইন্তেকাল:
তিনি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) এক মাসেরও বেশি সময় অসুস্থ থাকার পর আট শত বায়ান্ন
হিজরী (৮৫২ হি.) সনের যিলহজ্ব মাসের শনিবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

اسْمُ الْكِتَابِ

اختلفت النُّسخُ الخَطِيَّةُ في ذكر اسمِ الكتابِ، وقد بيَّنتُ هنا أوجهَ ورودِهِ فيها، وما ورد في الإجازات والخواتيم الملحقة بها، وأشرتُ إلى أوجهِ ورودِهِ في كتب التَّراجم والفهارس ونحوها، من مظانِّ معرفة اسم الكتاب.

أولاً: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخَطِيَّة:

- 1 - في (أ): «كتاب شرح النُّخبة».
- 2 - في (ب): «كتاب نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- 3 - في (ج): «كتاب شرح النُّخبة في علم الحديث».
- 4 - في (د): «توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- 5 - في (هـ): «النُّخبة في علم الحديث لابن حجر، وشرحها، ونظم أصلها».
- 6 - في (و)، (ز): «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- 7 - في (ح): «شرح نخبة الفكر».
- 8 - في (ي): «كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- 9 - في (ك)، (م): «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».

গ্রন্থের নাম

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে আমি তাতে (পাণ্ডুলিপিতে) এর উল্লেখের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি, এবং এর সাথে সংযুক্ত ইজাযাত (অনুমতিপত্র) ও সমাপ্তি অংশে যা এসেছে, তাও বর্ণনা করেছি। এছাড়া, গ্রন্থের নাম জানার নির্ভরযোগ্য উৎস যেমন জীবনীগ্রন্থ, ক্যাটালগ ও এ জাতীয় অন্যান্য উৎসে এর উল্লেখের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছি।

প্রথমত: পাণ্ডুলিপি অনুলিপিগুলোতে গ্রন্থের নাম যেভাবে পাওয়া যায়:

১ - (আ)-তে: «গ্রন্থ: নুখবাহ-এর ব্যাখ্যা»।

- ২ - (বা)-তে: «গ্রন্থ: আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ে নুখবাতুল ফিকর-এর স্পষ্টীকরণে 'নুযহাতুন নাযার' (দৃষ্টির আনন্দ)»।
- ৩ - (জিম)-তে: «গ্রন্থ: হাদীস বিজ্ঞানে নুখবাহ-এর ব্যাখ্যা»।
- ৪ - (দাল)-তে: «আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ে নুখবাতুল ফিকর-এর স্পষ্টীকরণ»।
- ৫ - (হা)-তে: «ইবনে হাজার রচিত হাদীস বিজ্ঞানে 'আল-নুখবাহ', এর ব্যাখ্যা এবং এর মূলের কাব্যরূপ»।
- ৬ - (ওয়াও), (যা)-তে: «আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ে নুখবাতুল ফিকর-এর স্পষ্টীকরণে 'নুযহাতুন নাযার' (দৃষ্টির আনন্দ)»।
- ৭ - (হা)-তে: «নুখবাতুল ফিকর-এর ব্যাখ্যা»।
- ৮ - (ইয়া)-তে: «গ্রন্থ: আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ে নুখবাতুল ফিকর»।
- ৯ - (কাফ), (মিম)-তে: «আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ে নুখবাতুল ফিকর-এর ব্যাখ্যা»।

(ص: 16) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

- ثانياً: اسم الكتاب كما ورد في خواتيم النسخ والإجازات الملحقة بها⁽¹⁾:
- 1 - في (أ)، (د)، (ز)، (ط): «توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».
- 2 - في (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ل): «توضيح نخبة الفكر».
- 3 - في (هـ)، (ح): «شرح النُّخبة».
- 4 - في (هـ): «النُّخبة وشرحها».
- 5 - في (م): «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».

ثالثاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب التراجم:

أ - ما ورد في ترجمة المصنّف:

- 1 - «نزهة النُّظر»⁽²⁾.
- 2 - «نزهة النُّظر بتوضيح نخبة الفكر»⁽³⁾.
- 3 - «النُّخبة وشرحها»⁽⁴⁾.

(1) ذكرتُ هنا اسم الكتاب كما ورد فيها، وأوردتُ نصوص الخواتيم والإجازات
بكمالها في آخر الكتاب.

(2) الجواهر والدرر (2/ 677)، وقال بعد ذكر النُخبة: «وشرحها المسئى: نزهة
النظر»، درة الجبال في أسماء الرجال للمكناسي (3/ 242)، الديباج المذهب لابن
فرحون (2/ 125).

(3) شذرات الذهب (9/ 399)، المنهل الصافي (2/ 27).

(4) حسن المحاضرة للسيوطي (1/ 364).

দ্বিতীয়ত: বইয়ের নাম যেমনটি পাণ্ডুলিপিগুলির শেষাংশে এবং এর সাথে সংযুক্ত
ইজাজাতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে⁽¹⁾:

1 - (আ), (দ), (য), (ত্বা) -তে: «তাউযীহ নুখবাতুল ফিক্র ফী মুসতলাহ আহলিল আসার»
(توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)।

2 - (বা), (জিম), (দ), (হা), (লাম) -তে: «তাউযীহ নুখবাতুল ফিক্র» (توضيح نخبة الفكر)।

3 - (হা), (হা) -তে: «শারহুন নুখবাহ» (شرح النُخبة)।

4 - (হা) -তে: «আন-নুখবাহ ওয়া শারহুহা» (النُخبة وشرحها)।

5 - (মিম) -তে: «শারহ নুখবাতুল ফিক্র ফী মুসতলাহ আহলিল আসার» (شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)।

তৃতীয়ত: বইয়ের নাম যেমনটি জীবনীগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে:

ক - যা গ্রন্থকারের জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে:

1 - «নুযহাতুন নাযর» (نزهة النظر)⁽²⁾।

2 - «নুযহাতুন নাযর বিতাওয়াহ নুখবাতিল ফিক্র» (نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر)⁽³⁾।

3 - «আন-নুখবাহ ওয়া শারহুহা» (النُخبة وشرحها)⁽⁴⁾।

(1) এখানে আমি বইয়ের নাম যেমনটি সেগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে, তা উল্লেখ করেছি, এবং
শেষাংশ ও ইজাজাতসমূহের পূর্ণ পাঠ বইয়ের শেষে সন্নিবেশিত করেছি।

- (2) আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (الجواهر والدرر) (২/৬৭৭), এবং নুখবাহ উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন: «(وشرحها المسئى: نزهة النظر) এর ভাষ্যগ্রন্থটির নাম: নুযহাতুন নাযর» (درة الجبال في أسماء الرجال للمكناسي) (দুরাতুল হিজাল ফী আসমাইর রিজাল লিল-মিকনাসী) (৩/২৪২), আদ-দীবাful মুযাহহাব লি-ইবন ফারহুন (الدَّيْبَاج المذهب لابن فرحون) (২/১২৫)।
- (3) শাযারাতুয যাহাব (شذرات الذهب) (৯/৩৯৯), আল-মানহালুস সাফি (المنهل الصافي) (২/২৭)।
- (4) হুসনুল মুহাদারাহ লিস-সুযুতী (حسن المحاضرة للسُّيُوطي) (১/৩৬৪)।

(ص: 17) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ব - মা ওরদ ফি গির তরজে মব্শ্ফ:

- 1 - «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»⁽¹⁾.
 - 2 - «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»⁽²⁾.
 - 3 - «شرح النُّخبة»⁽³⁾.
- রابعاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب الفهارس والأدلة:
- 1 - «نزهة النظر»⁽⁴⁾.
 - 2 - «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»⁽⁵⁾.
 - 3 - «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث»⁽⁶⁾.
 - 4 - «شرح نخبة الفكر»⁽⁷⁾.
 - 5 - «شرح النُّخبة في اصطلاح أهل الحديث»⁽⁸⁾.

(1) شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (1 / 713).

(2) التاج المكلل للقتوجي (ص 385).

(3) وهو كثير في كتب التاريخ والتراجم.

(4) الرسالة المستطرفة للكتاني (ص 216).

(5) كشف الظنون لحاجي خليفة (2/ 1936)، هدية العارفين لإسماعيل باشا الباباني (1/ 130).

(6) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد كرنيليوس (ص 99).

(7) الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي (ص 234).

(8) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (قسم علوم القرآن) لصالح الخبيبي (1/ 165).

খ - লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত অন্যান্য সূত্রে যা এসেছে:

- 1 - «নুহাতুন নাযর ফি তাওদিহ নুখবাতিল ফিকার»⁽¹⁾.
- 2 - «শারহু নুখবাতিল ফিকার ফি মুসতাহাযি আহলিল আসার»⁽²⁾.
- 3 - «শারহুন নুখবাহ»⁽³⁾.

চতুর্থত: ক্যাটালগ ও নির্দেশিকা গ্রন্থসমূহে কিতাবের যে নাম এসেছে:

- 1 - «নুহাতুন নাযর»⁽⁴⁾.
- 2 - «নুহাতুন নাযর ফি তাওদিহ নুখবাতিল ফিকার»⁽⁵⁾.
- 3 - «নুহাতুন নাযর ফি তাওদিহ নুখবাতিল ফিকার ফি ইসতিলাহিল হাদীস»⁽⁶⁾.
- 4 - «শারহু নুখবাতিল ফিকার»⁽⁷⁾.
- 5 - «শারহুন নুখবাহ ফি ইসতিলাহি আহলিল হাদীস»⁽⁸⁾.

(1) শাজারাতুন নূর আয-যাকিয়াহ, মুহাম্মদ মাখলুফ রচিত (১/৭১৩)।

(2) আত-তাজুল মুকাল্লাল, আল-কিন্মুজী রচিত (পৃ. ৩৮৫)।

(3) এটি ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

(4) আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ, আল-কাত্তানী রচিত (পৃ. ২১৬)।

(5) কাশফুয যুনুন, হাজী খলীফা রচিত (২/১৯৩৬), হাদিয়াতুল আরেফীন, ইসমাইল পাশা আল-বাবানী রচিত (১/১৩০)।

(6) ইকতিফাউল কুনু' বিমা ছুয়া মাতবু', এডওয়ার্ড কর্নেলিয়াস কর্তৃক (পৃ. ৯৯)।

(7) আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিভাহ, আল-কিন্মুজী রচিত (পৃ. ২৩৪)।

(8) ফাহরাস মাখতুতাত দারিল কুতুব আয-যাহিরিয়াহ (কুরআন বিজ্ঞান বিভাগ), সালাহ আল-খাইমী রচিত (১/১৬৫)।

(ص: 18) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

خامساً: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:

1 - «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر»⁽¹⁾.

2 - «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»⁽²⁾.

3 - «شرح النُّخبة في علوم الحديث»⁽³⁾.

وقد اعتمدتُ تسمية الكتاب بـ «نزهة النَّظَرِ في توضيح نخبة الفكرِ في مصطلح أهلِ الأثرِ»، وذلك لأنَّ وُروَدَ هذا الاسم في ثلاثِ نسخٍ من نُسخِهِ الخَطِيَّةِ الجَيِّدةِ يُشعرُ بأنَّ له أصلاً عن مؤلِّفه، ولا يَبْعُدُ أن يكون من صنيعه رحمه الله، وهو الاسمُ الذي تتابعت أكثرُ كتب التَّراجم على ذِكرِهِ، واشتهر به في الأزمان المتأخِّرة.

(1) قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 117): «إِنَّ بعض أصحابي وَمَنْ هو من جُمْلَةِ أَحْبَابِي طلب مِنِّي أن يقرأ عليَّ (شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر)».

(2) قال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الوَطَر (ص 2): «إِنَّ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ...».

(3) قال المُنَاوِي رحمه الله في اليَوَاقِيتِ والدُّرَر (1/ 114): «قد كنت سُئِلْتُ مراراً وتكراراً في وضع شرحٍ على شرحِ النُّخبة في علوم الحديث».

পঞ্চমত: কিতাবের নাম যেমনটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহে এসেছে:

1 - «আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ক 'নুখবাতুল ফিকার'-এর ব্যাখ্যা»⁽¹⁾.

2 - «আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ক 'নুখবাতুল ফিকার'-এর ব্যাখ্যা»⁽²⁾.

3 - «হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ক 'আন-নুখবাহ'-এর ব্যাখ্যা»⁽³⁾.

আর আমি কিতাবের নাম গ্রহণ করেছি «নুযহাতুন নাযার ফী তাওয়াহীহি নুখবাতিল ফিকার ফী মুসতাহাহি আহলিল আসার» হিসেবে। কারণ, এর উত্তম পাণ্ডুলিপিগুলোর তিনটি কপিতে এই নামের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, এর মূল লেখকের পক্ষ থেকে ছিল, এবং এটি তাঁর (রহিমাহুল্লাহ) নিজের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। এই নামটিই অধিকাংশ জীবনীগ্রন্থ উল্লেখ করেছে এবং পরবর্তীকালে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

(1) আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' গ্রন্থে (পৃ. ১১৭) বলেছেন: «নিশ্চয়ই আমার কিছু সাথী এবং আমার প্রিয়জনদের মধ্য থেকে যারা আছে, আমাকে অনুরোধ করেছে যেন তারা আমার কাছে (আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ক 'নুখবাতুল ফিকার'-এর ব্যাখ্যা) পড়ে।»

(2) আল-লাক্কানী (রহিমাহুল্লাহ) 'কাদাউল ওয়াতার' গ্রন্থে (পৃ. ২) বলেছেন: «নিশ্চয়ই আহলুল আসার-এর পরিভাষা বিষয়ক 'নুখবাতুল ফিকার'-এর ব্যাখ্যা...»

(3) আল-মুনাত্তী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-ইয়াওয়াফিত ওয়াদ দুরার' গ্রন্থে (১/১১৪) বলেছেন: «আমি বারবার জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম, হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ক 'আন-নুখবাহ'-এর ব্যাখ্যার উপর একটি ব্যাখ্যা লেখার জন্য।»

(ص: 19) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وصفُ النُّسخِ المُعتَبَدةِ في تحقيقِ الكتابِ
اعتمدتُ في تحقيقِ الكتابِ على ثلاثِ عشرةِ نسخةٍ خُطِّيَّةٍ، هي من أقدمِ وأجودِ ما خُطَّ
من نُسَخِ هذا الكتابِ، وهي بحسبِ تاريخِ نسخِها على التَّرتيبِ الآتي:
النُّسخةُ الأولى، ورمزت لها بـ «أ»: وهي نسخةٌ خُطِّيَّةٌ بكتبةِ برتو باشا، ضمن المكتبةِ السُّليمانِيَّةِ بِإِسْتَنْبُولِ - تركيا -.
رقمها: (56).
عدد لوحاتها: (36) لوحةً.

تاريخ نسخها: السَّابِعُ عَشْرَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، سَنَةِ (843 هـ).
نَاسِخُهَا: أُثْبِتَ اسْمُهُ ثُمَّ مُجِي، وَأَثَارُ الْمَحْوِ ظَاهِرَةٌ.
خَطُّهَا: نَسْخِيٌّ جَمِيلٌ وَوَاضِحٌ.
خَصَائِصُهَا:

1 - نَسْخَةٌ تَامَّةٌ، وَمُتَقَنَّةٌ.

2 - مَقْرُوءَةٌ عَلَى الْمَصْنُفِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

3 - عَلَيْهَا بَلَاغَاتٌ فِي حَاشِيَتِهَا بِخَطِّ الْمَصْنُفِ.

গ্রন্থ যাচাইয়ের জন্য গৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলির বিবরণ

আমি গ্রন্থ যাচাইয়ের জন্য তেরোটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছি, যা এই গ্রন্থের লিখিত কপিগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম ও উৎকৃষ্টতম। এগুলো অনুলিপি তৈরির তারিখ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে বিন্যস্ত:

প্রথম পাণ্ডুলিপি, এবং আমি এর প্রতীক হিসেবে 'আলিফ' (ا) ব্যবহার করেছি:

এটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত বারতো পাশা গ্রন্থাগারের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

এর ক্রমিক নম্বর: (৫৬)।

এর ফলক সংখ্যা: (৩৬)টি ফলক।

এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: ৮৪৩ হিজরির যুল-কা'দাহ মাসের সতেরো তারিখ।

এর লিপিকার: তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তারপর মুছে ফেলা হয়েছে, এবং মোছার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এর লিপি: নাসখী, সুন্দর ও স্পষ্ট।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল পাণ্ডুলিপি।

২ - এটি লেখক (গ্রন্থকার) এর সামনে পাঠ করা হয়েছিল, আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

৩ - এর পাদটীকায় লেখকের স্বহস্তে 'বালাগাত' (পঠন-সম্পূর্ণতার অনুমোদনসূচক টীকা) লেখা আছে।

4 - عليها إحقاقتُ وتصحيحاُتُ.

5 - ميّز ناسخها المتن عن الشّرح بمداد أحمر.

النُّسخة الثَّانية، ورمزت لها بـ «ب»:

وهي نسخةٌ خطّيةٌ بكتبة دار الكتب المصريّة ضمن مجاميع طلعت، بالقاهرة - مصر -.

رقمها: (880 / 6).

عدد لوحاتها: (30) لوحةً.

تاريخ نسخها: الثَّالث والعشرون من ذي الحِجّة، سنة (844 هـ).

ناسخها: محمّد بن موسى بن عمران البقرئ - تلميذ المصنّف⁽¹⁾ -.

خطّها: نسخيٌّ معتادٌ.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامّةٌ.

2 - كلماتها مشكولةٌ في الغالب.

3 - قريبة العهد بالمصنّف، فناسخها من تلاميذه، وقد كتبها في حياته.

(1) هو: محمّد بن موسى بن عمران، شمس الدّين، الغزّي ثمّ المقدسيّ، الحنفّيّ،

البقرئ، قرأ على الحافظ ابن حجر «نغمة الطّبّان» وغيرها، وذلك سنة (844 هـ)،

تصدّر للإقراء بالقدس والقاهرة، وانتفع النَّاسُ به لصلاحيّه، توفيّ سنة (873 هـ).

الضَّوء اللّامع (58 / 10).

4 - এর উপর সংযোজন ও সংশোধন রয়েছে।

5 - এর নকলকারী মূল অংশকে ব্যাখ্যা থেকে লাল কালি দ্বারা পৃথক করেছেন।

দ্বিতীয় অনুলিপি, এবং আমি এর প্রতীক দিয়েছি «ব»:

এটি মিশরের কায়রোতে অবস্থিত মিশরীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ)-
এর তালাত সংকলনসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি হস্তলিখিত অনুলিপি।

এর নম্বর: (৬/৮৮০)।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৩০) পৃষ্ঠা।

এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: জিলহজ মাসের তেইশ তারিখ, (৮৪৪ হিজরী) সাল।

এর নকলকারী: মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে ইমরান আল-মু'কিরি - গ্রন্থকারের ছাত্র^(১) -।

এর লিখনশৈলী: সাধারণ নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - এর শব্দগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হরকতযুক্ত।

3 - গ্রন্থকারের সময়ের নিকটবর্তী, কারণ এর নকলকারী তাঁর ছাত্রদের একজন ছিলেন এবং তিনি এটি তাঁর জীবদ্দশায় লিখেছেন।

(১) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে ইমরান, শামসুদ্দিন, আল-গাযি অতঃপর আল-মাকদিসি, আল-হানাফি, আল-মু'কিরি। তিনি হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর কাছে «নুঘবাতুল যাম'আন» ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এটি (৮৪৪ হিজরী) সালে সংঘটিত হয়। তিনি কুদস (জেরুজালেম) ও কায়রোতে কুরআন শিক্ষাদানের নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর ধার্মিকতার কারণে মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হয়। তিনি (৮৭৩ হিজরী) সালে ইন্তেকাল করেন।
আয-যাওউল লামি' (১০/৫৮)।

(ص: 21) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

النُّسخة الثالثة، ورمزت لها بـ «ج»:

وهي نسخة خطيةٌ بكتبة عاطف أفندي بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (378).

عدد لوحاتها: (31) لوحة.

تاريخ نسخها: الثالث والعشرون من جمادى الآخرة، سنة (845 هـ).

نَاسِخَهَا: لَمْ يَذْكُرْ.

خَطُّهَا: نَسَخِيٌّ مَعْتَادٌ.

خَصَائِصُهَا:

1 - نَسْخَةٌ تَامَّةٌ.

2 - يَعْتَنِي النَّاسِخُ بِضَبِّ الْمُسْكِلِ.

3 - مُيِّزَ الْبِتْنِ فِيهَا عَنِ الشَّرْحِ بِالْمِدَادِ الْأَحْمَرِ.

4 - مَقْرُوءَةٌ عَلَى الْمَصْنُفِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهَا بِلَاغَاتُ قِرَاءَةٍ بَحْثٌ بِخَطِّهِ.

5 - عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ وَتَعْلِيقَاتٌ.

النُّسخة الرَّابِعَةُ، وَرُمِزَتْ لَهَا بِ «د»:

وهي نسخة خطيَّةٌ بالمكتبة الحزواويَّة بإقليم الرَّشيدِيَّة - المَغْرِب -.

رقمها: (204).

তৃতীয় অনুলিপি, এবং আমি এটিকে "জিম" প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত আতিফ আফেন্দি লাইব্রেরির একটি হস্তলিখিত অনুলিপি।

এর নম্বর: (৩৭৮)।

এর পৃষ্ঠার সংখ্যা: (৩১) পৃষ্ঠা।

এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: ৮৪৫ হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহর তেইশ তারিখ।

এর অনুলিপিকার: উল্লিখিত হয়নি।

এর লিখনশৈলী: সাধারণ নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

২ - অনুলিপিকার জটিল শব্দাংশের সঠিক পাঠ নির্ধারণে যত্নশীল।

৩ - এতে মূল পাঠ (মাতন) ব্যাখ্যা (শারহ) থেকে লাল কালি দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।

৪ - এটি লেখক – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – এর কাছে পঠিত হয়েছে, এবং এতে তাঁর নিজের হাতে গবেষণামূলক পাঠের ঘোষণা (বালাঘাত) রয়েছে।

৫ - এতে সংশোধন ও টীকা রয়েছে।

চতুর্থ অনুলিপি, এবং আমি এটিকে "দাল" প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি মরক্কোর আর-রাশিদিয়া প্রদেশের আল-হামযাবিয়া লাইব্রেরির একটি হস্তলিখিত
অনুলিপি।

এর নম্বর: (২০৪)।

(ص: 22) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عدد لوحاتها: (45) لوحة.

تاريخ نسخها: لم يُذكر تاريخ نسخها، لكن عليها إجازة من المصنّف للناسخ في
عاشر جمادى الآخرة، سنة (850 هـ).

ناسخها: لا يعرف.

خطها: نسخي جميل وواضح.

خصائصها:

1 - نسخة تامة، ومتقنة.

2 - مقروءة على المصنّف رحمه الله قبل وفاته بعامين، وكانت القراءة عليه قراءة
بحرٍ وتدقيقٍ من قبل مالك النسخة: نور الدين علي بن داود الجوهرى الحنفى -
تلميذ المصنّف⁽¹⁾، وقد كتب له إجازة المصنّف آخرها: محمد بن علي الشهير بابن
قبر⁽²⁾.

3 - عليها بلاغات في حاشيتها بخط المصنّف.

4 - عليها تعليقات وحواشٍ كثيرة مفيدة.

5 - ميّز ناسخها المتن عن الشرح بخط أحمر أعلاه.

(1) هو: علي بن داود بن إبراهيم، نور الدين، القاهري، الجوهرى، الحنفى، توفي
سنة (900 هـ). انظر: الضوء اللامع (5/ 217)، هدية العارفين (1/ 739).

(2) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن مُختار الحسيني، الشافعي، القاهري، المعروف بابن قبر، أخذ عن الحافظ ابن حجر، وكان ضابط الأسماء عنده في السماع، توفي سنة (876 هـ). انظر: الضوء اللامع (8/ 176)، البدر الطالع (2/ 211).

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৪৫) পৃষ্ঠা।

এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: এর অনুলিপি তৈরির তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর উপর লেখক কর্তৃক অনুলিপিকারককে একটি ইজাযাহ (অনুমতিপত্র) রয়েছে, যা ৮৫০ হিজরীর জামাদাল আখিরাহর দশম তারিখে দেওয়া হয়েছে।

এর অনুলিপিকারক: অজ্ঞাত।

এর হস্তাক্ষর: সুন্দর ও স্পষ্ট নাসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল অনুলিপি।

২ - এটি লেখকের ইন্তেকালের (মৃত্যু) দুই বছর পূর্বে তাঁর উপর পঠিত হয়েছিল। অনুলিপিটির মালিক: নূরুদ্দিন আলী ইবনে দাউদ আল-জাওহারি আল-হানাফী – লেখকের ছাত্র^(১) – কর্তৃক এই পাঠ ছিল গবেষণা ও সূক্ষ্ম যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। লেখক তাঁর জন্য একটি ইজাযাহ (অনুমতিপত্র) লিখেছিলেন, যার শেষে ছিল: মুহাম্মদ ইবনে আলী, যিনি ইবনে ক্বামার নামে পরিচিত^(২)।

৩ - এর মার্জিনে লেখকের হস্তাক্ষরে ‘বালাগাত’ (উদ্ধৃতি বা সংযোজন) রয়েছে।

৪ - এর উপর অনেক উপকারী টীকা ও মার্জিন নোট রয়েছে।

৫ - এর অনুলিপিকারক মূল পাঠ (মাতন) থেকে ব্যাখ্যা (শারাহ) কে উপরে লাল কালি দিয়ে আলাদা করেছেন।

(১) তিনি হলেন: আলী ইবনে দাউদ ইবনে ইব্রাহিম, নূরুদ্দিন, আল-ক্বাহিরী, আল-জাওহারি, আল-হানাফী। তিনি ৯০০ হিজরীতে ইন্তেকাল (মৃত্যুবরণ) করেন। দেখুন: আদ-দাওউল লামি’ (৫/২১৭), হাদিয়াতুল আরিফিন (১/৭৩৯)।

(২) তিনি হলেন: শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে জাফর ইবনে মুখতার আল-হুসাইনী, আশ-শাফিঈ, আল-ক্বাহিরী, যিনি ইবনে ক্বামার নামে পরিচিত। তিনি হাফিয

ইবনে হাজার থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন এবং শবণের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে নামের নির্ভুল রক্ষক (দাবিতুল আসমা) ছিলেন। তিনি ৮৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল (মৃত্যুবরণ) করেন। দেখুন: আদ-দাওউল লামি' (৮/১৭৬), আল-বাদরুত তালি' (২/২১১)।

(ص: 23) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

- النُّسخة الخامسة، ورمزت لها بـ «هـ»:
وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بكتبة برنستون جاريت - أمريكا -
رقمها: (3949).
عدد لوحاتها: (54) لوحةً.
تاريخ نسخها: ثالث رجب، سنة (850 هـ).
نسخها: محمّد بن محمّد بن المغيزل - وابن حمّاد - الحمويّ الشافعيّ
العبدريّ - تلميذ المصنّف⁽¹⁾ -.
خطّها: نسخيّ واضح.
خصائصها:
1 - نسخةٌ تامّةٌ، ومتقنةٌ.
2 - مقروءةٌ على المصنّف، حيث قرأ عليه النَّاسُ بعضها، ثم أكمل القراءة برهان
الدّين البقاعي، وحضر المجلس جماعة منهم شمس الدّين السّخاوي، ومحمد بن
محمد ابن فهد المكيّ⁽²⁾ وهو كاتب طبقة السّماع.
3 - علاها إلحاقاً وتصحيحاً.

(1) هو: محمّد بن محمّد بن عليّ العبدريّ، الحمويّ، الشافعيّ، المعروف
بأبن المغيزل، كان كثير الاشتغال بالعلم، مع تعايطي التجارة، توفيّ سنة (867 هـ).
انظر: الضّوء اللّامع (9/ 248).

(2) هو: نجم الدين محمد - ويدعى عمر - بن محمد ابن فهد القرشي، الهاشمي، البكي، لازم الحافظ ابن حجر، ومهر في الحديث، وصنف المصنفات، توفي سنة (885 هـ). انظر: الجواهر والدرر (3/ 1121)، الضوء اللامع (6/ 126)، البدر الطالع (1/ 513).

পঞ্চম সংস্করণ, এবং আমি এটিকে 'হা' প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি একটি পাণ্ডুলিপি যা আমেরিকার প্রিন্সটন গ্যারেট লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত।

এর নম্বর: (৩৯৪৯)।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৫৪)টি পৃষ্ঠা।

এটি অনুলিপি করার তারিখ: রজব মাসের তৃতীয় দিন, ৮৫০ হিজরী সাল।

এর লেখক: মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুগাইযিল - এবং ইবনু হাম্মাদ - আল-হামাভী, আশ-শাফিয়ী, আল-আবদারী - যিনি গ্রন্থকারের শিষ্য^(১) ছিলেন -।

এর লিখনশৈলী: স্পষ্ট নুসখী (নসখ) হরফ।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল অনুলিপি।

২ - এটি গ্রন্থকারের সামনে পাঠিত। অনুলিপিকারক এর কিছু অংশ তাঁর (গ্রন্থকারের) সামনে পাঠ করেছিলেন, এরপর বুরহান আদ-দীন আল-বিকাঈ পাঠ সম্পন্ন করেন। এবং মজলিসে উপস্থিত ছিলেন একটি দল, তাদের মধ্যে ছিলেন শামস আদ-দীন আস-সাখাওয়াই এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফাহদ আল-মাক্কী^(২), যিনি 'শ্রবণ সনদ' (তাবাকাত আস-সামা)-এর লেখক ছিলেন।

৩ - এর উপর সংযোজন ও সংশোধন রয়েছে।

(১) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-আবদারী, আল-হামাভী, আশ-শাফিয়ী, যিনি ইবনুল মুগাইযিল নামে পরিচিত। তিনি ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি জ্ঞান চর্চায় অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি ৮৬৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। দেখুন: আদ-দাউ আল-লামি' (৯/২৪৮)।

(২) তিনি হলেন: নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ - এবং তাঁকে উমরও বলা হতো - ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফাহদ আল-কুরাশী, আল-হাশিমী, আল-মাক্কী। তিনি হাফিয ইবনে হাজার-এর সাহচর্য গ্রহণ

করেন, হাদীস শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৮৮৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। দেখুন: আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (৩/১১২১), আদ-দাউ আল-লামি' (৬/১২৬), আল-বদরুত তালি' (১/৫১৩)।

(ص: 24) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

4 - علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخط المصنّف.

5 - علاها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.

النُّسخة السادسة، ورمزت لها ب «و»:

وهي نسخةٌ خطيّةٌ بالمكتبة الظاهرية بدمشق - سوريا -
رقمها: (4895).

عدد لوحاتها: (31) لوحةً.

تاريخ نسخها: العشر الأوسط من رمضان، سنة (851 هـ).

ناسخها: أحمد بن محمد ابن الأخصاصي الشافعي - تلميذ المصنّف⁽¹⁾ -
خطها: نسخي واضح.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامّةٌ، ومتقنةٌ.

2 - ناسخها ابن الأخصاصي من تلاميذ المصنّف.

3 - قرأها ناسخها على المصنّف، وهي مقروءةٌ أيضاً على الشيخ عبد القادر
الصفوري⁽²⁾ عام (1077 هـ).

(1) هو: أحمد بن محمد بن محمد ابن الأخصاصي؛ كان الغالب عليه الخيرُ وسلامةُ
الصّدر والتّواضع والتّودّد والرّغبة في الصّالحين، توفي سنة (889 هـ). انظر: الضّوء
اللامع (2/ 194).

(2) هو: عبد القادر بن مصطفى الصفوري، الدمشقي، الشافعي، المحقق الكبير، كان من أساطين أفاضل عصره، مشهور الذكر، بعيد الصيت، توفي سنة (1081 هـ). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي الحوي (2/467).

৪ - এর পার্শ্বটিকায় লেখকের হস্তাক্ষরে টিকা/মন্তব্য রয়েছে।

৫ - এতে রয়েছে উপকারী মার্জিনাল নোট ও মন্তব্য।

ষষ্ঠ পান্ডুলিপি, যাকে আমি «ও» দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি দামেস্ক, সিরিয়ার জাহিরিয়া গ্রন্থাগারের একটি হস্তলিখিত পান্ডুলিপি।

এর নম্বর: (৪৮৯৫)।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৩১) পৃষ্ঠা।

এটি অনুলিখনের তারিখ: রমজানের মধ্য দশ দিন, (৮৫১ হিঃ) সনে।

এর অনুলিপিকার: আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল আখসাসি আশ-শাফিয়ী - লেখকের ছাত্র^(১)।

এর হস্তাক্ষর: স্পষ্ট নসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পান্ডুলিপি।

২ - এর অনুলিপিকার ইবনুল আখসাসি ছিলেন লেখকের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম।

৩ - এর অনুলিপিকার লেখকের নিকট এটি অধ্যয়ন করেছিলেন। এটি শায়খ আব্দুল কাদের আস-সাফফুরী^(২)-এর নিকটও (১০৭৭ হিঃ) সনে পঠিত হয়েছিল।

(১) তিনি হলেন: আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল আখসাসি; তিনি সদগুণ, নির্মল অন্তর, বিনয়, হৃদয়তা এবং নেককারদের প্রতি আগ্রহের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি (৮৮৯ হিঃ) সনে ইন্তেকাল করেন। দেখুন: আদ-দাও আল-লামি (২/১৯৪)।

(২) তিনি হলেন: আব্দুল কাদের ইবনে মুস্তফা আস-সাফফুরী, আদ-দিমাশকি, আশ-শাফিয়ী, মহান গবেষক। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্যতম ছিলেন, সুপরিচিত এবং বহু প্রশংসিত। তিনি (১০৮১ হিঃ) সনে ইন্তেকাল করেন। খুলাসাতুল আসার ফি আ'ইয়ানিল কার্নিল হাদিল আশার (আল-মুহিব্ব আল-হামাভি) (২/৪৬৭)।

4 - عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنّف.

5 - عليها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.

النُّسخة السَّابعة، ورمزت لها بـ «ز»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بكتبة حكيم أوغلو، ضمن المكتبة السُّليمانِيَّة بِإِسْتانبول - تركيا
-.

رقمها: (155).

عدد لوحاتها: (40) لوحةً.

تاريخ نسخها: في شوالٍ، سنة (852 هـ).

ناسخها: محمود بن إسماعيل العينيُّ.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ واضح.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 - مكتوبةٌ في حياة المصنّف رحمه الله قبل وفاته بشهرين.

3 - عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.

4 - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطِّ أحمرٍ أعلاه.

النُّسخة الثَّامنة، ورمزت لها بـ «ح»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بكتبة آيا صوفيا، ضمن المكتبة السُّليمانِيَّة بِإِسْتانبول - تركيا -.
رقمها: (1 / 440).

8 - এর পাদটীকায় লেখকের হস্তাক্ষরে কিছু মন্তব্য রয়েছে।

৫ - এতে কিছু উপকারী পাদটীকা ও মন্তব্য রয়েছে।

সপ্তম অনুলিপি, এবং এর প্রতীক হিসেবে 'যাল' (ز) ব্যবহার করা হয়েছে:

এটি হাকিম ওগলু গ্রন্থাগারে অবস্থিত একটি হস্তলিখিত অনুলিপি, যা ইস্তাম্বুল, তুরস্ক-এর
সুলায়মানিয়া গ্রন্থাগারের অংশ।

এর নম্বর: (১৫৫)।

এর ফলক সংখ্যা: (৪০) ফলক।

অনুলিপিকরণের তারিখ: শাওয়াল মাসে, ৮৫২ হিজরি।

এর অনুলিপিকারক: মাহমুদ ইবনে ইসমাইল আল-আইনি।

এর হস্তাক্ষর: স্পষ্ট ও সুন্দর নাসখ (نسخي) লিপি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত অনুলিপি।

২ - এটি লেখকের জীবদ্দশায় লেখা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর দুই মাস আগে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)।

৩ - এতে সামান্য কিছু সংশোধন রয়েছে।

৪ - এর অনুলিপিকারক মূলপাঠ (متن) ও ব্যাখ্যার (شرح) মধ্যে উপরে একটি লাল রেখা টেনে পার্থক্য করেছেন।

অষ্টম অনুলিপি, এবং এর প্রতীক হিসেবে 'হা' (ح) ব্যবহার করা হয়েছে:

এটি আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগারে অবস্থিত একটি হস্তলিখিত অনুলিপি, যা ইস্তাম্বুল, তুরস্ক-এর সুলায়মানিয়া গ্রন্থাগারের অংশ।

এর নম্বর: (৪৪০/১)।

(ص: 26) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عدد لوحاتها: (50) لوحة.

تاريخ نسخها: الرابع من شعبان، سنة (857 هـ).

نسخها: يحيى بن عبد الغني الإمام⁽¹⁾.

خطها: نسخي واضح.

خصائصها:

1 - نسخة تامة، ومتقنة.

2 - مقروءة على الحافظ عثمان الديلمي⁽²⁾ - تلميذ المصنف -، وعليها خطه وإجازته.

3 - عليها حواشٍ وتعليقات مفيدة.

4 - عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.

5 - مَيَّزَ نَاسْخُهَا الْمَتْنَ عَنِ الشَّرْحِ بِالْمَدَادِ الْأَحْمَرِ.

النُّسخةُ التَّاسعةُ، ورمزت لها بـ «ط»:

وهي نسخةٌ خَطِيئَةٌ بكتبةٍ متحف دير الإسكوريال بمدرید - إسبانياً -.

رقبها: (1509).

عدد لوحاتها: (38) لوحةً.

(1) هو: أبو زكريّا، يحيى بن شاكر بن عبد الغنيّ بن شاكر، عُرِفَ مِنْ صِغَرِهِ بِقُوَّةِ

الحافظة، ووفور الذِّكاء، وسرعة الإدراك، والفصاحة، وحسن العبارة، مع مزيد

التَّواضع والأدب والعقل، توفّي سنة (885 هـ). الضَّوء اللّامع (10/ 226).

(2) هو: فخر الدِّين أبو عمرو عثمان بن محمّد بن عثمان الدِّيبي، الشَّافعي،

القاهري، أخذ عن الحافظ ابن حجر، وكان أحد التِّسعة الذين أوصى إليهم،

ووصفهم بكونهم أهل الحديث، توفّي سنة (908 هـ). انظر: الضَّوء اللّامع (5/

140).

এর ফলক সংখ্যা: (৫০)টি ফলক।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: শাবান মাসের চার তারিখ, (৮৫৭ হিজরি) সাল।

এর অনুলিপিকার: ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল গণি আল-ইমাম^(১)।

এর হস্তলিপি: স্পষ্ট নাসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুসম্পন্ন অনুলিপি।

২ - এটি হাফিয উসমান আদ-দাইমি^(২) - গ্রন্থকারের শিষ্য - এর কাছে পাঠ করা হয়েছে, এবং এতে তাঁর হস্তাক্ষর ও ইজাযাত (শিক্ষাদান ও প্রচারের অনুমতি) রয়েছে।

৩ - এতে রয়েছে উপকারী টীকা ও মন্তব্য।

৪ - এতে সামান্য কিছু সংশোধনী রয়েছে।

৫ - এর অনুলিপিকার মূল পাঠ (মতন) থেকে ব্যাখ্যা (শারহ) লাল কালি দিয়ে আলাদা করেছেন।

নবম অনুলিপি, এবং আমি এটিকে «ত্বা» প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি একটি পাণ্ডুলিপি, যা স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত দাইর আল-ইস্কুরিয়াল জাদুঘরের গ্রন্থাগারে রয়েছে।

এর নম্বর: (১৫০৯)।

এর ফলক সংখ্যা: (৩৮)টি ফলক।

(১) তিনি হলেন: আবু যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবনে শাকির ইবনে আব্দুল গণি ইবনে শাকির।

তিনি ছোটবেলা থেকেই তাঁর শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত উপলব্ধি ক্ষমতা, বাগ্মিতা এবং সুন্দর অভিব্যক্তির জন্য পরিচিত ছিলেন, অধিক বিনয়, আদব ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। তিনি (৮৮৫ হিজরি) সালে ইন্তেকাল করেন। আদ-দাওউল লামি' (১০/২২৬)।

(২) তিনি হলেন: ফখরুদ-দীন আবু আমর উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আদ-দাইমি, আশ-শাফি'ঈ, আল-কাহি রি। তিনি হাফিয ইবনে হাজার থেকে জ্ঞান অর্জন করেন, এবং তিনি সেই নয়জনের একজন ছিলেন যাদের প্রতি তিনি (ইবনে হাজার) ওয়াসিয়াত (অন্তিম উপদেশ) করেছিলেন এবং যাদেরকে 'আহলুল হাদিস' (হাদিস বিশারদ) হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি (৯০৮ হিজরি) সালে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: আদ-দাওউল লামি' (৫/১৪০)।

(ص: 27) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

تاريخ نسخها: الثالث عشر من رمضان، سنة (869 هـ)، وقد وهم النَّاسُخ فقلب سنة النَّسْخ (896 هـ) والأول هو الصَّوَاب؛ وهو الذي أثبتته في قيد فراغه من نسخ «نخبة الفكر» في نفس المجمع، وقد ناوله شيخه أبو البركات الكتَّاب، وهو إنما توفي سنة (873 هـ).

نَاسَخها: أحمد بن علي بن علي بن عبد الله المغراوي.

خَطَّها: أندلسي جميل.

خصائصها:

1 - نسخة تامة.

2 - مَيَّزَ نَاسْخَهَا الْمَتْنَ عَنِ الشَّرْحِ بِلَوْنٍ آخَرٍ غَامِقٍ.

3 - النَّاسِخُ يَرْوِي الشَّرْحَ عَنْ تَلْمِيزِ الْمَصْنُفِ أَبِي الْبَرَكَاتِ ابْنِ عَزُّوزِ التُّونِسِيِّ⁽¹⁾ الَّذِي نَاولَهُ أَصْلَهُ الْمَقْرُوءَ عَلَى الْمَصْنُفِ مَقْرُونًا بِالْإِجَازَةِ.

4 - عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ يَسِيرَةٌ.

النُّسخة العاشرة، ورمزت لها بـ «ي»:

وهي نسخةٌ خَطِيئَةٌ بِمَكْتَبَةِ أَسْعَدِ أَفندي، ضمن المكتبة السُّلَيْبَانِيَّةِ بِإِسْتَنْبُول -
تُرْكِيَا -.

رقمها: (255).

(1) هو: أَبُو الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَمِينِ بْنِ عَزُّوزٍ، أَخَذَ عَنِ
الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، وَوَلِيِّ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَرَجَعَ إِلَى تُونِسَ فَتَصَدَّرَ بِهَا لِلْإِسْعَاقِ،
تَوَفَّى فِي الطَّاعُونَ سَنَةِ (873 هـ). الضُّوءُ اللَّامِعُ (8/ 201).

এর অনুলিপির তারিখ: রমজান মাসের ত্রয়োদশ, ৮৬৯ হিজরি সন। অনুলিপিকার ভুলক্রমে
অনুলিপির সনটি ৮৯৬ হিজরি বানিয়ে ফেলেছিলেন এবং প্রথমটিই সঠিক; এটিই তিনি একই
সংকলনে «নখবাতুল ফিকর» (নখবাতুল ফিক্র) অনুলিপি সমাপ্তির বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

তার শায়খ আবুল বারাকাত তাকে বইটি দিয়েছিলেন, যিনি ৮৭৩ হিজরি সনে মারা যান।

এর অনুলিপিকার: আহমদ ইবনে আলী ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাগরাবী।

এর হস্তলিপি: একটি সুন্দর আন্দালুসীয় (হস্তলিপি)।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - এর অনুলিপিকার মূল পাঠ (মতন) থেকে ব্যাখ্যা (শারাহ) কে ভিন্ন গাঢ় রঙে চিহ্নিত
করেছেন।

3 - অনুলিপিকার গ্রন্থকারের ছাত্র আবুল বারাকাত ইবনে ইজ্জুজ আত-তুনসী⁽¹⁾ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করেছেন, যিনি তাকে গ্রন্থকারের উপর পঠিত এর মূল কপিটি ইজাযাহ (সনদ) সহ দিয়েছিলেন।

4 - এতে সামান্য কিছু সংশোধন রয়েছে।

দশম অনুলিপি, এবং আমি এটিকে "ইয়া" (ع) দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি একটি হস্তলিখিত অনুলিপি, আসআদ আফেন্দি লাইব্রেরিতে, ইস্তাম্বুল – তুরস্কের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরির অধীনে।

এর নম্বর: (২৫৫)।

(1) তিনি হলেন: আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-আমিন ইবনে ইজ্জুজ। তিনি হাফিয ইবনে হাজার, ওয়ালীউদ্দীন আল-ইরাকী এবং অন্যদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিউনিসিয়ায় ফিরে এসে সেখানে জ্ঞান বিতরণে নেতৃত্ব দেন। ৮৭৩ হিজরি সনে প্লেগ রোগে তার ইন্তেকাল হয়। আদ-দাউউল লামি' (৮/২০১)।

(ص: 28) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عدد لوحاتها: (31) لوحة.

تاريخ نسخها: التاسع والعشرون من صفر، سنة (869 هـ).

ناسخها: أحمد بن شعبان بن علي بن شعبان بن محمد الأنصاري⁽¹⁾.

خطها: نسخي جميل.

خصائصها:

1 - نسخة تامة، ومتقنة.

2 - مقروءة على الحافظ عثمان الديلمي - تلميذ المصنف -، وعليها خطه وإجازته.

3 - كتبت من نسخة عليها خط المصنف، وقوبلت عليها.

4 - عليها بعض التصحيحات والإلحاقات.

5 - مَيَّزَ ناسخها المتن عن الشرح بخط أحمر أعلاه.

النُّسخة الحادية عشرة، ورمزت لها بـ «ك»: وهي نسخة خطية بكتبة مراد بخاري، ضمن المكتبة السليمانية بإستانبول - تركيا -
رقمها: (311).

(1) هو: أحمد بن شعبان بن علي بن شعبان، الشَّهاب الأنصاري، برع وتفنن ونظم وأفاد، وتصدى للتدريس والافتاء، فانتفع به جماعة، مع تصوُّن وخيرٍ واستقامة، توفي بغزة سنة (916 هـ). الضَّوء اللامع (1/ 312)، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي (1/ 137).

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা: (৩১) পৃষ্ঠা।

অনুলিপি করার তারিখ: সফর মাসের ঊনত্রিশতম দিন, (৮৬৯ হিজরী) সাল।

এর অনুলিপিকার: আহমদ ইবনে শা'বান ইবনে আলী ইবনে শা'বান ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী⁽¹⁾।

এর হস্তলিপি: সুন্দর নাসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ ও সুসম্পাদিত অনুলিপি।

২ - এটি হাফিয উসমান আদ-দাইমি (গ্রন্থকারের ছাত্র) এর কাছে পাঠিত, এবং এর উপর তাঁর হস্তাক্ষর ও অনুমতি (ইজাযাহ) রয়েছে।

৩ - এটি এমন একটি অনুলিপি থেকে লেখা হয়েছে যার উপর গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর ছিল, এবং এর সাথে সেটি মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

৪ - এর উপর কিছু সংশোধন ও সংযুক্তি রয়েছে।

৫ - এর অনুলিপিকার লাল কালির উপরের রেখা দিয়ে মূল পাঠ (মতন) থেকে ব্যাখ্যা (শারাহ) আলাদা করেছেন।

একাদশতম অনুলিপি, এবং আমি একে «ক» (কাফ) দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি ইস্তাম্বুল, তুরস্কের সুলাইমানিয়া লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত মুরাদ বুখারী লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত অনুলিপি।

এর নম্বর: (৩১১)।

(1) তিনি হলেন: আহমদ ইবনে শা'বান ইবনে আলী ইবনে শা'বান, আশ-শিহাব আল-আনসারী, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কবিতা রচনা করতেন এবং উপকার সাধন করতেন, এবং শিক্ষকতা ও ফতোয়া প্রদানে ব্রতী হয়েছিলেন, ফলে বহু মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, তাঁর সচরিত্র, কল্যাণকামিতা ও সততার সাথে। তিনি গাজায় (৯১৬ হিজরী) সনে ইন্তেকাল করেন। আদ-দাওউল লামি' (১/৩১২), আন-নজম আদ-দ্বীনের আল-গাযিয়র আল-কাওয়াকিব আস-সায়িরাহ বি-আ'ইয়ানিল মি'আহ আল-আশিরাহ (১/১৩৭)।

(ص: 29) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عدد لوحاتها: (21) لوحة.

تاريخ نسخها: الرَّابِع عشر من المَحَرَّم سنة (902 هـ).

ناسخها: مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عمر البسيوني الشَّافعي⁽¹⁾.

خُطُّها: نسخيٌّ جميلٌ.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 - مشكولةٌ شكلاً تاماً.

3 - مقابلة على نسخة مقروءة على المصنّف وعليها خُطُّه.

4 - على حواشيتها تصحيحاتٌ وإحاقاتٌ؛ ممَّا يدلُّ على العناية بها.

5 - تقلُّ فيها الأخطاء والتَّفَرُّدات.

6 - عليها تعليقاتٌ كثيرةٌ في الهامش، وشرحٌ في صفحاتٍ ملحقةٍ بالأصل.

7 - فيها فوائد قيِّمةٌ، وتفسيرٌ لكثيرٍ من الكلمات داخل السُّطور وخارجها.

8 - مَيَّزَ ناسخها المتن بالأحمر.

(1) هو: محمد بن علي بن عمر البسيوني، ثم القاهري، الشافعي. الضوء اللامع (8/201).

এর ফলকসংখ্যা: (২১)টি ফলক।

এটি প্রতিলিপিকরণের তারিখ: মুহররম মাসের চৌদ্দ তারিখ, (৯০২ হি.) সনে।

এর প্রতিলিপিকার: মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে উমার আল-বাসিউনী আশ-শাফিঈ⁽¹⁾।

এর লিপি: সুন্দর নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ এবং নির্ভুল প্রতিলিপি।

২ - এটি সম্পূর্ণরূপে স্বরচিহ্নিত।

৩ - এটি গ্রন্থকারকে পড়ে শোনানো একটি প্রতিলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাতে গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর রয়েছে।

৪ - এর প্রান্তটীকায় সংশোধন ও সংযোজন রয়েছে; যা এর প্রতি যত্নের ইঙ্গিত দেয়।

৫ - এতে ভুল এবং বিরল ত্রুটি কম।

৬ - এর প্রান্তটীকায় প্রচুর মন্তব্য এবং মূলের সাথে সংযুক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে ব্যাখ্যা রয়েছে।

৭ - এতে মূল্যবান তথ্য এবং লাইনের ভেতরে ও বাইরে অনেক শব্দের ব্যাখ্যা রয়েছে।

৮ - এর প্রতিলিপিকার মূল পাঠ্যকে লাল রঙে চিহ্নিত করেছেন।

(1) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে উমার আল-বাসিউনী, অতঃপর আল-কাহিরায়ী, আশ-শাফিঈ। আদ-দাওউল লামি' (৮/২০১)।

(ص: 30) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

النُّسخة الثانية عشرة، ورمزت لها بـ «ل»⁽¹⁾:

وهي نسخة خطية بالمكتبة الظاهرية، بدمشق - سوريا - .

رقمها: (9217).

عدد لوحاتها: (36) لوحةً.

تاريخ نسخها: ثاني شهر الله الحرام، سنة (838 هـ).

نسخها: محمد بن محمد بن سويديكين الشافعي المقدسي⁽²⁾.

خطها: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخة تامة، غير ورقة من أولها استدركت بخط متأخر، ووقع في ثانيا مصورتها خرم بمقدار لوحة أيضاً.

2 - بعض كلماتها مشكولة.

3 - منقولة من نسخة نُقلت من نسخة عليها خط المصنّف.

4 - مقروءة على المصنّف، حيث قرأها عليه تلميذه كمال الدين ابن أبي شريف⁽³⁾،

وقد كتب له المصنّف عليها بلاغات القراءة بخطه

(1) أُخِرَتْ هذه النسخة والتي بعدها مع أن حقها التقديم؛ لأنني وقفتُ عليها بعد

الفراغ من مقابلة النسخ الإحدى عشرة المتقدم ذكرها.

(2) لم أقف على ترجمته.

(3) هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي، العلامة المحقق، الكمال أبو المعالي،

ابن أبي شريف المقدسي، أخذ عن ابن رسلان، والكمال بن الهمام، وقرأ على الحافظ

أشياء؛ منها جميع شرح النخبة، ووصفه الحافظ بالفاضل البارع الأواحد الكامل،

وشهد له بالأهلية في تعليم الفقه والحديث، توفي سنة (900 هـ). الجواهر والدرر في

ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (3/ 1156)، نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص

159)، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص 358).

⁽¹⁾: দ্বাদশ সংস্করণ, এবং আমি এটিকে 'ল' (Lām) দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি দামেস্ক, সিরিয়ার আল-জাহিরিয়া গ্রন্থাগারের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

এর নম্বর: (৯২১৭)।

এর পাতার সংখ্যা: (৩৬)টি।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: আল্লাহর পবিত্র মাসের দ্বিতীয় দিন, (৮৩৮ হিজরি) সাল।

এর অনুলিপিকার: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুওয়াইদকিন আল-শাফিঈ আল-মাকদিসি^(২)।

এর হস্তলিপি: সাধারণ নসখি (Naskh)।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি, তবে এর প্রথম দিকের একটি পাতা পরবর্তীকালে অন্য হাতে সংযোজিত হয়েছে এবং এর চিত্রিত অংশের মাঝে এক পাতার সমপরিমাণ ফাঁকা স্থানও রয়েছে।

২ - এর কিছু শব্দ স্বরচিহ্নিত (Harakat)।

৩ - এটি এমন একটি পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপিকৃত হয়েছে, যা স্বয়ং লেখকের হাতের লেখা সম্বলিত আরেকটি পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপিকৃত হয়েছিল।

৪ - এটি লেখকের কাছে পাঠিত হয়েছিল, যেখানে তাঁর ছাত্র কামালুদ্দীন ইবনে আবি শারীফ^(৩) তাঁর কাছে এটি পাঠ করেছিলেন। লেখক এতে তাঁর নিজের হাতে পাঠের সনদ (Balāghāt al-Qirā'ah) লিখে দিয়েছিলেন।

(১) আমি এই পাণ্ডুলিপি এবং এর পরবর্তীটিকে পিছিয়ে দিয়েছি, যদিও তাদের অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা ছিল; কারণ পূর্বোল্লিখিত এগারোটি পাণ্ডুলিপি যাচাই-বাছাই শেষ করার পর আমি এগুলোর সন্ধান পেয়েছি।

(২) আমি তাঁর জীবনী খুঁজে পাইনি।

(৩) তিনি হলেন: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আলী, মহাজ্ঞানী গবেষক, আল-কামাল আবুল মাআলী, ইবনে আবি শারীফ আল-মাকদিসি। তিনি ইবনে রাসালান এবং কামাল ইবনে আল-হাম্মামের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন এবং হাফিয (ইবনে হাজার) এর কাছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন; যার মধ্যে শারহুন নুখবা (Sharh al-Nukhbah) সম্পূর্ণটি ছিল। হাফিয তাকে 'ফাযিল, দক্ষ, অনন্য ও পূর্ণাঙ্গ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ফিকহ ও হাদীস শিক্ষাদানের যোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি (৯০০ হিজরি) সালে ইন্তেকাল করেন। আল-জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার ফি তারজিমাত শায়খিল ইসলাম ইবনে হাজার (৩/১১৫৬), নাজমুল

উকিয়ান ফি আইয়ানিল আইয়ান (পৃ. ১৫৯), তাবাকাতুল মুফাসসিরীন লি-আদনাবি (পৃ. ৩৫৮)।

(ص: 31) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

في حواشي النسخة، ووصفها في مواضع بأنها قراءة بحث، وكذلك كتب له الإجازة في آخرها بخطه سنة (840 هـ)⁽¹⁾.

5 - عليها تصحيحات، وتعليقات كثيرة في الهامش.

6 - مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.

النُّسخة الثالثة عشرة، ورمزت لها بـ «م»:

وهي نسخةٌ خَطِيئَةٌ بكتبة معهد الاستشراق بمدينة بطرس بورغ - روسيا -.
رقمها: (29).

عدد لوحاتها: (26) لوحةً.

تاريخ نسخها: سنة (840 هـ).

ناسخها: لم يُذكر.

خطها: نستعليق.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامةٌ.

(1) وقد وقف على هذه النسخة نفسها عبد الرؤوف المُنَاوِي وأفاد منها في شرحه على النزّهة، ووصفها بما يفيد علوّ شأنها حيث قال: «وقفْتُ على نسخة الكمال ابن أبي

شريف - التي قرأها على المؤلف، وبلغ له عليها بخطه في كل ورقة غالباً - فوجدت فيها ...». اليواقيت والدرر (2/ 269).

পাণ্ডুলিপির টীকাগুলোতে, এবং বিভিন্ন স্থানে এটিকে একটি গবেষণা-পঠন (কিরাআত বাহস) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি এর শেষে তাঁর নিজ হাতে ৮৪০ হিজরি সনে ইজাযাহ লিখে দিয়েছেন^(১)।

৫ - এতে প্রচুর সংশোধন ও প্রান্তটীকায় অনেক মন্তব্য রয়েছে।

৬ - অনুলিপিকারক "নুখাতুল ফিকর"-এর মূল পাঠ লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করেছেন।

ত্রয়োদশ পাণ্ডুলিপি, এবং আমি এটিকে 'মীম' (م) প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করেছি:

এটি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

এর নম্বর: (২৯)।

এর পত্রসংখ্যা: (২৬) পত্র।

অনুলিপি করার তারিখ: ৮৪০ হিজরি সনে।

অনুলিপিকারক: উল্লেখ করা হয়নি।

এর হস্তলিপি: নাস্তালিক।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

(১) আব্দুর রউফ আল-মুনাভী এই একই পাণ্ডুলিপির উপর দেখেছেন এবং তিনি "আন-নুযহা" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এটি থেকে উপকৃত হয়েছেন। তিনি এর গুরুত্ব নির্দেশ করে বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: «আমি কামাল ইবনে আবি শরীফের অনুলিপিটি দেখেছি – যা তিনি লেখকের কাছে পাঠ করেছিলেন, এবং (লেখক) সাধারণত প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁর নিজের হাতে তাকে (পাঠের) সত্যায়ন প্রদান করেছিলেন – অতঃপর আমি এতে পেয়েছি ... »। আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াদ-দুরার (২/২৬৯)।

- 2 - مقروءة على المصنّف قراءةً بحثٍ؛ قرأها عليه فخر الدّين عمر بن شمس الدّين محمد بن عمر الإربلي الشّافعي⁽¹⁾، وكتب له الإجازة في آخرها بخطّه سنة (840 هـ).
- 3 - علاها تصحيحاتٌ، وبيان لفروق نُسخ أخرى.
- 4 - علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطّ المصنّف.
- 5 - عليها تعليقاتٌ يسيرة من قبيل الشرح والبيان.
- 6 - مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.

(1) لم أقف على ترجمته.

2 - এটি লেখকের কাছে গবেষণা-পঠন হিসেবে পঠিত হয়েছিল; ফখর উদ্দীন উমর ইবন শামস উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ইরবিলি আশ-শাফিঈ⁽¹⁾ তাঁর কাছে এটি পাঠ করেছিলেন এবং তিনি (লেখক) ৮৪০ হিজরী সনে এর শেষে নিজ হাতে তাঁকে (প্রেরণের) সনদ লিখে দিয়েছিলেন।

3 - এতে সংশোধনসমূহ এবং অন্যান্য সংস্করণের পার্থক্যগুলির বিবরণ ছিল।

4 - এর পাদটীকায় লেখকের নিজ হাতে কিছু সত্যায়নসূচক টীকা ছিল।

5 - এতে ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার ধরনের কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল।

6 - লিপিকার ‘চিত্তার নির্যাস’ গ্রন্থটির মূল পাঠ লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

(1) তাঁর জীবনী আমি পাইনি।

(ص: 33) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

نماذج من المخطوطات

পাণ্ডুলিপির নমুনা

(ص: 75) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ

تأليف

الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ

رحمه الله (ت 852 هـ)

আহলে আসার (হাদীসশাস্ত্রবিদ) পরিভাষায় চিন্তার শ্রেষ্ঠাংশ (নুখবাতুল ফিকার)-এর ব্যাখ্যায়
দৃষ্টির বিনোদন (নুযহাতুন নাযার)

প্রণীত

আল-হাফিজ আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী

আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী)

(ص: 77) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽¹⁾

(1) فِي أَزْيَادَةٍ: «رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ».

وَفِي بَ زِيَادَةٍ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الشَّيْخُ، الْإِمَامُ،
الْعَلَامَةُ، شَيْخُ الْمَحْدَثِينَ، وَإِمَامُ الْحِفَاطِ وَالْمُتَقَنِّينَ، فَرِيدُ دَهْرَةٍ، وَوَحِيدُ عَصْرَةٍ، زَيْنُ
الدِّينِ، أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ».

وَفِي جَ زِيَادَةٍ: «رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ».

وَفِي دَ زِيَادَةٍ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ».

وَفِي هَ زِيَادَةٍ: «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، قَالَ الشَّيْخُ،
الْإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَلَامَةُ، الرَّحْلَةُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَعِلْمُ الْأَعْلَامِ، شَهَابُ الْمِلَّةِ وَالِدِينِ،

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بأبن حجر، فسح الله تعالى في مدته وأعاد على المسلمين من بركته، آمين».

وفي زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال الشيخ، العلامة، الرُّحْلة، شيخ الإسلام، علم الأعلام، شهاب الدين أبو [الفضل] (أ) أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بأبن حجر الشَّافعي، فسح الله في مدته، وأعاد على المسلمين من بركته».

(أ) بياض في الأصل.

وفي زيادة: «رَبِّ يسر، قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، الرُّحْلة، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بأبن حجر، فسح الله في مدته، وأعاد على المسلمين من بركته، آمين».

وفي ح زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم».

وفي ط زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، حافظ الدهر، وفريد العصر، رحلة الزمان، المخصوص بعناية الرحمن، شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، بقية السلف وخلاصة الخلف، قاضي القضاة، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن الشيخ السعيد أبي الحسن علي العسقلاني الشافعي، الشهير بأبن حجر، أدام الله تعالى ظلاله، وأجزل في السَّعَادَتَيْنِ نَبَالَه، وبلغه من خير الدنيا والآخرة آماله آمين».

وفي ي زيادة: «رَبِّ تمم بخير يا كريم».

পরম করণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে⁽¹⁾

(1) ক (أ) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «হে প্রভু, সহজ করুন এবং সাহায্য করুন।»

এবং খ (ب) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। শাইখ, ইমাম, আল্লামা, মুহাদ্দিসগণের

শাইখ, হাফেজ ও অভিজ্ঞদের ইমাম, তাঁর যুগের অদ্বিতীয়, তাঁর সময়ের একক ব্যক্তি, জাইন আদ-দীন বলেছেন – আল্লাহ তাঁর দীর্ঘায়ু করুন।»

এবং গ (ج) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «হে আমার প্রভু, সহজ করুন, কঠিন করবেন না।»

এবং ঘ (د) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন।»

এবং ঙ (ه) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «হে আমাদের প্রভু, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজে সঠিক পথ তৈরি করে দিন। শাইখ, ইমাম, জ্ঞানী, আল্লামা, জ্ঞান সন্ধানে বিশ্বপর্যটক (আল-রুহলা), শাইখুল ইসলাম, বিশিষ্ট আলেমগণের নেতা, শিয়াবুদ্দিন মিল্লাহ ওয়াদ-দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আসকালানি, যিনি ইবনে হাজার নামে পরিচিত, বলেছেন – আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনকাল দীর্ঘ করুন এবং তাঁর বরকত মুসলমানদের মাঝে ফিরিয়ে দিন, আমীন।»

এবং চ (و) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। শাইখ, আল্লামা, জ্ঞান সন্ধানে বিশ্বপর্যটক (আল-রুহলা), শাইখুল ইসলাম, বিশিষ্ট আলেমগণের নেতা, শিয়াবুদ্দিন আবুল [ফজল] (ক) আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আসকালানি, যিনি ইবনে হাজার আশ-শাফিয়ী নামে পরিচিত, বলেছেন – আল্লাহ তাঁর জীবনকাল দীর্ঘ করুন এবং তাঁর বরকত মুসলমানদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।»

(ক) মূল লিপিতে ফাঁকা রয়েছে।

এবং ছ (ز) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «হে আমার প্রভু, সহজ করুন। শাইখ, ইমাম, জ্ঞানী, আল্লামা, জ্ঞান সন্ধানে বিশ্বপর্যটক (আল-রুহলা), শাইখুল ইসলাম, বিশিষ্ট আলেমগণের নেতা, শিয়াবুদ্দিন মিল্লাহ ওয়াদ-দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আসকালানি, যিনি ইবনে হাজার নামে পরিচিত, বলেছেন – আল্লাহ তাঁর জীবনকাল দীর্ঘ করুন এবং তাঁর বরকত মুসলমানদের মাঝে ফিরিয়ে দিন, আমীন।»

এবং জ (ح) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।»

এবং ঝ (ط) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ-এর উপর রহমত ও অনেক অনেক সালাম বর্ষণ করুন। শাইখ, ইমাম, জ্ঞানী, আল্লামা, যুগের হাফেজ, সময়ের অদ্বিতীয়, যুগের জ্ঞান সন্ধানে বিশ্বপর্যটক (রুহলাত আল-জামান), পরম করুণাময়ের বিশেষ

তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তি, শাইখুল ইসলাম, হাদিসের আমীরুল মুমিনীন, পূর্বসূরিদের (সালাফ) অবশিষ্ট এবং উত্তরসূরিদের (খালাফ) সারসংক্ষেপ, কাজি আল-কুদা (বিচারকদের প্রধান), শিয়াবুদ্দিন মিল্লাহ ওয়াদ-দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে শাইখ সাঈদ আবুল হাসান আলী আল-আসকালানি আশ-শাফিয়ী, যিনি ইবনে হাজার নামে পরিচিত, বলেছেন – আল্লাহ তায়ালা তাঁর ছায়া (বরকত) চিরস্থায়ী করুন, দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় সৌভাগ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আশা পূর্ণ করুন, আমীন।»

এবং এও (ي) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «হে দয়াময়, সব কিছু ভালোভাবে সম্পন্ন করুন।»

(ص: 78) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلِيًّا⁽¹⁾ قَدِيرًا) حَيًّا قَيُّومًا سَبِيحًا بَصِيرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا.
(وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا⁽²⁾ مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ⁽³⁾ إِلَى النَّاسِ) كَافَّةً⁽⁴⁾ (بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ⁽⁵⁾ وَصَحْبِهِ⁽⁶⁾ وَسَلَّم تَسْلِيمًا⁽⁷⁾ كَثِيرًا.

[المصنِّفات في علم مصطلح الحديث]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصطلاح أهل الحديث قَدْ كَثُرَتْ لِلأُثْمَةِ فِي الْقَدِيمِ
وَالْحَدِيثِ؛ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ:
القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامَهُزْمِيُّ⁽⁸⁾ فِي كِتَابِهِ⁽⁹⁾: «المُحَدَّثِ⁽¹⁰⁾ الفَاصِلِ⁽¹¹⁾»؛ لَكِنَّهُ لَمْ
يَسْتَوْعِبْ.

(1) في ب: «عليًّا».

(2) «سَيِّدِنَا» ليست في د.

(3) في ك: «أرسل»، وفي نسخة على حاشيتها: «أرسله».

(4) «كافة» ليست في أ.

(5) في أ، ط، ك، ل: «آله» بدل: «آل محمد»، وفي ح: «وعلى آله محمد» وضَبَّ على «محمد».

(6) «وَصَحْبِهِ» ليست في ز.

(7) «تَسْلِيماً» ليست في ط.

(8) هو: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلّاد الفارسي، الرَّامَهُزْمِيُّ، مات قبل السّتين وثلاث مئة بمدينة رامَهُزْمُ. سَيَرُ أعلام النُّبَلَاء للذهبي (12/ 171)، الوافي بالوفيات للصفدي (12/ 42).

(9) في ج: «كُتِبَ» بدل: «في كُتِبَ».

(10) «المُحَدَّثِ» سقطت من ط.

(11) في ج: «المُحَدَّثُ الفاضل»، وهو تصحيف، وفي ز زيادة: «بين الراوي والواعي»، وفي حاشية و: «بين الراوي والواعي، اسم كتاب».

واسمه الكامل: «المُحَدَّثُ الفاضل بين الرَّاوي والواعي»؛ كذا سَمَّاهُ السِّلْفِيُّ في معجم السفر (ص 27)، والذهبي في سَيَرُ أعلام النُّبَلَاء (16/ 73)، والسُّبْكِيُّ في معجم الشُّيوخ (ص 497)، وهو مطبوع.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সর্বদা জ্ঞানী⁽¹⁾, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা; এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; এবং আমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করি মহান তাকবীর দ্বারা।
এবং আল্লাহ আমাদের নেতা⁽²⁾ মুহাম্মাদের উপর সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন, যাকে তিনি⁽³⁾ সকল⁽⁴⁾ মানুষের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; এবং মুহাম্মাদের⁽⁵⁾ পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীবর্গের⁽⁶⁾ উপর অসংখ্য⁽⁷⁾ সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

[হাদীসের পরিভাষা বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ]

অতঃপর: হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রাচীন ও আধুনিক ইমামদের দ্বারা প্রচুর হয়েছে; তো যারা এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন:

বিচারপতি আবু মুহাম্মাদ আর-রামাহুরমুজি^(৪) তাঁর গ্রন্থ^(৯): «আল-মুহাদিস^(১০) আল-ফাসিল^(১১)»-এ; তবে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

(১) ব-তে (b) রয়েছে: «আলিমুন»।

(২) দ-তে (d) «সাইয়্যিদিনা» নেই।

(৩) ক-তে (k) রয়েছে: «আরসালা», এবং তার টীকায় একটি কপিতে রয়েছে: «আরসালাহু»।

(৪) আ (ʾ) লিপিতে «কাফফাতান» নেই।

(৫) আ (ʾ), ত্ব (ط), কাফ (ك), লাম (ل) লিপিতে «আলিহী» এর বদলে «আলি মুহাম্মাদ» রয়েছে। এবং হা (ح) লিপিতে «ওয়া আলা আলিহী মুহাম্মাদ» রয়েছে, এবং «মুহাম্মাদ» শব্দটি অস্পষ্ট করা হয়েছে।

(৬) ঝা (ز) লিপিতে «ওয়া সাহবিহী» নেই।

(৭) ত্ব (ط) লিপিতে «তাসলীমান» নেই।

(৮) তিনি হলেন: আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আল-ফারসি, আর-রামাহুরমুজি। তিনি রামাহুরমুজ শহরে হিজরী ৩৫০ সালের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (আয-যাহাবী, ১২/১৭১), আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফিয়াত (আস-সাফাদি, ১২/৪২)।

(৯) জিম (ج) লিপিতে «কিতাবাহু» এর বদলে «ফি কিতাবিহী» রয়েছে।

(১০) ত্ব (ط) লিপিতে «আল-মুহাদিস» শব্দটি বাদ পড়েছে।

(১১) জিম (ج) লিপিতে «আল-মুহাদিছা আল-ফাঈলা» রয়েছে, যা একটি বিকৃত পাঠ। এবং ঝা (ز) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ» (বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে)। এবং ওয়াও (و)-এর টীকায় রয়েছে: «বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ, এটি একটি গ্রন্থের নাম»।

এবং এর সম্পূর্ণ নাম: «আল-মুহাদিস আল-ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ»। আস-সিলফী এটিকে এভাবেই তাঁর মু'জামুস সফর (পৃ. ২৭)-এ, আয-যাহাবী তাঁর সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/৭৩)-তে, এবং আস-সুবকী তাঁর মু'জামুস শুযুখ (পৃ. ৪৯৭)-তে নামকরণ করেছেন। এটি মুদ্রিত গ্রন্থ।

وَالْحَاكِمُ⁽¹⁾ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّيْسَابُورِيُّ؛ لِكَتِّهِ لَمْ يُهَذَّبْ وَلَمْ يُرْتَّبْ⁽²⁾.
وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ⁽³⁾، فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ «مُسْتَخْرَجًا»⁽⁴⁾، وَأَبْقَى أَشْيَاءَ
لِلْمُتَعَقِّبِ.

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ⁽⁵⁾ الْبَغْدَادِيُّ⁽⁶⁾، فَصَنَّفَ فِي قَوَانِينِ الرِّوَايَةِ كِتَابًا
سَمَّاهُ: «الْكَفَايَةُ»⁽⁷⁾، وَفِي آدَابِهَا كِتَابًا سَمَّاهُ: «الْجَامِعَ لِآدَابِ⁽⁸⁾ الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ»⁽⁹⁾.

(1) في ط زيادة: «وهو».

(2) سَمَّاهُ: «معرفة علوم الحديث»؛ نَصَّ عَلَيْهِ جُمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ:
الْبِيهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الصَّغِيرِ (4 / 206)، وَابْنُ الصَّلَاحِ فِي صِيَانَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (ص 75)،
وَالْتَجِيبي فِي بَرْنَامِجِهِ (ص 141)، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

(3) فِي ب: «الْأَصْبَهَانِيُّ» بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَفِي د، وَنَسْخَةٌ عَلَى حَاشِيَةِ ج: «الْأَصْفَهَانِيُّ»،
وَالْمُثَبَّتُ مِنْ أ، ز، ك.

(4) وَاسِمُهُ: «معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم»؛ ذَكَرَهُ السَّعْيَانِيُّ فِي التَّحْبِيرِ فِي
الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ (1 / 181).

(5) فِي ط، ك: «أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ.

(6) فِي ب: «الْبَغْدَادِيُّ».

(7) وَاسِمُهُ: «الْكَفَايَةُ فِي مَعْرِفَةِ أَصُولِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ»؛ كَذَا سَمَّاهُ ابْنُ الْجَوَازِيِّ فِي
الْمُنْتَظَمِ فِي تَارِيخِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَمِ (16 / 130)، وَالْكَتَانِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْمُسْتَطَرَفَةِ لِبَيَانِ
مَشْهُورِ كُتُبِ السَّنَةِ الْمَشْرُفَةِ (ص 164)، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

(8) فِي د: «لِأَدَبِ».

(9) هَكَذَا سَمَّاهُ الْمَصْنُفُ هُنَا، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ اسْمَهُ: «الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّائِي وَآدَابِ
السَّامِعِ»؛ كَمَا هُوَ مُثَبَّتٌ فِي نَسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَى الْمُؤَلِّفِ، وَبِهِ سَمَّاهُ جَمْعَ مِنَ الْحَقَاطِ؛

منهم: السَّعَائِيُّ، وابن خير الإشبيلي، والمصنّف. انظر: جزء فيه تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته (155 - 161)، وفهرست ابن خير الإشبيلي (ص 231)، والمنتظم (130 / 16)، والمعجم المفهرس (ص 153)، وهو مطبوع.

আল-হাকিম⁽¹⁾ আবু আবদুল্লাহ আন-নিসাবুরি; কিন্তু তিনি পরিমার্জন করেননি এবং সুবিন্যস্ত করেননি⁽²⁾।

তাঁর পরে আসেন আবু নু'আইম আল-আসফাহানি⁽³⁾, যিনি তাঁর (আল-হাকিমের) কিতাবের উপর একটি «মুস্তাখরাজ» (সহায়ক গ্রন্থ)⁽⁴⁾ রচনা করেন এবং সমালোচকদের জন্য কিছু বিষয় রেখে যান।

এরপর তাঁদের পরে আগমন করেন আল-খতিব আবু বকর⁽⁵⁾ আল-বাগদাদি⁽⁶⁾, যিনি বর্ণনার নীতিমালা সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করেন, যার নাম দেন: «আল-কিফায়াহ»⁽⁷⁾, এবং এর আদব (শিষ্টাচার) সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করেন, যার নাম দেন: «আল-জামি' লি আদাবিশ-শাইখি ওয়াস-সামি'»⁽⁹⁾।

(1) 'তা' নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং তিনি"।

(2) তিনি এর নাম দিয়েছিলেন: «মা'রিফাতু উলুমিল-হাদিস»; একদল বিদ্বান এর উপর আলোকপাত করেছেন; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: সুনান আস-সাগির (৪/২০৬) গ্রন্থে বাইহাকী, সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম (পৃ. ৭৫) গ্রন্থে ইবনুল সালাহ, এবং তাঁর বার্নামাজ (পৃ. ১৪১) গ্রন্থে আত-তুজীবী। এটি মুদ্রিত।

(3) 'বা' নুসখায়: «আল-আসবিহানি» বা (ب) অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) সহকারে, এবং 'দা' নুসখায় ও 'জিম' এর টীকায় থাকা একটি নুসখায়: «আল-আসফাহানি», আর যা এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'যা', 'কাফ' নুসখা থেকে নেওয়া।

(4) এবং এর নাম: «মা'রিফাতু উলুমিল-হাদিস আলা কিতাবিল-হাকিম»; আস-সামআনি আত-তাহবির ফি আল-মু'জাম আল-কাবির (১/১৮১) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

(5) 'তা' ও 'কাফ' নুসখায়: «আবু বকর আল-খতিব» (শব্দের স্থান পরিবর্তন করে)।

(6) 'বা' নুসখায়: «আল-বাগদাদী» (ذ অক্ষর সহকারে)।

(7) এবং এর নাম: «আল-কিফায়াহ ফি মা'রিফাতি উসুলিল-রিওয়ায়াহ»; ইবনুল জাওয়ী আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল-মুলুকি ওয়ালা-উমাম (১৬/১৩০) গ্রন্থে এবং আল-কাত্তানি আর-

রিসালাতুল-মুসতাতরাফা লি বায়ানি মাশহুরি কুতুবিল-সুন্নাতিল-মুশাররাফাহ (পৃ. ১৬৪) গ্রন্থে এভাবে নামকরণ করেছেন। এটি মুদ্রিত।

(৪) 'দা' নুসখায়: «লি আদাব»।

(৯) লেখক এখানে এভাবেই এর নামকরণ করেছেন, তবে প্রসিদ্ধ নাম হলো: «আল-জামি' লি আখলাকির-রাবী ওয়া আদাবিস-সামি'», যেমনটি লেখকের কাছে পাঠিত একটি নুসখায় নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং বহু হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর আলেম) এই নামেই এটিকে অভিহিত করেছেন; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আস-সামআনি, ইবনু খাইর আল-ইশবিলি, এবং লেখক নিজে। দেখুন: জুত'ুন ফি তাসমিয়াতি মা ওয়ারাদা বিহিল-খতিব দিমাশক মিনাল-কুতুব মিন রিওয়ায়াতিহি (১৫৫-১৬১), ফিহরিস্তু ইবনি খাইরিল-ইশবিলি (পৃ. ২৩১), আল-মুনতাজাম (১৬/১৩০), আল-মু'জামুল-মুফাহরাস (পৃ. ১৫৩)। এটি মুদ্রিত।

(ص: 80) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَلَّ فَنُّ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ⁽¹⁾ فِيهِ كِتَاباً مُفْرَداً؛ فَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ نُقْطَةَ⁽²⁾: «كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ؛ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ»⁽³⁾.

ثُمَّ جَاءَ بَعْضُ⁽⁴⁾ مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْخَطِيبِ، فَأَخَذَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ بِنَصِيبٍ؛ فَجَمَعَ الْقَاضِي عِيَاضُ⁽⁵⁾ كِتَاباً لَطِيفاً سَمَّاهُ: «الْإِلْمَاعُ»⁽⁶⁾. وَأَبُو حَفْصٍ الْبَيَانَجِيُّ⁽⁷⁾ جُزْءاً سَمَّاهُ: «مَا لَا يَسْعُ

(1) في ط: «وصنف» بدل: «وَقَدْ صَنَّفَ».

(2) هو: أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي، الحنبلي، الحافظ (ت 629 هـ). سِيرَ أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ (22/ 347).

(3) التقييد لمعرفة رواية السنن والمسانيد (ص 154)، ونصّ كلامه: «وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب».

(4) في أ، ب: «بعدهم».

(5) في د: «عياض» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ط، ك.

وهو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الأندلسي، المالكي (ت 544 هـ). سيرة أعلام النبلاء (20/ 212)، وأزهار الرياض (1/ 23).

(6) في ك: «الألماع».

واسمه: «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وجمل من فضائل علم الحديث وأهله، ونكت من آداب حملته ونقله». انظر: بغية الملتبس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص 437)، وبرنامج التُّجبيِّي (ص 142)، وهو مطبوع.

(7) في هـ: «البيانجي» بفتح الميم وكسر هـ، وفي ز: «البيانجي» بكسر النون،

والمثبت من ج، م.

قال السَّعَانيُّ رحمه الله في الأنساب (12/ 513): «بفتح الميم والياء المنقوطة بأثنتين من تحتها، وفتح النون، وفي آخرها الجيم».

وهو: أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي البَيَّانجي، الحافظ (ت 581 هـ). تاريخ الإسلام للذهبي (12/ 736)، والعبر في خبر من غبر (3/ 83)، والعقد

الشرين في تاريخ البلد الأمين (5/ 356).

হাদীসের এমন কোনো শাখা খুব কমই ছিল, যার উপর তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি।

যেমনটি হাফিয় আবু বকর ইবন নুকতা(2) বলেছেন: "যে ব্যক্তিই ইনসাফ করবে, সে জানবে যে, খতীবের পরের মুহাদ্দিসগণ তার গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভরশীল।"(3)

এরপর খতীবের পরবর্তী কিছু বিদ্বান(4) এলেন, যারা এই জ্ঞান থেকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন:

কাজী ইয়ায(5) একটি সুন্দর গ্রন্থ সংকলন করেন, যার নাম দেন: "আল-ইলমা।"(6)

আর আবু হাফস আল-মায়ানাজি(৭) একটি অংশ (জুজ) রচনা করেন, যার নাম দেন: "মা লা ইয়াসা..."

(১) ত্ব (ط) গ্রন্থে "ওয়াকাদ সান্নাফা" (وَقَدْ صَنَّفَ) এর পরিবর্তে "ওয়া সান্নাফা" (وَصَنَفَ) রয়েছে।

(২) তিনি হলেন: আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল গনী ইবন আবি বকর ইবন শুজা ইবন আবি নাসর আল-বাগদাদী, আল-হান্বালী, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৬২৯ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (২২/৩৪৭)।

(৩) আত-তাক্বীদ লি-মারিফাতি রুওয়াত আস-সুনান ওয়াল-মাসানিদ (পৃ. ১৫৪), এবং তার বক্তব্যের মূল পাঠ হল: "হাদীস বিজ্ঞানের উপর তার এমন সব রচনা রয়েছে যার কোনো নজির পূর্বে ছিল না, এবং প্রতিটি জ্ঞানীর কাছে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীসশাস্ত্রের পরবর্তী আলিমগণ আবু বকর আল-খতীবের উপর নির্ভরশীল।"

(৪) আ, বা (ب. ا) গ্রন্থদ্বয়ে: "বা'দাহুম" (بَعْدَهُمْ) রয়েছে।

(৫) দাল (د) গ্রন্থে: "ইয়াযু" (عِيَاذُ) এক দম্মার সাথে, এবং যা এখানে প্রমাণিত (মূল পাঠে ব্যবহৃত) তা আ, ত্ব, কাফ (ك. ط. ا) থেকে নেওয়া।

তিনি হলেন: আবুল ফজল ইয়ায ইবন মুসা ইবন ইয়ায আল-ইয়াহসুবি, আল-আন্দালুসি, আল-মালিকি (মৃত্যু ৫৪৪ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (২০/২১২), এবং আযহার আর-রিয়াদ (১/২৩)।

(৬) কাফ (ك) গ্রন্থে: "আল-আলমা" (الْعَلْمَا) রয়েছে।

এবং এর পুরো নাম: "আল-ইলমা ইলা মা'রিফাতি উসুলির রিওয়ায়া ওয়া তাক্বীদিস সামা, ওয়া জুমালুন মিন ফাদাইলি ইলমিল হাদীস ওয়া আহলিহি, ওয়া নুকাতুন মিন আদাবি হামালাতিহি ওয়া নাকলিহি।" দেখুন: বুগিয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালি আহলিল আন্দালুস (পৃ. ৪৩৭), এবং বারনামাজ আত-তুজীবিয়া (পৃ. ১৪২), এবং এটি মুদ্রিত।

(৭) হা (ح) গ্রন্থে: "আল-মায়ানাজি" (الْمَيَانَجِي) মীম-এর ফাতহা (আ-কার) এবং কাসরা (ই-কার) উভয় সহকারে, এবং যা (মূল পাঠে) প্রমাণিত তা জীম (ج) ও মীম (م) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আস-সামআনী (রহ.) তাঁর 'আল-আনসাব' (১২/৫১৩) গ্রন্থে বলেছেন: "মীম ফাতহা (আ-কার) সহ, ইয়া (যার নিচে দুটি নুকতা আছে) ফাতহা (আ-কার) সহ, নুন ফাতহা (আ-কার) সহ, এবং শেষে জীম।"

তিনি হলেন: আবু হাফস উমর ইবন আব্দুল মাজিদ ইবন উমর আল-কুরাশী আল-মায়ানাজি, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৫৮১ হি.)। তারীখ আল-ইসলাম লি-আয-যাহাবী (১২/৭৩৬), আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার (৩/৮৩), এবং আল-উকুদ আছ-ছামীন ফি তারিখিল বালাদিল আমিন (৫/৩৫৬)।

(ص: 81) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

المُحَدَّثُ ⁽¹⁾ جَهْلُهُ ⁽²⁾.
وَأَمْثَالُ ⁽³⁾ ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ (وَبُسِطَتْ) لِيَتَوَفَّرَ عَلَيْهَا، (وَاخْتَصَرَتْ) لِيَتَيَسَّرَ ⁽⁴⁾ فَهْمُهَا.

[منزلة مقدمة ابن الصلاح بين كتب المصطلح]
إِلَى أَنْ جَاءَ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ عَبْدُ ⁽⁵⁾ الرَّحْمَنِ الشَّهْرُزُورِيُّ ⁽⁶⁾ - نَزِيلُ دِمَشْقَ ⁽⁷⁾ -، فَجَمَعَ - لَنَا وَلِي ⁽⁸⁾ تَدْرِيسَ الْحَدِيثِ بِالْمَدْرَسَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ - كِتَابَهُ

(1) «المُحَدَّثُ» سقطت من و، ح.

(2) في ج: «المُحَدَّثُ جَهْلُهُ»، وهو وهم.

وذكره بهذا الاسم الذَّهَبِيُّ في تاريخ الإسلام (12 / 736)، والمُصَنِّفُ في المعجم المفهرس (ص 154)، وهو مطبوع.

(3) في ز: «وَأَمْثَالُ» بالنَّصْب، والمثبت من ج، هـ.

والتقدير: وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ؛ على أنه مبتدأ خبره محذوف، وهو الأظهر، وقيل: يجوز أن يكون بالنصب عطفًا بحذف المعطوف، كقوله تعالى {والذين تبوءوا الدار

والإيمان}؛ أي: وجمع أمثال ذلك، أو صنف ذلك، وأمثال ذلك. انظر: شرح شرح النُخبة للقاري (ص 143).

(4) في هـ: «لتيسير».

(5) في أ: «عبد» بالرفع والجرّ، وفي ك: «عبدُ» بالرفع، والمثبت من د، هـ، ح.

(6) هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصّلاح الشّهزوريّ، الشّافعيّ، الحافظ (ت 643 هـ). وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 243)، وسير أعلام النبلاء (23/ 140).

(7) في م: بفتح اليم وكسرها معاً. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (2/ 463): «بكسر أوله، وفتح ثانيه، هكذا رواه الجمهور، والكسر لغة فيه»، وانظر: تاج العروس (25/ 305).

(8) في ز: «وُيِّي» بضم الواو وتشديد اللام، والمثبت من أ، ك. وعلى ضبطها بضم الواو وتشديد اللام المكسورة فالمعنى: أُعطي. انظر: شرح شرح النخبة (ص 144).

মুহাদ্দিসের⁽¹⁾ অজ্ঞতা⁽²⁾।»

এবং এ ধরনের⁽³⁾ আরও অনেক রচনা রয়েছে যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে (এবং বিস্তারিত করা হয়েছে) যাতে এর জ্ঞান পর্যাপ্ত হয়, (এবং সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে) যাতে এর উপলব্ধি⁽⁴⁾ সহজ হয়।

[পরিভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমার মর্যাদা]

অবশেষে হাফিজ ও ফকীহ তাকিয়ুদ্দীন আবু আমর উসমান ইবনুস সালাহ আব্দুর⁽⁵⁾ রহমান আশ-শাহরাযুরী⁽⁶⁾ – দামেস্কের⁽⁷⁾ বাসিন্দা – এলেন। অতঃপর যখন তিনি আশরাফিয়া মাদ্রাসায় হাদিসের অধ্যাপনার দায়িত্ব⁽⁸⁾ লাভ করেন, তখন তাঁর গ্রন্থ সংকলন করেন।

(1) “আল-মুহাদ্দিস” (المُحَدِّث) শব্দ 'ওয়াও' (و) এবং 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(2) 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে: “আল-মুহাদ্দিহু জাহলাহু” (المُحَدِّثُ جهلُهُ), এবং এটি একটি ভুল।

যাহাবী (আল-যাহাবী) তাঁর 'তারীখুল ইসলাম' (১২/৭৩৬) গ্রন্থে এবং গ্রন্থকার 'আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস' (পৃ. ১৫৪) গ্রন্থে এই নামেই এটি উল্লেখ করেছেন, এবং এটি মুদ্রিত।

(3) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: “ওয়া আমছালা” (وَأَمْضَل) নসব (আকৃতিতে) সহকারে, এবং যা প্রমাণিত, তা 'জিম' (ج) ও 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

এর ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা হল: “এবং এ ধরনের জিনিস অনেক”; এই অর্থে যে এটি একটি মুক্তাদা (কর্তা) যার খবর (ক্রিয়া/বিধেয়) উহ্য। এবং এটিই অধিক স্পষ্ট। এবং বলা হয়েছে: এটি নসব (আকৃতিতে) সহকারেও হতে পারে, যেখানে মা'তুফ (যাকে যুক্ত করা হয়েছে) উহ্য রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: “এবং যারা গৃহ ও ঈমানকে আশ্রয় করেছে” (সূরা হাশর: ৯); অর্থাৎ: “এবং এ ধরনের জিনিস সংগ্রহ করেছেন”, অথবা “তা সংকলন করেছেন, এবং এ ধরনের জিনিসও”। দেখুন: আল-কারী এর 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ১৪৩)।

(4) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: “লিতাইসীর” (لَتَيْسِير)।

(5) 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে: “আদ” (عبد) রাফা' (উচ্চ উচ্চারণ) এবং জার (নিম্ন উচ্চারণ) সহকারে, এবং 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে: “আদু” (عبد) রাফা' সহকারে, এবং যা প্রমাণিত, তা 'দাল' (د), 'হা' (ح) এবং 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(6) তিনি হলেন: আবু আমর, উসমান ইবনু আব্দুর রহমান, যিনি ইবনুস সালাহ আশ-শাহরাযুরী, আশ-শাফিযী, আল-হাফিজ নামে পরিচিত (মৃত্যু ৬৪৩ হি.)। 'ইবন খাল্লীকানের ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান' (৩/২৪৩) এবং 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালার' (২৩/১৪০) গ্রন্থে দেখুন।

(7) 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: মীম-এর ফাথা (আ) এবং কাসরা (ই) উভয় উচ্চারণেই। ইয়াকুত আল-হামাভী 'মু'জামুল বুলদান' (২/৪৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: “এর প্রথম অক্ষর কাসরা (ই) সহকারে, এবং দ্বিতীয় অক্ষর ফাথা (আ) সহকারে। এভাবেই অধিকাংশ লোক এটি বর্ণনা করেছেন, এবং কাসরা (ই) এতে একটি ভাষা।” এবং দেখুন: 'তাজুল আরুস' (২৫/৩০৫)।

(8) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: “উল্লিয়া” (وُلِّيَا) ওয়াও-এর দম্মা (উ) এবং লাম-এর তাশদীদ (شَد) সহকারে, এবং যা প্রমাণিত, তা 'আলিফ' (أ) ও 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং যদি এটি ওয়াও-এর দম্মা (উ) এবং মাকসুর (কাসরা যুক্ত) লাম-এর তাশদীদ সহকারে উচ্চারণ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে: “তাঁকে দেওয়া হয়েছিল” বা “তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন”। দেখুন: 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ১৪৪)।

المشهور⁽¹⁾، فَهَذَّبَ فُنُونَهُ، وَأَمْلَأَهُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى
الْوَضْعِ⁽²⁾ الْمُتَنَاسِبِ⁽³⁾، وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَةِ⁽⁴⁾؛ فَجَمَعَ شَتَاتَ⁽⁵⁾
مَقَاصِدِهَا، وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُحْبَ فَوَائِدِهَا⁽⁶⁾، فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ،
فَلِهَذَا عَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَارُوا بِسِيرِهِ، فَلَا يُحْصَى كَمُّ⁽⁷⁾ نَاطِمٍ⁽⁸⁾ لَهُ وَمُخْتَصِرٍ،
وَمُسْتَدْرِكٍ⁽⁹⁾ عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ⁽¹⁰⁾، وَمُعَارِضٍ⁽¹¹⁾ لَهُ وَمُنْتَصِرٍ⁽¹²⁾!

(1) المشهور بـ: «مقدمة ابن الصلاح»، واسمه: «معرفة علوم الحديث»؛ كذا سبَّاه
المؤلف في صيانة صحيح مسلم (ص 75)، وسبَّاه أيضاً فيه (ص 6): «معرفة أنواع
علم الحديث».

(2) في ط: «الوصف» بدل: «الوضع».

(3) في ط، ي: «المناسب».

(4) في ك، وحاشية ج: «المتفرقة».

(5) في ط: «أشتات» بدل: «شتات».

(6) في ب، ط: «فرائدها» بدل: «فوائدها».

(7) في ط زيادة: «من».

(8) في و: «ناظم» بالرفع المنون، والمثبت من أ، د، ز.

(9) في و: «ومستدرِك» بالرفع المنون، والمثبت من د، ز.

(10) الاختصار: الإتيان بالمقصود كله بلفظ أقل من الأول، والاقتصار: هو الإتيان
ببعض المقاصد. انظر: شرح شرح النخبة (ص 147).

(11) في و: «ومعارض» بالرفع المنون، والمثبت من د. قال اللقاني رحمه الله في

قضاء الوطر (ص 416): «(ناظم): وما بعده مجرورات بإضافة (كم) إليها؛ بعضها
بالإضافة، وبعضها بالتبعية».

(12) ومن النّاطقين له: الحافظ العراقي في التّبصرة والتذكّرة.

ومن المُختَصِرِينَ لَهُ: النَّوَوِي، وابن كثير.

ومن المُستدركين عليه: البُلقيني في محاسن الاصطلاح.

ومن المُنتصرين لها: الزركشي، والعراقي، وابن حجر في كتب «النكت».

প্রসিদ্ধ গ্রন্থটিকে⁽¹⁾, তিনি এর বিষয়বস্তুগুলিকে সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত করেন এবং এটিকে একের পর এক (ধাপে ধাপে) শ্রুতিলিপিত করান। এই কারণে এর বিন্যাস একটি সুসঙ্গত (গঠন)⁽²⁾ কাঠামোর উপর স্থাপিত হয়নি⁽³⁾। তিনি খতীব বাগদাদী-এর বিক্ষিপ্ত রচনাগুলির⁽⁴⁾ প্রতি মনোযোগ দেন; তিনি সেগুলির বিক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যসমূহকে⁽⁵⁾ একত্রিত করেন এবং এর সাথে অন্যদের থেকে এর উৎকৃষ্ট উপকারিতাগুলিও⁽⁶⁾ সংযুক্ত করেন। ফলে তার গ্রন্থে এমন বিষয়সমূহ একত্রিত হয় যা অন্য গ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্ত ছিল। এই কারণে মানুষ এর উপর ঝুঁকে পড়ে এবং এর পথ অনুসরণ করে। সুতরাং কতই না এর হৃদবন্ধকারী⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ও সংক্ষিপ্তকারী, এবং এর উপর পরিপূরক রচনাকারী⁽⁹⁾ ও সারসংক্ষেপ গ্রহণকারী⁽¹⁰⁾, আর এর বিরোধী⁽¹¹⁾ ও এর সমর্থনকারী⁽¹²⁾ রয়েছে তা গণনা করা যায় না!

(১) প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো: «মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ» (مقدمة ابن الصّلاح), এবং এর নাম: «মারিফাতু উলূমিল হাদীস» (معرفة علوم الحديث)। লেখক 'সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম' (صيانة سيانة) গ্রন্থে (পৃ. ৭৫) এভাবে নামকরণ করেছেন এবং এতে (পৃ. ৬) তিনি একে «মারিফাতু আনওয়া'ই ইলমিল হাদীস» (معرفة أنواع علم الحديث) নামেও অভিহিত করেছেন।

(২) 'ত্বা' নুসখায় «আল-ওয়াদ'» (الْوَدْعُ)-এর পরিবর্তে «আল-ওয়াসফ» (الْوَصْفُ) রয়েছে।

(3) 'ত্বা' ও 'ইয়া' নুসখায় «আল-মুতানাসিব»-(الْمُتَنَاسِبِ)-এর পরিবর্তে «আল-মুনা-সিব»-(الْمُنَاسِبِ) রয়েছে।

(4) 'কাফ' নুসখায় এবং 'জিম' নুসখার টীকায় «আল-মুফাররাকাহ» (الْمُفَرِّقَةُ)-এর পরিবর্তে «আল-মুতফাররাকাহ» (الْمُتَفَرِّقَةُ) রয়েছে।

(5) 'ত্বা' নুসখায় «শাতাত» (شَاتَات)-এর পরিবর্তে «আশাতাত» (أَشَاتَات) রয়েছে।

(6) 'বা' ও 'ত্বা' নুসখায় «ফাওয়াইদুহা» (فَوَائِدُهَا)-এর পরিবর্তে «ফারায়িদুহা» (فَرَائِدُهَا) রয়েছে।

(7) 'ত্বা' নুসখায় «মিন» (من) অতিরিক্ত রয়েছে।

- (8) 'ওয়াও' নুসখায় «নাযিমুন» (نَاطِمٌ) তানউইনযুক্ত রফ' (رَفْع) অবস্থায় রয়েছে, তবে 'আলিফ', 'দাল' ও 'যা' নুসখায় যা রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত।
- (9) 'ওয়াও' নুসখায় «ওয়া মুস্তাদরাকুন» (وَمُسْتَدْرَكٌ) তানউইনযুক্ত রফ' (رَفْع) অবস্থায় রয়েছে, তবে 'দাল' ও 'যা' নুসখায় যা রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত।
- (10) «আল-ইখতিসার» (الاختصار) হলো মূল পাঠের চেয়ে কম শব্দে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করা, আর «আল-ইকতিসার» (الاقتصار) হলো কিছু উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করা।
দেখুন: শারহু শারহিন নুখবাহ (شرح النخبة) (পৃ. ১৪৭)।
- (11) 'ওয়াও' নুসখায় «ওয়া মু'আরিদুন» (وَمُعَارِضٌ) তানউইনযুক্ত রফ' (رَفْع) অবস্থায় রয়েছে, তবে 'দাল' নুসখায় যা রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত। ইমাম লাক্কানি (রহ.) তাঁর «ক্বাযাউল ওয়াতার» (قَضَاءُ الْوَطَر) গ্রন্থে (পৃ. ৪১৬) বলেন: «(নাযিমিন) (نَاطِمٌ): এবং এর পরবর্তী শব্দগুলি (কাম) (كَمْ)-এর সাথে ইযাফত (إِضَافَةٌ)-এর মাধ্যমে জার (مَجْرُورَات) (সম্পর্কিত) হয়েছে; সেগুলির কিছু ইযাফত (إِضَافَةٌ)-এর মাধ্যমে, আর কিছু তাবে'য়িয়াত (التَّبَعِيَّة) (অনুসরণ)-এর মাধ্যমে।»
- (12) এর ছন্দবদ্ধকারীদের মধ্যে রয়েছেন: আল-হাফিয আল-ইরাক্কী তাঁর «আত-তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ» (التَّبَصُّرَةُ وَالتَّذَكُّرَةُ) গ্রন্থে। এর সংক্ষিপ্তকারীদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম নববী ও ইবনু কাসীর। এর উপর পরিপূরক রচনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন: আল-বুলকিনি তাঁর «মাহাসিনুল ইসতিলাহ» (محاسن الاصطلاح) গ্রন্থে। এবং এর সমর্থনকারীদের মধ্যে রয়েছেন: যারকাশী, আল-ইরাক্কী এবং ইবনু হাজার তাঁদের «আন-নুকাত» (النكت) নামক গ্রন্থাবলীতে।

(ص: ৪৩) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[سبب تأليف النُّخبة وشرحها]
(فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُلْخِصَ لَهُ ⁽¹⁾ الْمُهَمُّ مِنْ ذَلِكَ)، فَلَخَّصْتُهُ فِي أَوْزَاقٍ لَطِيفَةٍ سَيِّئْتُهَا ⁽²⁾: «نُخْبَةُ الْفِكْرِ، فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ» عَلَى تَرْتِيبٍ ابْتِكَرْتُهُ، وَسَبِيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مَعَ مَا صَمَّمْتُ إِلَيْهِ ⁽³⁾ مِنْ شَوَارِدِ الْفَرَائِدِ وَزَوَائِدِ الْفَوَائِدِ.
فَرَعَبْتُ إِلَيْهِ ثَانِيًا ⁽⁴⁾ أَنْ أَضَعَّ عَلَيْهَا شَرْحًا يَحُلُّ رُمُوزَهَا، وَيُفْتَحُ كُنُوزَهَا، وَيُوضِّحُ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ مِنْ ذَلِكَ، (فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ ⁽⁵⁾؛ رَجَاءَ الْإِنْدِرَاجِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ) ⁽⁶⁾.

[طريقة المصنف في الشرح]

فَبَالَغْتُ فِي شَرْحِهَا فِي الْإِيضَاحِ وَالتَّوْجِيهِ، وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايَا⁽⁷⁾ زَوَايَاهَا⁽⁸⁾؛ لِأَنَّ صَاحِبَ
الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا⁽⁹⁾ فِيهِ، وَظَهَرَ لِي أَنَّ إِيرَادَهُ⁽¹⁰⁾ عَلَى صُورَةِ⁽¹¹⁾ الْبَسْطِ⁽¹²⁾ أَلْيَقُ،
وَدَمَجَهَا⁽¹³⁾

- (1) في ب، ز، ك، ونسخة على حاشيتي ج، ي: «لهم»، و «لَهُ» ليست في د، و.
قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 148): «أفرد باعتبار لفظه مع
احتمال إفراده حقيقة، وفي نسخة: (لهم) باعتبار معنى البعض، ويحتمل التَّغْلِيْبُ؛
أي: أبين له ولغيره».
- (2) في ط: «وسيتها».
- (3) في ب: «ضبطته».
- (4) في د زيادة: «جماعة».
- (5) في ط: «ذلك» بدل: «سؤاله».
- (6) في حاشية د - بخط المصنف -: «بلغ الشيخ نور الدين داود قراءة بحث عليّ.
كتبه: ابن حجر».
- (7) في ه، و، ز: «خفايا».
- (8) في ك: «زواها».
- (9) في ط: «بالذي».
- (10) في د، ح، ط: «إيرادها»، وكتب فوق الكلمة في د: «هـ» بتذكير الضمير.
- (11) في د: «سبيل» بدل: «صورة».
- (12) في ط: «البسط» بالصاد.
- قال الرازي في مختار الصحاح (ص 34): «بسط الشيء - بالسّين والصاد - نشره،
وبابه نصر».

(13) في أ. ج. ح. م: «وَدَمَجُهَا» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ هـ، و، ك. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ
اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 151): «بِالنَّصْبِ لِلْعُطْفِ عَلَى (إِيْرَادَةٍ)».

[নুখবাহ রচনার কারণ এবং তার ব্যাখ্যা]

(তখন আমার কিছু ভাই আমাকে অনুরোধ করলো যেন আমি তার জন্য⁽¹⁾ সে বিষয়গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংক্ষেপ করি), তখন আমি তা এক অভিনব বিন্যাস এবং অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির পাতায় সংক্ষেপ করলাম, যার নাম দিলাম⁽²⁾: «নুখবাতুল ফিকার ফি মুসতাহা হি আহলিল আসার»; এর সাথে আমি আরও যোগ করেছি বিক্ষিপ্ত অমূল্য রত্ন ও অতিরিক্ত উপকারিতা।

তখন তিনি/তারা দ্বিতীয়বার আমার কাছে অনুরোধ করলেন যে, আমি যেন এর উপর একটি ব্যাখ্যা লিখি যা এর প্রতীকগুলো উন্মোচন করবে, এর গুণ্ডন উন্মুক্ত করবে এবং নতুনদের কাছে এর যেসব বিষয় লুক্কায়িত আছে তা স্পষ্ট করে তুলবে। (তখন আমি তার/তাদের অনুরোধে সাড়া দিলাম⁽⁵⁾; ওই পথগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশায়)⁽⁶⁾।

[ব্যাখ্যা রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের পদ্ধতি]

তখন আমি এর ব্যাখ্যায় স্পষ্টীকরণ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এবং এর কোণায় লুক্কায়িত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি⁽⁷⁾⁽⁸⁾; কারণ ঘরের মালিকই তাতে কী আছে সে সম্পর্কে বেশি জানেন⁽⁹⁾। আর আমার কাছে প্রতীয়মান হলো যে, এটিকে উপস্থাপন করা⁽¹⁰⁾ বিস্তৃত আকারে⁽¹¹⁾⁽¹²⁾ অধিক উপযুক্ত, আর একে অন্তর্ভুক্ত করা⁽¹³⁾

(1) ব, য, কাফ এবং জিম, ইয়া-এর টীকায় প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপিতে: «তাদের জন্য»। আর «তার জন্য» দাল, ওয়াও-তে নেই।

আল-কারী (রহ.) শারহ শারহিন নুখবাহ গ্রন্থে (পৃ. ১৪৮) বলেন: «একবচন ব্যবহার করা হয়েছে শব্দগত বিবেচনায়, যদিও বাস্তবিক অর্থেও একবচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে (তাদের জন্য) ব্যবহার করা হয়েছে 'কিছু' (কিছু ভাই) অর্থ বিবেচনা করে। এটি تغليب (তাকলিব-সাধারণীকরণ)-ও হতে পারে; অর্থাৎ: আমি তার জন্য এবং অন্যদের জন্যও স্পষ্ট করব»।

(2) তা পাণ্ডুলিপিতে: «এবং আমি এর নাম দিয়েছিলাম»।

(3) ব পাণ্ডুলিপিতে: «আমি তা যোগ করেছি»।

- (4) দাল পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «একদল»।
- (5) ত্বা পাণ্ডুলিপিতে «তার অনুরোধ»-এর পরিবর্তে «সেটা» রয়েছে।
- (6) দাল পাণ্ডুলিপির টীকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - : «শায়খ নূরুদ্দীন দাউদ আমার কাছে একটি গবেষণাপত্র পাঠ সম্পন্ন করেছেন। লিখেছেন: ইবনু হাজার»।
- (7) হা, ওয়াও, য পাণ্ডুলিপিতে: «লুক্কায়িত বিষয়াবলি»।
- (8) কাফ পাণ্ডুলিপিতে: «তার কোণায়»।
- (9) ত্বা পাণ্ডুলিপিতে: «যা কিছু দিয়ে»।
- (10) দাল, হা, ত্বা পাণ্ডুলিপিতে: «এর উপস্থাপন»। এবং দাল পাণ্ডুলিপিতে শব্দটির উপরে লেখা আছে: «হাহা» (পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করে)।
- (11) দাল পাণ্ডুলিপিতে «আকৃতি»-এর পরিবর্তে «পদ্ধতি» রয়েছে।
- (12) ত্বা পাণ্ডুলিপিতে: «আল-বাসত্ব» (ص অক্ষর দিয়ে)।
- আর-রাযী মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে (পৃ. ৩৪) বলেন: «বস্তুকে বাছত করা (উভয় صাদ এবং سین) অক্ষর দিয়ে)-এর অর্থ হলো তা প্রকাশ করা বা ছড়িয়ে দেওয়া, এবং এর ক্রিয়ামূল হলো نصر»।
- (13) আলিফ, জিম, হা, মিম পাণ্ডুলিপিতে: «এবং তার অন্তর্ভুক্তিকরণ» (রফা অবস্থায়), আর গৃহীত পাঠ হা, ওয়াও, কাফ পাণ্ডুলিপি থেকে। আল-ক্বারী (রহ.) শারহু শারহিন নুখবাহ গ্রন্থে (পৃ. ১৫১) বলেন: «(ইরাদাহ) শব্দের উপর عطف (আতফ) হওয়ার কারণে এটি নসব অবস্থায় এসেছে»।

(ص: ৪৪) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ضَمَّنَ تَوْضِيحَهَا أَوْفَقُ، فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ⁽¹⁾ الْقَلِيلَةَ السَّالِكِ⁽²⁾.
(فَأَقُولُ) طَالِباً مِنَ اللَّهِ⁽³⁾ التَّوْفِيقَ فِيمَا هُنَالِكَ⁽⁴⁾:

[الفرق بين الخبر والحديث]

(الْخَبَرُ)⁽⁵⁾ عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا⁽⁶⁾ الْفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ.

وَقِيلَ: الْحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ (7) قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ (8) بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاكَلَهَا (9): الْأَخْبَارِيُّ (10)، وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: الْمُحَدِّثُ.
وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (11).

(1) في ب، م: «الطريق».

(2) في ج، هـ: «المسالك».

وفي حاشية أ - بخط المصنّف - : «بلغ الولد ... (أ) كتبه: مؤلفه».

(أ) طمس بمقدار ثلاث كلمات.

(3) في ك زيادة: «تعالى».

(4) في حاشية ج - بخط المصنّف - : «بلغ الشيخ تاج الدين الإسكندري قراءة بحث

عليّ. كتبه: ابن حجر».

(5) في د زيادة: «وهو»، وفي ط زيادة: «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما

يعرف به الكلام وهو»، وفي نسخة على حاشية ك: «نوع من أنواع الكلام يأتي في

تعريفه ما يعرف به الكلام وهو».

(6) «هَذَا» ليست في أ، د، ط، ي، ك.

(7) في ب: «ثبة»، وفي هـ، و، ز: «ثبة».

(8) في هـ: «اشتغل».

(9) في ح: «يشاكلها».

(10) في و: «الإخباري» بكسر الهمزة، والمثبت من أ، ج، د، ز، ح. قال السَّبعانيُّ

رحمه الله في الأنساب (1/ 130): «بفتح الألف وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء،

وفي آخرها الراء»، وانظر: تاج العروس (11/ 134).

(11) من قوله: «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ» إلى هنا سقط من ط.

وفي حاشية و: «الحمد لله، بلغ الشيخ شهاب الدين ابن الأخصاصي قراءة بحث عليّ.
كتبه: ابن حجر».

এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী ছিল, তাই আমি এই পদ্ধতি^(১) অবলম্বন করেছি, যা খুব কমই অনুসৃত^(২)।

(সুতরাং আমি বলছি) আল্লাহর^(৩) নিকট সেখানে^(৪) তাওফীক (التَّوْفِيقُ) প্রার্থনা করে:

[খবর (الْخَبْرُ) ও হাদীস (الْحَدِيثُ)-এর মধ্যে পার্থক্য]

এই^(৬) বিদ্যার আলেমদের নিকট ‘খবর’ (الْخَبْرُ)^(৫) ‘হাদীস’ (الْحَدِيثُ)-এর সমার্থক।

এবং বলা হয়েছে: ‘হাদীস’ (الْحَدِيثُ) হলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে এসেছে, আর ‘খবর’ (الْخَبْرُ) হলো যা তাঁর ব্যতীত অন্য কারো থেকে এসেছে। আর এ কারণেই^(৭) যে ব্যক্তি ইতিহাস ও অনুরূপ বিষয় নিয়ে গবেষণা^(৯) করেন, তাকে ‘আখবারী’ (الْأَخْبَارِيُّ)^(১০) বলা হয় এবং যে ব্যক্তি নববী সুন্নাহ নিয়ে কাজ করেন, তাকে ‘মুহাদ্দিস’ (الْمُحَدِّثُ) বলা হয়।

এবং বলা হয়েছে: এ দু’টির মধ্যে ‘উমূম ও খুসূস মুত্বলাক্ক’ (عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ) সম্পর্ক বিদ্যমান; অর্থাৎ, প্রত্যেক ‘হাদীস’ (الْحَدِيثُ) একটি ‘খবর’ (خَبْرٌ), কিন্তু এর বিপরীতটি নয় (অর্থাৎ প্রত্যেক খবর হাদীস নয়)^(১১)।

(১) বা (ب) এবং মীম (م)-তে রয়েছে: ‘আত-ত্বারীক্ক’ (الطريق)।

(২) জিম (ج) এবং হা (ح)-তে রয়েছে: ‘আল-মাসালিক’ (المسالك)।

এবং আলিফ (أ)-এর টীকায় - লেখকের নিজ হাতে -: ‘বালগাল ওয়ালাদ ... (আলিফ) এটি লিখেছেন: এর লেখক।’

(আলিফ) প্রায় তিনটি শব্দ মুছে গেছে।

(৩) কাফ (ك)-তে ‘তা’আলা’ (تعالى) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(৪) জিম (ج)-এর টীকায় - লেখকের নিজ হাতে -: ‘শায়খ তাজউদ্দীন আল-ইসকান্দারী আমার কাছে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন। এটি লিখেছেন: ইবনে হাজার।’

(৫) দাল (د)-তে ‘ওয়াহুওয়া’ (وهو) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে; ত্বা (ط)-তে অতিরিক্ত রয়েছে:

‘ভাষার প্রকারভেদসমূহের মধ্যে একটি প্রকার, যার সংজ্ঞায় এমন কিছু আসবে যা দ্বারা ভাষা

পরিচিত হয়, আর এটি হলো...’ (قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام وهو) এবং কাফ (ك) -এর টীকায় একটি প্রতিলিপিতে রয়েছে: ‘ভাষার প্রকারভেদসমূহের মধ্যে একটি প্রকার, যার সংজ্ঞায় এমন কিছু আসবে যা দ্বারা ভাষা পরিচিত হয়, আর এটি হলো...’

ا (نوع من أنواع الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام وهو)

(6) ‘হাযা’ (هَذَا) শব্দটি আলিফ (أ), দাল (د), ত্বা (ط), ইয়া (ي) এবং কাফ (ك) -তে নেই।

(7) বা (ب) -তে ‘ছুম্মা’ (ثُمَّ) এবং হা (ح), ওয়াও (و), যা (ي) -তে ‘ছুমহ’ (ثُمَّ) রয়েছে।

(8) হা (ح) -তে ‘ইশতাগালা’ (اشتغل) রয়েছে।

(9) হা (ح) -তে ‘ইউশাকিলুহা’ (يشاكلها) রয়েছে।

(10) ওয়াও (و) -তে ‘আল-ইখবারী’ (الإخباري) হামযার কাসরা (যের) সহ (রয়েছে)। আর প্রতিষ্ঠিত পাঠটি আলিফ (أ), জিম (ج), দাল (د), যা (ي) এবং হা (ح) থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম সাম’আনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) ‘আল-আনসাব’ (১/১৩০) -এ বলেছেন:

‘আলিফের ফাতহা (যবর) সহ, মু’জামাহ (নুত্তাযুক্ত) খা-এর সুকুন (যযম) সহ, বা-এর ফাতহা (যবর) সহ এবং এর শেষে রা (ر) রয়েছে।’ (بفتح الألف وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء، وفي) (آخرها الراء দেখুন: তাজুল আরুস (১১/১৩৪)।

(11) তার উক্তি: ‘ওয়া ফিলা: বাইনাহুমা উমূমুন’ (وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ) থেকে এই পর্যন্ত ত্বা (ط) থেকে বাদ পড়েছে।

এবং ওয়াও (و) -এর টীকায়: ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (الحمد لله), শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবনুল আখসাসি আমার কাছে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন। এটি লিখেছেন: ইবনে হাজার।

(ص: 85) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[أقسام الحديث باعتبار طرقه]

وَعَبَّرَ (1) هُنَا (2) بِالْخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلًا، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُضُولِهِ إِلَيْنَا: (إِمَّا أَنْ يَكُونَ (3) لَهُ طُرُقٌ) أَيْ: أَسَانِيدٌ (4) كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّ طُرُقًا جَمْعُ طَرِيقٍ، وَ «فَعِيلٌ» فِي الْكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلَى «فُعُلٍ» - بِضَمَّتَيْنِ -، وَفِي الْقَلَّةِ عَلَى «أَفْعَلَةٍ (5)».

وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ: الْأَسَانِيدُ، وَالْإِسْنَادُ: حِكَايَةُ (6) طَرِيقِ الْمَتْنِ.

[المتواتر]

وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ (بِلَا) حَضَرَ (7) (عَدَدٍ مُعَيَّنٍ) (8)؛ بَلْ تَكُونُ (9) الْعَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ (10) عَلَى الْكَذِبِ، وَكَذَا (11) وَقُوعُهُ (12) مِنْهُمْ اتِّفَاقًا عَنْ (13) غَيْرِ قَصْدٍ.

- (1) في ب، ج، ك، م: «وَعَبَّرَ» بفتح العين والباء، والمثبت من د، ه، ح، ط.
- (2) «هُنَا» ليست في أ، ط.
- (3) في ه، ط: «تكون».
- (4) «أَسَانِيدُ» سقطت من ط.
- (5) في و، ز: «أَفْعَلٍ»، وفي ط: «أَفْعَالَةٌ». قال القاري رحمه الله في شرح شرح التُّخْبَةِ (ص 159): «(أَفْعَلَةٌ): بفتح الهزة، وسكون الفاء، وكسر العين؛ كأطربة، ورغيف وأرغفة».
- (6) في ج زيادة: «عن».
- (7) «حَضَرَ» ليست في أ، د، ه، ز.
- (8) «بِلَا حَضَرَ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ» في ط مكانها بياض.
- (9) في ج: «يكون».
- (10) في ح، ط، ك: «تَوَاطُؤُهُمْ».
- (11) في أ، ط، ي، ك: «أَوْ» بدل: «وَكَذَا».
- (12) في ب، و، ز: «وَقُوعُهُ» بالرفع، والمثبت من ج، ي، ك، م.
- (13) في د، ه، و، ز: «من».

[হাদীসের প্রকারভেদ এর সূত্রসমূহের (তুরূক) ভিত্তিতে]

এখানে 'খবর' (الْخَبَرِ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এটি অধিক ব্যাপক হয়। আমাদের কাছে এর পৌঁছার ভিত্তিতে এটি: (হয়তো এর একাধিক সূত্র (তুরূক) থাকবে) (3), অর্থাৎ:

অনেকগুলো সনদ (أَسَانِيدُ) (4); কারণ 'তুরূকুন' (طُرُقًا) হলো 'তারিকুন' (طَرِيقٍ)-এর বহুবচন।

আর (আরবি ব্যাকরণে) 'ফাইলুন' (فَعِيلٌ) (গঠনের শব্দ) আধিক্যের ক্ষেত্রে 'ফুউলুন' (فُعْلٌ) আকারে বহুবচন হয় – উভয় বর্ণে পেশ (দম্মাহ) সহকারে –, আর স্বল্পতার ক্ষেত্রে 'আফ'ইলাহ' (أَفْعَلَةٌ) আকারে (বহুবচন হয়)⁽⁵⁾।

'তুরূক' (الطُّرُق) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আসানিদ' (الْأَسَانِيدُ)। আর 'ইসনাদ' (الْإِسْنَادُ) হলো: মূল পাঠের (মতন - المَتْنُ) সূত্র বর্ণনা করা⁽⁶⁾।

[মুতাওয়াতির]

আর সেই আধিক্য 'তাওয়াতুর' (التَّوَاتُرُ)-এর শর্তসমূহের একটি, যখন তা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধতা (حَضْرَ عَدَدٍ مُّعَيَّنٍ) ছাড়াই এসেছে⁽⁷⁾⁽⁸⁾; বরং সাধারণ নিয়ম তাদের মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়াকে অসম্ভব করে তোলে, এবং অনুরূপভাবে তাদের থেকে কোনো উদ্দেশ্য (কসদ - قَصْدٌ) ছাড়া আকস্মিকভাবে এর সংঘটিত হওয়াও (অসম্ভব করে তোলে)⁽¹¹⁾।

(1) 'বা', 'জিম', 'কাফ' ও 'মিম' প্রতিলিপিতে: 'ওয়া আ'ব্বারা' (وَعَبَّرَ) আইন ও বা অক্ষরে ফাতহা (বর) সহকারে। আর যা এখানে লেখা হয়েছে তা 'দাল', 'হা', 'হা' ও 'ত্বা' প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) 'হুনা' (هُنَا) শব্দটি 'আলিফ' ও 'ত্বা' প্রতিলিপিতে নেই।

(3) 'হা' ও 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: 'তাকুনু' (تَكُونُ)।

(4) 'আসানিদু' (أَسَانِيدُ) শব্দটি 'ত্বা' প্রতিলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(5) 'ওয়াও' ও 'যা' প্রতিলিপিতে: 'আফউলিন' (أَفْعُلٌ), এবং 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: 'আফ'আলাহ' (أَفْعَالَةٌ)। আল-কারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (شرح شرح) (পৃষ্ঠা ১৫৯)-এ বলেছেন: "(আফ'ইলাহ - أَفْعَلَةٌ): হামযা (অক্ষর)-এ ফাতহা (বর), ফাতে সুকুন (সাকিন) এবং আইন-এ কাসরা (জের) সহকারে; যেমন, 'আতরিকাহ' (أَطْرَقَ), এবং 'রাগীফ' (رَغِيفٌ) ও 'আরাগীফাহ' (أَرْغَفَ)।"

(6) 'জিম' প্রতিলিপিতে 'আন' (عَنْ) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(7) 'হাসরি' (حَضَرِ) শব্দটি 'আলিফ', 'দাল', 'হা' ও 'যা' প্রতিলিপিতে নেই।

(8) 'বিলা হাসরি আদাদিন মুআয়্যানিন' (بِلَا حَضْرٍ عَدَدٍ مُّعَيَّنٍ) বাক্যটির স্থানে 'ত্বা' প্রতিলিপিতে ফাঁকা রয়েছে।

(9) 'জিম' প্রতিলিপিতে: 'ইয়াকুনু' (يَكُونُ)।

(10) 'হা', 'ত্বা' ও 'কাফ' প্রতিলিপিতে: 'তাওয়াত্বিহিম' (تواطيههم)।

(11) 'আলিফ', 'ত্বা', 'ইয়া' ও 'কাফ' প্রতিলিপিতে 'ওয়া কাজা' (وَكَا) -এর পরিবর্তে 'আউ' (أُو) শব্দটি রয়েছে।

(12) 'বা', 'ওয়াও' ও 'যা' প্রতিলিপিতে: 'উকু'উল্হ' (وَقُوْعُهُ) রাফ' (رفع - পেশ) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে লেখা হয়েছে তা 'জিম', 'ইয়া', 'কাফ' ও 'মিম' প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(13) 'দাল', 'হা', 'ওয়াও' ও 'যা' প্রতিলিপিতে: 'মিন' (من)।

(ص: 86) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَلَا مَعْنَى لِتُعَيِّنَ (1) الْعَدَدِ - عَلَى الصَّحِيحِ (2) - ، وَمِنْهُمْ (3) : مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ ، وَقِيلَ : فِي الْخُمْسَةِ ، وَقِيلَ : فِي السَّبْعَةِ (4) ، وَقِيلَ : فِي الْعَشْرَةِ ، وَقِيلَ : فِي الْاِثْنَيْ عَشَرَ (5) ، وَقِيلَ : فِي الْأَرْبَعِينَ ، وَقِيلَ : فِي السَّبْعِينَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَأَفَادَ الْعِلْمَ ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ (6) أَنْ يَطْرُدَ فِي غَيْرِهِ ؛ لِاحْتِمَالِ الْإِخْتِصَاصِ .
فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ - وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ : أَنْ لَا تَنْقُصَ (7) الْكَثْرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا تَزِيدَ ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ (8) مِنْ بَابِ الْأَوَّلَى - ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الْأَمْرَ الْمُشَاهَدَ أَوْ الْمَسْمُوعَ ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ الصَّرْفِ (9) .

(1) في ح، ي: «لتعين».

(2) في حاشية د: «ثم بلغ قراءة في ... (أ)».

(أ) لم يتضح بقية الكلام.

(3) في حاشية و: «ضابط التواتر».

(4) في ط: «في السبعة» مكررة.

(5) «وقيل: في الاثنى عشر» ليست في أ.

(6) في ح: «يلازم».

(7) في هـ: «ينقص», وفي د: «تنقص» بالتاء والياء.

(8) في هـ, و, ز: «مطلوبة هنا» بتقديم وتأخير.

(9) في و زيادة: «كالواحد نصف الاثنين».

সুতরাং, সঠিক মতানুসারে, সংখ্যা নির্ধারণের⁽¹⁾ কোনো অর্থ নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ (এই সংখ্যা) চার-এ নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কেউ কেউ পাঁচ-এ বলেছেন, কেউ সাত-এ⁽⁴⁾, কেউ দশ-এ, কেউ বারো-তে⁽⁵⁾, কেউ চল্লিশ-এ, কেউ সত্তর-এ, এবং এর বাইরেও অন্য মত প্রচলিত আছে।

এবং প্রতিটি প্রবক্তা এমন একটি দলিলের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ আছে এবং যা জ্ঞান নিশ্চিত করে। তবে, এটা অপরিহার্য নয়⁽⁶⁾ যে তা অন্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে; কারণ এর (কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য) বিশেষত্বের সম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব, যখন সংবাদটি এইভাবে আসে, এবং এর সাথে যুক্ত হয় যে, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত সংখ্যায় বিষয়টি সমতা বজায় রাখে – আর ‘সমতা’ (ইস্তিওয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, উল্লিখিত সংখ্যা যেন কিছু স্থানে হ্রাস⁽⁷⁾ না পায়, এর বৃদ্ধি না পাওয়া নয়; কারণ এখানে বৃদ্ধি হওয়া তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই কাম্য⁽⁸⁾ – এবং এর শেষের ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষ করা বিষয় বা শোনা বিষয়, তা বিশুদ্ধ যুক্তির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত বিষয় নয়⁽⁹⁾।

(1) "ح" এবং "ي" পাণ্ডুলিপিতে: "লিতা'য়িন (لتعين)"।

(2) "দাল" পাণ্ডুলিপির টীকায়: "তারপর পাঠ ... (আ)" পর্যন্ত পৌঁছেছে।

(আ) বাকি কথা স্পষ্ট নয়।

(3) "ওয়াও" পাণ্ডুলিপির টীকায়: "তাওয়াতুরের মাপকাঠি (ضابط التواتر)"।

(4) "ত্বা" পাণ্ডুলিপিতে: "সাত-এ (في السبعة)" বাক্যটি পুনরাবৃত্ত।

(5) "আর বলা হয়েছে: বারো-তে (وَقِيلَ: فِي الْاِثْنَيْ عَشَرَ)" অংশটি "আলিফ" পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(6) "ح" পাণ্ডুলিপিতে: "অপরিহার্য (يلازم)"।

(7) "হা" পাণ্ডুলিপিতে: "হ্রাস পায় (ينقص)", এবং "দাল" পাণ্ডুলিপিতে: "হ্রাস পায় (تنقص)"

(তা এবং ইয়া উভয় দিয়ে)।

(8) "হা", "ওয়াও", "যা" পাণ্ডুলিপিতে: "এখানে কাক্ষিত (مطلوبة هنا) (শব্দগুলির ক্রম পরিবর্তন করে)।

(9) "ওয়াও" পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত আছে: "যেমন: এক হলো দুই-এর অর্ধেক (كالحا د نصف) (الاثنين)।

(ص: 87) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَإِذَا جَمَعَ⁽¹⁾ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ؛ وَهِيَ:

[شروط المتواتر]

عَدَدٌ كَثِيرٌ⁽²⁾ أَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ⁽³⁾ أَوْ تَوَافُقَهُمْ⁽⁴⁾ عَلَى الْكَذِبِ⁽⁵⁾.

رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ⁽⁶⁾.

وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمْ⁽⁷⁾ الْحِسَّ.

وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ⁽⁸⁾ خَبَرَهُمْ⁽⁹⁾ إِفَادَةُ⁽¹⁰⁾ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ؛ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ.

وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْهُ: كَانَ مَشْهُورًا فَقَطْ؛ فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصُولَ الْعِلْمِ! وَهُوَ كَذَلِكَ فِي

الْغَالِبِ؛ لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ⁽¹¹⁾ عَنِ الْبَعْضِ لِمَانِعٍ.

(1) فِي أ: «اجتمع».

(2) فِي ه زِيَادَةً: «قد».

(3) فِي أ، د، ح، ط، ي: «تواطئهم»، وَفِي ك: «تواطئهم» بِهَمْزَةٍ.

(4) فِي ب، ج، ح: «وتوافقهم».

(5) فِي ط: «على الكذب أو توافقهم» بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ.

(6) فِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَةِ ل: «من المبتدى إلى المنتهى».

(7) في أ: «إثباتهم»، وفي هـ: «إنبأهم».

(8) في ل: «تصحب».

(9) في ب: «خبرهم» بالرفع، والمثبت من ج، هـ، ح، ك. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 173): «بالنصب على المفعولية، والفاعل قوله: (إفادَةُ العِلْمِ لِسَامِعِهِ)».

(10) في أ، ب، ط: «إفادَةُ» بالنصب، والمثبت من ج، هـ، ح.

(11) في ك: «تتخلف»، وفي ل: بالياء والتاء.

যখন এই চারটি শর্ত পূরণ হয়⁽¹⁾; আর তা হলো:

[মুতাওয়াতির-এর শর্তাবলী]

বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী⁽²⁾, যাদের মিথ্যার ওপর যোগসাজশ⁽³⁾ অথবা পারস্পরিক ঐক্য⁽⁴⁾ স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী অসম্ভব⁽⁵⁾।

তারা তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (সনদের প্রতিটি স্তরে) তাদের মতোই অন্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন⁽⁶⁾।

আর তাদের (বর্ণনার) শেষ ভিত্তি ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়⁽⁷⁾।

এর সাথে অতিরিক্তভাবে যুক্ত হয় যে, তাদের বর্ণনাকে⁽⁹⁾ তার শ্রোতার জন্য নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান⁽¹⁰⁾ করবে⁽⁸⁾; তবে এটিই হলো মুতাওয়াতির।

আর যার ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান অনুপস্থিত থাকে, তা কেবল মশহুর; অতএব, প্রতিটি মুতাওয়াতির হলো মশহুর, এর বিপরীতটি (সর্বদা) নয়।

এবং বলা হতে পারে যে, নিশ্চয়ই চারটি শর্ত যখন পূরণ হয়, তখন তা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনকে আবশ্যিক করে তোলে! আর এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনই; কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তা কারো কারো জন্য অনুপস্থিত থাকতে পারে⁽¹¹⁾।

(1) 'আ' সংস্করণে: "একত্রিত হয়" (اجتمع)।

(2) 'হা' সংস্করণে "ক্বাদ" (قد) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(3) 'আ', 'দ', 'হ', 'ত্বা', 'ইয়া' সংস্করণে: "তাওয়াত্বিয়াহুম" (تَوَاتِيهِمْ), এবং 'কাফ' সংস্করণে: "তাওয়াত্বিইহিম" (تَوَاتِيهِمْ) হামযা সহ।

(4) 'বা', 'জিম', 'হা' সংস্করণে: "ওয়া তাওয়াফুকাহুম" (وَتَوَافَقَهُمْ)।

(5) 'ত্বা' সংস্করণে: "মিথ্যার ওপর অথবা তাদের ঐক্য" (عَلَى الْكَذِبِ أَوْ تَوَافَقَهُمْ) – এই শব্দগুলো স্থান পরিবর্তন করে আছে।

(6) 'লাম' সংস্করণের পার্শ্বটিকায়: "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত" (مِنَ الْمَبْتَدَى إِلَى الْمُنْتَهَى)।

(7) 'আ' সংস্করণে: "তাদের প্রমাণ" (إِبْطَاتُهُمْ), এবং 'হা' সংস্করণে: "তাদের সংবাদ" (إِنْبَائُهُمْ)।

(8) 'লাম' সংস্করণে: "তাসহাব" (تَصْحَب)।

(9) 'বা' সংস্করণে: "খাবারহুম" (خَبْرُهُمْ) রাফ' (رَفْع) অবস্থায় রয়েছে, আর (মূল পাঠে) যা গৃহীত হয়েছে তা 'জিম', 'হা', 'হা', 'কাফ' সংস্করণ থেকে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ১৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: "নাসব (نَصَب) হবে কর্মপদ হিসেবে, এবং কর্তা হলো তার উক্তি: 'শ্রোতার জন্য জ্ঞানের ফলপ্রসূতা' (إِفَادَةُ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ)।"

(10) 'আ', 'বা', 'ত্বা' সংস্করণে: "ইফাদাতা" (إِفَادَةُ) নাসব (نَصَب) অবস্থায়, এবং যা প্রতিষ্ঠিত (মূল পাঠে) তা 'জিম', 'হা', 'হা' সংস্করণ থেকে গৃহীত।

(11) 'কাফ' সংস্করণে: "তাতাকাল্লাফ" (تَتَخَلَّف), এবং 'লাম' সংস্করণে: ইয়া (ي) ও তা (ت) উভয় রূপেই (অর্থাৎ 'yatakhallaf' এবং 'tatakhallaf' উভয়ই)।

(ص: 88) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا (1) تَعْرِيفُ (2) الْمُتَوَاتِرِ.

وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرِ أَيْضًا؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ (3)، (أَوْ مَعَ حَصْرِ بَعْضٍ بِهَا) (4)

فَوْقَ الْإِثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةِ فَصَاعِدٍ (5)، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ (6) شُرُوطُ التَّوَاتُرِ (7)، (أَوْ بِبَعْضٍ) (8) أَيْ: بِإِثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ).

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِإِثْنَيْنِ» (9): أَنْ (10) لَا يَرِدَ بِأَقَلِّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرٍ فِي

بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الْوَاحِدِ لَا (11) يَضُرُّ، إِذِ الْأَقْلُ فِي هَذَا (12) يَقْضِي (13) عَلَى الْأَكْثَرِ.

(فَالْأَوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ)؛ وَهُوَ: (الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ⁽¹⁴⁾ الْيَقِينِي)، فَأَخْرَجَ النَّظْرِي عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ)⁽¹⁵⁾ الَّتِي تَقَدَّمَتْ.

(1) في ج زيادة: «تقرير». وفي د، ي، ونسخة على حاشية ك زيادة: «التقرير».

(2) في د، ط: «التعريف».

(3) «لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ» ليست في أ، ح، ط.

وفي حاشية أ، ج، د - بخطِ المصنّف - : «ثم بلغ كذلك».

(4) في أ: «فما».

(5) في ط: «أو بثلاثة» بدل: «أي: بثلاثة فصاعداً».

(6) في ي: «يجتمع» بالياء، وفي د: بالتاء والياء معاً، وفي ب، ط: «يجمع»، ولم

ينقط في أ، ح، م، ل، وفي نسخة على حاشية م: «تجتمع».

(7) في ب، ج: «المتواتر».

وفي حاشية د - بخطِ المصنّف - : «ثم بلغ كذلك».

(8) «أَوْ بِهِمَا» في ط مكانها بياض.

(9) في أ، هـ، ط، ك زيادة: «أي».

(10) «أَنْ» ليست في أ، هـ، ط، ك.

(11) في ل: «لم».

(12) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشيتي ج، ل زيادة: «العلم».

(13) في ج: «يُقْضَى».

(14) في ب: «العلم».

(15) «بِشُرُوطِهِ» في ط مكانها بياض.

আর এর বিপরীত (সংজ্ঞা)ও অগণিতভাবে আসতে পারে; তবে কিছু শর্তের অভাবে⁽³⁾। (অথবা দু'য়ের অধিক সংখ্যায় সীমাবদ্ধতার সাথে⁽⁴⁾) অর্থাৎ: তিন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক সূত্রে⁽⁵⁾, যতক্ষণ না তাওয়াতুরের (تواتر) শর্তাবলী⁽⁶⁾ পূরণ হয়⁽⁷⁾। (অথবা দু'জনের দ্বারা⁽⁸⁾) অর্থাৎ: কেবল দু'জনের দ্বারা। (অথবা একজনের দ্বারা)।

আর আমাদের এই কথার উদ্দেশ্য: «দু'জনের দ্বারা আসা»⁽⁹⁾— যে, দু'জনের কম সংখ্যক দ্বারা আসবে না⁽¹⁰⁾। যদি একই সনদের কিছু স্থানে দু'য়ের অধিক সংখ্যক দ্বারা আসে, তাহলে ক্ষতি নেই⁽¹¹⁾। কারণ এক্ষেত্রে কম সংখ্যাই⁽¹²⁾ অধিক সংখ্যার উপর প্রাধান্য লাভ করে⁽¹³⁾।

(সুতরাং প্রথমটি: মুতাওয়াতির (متواتر)); আর তা হলো: (সুনিশ্চিত জ্ঞান⁽¹⁴⁾ প্রদানকারী)।

সুতরাং এটি অনুমানমূলককে বাদ দিয়েছে, যা এর পরে আলোচনা করা হবে, (এর শর্তাবলী সহকারে⁽¹⁵⁾) যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(1) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'تقرير' (তাকরীর) অতিরিক্ত রয়েছে, এবং 'দাল', 'ইয়া' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে 'التقرير' (আত-তাকরীর) অতিরিক্ত রয়েছে।

(2) 'দাল' ও 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে 'التعريف' (আত-তারীফ) রয়েছে।

(3) «لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ» ('তবে কিছু শর্তের অভাবে') এই অংশটি 'আলিফ', 'হা' ও 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

এবং 'আলিফ', 'জিম' ও 'দাল' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে - লেখকের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: «ثم بلغ» ('তারপর এটিও পৌঁছেছে')।

(4) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে 'فما' (ফামা) রয়েছে।

(5) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে «أَيُّ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا» ('অর্থাৎ: তিন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক সূত্রে') এর পরিবর্তে «أَوْ بِثَلَاثَةٍ» ('অথবা তিনজনের দ্বারা') রয়েছে।

(6) 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে 'يجتمع' (ইয়াজতামি'উ) ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা রয়েছে, এবং 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে তা (ت) ও ইয়া (ي) উভয় অক্ষর দ্বারা রয়েছে, এবং 'বা' ও 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে 'يجمع' (ইয়াজমা'উ) রয়েছে, এবং 'আলিফ', 'হা', 'মিম', 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) ছাড়া রয়েছে, এবং 'মিম' পাণ্ডুলিপির মার্জিনের একটি কপিতে 'تجتمع' (তাজতামি'উ) রয়েছে।

(7) 'বা' ও 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'المتواتر' (আল-মুতাওয়াতির) রয়েছে।

এবং 'দাল' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে - লেখকের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: «ثم بلغ كذلك» ('তারপর এটিও পৌঁছেছে')।

- (8) «أَوْ بِهِمَا» ('অথবা দু'জনের দ্বারা') এই অংশটির জায়গায় 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে খালি স্থান রয়েছে।
- (9) 'আলিফ', 'হা', 'ত্বা', 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে 'أَيُّ' (আই) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (10) 'আলিফ', 'হা', 'ত্বা', 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে «أَنْ» (আন) নেই।
- (11) 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে 'لَمْ' (লাম) রয়েছে।
- (12) 'বা', 'দাল', 'হা', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে এবং 'জিম' ও 'লাম' পাণ্ডুলিপির মার্জিনের একটি কপিতে 'العلم' (আল-ইলম) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (13) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'يُقْضَى' (ইয়ুকুদা) রয়েছে।
- (14) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে 'العلم' (আল-ইলমা) রয়েছে।
- (15) «بَشْرُوطِهِ» ('এর শর্তাবলী সহকারে') এই অংশটির জায়গায় 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে খালি স্থান রয়েছে।

(ص: 89) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَالْبَيِّنِينَ: هُوَ الْإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْمَطَابِقُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَدُ؛ أَنَّ خَبَرَ (1) التَّوَاتُرِ (2) يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُبْكِنُهُ دَفْعُهُ (3). وَقِيلَ: لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّوَاتُرِ (4) حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ - كَالْعَامِّيِّ -؛ إِذِ (5) النَّظَرُ: تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى عُلُومٍ أَوْ ظُنُونٍ، وَلَيْسَ فِي الْعَامِّيِّ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ نَظَرِيًّا؛ لَمَا حَصَلَ لَهُمْ.

[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري]

وَلَا حَاجَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ (6): الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذِ (7) الضَّرُورِيُّ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِلَا اسْتِدْلَالٍ، وَالنَّظَرِيُّ يُفِيدُهُ؛ لَكِنْ مَعَ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْإِفَادَةِ، وَأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ، وَالنَّظَرِيُّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ.

(1) في ك: «الخبر».

- (2) في أ، ك: «المتواتر». قال اللَّقَائِيُّ رحمه الله في قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 509): «ولو قال: والمُعْتَمِد: أن التواتر يفيد العلم؛ كان أخصر وأظهر».
- (3) في ك زيادة: «عنه».
- (4) في ي: «بالمتواتر». قال الْقَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 181): «(لِأَنَّ الْعِلْمَ) أَي: الذي هو حَاصِلٌ (بِالتَّوَاتُرِ)، الْأَوَّلَى بِالْمَتَوَاتَرِ؛ أَي: بِسَبَبٍ».
- (5) في ب: «إذا».
- (6) في أ، ح: «التَّعْرِيف»، وفي ط: «التَّفْرِيق»، والمثبت هو الموافق لشرح شرح النُّخْبَةِ لِلْقَارِي (ص 183)، وَالْيَوَاقِيتِ وَالذُّرَرِ لِلْمُنَاوِي (1/ 137)، وَقَضَاءِ الْوَطَرِ لِلْقَائِي (ص 517) وذكر أنَّها في نسخة: «بالتعريف».
- (7) في ب: «إذا».

আর সুনিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকিন) হলো সুদৃঢ় ও সঠিক বিশ্বাস। আর এটাই হলো নির্ভরযোগ্য মত: যে, বহু সূত্রে বর্ণিত সংবাদ (খবরে তাওয়াতুর)⁽¹⁾ অনিবার্য জ্ঞান (ইলম দারুরি)⁽²⁾ প্রদান করে। আর তা হলো এমন জ্ঞান, যার প্রতি মানুষ বাধ্য হয় এবং যা সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না⁽³⁾। বলা হয়েছে: এটি কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলম নাযারি) প্রদান করে! কিন্তু এটা অগ্রাহ্য; কারণ বহু সূত্রে বর্ণিত সংবাদ (তাওয়াতুর)⁽⁴⁾ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান এমন ব্যক্তিরও হাসিল হয় যার তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা নেই – যেমন সাধারণ মানুষ। কেননা তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ (নাযর) হলো: জ্ঞাত বা অনুমানকৃত বিষয়সমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যার মাধ্যমে জ্ঞান বা অনুমান লাভ করা যায়। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই যোগ্যতা নেই। অতএব, যদি তা তাত্ত্বিক জ্ঞান হতো, তবে তারা তা অর্জন করতে পারতো না⁽⁵⁾।

[অনিবার্য জ্ঞান (ইলম দারুরি) ও তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলম নাযারি)-এর পার্থক্য]

আর এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে⁽⁶⁾ স্পষ্ট হলো: অনিবার্য জ্ঞান (ইলম দারুরি) ও তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলম নাযারি)-এর পার্থক্য। কেননা অনিবার্য জ্ঞান (ইলম দারুরি) কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই জ্ঞান প্রদান করে, আর তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলম নাযারি) জ্ঞান প্রদান করে; তবে তার জন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়⁽⁷⁾। আর অনিবার্য জ্ঞান (ইলম দারুরি) প্রত্যেক শ্রোতার জন্য অর্জিত হয়, কিন্তু

তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলম নাযারি) কেবল তাদেরই অর্জিত হয় যাদের তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা রয়েছে।

- (1) ‘কাফ’ (ক) সংস্করণে: “আল-খবর” (সংবাদ) রয়েছে।
- (2) ‘আলিফ’ (আ) ও ‘কাফ’ (ক) সংস্করণে: “আল-মুতাওয়াতির”। ইমাম আল-লাকানি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘কাদা আল-ওয়াতার’ (পৃ. ৫০৯) গ্রন্থে বলেছেন: “যদি বলা হতো: এবং নির্ভরযোগ্য মত হলো: ‘তাওয়াতুর’ (বহু সূত্রে বর্ণনা) জ্ঞান প্রদান করে; তবে তা অধিক সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হতো।”
- (3) ‘কাফ’ (ক) সংস্করণে অতিরিক্ত “আনহু” (তা থেকে) রয়েছে।
- (4) ‘ইয়া’ (ই) সংস্করণে: “বিল-মুতাওয়াতির”। ইমাম আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘শারহ শারহুন নুখবাহ’ (পৃ. ১৮১) গ্রন্থে বলেছেন: “(লিয়ান্না আল-ইলম) অর্থাৎ, যে জ্ঞান অর্জিত হয় (বিত-তাওয়াতুর) দ্বারা, ‘বিল-মুতাওয়াতির’ বলা অধিকতর উপযুক্ত; অর্থাৎ ‘এর কারণে’।”
- (5) ‘বা’ (ব) সংস্করণে: “ইয়া” (যখন) রয়েছে।
- (6) ‘আলিফ’ (আ) ও ‘হা’ (হ) সংস্করণে: “আত-তারীফ” (সংজ্ঞা), এবং ‘ত্বা’ (ত) সংস্করণে: “আত-তাকরীফ” (পার্থক্যকরণ)। তবে, এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ইমাম আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ‘শারহ শারহুন নুখবাহ’ (পৃ. ১৮৩), ইমাম আল-মুনাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ‘আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার’ (১/১৩৭), এবং ইমাম আল-লাকানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর ‘কাদা আল-ওয়াতার’ (পৃ. ৫১৭)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সংস্করণে: “বিত-তারীফ” (সংজ্ঞা দ্বারা) রয়েছে।
- (7) ‘বা’ (ব) সংস্করণে: “ইয়া” (যখন) রয়েছে।

(ص: 90) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأِنَّمَا أَبْهَمْتُ ⁽¹⁾ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ ⁽²⁾ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ
عِلْمِ الْإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الْإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ - لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ
يُتْرَكَ ⁽³⁾ -؛ مِنْ حَيْثُ صِفَاتُ ⁽⁴⁾ الرِّجَالِ، وَصِبْغُ ⁽⁵⁾ الْأَدَاءِ، وَالْمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ
رِجَالِهِ؛ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ ⁽⁶⁾ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ ⁽⁷⁾.

فَأَيَّدَهُ: ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ⁽⁸⁾: أَنَّ مِثَالَ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيرِ الْمُتَقَدِّمِ يَعِزُّ⁽⁹⁾ وَجُودُهُ،
إِلَّا أَنْ يُدْعَى ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ: «مَنْ كَذَبَ⁽¹⁰⁾ عَلَيَّ»⁽¹¹⁾.

(1) في ج، د، هـ، و: «أُبْهِتَ»، والمثبت من ب، ز، ك. قال القاري رحمه الله في شرح
شرح النُخبة (ص 185): «وإنما أُبْهِتُ؛ أي: أنا».

(2) في أ، ط، ي، ك: «التواتر».

(3) في ل: «يَتَرُكُ» بالبناء للفاعل.

(4) في هـ: «صفات» بالجر، والمثبت من د، ك.

(5) في ج: «وصيغ» بالجر، والمثبت من ب، ك.

(6) في هـ: «العلم».

(7) في حاشية أ - بَخِطَ الْمُصَنِّفُ -: «ثم بلغ كذلك».

(8) في مقدمته (ص 269).

(9) من عَزَّ يَعِزُّ: إِذَا قَلَّ حَتَّى لَا يَكَادَ يَوْجَدُ. تهذيب اللغة للأزهري (1/ 64).

(10) في د: «كَذَّبَ» بتشديد الدال.

(11) هو حديث متواتر، رواه عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقد جمع

الطبراني جزءاً في طرقة من حديث ستين صحابياً، وقد أخرجه البخاري (106)

ومسلم في المقدمة (1) من حديث علي، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس برقم

(108)، و (2)، ومن حديث أبي هريرة برقم (110) و (3)، ومن حديث المغيرة بن

شعبة برقم (1291)، و (4)، وأخرجه البخاري وحده من حديث الزبير بن العوام

(107)، ومن حديث سلمة بن الأكوع برقم (109)، ومن حديث عبد الله بن عمرو

برقم (3461)، وأخرجه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري (3004)، رضي

الله عنهم أجمعين.

আর আমি মূলগ্রন্থে মুতাওয়াতির (متواتر)-এর শর্তাবলীকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি⁽¹⁾; কারণ এই পদ্ধতিতে এটি ইসনাদ (সনদ) বিদ্যার⁽²⁾ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কারণ ইসনাদ বিদ্যায় হাদিসের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয় - যেন সে অনুযায়ী আমল করা যায় বা তা বর্জন করা যায়⁽³⁾ -; রাবীদের বৈশিষ্ট্য⁽⁴⁾ এবং বর্ণনা পদ্ধতির⁽⁵⁾ দৃষ্টিকোণ থেকে। আর মুতাওয়াতির (متواتر)-এর রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) বিষয়ে আলোচনা করা হয় না; বরং কোনো প্রকার অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই⁽⁷⁾ এর উপর আমল করা⁽⁶⁾ ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

ফায়দা: ইবনুস সালাহ⁽⁸⁾ উল্লেখ করেছেন: যে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুতাওয়াতির (متواتر)-এর উদাহরণ দুর্বল⁽⁹⁾, তবে তা এই হাদিসটির ক্ষেত্রে দাবি করা যেতে পারে: «যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করলো⁽¹⁰⁾»⁽¹¹⁾।

(1) জ, দ, হ, ওয়াও (و, هـ, د, ج, نسخة) কপিগুলোতে রয়েছে: «উভহিমাৎ (أُبْهِمْتُ)», আর বা, বা, কাফ (ك, ز, ب, نسخة) কপিগুলো থেকে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো: «আবহামতু (أُبْهِمْتُ)»। আল-ক্বারী (رحمه الله) তাঁর শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ১৮৫) গ্রন্থে বলেছেন: «ওয়া ইন্নাআ আবহামতু (وإننا أُبْهِمْتُ)»; অর্থাৎ: আমি (অস্পষ্ট রেখেছি/সংক্ষেপে বলেছি)»।

(2) আলিফ, ত্বা, ইয়া, কাফ (ك, ي, ط, ا, نسخة) কপিগুলোতে রয়েছে: «আত-তাওয়াতুর (التواتر)»।

(3) লাম (ل, نسخة) কপিতে রয়েছে: «ইয়াতরুকু (يَتْرُكُ)» - কর্তৃবাচ্যে (فاعل) গঠন অনুসারে।

(4) হা (ه, نسخة) কপিতে রয়েছে: «সিফাতী (صِفَاتِي)» - জার (جر) সহকারে, আর দাল, কাফ (ك, د, نسخة) কপিগুলো থেকে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো: «সিফাতু (صِفَاتِي)» (রফ' সহকারে)।

(5) জিম (ج, نسخة) কপিতে রয়েছে: «ওয়া সিয়াগি (وَصِيغِي)» - জার (جر) সহকারে, আর বা, কাফ (ك, ب, نسخة) কপিগুলো থেকে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো: «ওয়া সিয়াগু (وَصِيغِي)» (রফ' সহকারে)।

(6) হা (ه, نسخة) কপিতে রয়েছে: «আল-ইলম (العلم)»।

(7) আলিফ (أ, نسخة)-এর পাদটীকায় - লেখকের স্বহস্তে -: «ছুম্মা বালাগা কাযালিকা (ثم بلغ)» (كذلك)।

(8) তাঁর মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা) গ্রন্থে (পৃ. ২৬৯)।

(9) 'আয্যা ইয়া'ইজু (عَزَّ يَجُ) থেকে: যখন তা এত কম হয় যে, প্রায় পাওয়া যায় না।

তাহযীবুল লুগাহ লিল-আযহারী (১/৬৪)।

(10) দাল (د) (نسخة د) কপিতে রয়েছে: «কাদ্যাবা (كَدَّب)» - যাল (دال) অক্ষরকে তাশদীদ (تشديد) সহকারে।

(11) এটি একটি মুতাওয়াতির (متواتر) হাদিস, অসংখ্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এটি বর্ণনা করেছেন। আত-তাবারানী (رحمه الله) ষাটজন সাহাবীর হাদিস থেকে এর বর্ণনা সূত্রসমূহ (طرق) নিয়ে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। আল-বুখারী (১০৬) এবং মুসলিম তাদের মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা) (১) গ্রন্থে আলী (رضي الله عنه)-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে আনাস (رضي الله عنه)-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন, যার নম্বর (১০৮) ও (২)। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর সূত্রে, যার নম্বর (১১০) ও (৩)। এবং আল-মুগীরা ইবনু শু'বাহ (رضي الله عنه)-এর সূত্রে, যার নম্বর (১২৯১) ও (৪)। আল-বুখারী একাই আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (رضي الله عنه) (১০৭)-এর সূত্রে, সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (رضي الله عنه) (১০৯)-এর সূত্রে, এবং আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) (৩৪৬১)-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিম একাই আবু সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه) (৩০০৪)-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন।

(ص: 91) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا (1) مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ (2)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ اِطْلَاعِ (3) عَلَى كَثْرَةِ الطَّرِيقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ الْمُفْتَضِيَةِ لِابْعَادِ الْعَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَّوْا عَلَى كَذِبِ (4)، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمْ اتِّفَاقٌ.

[المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقَرَّرُ (5) بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُوداً وَجُودَ كَثْرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ: أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ بِأَيْدِي (6) أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقاً وَغَرْباً، الْمَقْطُوعَ عَنْدهُمْ بِصِحَّةِ نُسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِهَا (7)؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ

الْعَادَةُ تَوَاطَوْهُمْ عَلَى الْكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ؛ أَفَادَ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ بِصَحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ؛
وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَثِيرٌ⁽⁸⁾.

[المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]
(وَالثَّانِي⁽⁹⁾ - وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْآحَادِ⁽¹⁰⁾ - : مَا لَهُ طَرِيقُ

- (1) في ط: «وكذلك».
- (2) نقل السَّخَاوِيُّ رحمه الله في فتح البغيث (21 / 4) عن ابنِ حَبَّانٍ والحازمي: أَنَّهُمَا ادَّعِيَا ذَلِكَ، وَهَذَا نَصُّ كِلَا مَيِّهَمَا:
قَالَ ابْنُ حَبَّانٍ رحمه الله في التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ (112 / 1): «الْأَخْبَارُ كُلُّهَا أَخْبَارُ الْآحَادِ»، وَقَالَ الْحَازِمِيُّ رحمه الله في شروط الأئمة الخمسة (ص 50): «وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً، سبباً على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده».
- (3) في ب، ج، د، مر: «الاطلاع».
- (4) في ي: «الكذب».
- (5) في ج: «ما تقرَّر».
- (6) في ي: «بين أيدي».
- (7) في أ: «مصنفها».
- (8) في حاشية و - بَخِطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بَخِطَهُ أَيْضاً -: «ثم بلغ كذلك».
- (9) في د: «فالثاني».
- (10) في ط: «الأقسام للآحاد».

এবং [মুতাওয়াতির হাদিসের] স্বল্পতা বা বিরলতা সম্পর্কে তার দাবি প্রত্যাখ্যাত,
অনুরূপভাবে⁽¹⁾ এর অস্তিত্বহীনতা⁽²⁾ সম্পর্কে অন্যদের দাবিও [প্রত্যাখ্যাত]। কারণ, এটি বহু

সনদ (طرق), বর্ণনাকারীদের অবস্থা এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে অপরিপূর্ণ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত, যা স্বাভাবিকভাবে তাদের মিথ্যাচারে⁽⁴⁾ একত্রিত হওয়া বা তাদের মধ্যে [ভুল] সমঝোতা হওয়াকে অসম্ভব করে তোলে।

[হাদিসে মুতাওয়াতির প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান]

হাদিসে মুতাওয়াতির (متواتر) প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান — এটি প্রমাণ করার⁽⁵⁾ সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো: যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের⁽⁶⁾ আলেম সমাজের হাতে প্রচলিত রয়েছে, এবং যা তাদের কাছে তাদের রচয়িতাদের প্রতি সঠিকভাবে সম্পর্কিত বলে সুনিশ্চিত⁽⁷⁾; যখন সেগুলো কোনো একটি হাদিস বর্ণনা করার উপর একত্রিত হয়, এবং সে হাদিসের সনদসমূহ এমনভাবে বহু হয় যা স্বাভাবিকভাবে বর্ণনাকারীদের মিথ্যাচারে সম্মত হওয়াকে অসম্ভব করে তোলে, এবং অন্যান্য শর্তসমূহ [পূরণ করে]; তখন তা এর বক্তা পর্যন্ত এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে; এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান⁽⁸⁾।

[মাশহুর (مشهور) এবং মুস্তাফীদ (مستفيض)-এর মধ্যকার পার্থক্য]

আর দ্বিতীয়টি⁽⁹⁾ — যা আহাদ (أحاديث) হাদিসের প্রথম প্রকার⁽¹⁰⁾ —: তা হলো এমন [হাদিস] যার সনদ (طرق) রয়েছে

(1) 'ত্ব' নুসখায়: "অনুরূপভাবে"।

(2) সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীছ (৪/২১) গ্রন্থে ইবনু হিব্বান ও হাযিমী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে এটি দাবি করেছেন। তাদের উভয়ের বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নরূপ: ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাকাসিম ওয়াল-আনওয়া' (১/১১২) গ্রন্থে বলেছেন: "সকল সংবাদই আহাদ সংবাদ।" এবং হাযিমী (রহিমাহুল্লাহ) 'শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ' (পৃ. ৫০) গ্রন্থে বলেছেন: "হাদিসের ক্ষেত্রে তাওয়াতুর (বহু বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হওয়া) প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে তাদের মতে যারা এর সংজ্ঞা নির্ধারণে সংখ্যাকে বিবেচনা করেন না।"

(3) 'বা', 'জিম', 'দাল' এবং 'মিম' নুসখায়: "জ্ঞান"।

(4) 'ইয়া' নুসখায়: "মিথ্যা"।

- (5) 'জিম' নুসখায়: "যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"।
- (6) 'ইয়া' নুসখায়: "আলেম সমাজের মধ্যে"।
- (7) 'আলিফ' নুসখায়: "এর রচয়িতার প্রতি"।
- (8) 'ওয়াও' নুসখার পার্শ্বটিকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: "অতঃপর আমার কাছে একটি গবেষণা পঠিত হয়েছে। লিখেছেন: এর লেখক।" আর 'জিম' নুসখার পার্শ্বটিকায় – তার হস্তাক্ষরেও – রয়েছে: "অতঃপর অনুরূপভাবে পঠিত হয়েছে।"
- (9) 'দাল' নুসখায়: "সুতরাং দ্বিতীয়টি"।
- (10) 'ত্ব' নুসখায়: "আহাদ হাদিসের প্রকারসমূহ"।

(ص: 92) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرٍ مِنْ اثْنَيْنِ؛ وَهُوَ: (الْمَشْهُورُ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ؛ سُبِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ؛
(وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ - عَلَى رَأْيٍ) جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ⁽¹⁾؛ -؛ سُبِّيَ⁽²⁾ بِذَلِكَ لِانْتِشَارِهِ؛
مِنْ فَاضِ الْمَاءِ يَفِيضُ فَيُضًا.
وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَشْهُورِ؛ بِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي⁽³⁾ ابْتِدَائِهِ
وَأَنْتِهَائِهِ سَوَاءً⁽⁴⁾، وَالْمَشْهُورُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ⁽⁵⁾.
وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى⁽⁶⁾، وَلَيْسَ⁽⁷⁾ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ.

[إطلاقات المشهور]

ثُمَّ الْمَشْهُورُ يُطْلَقُ عَلَى مَا حُرِّرَ هُنَا، وَعَلَى مَا اشتهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ؛ فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ
وَاحِدٌ فَصَاعِدًا، بَلْ مَا لَا يُوْجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا⁽⁸⁾.

(1) منهم الآمدي. انظر: الإحكام للآمدي (2/ 31)، البحر المحیط للزرکشی (6/

119)، التَّحْبِيرُ شرح التَّحْرِيرِ لِلْمَرْدَاوِيِّ (4/ 1804).

(2) في ح: «يسى».

(3) في أ، ط: «من».

(4) في هـ: «سواء» بالرفع المَنُون، والمثبت من و، وَكُتِبَ في حاشية و: «قوله: (سَوَاءً) بالفتح؛ خبرٌ، واسمها مستتر، تقديره: هو، (أي: انحصار كثرة طرقه) راجع إلى المستفيض كما هو ظاهرٌ، لكن توهم بعضهم؛ فلذلك بيّنت».

(5) بحيث يشمل ما كان أوله منقولاً عن واحد، كحديث «إنما الأعمال بالنيات ...»؛ لأن شهرته نسبية. انظر: شرح شرح النُّخبة للقاري (ص 193)، قَضَاءُ الوَظَرِ لِلْقَائِي (ص 553)، اليَوَاقِيتِ والدُّرَرِ لِلْمُنَاوِي (1/ 151).

(6) انظر: البَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزُّرْكَشِيِّ (6/ 119)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي (2/ 959).

(7) في أ: «وليست». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 194): «(وليس) أي: المستفيض من مباحث هذا الفن».

(8) في حاشية أ - بَخِطَ الْمُصَنِّفُ -: «ثم بلغ كذلك».

দু'জনের বেশি বর্ণনাকারী দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এটিই (মাশহুর) নামে পরিচিত। এর স্পষ্টতার কারণে এটিকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ফুকাহায়ে কেরামের একদল ইমামের মতে এটিই (মুস্তাফিদ) নামে পরিচিত⁽¹⁾। পানি উপচে পড়ার মতো এর ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে এটিকে এই নামে অভিহিত করা হয়⁽²⁾।

তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা মুস্তাফিদ ও মাশহুর-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এইভাবে যে, মুস্তাফিদ (হাদীস) তার সূচনা ও সমাপ্তি উভয় পর্যায়েই (বর্ণনাকারীর সংখ্যা) সমান থাকে⁽³⁾, আর মাশহুর এর চেয়ে ব্যাপকতর⁽⁴⁾।

তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা ভিন্নভাবে⁽⁵⁾ পার্থক্য করেছেন, তবে তা এই শাস্ত্রের⁽⁶⁾ আলোচনার বিষয় নয়।

[মাশহুরের প্রয়োগসমূহ]

অতঃপর মাশহুর শব্দটি এখানে যা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার উপরও প্রয়োগ করা হয়, এবং যা মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার উপরও। সুতরাং এটি সেই বর্ণনাকে অন্তর্ভুক্ত

করে যার একটি সনদ বা তার বেশি আছে, বরং এমন বর্ণনাকেও যার মূলতঃ কোনো সনদই নেই^(৭)।

(১) তাদের মধ্যে আল-আমিদীও রয়েছেন। দেখুন: আল-আমিদীর 'আল-ইহকাম' (২/৩১), যারকাশীর 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/১১৯), মারদাওয়ারী 'আত-তাহবীর শরহ তাহরীর' (৪/১৮০৪)।

(২) হা (ح) পাণ্ডুলিপিতে: “ইয়ুসাম্মা” (يسى)।

(৩) আ (أ) ও ত্বা (ط) পাণ্ডুলিপিতে: “মিন” (من)।

(৪) হা (ه) পাণ্ডুলিপিতে: “সাওয়াউন” (سواء) তানবীনযুক্ত রফ' (رفع) অবস্থায়, এবং ওয়াও (و) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত হয়েছে “সাওয়াআন” (سواء)। ওয়াও (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় লেখা আছে: “তাঁর উক্তি: (سواء) (সাওয়াআন) ফাতহা (فتح) সহকারে; এটি খবর (predicate), এবং এর ইসম (subject) উহ্য, যার অনুমান হলো 'হুয়া' (এটি)। (অর্থাৎ এর বহু পথের সীমাবদ্ধতা) মুস্তাফিদ-এর সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি স্পষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ ভুল বুঝেছিলেন; তাই আমি এটি স্পষ্ট করে দিয়েছি।”

(৫) এইভাবে যে, এটি এমন বর্ণনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যার সূচনা একজন থেকে বর্ণিত, যেমন 'নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল...' হাদীসটি; কারণ এর প্রসিদ্ধি আপেক্ষিক। দেখুন: কারীর 'শরহ শরহুন নুখবাহ' (পৃ. ১৯৩), লাক্কানীর 'ক্বায়াউল ওয়াতার' (পৃ. ৫৫৩), মুনাওরীর 'আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ দুয়ার' (১/১৫১)।

(৬) দেখুন: যারকাশীর 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/১১৯), সুবকীর 'তাশনিফুল মাসামি' বি-জাম'ইল জাওয়ামি' (২/৯৫৯)।

(৭) আ (أ) পাণ্ডুলিপিতে: “ওয়াইসাত” (وليست)। আল্লামা কারী (রহ.) 'শরহ শরহুন নুখবাহ' (পৃ. ১৯৪)-এ বলেন: “(আর এটি নয়) অর্থাৎ মুস্তাফিদ এই শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।”

(৮) আ (أ) পাণ্ডুলিপির টীকায় - লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে -: “অতঃপর এটি এমনই পৌঁছেছে।”

(وَالثَّالِثُ: الْعَزِيزُ)؛ وَهُوَ: أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقْلٌ مِنَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَسَيِّ (1) بِذَلِكَ: إِمَّا لِقَلَّةِ وَجُودِهِ، وَإِمَّا (2) لِكُونِهِ عَزَّ - أَيُّ: قَوِيٍّ - بِمَجِيئِهِ (3) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.
(وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ؛ خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ)؛ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ (4)، وَإِلَيْهِ يُؤْمَى كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي «عُلُومِ الْحَدِيثِ» حَيْثُ قَالَ: «الصَّحِيحُ» (5): أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الرَّائِلُ (6) عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ (7)، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ

(1) في ل: «سَيِّ» من غير واو.

(2) في ط: «أو».

(3) في ج، هـ: «لمجيئه». قال القاري رحمه الله في شرح شرح التُّخْبَةِ (ص 198):

«(لمجيئه) بلام العلة، وفي نسخة: بمجيئه، أي: بسبب ورود الحديث بعينه».

(4) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائِيُّ البصري، المعتزلي (ت 303 هـ). سِيرَ أعلام النبلاء (14/ 183).

وكلامه في الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ البصري (2/ 138)، ونُصُّه: «إِذَا رَوَى الْعَدْلَانِ خَبَرًا وَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ لَمْ يَجْزِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْوِطٍ؛ مِنْهَا: أَنْ يَعْضُدَهُ ظَاهِرٌ، أَوْ عَمَلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ اجْتِهَادٌ، أَوْ يَكُونَ مَنِتَشَرًا».

(5) في ط: «والصحيح».

(6) في حاشية ل: «المنتفي».

(7) نَصَّ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى الْإِكْلِيلِ (ص 33): أَنَّه شَرْطُ صَاحِبِي الصَّحِيحِ أَيْضًا، وَمَرَادُهُ مِنْ هَذَا كَلَّمَهُ: أَنَّه يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ رَاوِيَانِ فِي الْجُمْلَةِ، لَا أَنَّه يَشْتَرِطُ أَنْ يَتَّفَقَا فِي رَوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بَعِيْنَهُ عَنْهُ، خِلَافًا لِمَا فَهَمَهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ: أَنَّ هَذَا شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ فَلَا يَخْرُجَانِ الْحَدِيثَ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُ الرَّاوِيَةِ؛ إِذْ يَنْقُضُ رَأْيَهُ غَرَائِبُ الصَّحِيحِينَ.

انظر: النُّكْتُ لِلْمُصَنِّفِ (1/ 240)، قَضَاءُ الْوَكْرِ لِلْقَانِي (ص 567).

[আল-আজিজ]

(এবং তৃতীয় প্রকার হলো: আল-আজিজ); আর তা হলো: এমন (হাদিস) যা দুইজন বর্ণনাকারী থেকে দুইজন কম ব্যক্তি বর্ণনা করেননি; এবং এর নামকরণ করা হয়েছে(১) এভাবে: হয় এর প্রাপ্তির স্বল্পতার কারণে, অথবা(২) এটি 'আযযা' (অর্থাৎ: শক্তিশালী) হয়েছে, অন্য একটি সূত্রে(৩) আসার কারণে।

(এবং এটি সহীহ হাদিসের জন্য শর্ত নয়; যারা এমন দাবি করেছেন তাদের বিরোধিতা করে); আর তিনি হলেন মু'তামিল সম্প্রদায়ের আবু আলী আল-জুযায়ী(৪), এবং এ দিকেই ইঙ্গিত করে হাকিম আবু আব্দুল্লাহর «উলুমুল হাদিস» (হাদিস বিজ্ঞান) গ্রন্থে তার বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন: «সহীহ(৫) হলো: সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, যার উপর থেকে অজ্ঞতার নাম দূর হয়েছে; এই শর্তে যে তার দুজন বর্ণনাকারী(৭) থাকবে, এরপর তা পর্যায়ক্রমে...

(১) "ল"-এর অনুলিপিতে: «(و) ۱, ۳» (سَيِّ)।

(২) "ত্বা"-এর অনুলিপিতে: «(أ) ۱» (و)।

(৩) "জিম", "হা" অনুলিপিতে: «(لِمَاجِيهِ)» (لِمَاجِيهِ)। আল-কারী (রহ.) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ১৯৯) গ্রন্থে বলেছেন: «(লিমাজীইহি) عَل-এর লাম সহকারে, এবং অন্য এক অনুলিপিতে: বিমাজীইহি (بِمَاجِيهِ) আছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট হাদিসটির আগমনের কারণে।"»

(৪) তিনি হলেন: আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব আল-জুযায়ী আল-বাসরী, আল-মু'তামিলী (মৃত্যু ৩০৩ হি.)। সিয়রু আলামিন নুবালা (১৪/১৮৩)।

আবু হুসাইন আল-বাসরীর 'আল-মু'তামাদ' (২/১৩৮) গ্রন্থে তার বক্তব্য রয়েছে, এবং তার মূলপাঠ হলো: "যদি দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোনো খবর বর্ণনা করে, তবে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আর যদি শুধু একজন বর্ণনা করে, তবে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ব্যতীত সে অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নয়; সেগুলোর মধ্যে হলো: যখন কোনো বাহ্যিক বিষয় তাকে সমর্থন করে, অথবা কিছু সাহাবীর আমল, অথবা ইজতিহাদ, অথবা যখন তা প্রসিদ্ধ হয়।"»

(৫) "ত্বা"-এর অনুলিপিতে: «(وَالصَّحِيح)» (وَالصَّحِيح)।

(৬) "ল"-এর হাশিয়ায়: «(الْمُنْتَغِي)» (الْمُنْتَغِي)।

(৭) হাকিম 'আল-মাদখাল ইলাল ইকলিল' (পৃ. ৩৩) গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন যে, এটি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর রচয়িতাদেরও একটি শর্ত। এ সবার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো: সহীহ হাদিসের জন্য সাধারণভাবে দুজন বর্ণনাকারী থাকা শর্ত, তবে নির্দিষ্টভাবে একই হাদিস

তাদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের দুজনার ঐকমত্য থাকা শর্ত নয়। এটা হাকিমের বক্তব্য থেকে আল-হাযিমীর ধারণার পরিপন্থী যে, এটি শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত, তাই যদি কোনো একজন বর্ণনাকারী এককভাবে কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তারা তা উল্লেখ করেন না; কারণ সহীহাইন-এর অপরিচিত হাদিসগুলো (গারাইব) এই মতকে খণ্ডন করে।

দেখুন: গ্রন্থকারের 'আন-নুকাত' (১/২৪০), আল-লাকানীর 'ক্বায়াউল ওয়াতার' (পৃ. ৫৬৭)।

(ص: 94) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَهْلُ الْحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا (1) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (2) «(3) .
وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ (4) فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ» (5): بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ
الْبُخَارِيِّ (6)، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ:
حَدِيثُ «الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ» (7) «(8) فَرُدُّ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلَقْمَةُ؟
قَالَ (9): قُلْنَا: قَدْ خُطِبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ (10)
لَأَنكَرُوهُ!
كَذَا قَالَ!

(1) في ح: «وقت».

(2) هذه الجملة هي محلُّ الإشارة التي ذكرها المُصَنِّف بقوله: «وَالْيَهُ يَوْمِي ...»،
فَإِنْ أَرَادَ تَشْبِيهِ الرِّوَايَةِ بِالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَوِيٍّ اعْتِرَاضَ الْحَازِمِيِّ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ
إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ: أَصْلَ الْإِتِّصَالِ، لَا تَشْبِيَهُ الرِّوَايَةِ بِالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَلَا
اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ. انظر: التُّكْتُ لِلْمُصَنِّف (1/ 240).

(3) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 62).

(4) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي الإشبيلي، المالكي.

القاضي (ت 543 هـ). سِيرَ أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ (20/ 197).

- (5) واسم شرحه: «الصَّريح مِنْ شرح الصحيح» نصَّ عليه ابن رُشيد في ملء العيبة (ص 115)، وقد أشار ابن العربي إلى شرحه على البخاري في عارضة الأُحْذِيّ (2/172).
- (6) قَالَ الْمُتَأَوِّي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْيَوَاقِيتِ وَالذُّرَرِ (1/285): «وَصَّرَحَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالَكِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ قَالَ: (مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ الصَّحِيحَ لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَرُويَهُ اثْنَانِ عَنْ اثْنَيْنِ)؛ وَهُوَ بَاطِلٌ».
- (7) «بِالزِّيَّاتِ» سَقَطَتْ مِنْ ط.
- (8) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَمُسْلِمٌ (1907).
- (9) «قَالَ» لَيْسَتْ فِي ج، ك.
- (10) فِي ب: «يَعْرِفُوهُ».

আমাদের সময় পর্যন্ত হাদিস বিশারদগণ⁽¹⁾ সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদানের মতো⁽²⁾ ⁽³⁾।
এবং বিচারক আবু বকর ইবনুল আরাবি⁽⁴⁾ তাঁর «বুখারীর ব্যাখ্যা»⁽⁵⁾ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি বুখারীর (একটি) শর্ত⁽⁶⁾, এবং এর উপর উত্থাপিত আপত্তির জবাব দিয়েছেন এমন একটি উত্তর দিয়ে, যা বিবেচনাযোগ্য; কারণ তিনি বলেছেন: যদি বলা হয়: «সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল»⁽⁷⁾ হাদিসটি⁽⁸⁾ একক (ফার্দ); উমার (রা.) থেকে আলকামা ব্যতীত কেউ এটি বর্ণনা করেননি?
তিনি বলেন⁽⁹⁾: আমরা বলব: উমার (রা.) সাহাবীদের উপস্থিতিতে মিস্বরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলেন, যদি তারা এটি (আগে থেকেই) না জানতেন⁽¹⁰⁾, তবে তারা তা অস্বীকার করতেন!
তিনি এমনই বলেছেন!

(1) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াক্ত"।

(2) এই বাক্যটি সেই ইশারাটির স্থান, যা লেখক তাঁর এই উক্তি দ্বারা উল্লেখ করেছেন: «এবং এর দিকেই ইঙ্গিত করে ...»। যদি তিনি বর্ণনাকে সাক্ষ্যের সাথে সবদিক থেকে তুলনা করতে চেয়ে থাকেন, তবে হাযিমির আপত্তি শক্তিশালী হবে। তবে প্রতীয়মান হয় যে, এই উপমা দ্বারা

তিনি কেবল (বর্ণনা সূত্রের) মৌলিক অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে চেয়েছেন, সবদিক থেকে সাক্ষ্যের সাথে বর্ণনার তুলনা নয়, সেক্ষেত্রে কোনো আপত্তি থাকে না। দেখুন: লেখকের "সূক্ষ্ম বিষয়াবলি" (১/ ২৪০)।

(৩) হাকিমের "হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান" (পৃ. ৬২)।

(৪) তিনি হলেন: আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবি আল-ইশবিলি, আল-মালিকি, বিচারক (মৃত্যু ৫৪৩ হিজরি)। "মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী" (২০/ ১৯৭)।

(৫) তাঁর ব্যাখ্যার (শারহ) নাম: "সহীহের ব্যাখ্যার স্পষ্টকরণ"। ইবনে রুশাইদ "সাক্ষ্যপূর্ণ পাত্র" (পৃ. ১১৫) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আরাবি "আল-আহওয়াযীর সাহায্য/অন্তরায়" (২/ ১৭২) গ্রন্থে তাঁর বুখারীর ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(৬) আল-মুনাউয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) "মুক্তা ও মণি" (১/ ২৮৫) গ্রন্থে বলেছেন: «আবু বকর ইবনুল আরাবি আল-মালিকি বুখারীর ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি বুখারীর শর্ত, যেখানে তিনি বলেছেন: (বুখারীর মতবাদ হলো: সহীহ ততক্ষণ প্রমাণিত হয় না যতক্ষণ না দুজন দুজন থেকে বর্ণনা করে); আর এটি বাতিল।»

(৭) "নিয়তসমূহ দ্বারা" ('বিন-নিয়াত') 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(৮) বুখারী (১) ও মুসলিম (১৯০৭) এটি বর্ণনা করেছেন।

(৯) "তিনি বলেন" ('ক্বালা') 'জীম' (ج) ও 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(১০) 'বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে: "তারা জানত" ('ইয়া'রিফূহ')।

(ص: 95) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَتُعَقَّبُ (1) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكْتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَبْعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سَلِمَ فِي عُمَرِ؛ مُنْعٍ فِي (2) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ (3)، ثُمَّ تَفَرُّدِ (4) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) بِهِ (6) عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ (7) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ (8)، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ (9) بِهَا. وَكَذَا لَا يَسْلَمُ (10) جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.

قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ⁽¹¹⁾: «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ: أَوَّلُ⁽¹²⁾ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ»⁽¹³⁾.

(1) الْمُتَعَقِّبُ هو ابن رُشيد في كتابه: «ترجمان التراجم»، وكتابه مفقود. انظر: اليَوَاقِيتِ وَالْدَّرَرُ لِلْمُنَاوِي (1/ 162)، وَقَضَاءُ الْوَكْرَ لِلْقَائِي (ص 579).

(2) فِي أ: «مِنْ».

(3) فِي ج زِيَادَةٌ: «بِهِ»، وَفِي ي زِيَادَةٌ: «عَنْهُ»، وَفِي ك: «عَلَقْمَةٌ» بِالرَّفْعِ، وَالضَّبْطِ الْمَثْبُتِ مِنْ ج.

(4) فِي هـ، ط، ك: «تَفَرَّدَ» بَفَتْحِ الرَّاءِ وَالذَّالِ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ ب، وَ، ح، م، وَفِي ط زِيَادَةٌ: «بِهِ».

(5) فِي ل، وَنَسَخَةٌ عَلَى حَاشِيَةِ هـ زِيَادَةٌ: «التَّيْبِي».

(6) «بِهِ» لَيْسَتْ فِي ط.

(7) فِي هـ: «تَفَرَّدَ» بَفَتْحِ الرَّاءِ وَالذَّالِ.

(8) فِي أ: «الْبَحَقِّقِينَ».

(9) فِي ي: «يَعْتَدُ».

(10) فِي أ: «يُسَلِّمُ» بِكَسْرِ اللَّامِ، وَفِي د، م: «يُسَلِّمُ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ

الْمَفْتُوحَةِ، وَفِي ز، ح: «نَسْلِمُ» بِالنُّونِ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ ج، هـ، وَ.

(11) فِي ب: «رُشِيدٌ» بَفَتْحِ الرَّاءِ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ ج، د، هـ، وَ، ح، ي، ك، وَفِي ز، ط، ل، م: «رُشِدٌ»، وَهُوَ وَهْمٌ.

و «ابن رُشيد» هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري، السَّبْتِي (ت 721 هـ). أَعْيَانُ الْعَصْرِ لِلصَّفْدِيِّ (4/ 676)، وَالْإِحَاطَةُ لِابْنِ الْخَطِيبِ (3/ 102).

(12) فِي د: «أَوَّلُ» بِالْجَرِّ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ ج، هـ، ز، ي، ك، م. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 205): «مَرْفُوعٌ؛ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ (يَكْفِي)».

(13) কলাম ابن رُشيد هذا في كتابه: «تَرْجُمَانُ التَّرَاجِمِ»، وهو مفقود. انظر: النُّكْتُ الوُفِيَّةُ لِلْبِقَاعِيِّ (1/ 83)، واليَوَاقِيتِ وَالذُّرَرُ لِلْمُنَاوِيِّ (1/ 286).

بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوْنُهُمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَبْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَأْنَّ هَذَا لَوْ سَلِمَ فِي ⁽¹⁾عُقْبَتَوَ يَحْيَى ⁽⁷⁾عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرَّدَ ⁽⁶⁾بِهِ ⁽⁵⁾مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⁽⁴⁾، ثُمَّ تَفَرَّدَ ⁽³⁾تَفَرَّدَ عَلْقَمَةَ ⁽²⁾عَمَرَ؛ مُنْعَ فِي ، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا ⁽⁸⁾بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ، بِهَا ⁽⁹⁾يُعْتَبَرُ.

جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عَمَرَ ⁽¹⁰⁾وَكَذَا لَا يَسْلَمُ.

حَدِيثٌ ⁽¹²⁾وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِي فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ: «أَوَّلُ» ⁽¹¹⁾قَالَ ابْنُ رُشِيدٍ . ⁽¹³⁾«مَذْكُورٌ فِيهِ».

(1) এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে (পর্যালোচনা করা হয়েছে)। আপত্তি উত্থাপনকারী হলেন ইবনে রুশাইদ তাঁর 'তারজুমানুত তারাজিম' (ترجمان التراجيم) নামক গ্রন্থে, এবং তাঁর এই গ্রন্থটি বিলুপ্ত। দেখুন: আল-ইয়াকুত ওয়াদ-দুরার লীল-মুনাজী (১/১৬২), এবং কাদাউল ওয়াতার লীল-লাক্কানী (পৃ. ৫৭৯)।

(2) 'আ'-তে (أ) আছে: "মিন" (من)।

(3) 'জিম'-তে (ج) অতিরিক্ত আছে: "বিহি" (به)। 'ইয়া'-তে (ي) অতিরিক্ত আছে: "আনহু" (عنہ)। 'কাফ'-তে (ك) আছে: "আলকামাতু" (علقمة) রফ (رفع) সহকারে। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'জিম' (ج) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(4) 'হা' (ه), 'তা' (ط), 'কাফ' (ك) বর্ণে আছে: "তাফাররাদা" (تَفَرَّدَ) রা' (ر) এবং দাল' (د) বর্ণের ফাতহা (َ) সহকারে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'মীম' (م) থেকে নেওয়া হয়েছে। 'তা' (ط) তে অতিরিক্ত আছে: "বিহি" (به)।

(5) 'লাম' (ل) তে এবং 'হা' (ه) এর টীকায় একটি কপিতে অতিরিক্ত আছে: "আত-তাইমী" (التيمي)।

(6) "বিহি" (به) শব্দটি 'তা' (ط) তে নেই।

(7) 'হা' (ه) তে আছে: "তাফাররাদা" (تَفَرَّدَ) রা' (ر) এবং দাল' (د) বর্ণের ফাতহা (َ) সহকারে।

(8) 'আ'-তে (أ) আছে: "আল-মুহাক্কিকীন" (المحققين)।

(9) 'ইয়া'-তে (ي) আছে: "ইয়া"তাদ" (يعتد)।

(10) 'আ'-তে (أ) আছে: "ইয়াসলিম" (يَسْلِم) লাম' (ل) এর কাসরা (ِ) সহকারে। 'দাল' (د) ও 'মীম' (م) তে আছে: "ইউসাল্লাম" (يُسَلِّم) ইয়া' (ي) এর দম্মা (ُ) এবং লাম' (ل) এর তাশদীদ ও ফাতহা (َ) সহকারে। 'যা' (ز) ও 'হা' (ح) তে আছে: "নাসলাম" (نَسْلَم) নুন' (ن) সহকারে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'জিম' (ج), 'হা' (ه) ও 'ওয়াও' (و) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(11) 'বা' (ب) তে আছে: "রাশীদ" (رَشِيد) রা' (ر) এর ফাতহা (َ) সহকারে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك) থেকে নেওয়া হয়েছে। 'যা' (ز), 'তা' (ط), 'লাম' (ل), 'মীম' (م) তে আছে: "রুশদ" (رُشِد), যা একটি ভুল।

এবং "ইবনে রুশাইদ" হলেন: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রুশাইদ আল-ফিহরী, আস-সিবতী (মৃত্যু ৭১২ হি.)। দেখুন: সফদী-এর 'আ'ইয়ানুল আসর' (৪/৬৭৬), এবং ইবনুল খাতিব-এর 'আল-ইহাতা' (৩/১০২)।

(12) 'দাল' (د) তে আছে: "আওয়ালিল" (أَوَّل) যার (ج) সহকারে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'জিম' (ج), 'হা' (ه), 'যা' (ز), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'মীম' (م) থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহ.) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ২০৫) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি মারফু' (مرفوع) কারণ এটি 'ইয়াকফী' (يَكْفِي) এর কর্তা (ফায়েল)।"

(13) ইবনে রুশাইদ-এর এই বক্তব্য তাঁর 'তারজুমানুত তারাজিম' (تَرْجُمان التَّراجم) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। দেখুন: বিকায়ী-এর 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়াহ' (১/৮৩), এবং মুনাব্বী-এর 'আল-ইয়াকুত ওয়াদ-দুরার' (১/২৮৬)।

(ص: 96) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَادَّعَى ابْنُ جَبَّانٍ ⁽¹⁾ نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ ⁽²⁾: «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِي لَا تُوجَدُ ⁽³⁾ أَصْلًا» ⁽⁴⁾.
قُلْتُ: إِنَّ أَرَادَ أَنْ ⁽⁵⁾ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ ⁽⁶⁾ لَا تُوجَدُ ⁽⁷⁾ أَصْلًا؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.

وَأَمَّا صُورَةُ الْعَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَزُوِيَهُ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلِّ مِنَ اثْنَيْنِ.

مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ⁽⁸⁾، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ⁽⁹⁾: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ⁽¹⁰⁾: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ...» الْحَدِيثُ.

وَرَوَاهُ⁽¹¹⁾ عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ⁽¹²⁾،

(1) هو: الإمام العلامة الحافظ المجدد، شيخ خراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي البُستي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء»، و «المسند الصحيح»، و «الأنواع والتفاسيم» وغيرها، (ت 354 هـ). سِيرَ أعلام النبلاء (12/ 183)، وطبقات الحفاظ للسُّيوطي (1/ 375).

(2) «فَقَالَ» سقطت من د.

(3) في ب، هـ، ز، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.

(4) انظر: صحيح ابن حبان (1/ 156). قال الحازمي رحمه الله في شروط الأئمة الخمسة (ص 134): «ومن سبر مطالع الأخبار؛ عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب».

(5) في هـ: «أَنَّهُ»، و «أَنَّ» ليست في أ، ب.

(6) «فَقَطَّ» ليست في هـ.

(7) في أ، ب، ج، هـ، و، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.

(8) البخاري (15)، ومسلم (44).

(9) البخاري (14).

(10) «قَالَ» ليست في أ.

(11) في ل: «رواه» من غير واو العطف.

ইবন হিব্বান(1) তাঁর দাবির বিপরীত দাবি করে বলেছেন(2): ‘দু’জন থেকে দু’জনের বর্ণনা, যা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, তা মূলতঃ বিদ্যমান নেই(3)।’(4)

আমি (গ্রন্থকার) বলি: যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়(5) যে, শুধুমাত্র দু’জন কর্তৃক শুধুমাত্র দু’জন থেকে বর্ণিত বর্ণনা(6) মূলতঃ বিদ্যমান নেই(7); তাহলে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আযীয (হাদীস)-এর যে রূপ আমরা স্থির করেছি, তা বিদ্যমান; যা এমন যে, এর কোনো স্তরেই দু’জনের কম বর্ণনাকারী থাকে না।

এর উদাহরণ: আনাস (রা.)-এর সূত্রে শেখাইন (বুখারী ও মুসলিম)(8) কর্তৃক এবং আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বুখারী(9) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন(10): ‘তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও তার সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই ...’ – পুরো হাদীস।

আর তা(11) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: কাতাদাহ ও আব্দুল আযীয ইবন সুহাইব(12)।

(1) তিনি হলেন: ইমাম, আল্লামা, হাফিয, আল-মুজাওয়িদ, খোরাসানের শায়খ, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হিব্বান, আত-তামিমি আদ-দারিমি আল-বুস্তি। তিনি ‘রাওদাতুল উক্বালা’, ‘আল-মুসনাদ আস-সাহীহ’, ‘আল-আনওয়া ওয়াল-তাকাসিম’ এবং এমন আরও বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। (মৃত্যু ৩৫৪ হি.)। দেখুন: সিয়রু আ’লামিন নুবালা (১২/১৮৩), এবং আস-সুয়ুতী’র তাবাকাতুল হুফফায় (১/৩৭৫)।

(2) "ফাক্বালা" (فَقَالَا) শব্দটি 'দাল' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(3) 'বা', 'হা', 'যা', 'তা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "ইউজাদু" (يُؤَدُّ), এবং 'লাম', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে ফোঁটা (নুকতা) দেওয়া হয়নি।

(4) দেখুন: সহীহ ইবন হিব্বান (১/১৫৬)। আল-হাযিমি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা’ (পৃ. ১৩৪) গ্রন্থে বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি সংবাদসমূহের উৎসগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করবে, সে বুঝতে পারবে যে, ইবন হিব্বান যা উল্লেখ করেছেন তা সত্যের অধিকতর কাছাকাছি।’

- (5) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "আল্লাহ" (ٱللَّهُ), এবং 'আল্লা' (ٱللّٰهُ) শব্দটি 'আলিফ' ও 'বা' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (6) "ফাকাত" (فَكَط) শব্দটি 'হা' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (7) 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'তা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "ইউজাদু" (يوجد), এবং 'লাম', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে ফোঁটা (নুকতা) দেওয়া হয়নি।
- (8) বুখারী (১৫), এবং মুসলিম (৪৪)।
- (9) বুখারী (১৪)।
- (10) "ক্বালা" (قَالَ) শব্দটি 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (11) 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "রাওয়াহ" (رَوَاهُ), সংযোজক 'ওয়াও' (وَ) ছাড়া।
- (12) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "সুহাইবা" (صُهَيْبَ), 'বা' অক্ষরের উপর ফাতহা (যবর) সহ। আর যা এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে, তা 'যা' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(ص: 97) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ⁽¹⁾ بَنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلِّ: جَمَاعَةٌ⁽²⁾.

[الغريب]

(وَالرَّابِعُ: الْغَرِيبُ)؛ وَهُوَ: مَا يَنْفَرِدُ⁽³⁾ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي⁽⁴⁾ أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ - عَلَى مَا سَنُقَسِّمُ⁽⁵⁾ إِلَيْهِ: الْغَرِيبُ الْمُطْلَقُ، وَالْغَرِيبُ النَّسْبِيُّ⁽⁶⁾ -

[تعريف خبر الأحاد]

(وَكُلُّهَا)؛ أَيِ: الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ⁽⁷⁾ (سِوَى الْأَوَّلِ) - وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ - (أَحَادٌ). وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْهَا: خَبَرٌ وَاحِدٌ.

وَحَبْرُ الْوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ: مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ: مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطُ
التَّوَاتُرِ⁽⁸⁾.

[المقبول والمردود]

(وَفِيهَا)؛ أَي: الْآحَادِ: (الْمَقْبُولُ)؛ وَهُوَ: مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

(1) «إِسْمَاعِيلُ» ليست في ي.

(2) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطه أيضاً -:

«ثم بلغ الشيخ تاج الدين قراءة عليّ. كتبه: مؤلفه».

(3) في و، ز، ح، ل: «يتفرد».

(4) في أ، ونسخة على حاشية ل: «من».

(5) في أ، ط: «سينقسم»، وفي ب، ل: «سَيُقَسَّمُ».

(6) في ح: «الْغَرِيبُ الْمُطْلَقُ وَالْغَرِيبُ النَّسْبِيُّ» بِالرَّفْعِ فِيهِنَّ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ط.

(7) «الْمَذْكُورَةُ» ليست في د، ط، وفي ج، و: «الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ» بِالْجَرِّ،

وَالضَّبْطُ الْمَثْبُتُ مِنْ ب، ك، و.

وفي حاشية د - بخط المصنف -: «بلغ قراءة وبحثاً».

(8) في ب: «المتواتر».

আর এটি কাতাদা থেকে শু'বা ও সাঈদ বর্ণনা করেছেন। আর এটি আব্দুল আযীয থেকে
ইসমাঈল⁽¹⁾ ইবনে উলাইয়া ও আব্দুল ওয়ারিস বর্ণনা করেছেন। এবং এটি প্রত্যেকের থেকে
একটি দল⁽²⁾ বর্ণনা করেছেন।

[গারীব]

(আর চতুর্থটি হলো: গারীব); এবং এটি হলো এমন (হাদীস) যা বর্ণনায় একজন মাত্র ব্যক্তি এককভাবে থাকে⁽³⁾, সনদের যে স্থানেই এই একাকীত্ব ঘটুক না কেন⁽⁴⁾ - যেমন আমরা এটিকে ভাগ করব⁽⁵⁾: পূর্ণ গারীব এবং আপেক্ষিক গারীব হিসাবে⁽⁶⁾।

[খবরুল আহাদ-এর সংজ্ঞা]

(আর এই সবগুলো); অর্থাৎ: উল্লেখিত চারটি প্রকার⁽⁷⁾ (প্রথমটি ব্যতীত) - আর তা হলো মুতাওয়াতির - (আহাদ)। এবং এর প্রত্যেকটিকে খবরুল ওয়াহিদ (একক ব্যক্তির বর্ণনা) বলা হয়।

খবরুল ওয়াহিদ ভাষার দিক থেকে হলো: যা একজন ব্যক্তি বর্ণনা করে। আর পরিভাষায় হলো: যা মুতাওয়াতিরের শর্তাবলী পূরণ করে না⁽⁸⁾।

[মাকবুল ও মারদূদ]

(এবং এগুলোর মধ্যে); অর্থাৎ: আহাদগুলোর মধ্যে: (মাকবুল) রয়েছে; এবং এটি হলো: যা দ্বারা অধিকাংশ ফকীহদের (জমহুরের) মতে আমল করা ওয়াজিব।

(1) ‘ইসমাঈল’ শব্দটি পান্ডুলিপি ‘ইয়া’ (ي) তে নেই।

(2) পান্ডুলিপি ‘আলিফ’ (أ)-এর মার্জিনে - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে -: ‘তারপর এটি এভাবেই পৌঁছেছে (বা পঠিত হয়েছে)’, এবং পান্ডুলিপি ‘জিম’ (ج)-এর মার্জিনে - তারও হস্তাক্ষরে -: ‘তারপর শায়খ তাজ উদ্দীন আমার কাছে এটি পড়েছেন। লিখেছেন: এর রচয়িতা’।

(3) ‘ওয়াও’ (و), ‘যা’ (ز), ‘হা’ (ح), ‘লাম’ (ل) পান্ডুলিপিতে: ‘ইয়াতাফারাদু’ (يَتَفَرَدُ)।

(4) ‘আলিফ’ (أ) এবং ‘লাম’ (ل)-এর মার্জিনের একটি পান্ডুলিপিতে: ‘মিন’ (مِنْ)।

(5) ‘আলিফ’ (أ) ও ‘ত্বা’ (ط) পান্ডুলিপিতে: ‘সায়ানাকাসিমু’ (سَيَنْقَسِمُ), এবং ‘বা’ (ب) ও ‘লাম’ (ل) পান্ডুলিপিতে: ‘সায়ুকাসসামু’ (سَيُقَسَّمُ)।

(6) ‘হা’ (ح) পান্ডুলিপিতে: ‘আল-গারীবুল মুতলাকু ওয়াল গারীবুন নিসবিয়্যু’ (الْغَرِيبُ الْمُطْلَقُ وَالْغَرِيبُ النَّسْبِيُّ) উভয়ই রফ’ (رَفْعٌ) অবস্থায়, এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা ‘ত্বা’ (ط) পান্ডুলিপি থেকে।

(7) ‘আল-মায়কুরাহ’ (الْمَذْكُورَةُ) শব্দটি ‘দাল’ (د) ও ‘ত্বা’ (ط) পান্ডুলিপিতে নেই, এবং ‘জিম’ (ج) ও ‘ওয়াও’ (و) পান্ডুলিপিতে: ‘আল-আকসামিল আরবা’আতিল মায়কুরাতি’ (الْأَقْسَامُ)

(ক), 'কাফ' (ب), 'বা' (ج) অবস্থায়, এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'বা' (ب) (الاربعة المذكورة) 'ওয়াও' (و) পান্ডুলিপি থেকে।

এবং 'দাল' (د) পান্ডুলিপির মার্জিনে - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - 'পঠন ও আলোচনার মাধ্যমে পৌঁছেছে'।

(8) 'বা' (ب) পান্ডুলিপিতে: 'আল-মুতাওয়াতির' (المتواتر)।

(ص: 98) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(و) فِيهَا: (الْمَرْدُودُ)؛ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ⁽¹⁾ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ؛ (لِتَوْقُفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رَوَاتِهَا، دُونَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ، فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ؛ لِإِفَادَتِهِ الْقَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ.

لَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ⁽²⁾ الْعَمَلُ بِالْمَقْبُولِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ الْقَبُولِ - وَهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وَهُوَ ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لَا: فَالْأَوَّلُ: يَغْلِبُ⁽³⁾ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الْخَبَرِ⁽⁴⁾ لِثُبُوتِ⁽⁵⁾ صِدْقِ نَاقِلِهِ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ. وَالثَّانِي: يَغْلِبُ⁽⁶⁾ عَلَى الظَّنِّ كَذِبُ الْخَبَرِ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ؛ فَيُطْرَحُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ⁽⁷⁾ قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ الْقَسَمَيْنِ؛ التَّحَقُّقُ،

(1) فِي ب، ه، ج، ط: «يُرَجَّحُ»، وَفِي ل: بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من أ، و، م.

(2) فِي أ: «يَجِبُ».

(3) فِي ج: «يَغْلِبُ» بآلياء والتاء وتشديد اللام، وَفِي ل: «يَغْلِبُ» بتشديد اللام مكسورة، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، وَالضُّبُطُ الْمَثْبُوتُ مِنْ ه، م. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 213): «بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَفَاعِلُهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَبْتَدَأِ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْيَاءِ مَعَ تَخْفِيفِ اللَّامِ».

(4) فِي أ: «الْمُخْبِرِ».

(5) في ط: «بثبوت».

(6) في ج: «يغلب» بالياء والتاء.

(7) في هـ، ز: «وجد».

(১) এতে (অন্তর্ভুক্ত) হলো: ‘মারদূদ’ (প্রত্যাখ্যাত); যা হলো এমন (সংবাদ) যার (বর্ণনাকারীর) সত্যতা প্রাধান্য পায়নি(১); কারণ এর দ্বারা দলিল পেশ করা এর বর্ণনাকারীদের অবস্থা অনুসন্ধানের উপর নির্ভরশীল, প্রথমটির (মুতাওয়াতির) মতো নয়। আর তা হলো মুতাওয়াতির, সুতরাং এর সবটাই গ্রহণযোগ্য; কারণ তা এর বর্ণনাকারীর সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে, আহাদ (একক সূত্রে বর্ণিত) সংবাদসমূহের ব্যতিক্রম।

কিন্তু এর মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য, তার উপর আমল করা আবশ্যিক(২) হয়েছে; কারণ এতে হয় গ্রহণযোগ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে – আর তা হলো বর্ণনাকারীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া – অথবা প্রত্যাখানের মূল বৈশিষ্ট্য থাকে – আর তা হলো বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার প্রমাণিত হওয়া – অথবা কোনোটিই নয়:

প্রথম প্রকার: সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে(৩), কারণ এর বর্ণনাকারীর সত্যতা প্রমাণিত হয়; সুতরাং তা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার: সংবাদটির মিথ্যাচার সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে(৬), কারণ এর বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার প্রমাণিত হয়; সুতরাং তা বর্জন করা হয়।

তৃতীয় প্রকার: যদি এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়(৭) যা এটিকে উভয় প্রকারের যেকোনো একটির সাথে যুক্ত করে, তবে তা সেটির সাথে যুক্ত হবে।

(1) ব, হ, জ, ত্ব-তে: ‘ইয়ুরোজ্জাহ’ (يُرْجَحُ); আর ল-তে: ইয়া-তে ফাতহা (যবর) এবং জিম-এ যম্মাহ (পেশ) সহকারে; আর অ, ওয়াও, ম থেকে যা প্রমাণিত, তা গৃহীত।

(2) আ-তে: ‘ইয়াজিব’ (يَجِبُ)।

(3) জ-তে: ‘ইয়াগলিব’ (يَغْلِبُ) ইয়া এবং তা বর্ণ সহকারে এবং লাম বর্ণের উপর তাশদিদ সহকারে; আর ল-তে: ‘ইউগাল্লিব’ (يُغْلِبُ) লাম বর্ণের নিচে কাসরা (জের) এবং এর উপর তাশদিদ সহকারে; আর আ-তে নুকতা (চিহ্ন) বিহীন ছিল; আর হ, ম থেকে যা প্রমাণিত, তা গৃহীত। আল-কারী (রহিমাল্লাহ) ‘শারহ শারহিন নুখবাহ’ (পৃষ্ঠা ২১৩) গ্রন্থে বলেছেন: “লাম বর্ণের উপর তাশদিদ সহকারে, এবং এর কর্তা মুবতাদা (উদ্দেশ্য)-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী;

আর ইয়া-কে ফাতহা (যবর) এবং লাম-কে তাখফিফ (হালকা করা) সহকারে পড়া জায়েজ (অনুমোদনযোগ্য)।”

(4) আ-তে: ‘আল-মুখবিরি’ (المُخْبِرِ)।

(5) ত্ব-তে: ‘বিসুবুতি’ (بِثْبُوتِ)।

(6) জ-তে: ‘ইয়াগলিব’ (يَغْلِبُ) ইয়া এবং তা বর্ণ সহকারে।

(7) হ, ঝ-তে: ‘ওয়াজাদা’ (وَجَدَ)।

(ص: 99) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَالْأَفِيْتَوْقُفُ ⁽¹⁾ فِيهِ، وَإِذَا ⁽²⁾ تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ، لَا لِثَبُوتِ صِفَةِ الرَّدِّ؛ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ تَوْجَدْ ⁽³⁾ فِيهِ صِفَةً تُوجِبُ الْقَبُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⁽⁴⁾.
(وَقَدْ يَقَعُ ⁽⁵⁾ فِيهَا) أَيُّ: فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ الْمُتَقَسِّمَةِ إِلَى مَشْهُورٍ وَعَزِيزٍ ⁽⁶⁾ وَغَرِيبٍ (مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ؛ عَلَى الْمُخْتَارِ) خِلَافاً لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ⁽⁷⁾.
وَالْخِلَافُ فِي التَّحْقِيقِ لَفْظِيٍّ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَزَ إِطْلَاقَ الْعِلْمِ: قَبَّضَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا، وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الْإِسْتِدْلَالِ ⁽⁸⁾، وَمَنْ أَبَى الْإِطْلَاقَ؛ حَصَّ لَفْظَ الْعِلْمِ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ؛ لِكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا اخْتَفَى ⁽⁹⁾ بِالْقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلَا عَنْهَا ⁽¹⁰⁾.

[أنواع الخبر المحتف بالقرائن]

وَالْخَبَرُ الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ:

مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ⁽¹¹⁾ مِمَّا لَمْ ⁽¹²⁾

(1) فِي ز، ط: «فليتوقف».

(2) فِي وَ: «فإذا».

(3) فِي ط، ك: «يُوجد» بالياء، وفي هـ: بالتاء والياء.

- (4) في حاشية أ - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطه أيضاً - : «ثم بلغ قراءة بحث عليّ»، وفي حاشية ل: «بلغ».
- (5) في ي: «يوجد»، وفي نسخة على حاشيتها: «يقع».
- (6) «وعزّيز» سقطت من أ.
- (7) انظر: البرهان في أصول الفقه للجوينيّ (1/ 228)، الإحكام للآمديّ (2/ 32)، البحر المحيط للزّركشيّ (6/ 135)، التّحبير شرح التّحرير للمزداويّ (4/ 1808).
- (8) في ك: «استدلال».
- (9) في ج: «احتفّ» بضم التاء، والمثبت من هـ، ك.
- (10) في حاشية و - بخط المصنّف - : «ثم بلغ قراءة بحث عليّ».
- (11) في ح: «صحيحهما».
- (12) في ب: «ما لم».

অন্যথায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হবে⁽¹⁾। আর যখন এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা হয়⁽²⁾, তখন তা প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। তবে এই প্রত্যাখ্যানের গুণ প্রমাণিত হওয়ার কারণে নয়; বরং এর মধ্যে এমন কোনো গুণ না থাকার কারণে, যা গ্রহণযোগ্যতা (কবুলিয়াত) অপরিহার্য করে তোলে⁽³⁾। আর আল্লাহই সমধিক অবগত⁽⁴⁾। (আর তাতে সংঘটিত হতে পারে⁽⁵⁾) অর্থাৎ, আহাদ (একাকী বর্ণনাকারীর) খবরে, যা মশহুর (সুপরিচিত), আযীয (দুর্লভ) ও গরীব (একাকী) - এই তিন ভাগে বিভক্ত, (এমন কিছু যা সুস্পষ্ট লক্ষণ (কারাইন) দ্বারা তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলমে নাযারি) প্রদান করে; নির্বাচিত মতানুযায়ী)। যারা তা অস্বীকার করে, তাদের মতের বিরোধিতা করা হয়েছে⁽⁷⁾।

আর মূলত এই মতপার্থক্য শাব্দিক; কারণ যারা 'জ্ঞান' (ইলম) শব্দটির প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন, তারা এটিকে তাত্ত্বিক হওয়ার শর্তে সীমিত করেছেন, আর এটি হলো প্রমাণ (ইস্তিদলাল) থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান⁽⁸⁾। আর যারা (ইলম শব্দের) প্রয়োগ অস্বীকার করেছেন, তারা 'জ্ঞান' (ইলম) শব্দটিকে মুতাওয়াতির (বহু সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, এবং তাদের মতে, মুতাওয়াতির ব্যতীত অন্যান্য হাদীস হলো ধারণামূলক (যান্নি)। কিন্তু তারা

অস্বীকার করেন না যে, যে হাদীস সুস্পষ্ট লক্ষণ (কারাইন) দ্বারা পরিবেষ্টিত⁽⁹⁾, তা সে হাদীসের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, যা লক্ষণমুক্ত⁽¹⁰⁾।

[স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিবেষ্টিত খবরের প্রকারসমূহ]

আর সুস্পষ্ট লক্ষণ (কারাইন) দ্বারা পরিবেষ্টিত খবর বিভিন্ন প্রকারের হয়:

তার মধ্যে একটি হলো: যা শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন⁽¹¹⁾, যা এমন কিছু যা⁽¹²⁾

- (1) 'যাল' (ز) ও 'ত্বা' (ط) নুসখাগুলোতে: "ফালিতাওয়াক্কফ" (فليتوقف) রয়েছে।
- (2) 'ওয়াও' (و) নুসখায়: "ফাইয়া" (فإيا) রয়েছে।
- (3) 'ত্বা' (ط) ও 'কাফ' (ك) নুসখায়: ইয়া (ي) অক্ষরযোগে "ইউজাদু" (يوجد) রয়েছে, এবং 'হা' (ه) নুসখায়: তা (ت) ও ইয়া (ي) উভয় অক্ষরযোগে (অর্থাৎ, তুজাদু ও ইউজাদু) রয়েছে।
- (4) 'আলিফ' (أ)-এর টীকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে –: "এরপর সেভাবে পৌঁছেছে" (ثم بلغ) রয়েছে, এবং 'জীম' (ج)-এর টীকায় – তাঁর (লেখকের) হস্তাক্ষরেও –: "এরপর আমার কাছে একটি গবেষণামূলক পাঠ পৌঁছেছে" (ثم بلغ قراءة بحث علي) রয়েছে, এবং 'লাম' (ل)-এর টীকায়: "পৌঁছেছে" (بلغ) রয়েছে।
- (5) 'ইয়া' (ي) নুসখায়: "ইউজাদু" (يوجد) রয়েছে, এবং একটি টীকায়ুক্ত নুসখায়: "ইয়াকউ" (يقع) রয়েছে।
- (6) "ওয়া আযীযিন" (وَعَزَّيْزٍ) অংশটি 'আলিফ' (أ) নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
- (7) দেখুন: জুওয়াইনি (الجويني)-এর 'আল-বুরহান ফী উসুলিল ফিকহ' (১/২২৮), আমেদী (الأمدي)-এর 'আল-ইহকাম' (২/৩২), যারকাশী (الزركشي)-এর 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/১৩৫), মারদাবী (المردأوي)-এর 'আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর' (৪/১৮০৮)।
- (8) 'কাফ' (ك) নুসখায়: "ইস্তিদলালিন" (استدلال) রয়েছে।
- (9) 'জীম' (ج) নুসখায়: তা (ت) অক্ষরটি পেশযুক্ত হয়ে "উহতুফফা" (احْتُفِّ) রয়েছে, এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা 'হা' (ه) ও 'কাফ' (ك) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (10) 'ওয়াও' (و)-এর টীকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে –: "এরপর আমার কাছে একটি গবেষণামূলক পাঠ পৌঁছেছে" (ثم بلغ قراءة بحث علي) রয়েছে।
- (11) 'হা' (ح) নুসখায়: "সহীহুমা" (صحيحهما) রয়েছে।

يَبْلُغُ التَّوَاتُرَ⁽¹⁾، فَإِنَّهُ احْتَفَّ⁽²⁾ بِهِ قَرَائِنُ؛ مِنْهَا:
- جَلَّالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.
- وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَنْبِيْزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا.
- وَتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا⁽³⁾ بِالْقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ
مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطَّرِيقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ.
إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ⁽⁴⁾ بِمَا لَمْ يَنْتَقِدهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُقَاطِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ، وَبِمَا⁽⁵⁾ لَمْ يَقَعِ
التَّجَادُؤُ⁽⁶⁾ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ - حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ -؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ
يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ⁽⁷⁾.

(1) في ج: «حدّ التواتر»، وفي ي: «حدّ المتواتر».

(2) في ب، ج، و: «احتفت».

(3) في هـ: «لكتابهما».

(4) في ط، ي: «مختص»، و «يختص» سقطت من أ.

(5) في أ: «ومما».

(6) في و، ز، ل، ونسخة على حاشية ي: «التخالف». قال القاري رحمه الله في شرح
شرح النخبة (ص 223): «(لَمْ يَقَعِ التَّجَادُؤُ) أي: التخالف؛ كما في نسخة، والبراد:
التعارض».

(7) في ح، ط: «معناه».

তাওয়াতুর (বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার)⁽¹⁾ পর্যায়ে পৌঁছায়, কারণ তাকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু অনুষঙ্গ; যার মধ্যে রয়েছে:

- এই বিষয়ে তাঁদের (ইমাম বুখারী ও মুসলিমের) মহত্ত্ব।
- এবং অন্যদের তুলনায় সহীহ (বিশুদ্ধ হাদিস) নির্ণয়ে তাঁদের অগ্রগামিতা।
- এবং আলেমগণ কর্তৃক তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের⁽³⁾ সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। এই গ্রহণযোগ্যতাই কেবল তাওয়াতুরের (বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার) পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ এমন বহু বর্ণনা সূত্রের আধিক্যের চেয়েও জ্ঞান অর্জনে অধিক শক্তিশালী।

তবে এটি কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য⁽⁴⁾, উভয় গ্রন্থে যা কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হাফিযদের (হাদিস বিশেষজ্ঞদের) কেউ যার সমালোচনা করেননি, এবং উভয় গ্রন্থে⁽⁵⁾ যা কিছু এসেছে, তার অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ (تَجَادُف)⁽⁶⁾ ঘটেনি— যেখানে কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই—; কেননা, পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় একে অপরের উপর প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে অসম্ভব।

এবং এ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে; তার বিশুদ্ধতার প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা) সম্মতি রয়েছে। যদি বলা হয় যে, তাঁরা কেবল এর উপর আমল (পালন) করার আবশ্যিকতার উপর একমত হয়েছেন, এর বিশুদ্ধতার উপর নয়; তবে আমরা তা অস্বীকার করি⁽⁷⁾।

(1) জ-এর মধ্যে আছে: "তাওয়াতুরের সীমা", এবং ইয়া-এর মধ্যে আছে: "মুতাওয়াতিরের সীমা"।

(2) বা, জিম, ওয়াও-এর মধ্যে আছে: "اِحْتَفَتْ" (তাকে ঘিরেছিল)।

(3) হা-এর মধ্যে আছে: "তাঁদের উভয় গ্রন্থের জন্য"।

(4) ত্বা, ইয়া-এর মধ্যে আছে: "মুতাস (বিশেষিত)", এবং "ইয়াখতাসসু (এটি বিশেষিত)" শব্দ আলিফ থেকে বাদ পড়েছে।

(5) আলিফ-এ আছে: "এবং যা কিছু থেকে"।

(6) ওয়াও, যা, লাম এবং ইয়া-এর মার্জিনের একটি অনুলিপিতে: "আল-তাখালুফ (অমিল বা বিরোধিতা)" রয়েছে। আল-কারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'শরহ শরহুন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ২২৩) গ্রন্থে বলেছেন: "(টোনাপোড়েন ঘটেনি) অর্থাৎ: অমিল; যেমনটি একটি অনুলিপিতে রয়েছে, এবং উদ্দেশ্য হলো: 'পরস্পর বিরোধিতা' (আল-তা'আরুদ)।"

(7) হা, ত্বা-এর মধ্যে আছে: "এর অর্থ"।

وَسَنَدُ الْمَنَعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجَعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ⁽¹⁾ الشَّيْخَانِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ: الْأُسْتَاذُ⁽²⁾ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ⁽³⁾، وَمِنْ أَيْمَّةِ الْحَدِيثِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ⁽⁴⁾، وَأَبُو الْفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ⁽⁵⁾، وَغَيْرُهُمَا.

(1) في د، هـ، ي، ك: «أخرجه». قَالَ الْقَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 226): «(مَا خَرَّجَهُ): بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، أَيْ: أَخْرَجَهُ وَذَكَرَهُ».

(2) «الْأُسْتَاذُ» لَيْسَتْ فِي د.

(3) في ط: «الْإِسْفَرَايِينِيُّ»، وفي م: «الْإِسْفَرَايِينِيُّ». وَالْإِسْفَرَايِينِيُّ - بَيَاءٌ وَاحِدَةٌ -: نِسْبَةٌ إِلَى «إِسْفَرَايِينَ» بِكَسْرِ الْأَلْفِ، وَسُكُونِ السِّينِ الْمَهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ، وَكَسْرِ الْيَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِأَثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا؛ بَلِيدَةٌ بَنَوَاحِي نَيْسَابُورَ، كَذَا ضَبَطَهَا السَّعْيَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ (1/ 223)، وَابْنُ خَلِّكَانَ فِي وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ (1/ 28)، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي اللَّبَابِ (1/ 55)، وَالسُّيُوطِيُّ فِي لُبِّ اللَّبَابِ (ص 152)، وَالزَّبِيدِيُّ فِي تَاجِ الْعُرُوسِ (35/ 191)، وَالْأَسْنَوِيُّ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (1/ 40)، وَانْفَرَدَ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ فِي مَعْجَمِ الْبُلْدَانِ (1/ 177) بِزِيَادَةِ يَاءٍ أُخْرَى سَاكِنَةً فِيهَا: «إِسْفَرَايِينَ». وَ «أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ»: هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الْأَصُولِيُّ، الشَّافِعِيُّ (ت 418 هـ). انظر: سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (17/ 353). وَقَدْ نَقَلَ الْبُصْنِفُ كَلَامَهُ فِي النُّكْتِ (1/ 377)، وَنَصَّهُ: «أَهْلُ الصَّنْعَةِ مُجْبِعُونَ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَبَلَتْ عَلَيْهَا الصَّحِيحَانِ: مَقْطُوعٌ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ؛ وَإِنْ حَصَلَ الْخِلَافُ فِي بَعْضِهَا؛ فَذَلِكَ خِلَافٌ فِي طَرَقِهَا وَرَوَاتِهَا».

(4) هو: الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح الحميدي، الأندلسي (ت 488 هـ). سِير أعلام النبلاء (19 / 120).

وكلامه في كتابه: الجمع بين الصحيحين (1 / 73).

(5) هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القيسراني، البغدادي (ت 507 هـ). سِير أعلام النبلاء (19 / 361).

وكلامه في كتابه: صفوة التصوف (ص 322).

এবং নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি হলো: যে, তারা একমত যে, প্রতিটি সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব, যদিও শায়খান (বুখারী ও মুসলিম) তা বর্ণনা না করে থাকেন। অতএব, এক্ষেত্রে সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর জন্য কোনো বিশেষত্ব অবশিষ্ট থাকে না। আর এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত যে, স্বয়ং বিশুদ্ধতার দিক থেকে তাদের উভয়েরই বিশেষত্ব রয়েছে।

শায়খান (বুখারী ও মুসলিম) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলমুন নাযারী) প্রদান করে বলে যারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: উস্তাদ⁽²⁾ আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী⁽³⁾, এবং হাদীস ইমামগণের মধ্যে: আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী⁽⁴⁾, এবং আবুল ফাদল ইবন তাহির⁽⁵⁾, এবং অন্যান্যগণ।

(1) দ, হা, ইয়া, কা পাণ্ডুলিপিতে: "তিনি বর্ণনা করেছেন"। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ২২৬) গ্রন্থে বলেছেন: "(مَا خَرَجَ): 'রা' (র) বর্ণটি তাশদীদ (شدة) সহকারে, অর্থাৎ: তিনি এটি বের করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন।

(2) 'উস্তাদ' শব্দটি 'দ' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(3) ত্ব পাণ্ডুলিপিতে: "আল-ইসফারায়িনী" (الإسفرائيني), এবং মিম পাণ্ডুলিপিতে: "আল-ইসফারাইনী" (الإسفرائيني)। আর 'আল-ইসফারায়িনী' (الإسفرائيني) — একটি 'ইয়া' (ي) বর্ণ সহকারে — এটি "ইসফারায়িন" (إِسْفَرَايِينَ) শহরের সাথে সম্পর্কিত। 'আলিফ' (أ) এর নিচে কাসরা, 'সীন' (س) সাকিন সহকারে, 'ফা' (ف) ও 'রা' (ر) ফাতহা সহকারে, এবং 'ইয়া' (ي) বর্ণটি যার নিচে দুটি নুকতা আছে, সেটি কাসরা সহকারে। এটি নিশাপুরের আশেপাশে অবস্থিত একটি ছোট শহর। এভাবেই এর উচ্চারণ নির্ধারণ করেছেন আস-সাম'আনী 'আল-আনসাব'

(১/২২৩) গ্রন্থে, ইবনু খাল্লিকান 'ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান' (১/২৮) গ্রন্থে, ইবনুল আসীর 'আল-লুবাব' (১/৫৫) গ্রন্থে, আস-সুয়ুতী 'লুবুল লুবাব' (পৃষ্ঠা ১৫২) গ্রন্থে, আয-যাবীদী 'তাজুল আরুস' (৩৫/১৯১) গ্রন্থে, এবং আল-আসনাবী 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ' (১/৪০) গ্রন্থে। তবে ইয়াকুত আল-হামাবী 'মু'জামুল বুলদান' (১/১৭৭) গ্রন্থে একটি অতিরিক্ত সাকিন 'ইয়া' (ي) বর্ণ সহকারে এর একক উল্লেখ করেছেন: "ইসফারাইয়িন" (إسفرائيل)।

এবং "আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী" হলেন আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম, যিনি উসূলী (ফিকাহশাস্ত্রের মূলনীতিবিদ) এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী (মৃত্যু ৪১৮ হিজরি)। দেখুন: 'সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' (১৭/৩৫৩)।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) 'আন-নুকাত' (১/৩৭৭) গ্রন্থে তার বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, এবং তার উক্তিটি হলো: "এ শিল্পের (হাদীসশাস্ত্রের) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো শরীয়ত প্রবর্তক (রাসূলুল্লাহ সা.) থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত; যদিও এর কিছু অংশে মতপার্থক্য দেখা যায়, তবে সেই মতপার্থক্য এর সনদ এবং রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) ক্ষেত্রে।"

(৪) তিনি হলেন: আল-হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবী নাসর ফুতূহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ফুতূহ আল-হুমাইদী, আল-আন্দালুসী (মৃত্যু ৪৮৮ হিজরি)। 'সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' (১৯/১২০)।

এবং তার বক্তব্য তার গ্রন্থ 'আল-জাম'উ বাইনাস সহীহাইন' (১/৭৩)-এ রয়েছে।

(৫) তিনি হলেন: আল-হাফিজ আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনু আলী আল-কায়সারানী, আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৫০৭ হিজরি)। 'সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' (১৯/৩৬১)। এবং তার বক্তব্য তার গ্রন্থ 'সাফওয়াতুত তাসাওউফ' (পৃষ্ঠা ৩২২)-এ রয়েছে।

(ص: 102) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ⁽¹⁾.
وَمِنْهَا: «الْمَشْهُورُ»؛ إِذَا كَانَتْ⁽²⁾ لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِبَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ.

وَمِمَّنْ صَرَحَ بِإِفَادَتِهِ⁽³⁾ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ: الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ⁽⁴⁾، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو
بَكْرِ ابْنُ⁽⁵⁾ فُورِكَ⁽⁶⁾، وَغَيْرُهُمَا⁽⁷⁾.
وَمِنْهَا: «الْمُسْلَسَلُ» بِالْأُيُمَةِ الْحَقَاطِ الْمُتَقَنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا؛ كَالْحَدِيثِ
الَّذِي⁽⁸⁾ يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - مَثَلًا -.

(1) من قوله: «وَيَحْتَبِلُ أَنْ يُقَالَ» إلى هنا سقط من ط.

(2) في أ، ي: «كان».

(3) في ط: «بإفادة».

(4) في ك: «البغذاذي»، وفي ل، م: «البغدادذي».

وهو: عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادى، الشافعى. (ت 429 هـ). سِيرَ أَعْلَامِ
النُّبَلَاءِ (572 / 17).

قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 227): «بإبدال المبهلة أولاً،
والمعجمة ثانياً، وهو أفصح من عكسه، ومن المبهلتين، والمعجمتين».

(5) في ج: «ابن» بالنَّصْبِ، والمثبت من ز، ك.

(6) في ك: «فورِك» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من هـ، ل، م. وقد نقل ابن قُطُوبِغَا عَنْ
الحافظ ابن حَجَرٍ مَنْعَ «فورِك» من الصَّرْفِ. انظر: حاشية ابن قُطُوبِغَا (ص 45)،
شرح شرح النُّخْبَةِ للقاري (ص 227).

وهو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورِكَ الْأَصْبَهَانِيُّ (ت 406 هـ). سِيرَ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ
(214 / 17).

(7) انظر: الْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزَّرْكَشِيِّ (6 / 121).

وفي حاشية و - بَخْطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ كذلك».

(8) «الذي» ليست في ل.

এবং এটা বলা সম্ভব যে, উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য হলো তাদের দুজনের হাদীসগুলো 'সহীহ' (বিশুদ্ধ)-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।^(১)

আর এর মধ্যে একটি হলো: «আল-মাশহুর» (বিখ্যাত হাদীস); যখন এর বিভিন্ন সূত্র থাকে যা বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত হয়।^(২)

আর যারা এর তাত্ত্বিক জ্ঞান (ইলমে নাযারি) প্রদান করার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন: উস্তাদ আবু মনসুর আল-বাগদাদী^(৩), উস্তাদ আবু বকর ইবনে ফুরাক^(৪), এবং অন্যান্যরা^(৫)।

আর এর মধ্যে একটি হলো: «আল-মুসালসাল» (পরস্পরাগত হাদীস); যা ইমাম, হাফিজ এবং পারদর্শী বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে (বর্ণিত) হয়, যেখানে এটি 'গারীব' (অপরিচিত বা একক) হয় না; যেমন সেই হাদীস যা আহমদ ইবনে হাম্বল - উদাহরণস্বরূপ - বর্ণনা করেন,

(১) তার উক্তি: "এবং এটা বলা সম্ভব" থেকে এই পর্যন্ত, 'ত' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(২) 'আ' ও 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে: "কান" (كان) রয়েছে।

(৩) 'ত' পাণ্ডুলিপিতে: "বি-ইফাদাহ" (بإفادته) রয়েছে।

(৪) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: "আল-বাগ্‌দাদী" (البغدادی) রয়েছে, এবং 'লাম', 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে: "আল-বাগদাদী" (البغدادی) রয়েছে।

তিনি হলেন: আব্দুল কাহির ইবনে তাহির আবু মনসুর আল-বাগদাদী, শাফেয়ী। (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৭/৫৭২)।

আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহ আন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ২২৭) গ্রন্থে বলেছেন: '(নামটি) প্রথমত অনুল্লিখিত 'দাল' (د) দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত চিহ্নিত 'যাল' (ذ) দ্বারা (গঠিত হলে) তা এর বিপরীতের চেয়ে, এবং উভয়ই অনুল্লিখিত 'দাল' অথবা উভয়ই চিহ্নিত 'যাল' দ্বারা (গঠিত হওয়ার) চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ (আফসাহ) হয়।'

(৫) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে: "ইবন" (নাসব অবস্থায় - অর্থাৎ ফাতাহা সহ) রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ যম্মা সহ 'ইবনু') তা 'যা' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৬) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: "ফুরাকিন" (তানবিন ও জার অবস্থায়) রয়েছে, এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'হা', 'লাম' ও 'মীম' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। ইবনে কুতলুবুগা হাফিজ ইবনে হাজার থেকে 'ফুরাক' শব্দটির সরফ (স্বাভাবিকভাবে রূপান্তর) নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা

করেছেন। দেখুন: হাসিয়াতু ইবনে কুতলুবুগা (পৃষ্ঠা ৪৫), আল-কারীর শারহ শারহ আন-নুখবাহ (পৃষ্ঠা ২২৭)।

তিনি হলেন: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান ইবনে ফুরাক আল-আসফাহানী (মৃত্যু ৪০৬ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৭/২১৪)।

(7) দেখুন: আয-যারকাশীর আল-বাহরুল মুহীত (৬/১২১)।

'ওয়াও' পাণ্ডুলিপির ঢাকায় – গ্রন্থকারের স্বহস্তে – রয়েছে: "তারপর এটি একইভাবে পৌঁছেছে।"

(8) 'আল্লাযী' ('যিনি'/'যা') শব্দটি 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(ص: 103) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَيُشَارِكُهُ⁽¹⁾ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ⁽²⁾، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ⁽³⁾؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِإِسْتِدْلَالٍ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُؤَاتِهِ، وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمَوْجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ⁽⁴⁾. وَلَا يَتَشَكَّكَ⁽⁵⁾ مَنْ لَهُ أُذُنٌ⁽⁶⁾ مُهَارَسَةً بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا - مَثَلًا - لَوْ شَافَهُهُ بِخَبَرٍ؛ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ⁽⁷⁾ مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ اِزْدَادَ قُوَّةً، وَبَعُدَ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ.

وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا⁽⁸⁾ لَا يَحْصُلُ⁽⁹⁾ الْعِلْمُ⁽¹⁰⁾ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ، الْمُتَّبَحَّرِ فِيهِ، الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ، الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ. وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ⁽¹¹⁾؛ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَّبَحَّرِ الْمَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁽¹²⁾.

(1) في ك: «ويوافقه».

(2) «وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ» سقطت من ط.

(3) «بن أنس» ليست في هـ.

(4) في ك: «غيره».

(5) في ز: «يُتشكك» بضم الياء، والمثبت من ه، ك.

(6) «أدُنِّي» سقطت من ب، ه، ز، ط.

(7) في ج زيادة: «أيضاً».

(8) في ح: «ذكرنا».

(9) في ك: «يحصل» بالتاء والياء، وبكسر الصاد المشددة وضمها.

(10) في ك: «العلم» بالرَّفْع والنَّصْب، والمثبت من ب، ج، ه.

(11) في ب زيادة: «التي»، وفي ه، و، ز، ل زيادة: «التي ذكرناها».

(12) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، ه، و، ز، م.

এবং শাফিঈ (রহ.)-এর সূত্রে অন্যান্যরা⁽¹⁾ এতে তাঁর অংশীদার হন⁽²⁾, এবং মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর সূত্রে অন্যান্যরা এতে তাঁর অংশীদার হন⁽³⁾; কারণ তা শ্রোতার নিকট জ্ঞান প্রদান করে এর বর্ণনাকারীদের মহত্বের ভিত্তিতে প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে, এবং তাদের মধ্যে এমন যোগ্য গুণাবলী বিদ্যমান যা গ্রহণযোগ্যতার জন্য আবশ্যিক, যা অন্যদের বহু সংখ্যক লোকের স্থলাভিষিক্ত হয়⁽⁴⁾।

জ্ঞান ও মানুষের সংবাদ সম্পর্কে যার সামান্যতম⁽⁶⁾ অভিজ্ঞতা রয়েছে, সে ব্যক্তি⁽⁵⁾ এ ব্যাপারে সন্দেহ করে না যে, যেমন ধরুন, যদি মালিক (রহ.) তাকে সরাসরি কোনো সংবাদ দেন, তবে তিনি তাতে সত্যবাদী। অতঃপর যখন তাঁর সাথে সেই স্তরের অন্য কেউ যুক্ত হন⁽⁷⁾, তখন (সংবাদটি) আরও শক্তিশালী হয় এবং তাতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে যায়।

আমরা যে প্রকারগুলোর কথা উল্লেখ করেছি⁽⁸⁾, সেগুলোর থেকে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান⁽⁹⁾ কেবল সেই হাদীস বিশারদেরই অর্জিত হয়⁽¹⁰⁾, যিনি তাতে গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন, বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং (হাদীসের) সূক্ষ্ম ভ্রুটি (ইলল) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

আর উল্লেখিত গুণাবলী না থাকার কারণে অন্যের জন্য সেটির সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত না হলেও⁽¹¹⁾, তা উল্লেখিত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান অর্জনকে অস্বীকার করে না। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত⁽¹²⁾।

- (1) 'কাফ' লিপিতে রয়েছে: «ويوافقه» (ওয়া ইউওয়াফিকুহু – এবং তিনি তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেন)।
- (2) «ويُشارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ» (ওয়া ইউশারিকুহু ফীহি গাইরুহু আন আশ-শাফিঈ – এবং শাফিঈ (রহ.)-এর সূত্রে অন্যরা এতে তাঁর অংশীদার হয়) – 'ত্বা' লিপিতে এটি বাদ পড়েছে।
- (3) «بْنِ أَنَسٍ» (ইবনে আনাস) – 'হা' লিপিতে নেই।
- (4) 'কাফ' লিপিতে রয়েছে: «غیره» (গাইরুহু – তার)।
- (5) 'যা' লিপিতে রয়েছে: «يُتَشَكَّكُ» (ইউতাশাক্কাকু – সন্দেহ করা হয়) ইয়া-এর উপর পেশ (দম্মা) সহকারে। আর 'হা' ও 'কাফ' লিপি থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে, সেটিই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।
- (6) «أَذْنِي» (আদনা – সামান্যতম/সর্বনিম্ন) – 'বা', 'হা', 'যা' এবং 'ত্বা' লিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (7) 'জিম' লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «أَيْضًا» (আইদান – এছাড়াও/আরও)।
- (8) 'হা' লিপিতে রয়েছে: «ذَكْرُنَا» (যাকারনা – আমরা উল্লেখ করেছি)।
- (9) 'কাফ' লিপিতে «يَحْصُلُ» (ইয়াহসুলু/ইয়াহসিলু) অথবা «تَحْصُلُ» (তাহসুলু/তাহসিলু) রূপে (ক্রিয়ার শুরুতে 'ইয়া' বা 'তা' সহকারে) এবং সাদ (ص) বর্ণটি তাশদিদযুক্ত ও তার নিচে কাসরা (জের) অথবা উপরে দম্মা (পেশ) সহকারে বর্ণিত হয়েছে।
- (10) 'কাফ' লিপিতে «العلم» (আল-ইলম) রাফা' (পেশ) এবং নাসব (যবর) উভয় অবস্থাতেই রয়েছে। আর 'বা', 'জিম' ও 'হা' লিপি থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে, সেটিই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।
- (11) 'বা' লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «الَّتِي» (আল্লাতি – যা), এবং 'হা', 'ওয়াও', 'যা' ও 'লাম' লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «الَّتِي ذَكْرُنَاهَا» (আল্লাতি যাকারনাহা – যা আমরা উল্লেখ করেছি)।
- (12) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (ওয়াল্লাহু আ'লাম – আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) – 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা' ও 'মিম' লিপিতে এটি নেই।

(ص: 104) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمُحَصَّلُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكْرُنَاهَا:
أَنَّ الْأَوَّلَ: يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحِينَ.

وَالثَّانِي: بِمَا (1) لَهُ (2) طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

وَالثَّالِثُ: بِمَا رَوَاهُ الْأُئِمَّةُ.

وَيُسَكِّنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَا (3) يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْقَطْعُ بِصِدْقِهِ (4)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (5).

[أنواع الغرابة]

(ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ) أَيْ: فِي (6) الْمَوْضِعِ (7) الَّذِي يَدُورُ الْإِسْنَادُ عَلَيْهِ (8)، وَيَرْجَعُ - وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ - إِلَيْهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ (9)، (أَوْ لَا) يَكُونُ (10) كَذَلِكَ؛ بَأَنْ يَكُونَ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ يَرْوِيَهُ (11) عَنِ الصَّحَابِيِّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ (12) بِرِوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

(1) في د: «ما».

(2) «له» سقطت من ط.

(3) في و، ز: «ولا».

(4) في أ: «بصحته»، وفي د: «فلا يبعد القطع بصدقه حينئذٍ» بتقديم وتأخير.

(5) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ قراءة بحث، وسيع الجماعة»، وفي

حاشية د - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة وبحثاً»، وفي حاشية ج - بخطه أيضاً -:

«ثم بلغ قراءة بحث عليّ» وصح عليه.

(6) «في» ليست في ي.

(7) في ب: «الوضع»، وهو تحريف.

(8) في أ: «إليه».

(9) قَالَ الْبِقَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «المراد: بالنسبة إلى التابعي؛ بَأَنْ لَا يَرْوِيهِ عَنْ

الصَّحَابِيِّ إِلَّا تَابِعِيٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابِيِّ؛ لِأَنَّ تَفَرُّدَ الصَّحَابِيِّ لَا

يلحق فيه شيءٌ مِنَ الوَهْنِ، قاله المصنّف». قَضَاءُ الْوَطَرِ لِلْقَائِي (ص 644). ونقل
معناه ابن قُطْلُوبَغَا فِي حَاشِيَتِهِ (ص 46).

(10) فِي ل: «تكون».

(11) فِي ي: «يروي».

(12) فِي أ، د، ح، ك، ل: «يتفرد».

আর আমরা যে তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছি, তার সারসংক্ষেপ হলো:

প্রথমটি: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর সাথে বিশেষিত।

আর দ্বিতীয়টি: যার⁽¹⁾ একাধিক⁽²⁾ সনদ রয়েছে।

আর তৃতীয়টি: যা ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

আর এই তিনটি এক হাদীসের মধ্যে একত্রিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং তখন এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত রায় দেওয়া⁽³⁾ অসম্ভব নয়⁽⁴⁾। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত⁽⁵⁾।

[গারাবাহ (একক বর্ণনা)-এর প্রকারভেদ]

(তারপর গারাবাহ (একক বর্ণনা): হয় তা সনদের মূলে থাকে) অর্থাৎ: সেই স্থানে⁽⁶⁾ যেখানে⁽⁷⁾ সনদ আবর্তিত হয় এবং যার দিকে ফিরে আসে – যদিও একাধিক পথ থাকে – আর তা হলো তার সেই প্রান্ত যেখানে সাহাবী (رضي الله عنه) থাকেন⁽⁸⁾। (অথবা তা) সেরকম⁽⁹⁾ হয় না; বরং এককত্ব তার মাঝামাঝি থাকে। যেমন, সাহাবী (رضي الله عنه) থেকে একাধিক ব্যক্তি তা বর্ণনা করেন, তারপর তাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি একাই⁽¹⁰⁾ তা বর্ণনা করেন⁽¹¹⁾।

(1) দ নুসখায়: ‘মা’।

(2) ‘লাহ্’ ত্ব নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

(3) ওয়াও ও যা নুসখায়: ‘ওয়ালা’।

(4) আলিফ নুসখায়: ‘বিসিহহাতিহি’, এবং দ নুসখায়: ‘ফালা ইয়াব’উদুল ক্বাত’উ বিসিদক্বিহি হীনাইযিন’ (শব্দ আগে-পরে করে লেখা হয়েছে)।

(5) আলিফ নুসখার টীকায় – লেখকের নিজ হাতে – লেখা আছে: ‘তারপর তা আলোচনা সহকারে পঠনের স্তরে পৌঁছায়, এবং দলটি তা শুনেছে’। আর দ নুসখার টীকায় – তাঁর নিজ

হাতেই – লেখা আছে: ‘তারপর তা পঠন ও আলোচনার স্তরে পৌঁছায়’। আর জীম নুসখার টীকায় – তাঁর নিজ হাতেই – লেখা আছে: ‘তারপর তা আমার কাছে আলোচনা সহকারে পঠনের স্তরে পৌঁছায়’ এবং এর উপর সংশোধন করা হয়েছে।

(6) ‘ফি’ ইয়া নুসখায় নেই।

(7) বা নুসখায়: ‘আল-ওয়াদ’, যা বিকৃতি।

(8) আলিফ নুসখায়: ‘ইলাইহি’।

(9) আল-বিকাঈ (রহ.) বলেছেন: ‘উদ্দেশ্য হলো: তাবেয়ী-এর সাপেক্ষে; এই অর্থে যে, সাহাবী (رضي الله عنه) থেকে তাবেয়ী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন না। আর এটি যেন ধারণা করা না হয় যে তা সাহাবী (رضي الله عنه)-এর সাপেক্ষে; কারণ সাহাবী (رضي الله عنه)-এর একক বর্ণনায় কোনো দুর্বলতা আসে না, যা লেখক বলেছেন।’ ক্বাদা’ আল-ওয়াত্বার লিল-লাক্কানী (পৃ. ৬৪৪), এবং ইবন কুতলুবুগা তাঁর টীকায় এর অর্থ বর্ণনা করেছেন (পৃ. ৪৬)।

(10) লাম নুসখায়: ‘তাকুনু’।

(11) ইয়া নুসখায়: ‘ইয়ারবী’।

(12) আলিফ, দ, হা, কাফ ও লাম নুসখায়: ‘ইয়াতাফাররাদু’।

(ص: 105) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[الفرد المطلق]

(فَالْأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمَطْلُوقُ)؛ كَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ؛ تَفَرَّدَ⁽¹⁾ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ⁽²⁾.

وَقَدْ يَنْفَرِدُ⁽³⁾ بِهِ رَأْيُ عَنْ ذَلِكَ⁽⁴⁾ الْمُنْفَرِدِ⁽⁵⁾؛ كَحَدِيثِ شُعْبِ الْإِيمَانِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ⁽⁶⁾.

وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رَوَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَفِي «مُسْنَدِ الْبَزَّازِ»⁽⁷⁾ وَ «الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ» لِلطَّبْرَانِيِّ⁽⁸⁾ أَمْثَلَةٌ كَثِيرَةٌ لِذَلِكَ.

[الفرد النسبي]

(وَالثَّانِي: الْفَرْدُ⁽⁹⁾ النَّسَبِيُّ؛ سُيِّي نَسَبِيًّا⁽¹⁰⁾ لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ⁽¹¹⁾ حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا.

(1) في ط: «فتفرد».

(2) أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).

(3) في ب، د، ح، ك، ل: «يتفرد».

(4) في أ: «هذا».

(5) في ح، ك، ل: «المتفرد».

(6) أخرجه البخاري (9)، ومسلم (35).

(7) في د، ط: «البزاز»، وهو وهم.

وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، الحافظ (ت 292 هـ).
سير أعلام النبلاء (13/ 554).

(8) هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الحافظ (ت 360 هـ). سير
أعلام النبلاء (16/ 119).

(9) في هـ: «الفرد».

(10) في هـ، و، ز: «بذلك».

(11) في هـ: «به».

নিরঙ্কুশ একক

(প্রথমটি হলো: নিরঙ্কুশ একক); যেমন, আনুগত্য বিক্রয় ও তা দানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিস; আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর (রা.) থেকে⁽²⁾ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন⁽¹⁾। এবং কখনও একজন বর্ণনাকারী সেই একক⁽⁵⁾ বর্ণনাকারীর থেকে এককভাবে বর্ণনা করেন⁽³⁾; যেমন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত হাদিস; আবু সালিহ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আবু সালিহ থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন⁽⁶⁾।

এবং এই একক বর্ণনা তার সকল বর্ণনাকারী বা তাদের অধিকাংশের মধ্যে বজায় থাকতে পারে, এবং «মুসনাদ আল-বাযযার»⁽⁷⁾ এবং তাবরানীর «আল-মু'জাম আল-আওসাত»-এ⁽⁸⁾ এর বহু উদাহরণ রয়েছে।

আপেক্ষিক একক

(এবং দ্বিতীয়টি হলো: আপেক্ষিক⁽⁹⁾ একক); একে আপেক্ষিক বলা হয়⁽¹⁰⁾, কারণ এর একক বৈশিষ্ট্য (تَفْرِدٌ) একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাপেক্ষে ঘটে থাকে⁽¹¹⁾, যদিও হাদিসটি মূলগতভাবে সুপ্রসিদ্ধ।

(1) তা-তে: «تَفْرِدٌ» রয়েছে।

(2) বুখারী (২৫৩৫) ও মুসলিম (১৫০৬) এটি বর্ণনা করেছেন।

(3) বা, দা, হা, কা, লা-তে: «يَتَفَرَّدُ» রয়েছে।

(4) আ-তে: «هَذَا» রয়েছে।

(5) হা, কা, লা-তে: «الْمَتَفَرَّدُ» রয়েছে।

(6) বুখারী (৯) ও মুসলিম (৩৫) এটি বর্ণনা করেছেন।

(7) দা, তা-তে: «الْبِزَازُ» রয়েছে, যা ভুল।

তিনি হলেন: আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালিক আল-বাযযার আল-বসরি, আল-হাফিজ (মৃত্যু ২৯২ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৩/৫৫৪)।

(8) তিনি হলেন: আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব আত-তাবরানী, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৩৬০ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/১১৯)।

(9) হা-তে: «الْمَفْرَدُ» রয়েছে।

(10) হা, ওয়াও, যা-তে: «بِذَلِكَ» রয়েছে।

(11) হা-তে: «بِهِ» রয়েছে।

(۱) وَيَقْلُ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْغَرِيبَ وَالْفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْإِصْطِلَاحِ غَايَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الْإِسْتِعْمَالِ وَقِلَّتُهُ. فَالْفَرْدُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ. وَالْغَرِيبُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْدِ النَّسْبِيِّ. وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الْإِسْمِ (۲) عَلَيْهَا. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمُ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ؛ فَيَقُولُونَ فِي الْمُطْلَقِ وَالنَّسْبِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ (۳) بِهِ فُلَانٌ. وَقَرِيبٌ (۴) مِنْ هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُرْسَلِ؛ هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ أَوْ لَا؟ فَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ؛ لَكِنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْإِسْمِ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُونَ الْإِرْسَالَ فَقَطْ؛ فَيَقُولُونَ:

(۱) في ح: «وَيَعْرُ».

(۲) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشية هـ: «الاسمية».

قال اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر (ص 657): «قوله: (وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما): لو قال بدله: من حيث إطلاق الاسم - كما في بعض النسخ - عليهما؛ كان أولى، إذ الذي أطلقوه عليها حملاً واستعمالاً إنّما هو الاسم لا الاسمية».

(۳) في ط: «وأغرب».

(۴) في ح: «وقرب»، وفي ط: «وأقرب».

গরীব ও ফারদ-এর মধ্যে পার্থক্য

(এবং এর উপর 'এককত্ব' (ফারদিয়াত) (১) এর প্রয়োগ কম হয়); কারণ, আভিধানিকভাবে ও পারিভাষিকভাবে 'গরীব' ও 'ফারদ' সমার্থক। তবে পরিভাষাবিদরা এ দুটির মধ্যে ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক থেকে পার্থক্য করেছেন।

সুতরাং, 'ফারদ' শব্দটি তারা প্রায়শই 'ফারদে মুতলাক' (নিরঙ্কুশ একক) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

আর 'গরীব' শব্দটি তারা প্রায়শই 'ফারদে নিসবি' (আপেক্ষিক একক) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

এটি তাদের উভয় ক্ষেত্রে নাম^(২) প্রয়োগের দিক থেকে।

আর ক্রিয়ামূলক শব্দ (মুশতাক) ব্যবহারের দিক থেকে তারা পার্থক্য করেন না; সুতরাং, 'মুতলাক' ও 'নিসবি' উভয়ের ক্ষেত্রেই তারা বলেন: 'অমুক এর সাথে একক হয়েছে' (তাফাররাদা বিহী ফুলান), অথবা 'অমুক এর সাথে অঙ্কিত হয়েছে'^(৩) (আগরবা বিহী ফুলান)। এরই কাছাকাছি বিষয় হলো 'মুনকাতি' ও 'মুরসাল' এর ব্যাপারে তাদের মতভেদ^(৪); এ দুটি কি ভিন্ন নাকি নয়?

অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই ভিন্নতার পক্ষে; কিন্তু এটি কেবল নাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে। আর ক্রিয়ামূলক শব্দ (মুশতাক) ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা কেবল 'ইরসাল' (প্রেরণ করা) ব্যবহার করেন; সুতরাং তারা বলেন:

(১) হা বর্ণনায়: "ইয়া'ইয়ু" (বিরল)।

(২) বা, দাল, হা, মীম এবং হা-এর টীকায় একটি কপিতে: "আল-ইসমিয়াহ" (নামত্ব)।

আল-লাক্কানি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'কাদ্বা আল-ওয়াতার' (পৃ. ৬৫৭) গ্রন্থে বলেছেন: «তার উক্তি: "(এটি তাদের উভয় ক্ষেত্রে নামত্ব (ইসমিয়াহ) প্রয়োগের দিক থেকে): যদি এর পরিবর্তে বলা হতো: 'তাদের উভয় ক্ষেত্রে নাম (ইসম) প্রয়োগের দিক থেকে' - যেমনটি কিছু পাণ্ডুলিপিতে আছে - তবে সেটি অধিকতর উপযুক্ত হতো, কারণ, তারা যেটিকে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে তা হলো নাম (ইসম), নামত্ব (ইসমিয়াহ) নয়।"»

(৩) ত্বা বর্ণনায়: "ওয়া আগরবা"।

(৪) হা বর্ণনায়: "ওয়া কুরবা", এবং ত্বা বর্ণনায়: "ওয়া আকরাবা"।

(ص: 107) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَرْسَلَهُ فَلَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ (1) ذَلِكَ (2) مُرْسَلًا أَمْ (3) مُنْقَطِعًا.
وَمِنْ ثَمَّ (4) أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِمَّنْ لَمْ (5) يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ
الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ!

وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا حَرَّرْنَاهُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁽⁶⁾.

[تعريف الصحيح لذاته]

(وَحَبَّرَ الْآحَادَ بِنَقْلِ عَدَلٍ تَامَرَ الضَّبْطُ، مُتَّصِلٌ⁽⁷⁾ السَّنَدِ، غَيْرٌ⁽⁸⁾ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ: هُوَ الصَّحِيحُ لِدَاثِهِ)، وَهَذَا⁽⁹⁾ أَوَّلُ تَقْسِيمِ الْمَقْبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ الْقَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا:

[أقسام الحديث المقبول]

الأَوَّلُ⁽¹⁰⁾: الصَّحِيحُ لِدَاثِهِ.

وَالثَّانِي: إِنْ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ⁽¹¹⁾ ذَلِكَ الْقُصُورَ ككَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضاً؛ لَكِنْ لَا لِدَاثِهِ.

(1) في ل: «أكان».

(2) «ذَلِكَ» ليست في أ، ك.

(3) في أ، ز، ط: «أو».

(4) في ز: «ثبة».

(5) في ط: «لا».

(6) «والله أعلم» ليست في ل.

في حواشي أ، ج، د - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية م: «ثم بلغ قراءة بحث».

(7) في ح، ط: «متصل» بالرفع، والمثبت من ج، ك. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 243): «بالنَّصْبِ عَلَى الْحَال».

(8) في ط: «غير» بالرفع، والمثبت من ب، ج، و، ح، ك، ل.

(9) في ب، ونسخة على حاشيتي ج، م: «وهو».

(10) في أ، ك: «فالأول».

(11) في د: «يجب» بالنصب، وهو وهم.

অমুক তা প্রেরণ করেছেন, চাই তা (মুর্সাল) হোক বা (মুনকাতি) হোক।

আর সে কারণেই অনেকে —যারা তাদের (মুহাদিসদের) ব্যবহারের স্থানসমূহ (প্রয়োগস্থল) লক্ষ্য করেননি— বহু মুহাদিসের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন যে, তাঁরা (মুর্সাল) ও (মুনকাতি) এর মধ্যে পার্থক্য করেন না!

অথচ বিষয়টি এমন নয়; কারণ আমরা যা বিশ্লেষণ করেছি, আর এ বিষয়ে যে সূক্ষ্মতা রয়েছে তা খুব কম লোকেই উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

[সহীহ লি-জাতিহির সংজ্ঞা]

(আহাদ হাদীস, যা এমন ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতির অধিকারী বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণিত, যার সনদ নিরবচ্ছিন্ন এবং যা 'মুআল্লাল' ও 'শায' নয়: তা-ই সহীহ লি-জাতিহি।) আর এটি গ্রহণযোগ্য (মাকবুল) হাদীসের চারটি প্রকারের প্রথম বিভাজন; কারণ এটি হয় গ্রহণযোগ্যতার সর্বোচ্চ গুণাবলী ধারণ করবে অথবা তা করবে না:

[গ্রহণযোগ্য (মাকবুল) হাদীসের প্রকারভেদ]

প্রথমত: সহীহ লি-জাতিহি।

দ্বিতীয়ত: যদি সেই ত্রুটি দূর করার মতো কিছু পাওয়া যায়, যেমন সনদের আধিক্য; তবে সেটিও সহীহ; কিন্তু (সহীহ) লি-জাতিহি নয়।

(1) 'ল' (লুলুআহ) পান্ডুলিপিতে: «لَا» (আ-কানা)।

(2) 'আলিফ' ও 'কাফ' (ক্বাফ) পান্ডুলিপিতে «لَا» (যালিকা) শব্দটি নেই।

(3) 'আলিফ', 'যা' ও 'ত্বা' পান্ডুলিপিতে: «لَا» (আও)।

(4) 'যা' পান্ডুলিপিতে: «لَا» (ছাম্মাতা)।

(5) 'ত্বা' পান্ডুলিপিতে: «لَا» (লা)।

(6) 'ল' পান্ডুলিপিতে «لَا» (ওয়াল্লাহু আ'লাম) নেই।

'আলিফ', 'জিম' ও 'দাল' পান্ডুলিপির ঢাকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: «ثم بلغ كذلك» (ছুম্মা বালাগা কাযালিকা)। আর 'মিম' পান্ডুলিপির ঢাকায় রয়েছে: «ثم بلغ قراءة بحث» (ছুম্মা বালাগা ক্বিরাআত বাহছ)।

(7) 'হা' ও 'ত্বা' পান্ডুলিপিতে «متصل» (মুততাসিলু) রফ' (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর 'জিম' ও 'কাফ' (ক্বাফ) পান্ডুলিপি থেকে যা প্রতিষ্ঠিত, তা-ই রাখা হয়েছে। কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ২৪৩) গ্রন্থে বলেছেন: «بالنصب على الحال» (নসব সহকারে হাল হিসেবে)।

(8) 'ত্বা' পান্ডুলিপিতে «غیر» (ঘাইরু) রফ' (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর 'বা', 'জিম', 'ওয়াও', 'হা', 'কাফ' (ক্বাফ) ও 'ল' পান্ডুলিপি থেকে যা প্রতিষ্ঠিত, তা-ই রাখা হয়েছে।

(9) 'বা' এবং 'জিম' ও 'মিম' পান্ডুলিপির ঢাকার এক সংস্করণে: «وهو» (ওয়াহুয়া)।

(10) 'আলিফ' ও 'কাফ' (ক্বাফ) পান্ডুলিপিতে: «فالاول» (ফাল-আওওয়ালু)।

(11) 'দাল' পান্ডুলিপিতে: «يجبر» (ইয়াজবুরা) নসব (যবর) সহকারে রয়েছে, যা একটি ভুল।

(ص: 108) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَحَيْثُ لَا جُبْرَانَ؛ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ.
وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ⁽¹⁾ تُرْجِحُ⁽²⁾ جَانِبَ قَبُولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ فَهُوَ الْحَسَنُ أَيْضًا؛ لَا لِذَاتِهِ.
وَقُدِّمَ⁽³⁾ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ؛ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ⁽⁴⁾.

[شرح تعريف الصحيح لذاته]

وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَ تَحْبِلُهُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ.
وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوَى: اجْتِنَابُ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ - مِنْ شُرُكٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ -.

[أقسام الضبط]

وَالضَّبُّ (5):

ضَبُّ صَدْرٍ: وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ (6) مَا سَمِعَهُ (7) بِحَيْثُ يَتِمَّكَنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ.
وَضَبُّ كِتَابٍ (8): وَهُوَ صَيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ (9) مِنْهُ.

(1) في ك زيادة: «بينه».

(2) في و: «ترجيح».

(3) في ب، ج: «وقدّم» بفتح القاف والدال، والمثبت من د، ه، و، م.

(4) في ط: «مرتبته».

(5) في ب، ج: «والضبط» بالجرّ، والمثبت من ز، ك، م.

(6) في أ، ب، ه، ك: «يُثْبِتُ» بفتح الياء وضمّ الباء، وفي و، م: بالوجهين، والمثبت من ج، ز، ح.

قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 248): «(أَنْ يُثْبِتَ) أي: الرَّاوي في صدره».

(7) في أ: «يسمعه».

(8) في ي: «كتابه».

(9) في أ، د: «يروي»، وفي حاشية د: «فيؤدّي».

এবং যেখানে কোনো ত্রুটিপূরণ নেই, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসান (আল-হাসান লি-জাতিহি)।
এবং যদি এমন কোনো ইঙ্গিত (কারীনাহ)⁽¹⁾ পাওয়া যায় যা সেই বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতাকে
শক্তিশালী করে⁽²⁾ যা নিয়ে ইতস্তত করা হয়, তাহলে সেটিও হাসান (আল-হাসান), তবে
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় (লা লি-জাতিহি)।

এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সহীহ (আস-সহীহ লি-জাতিহি) সম্পর্কে আলোচনাকে⁽³⁾ তার উচ্চ মর্যাদার⁽⁴⁾
কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

[স্বয়ংসম্পূর্ণ সহীহ (আস-সহীহ লি-জাতিহি)-এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা]

'আদল' (ন্যায়পরায়ণ) বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যার একটি অন্তর্নিহিত গুণ রয়েছে যা তাকে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং মারুওয়াহ (ব্যক্তিত্বের মর্যাদা) ধারণে উদ্বুদ্ধ করে।

'তাকওয়া' (আল্লাহভীতি) বলতে মন্দ কাজ – যেমন শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন), ফিসক (পাপাচারে লিপ্ত হওয়া) অথবা বিদআত (ধর্মে নবপ্রবর্তন) – থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।

[দাবত (সংরক্ষণ/স্মৃতি) এর প্রকারভেদ]

এবং 'দাবত' (সংরক্ষণ/স্মৃতি)⁽⁵⁾:

স্মৃতিতে সংরক্ষণ (দাবতু সদর): তা হলো যা সে শুনেছে তা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা⁽⁶⁾ যেন সে যখন ইচ্ছা তা স্মরণ করতে⁽⁷⁾ সক্ষম হয়।

লিখিত সংরক্ষণ (দাবতু কিতাব)⁽⁸⁾: তা হলো তার কাছে গ্রন্থের সুরক্ষা, যখন থেকে সে তাতে (শ্রবণ করে) লিপিবদ্ধ করেছে এবং সংশোধন করেছে, যতক্ষণ না সে তা থেকে (অন্যদের কাছে) বর্ণনা করে⁽⁹⁾।

(1) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: "বাইনাতুন" (بينت)।

(2) 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপিতে: "তারজিহ" (ترجيح)।

(3) 'বা' (ب) ও 'জীম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াকাদামা" (وَقَدَّمَ) 'কাফ' ও 'দাল' বর্ণে ফাতাহা (যবর) সহকারে, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(4) 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: "মারতাবাতুহু" (مرتبته)।

(5) 'বা' (ب) ও 'জীম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াদ-দাবতি" (والضبط) জার (কাসরা) সহকারে, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'যা' (ي), 'কাফ' (ك), 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(6) 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'হা' (ه), 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে: "ইয়াছবুত" (يُثَبِّت) 'ইয়া' বর্ণে ফাতাহা (যবর) ও 'বা' বর্ণে দম্মা (পেশ) সহকারে, এবং 'ওয়াও' (و) ও 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: উভয় প্রকারেই, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'জীম' (ج), 'যা' (ي), 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপি থেকে। কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ২৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: "(أَنْ يَثْبُت)" অর্থাৎ: বর্ণনাকারী তা তার স্মৃতিতে (صدر) প্রতিষ্ঠিত করবে।

- (7) 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে: "ইয়াসমা'উহু" (يسمه)।
 (8) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: "কিতাবুহু" (তার কিতাব)।
 (9) 'আলিফ' (أ) ও 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: "ইয়ারউই" (يروي), এবং 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপির
 টীকায়: "ফায়ুআদিয়া" (فيؤدي)।

(ص: 109) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَيَّدَ (1) بِ «التَّامِّ» إِشَارَةً (2) إِلَى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ.
 وَالتَّصِلُ: مَا سَلِمَ إِسْنَادُهُ مِنْ سُقُوطٍ فِيهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ مَنْ رَجَلِهِ سَعَى ذَلِكَ
 الْمَرْوِيِّ مِنْ شَيْخِهِ.
 وَالسَّنَدُ: تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ (3).
 وَالْمُعَلَّلُ لُغَةً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ، وَاصْطِلَاحًا: مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ.
 وَالشَّاذُّ لُغَةً: الْمُنْفَرِدُ (4)، وَاصْطِلَاحًا: مَا يُخَالِفُ فِيهِ الرَّاوي (5) مَنْ هُوَ أَزْجَحُ مِنْهُ. وَلَهُ
 تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي (6).
 تَنْبِيْهُ:
 قَوْلُهُ (7): «وَحَبَّرَ الْآحَادَ» (8)؛ كَالْجَنْسِ، وَبَاقِي قِيُودِهِ كَالْفَصْلِ.
 وَقَوْلُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»؛ احْتِرَازٌ (9) عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ الْعَدْلِ (10).

- (1) في أ، ب، ج: «وَقَيَّدَ» بفتح الياء، والمثبت من د، هـ، و، م. قَالَ اللَّقَائِيُّ رحمه الله
 فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 673): «يَحْتَمِلُ الْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ، وَالْبِنَاءُ لِلْمَفْعُولِ».
 (2) في د: «إِشَارَةً» بِالرَّفْعِ الْمَنُونِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ أ، ج، و.
 (3) في ب: «تَعْرِيفُهُ» بِالنَّصْبِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج، ح، ك.
 وانظر: (ص 85).
 (4) في ل: «الْمَفْرَدُ».

(5) في ط: «الراوي فيه» بتقديم وتأخير.

(6) في ط: «تفسيرات ستأتي» بدل: «تفسير آخر سيأتي».

وانظر: (ص 178).

(7) «قوله» ليست في د.

(8) في ك: «الواحد».

(9) في ط، ل: «احترازاً» بالنصب المنون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م.

(10) في و، ز: «عدل».

এবং 'তাম্ম' (التَّامِّ) দ্বারা (তা) সীমাবদ্ধ করা হয়েছে⁽¹⁾, যা দ্বারা এর সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে⁽²⁾।

মুত্তাসিল (المُتَّصِل): তা হলো যার সনদ তাতে কোনো বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত, এই অর্থে যে, এর প্রতিটি বর্ণনাকারী তার শায়খের কাছ থেকে বর্ণিত বিষয়টি সরাসরি শুনেছেন।

সনদ (سند): এর সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে⁽³⁾।

মুআল্লাল (المُعَلَّل), আভিধানিকভাবে: যাতে একটি (ইল্লাহ) রয়েছে। পারিভাষিকভাবে: যাতে লুক্কায়িত, একটিপূর্ণ কোনো ইল্লাহ (علة) রয়েছে।

শায় (الشَّاذُّ), আভিধানিকভাবে: একক বর্ণনাকারী। পারিভাষিকভাবে: যেখানে বর্ণনাকারী তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করে। এর আরেকটি ব্যাখ্যা সামনে আসবে⁽⁶⁾।

দ্রষ্টব্য:

তাঁর উক্তি⁽⁷⁾: "এবং খবরুল আহাদ (خَبَرُ الْإِحَاد) - এটি যেন 'জিন্ন' (الْجِنْس) (প্রকার), আর এর অবশিষ্ট শর্তাবলি যেন 'ফাসল' (الْفَضْل) (প্রভেদকারী বৈশিষ্ট্য)।

এবং তাঁর উক্তি: "আদল (عَدْل) ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমে" - এটি দ্বারা ওই বর্ণনা থেকে সতর্ক করা হয়েছে যা আদল নয় এমন ব্যক্তি বর্ণনা করে⁽¹⁰⁾।

(1) আ, বা, জিম-এ: 'ওয়াকায়াদা' ইয়া-কে ফাতহা (যবর) সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা হলো দাল, হা, ওয়াও, মিম থেকে। ইমাম লাক্কানি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) 'কাদা

আল-ওয়াতার' (পৃ. ৬৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি কর্তাবাচক এবং কর্মবাচকরূপে উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে।"

(2) দাল-এ: 'ইশারা' রাফা (পেশ) ও তানবিন সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা হলো আ, জিম, ওয়াও থেকে।

(3) বা-এ: 'তা'রীফাল্হ' নাসব (যবর) সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা হলো জিম, হা, কাফ থেকে।

এবং দেখুন: (পৃ. ৮৫)।

(4) লাম-এ: 'আল-মুফরাদ'।

(5) ত্বা-তে: 'আর-রাবি ফীহি' শব্দগুলি অগ্রপশ্চাৎ করা হয়েছে।

(6) ত্বা-তে: 'তাফসীরুন আখরু সায়া'তী' (আরেকটি ব্যাখ্যা সামনে আসবে) এর পরিবর্তে 'তাফসীরাত সাতা'তী' (কয়েকটি ব্যাখ্যা সামনে আসবে) রয়েছে।

এবং দেখুন: (পৃ. ১৭৮)।

(7) 'কাওলুল্হ' দাল-এ নেই।

(8) কাফ-এ: 'আল-ওয়াহিদ'।

(9) ত্বা, লাম-এ: 'ইহতিরাযান' নাসব (যবর) ও তানবিন সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা হলো আ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, মিম থেকে।

(10) ওয়াও, যা-তে: 'আদল'।

(ম: 110) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَوْلُهُ: «هُوَ» يُسَيِّ فَضْلاً يَتَوَسَّطُ⁽¹⁾ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، يُؤْذِنُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ يَنْعَتٍ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: «لِذَا تِهِ»؛ يُخْرِجُ مَا يُسَيِّ صَحِيحاً بِأَمْرِ خَارِجٍ عَنْهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ⁽²⁾.

[تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته]

(وَتَتَفَاوَتْ⁽³⁾ رُتَبُهُ) أَي: الصَّحِيحُ⁽⁴⁾، (بِ) سَبَبِ (تَفَاوَتْ⁽⁵⁾ هَذِهِ الْأَوْصَافِ) الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّصْحِيحِ فِي الْقُوَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِعَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ⁽⁶⁾ لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسَبِ الْأُمُورِ الْمُقَوِّيَةِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَمَا تَكُونُ⁽⁷⁾ رُؤَاثُهُ⁽⁸⁾ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ؛ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ.

(1) في ط: «ليتوسط».

(2) انظر: (ص 107).

وفي حاشية أ - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية هـ - بخطه أيضاً - : «بلغ الشيخ شمس الدين كاتبه قراءةً عليّ وتحريراً. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطه أيضاً - : «ثم بلغ قراءة بحثٍ عليّ»، وفي حاشية ل - بخطه أيضاً - : «بلغ الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف قراءة بحثٍ عليّ. كتبه: ابن حجر».

(3) في ز: «وتتفاوت» بالتاء والياء.

(4) في ب: «الصحيح» بالرفع، والمثبت من ج، و، م.

(5) في ب، ح، م: «بتفاوت» بدل: «بسبب تفاوت». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 255): «قوله: (بِسَبَبِ تَفَاوَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ) أشار المصنّف بأنّ الباءَ في المتن للسَّببية، وفي نسخة: (بتفاوت هذه الأوصاف)».

(6) في م: «يكون» بالياء والتاء.

(7) في هـ، ط، ي، م: «يكون»، ولم ينقط في أ.

(8) في ي: «راويه».

তাঁর উক্তি: "হুয়া" (هو) কে 'ফাসল' (পৃথককারী সর্বনাম) বলা হয়, যা উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মাঝে অবস্থান করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এর পরের অংশটি তার পূর্ববর্তী অংশের বিধেয়, বিশেষণ নয়।

এবং তাঁর উক্তি: "লি-জাতিহি" (لِإِثْمِهِ - স্বয়ং তার কারণে) সেটিকে বাদ দেয়, যাকে বাহ্যিক কোনো কারণবশত 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) বলা হয়; যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[সহীহ লি-জাতিহি (স্বয়ং বিশুদ্ধ) হাদিসের স্তরসমূহের পার্থক্য]

(এবং এর স্তরসমূহ ভিন্ন হয়) অর্থাৎ, সহীহ হাদিসের, (এর কারণ হচ্ছে) এই গুণাবলির ভিন্নতা, যা বিশুদ্ধতা (সহীহ হওয়ার) জন্য শক্তিগতভাবে অপরিহার্য। কারণ, যেহেতু এগুলি এমন প্রবল ধারণার জন্ম দেয়, যার উপর বিশুদ্ধতা (সহীহ হওয়ার) ভিত্তি নির্ভর করে; তাই এর এমন বিভিন্ন স্তর থাকা অনিবার্য হয়ে পড়ে, যার কিছু কিছু অন্যদের উপরে থাকে, শক্তিশালীকরণকারী বিষয়সমূহের তারতম্য অনুসারে।

এবং যদি এমন হয়, তাহলে যে হাদিসের বর্ণনাকারীরা (রাবী) ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) ও স্মৃতিগত দৃঢ়তা (দবত) এবং অন্যান্য সকল গুণাবলিতেও যা অগ্রগণ্যতা (তারজিহ) আবশ্যিক করে, সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন; সেটি তার নিম্নস্তরের হাদিস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ (সহীহ) হয়।

(1) 'ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: "লিতাওয়াসসাত" (ليتوسط) রয়েছে।

(2) দেখুন: (পৃষ্ঠা ১০৭)।

'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপির টীকায় – লেখকের স্বহস্তে – রয়েছে: "এরপরেও অনুরূপভাবে পৌঁছেছে"। 'হা' (ه) পাণ্ডুলিপির টীকায় – তাঁর স্বহস্তেও – রয়েছে: "শেখ শামসুদ্দিন, তাঁর লেখক, আমার কাছে পাঠ ও সম্পাদনার মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন। লিখেছেন: এর লেখক।"

'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপির টীকায় – তাঁর স্বহস্তেও – রয়েছে: "এরপরে আমার কাছে গবেষণামূলক পাঠের মাধ্যমে পৌঁছেছে।" 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপির টীকায় – তাঁর স্বহস্তেও – রয়েছে: "আমার কাছে গবেষণামূলক পাঠের মাধ্যমে শেখ কামালুদ্দিন ইবনে আবি শারিফ পৌঁছে দিয়েছেন।

লিখেছেন: ইবনে হাজার।"

(3) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াতাতাফাওয়াতু" (وتتفاوت) তা (ت) এবং ইয়া (ي) বর্ণযোগে রয়েছে।

(4) 'বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে: "আস-সহীহ" (الصحيح) রফ' (رفع - কর্তৃকারক) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, তা 'জিম' (ج), 'ওয়াও' (و), 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) 'বা' (ب), 'হা' (ح), 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: "বিতাফাউত" (بتفاوت) রয়েছে "বি-সাবাবি তাফাউত" (بِسَبَبِ تَفَاوُت) -এর স্থলে। কারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ শারহুন-নুখবা (পৃষ্ঠা ২৫৫)-তে বলেছেন: "তাঁর উক্তি: (এই গুণাবলির ভিন্নতার কারণে) - লেখক ইঙ্গিত করেছেন যে, মূল পাঠে 'বা' (ب) অক্ষরটি কারণবাচক, এবং অন্য এক সংস্করণে: (এই গুণাবলির ভিন্নতায়) রয়েছে।"

(6) 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: "ইয়াকুনু" (يكون) ইয়া (ي) এবং তা (ت) উভয় বর্ণযোগে রয়েছে।

(7) 'হা' (ه), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: "ইয়াকুনু" (يكون) রয়েছে, এবং 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে এটি নুকতাবিহীন লেখা হয়েছে।

(8) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: "রাবিয়িহি" (راويهِ) রয়েছে।

(ص: 111) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَمِنْ الرُّتْبَةِ⁽¹⁾ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ:

مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ⁽²⁾ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ:

كَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ⁽³⁾ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ⁽⁴⁾، عَنْ أَبِيهِ.

وَكُحَيْمِدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ.

وَكَابِرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَدُونَهَا⁽⁵⁾ فِي الرُّتْبَةِ:

كَرِوَايَةِ بُرَيْدٍ⁽⁶⁾ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ⁽⁷⁾، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى.

وَكَحْمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.

وَدُونَهَا⁽⁸⁾ فِي الرُّتْبَةِ:

كَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَكَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1) في ب، ج، د، ط، ك، م: «المرتبة».

(2) «أَنَّهُ» ليست في ي.

(3) في د، ز: «سالم» بالجر المنون، والمثبت من أ، ك.

(4) «بُنْ عَمْرَ» سقطت من ط.

(5) في د، ط: «ودونها».

(6) في د، م: «بريد» بالجر المنون، والمثبت من ج، وفي ط: «يزيد»، وهو
تصحيف؛ انظر: الكامل في ضُعفاء الرجال لابن عَدِيٍّ (2/ 244)، تهذيب الكمال
للإيزي (4/ 50).

(7) في أ: «بريدة»، وهو تصحيف.

(8) في د، ط، ل: «ودونها».

এই ক্ষেত্রে উচ্চতর স্তরগুলোর মধ্যে রয়েছে:

যেগুলোকে কিছু ইমাম (হাদীসশাস্ত্রবিদ) 'সবচেয়ে সহীহ সনদ' (أَصْحُ الْأَسَانِيدِ) হিসেবে
অভিহিত করেছেন:

যেমন যুহরী, তিনি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে, তিনি তার পিতা (আবদুল্লাহ
ইবনে উমার) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং যেমন মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, তিনি উবাইদা ইবনে আমর থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু
আনহু) থেকে।

এবং যেমন ইবরাহীম নাখাঈ, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
থেকে।

এবং স্তরবিন্যাসে এর চেয়ে নিম্নমানের:

যেমন বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বুরদাহর বর্ণনা, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি তার
পিতা আবু মূসা (আশ'আরী) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

এবং যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামা, তিনি সাবিত থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
থেকে।

এবং স্তরবিন্যাসে এর চেয়েও নিম্নমানের:

যেমন সুহাইল ইবনে আবী সালিহ, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু
আনহু) থেকে।

এবং যেমন আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

- (1) 'বা, জিম, দাল, ত্বা, কাফ, মিম' অনুলিপিগুলোতে: "আল-মারতাবা" (المرتبة)।
- (2) 'ইয়া' অনুলিপিতে "আন্লাহু" (أَنَّ) শব্দটি নেই।
- (3) 'দাল, বা' অনুলিপিগুলোতে: "সালিমিন" (سالمٍ) জার ও তানবিন সহকারে; আর 'আলিফ, কাফ' অনুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা গৃহীত।
- (4) 'ত্বা' অনুলিপি থেকে "ইবনে উমার" (بْنِ عُمَرَ) শব্দটি বাদ পড়েছে।
- (5) 'দাল, ত্বা' অনুলিপিগুলোতে: "ওয়া দুনাহুমা" (ودونهما)।
- (6) 'দাল, মিম' অনুলিপিগুলোতে: "বুরাইদিন" (بريدٍ) জার ও তানবিন সহকারে; আর 'জিম' অনুলিপিতে যা প্রমাণিত, তা গৃহীত। এবং 'ত্বা' অনুলিপিতে: "ইয়াজিদ" (يزيد) রয়েছে, যা বিকৃত রূপ; দ্রষ্টব্য: ইবনে আদীর 'আল-কামিল ফি দু'আফা আর-রিজাল' (২/২৪৪), মিশযীর 'তাহযীবুল কামাল' (৪/৫০)।
- (7) 'আলিফ' অনুলিপিতে: "বুরদাহ" (بريدة) রয়েছে, যা বিকৃত রূপ।
- (8) 'দাল, ত্বা, লাম' অনুলিপিগুলোতে: "ওয়া দুনাহুমা" (ودونهما)।

(ص: 112) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ⁽¹⁾ اسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ الْمَرْتَبَةَ⁽²⁾ الْأُولَى فِيهِمْ⁽³⁾ مِنَ
الْصِّفَاتِ الْمُرَجَّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ⁽⁴⁾ رِوَايَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا⁽⁵⁾، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا مِنْ
قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَقْتَضِي⁽⁶⁾ تَقْدِيرَهَا⁽⁷⁾ عَلَى الثَّالِثَةِ، وَهِيَ⁽⁸⁾ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةٍ مَنْ يُعَدُّ⁽⁹⁾
مَا يَنْفَرِدُ⁽¹⁰⁾ بِهِ حَسَنًا؛ كَحَمْدِ⁽¹¹⁾ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ⁽¹²⁾ بْنِ عُمَرَ⁽¹³⁾، عَنْ جَابِرٍ،
وَعَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ⁽¹⁴⁾ .
وَقَسَّ عَلَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ مَا يُشَبِّهُهَا⁽¹⁵⁾ .

(1) فِي أ، و، ز: «شملهم».

- (2) في ج، ح، مر: «للمرتبة».
- (3) «فيهم» ليست في ب، ج، ح، مر.
- (4) في ب: «تقديم» بالرفع، والمثبت من ج، د.
- (5) في مر: «يليه».
- (6) في ز: «تقتضي».
- (7) في ب، د: «تقديمها» بالرفع، والمثبت من أ، ج، و، ك، مر.
- (8) في و، ز زيادة: «أي: الثالثة».
- (9) في ك: «يَعُدُّ» بفتح الياء وضم العين، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، مر.
- (10) في ب: «ما يتفرد».
- (11) في و: «كحمدٍ» بالجرِ المنون، والمثبت من ك.
- (12) في د: «عاصمٍ» بالجرِ المنون، والمثبت من ز.
- (13) في ل زيادة: «بن قتادة».
- هو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقة، عالم بالمغازي، مات بعد العشرين ومئة. تقريب التهذيب (ص 286).
- (14) هو: عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما.
- وفي حاشية و - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك».
- (15) في أ: «ما شَبَّهها».

ফাইনাল বাংলা অনুবাদ:

বস্তুত, সকলেই ‘আদালত’ (ন্যায়নিষ্ঠা) ও ‘জবত’ (স্মৃতিশক্তির প্রখরতা)-এর আওতাভুক্ত; তবে তাদের মধ্যে প্রথম স্তরের রয়েছে এমন কিছু অগ্রাধিকারমূলক গুণাবলি, যা তাদের বর্ণনাকে এর পরবর্তী স্তরের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দান অপরিহার্য করে তোলে। আর এর পরবর্তী স্তরের বর্ণনায় স্মৃতিশক্তির প্রখরতার এমন শক্তি বিদ্যমান, যা এটিকে তৃতীয় স্তরের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দান অপরিহার্য করে তোলে। আর এটি তাদের বর্ণনার উপর অগ্রগণ্য, যাদের একক বর্ণনা ‘হাসান’ (উত্তম) হিসেবে গণ্য করা হয়; যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক,

‘আসিম ইবনে উমার সূত্রে জাবির থেকে, এবং ‘আমর ইবনে শু’আইব তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত হাদীস।

এবং এই স্তরগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে এগুলোর উপর কিয়াস (সাদৃশ্য বিধান) করো।

- (1) আ, ওয়াও, ও যা পাণ্ডুলিপিতে: “শামালুহুম” (شاهلهم) পাঠটি রয়েছে।
- (2) জিম, হা, ও মিম পাণ্ডুলিপিতে: “লিল-মারতাবাহ” (للمرتبة) পাঠটি রয়েছে।
- (3) বা, জিম, হা, ও মিম পাণ্ডুলিপিতে “ফীহিম” (فيهم) শব্দটি নেই।
- (4) বা পাণ্ডুলিপিতে “তাকদীমু” (تقديم) শব্দটি রফা (উচ্চারণগতভাবে) সহ রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ জিম ও দাল পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- (5) মিম পাণ্ডুলিপিতে: “তালিহা” (تليها) পাঠটি রয়েছে।
- (6) যা পাণ্ডুলিপিতে: “তাকতাদী” (تقتضي) পাঠটি রয়েছে।
- (7) বা ও দাল পাণ্ডুলিপিতে: “তাকদীমুহা” (تقديمها) রফা সহ রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ আ, জিম, ওয়াও, কাফ ও মিম পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- (8) ওয়াও ও যা পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: “আই: আস-সালিসাহ” (أَي: الثالثة) [অর্থাৎ: তৃতীয়টি]।
- (9) কাফ পাণ্ডুলিপিতে: “ইয়া-উদু” (يُعد) ইয়া-এর উপর ফাতহা ও ‘আইন-এর উপর দাম্মা সহ রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ বা, জিম, দাল, ওয়াও, যা, হা, ও মিম পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- (10) বা পাণ্ডুলিপিতে: “মা ইয়াতাকাররাদু” (ما يتفرد) পাঠটি রয়েছে।
- (11) ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: “কা-মুহাম্মাদিন” (كحميد) জার (নিম্নস্বরাঙ্কন) ও তানভীন সহ রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ কাফ পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- (12) দাল পাণ্ডুলিপিতে: “আসিমিন” (عاصم) জার (নিম্নস্বরাঙ্কন) ও তানভীন সহ রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ যা পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- (13) লাম পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: “ইবনে ক্বাতাদাহ” (بن قتادة)।

ইনি হলেন: আসিম ইবনে উমার ইবনে ক্বাতাদাহ ইবনে নু‘মান আল-আওসী আল-আনসারী, আবু উমার আল-মাদানী। তিনি ‘সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য) এবং মাগাযী (যুদ্ধাভিযান) বিষয়ে

বিদ্বান ছিলেন। তিনি একশো বিশ হিজরীর পরে ইন্তিকাল করেন। তাকরীবুত তাহযীব (পৃ. ২৮৬)।

(14) ইনি হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

এবং ওয়াও পাণ্ডুলিপির ঢিকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা - : “সুম্মা বালাগা কা-যালিকা”
(ثم بلغ كذلك) [অর্থাৎ, এরপর তেমনই পৌঁছেছে]।

(15) আ পাণ্ডুলিপিতে: “মা শাবিহা” (ما شَبَّهَهَا) পাঠটি রয়েছে।

(ص: 113) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[أصح الأسانيد]

وَالْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: هِيَ الَّتِي أُطْلِقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الْأَيْبَةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ
الِإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا⁽¹⁾.
نَعَمْ؛ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أُطْلِقَ الْأَيْبَةُ عَلَيْهِ⁽²⁾ ذَلِكَ أُرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلَقْهُ⁽³⁾.

[المفاضلة بين البخاري ومسلم]

وَيَلْتَحِقُ⁽⁴⁾ بِهَذَا التَّفَاضُلِ⁽⁵⁾: مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ
بِهِ أَحَدُهُمَا، وَمَا⁽⁶⁾ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ⁽⁷⁾ مُسْلِمٌ؛ لِاتِّفَاقِ
الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلْقِي كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، وَاخْتِلَافِ⁽⁸⁾ بَعْضِهِمْ فِي أُيَّهِمَا⁽⁹⁾ أُرْجَحُ،
فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أُرْجَحُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مِمَّا⁽¹⁰⁾ لَمْ يَتَّفَقَا عَلَيْهِ⁽¹¹⁾.
وَقَدْ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِتَقْدِيمِ «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» فِي الصِّحَّةِ، وَلَمْ يُوْجَدْ عَنْ أَحَدٍ
التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ.

(1) قَالَ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التَّبَصُّرَةِ وَالتَّذَكُّرَةِ (1/ 106): «لَأَنَّ تَفَاوُتَ
مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الْإِسْنَادِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَيَعَزُّ وَجُودُ أَعْلَى دَرَجَاتِ
الْقَبُولِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ بِالنِّسْبَةِ لَجَمِيعِ الرُّوَاةِ».

(2) في و، ز، ل: «عليه الأئمة» بتقديم وتأخير.

(3) في د: «يطلقونه».

(4) في أ، هـ: «يلحق».

(5) في د: «التفصيل».

(6) في ز: «أو ما».

(7) من قوله: «أَحَدُهُمَا» إلى هنا سقط من هـ.

(8) في و: «واختلاف» بالرفع، والمثبت من د، ل، م.

(9) في م: «أنهما»، وهو تصحيف.

(10) في هـ: «لها» بدل: «مِمَّا».

(11) في حاشية أ - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك».

[সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদসমূহ]

প্রথম স্তর: এটিই সেই স্তর, যাকে কিছু ইমাম 'সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ' (আসহাছুল আসানিদ) বলে অভিহিত করেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, এর কোনো নির্দিষ্ট তরজমা (বর্ণনাকারীর জীবনী বা সনদ) এর জন্য এই উপাধিটি সাধারণভাবে প্রয়োগ না করা⁽¹⁾।

হ্যাঁ; ইমামগণ যা কিছুকে এই (সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদের) অভিধা দিয়েছেন, তার সমষ্টি থেকে এর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতীয়মান হয়, যা তাঁরা এই অভিধা দেননি তার উপর⁽²⁾⁽³⁾।

[বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়]

এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের সাথে যুক্ত হয়⁽⁴⁾⁽⁵⁾: শাইখদ্বয় (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) যে হাদীসগুলো একত্রে সংকলন করেছেন, তা তাঁদের দুজনের যে কোনো একজন এককভাবে যা সংকলন করেছেন তার তুলনায়; এবং ইমাম বুখারী এককভাবে যা সংকলন করেছেন তা ইমাম মুসলিম এককভাবে যা সংকলন করেছেন তার তুলনায়⁽⁶⁾⁽⁷⁾। কারণ তাঁদের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের) পরবর্তী যুগের আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে তাঁদের উভয় কিতাবকে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে) গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, দুজনের মধ্যে কোনটি অধিকতর শ্রেষ্ঠ⁽⁸⁾⁽⁹⁾। সুতরাং, যে বিষয়ে তাঁরা দুজনেই

একমত (অর্থাৎ একত্রে সংকলন করেছেন), তা এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যা তাঁরা একত্রে সংকলন করেননি তার চেয়ে⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾।

আর জমহুর (অধিকাংশ আলেম) সহীহতার দিক থেকে 'সহীহ বুখারী'-কে অগ্রগণ্য বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এর বিপরীত কোনো স্পষ্ট বক্তব্য কারো থেকে পাওয়া যায়নি।

(1) ইমাম ইরাকী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহুতাবসিরাহ ওয়াত্তা যাক্কিরাহ' (১/১০৬) গ্রন্থে বলেন: "কারণ, বিশুদ্ধতার স্তরসমূহের পার্থক্য নির্ভর করে সনদের বিশুদ্ধতার শর্ত পূরণ করার উপর, এবং কোনো একটি তরজমার (সনদের বা বর্ণনাকারীর) প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে সকল রাবীর (বর্ণনাকারীর) জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতার স্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"

(2) ওয়াও, যা, লাম-এর নুসখায় "আলাইহিল আইম্মাহ" (عليه الأئمة) শব্দগুলোর ক্রম পরিবর্তন করে আছে।

(3) দাল-এর নুসখায়: "ইউতলিকুনাহু" (يطلقونه)।

(4) আলিফ, হা-এর নুসখায়: "ইয়ালহাকু" (يلحق)।

(5) দাল-এর নুসখায়: "আত্তাফসিল" (التفصيل)।

(6) যা-এর নুসখায়: "আও মা" (أو ما)।

(7) "আহাদুহুমাই" (أَحَدُهُمَا) থেকে এই পর্যন্ত হা-এর নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

(8) ওয়াও-এর নুসখায়: "ওয়াখতিলাহু" (واختلاف) রফ' (nominative) অবস্থায় রয়েছে, এবং (এখানে) যা গ্রহীত হয়েছে তা দাল, লাম, মীম-এর নুসখা থেকে।

(9) মীম-এর নুসখায়: "আন্নাহু" (أَنَّهُ) রয়েছে, যা একটি ভুল লিখন।

(10) হা-এর নুসখায়: "লিমা" (لِمَا) রয়েছে "মিম্মা" (مِمَّا) এর পরিবর্তে।

(11) আলিফ-এর টীকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - : "সুম্মা বালাগা কাযালিকা" (ثم بلغ كذلك)।

(ص: 114) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ⁽¹⁾ النَّيْسَابُورِيِّ⁽²⁾ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْتَ أُدِيمٍ⁽³⁾ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ»⁽⁴⁾؛ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وَجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ إِذِ الْمَنْفِيُّ⁽⁵⁾ إِنَّمَا هُوَ مَا تَقْتَضِيهِ⁽⁶⁾ صِبْغَةُ⁽⁷⁾

«أَفْعَلَ» مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَّازُ⁽⁸⁾ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ⁽⁹⁾، وَلَمْ يَنْفِ الْمُسَاوَاةَ.

وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ⁽¹⁰⁾؛ فَذَلِكَ فِيهَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجُودَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ. وَلَمْ يُفْصَحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصْحِيَّةِ، وَلَوْ

(1) «أَبِي عَلِيٍّ» لَيْسَتْ فِي ط.

(2) هُوَ: أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ النَّيْسَابُورِيِّ، الْحَافِظُ (ت 349 هـ).

تَارِيخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيبِ (8 / 622).

(3) فِي وَ: «أَدِيمٌ» بِالرَّفْعِ، وَهُوَ وَهْمٌ.

(4) انْظُرْ: شُرُوطُ الْأَثْمَةِ لِابْنِ مَنْدَةَ (ص 71)، وَالْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّأْيِ لِلْخَطِيبِ (2 /

185)، وَتَقْيِيدُ الْمَهْمَلِ (1 / 54).

(5) فِي ك: «النَّفْيِ».

(6) فِي ج، د، ح، ط، ي، م: «يَقْتَضِيهِ» بِأَلْيَاءٍ، وَفِي ك: بِأَلْتَاءٍ وَأَلْيَاءٍ، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ،

ل.

(7) «صِيغَةُ» لَيْسَتْ فِي ط.

(8) فِي وَ، ز: «تَمْتَازُ»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، ح، ل.

(9) «عَلَيْهِ» لَيْسَتْ فِي ي.

(10) يُشِيرُ إِلَى قَوْلِ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ: «كَانَ مِنْ شُيُوخِي مَنْ يُفَضِّلُ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَلَى

كِتَابِ الْبُخَارِيِّ». انْظُرْ: إِكْمَالُ الْمُعْلَمِ لِلْقَاضِي عِيَّاضَ (1 / 80)، وَالْمُعْلَمُ بِشُيُوخِ

الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ لِبْنِ خَلْفُونَ (ص 28)، وَبِرَنَامَجِ التُّجَيْبِيِّ (ص 93).

وَقَدْ نَقَلَ التُّجَيْبِيُّ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ تَفْضِيلَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ

بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُوداً غَيْرَ مَمْرُوجٍ.

কিন্তু আবু আলী^(১) নিসাবুরির^(২) থেকে যা বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "আকাশের নিচে মুসলিমের কিতাবের^(৩) চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ আর কোনো কিতাব নেই।" তাতে তিনি সহীহ বুখারীর চেয়ে এটি অধিক বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। কারণ তিনি কেবল এমন কোনো কিতাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন যা মুসলিমের কিতাবের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ; যেহেতু যা নাকচ করা হয়েছে^(৫) তা কেবল 'আফ'আল' (أَفْعَل)^(৬) ক্রিয়ারূপের^(৭) মাধ্যমে দাবি করা এমন অতিরিক্ত বিশুদ্ধতা, যা এমন একটি কিতাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা বিশুদ্ধতার দিক থেকে মুসলিমের কিতাবের অংশীদার এবং সেই অতিরিক্ততার দ্বারা মুসলিমের কিতাব থেকে স্বতন্ত্র^(৮)। তবে তিনি সমতাকে অস্বীকার করেননি^(৯)।

অনুরূপভাবে, কিছু মাগরিবী আলেম থেকে যা বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন^(১০); তা বর্ণনাভঙ্গির সৌন্দর্য এবং বিন্যাস ও সাজানোর উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাঁদের কেউই স্পষ্টভাবে বলেননি যে, তা অধিক বিশুদ্ধতার কারণে। আর যদি

(১) "(আবু আলী) (أَبُو عَلِيٍّ)" 'ত্বা' (ط) লিপিতে নেই।

(২) তিনি হলেন: আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ আন-নিসাবুরী, আল-হাফিয (মৃত্যু ৩৪৯ হি.)। আল-খাতীবের তারীখ বাগদাদ (৮/৬২২)।

(৩) 'ওয়াও' (و) লিপিতে: 'আদীমু' (أَدِيمُ) রফ (عَفْ) অবস্থায়; যা একটি ভুল।

(৪) দেখুন: ইবনে মানদাহ এর 'শুরুত আল-আইম্মাহ' (পৃ. ৭১), আল-খাতীবের 'আল-জামি' লি-আখলাক আর-রাবী' (২/১৮৫), এবং 'তারযীদ আল-মুহমাল' (১/৫৪)।

(৫) 'কাফ' (ك) লিপিতে: 'আন-নাফী' (النْفِي)।

(৬) 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'মীম' (م) লিপিতে: 'ইয়াকুতাদীহি' (يَقْتَضِيهِ) 'ইয়া' (ي) অক্ষর সহকারে; আর 'কাফ' (ك) লিপিতে: 'তা' (ت) এবং 'ইয়া' (ي) অক্ষর সহকারে; এবং 'আলিফ' (أ), 'লাম' (ل) লিপিতে নুকতা ছাড়া।

(৭) "(সিগাহ) (صِيغَةُ)" 'ত্বা' (ط) লিপিতে নেই।

(৮) 'ওয়াও' (و), 'যা' (ي) লিপিতে: 'তামতায়' (تَمَتَّيْ); এবং 'আলিফ' (أ), 'হা' (ح), 'লাম' (ل) লিপিতে নুকতা ছাড়া।

(৯) "(আলাইহি) (عَلَيْهِ)" 'ইয়া' (ي) লিপিতে নেই।

(10) এটি আবু মারওয়ান আত-তুবনীৰ উক্তিকে নির্দেশ করে: "আমার শাইখদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা মুসলিমের কিতাবকে বুখারীর কিতাবের উপর অগ্রাধিকার দিতেন।" দেখুন: কাযী ইয়াযের 'ইকমাল আল-মু'লিম' (১/৮০), ইবনে খালফূনের 'আল-মু'লিম বি-শুযুখ আল-বুখারী ওয়া মুসলিম' (পৃ. ২৮), এবং আত-তুজীবীর 'বারনামাজ' (পৃ. ৯৩)। আত-তুজীবী ইবনে হাযম থেকে সহীহ মুসলিমকে বুখারীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন; কারণ এর মুখবন্ধের পর কেবল ধারাবাহিক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, যা মিশ্রিত নয়।

(ص: 115) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدِّهِ⁽¹⁾ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، فَالْصِّفَاتُ الَّتِي تَدُورُ⁽²⁾ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ⁽³⁾ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ⁽⁴⁾، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْوَى وَأَسَدُّ⁽⁵⁾.

[أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]

أَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِتِّصَالُ: فَلَا شُرَاطَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوي قَدْ ثَبَتَ لَهُ⁽⁶⁾ لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَكَتَفَى مُسْلِمٌ بِبُطْلَانِ⁽⁷⁾ الْبُعَاصِرَةِ، وَالزَّمَرِ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ⁽⁸⁾ أَنْ لَا يَقْبَلَ⁽⁹⁾ الْعَنْعَنَةُ أَضْلًا⁽¹⁰⁾.

وَمَا الزَّمَمُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ؛ لِأَنَّ الرَّاوي إِذَا ثَبَتَ لَهُ الْإِقَاءُ مَرَّةً؛ لَا يَجْرِي فِي رِوَايَاتِهِ⁽¹¹⁾ اِحْتِمَالُ⁽¹²⁾ أَنْ لَا يَكُونَ سَعِيٍّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ الْمُدَلِّسِ.

(1) في ب: «ردّه»، وفي ط: «لردّه».

(2) في م: «يدور».

(3) في و: «للصحة».

(4) في أ، ك: «وأسد»، وفي ط: «وأسند».

- (5) في أ، هـ، ط، ك، م: «وأشد». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 273): «(أشد) بفتح السين المهملة، وتشديد الدال المهملة، أي: أكثر سداداً، وأظهر صواباً».
- وفي حاشية ج - بخط المصنّف -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».
- (6) «لَهُ» ليست في هـ.
- (7) في نسخة على حاشية ك: «ببجرد».
- (8) في ج، م زيادة: «إلى»، وفي ح: «يُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ب، ك.
- (9) في أ: «يقبل» بالتاء والياء.
- (10) انظر: صحيح مسلم (1/ 28).
- (11) في أ، ط: «روايته»، وفي هـ: كرّر الكلمة بالوجهين.
- (12) من قوله: «ما يقتضي تقديمها على الثالثة» إلى هنا؛ ملفّق بخط مغاير في النُّسخة هـ، بمقدار ورقة.

যদি তারা তা স্পষ্ট করত, তবে অস্তিত্বের সাক্ষ্যই তাদের প্রতি তা প্রত্যাখ্যান করত। সুতরাং, বুখারীর কিতাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি মুসলিমের কিতাবের চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ ও শক্তিশালী। আর সেগুলির ক্ষেত্রে (বুখারীর) শর্তাবলী অধিকতর সুদৃঢ় ও সঠিক।⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

[সহীহ বুখারীকে সহীহ মুসলিমের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণসমূহ]

সংযোগের দিক থেকে এর অগ্রাধিকার হলো: (বুখারী) এই শর্তারোপ করেন যে, বর্ণনাকারীর জন্য তার উস্তাদের সাথে একবার হলেও সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে হবে। পক্ষান্তরে, মুসলিম শুধু সমসাময়িকতাকেই যথেষ্ট মনে করেন। আর (মুসলিম) বুখারীকে এই বাধ্যবাধকতা দেন যে, তাকে কোনো অবস্থাতেই 'আনআনাহ' (عننة) গ্রহণ না করতে হবে!⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

তবে যা দ্বারা তাকে বাধ্য করা হয়েছে, তা আবশ্যিক নয়; কারণ, যখন কোনো বর্ণনাকারীর জন্য একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়, তখন তার বর্ণনাসমূহে এটি শোনার সম্ভাবনা না থাকার বিষয়টি প্রযোজ্য হয় না। কেননা, যদি তা প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে 'মুদাল্লিস' (প্রতারণাকারী

বর্ণনাকারী) হতে হয়, আর এই মাসআলাটি ‘মুদাল্লিস’ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে।⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

- (1) ‘বা’ (ب) পাণ্ডুলিপিতে: «রদাছ» (رَدَّ), এবং ‘তা’ (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «লিরাদ» (لَرَدَّ)।
- (2) ‘মিম’ (م) পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়াদুর» (يَدُور)।
- (3) ‘ওয়াও’ (و) পাণ্ডুলিপিতে: «লিস-সিহহাতি» (لِلصَّحَةِ)।
- (4) ‘আলিফ’ (أ), ‘কাফ’ (ك) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া আসাদ» (وَأَسَد), এবং ‘তা’ (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া আসনাদ» (وَأَسْنَد)।
- (5) ‘আলিফ’ (أ), ‘হা’ (ه), ‘তা’ (ط), ‘কাফ’ (ك), ‘মিম’ (م) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া আশাদ» (وَأَشَد)। আল-কারী (রহ.) তাঁর শারহ শারহ আন-নুখবাহ (পৃ. ২৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: «(আসাদ) (أَسَد) হলো সীন (س)-এ ফাতহা এবং দাল (د)-এ তাশদীদ সহ, অর্থাৎ: অধিকতর সঠিক ও স্পষ্টভাবে নির্ভুল।»
এবং ‘জিম’ (ج) পাণ্ডুলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা – রয়েছে: «অতঃপর তা পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছে।»
- (6) «লাছ» (لُح) ‘হা’ (ه) পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (7) ‘কাফ’ (ك) পাণ্ডুলিপির টীকায় এক কপিতে রয়েছে: «বিমুজাররাদ» (بِمُجَرَّرَاد)।
- (8) ‘জিম’ (ج), ‘মিম’ (م) পাণ্ডুলিপিতে «ইলা» (إِلَا) অতিরিক্ত আছে। এবং ‘হা’ (ح) পাণ্ডুলিপিতে «ইউহতাজু» (يُحْتَاجُ) ইয়া-এর যম্মা সহকারে আছে। যা (মূল পাঠে) নিশ্চিত করা হয়েছে তা ‘বা’ (ب), ‘কাফ’ (ك) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (9) ‘আলিফ’ (أ) পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়াকবালু» (يَقْبَلُ) তা (ت) এবং ইয়া (ي) উভয় বর্ণ সহকারে।
- (10) দেখুন: সহীহ মুসলিম (১/২৮)।
- (11) ‘আলিফ’ (أ), ‘তা’ (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «রিওয়ায়াতিহি» (رَوَايَتِهِ), এবং ‘হা’ (ه) পাণ্ডুলিপিতে: শব্দটি উভয় রূপে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।
- (12) «যা তৃতীয়টির উপর সেটিকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে দাবি করে» – এই উক্তি থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত; ‘হা’ (ه) পাণ্ডুলিপিতে ভিন্ন হস্তাক্ষরে এক পৃষ্ঠা পরিমাণ জুড়ে মিশ্রিত আছে।

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةُ⁽¹⁾ وَالضَّبْطُ⁽²⁾: فَلِأَنَّ⁽³⁾ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكَلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكَلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ⁽⁴⁾، مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُكْثَرِ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ⁽⁵⁾ وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الْأَمْرَيْنِ.

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ⁽⁶⁾ الشُّذُوزِ وَالْإِعْلَالِ⁽⁷⁾: فَلِأَنَّ مَا انْتَقَدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَقْلُ عَدَدًا⁽⁸⁾ مِمَّا انْتَقَدَ عَلَى⁽⁹⁾ مُسْلِمٍ⁽¹⁰⁾، هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ⁽¹¹⁾، وَأَنَّ مُسْلِمًا تَلْمِيذُهُ وَخَرِيْجُهُ⁽¹²⁾، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ⁽¹³⁾

(1) في و: «العدالة» بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ، والمثبت من د، ك، ل، م.

(2) في و، ز: «والضبط» بِالْجَرِّ، والمثبت من د، ك.

(3) في هـ: «فإن».

(4) انظر: النُّكْتُ لِلْمُصَنِّفِ (1/ 278)؛ ففيه بيان عدد الرواة المتكلم فيهم، وبيان حالهم.

(5) في ط: «عليهم».

(6) في هـ، و: «عدم» بِالْجَرِّ، والمثبت من ب، د، ك.

(7) في ح: «والإعتلال». قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 279):

«(الأعلال) - بفتح الهزة -: جمع العِلل؛ جمع علة، أو بكسرها: مصدر أعلّ».

(8) في ي: «عدد» بِالْجَرِّ الْمُنَوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م.

(9) في هـ: «علم»، وهو تصحيف.

(10) انظر: هُدَى السَّارِي لِابْنِ حَجَرٍ (1/ 12)؛ ففيه تفصيلٌ لعدد الأحاديث المنتقدة عليهما، مع جوابه عما انتُقد في البخاري، وقد سبقه الحافظ العراقيُّ إلى الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة في جزء له مفقود. انظر: التَّقْيِيد والإيضاح للعراقي (ص 42).

(11) «مِنْهُ» ليست في أ، ح، ط، ك.

(12) في ز، ح: «وخریجہ» بفتح الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ي، م.

(13) في ج، ك، م: «ويتتبع»، وفي د: «ويتبع» بالجزم، وفي ي: «ويتبع» بتشديد الباء وفتحها، والمثبت من ب، و، ز، ل. قال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الْوَكْر (ص 742): «(يَتَّبِع): بوزن يجتبع».

আর তার (হাদিসের) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা (আদালত)⁽¹⁾ এবং স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতার (দাবত)⁽²⁾ দিক থেকে (এ কারণে যে),⁽³⁾ মুসলিমের رجال (সনদের পুরুষ বর্ণনাকারীগণ)-এর মধ্যে যেসব বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা (সমালোচনা) করা হয়েছে তাদের সংখ্যা বুখারীর رجال-এর মধ্যে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যার চেয়ে বেশি।⁽⁴⁾ অথচ বুখারী তাদের বর্ণিত হাদিস খুব বেশি গ্রহণ করেননি। বরং তাদের অধিকাংশই তাঁর (বুখারীর) এমন শাইখ (উস্তাদ) ছিলেন, যাদের থেকে তিনি (হাদিস) গ্রহণ করেছেন⁽⁵⁾ এবং যাদের হাদিস সম্পর্কে তিনি চর্চা করেছেন। মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।

আর তার (হাদিসের) শ্রেষ্ঠত্ব দুর্বলতা বা বিচ্যুতি (শুযূয) এবং ত্রুটিমুক্তির (ই'লাল)⁽⁷⁾ দিক থেকে (এ কারণে যে),⁽⁶⁾ বুখারীর উপর যেসব হাদিসের বিষয়ে সমালোচনা করা হয়েছে তার সংখ্যা⁽⁸⁾ মুসলিমের⁽⁹⁾ উপর সমালোচিত হাদিসগুলোর সংখ্যার চেয়ে কম।⁽¹⁰⁾ এ সত্ত্বেও যে, উলামায়ে কিরামের (ইসলামী বিদ্বানদের) ঐক্যমতে বুখারী ইলমের (জ্ঞান-বিজ্ঞানের) দিক থেকে মুসলিমের চেয়ে মহান এবং হাদিসশাস্ত্রের (সিমা'আতুল হাদিস) শিল্প সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।⁽¹¹⁾ এবং মুসলিম তাঁর ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন,⁽¹²⁾ এবং তিনি সব সময় তাঁর থেকে উপকৃত হতেন ও তাঁকে অনুসরণ করতেন।⁽¹³⁾

- (1) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: «العدالة» রাফা' (নমিনাল) ও জার (জেনটিভ) উভয় অবস্থায় (পাওয়া যায়), এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'দাল' (د), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م) প্রতিলিপি থেকে।
- (2) 'ওয়াও' (و), 'যা' (ي) প্রতিলিপিতে: «الضبط» জার অবস্থায়, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'দাল' (د), 'কাফ' (ك) প্রতিলিপি থেকে।
- (3) 'হা' (ه) প্রতিলিপিতে: «فإن»।
- (4) দেখুন: গ্রন্থকারের আন-নুকাত (১/২৭৮); এতে সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।
- (5) 'ত্বা' (ط) প্রতিলিপিতে: «عليهم»।
- (6) 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: «عدم» জার অবস্থায়, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'কাফ' (ك) প্রতিলিপি থেকে।
- (7) 'হা' (ح) প্রতিলিপিতে: «والاعتلال»। আল-কারী (রহ.) শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ২৭৯)-এ বলেছেন: «(الاعتلال) - হামযা ফাতহা সহ -: হলো 'আল-ইলাল' (العلل)-এর বহুবচন; যা 'ইল্লাহ' (علة)-এর বহুবচন, অথবা কাসরা সহ (الاعتلال) হলো 'আ'আল্লা' (أعل) ক্রিয়াপদের মাসদার (ক্রিয়ামূল)।»
- (8) 'ইয়া' (ي) প্রতিলিপিতে: «عدد» তানবিনযুক্ত জার অবস্থায়, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ي), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م) প্রতিলিপি থেকে।
- (9) 'হা' (ه) প্রতিলিপিতে: «علم», এবং এটি একটি বিকৃতি (ভুল)।
- (10) দেখুন: ইবনে হাজার-এর হুদা আস-সারী (১/১২); এতে তাদের উভয়ের উপর সমালোচিত হাদিসগুলোর সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, বুখারীতে সমালোচিত বিষয়গুলোর উত্তরসহ। হাফেয আল-ইরাকী এর পূর্বে তার একটি হারিয়ে যাওয়া অংশে এই সমালোচিত হাদিসগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন। দেখুন: আল-ইরাকীর আত-তাকয়ীদ ওয়াল ইয়াহ (পৃ. ৪২)।
- (11) «مِنْهُ» (তাঁর চেয়ে) শব্দটি 'আলিফ' (أ), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'কাফ' (ك) প্রতিলিপিতে নেই।
- (12) 'যা' (ي), 'হা' (ح) প্রতিলিপিতে: «وخریجه» জিম ফাতহা সহ (পাওয়া যায়), এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'ইয়া' (ي), 'মিম' (م) প্রতিলিপি থেকে।

(13) 'জিম' (ج), 'কাফ' (ك), 'মিম' (م) প্রতিলিপিতে: «ويتنبح», এবং 'দাল' (د) প্রতিলিপিতে: «ويتنبح» জাজম অবস্থায়, এবং 'ইয়া' (ي) প্রতিলিপিতে: «ويتنبح» বা' (ب) অক্ষর তাশদিদ ও ফাতহা সহ (পাওয়া যায়), এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'বা' (ب), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'লাম' (ل) প্রতিলিপি থেকে। আল-লাকানী (রহ.) কাদা আল-ওয়াত্বার (পৃ. ৭৪২)-এ বলেছেন: «(يَتَّبِعُ): 'ইয়াজতামি'উ' (يَجْتَمِعُ) ওজনের সমতুল্য।»

(ص: 117) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

آثَارُهُ، حَتَّى لَقَدْ⁽¹⁾ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ⁽²⁾: «لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ!»⁽³⁾.

[أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحیة]

(وَمِنْ ثَمَّ⁽⁴⁾ أَيْ: وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ⁽⁵⁾ - وَهِيَ أَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَلَى غَيْرِهِ - قُدِّمَ «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ» عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْحَدِيثِ⁽⁶⁾.
(ثُمَّ صَحِيحُ (مُسْلِمٍ)؛ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ⁽⁷⁾ فِي اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَلْقِي كِتَابِهِ بِالْقَبُولِ أَيْضاً سِوَى مَا عُلِّلَ.
(ثُمَّ يُقَدَّمُ فِي الْأَرْجَحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْأَصَحِّيَّةِ مَا وَافَقَهُ (شَرْطُهَا)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رِوَاؤُهَا مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّحِيحِ⁽⁸⁾،

(1) «لَقَدْ» ليست في ب، ح، ل، م.

(2) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، الحافظ (ت 385 هـ)، صاحب السنن والعلل وغيرهما. سِيرَ أعلام النبلاء (16/ 449).

(3) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».
وكلام الدارقطني ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (15/ 124).

(4) في ز: «ثبه».

(5) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ل، م: «الجهة».

(6) «فِي الْحَدِيثِ» سَقَطَتْ مِنْ هـ.

وفي حاشية و - بَخْطُ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ قراءة بحث عليّ. كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية م - بَخْطُهُ أَيْضاً -: «بلغ الشيخ فخر الدين عمر بن محمد قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

(7) فِي ط: «البخاري».

(8) وهي كما قال الْمُصَنِّفُ فِي النُّكْتِ (1/ 314): «أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ الَّذِي يَخْرِجُهُ مُحْتَجّاً بِرَوَاتِهِ فِي الصَّحِيحِينَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَى صُورَةِ الْجَمْعِ، سَالِماً مِنَ الْعِلَلِ».

আসা-যাওয়ার কোনো অর্থই থাকত না!»⁽³⁾

[বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ]

(আর এ কারণেই⁽⁴⁾ – অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গি⁽⁵⁾ থেকে, যা হলো ইমাম বুখারীর শর্তের অন্যদের উপর অধিকতর প্রাধান্য – («সাহীহ বুখারী»কে) হাদীস সংকলিত অন্যান্য গ্রন্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে⁽⁶⁾।

(অতঃপর) সাহীহ (মুসলিম); কারণ তিনি (ইমাম মুসলিম) ইমাম বুখারীর⁽⁷⁾ সাথে এ বিষয়ে অংশীদার যে, মুহাদ্দিসগণ তার গ্রন্থকেও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন, তবে যা ঐকটিপূর্ণ (মুআল্লাল) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা ব্যতীত।

(অতঃপর) বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন হাদীসকে, যা (বুখারী ও মুসলিমের) উভয়ের শর্তের⁽⁸⁾ সাথে মিলে যায়; কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) বর্ণনাকারীগণ এবং সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট শর্তাবলী।

(1) «লাকাদ» (لَقَدْ) শব্দটি ح, ب, ল (ل), মিম (م) পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(2) তিনি হলেন: আবুল হাসান আলী ইবনে উমার ইবনে আহমদ আদ-দারা কুতনী, হাফিয (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী), যিনি আস-সুনান (السُّنَنِ) এবং আল-ইলাল (الْعِلَلِ) সহ অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। সিয়রু আ'লামিন নুবালার (১৬/৪৪৯)।

(3) 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপির টীকায় — গ্রন্থকারের স্বহস্তে —: «অতঃপর এমনই পৌঁছেছে»।

এবং দারা কুতনীৰ এই উক্তিটি খতীব বাগদাদী তার ‘তারীখে বাগদাদ’ (১৫/১২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(4) ‘ঝা’ (ز) পাণ্ডুলিপিতে: «থাম্মাহ» (ثمه)।

(5) ব (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ح), ত’ (ط), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-জিহাহ» (الجهة)।

(6) «ফিল হাদীস» (في الحديث) অংশটি ‘হা’ (ه) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

এবং ‘ওয়াও’ (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় — গ্রন্থকারের স্বহস্তে —: «অতঃপর আমার উপর গবেষণা পাঠ করা হয়েছে। লিখেছেন: ইবনে হাজার», এবং ‘মিম’ (م) পাণ্ডুলিপির টীকায় — তাঁর স্বহস্তেও —: «শাইখ ফখর আদ-দীন উমার ইবনে মুহাম্মাদ আমার উপর গবেষণা পাঠ করেছেন। লিখেছেন: তার গ্রন্থকার»।

(7) ‘ত’ (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-বুখারী» (البخاري)।

(8) আর তা হলো, যেমনটি গ্রন্থকার ‘আন-নুকাত’ (النُّكَات) গ্রন্থে (১/৩১৪) বলেছেন: «যে, যে হাদীসের সনদ সংকলিত হবে, তার বর্ণনাকারীরা সাহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) অথবা তাদের কোনো একটিতে প্রমাণ হিসেবে উল্লিখিত হবেন এবং তা (হাদীস) ইলাল (ত্রুটিসমূহ) থেকে মুক্ত হবে»।

(ص: 118) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَرَوَاتُهَا قَدْ حَصَلَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ بِطَرِيقِ اللَّزُومِ⁽¹⁾، فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي⁽²⁾ رَوَايَاتِهِمْ⁽³⁾، وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهَا مَعًا؛ كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلُهُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا؛ فَيُقَدَّمُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبَعًا لِأَصْلِ كُلِّ مِنْهُمَا. فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا⁽⁴⁾ سِتَّةُ أَقْسَامٍ تَتَفَاوَتْ دَرَجَاتُهَا⁽⁵⁾ فِي الصِّحَّةِ، وَتَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ؛ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا، وَهَذَا التَّفَاوْتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

أَمَّا لَوْ رَجَحَ ⁽⁶⁾ قِسْمٌ عَلَى مَا هُوَ ⁽⁷⁾ فَوْقَهُ بِأُمُورٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فَوْقَهُ؛ إِذْ قَدْ يَعْزُضُ لِلْمَفُوقِ ⁽⁸⁾ مَا يَجْعَلُهُ فَائِقًا.

- (1) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 284): «البراد بـ (اللُّزُوم): الالتزام، بمعنى: أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمَّا تَلَقَّوْا كِتَابَيْهَا بِالْقَبُولِ؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ رَجَالُهَا عَلَى وَصْفِ الْعَدُولِ».
- (2) فِي أ: «مَنْ».
- (3) فِي ط: «رَوَايَتُهُمْ».
- (4) فِي ط: «هَذِهِ».
- (5) فِي أ، ب: «دَرَجَاتُهُمَا».
- (6) فِي ح، ك: «رُجِّحَ» بضم الراء وكسر الجيم مشددة، والثبت من ج، د، هـ، و.
- (7) «هُوَ» لَيْسَتْ فِي ب، ج، د، ح، م.
- (8) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 289): «قَوْلُهُ: (لِلْمَفُوقِ) أَي: لِلْمَرْجُوحِ؛ مَنْ فَاقَ الرَّجُلَ أَصْحَابَهُ يَفُوقُ؛ أَي: عَلاَهُمْ بِالشَّرَفِ».

এবং তাদের (উভয়ের) বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা (তা'দীল) সম্পর্কে অবশ্যসম্ভাবী পন্থায়⁽¹⁾ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তাদের বর্ণনাসমূহে তারা অন্যদের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত⁽²⁾। আর এটি এমন একটি মূলনীতি⁽³⁾ যা থেকে প্রমাণ ছাড়া বিচ্যুত হওয়া যায় না।

যদি হাদীস (খবর) তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী হয়, তবে তা মুসলিমের সংগৃহীত হাদীসের চেয়ে নিম্নমানের অথবা তার সমমানের হবে।

আর যদি তা তাদের দুজনের একজনের শর্ত অনুযায়ী হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের মূলনীতির অনুসরণ করে শুধুমাত্র মুসলিমের শর্তের উপর শুধুমাত্র বুখারীর শর্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সুতরাং এর থেকে আমাদের জন্য ছয়টি প্রকার⁽⁴⁾ উদ্ভূত হলো, যার বিশুদ্ধতার স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন⁽⁵⁾। এবং সেখানে একটি সপ্তম প্রকারও আছে; যা তাদের উভয়ের সম্মিলিত বা একক শর্ত অনুযায়ী নয়। আর এই তারতম্য কেবল উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে।

কিন্তু যদি একটি প্রকার⁽⁶⁾ তার উপরের প্রকারের (উচ্চতর) উপর অন্যান্য এমন বিষয়ের কারণে অগ্রাধিকার পায় যা প্রাধান্য দাবি করে, তাহলে এটিকে তার উপরেরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ নিম্নতর (আল-মাফুহ)⁽⁷⁾ প্রকারের ক্ষেত্রে এমন কিছু উপস্থিত হতে পারে যা তাকে উচ্চতর⁽⁸⁾ করে তোলে।

(1) আল-কারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) শারহু শারহিন নুখবাহ (পৃ. ২৮৪) গ্রন্থে বলেছেন: "(আল-লুযুম) (অবশ্যসম্ভাবিতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল-ইলতিযাম (বাধ্যবাধকতা/প্রতিশ্রুতি), এই অর্থে যে, যখন আলেমগণ তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) উভয় গ্রন্থকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন অবশ্যসম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের বর্ণনাকারীরা আদুল (নির্ভরযোগ্য) গুণে গুণান্বিত।"

(2) আ (পাণ্ডুলিপিতে): "মিন"।

(3) ত্ব (পাণ্ডুলিপিতে): "রিওয়ায়াতিহিম" (একবচন)।

(4) ত্ব (পাণ্ডুলিপিতে): "হাযিহি"।

(5) আ, বা (পাণ্ডুলিপিতে): "দারাজাতুহুমা"।

(6) হা, কা (পাণ্ডুলিপিতে): "রুজজিহা" (রা অক্ষর যম্মা এবং জিম অক্ষর তাশদীদ সহ কাসরা)। মূল পাঠ জিম, দাল, হা, ওয়াও (পাণ্ডুলিপি) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(7) বা, জিম, দাল, হা, মিম (পাণ্ডুলিপিতে) এ "হুয়া" শব্দটি নেই।

(8) আল-কারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) শারহু শারহিন নুখবাহ (পৃ. ২৮৯) গ্রন্থে বলেছেন: "তাঁর উক্তি: (আল-মাফুহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (আল-মারজুহ) (নিম্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত); 'ফাকাল-রাজুলু আসহাবাহু ইয়াফুহু' (ব্যক্তি তার সঙ্গীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে) থেকে এসেছে, অর্থাৎ: আভিজাত্যে বা শ্রেষ্ঠত্বে তাদের উপর উচ্চ স্থান লাভ করেছে।"

كَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلًا⁽¹⁾، وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيدُ الْعِلْمَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُخْرِجُهُ⁽²⁾ الْبُخَارِيُّ إِذَا كَانَ فَرْدًا - مُطْلَقًا⁽³⁾ - .

وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخْرِجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وَصِفَتْ بِكُونِهَا أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ - كَمَا لِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انفردَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلًا، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ⁽⁴⁾ .

[الحسن لذاته والحسن لغيره]

(فَإِنْ خَفَّ الضُّبُطُ) أَيُّ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ الْقَوْمُ خُفُوفًا: قَلُّوا⁽⁵⁾، وَالْمُرَادُ: مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ؛ (فَ) هُوَ: (الْحَسَنُ لِذَاتِهِ) لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الْإِعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِ⁽⁶⁾ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ. وَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ بَاقِي الْأَوْصَافِ: الضَّعِيفُ.

(1) في ي: «مثلا عند مسلم» بتقديم وتأخير، وفي ط زيادة: «رواه عدد».

(2) في ك: «يُخْرِجُهُ» بسكون الخاء وتخفيف الرّاء، والمثبت من أ، د.

(3) قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 290): «(مُطْلَقًا) بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه؛ لأنه يوهم خلاف المقصود».

(4) في حاشية أ، د، و - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».

(5) في ح: «إذا قلّوا»، ومكانها بياض في ب. وانظر: الصّحاح للجوهري (4/ 1353).

(6) سيأتي بيان معنى «المستور» (ص 174).

যেমন, যদি হাদীসটি মুসলিমের (সংকলনে) থাকে^(১), এবং তা (হাদীসটি) মাশহুর (বহুল পরিচিত), কিন্তু (এত বেশি সূত্রে বর্ণিত নয় যে তা) তাওয়াতুরের (অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার) স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, কিন্তু এর সাথে এমন একটি (দৃঢ়) আনুষঙ্গিক প্রমাণ (করীনা) যুক্ত হয়েছে যার কারণে এটি নিশ্চিত জ্ঞান (ইলম) প্রদান করে; তাহলে এটিকে বুখারী কর্তৃক সংকলিত সেই হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদি তা 'ফাদ' (একক সূত্রে বর্ণিত) হয় – নিরঙ্কুশভাবে (মুত্বলাকান)^(৩)।

এবং যেমন, যদি এমন কোনো হাদীস থাকে যা (বুখারী ও মুসলিম) উভয়ে সংকলন করেননি, কিন্তু এমন একটি সূত্র পরম্পরার (তারজামা) মাধ্যমে বর্ণিত যা 'আসহাভুল আসানীদ' (সবচেয়ে বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরা) হিসাবে বর্ণিত হয়েছে – যেমন, মালিক নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে (বর্ণনা করেছেন) – তাহলে এটিকে সেই হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যা তাদের (বুখারী ও মুসলিম) মধ্যে একজন এককভাবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে যদি তার (এককভাবে বর্ণনাকারীর) সনদসূত্রে এমন কেউ থাকে যার সম্পর্কে প্রশ্ন (দুর্বলতা) রয়েছে^(৪)।

[হাসান লি-জাতিহি (স্বকীয়ভাবে হাসান) ও হাসান লি-গাইরিহি (পরকীয়ভাবে হাসান)]

(যদি 'দাবত' (ضبط – সূতিশক্তি ও সংরক্ষণের ক্ষমতা) হালকা হয়) অর্থাৎ, কমে যায়। বলা হয়: 'খাফফা আল-কাওমু খুফুফান' মানে 'লোকেরা কমে গেল'^(৫)। আর উদ্দেশ্য হলো: 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) হাদীসের সংজ্ঞায় উল্লেখিত অবশিষ্ট শর্তাবলী বজায় রেখে (যদি দাবত হালকা হয়); তাহলে তা হলো: (হাসান লি-জাতিহি) (স্বকীয়ভাবে হাসান), কোনো বাহ্যিক কারণে নয়। আর এটি হলো সেই হাদীস যার 'হাসান' (ভালো) হওয়া সমর্থন (ই'তিদাদ) পাওয়ার কারণে হয়, যেমন 'মাস্তুর' (مستور - যার ন্যায়পরায়ণতা অস্পষ্ট) ব্যক্তির হাদীস যদি এর বর্ণনা সূত্র একাধিক হয়^(৬)।

এবং বাকি গুণাবলী শর্ত করার মাধ্যমে 'দঈফ' (ضعيف - দুর্বল) হাদীস (এই শ্রেণি থেকে) বাদ পড়ে যায়।

(১) 'ইয়া' (ي) সংস্করণে: "مثلا عند مسلم" (যেমন মুসলিমের কাছে) শব্দগুলির ক্রম পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে, এবং 'তা' (ط) সংস্করণে অতিরিক্ত আছে: "রওয়াহু আদাদ" (رواه عدة) (অনেক লোক এটি বর্ণনা করেছে)।

(2) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "ইউখরিজুহ" (يُخْرِجُهُ) - খাফ (خ) বর্ণ সাকিন (জর্ম) এবং রা (ر) বর্ণ তাখফীফ (হালকা) সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত (মূল টেক্সটে ব্যবহৃত হয়েছে) তা 'আলিফ' (أ) এবং 'দাল' (د) সংস্করণ থেকে নেওয়া।

(3) আল-ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (পৃ. ২৯০) গ্রন্থে বলেছেন: "(মুত্বলাকান) (مُطْلَقاً - 'নিরঙ্কুশভাবে') - এটি 'ইত্বলাক' (নিরঙ্কুশতা)-এর ব্যাখ্যা। এর দ্বারা সেই 'ফাদ্দ আল-মুত্বলাক' (فرد المطلق - নিরঙ্কুশভাবে একক) উদ্দেশ্য নয় যা 'নিসবী' (النسبي - আপেক্ষিক)-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি (প্রাথমিকভাবে) ধারণা হতে পারে। তাই এটি বাদ দেওয়াই উত্তম ছিল; কারণ এটি উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ বোঝাতে পারে।"

(4) 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د), এবং 'ওয়াও' (و) সংস্করণের টীকায় - লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে - রয়েছে: "ছুম্মা বালাগা কাযালিকা" (ثم بلغ كذلك) (তারপর এটি এভাবে পৌঁছেছে)। আর 'জীম' (ج) সংস্করণের টীকায় রয়েছে: "ছুম্মা বালাগা কিরাআতান ওয়া বাহছান" (ثم بلغ قراءة) (তারপর এটি পড়া ও গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছে)।

(5) 'হা' (ح) সংস্করণে: "ইযা ক্বাল্লু" (إِذَا قُلُوا) (যদি তারা কমে যায়), আর 'বা' (ب) সংস্করণে এর স্থানে সাদা জায়গা (খালি) রয়েছে। দেখুন: আল-জাওহারীর 'আস-সিহাহ' (৪/১৩৫৩)।

(6) 'আল-মাস্তুর' (المستور) শব্দের অর্থ (পৃ. ১৭৪-এ) পরে আসবে।

(ص: 120) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ⁽¹⁾ لِلصَّحِيحِ⁽²⁾ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ - وَإِنْ كَانَ دُونَهُ -
وَمُشَابِهٌ⁽³⁾ لَهُ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

[الصحيح لغيره]

(وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحِّحُ)، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ⁽⁴⁾ لَهُ بِالصَّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ⁽⁵⁾
الْمَجْمُوعَةَ قُوَّةً⁽⁶⁾ تَجْبُرُ الْقَدَرَ الَّذِي قَصَرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الْحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ،
وَمِنْ ثَمَّ تُطْلَقُ الصَّحَّةُ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ حَسَنًا لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ⁽⁷⁾ إِذَا تَعَدَّدَ.
وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ⁽⁸⁾ الْوُصْفُ.

[توجيه وصف الحديث الواحد بالحسن والصحة معاً]
 (فَإِنْ جُمِعَا) أَي: الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ ⁽⁹⁾ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ ⁽¹⁰⁾؛ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ ⁽¹¹⁾:
 «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛

- (1) فِي هـ: «مُشَارِكٌ» بِالْجَرِّ الْمَنُونُ، وَفِي ي: «يُشَارِكُ»، وَالْمَثْبُتُ مِنْ د، ك.
- (2) فِي أ، ي: «الصَّحِيحُ».
- (3) فِي هـ: «وَمُشَابِهٌ» بِالْجَرِّ الْمَنُونُ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ب، د، و، ح، ي، ك.
- (4) فِي و: «نَحْكُمُ»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، ح.
- (5) فِي ب: «لِلضَّرُورَةِ»، وَفِي حَاشِيَتِهَا: «لِلطَّرْقِ»، وَفِي ط: «الصُّورَةُ».
- (6) فِي ب: «قُوَّةٌ» بِالرَّفْعِ الْمَنُونُ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ أ، د، و، ح، ي، ك، م.
- (7) فِي أ: «انْفَرَدَ».
- (8) فِي أ، هـ، ح: «يَتَفَرَّدُ».
- (9) فِي أ: «الْحَسَنُ وَالصَّحِيحُ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ.
- (10) فِي ل: «وَصِفِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ»، وَفِي د: «وَصِفِ وَاحِدٍ» بِالْإِضَافَةِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ أ، ب، و، ز، ك.
- قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (782): «(فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ): يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ بِالْإِضَافَةِ؛ أَي: فِي وَصْفِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ النُّسخِ كَذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: لَهَا تَبَعًا مَوْصُوفًا وَاحِدًا؛ جَعَلَ الْوَصْفَانِ كَالْوَصْفِ الْوَاحِدِ».
- (11) مِثْل: يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَأَبِي عَلِيٍّ الطُّوسِي. انْظُرْ: التَّقْيِيدُ وَالْإِيضَاحُ لِلْعِرَاقِيِّ (ص 52)، النَّكْتُ لِلْمُصَنِّفِ (1/ 429)، حَاشِيَةُ ابْنِ قُطُوبَغَا (ص 60).

এই প্রকারের ‘হাসান’ হাদীস প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে ‘সহীহ’ হাদীসের⁽²⁾ সাথে অংশীদার – যদিও তা এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে – এবং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর অনুরূপ, যার কিছু স্তর অন্যটির উপরে অবস্থিত।

[অন্য কারণে সহীহ]

(এবং এর সনদসমূহের আধিক্যের কারণে তা সহীহ হয়), আর এর সনদসমূহ একাধিক হলে একে 'সহীহ' বলে গণ্য করা হয়⁽⁴⁾; কারণ সম্মিলিত রূপের⁽⁵⁾ এমন একটি শক্তি রয়েছে যা হাসানের বর্ণনাকারীর সংরক্ষণে (ضبط) সহীহের বর্ণনাকারীর সংরক্ষণের চেয়ে যে পরিমাণ ঘাটতি ছিল, তা পূরণ করে দেয়। আর একারণেই, যে সনদ তার সত্তাগতভাবে হাসান (হাসান লি-জাতিহি) হয়, যদি তা এককভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে একাধিক সনদের কারণে তার উপর 'সহীহ'-এর বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা হয়⁽⁷⁾।

আর এটি তখন, যখন বৈশিষ্ট্যটি একক হয়⁽⁸⁾।

[একই হাদীসকে হাসান ও সহীহ উভয় নামে অভিহিত করার যৌক্তিকতা]

(যদি উভয়টি একত্রিত হয়) অর্থাৎ: 'সহীহ' ও 'হাসান'⁽⁹⁾ একটি একক বর্ণনায়⁽¹⁰⁾; যেমন তিরমিযী ও অন্যদের⁽¹¹⁾ উক্তি: «হাদীসটি হাসান সহীহ»;

(1) 'হা' লিপিতে: «মুশারিকিন» জার-এর সাথে তানবীনযুক্ত, আর 'ইয়া' লিপিতে:

«ইউশারিকু», এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'দাল' ও 'কাফ' থেকে।

(2) 'আলিফ' ও 'ইয়া' লিপিতে: «আস-সহীহ»।

(3) 'হা' লিপিতে: «ওমুশাবিহিন» জার-এর সাথে তানবীনযুক্ত, এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'বা', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ' থেকে।

(4) 'ওয়াও' লিপিতে: «নোহকুমু», আর 'আলিফ' ও 'হা' লিপিতে (নুকতা/ফুটকি) দেওয়া হয়নি।

(5) 'বা' লিপিতে: «লি-দারুরতি», আর এর টীকায়: «লি-ত-তুরকি», এবং 'ত্বা' লিপিতে: «আস-সূরাহ»।

(6) 'বা' লিপিতে: «কুওয়াতুন» রাফ'-এর সাথে তানবীনযুক্ত, এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'আলিফ', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মীম' থেকে।

(7) 'আলিফ' লিপিতে: «ইনফারাদা»।

(8) 'আলিফ', 'হা', 'হা' লিপিতে: «ইয়াতফাররাদু»।

(9) 'আলিফ' লিপিতে: «আল-হাসান ওয়াস-সহীহ» আগে-পিছে করে।

(10) 'লাম' লিপিতে: «ওয়াসফি হাদীসিন ওয়াহিদুন» (একটি একক হাদীসের বর্ণনা), আর 'দাল' লিপিতে: «ওয়াসফি ওয়াহিদুন» ইদাফাত (সমাস) সহ, এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'আলিফ', 'বা', 'ওয়াও', 'যা', 'কাফ' থেকে।

আল-লাকানী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) ক্বাদাআল-ওয়াত্বার (৭৮২)-এ বলেছেন: «(একটি একক বর্ণনায়): এটিকে ইদাফাত (সমাস) সহকারে পড়া উচিত; অর্থাৎ: একটি একক হাদীসের বর্ণনায়, আর কিছু লিপিতে এভাবেই এসেছে, এবং বলা যেতে পারে: যখন উভয়টি একটি একক বর্ণিত বিষয়ের অনুগামী হয়েছে; তখন দুইটি বর্ণনাকে একটি একক বর্ণনার মতো গণ্য করা হয়েছে»।

(11) যেমন: ইয়াকুব ইবন শাইবাহ, এবং আবু আলী আত-তুসী। দেখুন: আল-ইরাকীর আত-তাকরীদ ওয়াল-ঈদাহ (পৃ. ৫২), আল-মুসান্নিফ-এর আন-নুকাত (১/ ৪২৯), ইবন কুতলুবুগা-এর হাশিয়াহ (পৃ. ৬০)।

(ص: 121) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(فَلِلتَّرْدُّدِ⁽¹⁾ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ⁽²⁾ عَنْهَا؟! وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ⁽³⁾. وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنْ اسْتَشْكَلَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَقَالَ⁽⁴⁾: الْحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ⁽⁵⁾, فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ⁽⁶⁾ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ! وَمُحْصَلُ الْجَوَابِ⁽⁷⁾: أَنَّ تَرَدُّدَ أُيْمَةٍ⁽⁸⁾ الْحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ⁽⁹⁾: «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ. وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ. وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ الْعَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ⁽¹⁰⁾.

(1) فِي د، ط: «فَالْتَرَدُّدُ».

- (2) في هـ: «أو قَصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.
- (3) في ي: «الرَّأْيَةُ»، وهو تصحيف.
- (4) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلَاح (ص 39).
- (5) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».
- (6) في ب: «ذلك».
- (7) في و: «الجواب» بالرفع، وهو خطأ.
- (8) في ب: «أئمة» بالرفع، وهو وهم.
- (9) «فيه» ليست في ب.
- (10) قال اللَّقَائِيُّ رحمه الله في قَضَاءِ الوَظَر (ص 790): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَالْأَفْبَاعُتَبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».

সুতরাং, বর্ণনাকারীর (বিষয়ে) মুজতাহিদের মনে যে দ্বিধা সৃষ্টি হয়—যে তার মধ্যে সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণ হয়েছে, নাকি তা থেকে কম পড়েছে?!—তারই কারণে (এই নামকরণ)। আর এটি এমন ক্ষেত্রে ঘটে যখন সে ঐ বর্ণনাটি এককভাবে (তাফারুদ) বর্ণনা করে⁽³⁾। আর এর দ্বারা সেই ব্যক্তির জবাব জানা যায়, যে দুটি গুণের (হাসান ও সহীহ) সমন্বয়ে সমস্যায়ুক্ত মনে করে বলেছিল⁽⁴⁾: 'হাসান' 'সহীহ' থেকে নিম্নমানের⁽⁵⁾। সুতরাং, দুটি গুণকে একত্রিত করলে সেই নিম্নমানের বিষয়টিকে স্বীকার করা ও অস্বীকার করা উভয়ই হয়! আর জবাবের সারমর্ম হলো⁽⁷⁾: হাদিস বিশেষজ্ঞদের⁽⁸⁾ তার বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে দ্বিধার কারণে মুজতাহিদের জন্য এটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে যে, তিনি তাকে (হাদিসটিকে) দুটি গুণের (হাসান বা সহীহ) কোনো একটি দ্বারা এককভাবে বর্ণনা করবেন না। সুতরাং তার ক্ষেত্রে বলা হয়⁽⁹⁾: একদলের মতে তার গুণের বিবেচনায় 'হাসান', (আর) অন্যদলের মতে তার গুণের বিবেচনায় 'সহীহ'।

আর এর চূড়ান্ত কথা হলো: এর থেকে দ্বিধার অক্ষরটি (যেমন 'অথবা') বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ এর সঠিক রূপটি হতো: 'হাসান অথবা সহীহ'। আর এটি তেমনি, যেমন এর পরবর্তী অংশ থেকে সংযোজক অব্যয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে⁽¹⁰⁾।

- (1) দ, ত্ব পাণ্ডুলিপিতে: «ফাত্তারদুদ»।
- (2) হা পাণ্ডুলিপিতে: সাদ বর্ণের উপর তাশদিদ (জোর) সহকারে «আও ক্বাসসার»। আর মূল পাঠে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা দ, কাফ পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (3) ইয়া পাণ্ডুলিপিতে: «আর-রাবিয়াহ», যা একটি লেখার ত্রুটি (তাহসিফ)।
- (4) দেখুন: ইবনুল সালাহ-এর 'মারিফাতু আনওয়াউল উলুমিল হাদিস' (পৃষ্ঠা ৩৯)।
- (5) ঝা পাণ্ডুলিপিতে: «আল-হসনু ক্বাসিরুন আনিস-সিহহাহ» (গুণগতভাবে হাসান, সহীহ থেকে কম)।
- (6) বা পাণ্ডুলিপিতে: «যালিক»।
- (7) ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: রফ' (পেশ) সহকারে «আল-জাওয়াবু», যা ভুল।
- (8) বা পাণ্ডুলিপিতে: রফ' (পেশ) সহকারে «আইম্মাতু», যা একটি ভ্রম।
- (9) বা পাণ্ডুলিপিতে «ফিহি» (তাতে) শব্দটি নেই।
- (10) আল-লাকানি (রহিমাহুল্লাহ) 'ক্বাদা আল-ওয়াতার' (পৃষ্ঠা ৭৯০) গ্রন্থে বলেছেন: «যেমন এর পরবর্তী অংশ থেকে সংযোজক অব্যয়ের বিলুপ্তি ঘটেছে; অর্থাৎ, এর পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে। আর সেটি হলো তার উক্তি: (আর অন্যথায়, দুটি ইসনাদের (সনদের) বিবেচনায়)»।

(ص: 122) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْجَزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ، وَهَذَا حَيْثُ التَّفَرُّدُ⁽¹⁾.

(وَالْأَلَا) (2) إِذَا (3) لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ⁽⁴⁾؛ (فَ) إِطْلَاقُ الْوُصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ (بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ) أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ، وَالْآخَرُ حَسَنٌ.

وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛ فَوْقَ⁽⁵⁾ مَا قِيلَ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ؛ إِذَا كَانَ فَرْدًا⁽⁶⁾؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الطَّرِيقِ تُقْوِي⁽⁷⁾.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ⁽⁸⁾ بِأَنَّ شَرْطَ الْحَسَنِ: أَنْ يُرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ؛ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ»⁽⁹⁾ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»⁽¹⁰⁾!؟

[الحديث الحسن عند الترمذي]

فَالْجَوَابُ: أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُعَرِّفِ الْحَسَنَ مُطْلَقاً، وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ ⁽¹¹⁾ مِنْهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ:

(1) فِي حَاشِيَةِ أ - بَخِطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(2) فِي أ، ب، ك زِيَادَةً: «أَي».

(3) فِي هـ: «إِذ».

(4) فِي أ: «الْتَرَدُّ».

(5) فِي ط: «دُونَ».

(6) فِي هـ: «مُفْرَدًا».

(7) فِي حَاشِيَةِ وَ - بَخِطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(8) فِي جَامِعِهِ - الْعِلَل - (6 / 481).

(9) فِي ط: «أَعْرَفَهُ».

(10) هَذَا الِاعْتِرَاضُ ذِكْرُهُ الزُّرْكَشِيُّ فِي النُّكْتِ (1 / 308).

(11) فِي وَ، وَحَاشِيَةِ ب: «نَوْعًا خَاصًّا».

এবং এই অনুযায়ী; যে হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে: ‘হাসান সহীহ’ (সুসংগত ও নির্ভুল) তা ‘সহীহ’ (নির্ভুল) বলা হাদীসের চেয়ে নিম্নমানের; কারণ দৃঢ়তা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চেয়ে শক্তিশালী, আর এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে একক বর্ণনা রয়েছে⁽¹⁾।

আর যদি একক বর্ণনা না পাওয়া যায়⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾; তাহলে হাদীসের উপর উভয় গুণবাচক শব্দ একসাথে প্রয়োগ করা হয় দুইটি সনদ (বর্ণনা পরস্পরা)-এর ভিত্তিতে, যার একটি সহীহ এবং অন্যটি হাসান।

এবং এই অনুযায়ী; যে হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে: ‘হাসান সহীহ’ তা কেবল ‘সহীহ’ বলা হাদীসের চেয়ে উন্নততর⁽⁵⁾; যদি এটি এককভাবে বর্ণিত হয়⁽⁶⁾; কারণ সূত্রের (বর্ণনার) আধিক্য একে শক্তিশালী করে⁽⁷⁾।

যদি প্রশ্ন করা হয়: তিরমিযী^(৪) স্পষ্ট বলেছেন যে, হাসান হাদীসের শর্ত হলো: এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া; তাহলে তিনি কিভাবে কিছু হাদীস সম্পর্কে বলেন: ‘হাসান গারীব’ (সুন্দর ও বিরল), ‘আমরা এটি^(৯) এই সূত্র ব্যতীত জানি না’^(১০)?!

[তিরমিযীর মতে হাসান হাদীস]

এর জবাব হলো: তিরমিযী হাসানকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি, বরং তিনি এর একটি বিশেষ প্রকারের^(১১) সংজ্ঞা দিয়েছেন যা তার কিতাবে পাওয়া যায়, আর তা হলো যা তিনি এই সম্পর্কে বলেন:

- (১) ‘আ’ এর টীকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে –: ‘অতঃপর এটি এমনই পৌঁছেছে’।
- (২) ‘আ’, ‘বা’ ও ‘কা’ তে অতিরিক্ত শব্দ: ‘অর্থাৎ’।
- (৩) ‘হা’ তে: ‘ইয (যখন)’।
- (৪) ‘আ’ তে: ‘আত-তারদুদ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব)’।
- (৫) ‘তা’ তে: ‘দূন (নিম্নমানের)’।
- (৬) ‘হা’ তে: ‘মুফরাদান (এককভাবে)’।
- (৭) ‘ওয়াও’ এর টীকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে –: ‘অতঃপর এটি এমনই পৌঁছেছে’।
- (৮) তার ‘জামে’ (সংকলন) গ্রন্থে – ‘আল-ইলাল’ (হাদীসের ত্রুটিসমূহ) – (৬/৪৮১)।
- (৯) ‘তা’ তে: ‘আ’রিফুল্হ (আমি তা জানি)’।
- (১০) এই আপত্তিটি যারকাশী তার ‘আন-নুকাত’ গ্রন্থে (১/৩০৮) উল্লেখ করেছেন।
- (১১) ‘ওয়াও’ এবং ‘বা’ এর টীকায়: ‘নওআন খাস্সান (একটি বিশেষ প্রকার)’।

(ص: 123) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

«حَسَنٌ» مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «غَرِيبٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»⁽¹⁾، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ؛ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ ⁽²⁾ كِتَابِهِ: «وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ: حُسْنَ إِسْنَادِهِ ⁽³⁾ عِنْدَنَا، كُلُّ ⁽⁴⁾ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا بِكَذِبٍ، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ شَاذًا؛ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» ⁽⁵⁾.
فَعَرَفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ، أَمَّا مَا يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، أَوْ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»،

(1) في أ، ب، ج، ح، ط، ي، ك: «وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب»
بتقديم وتأخير.

(2) في د، ز، ي، ك، ل: «أواخر».

(3) في ب: «حَسَنٌ» بفتح الحاء وضم السين و «إِسْنَادُهُ» بِالرَّفْعِ، وفي ك: بفتح الحاء وضمها، وفتح السين وسكونها و «إِسْنَادُهُ» بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.

قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 307): «ضُبُط: بفتح الحاء والسين؛ على أنه صفة مشبهة، فالنون منوّن، وبضم السين وفتح النون؛ على أنه فعل ماضٍ، وعليهما: (إِسْنَادُهُ) مرفوع بالفاعلية، وبضم الحاء وسكون السين؛ على أنه مصدر منصوب على المفعولية مضاف إلى (إِسْنَادُهُ)».

(4) في ب، ي، ك: «فكل»، وفي و: «وكل»، وفي حاشيتها: «إِذ».

(5) انظر: العلل المطبوع في آخر الجامع (6/ 481).

অন্য কোনো বিশেষণ ব্যতীত "হাসান" (হাদীসের একটি প্রকার)। কারণ তিনি কিছু হাদীসে বলেন: "হাসান", এবং কিছুতে: "সহীহ", এবং কিছুতে: "গারীব", এবং কিছুতে: "হাসান সহীহ", এবং কিছুতে: "হাসান গারীব", এবং কিছুতে: "সহীহ গারীব" ⁽¹⁾, এবং কিছুতে: "হাসান সহীহ গারীব"।

তাঁর সংজ্ঞা কেবল প্রথমটির (অর্থাৎ, কেবল 'হাসান'-এর) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে, এবং তাঁর উক্তিই সেদিকে ইঙ্গিত করে; যেমন তিনি তাঁর কিতাবের শেষে^(২) বলেছেন: "আর আমাদের কিতাবে আমরা যে হাদীসকে 'হাসান' বলেছি; তা দ্বারা আমরা উদ্দেশ্য করেছি: আমাদের নিকট এর সনদ (বর্ণনাসূত্র)^(৩) ভালো, এমন প্রতিটি^(৪) হাদীস যা বর্ণিত হয়েছে এবং যার বর্ণনাকারী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়, এবং যা এ ধরনের অন্য কোনো সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, এবং যা শায় (বিরল) নয়; সেটিই আমাদের নিকট হাসান হাদীস।"^(৫)

সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, তিনি কেবল সেই হাদীসকেই সংজ্ঞায়িত করেছেন যার ব্যাপারে তিনি কেবল "হাসান" বলেন। পক্ষান্তরে, যার ব্যাপারে তিনি "হাসান সহীহ" অথবা "হাসান গারীব" বলেন, ...

(১) আ, বা, জিম, হা, ত্বা, ইয়া, কাফ-এ: "এবং কিছুতে সহীহ গারীব, এবং কিছুতে হাসান গারীব" - বাক্যগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন সহকারে।

(২) দাল, যা, ইয়া, কাফ, লাম-এ: "শেষাংশে"।

(৩) বা-তে: 'হাসুনা' (حَسُنَ) হা-এর উপর ফাতহা ও সিন-এর উপর দম্মা সহ এবং 'ইসনাদুহু' (إِسْنَادُهُ) রফ' (পেশ) সহকারে রয়েছে। আর কাফ-এ: হা-এর উপর ফাতহা ও দম্মা উভয়ই, এবং সিন-এর উপর ফাতহা ও সুকুন (যযম) উভয়ই এবং 'ইসনাদুহু' (إِسْنَادُهُ) রফ' (পেশ) ও জার (জের) উভয় সহকারে রয়েছে। যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ত্বা, ইয়া, লাম থেকে গৃহীত।

আল-কারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'শারহু শারহিন-নুখবাহ' (পৃ. ৩০৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি (অর্থাৎ, حَسُنَ) হা-এর উপর ফাতহা ও সিন-এর উপর ফাতহা সহকারে 'সিফাতুশ-মুশাব্বাহাহ' (বিশেষণবাচক বিশেষ্য) হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে, ফলে নুন তানবীনযুক্ত। এবং সিন-এর উপর দম্মা ও নুন-এর উপর ফাতহা সহকারে 'ফে'লে মাযী' (অতীত ক্রিয়াপদ) হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে: (ইসনাদুহু) কর্তা হিসেবে মারফু' (পেশযুক্ত)। এবং হা-এর উপর দম্মা ও সিন-এর উপর সুকুন (যযম) সহকারে 'মাসদার' (ক্রিয়ামূল) হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে, যা মাফ'উলিয়াত (কর্ম)-এর জন্য মানসুব (যবরযুক্ত) এবং (ইসনাদুহু)-এর সাথে মুদাফ (সম্বন্ধযুক্ত)।"

(৪) বা, ইয়া, কাফ-এ: "ফাকুল্লু" (فَكُلُّ), এবং ওয়াও-এ: "ওয়াকুল্লু" (وَكُلُّ), এবং এর টীকায়: "ইয" (إِذْ)।

(ص: 124) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَوْ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»؛ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِهِ؛ كَمَا لَمْ ⁽¹⁾ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ، أَوْ: «غَرِيبٌ» فَقَطْ.
وَكَأَنَّهُ ⁽²⁾ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً؛ لِشُهْرَتِهِ ⁽³⁾ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ، وَاقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ؛ إِمَّا لِعُضْوِهِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اضْطَلَّحَ جَدِيدٌ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: «عِنْدَنَا»، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِيُّ ⁽⁴⁾.
وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِيرَادَاتِ الَّتِي طَالَ الْبَحْثُ فِيهَا، وَلَمْ يُسْفَرْ ⁽⁵⁾ وَجْهُ تَوْجِيهِهَا، فَلِلَّهِ ⁽⁶⁾ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ ⁽⁷⁾.

[زيادة الثقة]

(وَزِيَادَةُ رَاوِيَيْهَا ⁽⁸⁾)؛ أَيِ: الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ⁽⁹⁾ (مَقْبُولُهُ؛ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةٌ لِه) رِوَايَةٍ (مَنْ هُوَ أَوْثَقُ) مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ ⁽¹⁰⁾.

(1) في ي: «لا».

(2) في ه: «فإنه»، وفي ز: «كأنه».

(3) في ز، ح، ل، ونسخة على حاشية و: «بشهرته».

(4) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، الخطَّابِيُّ (ت 388 هـ). سِيرَ أعلام النبلاء (23 / 17).

قال الخطَّابِيُّ رحمه الله في معالم السنن (1 / 6): «الحديث عند أهله على ثلاثة أقسامٍ: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم».

(5) في ز: «يسفر» بفتح الياء وضم الفاء، والثبت من أ، ب، ج، هـ، ح، ل، م.

(6) في ط: «وَلَّهِ».

(7) في حواشي أ، ج، و - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(8) في ط، ك، ونسخة على حاشية ي: «رواتها».

(9) في ك: «الحسن والصحيح» بتقديم وتأخير.

(10) في هـ: «من هو أوثق منه بذكر تلك الزيادة».

অথবা: "হাসান সহীহ গরীব" (Hasan Sahih Gharib)। তিনি এর সংজ্ঞা প্রদানে মনোযোগ দেননি, যেমনটি তিনি কেবল "সহীহ" (Sahih) অথবা কেবল "গরীব" (Gharib) বলে অভিহিত করা বিষয়গুলোর সংজ্ঞা প্রদানে মনোযোগ দেননি।(1)

আর সম্ভবত তিনি তা এড়িয়ে গেছেন স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার কারণে; কেননা তা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ।(2)(3) আর তিনি তার কিতাবে কেবল "হাসান" (Hasan) বলে অভিহিত বিষয়গুলোর সংজ্ঞায়নে সীমাবদ্ধ রেখেছেন; হয় তার অস্পষ্টতার কারণে, অথবা এটি একটি নতুন পরিভাষা হওয়ার কারণে। একারণেই তিনি তার উক্তিকে "আমাদের মতে" (ইনদানা) শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছেন এবং খাত্তাবী (Khattabi) যেমনটি করেছেন,(4) তিনি তা আহলে হাদীসের (হাদীস বিশারদদের) দিকে সম্পর্কিত করেননি।

আর এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে এমন অনেক আপত্তি দূর হয়ে যায়, যেগুলোর বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান হয়েছে কিন্তু সেগুলোর সমাধানের পথ স্পষ্ট হয়নি।(5) সুতরাং, আল্লাহরই(6) সকল প্রশংসা, তিনি যা ইলহাম (অন্তরে স্থাপন) করেছেন এবং যা শিখিয়েছেন তার জন্য।(7)

[সিকা'র (বিশুদ্ধ বর্ণনাকারীর) অতিরিক্ত বর্ণনা]

(আর তাদের উভয়ের—অর্থাৎ, সহীহ (Sahih) ও হাসান (Hasan) হাদীসের(9)—বর্ণনাকারীর(8) অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না তা এমন ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত হয় যে ঐ অতিরিক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেনি তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত।)(10)

(1) 'ইয়া' (ي) সংস্করণে: "লা (ل)"।

(2) 'হা' (ه) সংস্করণে: "ফাইন্নাহু (فإنه)", এবং 'যা' (ج) সংস্করণে: "কাআন্নাহু (كانه)"।

(3) 'যা' (ي), 'হা' (ح), 'লাম' (ل) এবং 'ওয়াও' (و) এর মার্জিনে প্রাপ্ত একটি অনুলিপিতে: "بشهرته"।

(4) তিনি: আবু সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-বুস্তী, আল-খাতাবী (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী)। সিয়ারু আলামিন নুব্বালা (১৭/২৩)।

আল-খাতাবী (রহ.) তার 'মাআলিমুস সুনান' (১/৬) গ্রন্থে বলেছেন: "আহলে হাদীসের (হাদীস বিশেষজ্ঞদের) নিকট হাদীস তিন প্রকার: হাদীসে সহীহ (Sahih), হাদীসে হাসান (Hasan) এবং হাদীসে সাকীম (Saqim)।"

(5) 'যা' (ي) সংস্করণে: "ইয়াসফুর" (يَسْفُر) – ইয়ার উপর ফাতহা (জবর) এবং ফা-এর উপর দাম্মা (পেশ) সহকারে। আর যা প্রমাণিত হয়েছে 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'হা' (ح), 'হা' (ح), 'লাম' (ل) এবং 'মিম' (م) সংস্করণ থেকে।

(6) 'ত্বা' (ط) সংস্করণে: "ওয়া লিল্লাহি (وَاللَّهُ)"।

(7) 'আলিফ' (أ), 'জিম' (ج), এবং 'ওয়াও' (و) এর মার্জিনে – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে –: "সুম্মা বালাগা কাযালিকা (ثم بلغ كذلك)"।

(8) 'ত্বা' (ط), 'কাফ' (ك) এবং 'ইয়া' (ي) এর মার্জিনে প্রাপ্ত একটি অনুলিপিতে: "রুওয়াতুহুম (رواتهم)"।

(9) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "আল-হাসান ওয়াস-সহীহ (الحسن والصحيح)" – শব্দের আগে-পরে হওয়া সহকারে।

(10) 'হা' (ح) সংস্করণে: "মান হুয়া আওসাকু মিনল্ বিজিকরি তিলকায যিয়াদাহ (من هو أوثق) منه بذكر تلك الزيادة)"।

(ص: 125) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ ⁽¹⁾ لَا تَنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَوَايَةٍ ⁽²⁾ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَذِهِ ⁽³⁾ تُقْبَلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي ⁽⁴⁾ يَنْفَرِدُ ⁽⁵⁾ بِهِ الثَّقَّةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ.

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ ⁽⁶⁾ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يُلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى؛ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ ⁽⁷⁾ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا ⁽⁸⁾، فَيُقْبَلُ ⁽⁹⁾ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ ⁽¹⁰⁾.

وَأَشْتَهَرَ عَنْ (11) جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلُ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ (12)، وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذّاً، ثُمَّ يُفَسِّرُونَ الشُّذُوزَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ. وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِاشْتِرَاطِ

(1) في ب، د: «يكون»، ولم ينقط في أ، ح.

(2) «رواية» ليست في أ.

(3) في ط زيادة: «لا»، وهو وهم.

(4) «الذي» سقطت من ط.

(5) في د: «يتفرد»، وفي هـ: «تفرد».

(6) في ج، د، ح: «يكون»، وفي ط: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ، م.

(7) في د: «تقع»، وفي و: بالياء والتاء.

(8) في ب: «معارضتها».

(9) في ي: «ويقبل».

(10) في ج: «المرجع»، وهو تصحيف.

(11) في ط: «عند».

(12) وقد نسبته الخطيب إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. الكفاية في علم

الرواية (ص 424)، وانظر: النكت لابن حجر (2/ 678).

কারণ অতিরিক্ত অংশটি হয় এমন যে, (1) এর (অতিরিক্ত অংশের) সাথে যারা তা উল্লেখ করেননি তাদের বর্ণনার (2) কোনো বিরোধ নেই। এই প্রকারের অতিরিক্ত অংশ (3) শর্তহীনভাবে গৃহীত হয়; কারণ এটি একটি স্বতন্ত্র হাদিসের সমতুল্য (4) যা (5) একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেন এবং তার শিক্ষকের সূত্রে অন্য কেউ তা বর্ণনা করেন না। আর অথবা এটি এমন হতে পারে যে, (6) এটি (অতিরিক্ত অংশ) বিরোধী, এমনভাবে যে, এটি গ্রহণ করলে অন্য বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক হয়। তখন এটিই সেই (ক্ষেত্র) যেখানে এর

এবং এর বিরোধী(৪) মধ্যে অগ্রাধিকার বিচার (তারজিহ)(৭) করা হয়। অতঃপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (বর্ণনা)(৯) গৃহীত হয় এবং অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (বর্ণনা)(১০) প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বহুসংখ্যক আলেম থেকে(১১) অতিরিক্ত অংশকে কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া শর্তহীনভাবে গ্রহণের অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।(১২) তবে এটি মুহাদ্দিসীনদের (হাদিস বিশারদদের) পদ্ধতি অনুসারে সম্ভব নয়, যারা সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিসের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেন যে এটি যেন শায (বিচ্ছিন্ন) না হয়। অতঃপর তারা শায্য (বিচ্ছিন্নতা)-কে ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কর্তৃক তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করা (হলো শায্য)। আর তাদের মধ্যে যারা এটি উপেক্ষা করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর, অথচ তারা শর্তারোপের স্বীকৃতি দেন।

- (১) ব, দ-তে: "يَكُونُ", এবং আ, হা-তে নুকতাহীন।
- (২) আ-তে "রিওয়ায়াহ" (رَوَايَةً) শব্দটি নেই।
- (৩) ত্ব-তে অতিরিক্ত "লা" (لَا) রয়েছে, যা একটি ভুল।
- (৪) ত্ব থেকে "আল্লাযী" (الَّذِي) শব্দটি বাদ পড়েছে।
- (৫) দ-তে: "ইয়াতফাররাদু" (يَتَفَرَّدُ), এবং হা-তে: "তফাররাদা" (تَفَرَّدَ)।
- (৬) জিম, দ, হা-তে: "ইয়াকুনু" (يَكُونُ), এবং ত্ব-তে: ইয়া ও তা সহকারে (অর্থাৎ ইয়া বা তা দিয়ে শুরু হওয়া ক্রিয়া), এবং আ, ম-তে নুকতাহীন।
- (৭) দ-তে: "তাক্বাউ" (تَقَعُ), এবং ওয়াও-তে: ইয়া ও তা সহকারে।
- (৮) বা-তে: "মু'আরাদা়াতুহা" (مُعَارَضَتُهَا)।
- (৯) ইয়া-তে: "ওয়া ইউক্বালু" (وَيُقْبَلُ)।
- (১০) জিম-তে: "আল-মারজু'উ" (المرجوع), যা একটি লেখ্য ভুল।
- (১১) ত্ব-তে: "ই'নদা" (عِنْدَ)।
- (১২) আল-খাতিব এটিকে ফুকাহায়ে কেরাম (ইসলামী আইনজ্ঞ) এবং আহলুল হাদিস (হাদিস বিশারদ)দের জমহুর (অধিকাংশ) এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। দেখুন: "আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ" (পৃ. ৪২৪), এবং আরও দেখুন: ইবনে হাজার-এর "আন-নুকাত" (২/৬৭৮)।

اُنْتِفَاءً⁽¹⁾ الشُّدُوذِ فِي حَدِّ الْحَدِيثِ⁽²⁾ الصَّحِيحِ، وَكَذَا الْحَسَنِ.
وَالْمُنْقُولُ عَنْ أُيْمَةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ: - كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ،
وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنَ مَعِينٍ⁽³⁾، وَعَلِيَّ بْنَ⁽⁴⁾ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ،
وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيَّ، وَالْدَّارَقُطَنِيَّ، وَغَيْرِهِمْ - اُعْتَبَارُ التَّرْجِيحِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ⁽⁵⁾ بِالزِّيَادَةِ
وَعَبْرَتِهَا، وَلَا يُعْرَفُ⁽⁶⁾ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِطْلَاقُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ.
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ: إِطْلَاقُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَوْلَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ
الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوي فِي
الضُّبْطِ مَا نَصَّهُ: «وَيَكُونُ»⁽⁷⁾ إِذَا شَرِكَ⁽⁸⁾ أَحَدًا مِنَ الْحُفَاطِ لَمْ يُخَالَفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ
فَوُجِدَ حَدِيثُهُ اُنْقَصَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ⁽⁹⁾ حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا
وَصَفْتُ أَضَرَ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ»⁽¹⁰⁾. اِنْتَهَى كَلَامُهُ.

- (1) فِي أ، ك: «بِاُنْتِفَاءِ اشْتِرَاطٍ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ، وَبِهِ يَفْسُدُ الْمَعْنَى.
- (2) «الْحَدِيثِ» لَيْسَتْ فِي د.
- (3) فِي ح: «مَغْيِرَةً»، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.
- (4) «بُنٍ» لَيْسَتْ فِي ح.
- (5) «فِيْمَا يَتَعَلَّقُ» لَيْسَتْ فِي ح.
- (6) فِي ل: «نَعْرِفُ»، وَفِي ب: بِالنُّونِ وَالْيَاءِ.
- (7) فِي ك: «وَيَكُونُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ج، و، ل.
- (8) فِي م: «شَارَكَ»، وَفِي هـ، ح: «شَرِكَ» بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكُسْرِهَا، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ب، ج، د، و، ك.

قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 325): «بِكُسْرِ الرَّاءِ».

- (9) فِي ب: «مَخْرُجٌ» بِالرَّفْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ.

সহীহ হাদীসের⁽²⁾ সংজ্ঞায় (শুজুয) অস্বাভাবিকতার অনুপস্থিতি⁽¹⁾, এবং তেমনি হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও।

পূর্ববর্তী হাদীস ইমামগণ—যেমন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন⁽³⁾, আলী ইবনুল⁽⁴⁾ মাদীনী, বুখারী, আবু যুরআ, আবু হাতিম, নাসায়ী, দারাকুতনী এবং অন্যান্য—থেকে বর্ণিত আছে যে, (যিয়াদাহ) অতিরিক্ত বর্ণনা ও অন্যান্য বিষয়ে সম্পর্কিত⁽⁵⁾ (তারজীহ) অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হয়। এবং তাদের কারো থেকে সাধারণভাবে (যিয়াদাহ) অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণের কথা জানা যায়⁽⁶⁾ না।

এবং এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো: অনেক শাফেঈ ফকিহ কর্তৃক ‘যিয়াদাতুস সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা) সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করা, অথচ ইমাম শাফেঈর সুস্পষ্ট উক্তি এর বিপরীত নির্দেশ করে। কারণ তিনি রাবীর স্মরণশক্তি (দাবত) যাচাই-সংক্রান্ত আলোচনায় যা বলেছেন তার ভাষ্য নিম্নরূপ: «এবং যখন সে⁽⁷⁾ কোনো হাফিযের (স্মরণশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারীর) সাথে শরীক⁽⁸⁾ (বর্ণনায় অংশীদার) হবে, তখন সে যেন তার বিরোধিতা না করে। যদি সে তার বিরোধিতা করে এবং তার হাদীস সংক্ষিপ্ত (অপূর্ণ) পাওয়া যায়, তবে তা তার হাদীসের উৎসের⁽⁹⁾ শুদ্ধতার প্রমাণ। এবং যখন সে আমি যা বর্ণনা করেছি তার বিরোধিতা করবে, তখন তা তার হাদীসের জন্য ক্ষতিকর হবে»⁽¹⁰⁾। তার কথা শেষ হলো।

(1) আ, কা-তে: «بِإِثْنَاءِ اشْتِرَاطٍ» (শর্তের অনুপস্থিতিতে) শব্দে (বর্ণনা এসেছে), যেখানে শব্দগুলো আগে-পরে হয়েছে, এবং এর দ্বারা অর্থ বিকৃত হয়ে যায়।

(2) 'الحديث' (হাদীস) শব্দটি দা-তে নেই।

(3) হা-তে: 'مغيرة' (মুগীরাহ) (বর্ণনা এসেছে), যা একটি লিপিব্রাতি।

(4) 'ابن' (ইবনে) শব্দটি হা-তে নেই।

(5) 'فِي مَآثِرٍ يَتَعَلَّقُ' (যে বিষয়ে সম্পর্কিত) শব্দটি হা-তে নেই।

(6) লা-তে: 'نعرف' (আমরা জানি), এবং বা-তে: (তা) নুন ও ইয়া (বর্ণসহ)।

(7) কা-তে: 'ويكون' (ওয়াইয়াকুন্) পেশ (রফা) সহ (বর্ণনা এসেছে), আর প্রমাণিত পাঠ জি, ওয়াও, লা-থেকে নেওয়া হয়েছে।

(8) মিম-এ: 'شَرَك' (শারাকা) (বর্ণনা এসেছে), এবং হা, হা'-তে: 'شَرِك' (শারিক) রা-কে ফাতহা (যবর) ও কাসরা (যের) সহ (বর্ণনা এসেছে), আর প্রমাণিত পাঠ বা, জি, দা, ওয়াও, কা-থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'শরহ শরহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩২৫) গ্রন্থে বলেছেন: "রা-কে কাসরা (যের) সহ।"

(9) বা-তে: 'مُخْرَج' (মাখরাজু) পেশ (রফা) সহ (বর্ণনা এসেছে), যা ভুল।

(10) দেখুন: ইমাম শাফেঈর 'আল-রিসালা' (পৃষ্ঠা ৪৬৩)।

(ص: 127) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوَجَدَ ⁽¹⁾ حَدِيثُهُ ⁽²⁾ أُرِيدَ أَضَرَ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ؛ فَدَلَّ ⁽³⁾ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ ⁽⁴⁾ مِنَ الْحَافِظِ ⁽⁵⁾؛ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحَفَازِ، وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوي مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحَرِّيهِ، وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ ⁽⁶⁾، فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا؛ لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا ⁽⁷⁾، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⁽⁸⁾.

[المحفوظ والشاذ]

(فَإِنْ خُولِفَ ⁽⁹⁾ بِأَرْجَحَ مِنْهُ؛ لِمَزِيدٍ ⁽¹⁰⁾ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ⁽¹¹⁾ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحاتِ؛ (فَالرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ) - وَهُوَ الْمَرْجُوحُ - يُقَالُ لَهُ: (الشَّاذُّ).

مِثَالُ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ

(1) في أ: «فوجد» بفتح الجيم، والمثبت من ج، هـ.

(2) في د: «حديثه» بالنصب، والمثبت من ج، هـ.

(3) في ب: «فیدل».

(4) في ز: «يقبل» بالياء، وفي ب: بالياء والتاء، ولم ينقط في ح.

(5) في ب، ج، و، ز: «الحَقَّاط».

(6) في ح، ك: «لحديثه».

(7) في ه، و، ح، ل، م: «بصاحبها»، وفي حاشية و: «بحديث صاحبها» كالثبت.

(8) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، ه، و، ز، ط.

وفي حاشية أ - بخَطِّ المصنِّف - : «ثم بلغ كذلك».

(9) في ب زيادة: «الراوي»، وفي د زيادة: «أي: راويهما».

(10) في ه: «كمزيد».

(11) في م: «وكثرة عدد وغير».

এবং এর দাবি হলো: যে, যখন সে (বর্ণনাকারী) বিরোধিতা করে এবং তার বর্ণিত হাদিসে⁽¹⁾ অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়, তখন তা তার হাদিসের ক্ষতি করে;⁽²⁾ অতএব, তা প্রমাণ করে⁽³⁾ যে, তার মতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তা কেবল হাফিয় (হাদিস সংরক্ষণকারী)-এর⁽⁴⁾ নিকট থেকেই গৃহীত হয়;⁽⁵⁾ কারণ, তিনি এই বিরোধী বর্ণনাকারীর হাদিসকে ঊন হাফিয়দের হাদিসের চেয়ে কম বলে বিবেচনা করেছেন যাদের তিনি বিরোধিতা করেছেন, এবং এই বর্ণনাকারীর হাদিসে কম থাকাকে তার (হাদিসের) বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন; কারণ এটি তার সতর্কতা প্রমাণ করে, এবং এর বাইরে যা কিছু আছে, তাকে তার হাদিসের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন,⁽⁶⁾ সুতরাং অতিরিক্তও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদি তার মতে তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে তার বর্ণনাকারীর হাদিসের⁽⁷⁾ জন্য ক্ষতিকর হতো না। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।⁽⁸⁾

[মাহফুয ও শাদ্দ]

(যদি তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী দ্বারা⁽⁹⁾ বিরোধিতা করা হয়) তার চেয়ে; অতিরিক্ত স্মরণশক্তির নির্ভুলতা,⁽¹⁰⁾ অথবা বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, অথবা এর বাইরে অন্যান্য প্রাধিকারমূলক কারণের⁽¹¹⁾ ভিত্তিতে; (তাহলে অধিক শক্তিশালীকে) বলা হয়: (মাহফুয), (এবং এর বিপরীতকে) - যা দুর্বলতর - বলা হয়: (শাদ্দ)।

এর উদাহরণ: যা তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ ইবনু উয়াইনাহর সূত্রে, আমর ইবনু দীনারের মাধ্যমে, আওসাজাহর মাধ্যমে, ইবনু

- (1) 'আলিফ' কপিতে: «ফাওয়াজাদা» (জৈমি অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে), এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'জিম' ও 'হা' কপি থেকে।
- (2) 'দাল' কপিতে: «হাদিসাহ» (নসব সহকারে), এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'জিম' ও 'হা' কপি থেকে।
- (3) 'বা' কপিতে: «ফায়াদুল্লু»।
- (4) 'যা' কপিতে: «ইউকাব্বালু» (ইয়া অক্ষর সহকারে), আর 'বা' কপিতে: ইয়া (ي) ও তা (ت) অক্ষর সহকারে, এবং 'হা' কপিতে অক্ষরটি নুকতা বিহীন।
- (5) 'বা', 'জিম', 'ওয়াও' ও 'যা' কপিতে: «আল-হুফফায»।
- (6) 'হা' ও 'কাফ' কপিতে: «লি-হাদিসিহি»।
- (7) 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম' ও 'মিম' কপিতে: «বি-সাহিবিহা», আর 'ওয়াও' কপির পাদটীকায়: «বি-হাদিসি সাহিবিহা» যা মূল পাঠের অনুরূপ।
- (8) «ওয়াল্লাহু আ'লাম» 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা' ও 'তা' (ত্বা) -তে নেই।
এবং 'আলিফ' কপির পাদটীকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে: «সুম্মা বালাগা কাযালিকা»।
- (9) 'বা' কপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আর-রাবী», এবং 'দাল' কপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «অর্থাৎ: তাদের উভয় বর্ণনাকারী»।
- (10) 'হা' কপিতে: «কা-মায়ীদ»।
- (11) 'মিম' কপিতে: «ওয়া-কাসরাতু আদাদিন ওয়া-গাইরি»।

(ص: 128) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلًا تَوَفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ⁽¹⁾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى هُوَ أَعْتَقَهُ ... ⁽²⁾ الْحَدِيثُ ⁽³⁾. وَتَابَعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ⁽⁴⁾، وَغَيْرُهُ ⁽⁵⁾. وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَوَاهُ ⁽⁶⁾ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ ⁽⁷⁾.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ»⁽⁸⁾. انْتَهَى.
فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ⁽⁹⁾
أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ⁽¹⁰⁾.

- (1) فِي وَ: «النَّبِيِّ».
- (2) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (2106)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبَرِيِّ (6376)، وَابْنُ مَاجَهَ (2741).
- (3) فِي ح: «الْحَدِيثُ» بِالرَّفْعِ وَالتَّنْصِبِ، وَالمَثْبُوتُ مِنْ ج، د، ك. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ التُّخْبَةِ (ص 332): «يَجُوزُ إِعْرَابُهُ مُثَلَّثًا». وَقَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَكْرِ (ص 834): «مَفْعُولٌ لِفِعْلِ مُحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: اقْرَأُ الْحَدِيثَ؛ أَي: كَيْلَ الْحَدِيثِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِهِ الرَّفْعَ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبْرُهُ».
- (4) كَمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي الْكَبَرِيِّ (6377) وَالطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ (3880).
- (5) مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (2905)، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَوَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ كَمَا فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ (3881)، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ (3883).
- (6) فِي د: «فَرَوَى».
- (7) أَي: فِي الْوَجْهِ الرَّاجِحِ عَنْهُ، كَمَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الْكَبَرِيِّ (12396).
- (8) الْعِلَلُ (4/ 564)، وَالْحَدِيثُ ضَعْفُهُ الْبُخَارِيُّ لِحَالِ عَوْسَجَةٍ. انْظُرْ: التَّأْرِيخُ الْكَبِيرُ لِلْبُخَارِيِّ (7/ 76).
- (9) فِي أ، ك: «هُوَ». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ التُّخْبَةِ (ص 333): «(هُوَ) أُفْرِدَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ (مَنْ)، وَفِي نَسْخَةٍ: (مَنْ هُمْ) رِعَايَةً لِمَعْنَى (مَنْ)».
- (10) فِي أ: «مِنْهُ عَدَدًا» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ.

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: «একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর(১) যুগে ইন্তেকাল করেন, এবং তার এমন কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না একজন 'মাওলা' (মুক্তিপ্রাপ্ত দাস) ব্যতীত যাকে তিনি মুক্ত করেছিলেন ... »(২)

হাদীসটি।(৩)

ইবনে উয়ায়নার (বর্ণনার) ধারাবাহিকতায় ইবনে জুরাইজ(৪) এবং অন্যরা(৫) অনুসরণ করেছেন।

তবে হাম্মাদ ইবনে যায়দ তাদের বিরোধিতা করেছেন, তিনি এটি (হাদীসটি)(৬) আমার ইবনে দীনার থেকে, তিনি আওসাজা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের(৭) উল্লেখ করেননি।

আবু হাতিম বলেছেন: «সংরক্ষিত (বিশুদ্ধ) হাদীসটি হলো ইবনে উয়ায়নার হাদীস»(৮)। সমাপ্ত।

সুতরাং, হাম্মাদ ইবনে যায়দ 'আদালাত' (নির্ভরযোগ্যতা) ও 'দাবত' (স্মৃতিশক্তি)-এর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, আবু হাতিম এমন ব্যক্তিদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যারা সংখ্যায়(৯) তার(১০) চেয়ে অধিক ছিল।

(১) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে (و): «আন-নাবিয্যু» (নবী)।

(২) এটি তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে (২১০৬), নাসায়ী তাঁর 'আল-কুবরা' গ্রন্থে (৬৩৭৬), এবং ইবনে মাজাহ (২৭৪১) বর্ণনা করেছেন।

(৩) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে (ح): «আল-হাদীস» (الحديث) রফ' (رفع) ও নসব (نصب) উভয় অবস্থায়। আর (জ্বিম, দাল, কাফ) জ, দ, ক থেকে প্রমাণিত। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩৩২) গ্রন্থে বলেছেন: «এর ই'রাব (اعراب) তিনটি রূপেই বৈধ»। আল-লাকানী (রহিমাহুল্লাহ) 'কাদা আল-ওয়াতর' (পৃষ্ঠা ৮৩৪) গ্রন্থে বলেছেন: «এটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম পদ, যার অনুমানিক অর্থ: 'হাদীসটি পড়ো' অর্থাৎ, 'হাদীসটি সম্পূর্ণ করো' এবং অনুরূপ কিছু। কেউ কেউ এর মতো ক্ষেত্রে রফ' (رفع)-এর অনুমতি দিয়েছেন এই বিবেচনায় যে, এটি একটি উহ্য খবর (خبر) সহ মুবতাদা (مبتدأ)»।

(৪) যেমন নাসায়ী তাঁর 'আল-কুবরা' গ্রন্থে (৬৩৭৭) এবং তাহাবী 'শারহু মুশকিলিল আসার' গ্রন্থে (৩৮৮০) উল্লেখ করেছেন।

(5) তাদের মধ্যে রয়েছেন: হাম্মাদ ইবনে সালামা যেমন আবু দাউদ (২৯০৫)-এর কাছে রয়েছে, এবং হাম্মাদ ইবনে যায়দ ও ওয়াহীব ইবনে খালিদ যেমন 'শারহু মুশকিলিল আসার' গ্রন্থে (৩৮৮১) রয়েছে, এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আত-তায়ফী যেমন 'শারহু মুশকিলিল আসার' গ্রন্থে (৩৮৮৩) রয়েছে।

(6) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে (د): «ফারাওয়া» (فروى)।

(7) অর্থাৎ, তাঁর থেকে বর্ণিত প্রধান মতে, যেমন বাইহাকী তাঁর 'আস-সুনান আল-কুবরা' গ্রন্থে (১২৩৯৬) উল্লেখ করেছেন।

(8) 'আল-ইলাল' (৪/৫৬৪)। হাদীসটিকে বুখারী আওসাজার অবস্থার কারণে দুর্বল বলেছেন। দেখুন: বুখারীর 'আত-তারীখ আল-কাবীর' (৭/৭৬)।

(9) 'আলিফ' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে (أ, ك): «হুয়া» (هو)। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩৩৩) গ্রন্থে বলেছেন: «'হুয়া' (هو) শব্দটি 'মান' (من)-এর শাব্দিক রূপের বিবেচনায় একবচন করা হয়েছে, এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে 'মান হুম' (من هم) রয়েছে, যা 'মান' (من)-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে»।

(10) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে (أ): «মিনহু আদাদান» (منه عددًا) শব্দদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে এসেছে।

(ص: 129) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّحْقِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ: «مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ». وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الْإِصْطِلَاحِ.

[المعروف والمنكر]

(و) إِنَّ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ (مَعَ الضَّعْفِ⁽¹⁾): فَ (الرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ) يُقَالُ لَهُ: (الْمُنْكَرُ).

مِثَالُهُ⁽²⁾: مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُبَيْبِ بْنِ حَبِيبٍ⁽³⁾ - وَهُوَ أَخُو حَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ الرِّيَّاتِ الْبُقَرِّيِّ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ⁽⁴⁾، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ، وَصَامَ،
وَقَرَأَ الضَّعِيفَ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ
الْمَعْرُوفُ»⁽⁵⁾.

(1) في ب: «الضعيف».

(2) في ط: «مثل».

(3) في و: «حُبَيْبُ بْنُ حُبَيْبٍ»، والمثبت من ب، ج، د، ح، ي، ك، م. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 338): «(مِنْ طَرِيقِ حُبَيْبٍ): بضم حاء مهمله، وفتح موحدة، وتشديد تحتية مكسورة، (ابن حَبِيبٍ): بفتح فكسر». وانظر: تلخيص المُتَشَابِه في الرَّسْم للخطيب (1/ 160)، وتبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِه للمُصَنِّف (1/ 408).

(4) في و: «جريت»، وفي ز: «حبيب» وفي حاشيتها: «حريث».
قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 339): «بضم مهمله وراء مفتوحة، وياء ساكنة بعدها مثلثة».
(5) العلل (5/ 359).

এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ‘শায়’ হলো: «যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন ব্যক্তির বিপরীত বর্ণনা করেছে, যে তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য», এবং পরিভাষাগতভাবে শায়-এর সংজ্ঞায় এটিই নির্ভরযোগ্য।

[সুপরিচিত ও অস্বীকৃত]

(এবং) যদি দুর্বলতার সাথে(1) বিরোধিতা ঘটে, তাহলে (অধিক) শক্তিশালী (বর্ণনা)-কে ‘সুপরিচিত’ বলা হয় এবং তার বিপরীত (বর্ণনা)-কে ‘অস্বীকৃত’ বলা হয়।

এর উদাহরণ(২) হলো: ইবনু আবি হাতিম, হুবাইব ইবনে হাবিব(৩) - যিনি হামযা ইবনে হাবিব আয-যায়্যাত আল-মু'করি এর ভাই - এর সূত্রে আবু ইসহাক থেকে, তিনি আল-আইজার ইবনে হুরাইস(৪) থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «যে সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, হজ্ব করল, সাওম পালন করল এবং মেহমানের আপ্যায়ন করল; সে জান্নাতে প্রবেশ করবে»।
আবু হাতিম বলেছেন: «এটি অস্বীকৃত; কারণ তার ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আবু ইসহাক থেকে এটিকে সাহাবীর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং সেটিই সুপরিচিত»(৫)।

(১) 'বা' নুসখায়: «দুর্বল»।

(২) 'ত্বা' নুসখায়: «উদাহরণ»।

(৩) 'ওয়াও' নুসখায়: «হুবাইব ইবনে হুবাইয়িব», এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মিম' নুসখা থেকে। আল-ক্বারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার 'শারহু শারহি আন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: «(হুবাইবের সূত্রে): 'হা' অক্ষরের উপর পেশ, একক 'বা' অক্ষরের উপর জবর, এবং নিচের 'ইয়া' অক্ষরের উপর তাশদিদ ও জের সহ; (ইবনে হাবিব): 'হা' অক্ষরের উপর জবর এবং 'বা' অক্ষরের উপর জের সহ»। আরও দেখুন: আল-খতিবের 'তালখীসুল মুতাশাবিহ ফিত-র-রাস্ম' (১/১৬০), এবং গ্রন্থকার-এর 'তাবসিরুল মুনতাবীহ বিতাহরীরিল মুশতাবীহ' (১/৪০৮)।

(৪) 'ওয়াও' নুসখায়: «জুরাইত», এবং 'যা' নুসখায়: «হাবিব» এবং এর টীকায়: «হুরাইস»। আল-ক্বারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার 'শারহু শারহি আন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: «'আইন' অক্ষরের উপর পেশ, 'রা' অক্ষরের উপর জবর, এবং এরপর সাকিন 'ইয়া' ও অতঃপর 'ছা' অক্ষর সহ»।

(৫) আল-ইলাল (৫/ ৩৫৯)।

وَعُرِفَ بِهَذَا ⁽¹⁾: أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ ⁽²⁾ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهِ ⁽³⁾؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعًا فِي اشْتِرَاكِ الْمُخَالَفَةِ، وَافْتِرَاقًا فِي أَنَّ الشَّاذَّ: رِوَايَةُ ⁽⁴⁾ ثِقَّةٍ أَوْ صَدُوقٍ، وَالْمُنْكَرُ: رِوَايَةُ ⁽⁵⁾ ضَعِيفٍ ⁽⁶⁾، وَقَدْ غَفَلَ ⁽⁷⁾ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا ⁽⁸⁾، وَاللَّهُ ⁽⁹⁾ أَعْلَمُ ⁽¹⁰⁾.

[المتابعات ومراتبها]

(و) مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ (الْفَرْدِ النَّسْبِيِّ: إِنْ) وَجَدَ - بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ ⁽¹¹⁾ فَرْدًا - قَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ الْمُتَابِعُ ⁽¹²⁾؛ بِكُسْرِ الْمُوَحَّدَةِ. وَالْمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبٍ:

إِنْ حَصَلَتْ لِلرَّائِي نَفْسِهِ؛ فَهِيَ التَّامَّةُ.
وَإِنْ حَصَلَتْ ⁽¹³⁾ لِشَيْخِهِ فَمَنْ ⁽¹⁴⁾ فَوْقَهُ؛ فَهِيَ الْقَاصِرَةُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ.

(1) في ب: «من هذا».

(2) في د: «وبين المنكر».

(3) «عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهِ» سقط من ط.

(4) في أ، ب، د، ح، ط، ل، م، ونسخة على حاشية ك: «راويه»، وفي ج: «راوية».

(5) في أ، ب، ح، ل، م: «راويه»، وفي ج: «راوية».

(6) في د: «ضعيف» بالرفع المنون.

(7) في ج: «غَفَلَ» بكسر الفاء، والمثبت من ه، ح، ك. قال الرَّازِيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 228): «من باب دَخَلَ»، وقال اللَّقَائِيُّ رحمه الله في قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 853): «هو من باب نَصَرَ».

(8) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلَاح (ص 87).

(9) في ه، و، ز زيادة: «تعالى».

(10) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».

(11) في ز: «بكونه».

(12) في هـ: «التابع». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 343): «(فهو) أي: ذلك الغير (المتابع) أي: متابعه، أو المتابع له؛ أي: للحديث».

(13) في أ: «حصل».

(14) في ز: «ممن».

[শায় ও মুনকারের মধ্যকার সম্পর্ক]

এর দ্বারা জানা যায়⁽¹⁾: যে শায় ও মুনকারের⁽²⁾ মধ্যে একদিক থেকে ব্যাপকতা ও বিশেষত্ব রয়েছে⁽³⁾; কারণ তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধিতার শর্তে মিল রয়েছে এবং অমিল রয়েছে এই যে, শায় হলো বিশ্বস্ত (ثقة) বা সত্যবাদী (صدوق) রাবীর⁽⁴⁾ বর্ণনা, আর মুনকার হলো দুর্বল (ضعيف) রাবীর⁽⁵⁾ বর্ণনা⁽⁶⁾। যারা তাদের উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করেছে, তারা ভুল করেছে⁽⁷⁾⁽⁸⁾। আর আল্লাহই⁽⁹⁾ সর্বাধিক জ্ঞাত⁽¹⁰⁾।

[মুতাবাআত এবং এর স্তরসমূহ]

আপেক্ষিক ফারদ (فرد نسبي) যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে: যদি এটিকে ফারদ মনে করার পর⁽¹¹⁾ পাওয়া যায় যে অন্য কেউ এর সাথে একমত হয়েছে; তবে সেটি হলো মুতাবী' (متابع); 'বা' (ب)-এর নিচে কাসরাহ সহকারে।

মুতাবাআত কয়েকটি স্তরের হয়:

যদি তা রাবীর নিজের থেকে অর্জিত হয়; তবে তা তাম্মাহ (تامة)।

আর যদি তা তার শাইখের (শিক্ষকের) জন্য অর্জিত হয়⁽¹³⁾ অথবা তার উপরের স্তরের রাবীর জন্য⁽¹⁴⁾; তবে তা কাসিরাহ (قاصرة), এবং এর থেকে তাকভিয়াহ (تقوية) লাভ করা হয়।

(1) ব-এর নুসখায়: «মিন হাযা»।

(2) দ-এর নুসখায়: «ওয়া বাইনাল মুনকার»।

(3) «উমুন ওয়া খুসুন মিন ওয়াজহ» বাক্যটি ত্ব-এর নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

- (4) আলিফ, বা, দাল, হা, ত্ব, লাম, মীম এবং কাফ-এর হাসিয়াতে একটি নুসখায়: «রাবীযুহ», আর জীম-এর নুসখায়: «রাবীয়াতুহ»।
- (5) আলিফ, বা, হা, লাম, মীম-এর নুসখায়: «রাবীযুহ», আর জীম-এর নুসখায়: «রাবীয়াতুহ»।
- (6) দ-এর নুসখায়: «দাঈফুন» তানবিনযুক্ত পেশ সহকারে।
- (7) জীম-এর নুসখায়: «গাফিলা» ফা-এর কাসরাহ সহকারে, আর যা প্রমাণিত তা হা, কাফ থেকে নেওয়া হয়েছে। রায়ী (রহ.) মুখতারুস সিহাহ (পৃ. ২২৮)-এ বলেছেন: «বাবা দাখালা» থেকে। আর লাক্কানী (রহ.) কাদাউল ওয়াতার (পৃ. ৮৫৩)-এ বলেছেন: এটি «বাবা নাসারা» থেকে।
- (8) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিল সালাহ (পৃ. ৮৭)।
- (9) হা, ওয়াও, যা-এর নুসখায় «তাআলা» অতিরিক্ত রয়েছে।
- (10) আলিফ-এর হাসিয়াতে - মুসান্নিফের হস্তাক্ষরে -: «সুমা বালাগা কাযালিকা», আর জীম-এর হাসিয়াতে: «সুমা বালাগা কিরাআতান ওয়া বাহসান»।
- (11) যা-এর নুসখায়: «বিকাওনিহি»।
- (12) হা-এর নুসখায়: «আত-তাবী»। কারী (রহ.) শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৩৪৩)-এ বলেছেন: «(ফাভুওয়া) অর্থাৎ: ঐ অন্যটি (আল-মুতাবী), অর্থাৎ: তার মুতাবী, অথবা এর (অর্থাৎ: হাদীসের) মুতাবী»।
- (13) আলিফ-এর নুসখায়: «হাসালা»।
- (14) যা-এর নুসখায়: «মিম্মান»।

(ম: 131) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مِثَالُ الْمَتَابَعَةِ⁽¹⁾: مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمِّ»⁽²⁾: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

فَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ ظَنُّ قَوْمٍ⁽³⁾ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، فَعَدَّوهُ فِي غَرَائِبِهِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِلَفْظٍ: «فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَقْدُرُوا

لَهُ⁽⁴⁾»⁽⁵⁾؛ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعاً؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ⁽⁶⁾ عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ. وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضاً مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي⁽⁷⁾ «صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ»⁽⁸⁾: مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَلَفُظَ: «فَكَيْلُوا ثَلَاثِينَ». وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: مِنْ⁽⁹⁾ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ⁽¹⁰⁾ بْنِ عُمَرَ،

(1) في ح زيادة: «التامة».

(2) (103 / 2).

(3) نسب المصنف ذلك إلى البيهقي كما في التُّكْتُ (2 / 683)؛ لكن يظهر أَنَّ البيهقي وقف على متابعة القَعْنَبِيِّ كما في السُّنَنِ الْكُبْرَى (4 / 344).

(4) «لَهُ» سقطت من هـ.

(5) كما في البوط: رواية يحيى الليثي (781)، وأبي مصعب الزُّهْرِيُّ (762)، وابن القاسم كما في الملخص (208).

(6) في صحيحه (1907).

(7) في أ، هـ: «من».

(8) برقم: (1909).

(9) «مِنْ» سقطت من ب.

(10) في ز: «عبد الله»، وهو خطأ.

উদাহরণ হলো 'মুতাবাআত' (সহায়তাকারী বর্ণনা)-এর⁽¹⁾ যা শাফিঈ তাঁর «আল-উম্মা»⁽²⁾ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: মালিক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: «মাস উনত্রিশ দিনের। সুতরাং তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখো না, আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ঈদ করো না। যদি তোমাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে গণনা ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।»

এই হাদিস এই শব্দে বর্ণিত হওয়ায় একদল লোক^(৩) ধারণা করেছিল যে, শাফিঈ মালিক থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই এটিকে তাঁর 'গারাইব' (বিরল/একক বর্ণনা)-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছিল; কারণ মালিকের শিষ্যরা এই সনদ সহ তাঁর থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «যদি তোমাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তার অনুমান করো^(৪)»^(৫); কিন্তু আমরা শাফিঈর জন্য একজন 'মুতাবি' (সমর্থনকারী বর্ণনাকারী) পেয়েছি; আর তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ আল-কা'নাবী। অনুরূপভাবে বুখারীও^(৬) তাঁর থেকে মালিকের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ 'মুতাবাহাহ' (পূর্ণ সমর্থনকারী বর্ণনা)। আমরা তাঁর জন্য 'সহীহ ইবনে খুযাইমাহ'^(৮) গ্রন্থে একটি অসম্পূর্ণ 'মুতাবাহাহ'ও পেয়েছি^(৭): আসিম ইবনে মুহাম্মাদের বর্ণনা থেকে, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনে যায়দ থেকে, তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এই শব্দে: «তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।» আর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে: উবাইদুল্লাহ^(১০) ইবনে উমারের বর্ণনা^(৯) থেকে,

(১) 'হা' লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «أَتَاَمَّا» ('পূর্ণাঙ্গ')।

(২) (২/ ১০৩)।

(৩) সংকলক এই বিষয়টি বায়হাকী-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন, যেমনটি 'আন-নুকাত' (২/ ৬৮৩) গ্রন্থে রয়েছে; তবে মনে হয় যে বায়হাকী আল-কা'নাবীর 'মুতাবাহাহ' সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যেমনটি 'আস-সুনানুল কুবরা' (৪/ ৩৪৪) গ্রন্থে রয়েছে।

(৪) "লাহ্" (لَا) শব্দটি 'হা' থেকে বাদ পড়েছে।

(৫) যেমনটি 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে রয়েছে: ইয়াহইয়া আল-লাইসী-এর বর্ণনা (৭৮১), আবু মুস'আব আয-যুহরী-এর বর্ণনা (৭৬২), এবং ইবনুল কাসিম-এর বর্ণনা যেমনটি 'আল-মুলাখখাস' (২০৮) গ্রন্থে রয়েছে।

(৬) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে (১৯০৭)।

(৭) 'আ' ও 'হা' লিপিতে: "মিন" (مِنْ)।

(৮) সংখ্যা: (১৯০৯)।

(৯) "মিন" (مِنْ) শব্দটি 'বা' থেকে বাদ পড়েছে।

(১০) 'যা' লিপিতে: "আব্দুল্লাহ", যা ভুল।

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ⁽¹⁾: «فَاقْدُرُوا⁽²⁾ ثَلَاثِينَ»⁽³⁾.
وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ الْمُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ⁽⁴⁾ تَامَّةً أَمْ⁽⁵⁾ قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ
جَاءَتْ بِالْمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكُونِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.

[الشواهد]

(وَأِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشَبِّهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، أَوْ فِي
الْمَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ).
وَمِثَالُهُ⁽⁶⁾ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمَناهُ⁽⁷⁾: مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ⁽⁸⁾: مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.
فَهَذَا بِاللَّفْظِ.
وَأَمَّا بِالْمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁽⁹⁾ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ:
«فَإِنْ غَمَّ⁽¹⁰⁾ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

(1) «بِلَفْظٍ» ليست في ب.

(2) في ب زيادة: «له».

(3) صحيح مسلم (1080).

(4) في ج: «أكانت».

(5) في ب، ز: «أو».

(6) في ج: «مثاله».

(7) في ط: «قدّمنا».

(8) في المجتبى (2125).

(9) في صحيحه (1909).

(10) في ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، م: «غَيْي»، والمثبت هو المطابق لرواية البخاريّ المشار إليها من طريق المستعلي، ولم يُذكر عنه في هذا الموضع: «غَيْي». انظر: فتح الباري (4/ 124)، وإرشاد الساري (3/ 357)، وأمّا لفظة «غَيْي» من الطّريق المشار إليه فوردت عند مسلم (1081).

নাফে' থেকে, ইবনে উমর (রা.) থেকে এই শব্দে(১) বর্ণিত: «তোমরা (মাসকে) ত্রিশ দিন অনুমান করো/গণনা করো»(২)।(৩)

আর এই মুতাবা'আত (সমর্থনমূলক বর্ণনা)-এ – তা পূর্ণাঙ্গ হোক(৪) বা অসম্পূর্ণ(৫) হোক – শব্দের ওপর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই; বরং যদি তা অর্থের দিক থেকে আসে তবেই যথেষ্ট, কিন্তু তা কেবল সেই সাহাবী থেকেই বর্ণিত হওয়ার শর্তযুক্ত।

[শাহেদসমূহ]

(যদি এমন কোনো মতন (হাদীসের মূল পাঠ) পাওয়া যায়) যা অন্য কোনো সাহাবীর হাদীস থেকে বর্ণিত (এবং) যা শব্দ ও অর্থে, অথবা কেবল অর্থে এর (পূর্বের মতন)-এর অনুরূপ; (তবে সেটাই শাহেদ)।

আমরা যে হাদীসটি আগে উল্লেখ করেছি(৬), তার উদাহরণ হলো(৭): নাসায়ী (র.)(৮) মুহাম্মাদ ইবনে হুনাইন-এর সূত্রে, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসের অনুরূপ একই রকম বর্ণনা রয়েছে।

এটি হলো শব্দগত (সাদৃশ্য)।

আর অর্থগত (সাদৃশ্যের উদাহরণ) হলো: যা বুখারী (র.)(৯) মুহাম্মাদ ইবনে জিয়াদ-এর সূত্রে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «যদি তোমাদের জন্য (চাঁদ) মেঘে ঢাকা পড়ে(১০), তবে শাবান মাসের গণনা ত্রিশ পূর্ণ করো»।

(১) «বিলফজি» (بِلْفَظٍ) ('ব' পাণ্ডুলিপিতে) নেই।

(২) 'ব' পাণ্ডুলিপিতে «লাহু» (له) অতিরিক্ত আছে।

(৩) সহীহ মুসলিম (১০৮০)।

(৪) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে: «আ-কানাত» (أَكَنت)।

(৫) 'ব', 'য' পাণ্ডুলিপিতে: «আও» (أَوْ)।

(৬) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে: «মিছালুহু» (مِثَالُهُ)।

(৭) 'ত' পাণ্ডুলিপিতে: «কাদামনা» (قَدَّمْنَا)।

(৮) আল-মুজতাবা (২১২৫)-তে।

(৯) তাঁর সহীহ গ্রন্থে (১৯০৯)।

(১০) 'ব', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'য', 'হা', 'ত', 'ইয়া', 'মিম' পাণ্ডুলিপিগুলোতে: «গুমি»

(غُمِّي)। এখানে যা প্রমাণিত হয়েছে তা বুখারী (র.)-এর মুস্তামলি-এর সূত্রে উল্লিখিত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং এই স্থানে তাঁর থেকে «গুমি» শব্দটির উল্লেখ নেই। দেখুন: ফাতহুল বারী (৪/১২৪), এবং ইরশাদুস সারী (৩/৩৫৭)। আর উল্লিখিত সূত্রে «গুমি» শব্দটি মুসলিম (১০৮১)-এ এসেছে।

(ص: 133) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَحَصَّ قَوْمٌ الْمُتَابِعَةَ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ ⁽¹⁾ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا،
وَالشَّاهِدَ بِمَا حَصَلَ بِالْمَعْنَى كَذَلِكَ ⁽²⁾.
وَقَدْ تُطْلَقُ ⁽³⁾ الْمُتَابِعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ، وَبِالْعَكْسِ ⁽⁴⁾، وَالْأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.

[الاعتبار]

(و) اَعْلَمُ أَنَّ (تَتَّبَعَ الطَّرِيقَ) مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ ⁽⁵⁾ وَالْأَجْزَاءِ (لِذَلِكَ) الْحَدِيثِ
الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرَدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ ⁽⁶⁾ لَا (هُوَ: الْإِعْتِبَارُ).
وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ ⁽⁷⁾: «مَعْرِفَةُ الْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ»؛ قَدْ يُوْهِمُ أَنَّ الْإِعْتِبَارَ
قَسِيمٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ ⁽⁸⁾ كَذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا ⁽⁹⁾.
وَجَبِيعٌ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَقْبُولِ تَحْصُلُ ⁽¹⁰⁾ فَائِدَةُ تَفْسِيرِهِ بِإِعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ
الْمُعَارَضَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⁽¹¹⁾.

- (1) في زيادة: «ذلك»، وفي ل، م: «أكان».
- (2) في حاشية و - بخط المصنف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليّ، كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءة بحث».
- (3) في م: «يطلق»، ولم ينقط في ل.
- (4) من أمثلة ذلك صنيع الحاكم في مستدرکه أحياناً؛ انظر مثلاً: (736، 5664).
- (5) في ط: «المسانيد والجوامع» بتقديم وتأخير.
- (6) في أ، ط: «أو».
- (7) في مقدّمته (ص 82).
- (8) في ل زيادة: «هو».
- (9) في أ: «إليها».
- (10) في ي: «يحصل»، وفي د: بالتاء والياء، وفي ح، ط: «مُحصّل»، ولم ينقط في أ.
- و.
- (11) «وَاللّٰهُ أَعْلَمُ» ليست في ح، ط، ي.
- وفي حاشيتي أ، ل - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «قد بلغ التدريس في سنة 1260 في بلدة برداع زمين في مدرسة مرادية».

কিছু লোক 'মুতাবাআহ' (مُتَابِعَة বর্ণনা)-কে কেবল শব্দগতভাবে প্রাপ্তির সাথে সুনির্দিষ্ট করেছেন, তা সেই সাহাবীর বর্ণনা থেকেই হোক বা না হোক। আর 'শাহিদ' (সমর্থক বর্ণনা)-কে অনুরূপভাবে অর্থগতভাবে প্রাপ্তির সাথে সুনির্দিষ্ট করেছেন(2)।

এবং কখনো 'মুতাবাআহ' (مُتَابِعَة বর্ণনা) শব্দটিকে 'শাহিদ' (সমর্থক বর্ণনা)-এর উপর প্রয়োগ করা হয়, এবং এর বিপরীতও ঘটে(4)। আর এ বিষয়ে ব্যাপারটি সহজ।

[ইতিবার (পর্যবেক্ষণ)]

এবং জেনে রাখো যে, বিভিন্ন জাওয়ামি' (হাদীস সংকলন), মাসানিদ (মুসনাদ গ্রন্থ)(5) এবং আজযা' (হাদীসের খন্ড) থেকে সেই হাদীসের (বিভিন্ন সনদ) অনুসন্ধান করা, যাকে একক (ফার্দ) বলে ধারণা করা হয় – এটা জানার জন্য যে তার কোনো 'মুতাবাআহ' (প্রুণ বর্ণনা) আছে কি না(6) – এটাই হলো 'ই'তিবার' (পর্যবেক্ষণ)।

ইবনুস সালাহ-এর উক্তি(7): «ই'তিবার (পর্যবেক্ষণ), মুতাবাআত (প্রুণ বর্ণনা) এবং শাওয়াহিদ (সমর্থক বর্ণনা)-এর জ্ঞান»; এটি এমন বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যে, ই'তিবার (পর্যবেক্ষণ) এই দুটির (মুতা'বাআত ও শাওয়াহিদ) থেকে ভিন্ন একটি প্রকার। কিন্তু এমনটি নয়(8); বরং এটি হচ্ছে তাদের (মুতা'বাআত ও শাওয়াহিদ) কাছে পৌঁছার পদ্ধতি(9)।

এবং 'মাকবুল' (গ্রহণযোগ্য) হাদীসের পূর্বোল্লিখিত সমস্ত প্রকারের শ্রেণীবিভাগের উপকারিতা অর্জিত হয়(10), যখন বিরোধিতা দেখা দেয় তখন এর স্তর বিবেচনা করে। আর আল্লাহই ভালো জানেন(11)।

(1) 'য' (বর্ণ) সংস্করণে «الذ» অতিরিক্ত রয়েছে, এবং 'লাম', 'মিম' (বর্ণ) সংস্করণে «وُثْأ» রয়েছে।

(2) 'ওয়াও' (বর্ণ) সংস্করণের পাদটীকায় – লেখকের নিজ হাতে –: «এরপর আমার উপর গবেষণামূলক পাঠ সম্পন্ন হয়েছে, লিখেছেন: ইবনু হাজার», এবং 'জিম' (বর্ণ) সংস্করণের পাদটীকায়: «এরপর গবেষণামূলক পাঠ সম্পন্ন হয়েছে»।

(3) 'মিম' (বর্ণ) সংস্করণে «يطلق» রয়েছে, এবং 'লাম' (বর্ণ) সংস্করণে (এর অক্ষর) নুকতাহীন অবস্থায় রয়েছে।

(4) এর উদাহরণস্বরূপ কখনো কখনো আল-হাকিম তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে যা করেছেন; উদাহরণস্বরূপ দেখুন: (৭৩৬, ৫৬৬৪)।

(5) 'ত্বা' (বর্ণ) সংস্করণে «السانيد والجوامع» (মাসানিদ ও জাওয়ামি') অগ্র-পশ্চাৎক্রমে রয়েছে।

(6) 'আলিফ', 'ত্বা' (বর্ণ) সংস্করণে «أ» রয়েছে।

(7) তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (ভূমিকা) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৮২)।

(8) 'লাম' (বর্ণ) সংস্করণে «هو» অতিরিক্ত রয়েছে।

(9) 'আলিফ' (বর্ণ) সংস্করণে «إليه» রয়েছে।

(10) 'ইয়া' (বর্ণ) সংস্করণে «يَحْصِلُ» রয়েছে, এবং 'দাল' (বর্ণ) সংস্করণে তা ও ইয়া উভয় বর্ণে (লিখিত অবস্থায় রয়েছে), এবং 'হা', 'ত্বা' (বর্ণ) সংস্করণে «مُحْصِلٌ» রয়েছে, আর 'আলিফ', 'ওয়াও' (বর্ণ) সংস্করণে (এর অক্ষর) নুকতাহীন অবস্থায় রয়েছে।

(11) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ('আর আল্লাহই ভালো জানেন') 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া' (বর্ণ) সংস্করণগুলোতে নেই। এবং 'আলিফ', 'লাম' (বর্ণ) সংস্করণের উভয় পাদটীকায় – লেখকের নিজ হাতে –: «এরপরও অনুরূপভাবে সম্পন্ন হয়েছে», এবং 'জিম' (বর্ণ) সংস্করণের পাদটীকায়: «১২৬০ হিজরী সনে বারদা' জামিন শহরে মুরাদিয়া মাদ্রাসায় تدریس (শিক্ষাদান) সম্পন্ন হয়েছে»।

(ص: 134) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(ثُمَّ الْمَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضاً إِلَى: مَعْبُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْبُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ) أَيُّ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُوَ: الْمُحْكَمُ)، وَأَمْثَلُهُ كَثِيرَةٌ⁽¹⁾.⁽²⁾ (وَإِنْ عَوِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولاً مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُوداً؛ فَالثَّانِي⁽³⁾ لَا أَثَرُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ⁽⁴⁾ فِيهِ مُخَالَفَةُ⁽⁵⁾ الضَّعِيفِ. وَإِنْ كَانَتْ الْمُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمَكِّنَ الْجَنُوعُ بَيْنَ مَذْلُوكَيْهِمَا⁽⁶⁾ بِغَيْرِ⁽⁷⁾ تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا:

[مختلف الحديث]

(فَإِنْ أُمَكِّنَ الْجَنُوعُ: فَهُوَ) النَّوعُ الْمُسَيَّ⁽⁸⁾: (مُخْتَلِفٌ⁽⁹⁾ الْحَدِيثِ)، وَمَثَلٌ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ⁽¹⁰⁾ بِحَدِيثٍ: «لَا عَدْوَى وَلَا

(1) ذكر الحاكم أمثلة له تحت النوع الثلاثين من علوم الحديث، وهو: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 129).

(2) المحكم

(3) في ك: «والثاني».

(4) في ي، ك، ل: «تؤثر» بالتاء، وفي ب، و: بالتاء والياء.

(5) في ز: «مخالفه».

(6) في هـ، ز، ح: «مدلولهما».

(7) في أ: «من غير».

(8) في ب زيادة: «فهو».

(9) في ط: «مختلف» بفتح اللام، وفي و، م: بفتح اللام وكسرهما، والمثبت من د.
قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 363): «بكسر اللام؛ أي: مختلف مدلول حديثه، ويناسبه ما يقابله: فهو الناسخ، وضبطه بعضهم بفتح اللام على أنه مصدر ميمي، ويلائمه قوله فيما بعد: فالتزجيج».

(10) مقدمة علوم الحديث (ص 284).

(এরপর গ্রহণযোগ্য (মাকবূল) প্রকার) এটিও বিভক্ত হয়: আমলকৃত এবং অনামলকৃততে; কারণ, যদি তা (কোনো) বিরোধ থেকে মুক্ত থাকে, অর্থাৎ, এর বিরোধী কোনো বর্ণনা না আসে; (তাহলে তা হলো: মুহকাম (সুদৃঢ়/অকাট্য)), এবং এর উদাহরণ অনেক⁽¹⁾।⁽²⁾ (আর যদি এর বিরোধিতা করা হয়), তাহলে তা এর বাইরে নয় যে: হয় তার বিরোধীটিও এর মতো গ্রহণযোগ্য হবে, অথবা তা প্রত্যাখ্যাত হবে; দ্বিতীয়টির⁽³⁾ কোনো প্রভাব নেই; কারণ, দুর্বলটির বিরোধিতা শক্তিশালীকে প্রভাবিত করে না⁽⁴⁾।⁽⁵⁾

আর যদি বিরোধিতা (এর সমকক্ষ দ্বারা) হয়, তাহলে তা এর বাইরে নয় যে: হয় তাদের উভয় অর্থের মধ্যে কষ্টকরতা ছাড়া সমন্বয় সম্ভব হবে⁽⁶⁾⁽⁷⁾, অথবা হবে না:

[মুহতালিফুল হাদীস (পরস্পর-বিরোধী হাদীস)]

(যদি সমন্বয় সম্ভব হয়, তাহলে সেটিই) সেই প্রকার যা পরিচিত⁽⁸⁾: (মুহতালিফুল হাদীস (পরস্পর-বিরোধী হাদীস)) নামে⁽⁹⁾। এবং ইবনুস সালাহ⁽¹⁰⁾ এর উদাহরণ দিয়েছেন এই হাদীস দ্বারা: «কোনো সংক্রামক রোগ নেই এবং কোনো

(1) হাকিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর 'উলুমুল হাদীস' (হাদীস বিজ্ঞান)-এর ত্রিশতম প্রকারের অধীনে এর উদাহরণসমূহ উল্লেখ করেছেন, যা হলো: এমন খবর (বর্ণনা) সম্পর্কে জ্ঞান যা কোনোভাবেই বিরোধপূর্ণ নয়। দেখুন: হাকিম-এর 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস' (পৃ. ১২৯)।

(2) মুহকাম (সুদৃঢ়/অকাট্য)

(3) 'কাফ' নুসখায়: "ওয়াছ ছানি" ("এবং দ্বিতীয়টি")।

(4) 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম' নুসখায়: "তু'আছছিরু" (প্রভাবিত করে) তা (ت) অক্ষর দ্বারা, এবং 'বা', 'ওয়াও' নুসখায়: তা (ت) ও ইয়া (ي) উভয় অক্ষর দ্বারা (অর্থাৎ, উভয় রূপ পাওয়া যায়)।

(5) 'যা' নুসখায়: "মুখালিফুহু" (তার বিরোধী)।

(6) 'হা', 'যা', 'হা' নুসখায়: "মাদলুলুহুম"।

(7) 'আলিফ' নুসখায়: "মিন গায়রি" (ছাড়া)।

(8) 'বা' নুসখায় "ফাহুয়া" (তাহলে সেটিই) অতিরিক্ত রয়েছে।

(9) 'তা' নুসখায়: "মুহতালফ" (مختلف) লামে ফাতহা (যবর) সহকারে, এবং 'ওয়াও', 'মিম' নুসখায়: লামে ফাতহা ও কাসরা (যের) উভয় সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত, তা 'দাল' নুসখা থেকে। আল-কারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'শরহু শরহিন নুখবাহ' (পৃ. ৩৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: "লামে কাসরা (যের) সহকারে; অর্থাৎ, যার হাদীসের অর্থ ভিন্ন (মুহতালিফ)। আর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো এর বিপরীত যা আসে: সেটি হলো নাসিখ (রহিতকারী)। আর কেউ কেউ লামে ফাতহা (যবর) সহকারে এটিকে মাসদারে মীমী (ক্রিয়ামূল বিশেষ) হিসেবে উচ্চারণ করেছেন, এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো পরবর্তীতে তার উক্তি: 'ফাত তারজীহ' (তখন প্রাধান্য)।"

(10) মুকাদ্দিমাতু 'উলুমিল হাদীস' (পৃ. ২৮৪)।

(ص: 135) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

طَيَّرَةً»⁽¹⁾ مَعَ حَدِيثٍ: «فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»⁽²⁾، وَكَلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ،
وَوَظَّاهُمَا التَّعَارُضُ!

وَوَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (3)
 جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ.
 ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، كَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ
 الصَّلَاحِ (4) تَبَعًا لِغَيْرِهِ (5) !
 وَالْأَوَّلَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (6) أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُدْوَى بَاقٍ عَلَى
 عُمُومِهِ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا» (7)، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَارَضَهُ: بِأَنَّ الْبَعِيرَ الْأَجْرَبَ يَكُونُ فِي الْإِبِلِ الصَّحِيحَةِ، فَيُخَالِطُهَا
 فَتَجْرُبُ، حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟» (8) يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
 وَتَعَالَى (9) ابْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا ابْتَدَأَهُ فِي الْأَوَّلِ.
 وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْدُومِ: فَمِنْ بَابِ سَدِّ الدَّرَائِعِ؛

- (1) أخرجه البخاري (5757)، ومسلم (2220).
- (2) أخرجه البخاري (5707) معلقاً، وقد وصله أبو الشيخ في أمثال الحديث (163)، والبيهقي في السنن الكبرى (13887). وانظر: تغليق التعليق للمصنف (5/43).
- (3) «وَتَعَالَى» ليست في ح، ط، ل، م.
- (4) في مقدمته (ص 285).
- (5) منهم: البيهقي، وابن العربي. انظر: الآداب للبيهقي (1/145)، عارضة الأحوذبي لابن العربي (8/311).
- (6) «بَيْنَهُمَا» ليست في ه، و، ز.
- (7) أخرجه الترمذي (2143)، وأحمد (4198)، وفيه رجل مُبْهَم.
- (8) أخرجه البخاري (5717)، ومسلم (2220).
- (9) في ب، ط: «تعالَى» بدل: «سبحانه وتعالى».

অশুভ লক্ষণ (তিয়ারা)^(১) সম্পর্কিত হাদীসের সাথে: "কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেমন সিংহ থেকে পলায়ন করো"^(২) — এই উভয় হাদীসই সহীহ গ্রন্থে বিদ্যমান, কিন্তু বাহ্যত এগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়!

এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের উপায় হলো: এই রোগগুলো নিজস্ব প্রকৃতিতে সংক্রামক নয়, তবে আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ তিনি^(৩) অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির মেলামেশাকে তার রোগ সংক্রমণের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

তারপর, অন্যান্য কারণের মতো এক্ষেত্রেও কখনও কারণের পরেও ফল না-ও হতে পারে। এভাবেই ইবনুস সালাহ^(৪) অন্যের অনুসরণ করে^(৫) এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন! তবে, এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অধিকতর উত্তম পদ্ধতি^(৬) হলো এই বলা: যে, তাঁর (তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) কর্তৃক সংক্রামক রোগ (আদওয়া)-এর অস্বীকৃতি তার সাধারণ অর্থে বহাল থাকবে। এবং তাঁর (তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) এই বাণী সহীহ প্রমাণিত হয়েছে: "কোনো কিছু অন্য কোনো কিছুকে সংক্রামিত করে না।"^(৭) এবং যে ব্যক্তি তাঁর (তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বিরোধিতা করে বলেছিল যে, একটি খোঁসপাঁচড়ায়ুক্ত উট সুস্থ উটগুলোর মধ্যে থাকে, তারপর তাদের সাথে মিশে, তখন সেগুলোতেও খোঁসপাঁচড়া হয়, তখন তিনি তার জবাবে বলেছিলেন: "তাহলে প্রথমটিকে কে সংক্রামিত করেছে?"^(৮) অর্থাৎ: আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ তিনি^(৯) যেমন প্রথমটিতে তা শুরু করেছেন, তেমনি দ্বিতীয়টিতেও তা শুরু করেছেন। আর কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়নের নির্দেশ হলো: 'সাদুদ-ধারায়' (ক্ষতিকর উপায় বন্ধ করার) নীতির অন্তর্ভুক্ত;

(১) বুখারী (৫৭৫৭) এবং মুসলিম (২২২০) এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারী (৫৭০৭) এটি মুআল্লাক (ছুঁড়া বা অসম্পূর্ণ সনদযুক্ত) রূপে বর্ণনা করেছেন। আবুশ শায়খ এটি তাঁর 'আমছালুল হাদীস' (১৬৩) গ্রন্থে এবং বাইহাকী 'আস-সুনানুল কুবরা' (১৩৮৮৭) গ্রন্থে সংযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: গ্রন্থকারের 'তাগলিকুত তা'লিক' (৫/৪৩)।

(৩) 'ওয়া তা'আলা' (এবং তিনি সুউচ্চ) শব্দাংশটি হা, ত্ব, লাম, মিম (হস্তলিপি/সংস্করণ)-এ নেই।

(৪) তাঁর মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) (পৃ. ২৮৫)-তে।

- (5) তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: বাইহাকী এবং ইবনুল আরাবী। দ্রষ্টব্য: বাইহাকীর ‘আল-আদাব’ (১/ ১৪৫), ইবনুল আরাবীর ‘আরিদাতুল আহওয়াযী’ (৮/ ৩১১)।
- (6) ‘বাইনা হুমা’ (এই দুইয়ের মধ্যে) শব্দাংশটি হা, ওয়াও, যা (হস্তলিপি/সংস্করণ)-এ নেই।
- (7) তিরমিযী (২১৪৩) এবং আহমাদ (৪১৯৮) এটি বর্ণনা করেছেন, এবং এর সনদে একজন অনির্দিষ্ট বর্ণনাকারী রয়েছেন।
- (8) বুখারী (৫৭১৭) এবং মুসলিম (২২২০) এটি বর্ণনা করেছেন।
- (9) বা, ত্ব (হস্তলিপি/সংস্করণ)-এ ‘সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা’-এর পরিবর্তে ‘তা‘আলা’ (তিনি সুউচ্চ) ব্যবহৃত হয়েছে।

(ص: 136) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

لَيْلًا يَتَّفَقُ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ⁽¹⁾ ابْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوَى ⁽²⁾ الْمُنْفِيَّةِ؛ فَيُظَنُّ ⁽³⁾ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقَدُ ⁽⁴⁾ صِحَّةَ الْعَدْوَى، فَيَقَعُ ⁽⁵⁾ فِي الْحَرَجِ، فَأَمَرَ ⁽⁶⁾ بِتَجَنُّبِهِ حَسْبًا لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⁽⁷⁾.
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ ⁽⁸⁾: «اِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» ⁽⁹⁾؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ⁽¹⁰⁾، وَالطَّحَاوِيُّ ⁽¹¹⁾، وَغَيْرُهُمَا ⁽¹²⁾.

(1) في ب: «سبحانه وتعالى».

(2) في ي: «العدوة».

(3) في أ، هـ: «فيظن» بضم الياء، والمثبت من د.

(4) في د، و: «فيعتقد» بالرفع، والمثبت من ح، م.

(5) في ب: «فيقع» بالرفع، وأهملت في بقية النسخ.

قال اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر (ص 893): «فيظن ... فيعتقد ... فيقع:

منصوبات بالعطف على يتفق». وقال القاري رحمه الله في شرح النخبة (ص

373): «بالنصب؛ عطف على جواب النفي».

- (6) في د، هـ: «فَأْمِر» بضم الهزرة وكسر الميم، والمثبت من ك. قال اللّقائي رحمه الله في قَضَاءِ الوَظَر (ص 893): «يجوز فيها البناء للفاعل، والبناء للمفعول، أي: فَأْمِر الشارع، أو أُمِر ذلك الشخص».
- (7) «وَاللّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.
- (8) في ط: «كتاباً سمّاه» بدل: «كِتَابٌ».
- (9) وهو مطبوع، وهو من جملة كتاب الأُمِّ. انظر: مناقب الشّافعيّ للبيهقيّ (2/ 304)، وتهذيب الأسماء واللّغات للتّوويّ (3/ 84).
- (10) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، الإمام (ت 276 هـ). إنباه الرّواة على أنباه النّحاة للقفطيّ (2/ 143)، سِير أعلام النّبلاء (13/ 296). واسم كتابه: «تأويل مختلف الحديث»، وهو مطبوع.
- (11) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الإمام (ت 321 هـ). سِير أعلام النّبلاء (15/ 27).
- واسم كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.
- (12) كابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»، ومن المؤلّفات في مختلف الحديث: «تأويل الأحاديث المشكّلة» لعلي بن محمد بن مهدي الطّبريّ، و «التنبيهات المجلّة على المواضع المشكّلة» للعلائيّ وهو مطبوع.
- وفي حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتصحيحاً».

যাতে তার সংস্পর্শে আসা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকদীর অনুসারে⁽¹⁾ প্রাথমিকভাবে এমন কিছু ঘটে না যায়, যা নিরাকৃত সংক্রামক ব্যাধির কারণে নয়⁽²⁾; ফলে সে ধারণা করবে⁽³⁾ যে, এটা তার সংস্পর্শে আসার কারণে হয়েছে, তখন সে সংক্রামক ব্যাধির সত্যতায় বিশ্বাস করবে⁽⁴⁾ এবং সে সংকটে (গোনাহে) পতিত হবে⁽⁵⁾। তাই (সৃষ্ট সমস্যা) সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্য তা পরিহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে⁽⁶⁾। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন⁽⁷⁾।

এই প্রকারের উপর ইমাম শাফিঈ (রহ.) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন^(৪) যার নাম: «ইখতিলাফুল হাদিস»^(৫); তবে তিনি এর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করার উদ্দেশ্য রাখেননি। তাঁর পরে ইবনু কুতাইবা^(১০), তাহাবী^(১১) এবং অন্যান্যরা^(১২) এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

- (১) ‘বা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة ب) রয়েছে: «সুবহানাছ ওয়া তাআলা (তিনি পবিত্র ও সুমহান)»।
- (২) ‘ইয়া’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة ي) রয়েছে: «আল-আদওয়াহ»।
- (৩) ‘আলিফ’ ও ‘হা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة أ, ه) ‘ইয়া’ এর উপর পেশ (ضم الياء) সহ «ফায়ুযুনা» রয়েছে, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা ‘দাল’ বর্ণনার অনুলিপি (نسخة د) থেকে।
- (৪) ‘দাল’ ও ‘ওয়াও’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة د, و) রফ (رفع) সহ «ফায়াতাকিদু» রয়েছে, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা ‘হা’ ও ‘মিম’ বর্ণনার অনুলিপি (نسخة ح, م) থেকে।
- (৫) ‘বা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة ب) রফ (رفع) সহ «ফায়াকাউ» রয়েছে, এবং বাকি অনুলিপিগুলোতে এটি বাদ পড়েছে।

আল-লাক্কানী (রহ.) «কাদা’ আল-ওয়াতর» (পৃ. ৮৯৩) গ্রন্থে বলেছেন: «ফায়ুযুনা (সে ধারণা করবে)... ফায়াতাকিদু (সে বিশ্বাস করবে)... ফায়াকাউ (সে পতিত হবে): এগুলো ‘ইয়াত্তাফিকু’ এর সাথে আতফ (সংযুক্ত) হয়ে মানসুব (নাসাব অবস্থা) হয়েছে»। আল-কারী (রহ.) «শারহু শারহুন নুখবাহ» (পৃ. ৩৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: «নাসাব অবস্থায়; নাফি’ এর জবাবের উপর আতফ»।

- (৬) ‘দাল’ ও ‘হা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة د, ه) হামযা (أ) এর উপর পেশ (ضم الهزة) এবং মিম (م) এর নিচে যের (كسر الميم) সহ «ফাউমিরা» রয়েছে, এবং যা গৃহীত হয়েছে তা ‘কাফ’ বর্ণনার অনুলিপি (نسخة ك) থেকে। আল-লাক্কানী (রহ.) «কাদা’ আল-ওয়াতর» (পৃ. ৮৯৩) গ্রন্থে বলেছেন: «এখানে ফاعل বাচক ক্রিয়া (بناء للفاعل) এবং কর্মবাচক ক্রিয়া (بناء للمفعول) উভয়ই জায়েয, অর্থাৎ: শারি’ (বিধানদাতা) নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে»।

- (৭) «ওয়া আল্লাহু আ’লামু (আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন)» অংশটি ‘ত্বা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة ط) নেই।

- (৪) ‘ত্বা’ বর্ণনার অনুলিপিতে (نسخة ط) «কিতাবান সাম্মাহু (তিনি একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন)» এর পরিবর্তে «কিতাবা (একটি গ্রন্থ)» রয়েছে।

(9) এটি মুদ্রিত এবং «কিতাবুল উম্মা»-এর অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। দেখুন: বাইহাকীর «মানাকিব আশ-শাফিঈ» (২/৩০৪) এবং নববীর «তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত» (৩/৮৪)।

(10) তিনি হলেন: আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু কুতাইবা আদ-দীনুরী, ইমাম (মৃত্যু ২৭৬ হি.)। দেখুন: আল-ক্বিফতীর «ইনবাহুর রুওয়াত আলা আনবাহিন নুহাত» (২/১৪৩), «সিয়ারু আলামিন নুবলা» (১৩/২৯৬)।

তাঁর গ্রন্থের নাম: «তা'বীলু মুখতালিফিল হাদিস», এটি মুদ্রিত।

(11) তিনি হলেন: আবু জাফর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সালামা আল-আযদী আত-তাহাবী, ইমাম (মৃত্যু ৩২১ হি.)। দেখুন: «সিয়ারু আলামিন নুবলা» (১৫/২৭)।

তাঁর গ্রন্থের নাম: «শারহু মুশকিলিল আসার», এটি মুদ্রিত।

(12) যেমন ইবনু জারীর আত-তাবারী এর «তাহযীবুল আসার»। এবং মুখতালিফুল হাদিস (বিভিন্ন হাদিস) বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মাহদী আত-তাবারী এর «তা'বীলুল আহাদীসিল মুশকিলা» এবং আল-আলাই এর «আত-তানবীহাতুল মুজমালার আলাল মাওয়াদিইল মুশকিলা» যা মুদ্রিত।

‘হা’ বর্ণনার অনুলিপি (نسخة هـ) পাদটীকায় রয়েছে: «এরপর পাঠ ও সংশোধন সমাপ্ত হলো»।

(ص: 137) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[الناسخ والمنسوخ]

وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنِ الْجَمْعُ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّارِيخُ (أَوْ) لَا:
فَإِنْ عُرِفَ وَ (ثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ) بِهِ ⁽¹⁾، أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ؛ (فَهُوَ) ⁽²⁾ النَّاسِخُ، وَالْآخِرُ
الْمَنْسُوخُ ⁽³⁾.

وَالنَّاسِخُ: رَفْعٌ تَعَلَّقَ حُكْمُ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ ⁽⁴⁾.
وَالنَّاسِخُ: مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ، وَتَسْيِئَتُهُ نَاسِخًا مَجَازً؛ لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِيقَةِ
هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

[كيف يُعرف النسخ؟]

وَيُعرفُ النَّسخُ بِأُمُورٍ:

أَصْرَحُهَا⁽⁵⁾: مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ؛ كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»⁽⁶⁾: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ⁽⁷⁾ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

(1) «بِهِ» ليست في ط.

(2) في ط: «فهذا».

(3) في حاشية و - بخط المصنّف - : «ثم بلغ قراءة بحث علي».

(4) ذكر التعلّق في تعريف النسخ يؤهم مذهب المتكلمين في صفات الله تعالى، حيث يجعلون الصفات قديمة غير متجددة، وإنما يتجدد عندهم التعلّق بينها وبين آثارها، والحق ما عليه أهل السنة من أنّ صفات الله التي تتعلق أحادها بشيئته - كصفة الكلام - يقع فيها التجدد، ويفعلها إذا شاء في زمن دون زمن، فالصواب: حذف كلمة «تعلّق» ليستقيم هذا التعريف.

(5) في ط: «أصلحها».

(6) برقم (977).

(7) في ج، ك زيادة: «ألا».

[রহিতকারী ও রহিতকৃত]

যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয়; তাহলে তা (দু'টি অবস্থার) বাইরে নয়: হয় তারিখ জানা যাবে, নয়তো না:

যদি তা (তারিখ) জানা যায় এবং এর দ্বারা⁽¹⁾ অথবা এর চেয়ে স্পষ্টতর কোনো কিছুর দ্বারা পরবর্তী (বিধান) প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহলে সেটিই⁽²⁾ হলো রহিতকারী (نسخ), আর অপরটি রহিতকৃত (منسوخ)⁽³⁾।

আর রহিতকরণ (নসখ) হলো: একটি শরয়ী বিধানের সম্পর্কে তার থেকে পরবর্তী একটি শরয়ী দলিল দ্বারা উঠিয়ে নেওয়া⁽⁴⁾।

আর রহিতকারী (নাসিখ) হলো: যা উল্লিখিত রহিতকরণের উপর প্রমাণ করে। আর এটিকে নাসিখ নামকরণ করা রূপক অর্থে; কারণ প্রকৃতপক্ষে রহিতকারী তো আল্লাহ তা'আলাই।

[রহিতকরণ কীভাবে জানা যায়?]

কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে রহিতকরণ জানা যায়:

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টতর⁽⁵⁾ হলো: যা নসের (কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা) মধ্যে এসেছে; যেমন সহীহ মুসলিম-এ⁽⁶⁾ বর্ণিত বুরাইদাহ (রা.)-এর হাদীস: "আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম⁽⁷⁾, এখন তোমরা তা জিয়ারত করো; কারণ তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

(1) 'বিহি' (এর দ্বারা) শব্দটি 'ত্ব' নুসখায় নেই।

(2) 'ত্ব' নুসখায় রয়েছে: 'ফাহাযা' (এটি)।

(3) 'ওয়াও' নুসখার হাশিয়ায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: 'তারপর আমার কাছে একটি গবেষণা পাঠ পৌঁছল।'

(4) রহিতকরণ (নসখ)-এর সংজ্ঞায় 'তা'আল্লুক' (সম্পর্ক) শব্দটির উল্লেখ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে মুতাকাল্লিমীনের মতবাদের ইঙ্গিত দেয়। কারণ তারা গুণাবলীকে প্রাচীন (অনন্ত) ও অনবায়নযোগ্য মনে করেন, বরং তাদের মতে এর (গুণাবলীর) ও এর প্রভাবসমূহের মধ্যকার সম্পর্কই নবায়িত হয়। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মতবাদ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত - যেমন কালামের গুণ - সেগুলোতে নবায়ন সংঘটিত হয় এবং তিনি যখন চান এক সময়ে তা করেন, অন্য সময়ে না। সুতরাং সঠিক হলো: এই সংজ্ঞাটি সঠিক করতে 'তা'আল্লুক' শব্দটি বাদ দেওয়া।

(5) 'ত্ব' নুসখায় রয়েছে: 'আসলাহুহা' (এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী)।

(6) হাদীস নং (৯৭৭)।

(7) 'জিম' ও 'কাফ' নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: 'আলা'।

وَمِنْهَا: مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ كَقَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرَ⁽¹⁾ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ⁽²⁾ الْوُضُوءَ مِنَّا مَسَّتِ⁽³⁾ النَّارُ». أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ⁽⁴⁾.

وَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ؛ وَهُوَ كَثِيرٌ.
وَلَيْسَ مِنْهَا: مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ مُعَارِضاً لِمُتَقَدِّمٍ⁽⁵⁾ عَنْهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَبْعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ⁽⁶⁾ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِثْلَهُ⁽⁷⁾ فَأَرْسَلَهُ.
لَكِنْ إِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَّبِعُهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخاً، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَمَّلْ⁽⁸⁾ عَنِ⁽⁹⁾ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

(1) في ك، ل: «آخِرُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج، د. قَالَ ابْنُ رِسْلَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (2/ 39): «(كَانَ آخِرَ) بِنَصْبِ آخِرٍ... (تَرَكَ) بِالرَّفْعِ اسْمُ كَانَ»، وَقَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 380): «بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ (كَانَ). خَبْرُهُ: (آخِرُ الْأَمْرَيْنِ)، أَوْ بِالْعَكْسِ».

(2) في ز: «تَرَكَ» بِالنَّصْبِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج، د، م.

(3) في و، ي: «مَسَّتْ».

(4) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (192)، وَالنَّسَائِيُّ (185)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ (80)، وَابْنُ مَاجَهَ (489).

(5) في ط: «لِلْمُتَقَدِّمِ»، وَفِي م: «فِي مُتَقَدِّمِ».

(6) في ك: «أَقْدَمِ» بِالْكَسْرِ، وَهُوَ وَهْمٌ.

(7) في د، و: «مِثْلُهُ» بِالْجَرِّ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 381): «بِالنَّصْبِ».

(8) في ط: تَقْدِيمُ «شَيْئاً» إِلَى هَذَا الْبَوْضِعِ.

আর সেগুলোর মধ্যে এমন বিষয়ও রয়েছে যেখানে সাহাবী (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেন যে, এটি পরবর্তীকালীন বিধান; যেমন জাবির (রাঃ)-এর উক্তি: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত দুটি নির্দেশের মধ্যে শেষটি ছিল আগুন স্পর্শ করা বস্তুর কারণে ওয়ু পরিত্যাগ করা»। (1)(2)(3) এটি সুনান সংকলনসমূহের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। (4)

আর সেগুলোর মধ্যে এমন বিষয়ও রয়েছে যা ঐতিহাসিক তারিখ দ্বারা জানা যায়; আর এটি বহু প্রচলিত।

আর সেগুলোর মধ্যে এটি গণ্য নয় যে, যে সাহাবী দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তার পূর্ববর্তী কোনো সাহাবীর (5) বর্ণনার পরিপন্থী; কারণ সম্ভাবনা থাকে যে, তিনি (দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী) তা এমন অন্য কোনো সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছেন যিনি উল্লিখিত পূর্ববর্তী সাহাবীর চেয়েও প্রাচীন ছিলেন (6) অথবা তার সমকক্ষ ছিলেন, (7) অতঃপর তিনি তা (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) সরাসরি বর্ণনা করেছেন।

তবে যদি তিনি (অর্থাৎ, দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, তাহলে এটি নাসিখ (রহিতকারী) হওয়ার দিকে ধাবিত হবে, এই শর্তে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি। (8)(9)

(1) 'কাফ' (ك) ও 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে: «أَخْرَجَ» (আখিরু) রাফা (رَفَعَ) সহকারে, এবং মূল গ্রন্থে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'জীম' (ج) ও 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপি থেকে। ইবন রুসলান (রহ.) তাঁর শারহ সুনান আবি দাউদ (২/৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: «(أَخْرَجَ) 'আখির' (أَخْرَجَ)-কে নসব (اسم) সহকারে 'কানা' (كَانَ)-এর ইসিম (اسم) সহকারে ... (تَرَكْتُ) 'তারকু' (تَرَكْتُ) রাফা (رَفَعَ) সহকারে 'কানা' (كَانَ)-এর ইসিম (اسم) হিসেবে», আর আল-কারি (রহ.) তাঁর শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৩৮০) গ্রন্থে বলেছেন: «রাফা (رَفَعَ) সহকারে এই হিসেবে যে, এটি (كَانَ)-এর ইসিম (اسم), আর এর খবর (خَبَرٌ) হলো: (أَخْرَجَ) (أَخْرَجَ), অথবা এর বিপরীত»।

(2) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: «تَرَكَ» (তারকা) নসব (نَسَبَ) সহকারে, এবং মূল গ্রন্থে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'জীম' (ج), 'দাল' (د) ও 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপি থেকে।

- (3) 'ওয়াও' (و) ও 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: «مسته» (মস্-তাহ)।
- (4) এটি আবু দাউদ (১৯২), নাসায়ী (১৮৫), তিরমিযী অনুরূপ শব্দে (৮০) এবং ইবন মাজাহ (৪৮৯) বর্ণনা করেছেন।
- (5) 'ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «للمتقدم» (লিল মুতাকাদিম), আর 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিতে: «فبمقدم» (ফা মুতাকাদিম)।
- (6) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে: «أقدم» (আকদাম) কাসরা (كسرة) সহকারে, যা একটি ভুল।
- (7) 'দাল' (د) ও 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপিতে: «مثله» (মিসলিহি) জার (جر) সহকারে, এবং মূল গ্রন্থে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'জীম' (ج) পাণ্ডুলিপি থেকে। আল-কারি (রহ.) তাঁর শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৩৮১) গ্রন্থে বলেছেন: «নসব (نصب) সহকারে»।
- (8) 'ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «شيئاً» (শাইয়ান) এই স্থানে আগে আনা হয়েছে।
- (9) 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: «من» (মিন)।

(ص: 139) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ⁽¹⁾.

[مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]

وَأِنْ لَمْ يُعْرِفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يُسَكَّنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوُجْهِ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ ⁽²⁾ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَثْنِ
أَوْ بِالِإِسْنَادِ ⁽³⁾، أَوْ لَا:

فَإِنْ أُمِّكِنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ الْمَصْدِرُ إِلَيْهِ ⁽⁴⁾، (وَالْإِلَّا)؛ فَلَا.

فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:

- الْجَمْعُ ⁽⁵⁾ إِنْ أُمِّكِنَ.

- فَاعْتِبَارُ ⁽⁶⁾ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ.

- (فَالْتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.

- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ الْعَمَلِ بِأَحَدٍ ⁽⁷⁾ الْحَدِيثَيْنِ.

وَالْتَعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوَّلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبَرِ⁽⁸⁾ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ اِحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁽⁹⁾.

(1) «وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» سقطت من ط.

(2) في نسخة على حاشية د: «الترجيحات».

(3) ذكر الحازمي خمسين وجهاً من وجوه التَّرجيح. انظر: الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار (ص 9).

(4) في ي: «له».

(5) في ب: «فالجَمْع».

(6) في أ: «فالاعتبار»، وفي ز: «كاعتبار».

(7) في ج، م: «بِإِحدى».

(8) في ز: «بِالمُعْتَبَر».

(9) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.

وفي حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك قراءة وبحثاً»، وفي حاشية و - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ سماعاً بقراءته في النخبة، كتبه: ابن حجر».

আর ইজমা (ঐক্যমত্য) নাসিখ (রদকারী) নয়; বরং এটি (নাসিখ হওয়ার) প্রতি ইঙ্গিত করে⁽¹⁾।

[আপাতবিরোধী বিষয়সমূহ পর্যালোচনার স্তরসমূহ]

যদি সময়কাল জানা না যায়, তবে (বিষয়টি) নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

হয়তো সেগুলোর একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার (তারজিহ) দেওয়া সম্ভব হবে, মাতন (মূল পাঠ) বা ইসনাদ (সনদ) এর সাথে সম্পর্কিত অগ্রাধিকারের (তারজিহ) উপায়সমূহের কোনো একটির মাধ্যমে⁽²⁾⁽³⁾, অথবা সম্ভব হবে না:

যদি অগ্রাধিকার (তারজিহ) দেওয়া সম্ভব হয়; তবে তার দিকে প্রত্যাভর্তন (আমল) করা অবশ্যসম্ভাবী হবে⁽⁴⁾, (অন্যথায়) নয়।

সুতরাং, যা আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক, তা এই বিন্যাস (ক্রম) অনুসারে সংঘটিত হয়:

- একত্রিতকরণ (জম‘) যদি সম্ভব হয়⁽⁵⁾।
- অতঃপর নাসিখ (রদকারী) ও মানসুখ (রদকৃত) বিবেচনা⁽⁶⁾।
- (অতঃপর অগ্রাধিকার বা তারজিহ) যদি অবশ্যসম্ভাবী হয়।
- (অতঃপর বিরত থাকা বা তাওয়াক্কুফ) দুটি হাদীসের কোনো একটি অনুযায়ী আমল করা থেকে⁽⁷⁾।

‘তাওয়াক্কুফ’ (বিরত থাকা) শব্দটি ব্যবহার করা ‘তাসাকুত’ (পরস্পর বাতিল হওয়া) শব্দটির চেয়ে অধিক উত্তম; কারণ একটির উপর অন্যটির অগ্রাধিকারের (তারজিহ) অস্পষ্টতা কেবল বর্তমান অবস্থায় বিবেচনাকারীর (মু‘তাবির) সাপেক্ষেই⁽⁸⁾, এমন সম্ভাবনাও থাকে যে, যা তার কাছে গোপন রয়েছে, তা অন্যের কাছে প্রকাশিত হতে পারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত⁽⁹⁾।

(1) «আর ইজমা (ঐক্যমত্য) নাসিখ (রদকারী) নয়; বরং এটি (নাসিখ হওয়ার) প্রতি ইঙ্গিত করে» - এই অংশটি ‘ত্বা’ পান্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(2) ‘দাল’ (د) পান্ডুলিপির টীকায় রয়েছে: «الترجيحات» (অগ্রাধিকারসমূহ)।

(3) আল-হাযিমী অগ্রাধিকারের (তারজিহ) পঞ্চাশটি দিক উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আল-ই‘তিবার ফিন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ মিনাল-আসার (পৃষ্ঠা ৯)।

(4) ‘ইয়া’ (ي) পান্ডুলিপিতে: «لا» রয়েছে।

(5) ‘বা’ (ب) পান্ডুলিপিতে: «ফাল-জম‘» রয়েছে।

(6) ‘আলিফ’ (أ) পান্ডুলিপিতে: «ফাল-ই‘তিবার», এবং ‘যা’ (ج) পান্ডুলিপিতে: «কা‘তিবার» রয়েছে।

(7) ‘জিম’ (ج), ‘মিম’ (م) পান্ডুলিপিতে: «বি-ইহদা» রয়েছে।

(8) ‘যা’ (ج) পান্ডুলিপিতে: «বিল-মু‘তাবির» রয়েছে।

(9) «আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত» - এই অংশটি ‘ত্বা’ পান্ডুলিপিতে নেই।

আর ‘আলিফ’ (أ) পান্ডুলিপির টীকায় – লেখকের নিজ হস্তাক্ষরে – রয়েছে: «অতঃপর পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমেও এটি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে», আর ‘ওয়াও’ (و) পান্ডুলিপির টীকায় – তাঁর

নিজ হস্তাক্ষরেই – রয়েছে: «অতঃপর আন-নুখবাতে তাঁর পঠনের মাধ্যমে শ্রবণে এটি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে, লিখেছেন: ইবনু হাজার»।

(ص: 140) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[أقسام المردود وأسباب الرد]

(ثُمَّ الْمَرْدُودُ) وَمَوْجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ⁽¹⁾) فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافٍ وَجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ⁽²⁾ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرِ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.

[المعلق]

(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفٍ (مُصَنَّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ⁽³⁾)، أَوْ⁽⁴⁾ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّقْطُ وَاحِدًا⁽⁵⁾ أَمْ⁽⁶⁾ أَكْثَرَ.

[العلاقة بين المعلق والمعضل]

وَبَيَّنَهُ وَبَيَّنَ الْمُعْضِلُ الْآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ الْمُعْضِلِ بِأَنَّهُ⁽⁷⁾ سَقَطَ مِنْهُ⁽⁸⁾ اثْنَانِ فَصَاعِدًا؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُورِ الْمُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ الْمُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفٍ مُصَنَّفٍ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ⁽⁹⁾؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ⁽¹⁰⁾.

(1) في ج: «لطعن».

(2) في ب، د: «أعمُّ» بالرفع، والمثبت من ك.

(3) في ز: «التابع».

(4) في ب زيادة: «من».

(5) في هـ: «واحد».

(6) في أ، د، ك، ل: «أو».

(7) في ج، ي زيادة: «ما».

(8) في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة

(ص 392): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».

(9) «مِنْهُ» سقطت من ي.

(10) أي: المعضَلُ أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعملُ فيها إذا كان السَّقَطُ أثناء السند أو من

أَوَّلِهِ، بخلاف المعلقِ فَإِنَّهُ مختَصٌّ بأَوَّلِ السندِ.

[অপ্রত্যাখ্যাত (মারদুদ) হাদীসের প্রকারভেদ ও প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ]

অতঃপর অপ্রত্যাখ্যাত (মারদুদ) হাদীস এবং প্রত্যাখ্যানের কারণ হলো: হয় সনদের মধ্যে 'সাক্বত' (বাদ পড়া) থাকার কারণে, অথবা বর্ণনাকারীর প্রতি 'ত্বা'ন' (অভিযোগ)⁽¹⁾ থাকার কারণে – অভিযোগের বিভিন্ন দিক অনুসারে, যা বর্ণনাকারীর ধার্মিকতা (দিয়ানাত) বা তার স্মৃতিশক্তি (দাবত)-এর সাথে সম্পর্কিত কোনো কারণ হতে পারে, যা ব্যাপকতর⁽²⁾।

[মু'আল্লাক (হাদীস)]

সুতরাং 'সাক্বত' (বাদ পড়া) হয়তো সনদের শুরু থেকে, কোনো সংকলকের (মুসান্নিফ) কর্মে ঘটে; অথবা এর (সনদের) শেষ থেকে, তাবেরীর⁽³⁾ পরে ঘটে; অথবা⁽⁴⁾ অন্য কোনোভাবে ঘটে। এর মধ্যে প্রথম প্রকারটি হলো মু'আল্লাক (হাদীস), বাদ পড়া বর্ণনাকারী একজন হোক⁽⁵⁾ বা একাধিক⁽⁶⁾ হোক।

[মু'আল্লাক ও মু'দাল (হাদীস)-এর মধ্যকার সম্পর্ক]

এর (মু'আল্লাক-এর) এবং পরবর্তীতে বর্ণিতব্য মু'দাল (হাদীস)-এর মধ্যে এক দিক থেকে 'উমুম ওয়া খুসস' (সাধারণ-বিশেষ) সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মু'দাল-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি এমন হাদীস যার সনদ থেকে দুইজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন⁽⁷⁾⁽⁸⁾; এই দিক থেকে এটি মু'আল্লাক-এর কিছু প্রকারের সাথে মিলে যায়। আর মু'আল্লাক-এর সীমাবদ্ধতা

অনুযায়ী, এটি এমন হাদীস যেখানে সংকলকের (মুসান্নিফ) কর্মে সনদের শুরু থেকে বাদ পড়েছে; এই দিক থেকে এটি ভিন্ন⁽⁹⁾; কেননা এটি (মু'দাল) তার চেয়ে ব্যাপকতর⁽¹⁰⁾।

(1) জিম (ج)-এর নুসখায়: 'লিত্বান' (الطعن)।

(2) বা (ب) ও দাল (د)-এর নুসখায়: 'আ'আম্ম' (أعم) রফ' অবস্থায়, এবং বর্তমান টেক্সট কাফ (ك) থেকে গৃহীত।

(3) যা (ي)-এর নুসখায়: 'আত-তাবে' (التابع)।

(4) বা (ب)-এর নুসখায় 'মিন' (من) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(5) হা (ح)-এর নুসখায়: 'ওয়াহিদ' (واحد)।

(6) আলিফ (أ), দাল (د), কাফ (ك) ও লাম (ل)-এর নুসখায়: 'আও' (أو)।

(7) জিম (ج) ও ইয়া (ي)-এর নুসখায়: 'মা' (ما) অতিরিক্ত রয়েছে।

(8) ইয়া (ي)-এর নুসখায় 'মিনল্হ' (منه)-এর পরিবর্তে 'মিন ইসনাদিহি' (من إسناده) রয়েছে।

আল-ক্বারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৩৯২) গ্রন্থে বলেন: '(যেহেতু তা থেকে বাদ পড়েছে) অর্থাৎ এর সনদ থেকে'।

(9) ইয়া (ي)-এর নুসখায় 'মিনল্হ' (منه) শব্দটি বাদ পড়েছে।

(10) অর্থাৎ মু'দাল (হাদীস) তার চেয়ে ব্যাপকতর; কেননা এটি সনদের মাঝখান থেকে বা শুরু থেকে বাদ পড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে মু'আল্লাফ (হাদীস) কেবল সনদের শুরুর অংশের সাথে নির্দিষ্ট।

(ম: 141) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْ صَوَرِ الْمُعْلَقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ⁽¹⁾ السَّنَدِ، وَيُقَالُ⁽²⁾ مَثَلًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيُّ، أَوْ إِلَّا⁽³⁾ التَّابِعِيُّ وَالصَّحَابِيُّ⁽⁴⁾ مَعًا.
وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضَيِّفُهُ إِلَى مَنْ⁽⁵⁾ فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ
الْمُصَنِّفِ⁽⁶⁾؛ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقًا أَوْ⁽⁷⁾ لَا؟

وَالصَّحِيحُ فِي⁽⁸⁾ هَذَا: التَّفْصِيلُ:

فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِسْتِفْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدْرَسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيْقٌ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيْقُ ⁽⁹⁾ فِي قِسْمِ ⁽¹⁰⁾ الْمَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ، وَقَدْ ⁽¹¹⁾ يُحْكَمُ
بِصَحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسْتَيٌّ ⁽¹²⁾ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

(1) فِي ب: «جَمِيعٌ» بِالنَّصْبِ، وَالمَثْبُت مِنْ د، ك.

(2) فِي ب، د: «وَيُقَالُ» بِالرَّفْعِ، وَالمَثْبُت مِنْ ج، ك.

(3) «إِلَّا» لَيْسَتْ فِي ج، ك.

(4) فِي ح: «الصَّحَابِيُّ وَالتَّابِعِيُّ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ.

(5) فِي أَ زِيَادَةٌ: «كَانَ»، وَفِي وَ، ز زِيَادَةٌ: «هُوَ».

(6) فِي ح: «المُضَيِّفُ»، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

(7) فِي ب، ط: «أَم».

(8) فِي أ: «مِنْ».

(9) فِي ب: «التَّعْلِيْقُ» بِالنَّصْبِ، وَالمَثْبُت مِنْ د.

(10) فِي أ: «تَقْسِيمٌ».

(11) فِي أ: «وَقِيلَ».

(12) فِي أ: «سَيِّ» بَدَلُ: «يَجِيءُ مُسْتَيٌّ».

এবং মু'আল্লাক (হাদীস)-এর রূপগুলির মধ্যে অন্যতম হলো: সনদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে, এবং উদাহরণস্বরূপ বলা হবে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।" এবং তার মধ্যে (আরেকটি হলো): সাহাবী ব্যতীত বাকি সকলকে অথবা তাবেঈ ও সাহাবী উভয়কে ব্যতীত বাকি সকলকে (সনদ থেকে) বিলুপ্ত করা হবে।

এবং তার মধ্যে (আরেকটি হলো): যিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে (সনদ থেকে) বিলুপ্ত করবে এবং (হাদীসটিকে) তার উপরের ব্যক্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে। যদি তার উপরের ব্যক্তি সেই গ্রন্থকারের উস্তাদ হন, তাহলে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে: এটিকে কি তা'লীক বলা হবে, নাকি হবে না?

এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো: বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ (নাস) অথবা অনুসন্ধানের (ইসতিকরা) মাধ্যমে জানা যায় যে, এমন কাজকারী ব্যক্তি একজন মুদাল্লিস (হাদীসে তাদলিসকারী), তাহলে সেটিকে (তাদলিস) গণ্য করা হবে; অন্যথায় এটি তা'লীক (হাদীস) হবে।

মু'আল্লাক (হাদীস) কে কেবল 'মারদূদ' (অগ্রহণযোগ্য) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা রয়েছে। তবে যদি তার (বিলুপ্ত রাবীর) অবস্থা জানা যায়, তাহলে সেটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বলে গণ্য করা হতে পারে; যেমন, অন্য কোনো সূত্রে সেটির পূর্ণ সনদ বর্ণিত হয়।

- (1) 'বা' সংস্করণে 'জামীআ' যবর সহকারে (নাসব অবস্থায়) রয়েছে, আর (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত তা 'দা' ও 'কাফ' সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (2) 'বা' ও 'দা' সংস্করণে 'ইউকালু' পেশ সহকারে (রাফা অবস্থায়) রয়েছে, আর (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত তা 'জীম' ও 'কাফ' সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (3) 'ইল্লা' 'জীম' ও 'কাফ' সংস্করণে নেই।
- (4) 'হা' সংস্করণে 'আস-সাহাবী ওয়া আত-তাবেঈ' আগে-পিছে করা অবস্থায় রয়েছে।
- (5) 'আলিফ' সংস্করণে 'কানা' অতিরিক্ত রয়েছে, এবং 'ওয়াও' ও 'যা' সংস্করণে 'হুয়া' অতিরিক্ত রয়েছে।
- (6) 'হা' সংস্করণে 'আল-মুদিফ' রয়েছে, এবং এটি একটি তাসহীফ (শব্দবিকৃতি)।
- (7) 'বা' ও 'ত্বা' সংস্করণে 'আম' রয়েছে।
- (8) 'আলিফ' সংস্করণে 'মিন' রয়েছে।
- (9) 'বা' সংস্করণে 'আত-তা'লীকা' যবর সহকারে (নাসব অবস্থায়) রয়েছে, আর (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত তা 'দা' সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (10) 'আলিফ' সংস্করণে 'তাকসীম' রয়েছে।
- (11) 'আলিফ' সংস্করণে 'ওয়া কীলা' রয়েছে।
- (12) 'আলিফ' সংস্করণে 'ইয়াজিয়া মুসাম্মা' এর পরিবর্তে 'সুম্মিয়া' রয়েছে।

فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ مَنْ أَحْذَفُهُ ثِقَاتٌ؛ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْإِبْهَامِ، وَالْجُمْهُورُ⁽¹⁾: لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَيَّ⁽²⁾.

لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا⁽³⁾: «إِنْ وَقَعَ الْحَذْفُ فِي⁽⁴⁾ كِتَابِ التَّزِمَتِ صَحَّتْهُ - كَالْبُخَارِيِّ -؛ فَمَا أَتَى فِيهِ⁽⁵⁾ بِالْجَزْمِ دَلٌّ⁽⁶⁾ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ إِسْنَادُهُ عِنْدَهُ⁽⁷⁾، وَإِنَّمَا حُذِفَ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ، وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الْجَزْمِ؛ فَفِيهِ مَقَالٌ»⁽⁸⁾.
وَقَدْ أَوْضَحْتُ أُمُثْلَةً⁽⁹⁾ ذَلِكَ فِي «النُّكْتِ»⁽¹⁰⁾ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ⁽¹¹⁾.

(1) في ط: «فالجُمهور».

(2) في م: «يُسَيِّي»، والمثبت من ب، و، ط، ك.

وانظر: الكفاية للخطيب (ص 92)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (1/ 346).

(3) «هنا» ليست في د، هـ.

(4) في ك: «من».

(5) في ك: «به»، وفي نسخة على حاشيتها: «فيه».

(6) في ي: «دليل»، وفي نسخة على حاشيتها: «دل».

(7) في ط: «عنده إسناد» بتقديم وتأخير.

(8) انظر: مقدّمة ابن الصّلاح (ص 24).

(9) «أُمُثْلَةٌ» ليست في هـ.

(10) «في النُّكْتِ» ليست في أ.

(11) أشار المصنّف رحمه الله في النُّكْتِ (1/ 325) إلى أغراض ذلك فقال: «إما كونه لم يحصل له مسبوفاً، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة».

وفي حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحث عليّ. كتبه: ابن حجر».

যদি সে বলে: যাদেরকে আমি বাদ দিয়েছি, তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য; তাহলে অস্পষ্টতার ভিত্তিতে তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতা) এর বিষয়টি আসে, আর জমহূর^(১) বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নাম উল্লেখ না করা হয়, ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য নয়^(২)।

তবে ইবনুল সালাহ এখানে^(৩) বলেছেন: «যদি বাদ দেওয়া (হাযফ) এমন কোনো কিতাবে ঘটে^(৪) যার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে - যেমন বুখারী (শরীফ) -; তাহলে তাতে যা দৃঢ়তার সাথে (জাজম সহ) এসেছে^(৫), তা নির্দেশ করে^(৬) যে, তার কাছে এর সনদ (ইসনাদ) প্রমাণিত হয়েছে^(৭), এবং তা কোনো একটি উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর যা দৃঢ়তা ছাড়া (গাইরু জাজম সহ) এসেছে, তাতে আলোচনার অবকাশ রয়েছে»^(৮)।

আমি এর উদাহরণগুলো^(৯) «আন-নুকাত^(১০) আলা ইবনিল সালাহ»^(১১) গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি।

(১) 'তা' (ط) সংস্করণে: «ফাল-জমহূর»।

(২) 'মীম' (م) সংস্করণে: «ইউসামিয়া», আর যা প্রতিষ্ঠিত তা 'বা' (ب), 'ওয়াও' (و), 'তা' (ط) ও 'কাফ' (ك) থেকে গৃহীত।

আরও দেখুন: আল-খতিব এর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৯২), এবং আল-ইরাকী এর 'শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ' (১/৩৪৩)।

(৩) «ছুনাহ» (এখানে) শব্দ 'দাল' (د) ও 'হা' (ه) সংস্করণে নেই।

(৪) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: «মিন»।

(৫) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: «বিহি», এবং এর টীকায় একটি সংস্করণে: «ফীহি»।

(৬) 'ইয়া' (ي) সংস্করণে: «দালীল», এবং এর টীকায় একটি সংস্করণে: «দাল্লা»।

(৭) 'তা' (ط) সংস্করণে: «ইনদাল্ ইসনাদুহ» (عنده إسناده) শব্দটির স্থান পরিবর্তন হয়েছে।

(৮) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিল সালাহ (পৃ. ২৪)।

(৯) «আমসিলাহ» (উদাহরণগুলো) শব্দ 'হা' (ه) সংস্করণে নেই।

(১০) «ফি আন-নুকাত» ('আন-নুকাত' গ্রন্থে) শব্দ 'আলিফ' (أ) সংস্করণে নেই।

(১১) গ্রন্থকার (রহ.) 'আন-নুকাত' (১/৩২৫) গ্রন্থে এর উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করে বলেছেন:

«হয়তো তা তিনি সরাসরি শোনেননি (মাসমুআ), বরং আলোচনা (মুযাকারা) বা ইজাযাহ (অনুমতি)-এর মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন; অথবা এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা এর স্থলাভিষিক্ত,

ফলে পূর্ণাঙ্গ সূত্রে এই মুআল্লাক বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়নি; অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। এর কিছু অংশ তার শর্ত পূরণ করে না, যদিও অন্য কেউ এটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন। আর কিছু অংশ বিচ্ছিন্নতার কারণে বিশেষত দুর্বল।»

এবং 'দাল' (১) সংস্করণের টীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা: «তারপর এভাবেই পৌঁছেছে।» এবং 'ওয়াও' (২) সংস্করণের টীকায় - তার নিজ হাতেই লেখা: «তারপর আমার কাছে পঠিত গবেষণা হিসেবে পৌঁছেছে। লিখেছেন: ইবনু হাজার।»

(ص: 143) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[المرسل]

(وَالثَّانِي) - وَهُوَ «مَا سَقَطَ مِنْ (1) آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ (2) التَّابِعِيِّ» - هُوَ: (الْمُرْسَلُ)،
وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ - سَوَاءٌ كَانَ (3) كَبِيرًا أَوْ (4) صَغِيرًا -: قَالَ (5) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوْ: فَعَلَ (6) كَذَا، أَوْ: فَعَلَ (7) بِحَضْرَتِهِ كَذَا، وَنَحْوَ (8) ذَلِكَ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا،
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيًّا، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
ثِقَةً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلٌ (9) عَنْ صَحَابِيٍّ (10)، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلٌ
عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ (11)، وَعَلَى الثَّانِي فَيَعُودُ الْإِحْتِمَالُ السَّابِقُ وَيَتَعَدَّدُ، أَمَّا (12) بِالتَّجْوِيزِ
الْعَقْلِيِّ: فَإِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَأَمَّا (13) بِالْإِسْتِفْرَاءِ: فَإِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ (14)، وَهُوَ أَكْثَرُ
مَا (15) وَجَدَ مِنْ

(1) في ج: «في».

(2) في ط: «بعده».

(3) في ل: «أكان».

(4) في ب، ه، و، ز، ل: «أمر».

(5) في ه: «قال» مكررة.

- (6) في ي: «وفعل».
- (7) في ج: «وفُعل».
- (8) في أ، ط: «أو نحو»، وفي ب: «ونحو» بِالْجَرِّ، والمثبت من أ، د.
- (9) في ك: «تحمل».
- (10) في ط: «الصحابي».
- (11) «آخِر» سقطت من هـ.
- (12) في ط: «إِمَّا».
- (13) في ط: «وإِمَّا». قَالَ اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الْوَكْر (ص 963): «بفتح الهيمزة (أَمَّا) التي للتفصيل».
- (14) قَالَ الْبِقَاعِيُّ رحمه الله: «(أو) هنا للشك؛ لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس: اختلف في أحدهم؛ هل هو صحابي أو تابعي؟ فَإِنْ ثَبَتَتْ صحبته كان التابعيون في السند ستة، وإلا فسبعة». قَضَاءِ الْوَكْر لِلْقَائِي (ص 964).
- (15) في ح: «مِمَّا».

[মুরসাল]

(এবং দ্বিতীয় প্রকার) - যা হলো «এমন হাদীস যার সনদের শেষ দিক থেকে তাবেয়ীর পরের ব্যক্তি বাদ পড়ে গেছে» - তা হলো: (মুরসাল)। এর ধরন হলো: কোনো তাবেয়ী - তিনি বড় হোন বা ছোট হোন - বলবেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন, অথবা: এমন করেছেন, অথবা: তাঁর উপস্থিতিতে এমন করা হয়েছে, এবং এ জাতীয় কিছু। একে প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ - مَرْدُود) হাদীসের বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে বাদ পড়া রাবীর (বর্ণনাকারী) অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে; কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি সাহাবী হতে পারেন, এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি তাবেয়ী হতে পারেন। আর দ্বিতীয় সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তিনি তাবেয়ী হলে), সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি দুর্বল (دَعِيف - ضَعِيف) হতে পারেন, এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি বিশ্বস্ত (سِكَاء - ثِقَّة) হতে পারেন। আর দ্বিতীয় সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তিনি বিশ্বস্ত হলে), সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি কোনো সাহাবী থেকে (হাদীস) গ্রহণ করেছেন, এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি অন্য কোনো তাবেয়ী থেকে গ্রহণ করেছেন। আর

দ্বিতীয় সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে, পূর্বের সম্ভাবনা ফিরে আসে এবং তা গুণিতক হারে বাড়তে থাকে। যুক্তিগত অনুমতির দৃষ্টিকোণ থেকে (শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতে বিবেচনা করলে): তাহলে এর কোনো সীমা নেই। আর অনুসন্ধানের (ইস্তিফ্রা - اِسْتِفْرَاء) ভিত্তিতে: তবে এটি ছয় বা সাত পর্যন্ত, এবং এটিই সর্বাধিক যা পাওয়া গেছে

- (১) ‘জিম’ পাণ্ডুলিপিতে: «ফি»।
- (২) ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: «বাদাছ»।
- (৩) ‘লাম’ পাণ্ডুলিপিতে: «আ-কানা»।
- (৪) ‘বা’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘লাম’ পাণ্ডুলিপিতে: «আম»।
- (৫) ‘হা’ পাণ্ডুলিপিতে: «ক্বালা» পুনরাবৃত্ত।
- (৬) ‘ইয়া’ পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া-ফাআলা»।
- (৭) ‘জিম’ পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া-ফুইলা»।
- (৮) ‘আলিফ’ ও ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: «আও নাইউ» রয়েছে, এবং ‘বা’ পাণ্ডুলিপিতে: জার (جر)-যুক্ত «ওয়া-নাইউই» রয়েছে। আর (উপরে) যা প্রমাণিত তা ‘আলিফ’ ও ‘দাল’ থেকে (গৃহীত)।
- (৯) ‘কাফ’ পাণ্ডুলিপিতে: «তাহমিলু»।
- (১০) ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: «আস-সাহাবী»।
- (১১) «আ-খারা» ‘হা’ পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (১২) ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: «ইম্মা»।
- (১৩) ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া-ইম্মা»। ইমাম লাক্কানী (রহিমাল্লাহ) ‘ক্বাদা আল-ওয়াতার’ (পৃষ্ঠা ৯৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: «আলিফের ফাতহা সহ (আম্মা - اُمِّ) যা বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়»।
- (১৪) ইমাম বিক্বাঈ (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: «এখানে (আও - اَوْ) শব্দটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য। কারণ যে সনদে সাতজন রাবী (বর্ণনাকারী) এসেছেন, তাদের মধ্যে একজন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; তিনি কি সাহাবী নাকি তাবেয়ী? যদি তাঁর সাহাবীত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে সনদে তাবেয়ী ছিলেন ছয়জন, অন্যথায় সাতজন ছিলেন।» (আল-লাক্কানীর) ‘ক্বাদা আল-ওয়াতার’ (পৃষ্ঠা ৯৬৪)।
- (১৫) ‘হা’ পাণ্ডুলিপিতে: «মিম্মা»।

رَوَايَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضِ⁽¹⁾.

[مذاهب العلماء في حكم المرسل]

فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسَلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ⁽²⁾؛ لِبَقَاءِ الإِحْتِمَالِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ⁽³⁾.

وَتَأْنِيهِمَا - وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ -: يُقْبَلُ مُطْلَقاً⁽⁴⁾.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْبَلُ إِنْ اعْتَصَدَ بِبَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ يُبَيِّنُ الطَّرِيقَ الْأُولَى⁽⁵⁾ مُسْنِداً كَانَ⁽⁶⁾ أَوْ مُرْسِلاً؛ لِيَتَرَجَّحَ⁽⁷⁾ اِحْتِمَالُ كَوْنِ الْمَحْذُوفِ ثِقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ⁽⁸⁾. وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ⁽⁹⁾ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ⁽¹⁰⁾.

(1) وقد أَلَفَ الخطيب رسالةً سبَّأها: «حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه»، يريد حديث أبي أيوب في فضل سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن. قال الخطيب: «وذكر يعقوب بن شيبه أنه أطول إسناد روي، والأمر على ذلك؛ فقد اجتمع فيه ستة من التابعين بعضهم عن بعض». حديث الستة من التابعين (ص 32).

(2) انظر: الكفاية للخطيب (ص 384).

(3) انظر: جامع التَّحْصِيلِ لِلْعَلَايِيَّ (ص 38)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 639).

(4) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 145)، العدة في أصول الفقه لابن

الفرَّاء (3/ 906)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 379).

(5) في ط: «الأول». قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 408): «وفي نسخة: الأول».

(6) «كَانَ» ليست في و.

(7) في و: «ليرجح»، وفي ز، ل: «لتزجج».

(8) انظر: الرسالة للشافعي (ص 462).

(9) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ). سير أعلام النبلاء (16 / 340)، الجواهر المضية (1 / 84).

(10) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي (ت 474 هـ). سير أعلام النبلاء (18 / 535).

কিছু তাবেয়ীর একে অপরের থেকে বর্ণনা⁽¹⁾.

[মুরসাল (হাদীসের) বিধান সম্পর্কে উলামাদের মাযহাবসমূহ]

যদি কোনো তাবেয়ীর অভ্যাস সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর থেকে ছাড়া 'ইরসাল' (হাদীস বর্ণনা) করেন না; তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন 'তাওয়াক্কুফ' (স্বগিত রাখা)-এর দিকে গেছেন⁽²⁾; কারণ (ত্রুটির) সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে। এটি ইমাম আহমাদ (رحمه الله)-এর দুইটি মতের একটি⁽³⁾.

আর তাদের দ্বিতীয় মত—যা মালিকী ও কুফাবাসীদের মত—তা হলো: এটিকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা হবে⁽⁴⁾.

ইমাম শাফিঈ (رحمه الله) বলেছেন: এটি গ্রহণযোগ্য হবে যদি অন্য কোনো সূত্র থেকে এর সমর্থন আসে যা প্রথম সূত্র থেকে ভিন্ন হয়⁽⁵⁾—সেটি 'মুসনাদ' (পূর্ণ সনদযুক্ত) হোক⁽⁶⁾ অথবা 'মুরসাল' (মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী বিহীন) হোক—যাতে করে বাস্তবে বাদ পড়া বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

আর হানাফী মাযহাবের আবু বকর আর-রাযী⁽⁹⁾ এবং আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী⁽¹⁰⁾ বর্ণনা করেছেন।

(1) খতীব (رحمه الله) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন: «হাদীসুল সিত্তাহ মিনাত তাবিয়ীন ওয়া যিকরুল তুরুকিহি ওয়া ইখতিলাফু উজুহিহি» (তাবেয়ীদের মধ্য থেকে ছয়জনের বর্ণিত হাদিস এবং এর বিভিন্ন সূত্র ও পদ্ধতির উল্লেখ)। তিনি সূরা ইখলাসের ফজিলত সম্পর্কে আবু আইয়ুব (رضي الله عنه)-এর হাদিস বোঝাতে চেয়েছেন, যা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের

সমতুল্য। খতীব (رحمه الله) বলেছেন: "ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ উল্লেখ করেছেন যে এটি বর্ণিত দীর্ঘতম সনদ, এবং বিষয়টি এমনই; কারণ এতে ছয়জন তাবেয়ী একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন।" হাদীসুল সিভাহ মিনাত তাবিয়ীন (পৃ. ৩২)।

(2) দেখুন: খতীবের আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩৮৪)।

(3) দেখুন: আলাঈ (رحمه الله)-এর জামি'উত তাহসীল (পৃ. ৩৮), ইবনে মুফলিহ (رحمه الله)-এর উসুলুল ফিকহ (২/ ৬৩৯)।

(4) দেখুন: জাস্সাস (رحمه الله)-এর আল-ফুসুল ফিল উসুল (৩/ ১৪৫), ইবনে আল-ফাররা' (رحمه الله)-এর আল-উদা ফি উসুলুল ফিকহ (৩/ ৯০৬), আল-কারাফী (رحمه الله)-এর শারহু তানকীহিল ফুসুল (পৃ. ৩৭৯)।

(5) 'ত্ব' সংস্করণে: «وُلُو» (প্রথম)। আল-কারী (رحمه الله) শারহু শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৪০৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং এক সংস্করণে: «وُلُو» (প্রথম) রয়েছে।"

(6) 'ওয়াও' সংস্করণে «وَلَوْ» (ছিল) শব্দটি নেই।

(7) 'ওয়াও' সংস্করণে: «لِيَرْجَحَ» (যাতে প্রবল হয়), এবং 'যা', 'লাম' সংস্করণে: «لِيَرْجَحَ» (প্রবল হওয়ার জন্য) রয়েছে।

(8) দেখুন: শাফিঈ (رحمه الله)-এর আর-রিসালাহ (পৃ. ৪৬২)।

(9) তিনি হলেন: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্সাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী)। সিয়রু আ'লামিন নুবালা' (১৬/ ৩৪০), আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ (১/ ৮৪)।

(10) তিনি হলেন: আবু আল-ওয়ালীদ সুলাইমান ইবনে খালাফ ইবনে সা'দ আল-বাজী আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৭৪ হিজরী)। সিয়রু আ'লামিন নুবালা' (১৮/ ৫৩৫)।

(ص: 145) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاويَ إِذَا⁽¹⁾ كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثَّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ
اتِّفَاقاً⁽²⁾.

[المعضل والمنقطع]

(و) الْقِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقَطِ مِنَ الْإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ الْمُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقَطُ ⁽³⁾ بِاثْنَيْنِ غَيْرِ ⁽⁴⁾ مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ⁽⁵⁾ مَثَلًا؛ (فَ) هُوَ: (الْمُنْقَطِعُ)، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ ⁽⁶⁾، لَكِنْ ⁽⁷⁾ بِشَرْطِ ⁽⁸⁾ عَدَمِ التَّوَالِي.

(ثُمَّ) إِنْ السَّقَطُ مِنَ الْإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا) يَحْصُلُ الْإِشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكُونِ ⁽⁹⁾ الرَّاوي مَثَلًا لَمْ يُعَاصِرْ مَنْ رَوَى

(1) في أ: «إن».

(2) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 155)، والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص 240).

و في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك سباعاً، ثم بلغ قراءة»، و في حاشية ل - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً. كتبه: ابن حجر»، و في حاشية م - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».

(3) في و، ز: «الساقط».

(4) في ب: «غير» بالضم، والمثبت من أ، د، و.

(5) في ل: «موضع».

(6) في حاشية ح: «ظ: أو أكثر من اثنين فأكثر».

(7) في ج: «لكنه»، و «لكن» ليست في ح، ط، ل.

(8) في و، ز: «يشترط».

(9) في ج: «بكون»، وفي د، و، ز: «ككون». قال القاري رحمه الله في شرح شرح التُّخْبَةِ (ص 414): «بالباء السببية، وفي نسخة: باللام الأجلية»، وقال اللقاني رحمه الله في قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 979): «(لِكُونِ الرَّاوي): عِلَّةٌ لِلإِشْتِرَاكِ، أَوْ حَصُولِ».

মালিকী ফিক্‌হবিদগণের মতে: যখন একজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ (ثقات) এবং অন্যান্যদের থেকেও (হাদীস) বর্ণনা করেন, তখন সর্বসম্মতিক্রমে (اتفاقاً) তার মুরসাল (مرسل) হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

[মু'দাল ও মুনকাতি']

(এবং) সনদ থেকে বাদ পড়ার (سقط) প্রকারগুলির মধ্যে তৃতীয় প্রকার হলো: (যদি ধারাবাহিকভাবে দুজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে: তাহলে সেটি হলো মু'দাল - معضل)। (আর যদি তা না হয়) অর্থাৎ, যদি বাদ পড়া(3) হয় দুজন বর্ণনাকারী দ্বারা, যারা(4) দুটি স্থানে(5) ধারাবাহিকভাবে নয়; উদাহরণস্বরূপ; (তাহলে) সেটি হলো: (মুনকাতি' - منقطع)। অনুরূপভাবে যদি মাত্র একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, অথবা দুজনের বেশি(6), কিন্তু(7) ধারাবাহিক না হওয়ার(8) শর্তে (তবে সেটিও মুনকাতি'র অন্তর্ভুক্ত)। (এরপর) সনদে বাদ পড়া (سقط) (কখনও স্পষ্ট হতে পারে), যার জ্ঞান সকলে পেয়ে থাকে; যেমন(9) বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তার সমসাময়িক ছিলেন না।

(1) 'আ' সংস্করণে: 'ইন' (إن) রয়েছে।

(2) দ্রষ্টব্য: আল-জাস্সাসের 'আল-ফুসুল ফি আল-উসুল' (৩/১৫৫), এবং আল-বাজীর 'আল-ইশারা ফি মা'রিফাত আল-উসুল' (পৃষ্ঠা ২৪০)।

এবং 'আ' সংস্করণের পাদটীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে - রয়েছে: «তারপর এটি একইভাবে শ্রবণের মাধ্যমে পৌঁছেছে, তারপর পাঠের মাধ্যমে পৌঁছেছে»; এবং 'লাম' সংস্করণের পাদটীকায় - তার হাতেই - রয়েছে: «তারপর এটি পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছে। লিখেছেন: ইবনে হাজার»; এবং 'মিম' সংস্করণের পাদটীকায় - তার হাতেই - রয়েছে: «তারপর এটিও একইভাবে পৌঁছেছে»।

(3) 'ওয়াও' ও 'যাল' সংস্করণে: 'আস-সাকিত্ব' (الساقط) রয়েছে।

(4) 'বা' সংস্করণে: 'গাইরু' (غیر) যম্মা (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর (এখানে) যা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'আ', 'দাল' ও 'ওয়াও' সংস্করণ থেকে।

(5) 'লাম' সংস্করণে: 'মাওদি' (موضع) রয়েছে।

(6) 'হা' সংস্করণের পাদটীকায়: «ধারণা করা হয়: অথবা দুজনের বেশি বা ততোধিক» (ظ: أو) (أكثر من اثنين فأكثر) রয়েছে।

(7) 'জিম' সংস্করণে: 'লাকিন্নাহ' (لَكِنَّه) রয়েছে, এবং 'লাকিন' (لَكِنْ) 'হা', 'ত্বা' ও 'লাম' সংস্করণে নেই।

(8) 'ওয়াও' ও 'যাল' সংস্করণে: 'ইয়ুশতারাতু' (يَشْتَرُط) রয়েছে।

(9) 'জিম' সংস্করণে: 'বিকাউন' (بَكُون) রয়েছে, এবং 'দাল', 'ওয়াও' ও 'যাল' সংস্করণে: 'কাকাউন' (كَكُون) রয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহুন নুখবা' (পৃষ্ঠা ৪১৪) গ্রন্থে বলেছেন: «কারণবাচক 'বা' (ب) দ্বারা, এবং একটি নুসখায়: হেতুবাচক 'লাম' (ل) দ্বারা»। আর আল-লাকানী (রহিমাহুল্লাহ) 'কাদা আল-ওয়াতার' (পৃষ্ঠা ৯৭৯) গ্রন্থে বলেছেন: «(বর্ণনাকারী হওয়ার কারণে): এটি সকলের জ্ঞান লাভের বা ঘটার কারণ»।

(ص: 146) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عَنْهُ، (أَوْ) يَكُونُ (خَفِيًّا) فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْأَيْمَةُ الْحُذَّاقُ الْمُطَّلِعُونَ عَلَى طُرُقِ الْحَدِيثِ وَعَلَى الْأَسَانِيدِ. ⁽¹⁾

(فَالْأَوَّلُ): - وَهُوَ الْوَاضِحُ - (يُدْرِكُ بَعْدَ التَّلَاقِ) بَيْنَ الرَّاوي وَشَيْخِهِ؛ بِكَوْنِهِ ⁽²⁾ لَمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ ⁽³⁾ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وَجَادَةٌ. (وَمِنْ ثَمَّ ⁽⁴⁾ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ) لِتَضْمِينِهِ تَحْرِيرَ مَوَالِيدِ الرُّوَاةِ وَوَفَيَاتِهِمْ، وَأَوْقَاتِ طَلِبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ.

وَقَدْ افْتَضَحَ أَقْوَامٌ ⁽⁵⁾ ادَّعَوْا الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوخٍ ⁽⁶⁾؛ ظَهَرَ بِالتَّارِيخِ كَذِبُ دَعْوَاهُمْ ⁽⁷⁾.

[المدلس]

(وَالْقِسْمُ (الثَّانِي): وَهُوَ الْخَفِيُّ (الْمُدَّلْسُ) ⁽⁸⁾ بِفَتْحِ اللَّامِ؛ سُبِّي بِذَلِكَ: لِكُونِ الرَّاوي لَمْ يُسَمَّ ⁽⁹⁾ مَنْ حَدَّثَهُ، وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ.

(1) في ط: «وعلى».

(2) في أ: «لكونه». قَالَ اللَّقَائِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَكْر (ص 980): «الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ،
مُتَعَلِّقَةٌ بِبِدْرَكٍ».

(3) في هـ: «وَلَيْسَ».

(4) في ز: «ثَبَّه».

(5) في ي: «قَوْمٌ».

(6) في أ: «شَيُوخَهُمْ».

(7) انظر شاهداً لذلك فيما ذكره الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (61).

(8) في ط: «وَالْمَدْلَسُ».

(9) في ح: «يُسَيِّ».

তা থেকে, (অথবা) তা (গোপন) থাকে, যা কেবল হাদিসের পন্থা এবং সনদের সূক্ষ্ম ত্রুটি (ইলল)⁽¹⁾ সম্পর্কে জ্ঞাত দক্ষ ইমামগণই উপলব্ধি করতে পারেন।

(সুতরাং প্রথমটি): - যা সুস্পষ্ট - (বর্ণনাকারী ও তার শিক্ষকের মধ্যে সাক্ষাতের অভাবে উপলব্ধি করা হয়); কারণ সে তার যুগ পায়নি, অথবা যুগ পেলেও তাদের সাক্ষাৎ হয়নি এবং তার কাছ থেকে তার কোনো ইজাযাহ বা ওয়াজাদাহ ছিল না।⁽²⁾⁽³⁾

(এবং সেই কারণে তারিখের⁽⁴⁾ প্রয়োজন হয়েছিল), কারণ এতে বর্ণনাকারীদের জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক বিবরণ, তাদের হাদিস সংগ্রহ ও ভ্রমণের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত।

ইতিহাসের মাধ্যমে এমন কিছু লোকের⁽⁵⁾ মিথ্যাচার প্রকাশিত হয়েছে যারা এমন শিক্ষকদের⁽⁶⁾ থেকে বর্ণনা করার দাবি করেছিল, তাদের দাবি ইতিহাসের (তারিখ) দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।⁽⁷⁾

[মুদাল্লাস]

(এবং) দ্বিতীয় (প্রকার): যা গোপন, তা হলো (লামে ফাতহা সহকারে) মুদাল্লাস;⁽⁸⁾ এর নামকরণ এই কারণে করা হয়েছে যে, বর্ণনাকারী তার শিক্ষককে উল্লেখ করেনি এবং এমন ব্যক্তির থেকে হাদিস শোনার বিভ্রম তৈরি করেছে যে তাকে তা শোনাননি।⁽⁹⁾

(1) ত্বা (ط) নুসখায়: ‘ওয়া আলা’ (على) রয়েছে।

(2) আলিফ (أ) নুসখায়: 'লিকাওনিহি' (لكنه) রয়েছে। আল-লাক্কানী (রহিমাহুল্লাহ) 'কাদা' আল-ওয়াতার' (পৃ. ৯৮০) গ্রন্থে বলেছেন: 'বা' (ب) এখানে কারণসূচক এবং 'ইয়ুদ্দিকু' (يدرك)-এর সাথে সম্পর্কিত।

(3) হা (ه) নুসখায়: 'ওয়া লাইসা' (وليس) রয়েছে।

(4) যা (ي) নুসখায়: 'সুম্মাহ' (ثمة) রয়েছে।

(5) ইয়া (ي) নুসখায়: 'ক্বাওম' (قوم) রয়েছে।

(6) আলিফ (أ) নুসখায়: 'শুযুখুম' (شيوخهم) রয়েছে।

(7) এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে হলে, আল-হাকিম 'আল-মাদখাল ইলা কিতাব আল-ইকলিল' (৬১) গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, তা দেখুন।

(8) ত্বা (ط) নুসখায়: 'ওয়াল-মুদাল্লাস' (والمُدَّلس) রয়েছে।

(9) হা (ح) নুসখায়: 'ইউসাম্মা' (يُوسَى) রয়েছে।

(ص: 147) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلْسِ (1) - بِالتَّحْرِيكِ (2) -؛ وَهُوَ: اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ (3)؛ سُبِّي بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخَفَاءِ.
(4) الْمُدَّلسُ (بِصِيغَةٍ) مِنْ صِيغِ الْأَدَاءِ (تَحْتَمِلُ (5) وَقُوعَ (الْلُقْيِ (6) بَيْنَ الْمُدَّلسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ؛ (كَعَنْ وَ) كَذَا (قَالَ).
وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجُوزُ (7) فِيهَا (8)؛ كَانَ كَذِبًا.
وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ (9) عَنْهُ التَّدْلِيسُ - إِذَا (10) كَانَ عَدْلًا -: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ - عَلَى الْأَصَحِّ (11) -.

[المرسل الخفي]

(وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ) إِذَا (12) صَدَرَ (مِنْ مُعَاَصِرٍ لَمْ يَلْقَ) مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسْطَةٌ.

[الفرق بين المدلّس والمرسل الخفي]

وَالْفَرْقُ (13) بَيْنَ الْمُدَّلَّسِ وَالْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ دَقِيقٌ، حَصَلَ (14)

(1) في ط: «المدلّس».

(2) «بِالتَّحْرِيكِ» ليست في ج.

(3) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (12/ 253)، مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 296).

(4) في ط: «ورد».

(5) في ز، ل، م: «يحتمل»، وفي د: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ح.

(6) في أ، ز، ط: «اللقاء».

(7) في د: «لا تجوز» بالرفع، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل. أي: لم يصحبها قصد التجوز. انظر: قضاء الوطر للقيّ (990)، وحاشية ابن قُطُوبغا (ص 81).

(8) «لَا تَجُوزُ فِيهَا» ليست في أ، ب، ط.

(9) في ل: «يثبت».

(10) في هـ: «إن».

(11) في حاشية د - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحث علي».

(12) «إِذَا» ليست في أ.

(13) في هـ، ز: «فالفرق»، وفي حاشية هـ: «والفرق».

(14) في ب، ي: «يحصل».

এবং এর ব্যুৎপত্তি ‘আদ-দালাস’⁽¹⁾ - (হরকত সহ)⁽²⁾ - থেকে; এবং এর অর্থ হলো: অন্ধকারের মিশ্রণ⁽³⁾। এর নামকরণ এমন হয়েছে তাদের উভয়ের গোপনীয়তায় অংশগ্রহণের কারণে।

এবং ‘মুদাল্লাস’⁽⁴⁾ এমন বর্ণনাভঙ্গিতে আসে যা মুদাল্লিস এবং যার থেকে সে বর্ণনা করেছে তাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের⁽⁶⁾ সম্ভাবনার⁽⁵⁾ ইঙ্গিত দেয়; যেমন: ‘আন’ (عَنْ - থেকে) এবং তেমনি ‘ক্বালা’ (قَالَ - সে বলল)।

কিন্তু যখন তা এমন সুস্পষ্ট শব্দরূপে আসে যাতে কোনো আলঙ্কারিক ব্যবহার⁽⁷⁾ বা দ্ব্যর্থকতা⁽⁸⁾ থাকে না, তখন তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

আর যার থেকে তাদলিস প্রমাণিত হয়⁽⁹⁾ - যদি সে নির্ভরযোগ্য (আদল)⁽¹⁰⁾ হয় - তার বিধান হলো: তার থেকে কেবল সেটাই গ্রহণ করা হবে যা সে ‘তাহদীস’ (حديث) বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে - সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী⁽¹¹⁾ -।

[আল-মুরসাল আল-খাফী]

এবং তেমনি আল-মুরসাল আল-খাফী⁽¹²⁾ হলো যখন তা এমন সমসাময়িক ব্যক্তির কাছ থেকে আসে যে তার বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেনি, বরং তাদের উভয়ের মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী থাকে।

[আল-মুদাল্লাস এবং আল-মুরসাল আল-খাফীর মধ্যে পার্থক্য]

আল-মুদাল্লাস এবং আল-মুরসাল আল-খাফীর মধ্যে পার্থক্য সূক্ষ্ম⁽¹³⁾, যা ঘটে⁽¹⁴⁾

(1) (ত্ব)-তে: «আল-মুদাল্লিস»।

(2) «বিআত-তাহরিক» (জিম)-তে নেই।

(3) দ্রষ্টব্য: আযহারীর তাহযিবুল লুগাহ (১২/২৫৩), ইবনে ফারিসের মাকায়িসুল লুগাহ (২/২৯৬)।

(4) (ত্ব)-তে: «ওয়ারাদা»।

(5) (যা, লাম, মিম)-এ: «ইয়াহতামিলু», এবং (দাল)-এ: তা ও ইয়া দ্বারা, (আলিফ, হা)-তে নুকতাবিহীন।

(6) (আলিফ, যা, ত্ব)-তে: «আল-লিক্বা»।

(7) (দাল)-তে: «লা তাজুজু» রাফ’ সহ, এবং যা প্রমাণ হিসেবে গৃহীত তা (জিম, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, লাম) থেকে। অর্থাৎ: এতে আলঙ্কারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল না। দ্রষ্টব্য: লাক্কানীর ক্বাদা আল-ওয়াতার (৯৯০), এবং ইবনে কুতলুবুগার হাশিয়াহ (পৃষ্ঠা ৮১)।

- (8) «লা তাজাওয়ুযা ফিহা» (আলিফ, বা, ত্ব)-তে নেই।
- (9) (লাম)-তে: «ইয়াসবুতু»।
- (10) (হা)-তে: «ইন»।
- (11) (দাল)-এর ঢাকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে -: «তারপর তেমনি পৌঁছেছে», এবং (ওয়াও)-এর ঢাকায় - তাঁর হস্তাক্ষরেও -: «তারপর আমার কাছে পঠিত গবেষণায় পৌঁছেছে»।
- (12) «ইয়া» (আলিফ)-তে নেই।
- (13) (হা, যা)-তে: «ফালফারকু», এবং (হা)-এর ঢাকায়: «ওয়ালফারকু»।
- (14) (বা, ইয়া)-তে: «ইয়াহসুলু»।

(ص: 148) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

تَحْرِيرُهُ بِمَا ذَكَرَ هُنَا؛ وَهُوَ: أَنَّ التَّدْلِيْسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ، فَأَمَّا⁽¹⁾ إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرِفْ أَنَّهُ لِقِيَاهُ؛ فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ. وَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيْسِ الْمُعَاصِرَةَ⁽²⁾ وَلَوْ بِغَيْرِ لُقْيٍ⁽³⁾؛ لَزِمَهُ دُخُولُ الْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ⁽⁴⁾. وَالصَّوَابُ: التَّفَرُّقُ⁽⁵⁾ بَيْنَهُمَا. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللَّقْيِ⁽⁶⁾ فِي التَّدْلِيْسِ دُونَ الْمُعَاصِرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ: إِطْبَاقُ⁽⁷⁾ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الْمُخْضَرَمِينَ⁽⁸⁾ - كَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ⁽⁹⁾، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مِنْ قَبِيلِ الْإِرْسَالِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّدْلِيْسِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصِرَةِ يُكْتَفَى⁽¹⁰⁾ بِهِ فِي التَّدْلِيْسِ؛ لَكَانَ⁽¹¹⁾ هَؤُلَاءِ

(1) فِي وَ: «فِيمَا»، وَفِي د: «فَأَمَّا» بفتح الهزة وكسرها.

(2) «الْمُعَاصِرَةُ» سقطت من ب.

(3) فِي ط: «لِقَا».

(4) كالعراقي فِي شرح التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 234).

(5) في ل: «التفريق».

(6) في ط: «اللقاء».

(7) في أ: «اتفاق».

(8) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 44): «هم الذين أدركوا

الجاهليّة وحيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة».

(9) في ح: «الملاقي»، وهو تصحيف.

(10) في ب: «يكتفي» بكسر الفاء، والمثبت من د، ه، و، م.

(11) في ط: «لكن».

এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী এর বিস্তারিত আলোচনা হলো: তাদলিস (تدليس) নির্দিষ্ট এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে এমন কারো থেকে বর্ণনা করেছে যার সাথে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত। কিন্তু যদি সে তার সমসাময়িক হয় এবং তার সাথে সাক্ষাতের কথা জানা না যায়, তবে তা হলো মুরসাল খাফি (مرسل خفي)।

আর যে ব্যক্তি তাদলিস (تدليس)-এর সংজ্ঞায় সমসাময়িকতা (معاصرة)-কে অন্তর্ভুক্ত করে, যদিবা সাক্ষাৎ (لقاء) ব্যতীতও হয়, তবে তার সংজ্ঞায় মুরসাল খাফি (مرسل خفي)-এরও প্রবেশ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

আর সঠিক হলো এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা।

আর যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে তাদলিস (تدليس)-এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমসাময়িকতা (معاصرة) নয়, বরং সাক্ষাৎ (لقاء)-এর বিবেচনা অপরিহার্য, তা হলো: হাদিস বিশারদদের এই বিষয়ে ঐকমত্য যে, মুখাদরামীন (مخضرمين) - যেমন আবু উসমান নাহদি (أبو عثمان النهدي) এবং কায়েস ইবনে আবি হাজিম (قيس بن أبي حازم) - তাঁদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা ইরসাল (إرسال)-এর প্রকারভুক্ত, তাদলিস (تدليس)-এর প্রকারভুক্ত নয়। আর যদি শুধুমাত্র সমসাময়িকতাই তাদলিসের জন্য যথেষ্ট হতো, তাহলে এরা...

(1) «فأما» (দ) নুসখায় রয়েছে: «فأما» (ফাইম্মা)। আর «দাল» (দ) নুসখায় রয়েছে: «فأما» (ফাআম্মা) - হামযাহর উপর ফাতহাহ (আ-কার) ও কাসরা (ই-কার) উভয় পঠন সহ।

(2) «আল-মুআসারাহ» (المُعَاَصَرَةُ) শব্দটি 'বা' (ب) নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

- (3) 'ত্বা' (ط) নুসখায় রয়েছে: «লাকা» (لقا)।
- (4) যেমন আল-ইরাকী (العراقي) তাঁর «শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ» (شرح التبصرة) গ্রন্থে (১/২৩৪) উল্লেখ করেছেন।
- (5) 'লাম' (ل) নুসখায় রয়েছে: «আত-তাফরীক» (التفريق)।
- (6) 'ত্বা' (ط) নুসখায় রয়েছে: «আল-লিকা» (اللقا)।
- (7) 'আলিফ' (أ) নুসখায় রয়েছে: «ইত্তিফাক» (اتفاق)।
- (8) ইমাম হাকিম (رحمه الله) তাঁর «মারিফাতু উলুমিল হাদিস» (معرفة علوم الحديث) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৪) বলেছেন: «তারা এমন ব্যক্তি যারা জাহিলিয়াতের যুগ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সাহাবীত্ব (সাহাবী হওয়ার মর্যাদা) লাভ হয়নি।»
- (9) 'হা' (ح) নুসখায় রয়েছে: «আল-মালদি» (المدى), আর এটি একটি বিকৃতি (তাসহীফ)।
- (10) 'বা' (ب) নুসখায় রয়েছে: «ইয়াকতাফি» (يكتفي) - ফা-এর কাসরা সহ; আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'মীম' (م) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (11) 'ত্বা' (ط) নুসখায় রয়েছে: «লাকিন» (لكن)।

(ص: 149) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مُدَلِّسِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعًا، وَلَكِنْ لَمْ⁽¹⁾ يُعْرِفْ هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا؟

وَمَنْ قَالَ بِاشْتِرَاطٍ⁽²⁾ اللَّقَاءِ فِي التَّدْلِيلِ: الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ⁽³⁾، وَأَبُو بَكْرِ الْبَزَّازُ⁽⁴⁾، وَكَلَامُ الْخَطِيبِ فِي «الْكِفَايَةِ»⁽⁵⁾ يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَيُعْرِفُ⁽⁶⁾ عَدَمُ الْمَلَاقَاةِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، أَوْ بِجَزْمِ إِمَامٍ مُطَّلِعٍ.

وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقَعَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ زِيَادَةٌ⁽⁷⁾ رَأَوْ بَيْنَهُمَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَزِيدِ⁽⁸⁾، وَلَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِحُكْمِ كُلِّيٍّ⁽⁹⁾؛ لِتَعَارُضِ احْتِمَالِ الْإِتِّصَالِ وَالْإِنْقِطَاعِ.

وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا: «التَّفْصِيلُ لِمُبْهَمٍ»⁽¹⁰⁾

(1) في ط: «لا».

(2) في أ، د، ط، ي، ك، ل: «اشْتَرَطَ» بدل: «قَالَ بِاشْتِرَاطٍ».

(3) انظر: الرسالة (ص 371).

(4) في ج: «البرّاز» وهو تصحيف. وقوله في جزء له في «معرفة من يترك حديثه أو

يقبل» نقله عنه العراقي في التقييد والإيضاح (ص 97).

(5) انظر: الكفاية (ص 357).

(6) في ك: «وتعرف».

(7) في ح: «بزيادة».

(8) أي: المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي ذكره وتعريفه (ص 163).

(9) في و، ز زيادة: «أي: جازم».

(10) في ج، م: «ببهم»، وفي ح: «لهم».

مُদাল্লিসগণ (তাদলিসকারী); কারণ তারা নিঃসন্দেহে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-
এর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু জানা যায়নি যে, তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিনা?⁽¹⁾
যারা তাদলিস (تدليس)-এর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ (لقاء) শর্ত করার কথা বলেছেন তাদের মধ্যে
রয়েছেন: ইমাম শাফিঈ⁽³⁾ এবং আবু বকর আল-বাজ্জার।⁽⁴⁾ আর 'আল-কিফায়াহ'⁽⁵⁾ গ্রন্থে আল-
খতীবের বক্তব্যও এটিই দাবি করে, এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত।

সাক্ষাৎ না হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যখন বর্ণনাকারী নিজেই এ বিষয়ে জানান, অথবা একজন
অবহিত ইমামের দৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে।⁽⁶⁾

শুধু এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, কিছু সূত্রে তাদের মাঝে একজন অতিরিক্ত বর্ণনাকারী পাওয়া
যায়;⁽⁷⁾ কারণ এটি 'আল-মাজীদ' (সনদ সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত বর্ণনাকারী)⁽⁸⁾ এর
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই ক্ষেত্রে কোনো সার্বিক (বা চূড়ান্ত) বিধান দেওয়া যায়
না;⁽⁹⁾ কারণ সংযোগ (ইত্তিসাল) এবং বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) উভয় সম্ভাবনার মধ্যে বিরোধ
রয়েছে।

আল-খতীব (বাগদাদী) এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম: "আত-তাহসীল লি-
মুবহাম..."।⁽¹⁰⁾

- (1) 'ত্বা' (ط) সংস্করণে: "লা" (ل)।
- (2) 'আলিফ', 'দাল', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম' (ل, ك, ط, ي, ا) সংস্করণে: "ক্বালা বি-শতিরাতি" (قَالَ بِأَشْرَاطِ) এর পরিবর্তে "ইশতারাতা" (اشْتَرَطَ) রয়েছে।
- (3) দেখুন: আর-রিসালাহ (পৃষ্ঠা ৩৭১)।
- (4) 'জিম' (ج) সংস্করণে: "আল-বাজ্জাজ" (الْبَزَّازِ) রয়েছে, যা বিকৃতি (তাহসীফ)। তার একটি অংশে "মা'রিফাতু মান ইয়াতরু'কু হাদীসাহু আও ইয়াক্বাল" (معرفة من يترك حديثه أو يقبل) গ্রন্থে তার বক্তব্য ইরাকী 'আত-তাক্বীদ ওয়াল-ইয়াহ' (পৃষ্ঠা ৯৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।
- (5) দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ৩৫৭)।
- (6) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "ওয়া তু'রাফু" (وتعرف) রয়েছে।
- (7) 'হা' (ح) সংস্করণে: "বি-যিয়াদা" (بزيادة) রয়েছে।
- (8) অর্থাৎ: 'মুত্তাসিলুল আসানিদ' (مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ) এ 'মাজীদ' (المزید) (অতিরিক্ত বর্ণনাকারী)। এর উল্লেখ ও সংজ্ঞা (পৃষ্ঠা ১৬৩-তে) আসবে।
- (9) 'ওয়াও', 'যা' (و, ز) সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "অর্থাৎ: জাজিম" (جَازِم)।
- (10) 'জিম', 'মীম' (ج, م) সংস্করণে: "বি-মুবহাম" (بِإِيهِم), এবং 'হা' (ح) সংস্করণে: "লি-মুহিম্মা" (لِإِيْهِم) রয়েছে।

(ম: 150) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

المَرَّاسِيلِ»⁽¹⁾، وَكِتَابُ⁽²⁾: «الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ»⁽³⁾.
وَأَنْتَهَتْ هُنَا أَقْسَامُ حُكْمِ⁽⁴⁾ السَّاقِطِ مِنَ الْإِسْنَادِ⁽⁵⁾.

[أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]
(ثُمَّ الطَّعْنُ) يَكُونُ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ، بَعْضُهَا أَشَدُّ فِي الْقَدَحِ مِنْ بَعْضٍ، خُمُسَةٌ مِنْهَا
تَتَعَلَّقُ بِالْعَدَالَةِ، وَخُمُسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ.

وَلَمْ يَحْصُلِ الْإِعْتِنَاءُ⁽⁶⁾ بِتَمْيِيزِ⁽⁷⁾ أَحَدِ الْقُسَمَيْنِ مِنَ⁽⁸⁾ الْآخِرِ⁽⁹⁾ لِمَصْلَحَةِ اقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَهِيَ⁽¹⁰⁾ تَرْتِيبُهَا⁽¹¹⁾ عَلَى الْأَشَدِّ فَالْأَشَدِّ فِي⁽¹²⁾ مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدْيِي؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ):

(1) نصّ عليه الخطيب في تلخيص المُتَشَابِه في الرَّسْم (302 / 1)، وفي الكفاية (ص 344).

(2) في ك: «وكتابه».

(3) ذكره ابن الصّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص 393).

(4) «حكم» ليست في م.

(5) في حاشية أ - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك».

(6) في ز: «الاعتبار»، وفي ح، وحاشية ز: «الاغتناء». قال القاري رحمه الله في شرح

شرح النُّخبة (ص 429): «(الِإِعْتِنَاءُ) أي: الاهتمام».

(7) في م: «بتمييز» بياء واحدة مشددة.

(8) في أ، ك: «عن».

(9) في ج: «الآخر» بالنّصب، وهو وهم.

(10) أي: المصلحة. شرح شرح النُّخبة للقاري (ص 429).

(11) في ح: «ترتيبها».

(12) في أ، ح: «من»، وفي ب: «على». قال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الْوَكْر (ص

1019): «(مِنْ مُوجِبِ الرَّدِّ): بيان للأشدِّ، وفي بعض النُّسخ: (فِي مُوجِبِ الرَّدِّ)؛ فهو

لغو متعلّق بالأشد».

আল-মারাসিল⁽¹⁾, এবং গ্রন্থ⁽²⁾: «আল-মাযিদ ফি মুত্তাসিলিল আসানিদ»⁽³⁾।

এখানে ইসনাদ (সনদ) থেকে পতিত (বাদ পড়া) হাদিসের বিধানের⁽⁴⁾ অধ্যায়সমূহ সমাপ্ত হলো⁽⁵⁾।

[রাবির প্রতি আপত্তির কারণে প্রত্যাখ্যাত হাদিসের প্রকারভেদ]

(এরপর আপত্তি) দশটি বিষয়ের কারণে হতে পারে, যার কিছু কিছু নিন্দা বা ত্রুটি আরোপে অন্য কিছু থেকে অধিক গুরুতর। এর মধ্যে পাঁচটি 'আদালত' (ধার্মিকতা ও সততা)-এর সাথে সম্পর্কিত এবং পাঁচটি 'দাবত' (স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতা)-এর সাথে সম্পর্কিত।

এবং উভয় প্রকারের একটিকে^(৪) অন্যটি থেকে^(৯) পৃথকীকরণের^(৭) প্রতি মনোযোগ^(৬) দেওয়া হয়নি, কারণ এর পেছনে একটি কল্যাণ নিহিত ছিল, আর তা হলো^(১০) প্রত্যাখ্যানের কারণের^(১২) ক্ষেত্রে গুরুতর থেকে গুরুতরতর ক্রম অনুসারে সেগুলোর^(১১) বিন্যাস করা; কারণ আপত্তি (হতে পারে):

(১) আল-খাতীব এটিকে 'তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসমি' (১/৩০২) এবং 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৩৪৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(২) 'কাফ' (ক) নুসখায়: "ওয়া কিতাবুহু" (তার গ্রন্থ)।

(৩) ইবনুস সালাহ এটিকে 'মারিফাতু আনওয়াই উলুমিল হাদিস' (পৃ. ৩৯৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(৪) 'মীম' (ম) নুসখায় "হুকম" (বিধান) শব্দটি নেই।

(৫) 'আলিফ' (আ) নুসখার টীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: "সুম্মা বালাগা কাযালিকা" (তারপর এ পর্যন্ত পৌঁছেছে)।

(৬) 'যা' (য) নুসখায়: "আল-ই'তিবার" (বিবেচনা), এবং 'হা' (হ) ও 'যা' (য) নুসখার টীকায়: "আল-ইগতিবানা" (প্রাচুর্য)। আল-কারী (রহ.) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৪২৯) গ্রন্থে বলেছেন: "(আল-ই'তিনা) অর্থাৎ: মনোযোগ।"

(৭) 'মীম' (ম) নুসখায়: "বিতামাইউয" (تبيّن) একটি তাশদীদযুক্ত ইয়া (ي) সহকারে।

(৮) 'আলিফ' (আ) ও 'কাফ' (ক) নুসখায়: "আন" (থেকে)।

(৯) 'জীম' (জ) নুসখায়: "আল-আখারা" (الأخرة) নসব (আকৃতি) সহকারে, যা একটি ভুল।

(১০) অর্থাৎ: কল্যাণ (আল-মাসলাহাহ)। আল-কারীর 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৪২৯)।

(১১) 'হা' (হ) নুসখায়: "তারাত্তুবুহা" (ترتبها)।

(১২) 'আলিফ' (আ) ও 'হা' (হ) নুসখায়: "মিন" (থেকে), এবং 'বা' (ব) নুসখায়: "আলা" (উপর)। আল-লাকানী (রহ.) 'কাদাউল ওয়াতার' (পৃ. ১০১৯) গ্রন্থে বলেছেন: "(মিন মুজিবির

রদ): 'আল-আশাদ' (অধিকতর গুরুতর)-এর ব্যাখ্যা। আর কিছু নুসখায়: (ফি মুজিবির রদ); এটি 'আল-আশাদ'-এর সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত শব্দ।"

(ص: 151) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(لَكَذِبِ الرَّاوي) فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَبِّدًا لِذَلِكَ.
(أَوْ تُهْمَتِهِ ⁽¹⁾ بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى ⁽²⁾ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونُ ⁽³⁾ مُخَالِفًا لِقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا ⁽⁴⁾ دُونَ الْأَوَّلِ.
(أَوْ فُحِّشَ غَلَطُهُ) أَيُّ: كَثُرَتْهُ.
(أَوْ غَفَلَتِهِ) عَنِ الْإِتْقَانِ.
(أَوْ فَسَقِهِ) أَيُّ: بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ ⁽⁵⁾ مِمَّا ⁽⁶⁾ لَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ.
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ ⁽⁷⁾ عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ ⁽⁸⁾ الْأَوَّلُ لِكَوْنِ الْقَدَحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الْفَنِّ، وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.
(أَوْ وَهْبِهِ)؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى ⁽⁹⁾ سَبِيلِ التَّوَهُّمِ ⁽¹⁰⁾.

- (1) قَالَ الرَّازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَخْتَارِ الصِّحَاحِ (ص 346): «وَالاسْمُ: التُّهْمَةُ؛ بَفَتْحِ الْهَاءِ»، وَيَصْحُحُ إِسْكَانُ الْهَاءِ أَيْضًا، انْظُرْ: الْمَطْلَعُ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَقْنَعِ لِلْبَعْثِيِّ (ص 377).
- (2) فِي ز: «يُرْوَى».
- (3) فِي ب: «وَيَكُونُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ وَ، ي.
- (4) فِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَةِ ل: «وَهُوَ».
- (5) فِي أ: «بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ، وَفِي ي، ك: «بِالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ».
- (6) فِي أ: «مَا لَمْ»، وَفِي ه، وَ، ي، ك: «مِمَّا لَمْ».

(7) أي: كذب الراوي؛ لأن الفسق يصدق على كل ما صدق عليه الكذب دون العكس. انظر: شرح شرح النخبة للقاري (ص 432).

(8) في مر: «انفرد».

(9) في ط: «عن».

(10) قال اللقائي رحمه الله في قضاة الوطر (ص 1019): «فالظاهر أن الوهم - هنا - بمعنى: ذهب الوهم لما يراد غيره؛ لا بمعنى: الغلط».

(বর্ণনাকারীর মিথ্যা বলার কারণে) নবুওয়াতের হাদিসের ক্ষেত্রে; এভাবে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে এমন কিছু বর্ণনা করে যা তিনি বলেননি।

(অথবা সে বিষয়ে তার প্রতি অভিযোগ থাকার কারণে(1)); এভাবে যে, সেই হাদিসটি শুধু তার পক্ষ থেকেই বর্ণিত হয়, এবং তা জ্ঞাত নীতিমালার পরিপন্থী হয়। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার কথায় মিথ্যা বলার জন্য পরিচিত, যদিও তার থেকে নবুওয়াতের হাদিসের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা প্রকাশ না পায়। আর এটি প্রথমটির চেয়ে নিম্নস্তরের।

(অথবা তার মারাত্মক ভুলের কারণে) অর্থাৎ, তার ভুল বেশি হওয়ার কারণে।

(অথবা তার অমনোযোগিতার কারণে) নিপুণতা অর্জনে।

(অথবা তার ফাসিকি (পাপাচরণের) কারণে) অর্থাৎ, কর্ম ও কথার মাধ্যমে(5) এমন কিছু(6) যা কুফরের স্তরে পৌঁছে না।

এবং এর (ফিস্কের) ও প্রথমটির(7) (মিথ্যাচারের) মধ্যে একটি ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথমটিকে পৃথক করা হয়েছে কারণ এই শাস্ত্রে এর দ্বারা ত্রুটি আরোপ অধিক কঠোর। আর আকীদা (বিশ্বাস) সংক্রান্ত ফাসিকির বিষয়ে, তার ব্যাখ্যা পরে আসবে।

(অথবা তার ভ্রান্তির (ভ্রমের) কারণে); এভাবে যে, সে ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে(9) বর্ণনা করে(10)।

(1) রাজি (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'মুখতারুস সিহাহ' (পৃ. ৩৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: "বিশেষ্য পদটি হলো 'তুহমাহ' (تُهْمَةٌ); হা বর্ণের উপর ফাতহা (জবর) সহ।" হা বর্ণটি সাকিন (জযম) সহও পঠন শুদ্ধ। দেখুন: 'আল-মাতলা' আলা আলফাযিল মুকনি' লিল-বালী' (পৃ. ৩৭৭)।

- (2) 'জা' নুসখায় (পাণ্ডুলিপিতে) রয়েছে: "ইয়ারবী" (يَرْوِي)।
- (3) 'বা' নুসখায় 'ইয়াকুনু' (وَيَكُونُ) রাফা' (পেশ) সহ রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'ওয়াও' এবং 'ইয়া' নুসখা থেকে নেওয়া।
- (4) 'লাম' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে (টীকায়) একটি নুসখায় রয়েছে: "ওয়াহুয়া" (وَهُوَ)।
- (5) 'আলিফ' নুসখায় "বিল-কাওলি ওয়াল-ফি'লি" (কথা ও কর্ম দ্বারা) আগ-পিছ সহ রয়েছে, এবং 'ইয়া' ও 'কাফ' নুসখায় রয়েছে: "বিল-ফি'লি আও আল-কাওলি" (কর্ম অথবা কথা দ্বারা)।
- (6) 'আলিফ' নুসখায় "মা লাম" (مَا لَمْ) রয়েছে, এবং 'হা', 'ওয়াও', 'ইয়া', 'কাফ' নুসখায় রয়েছে: "মিম্মা লাম" (مِمَّا لَمْ)।
- (7) অর্থাৎ: বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার; কারণ ফিস্ক (পাপাচরণ) প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয় যার উপর মিথ্যাচার প্রযোজ্য হয়, বিপরীতক্রমে নয়। দেখুন: কারীর 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৪৩২)।
- (8) 'মিম' নুসখায় রয়েছে: "ইনফারাদা" (الْفَرَادِ)।
- (9) 'ত্বা' নুসখায় রয়েছে: "আন" (عَنْ)।
- (10) লাক্কানী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'কাদা আল-ওয়াতার' (পৃ. ১০১৯) গ্রন্থে বলেছেন: "সুতরাং এখানে 'ওয়াহম' (وَهُم) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো: অন্য কিছু উদ্দেশ্য হলেও ওয়াহম (ভ্রান্তি/বিভ্রম) চলে যাওয়া; ভুল (غلط) অর্থে নয়।"

(ص: 152) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(أَوْ مُخَالَفَتِهِ)؛ أَيْ: لِلثَّقَاتِ.
 (أَوْ جَهَالَتِهِ) ⁽¹⁾؛ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.
 (أَوْ بُدْعَتِهِ)؛ وَهِيَ «اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ» ⁽²⁾ عَلَى خِلَافِ الْمَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا بِمُعَانَدَةٍ، بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ.
 (أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ)؛ وَهِيَ ⁽³⁾ عِبَارَةٌ عَمَّنْ يَكُونُ غَلْطُهُ كِصَابَتِهِ ⁽⁴⁾.

(1) فِي أ، ك زِيَادَةً: «أَي».

(2) في ب: «مَا أَحَدَثَ» بفتح الدال، والمثبت من أ، ج، ح، ك.

(3) في د، ل: «وهو». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 434): «أُنْتُ باعتبار الخبر».

(4) في أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك: «عَمَّنْ يَكُونُ غَلْطُهُ أَقْلَ مِنْ إِصَابَتِهِ»، وفي ي: «أكثر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أقل»؛ وبعدها في الحاشية: «هذه النسخة مخالفة لما سيأتي؛ فلهذا رَدَّه التلميذ قاسم»، وفي ل: «يَسْتَوِي غلطه وإصابته»؛ وكتب في حاشيتها: «قوله: (من يكون غلطه أقل من إصابته) هي نسخة لا توافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله: (يستوي) هو الموافق له»، وفي م: «لا يكون غلطه أقل من إصابته»، والمثبت من ب، ج، وفي نسخة على حاشية ج: «أقل من أمانته» بدل: «أقل من إصابته».

والظاهر: أَنَّ الحافظ ابن حجر كتب العبارة أولاً كما وردت في أكثر النسخ: «غلطه أقل من إصابته»، ثم غيَّرها إلى أحد وجهين: أحدهما المثبت، والثاني: «يستوي غلطه وإصابته»، وهما بمعنى واحد.

قال البقاعي رحمه الله: «قوله: (وهي عبارة عَمَّنْ يكون غلطه ... إلخ) مخالف لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك؛ فإنه قال: (المراد به: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه)، فلو قال: (وهي عبارة عَمَّنْ لا يكون غلطه أقل من إصابته)؛ لوافق ذلك ... ثم رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا - رحمه الله تعالى - بعد بحثنا معه في الذي في الأصل؛ أصلحه». قَضَاءُ الْوَطَرِ لِلْقَانِي (2/ 1022).

وقال المُنَاوِي رحمه الله في الْيَوَاقِيتِ والدُّرَرِ (2/ 34 - 35): «(وهو عبارة عن يكون غلطه أقل من إصابته) هذا ما في نسخة، وفي أخرى: (وهو عبارة عن يستوي غلطه وإصابته). قال الكمال ابن أبي شريف: وقوله في النسخة الأولى: (عَمَّنْ يكون غلطه

أقل من إصابته) لا يوافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله في النسخة الأخرى: (يستوي) هو الموافق له. انتهى».

وقال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 434): «(عبارة عن أن لا يكون) بصيغة النفي؛ هو الصواب خلافاً لها في بعض النسخ، وسيأتي تفصيله في التفصيل، (غلطه أقل من إصابته) سواء كان مساوياً، أو أكثر، وأما إذا كان غلطه أقل من الإصابة، أو قليلاً بالنسبة إليها؛ فهو مقبول».

على أن العبارة على الوجه الذي كتبه الحافظ أولاً - وهو قوله: «عن يكون غلطه أقل من إصابته» -؛ لها محملٌ صحيح، وهو أن تكون قلة الغلط إنما هي بالنسبة إلى صوابه، أي أن غلطه في جانب صوابه قليل، فلا يرد عليه الغلطة والغلطتان كما استشكله بعض الشراح. وانظر: هدى الساري (1/ 384).

(অথবা তার বিরোধিতা); অর্থাৎ: বিশ্বস্তদের বিরোধিতা।

(অথবা তার অজ্ঞাত অবস্থা)⁽¹⁾; এই অর্থে যে, তার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সমর্থন (তা'দীল) বা সমালোচনা (তাজরীহ) জানা যায় না।

(অথবা তার বিদআত); আর তা হলো, "নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যা প্রসিদ্ধ, তার বিপরীতে নতুন করে যা উদ্ভাবিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করা; বিরোধিতার কারণে নয়, বরং এক ধরনের সন্দেহের কারণে।"

(অথবা তার দুর্বল স্মৃতিশক্তি); আর তা হলো⁽³⁾ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি যার ভুল তার সঠিকের সমান⁽⁴⁾।

(1) 'আ', 'কা' পাণ্ডুলিপিতে "আই" (أَي) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(2) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে "মা আহদাছ" (مَا أَحَدَثَ) শব্দটির 'দাল' বর্ণ ফাতাহ (যবর) সহকারে রয়েছে, আর গৃহীত পাঠ 'আ', 'জিম', 'হা', 'কা' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(3) 'দা', 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে "ওয়াছ্যা" (وَهُوَ) শব্দটি রয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৪৩৪) গ্রন্থে বলেছেন: "খবরের দিকে লক্ষ্য করে এটিকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়েছে।"

(4) 'আ', 'দা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'তা', 'কা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম" (عَمَّنْ يَكُونُ غَلْطُهُ أَقْلَ مِنْ إِصَابَتِهِ)। আর 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "বেশি" (أَكْثَرُ)। এবং একটি পাণ্ডুলিপির টীকায় রয়েছে: "কম" (أَقْلَ); এবং এর পরে টীকায় আছে: "এই পাণ্ডুলিপিটি যা পরে আসবে তার বিপরীত; তাই ছাত্র কাসিম এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।" আর 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "তার ভুল ও নির্ভুলতা সমান" (يَسْتَوِي غَلْطُهُ وَإِصَابَتُهُ); এবং তার টীকায় লেখা আছে: "তার এই উক্তি: (যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম - مِنْ يَكُونُ غَلْطُهُ أَقْلَ -) এটি তার পরবর্তী উক্তি: (যার নির্ভুলতার দিক প্রাধান্য পায় না - مِنْ لَمْ يَرْجَحْ -) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং তার এই উক্তি: (সমান - يَسْتَوِي) এটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" আর 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "তার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম নয়" (لَا يَكُونُ غَلْطُهُ أَقْلَ مِنْ -) (إِصَابَتِهِ)। আর গৃহীত পাঠ 'বা', 'জিম' পাণ্ডুলিপি থেকে, এবং 'জিম' পাণ্ডুলিপির টীকায় "আকাল্লা মিন আমানাতিহি" (أَقْلَ مِنْ إِصَابَتِهِ) শব্দটি "আকাল্লা মিন ইসাবাতিহি" (أَقْلَ مِنْ إِصَابَتِهِ) এর পরিবর্তে রয়েছে।

আর স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হাফিয ইবনে হাজার প্রথমে এই অভিব্যক্তিটিই লিখেছিলেন, যেমনটি অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এসেছে: "তার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম" (غَلْطُهُ أَقْلَ مِنْ -) (إِصَابَتِهِ)। তারপর তিনি এটিকে দুটি পদ্ধতির একটিতে পরিবর্তন করেছেন: একটি হলো গৃহীত পাঠ, এবং দ্বিতীয়টি হলো: "তার ভুল ও নির্ভুলতা সমান" (يَسْتَوِي غَلْطُهُ وَإِصَابَتُهُ), আর উভয়টির অর্থ একই।

আল-বিক্বায়ী (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "তার উক্তি: (আর তা হলো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি যার ভুল... ইত্যাদি - وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ يَكُونُ غَلْطُهُ -) দশম কারণের ব্যাখ্যায় যা আসবে তার বিপরীত; কারণ তিনি সেখানে বলেছেন: (এর উদ্দেশ্য হলো: যার নির্ভুলতার দিক তার ভুলের দিকের চেয়ে প্রাধান্য পায় না - مِنْ لَمْ يَرْجَحْ جَانِبُ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطئِهِ -)। সুতরাং যদি তিনি বলতেন: (আর তা হলো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম নয় - وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ لَا يَكُونُ غَلْطُهُ أَقْلَ مِنْ إِصَابَتِهِ -); তবে তা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতো... তারপর আমি কিছু ভালো পাণ্ডুলিপিতে এই অভিব্যক্তিটি দেখেছি, সম্ভবত আমাদের শায়খ (আল্লাহ তাকে রহম করুন) মূল পাণ্ডুলিপিতে যা ছিল সে সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনার পর এটি সংশোধন করেছেন।" 'ক্বাদা'উল ওয়াতার লিল-লাক্কানী' (২/১০২২)।

আল-মুনাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার' (২/৩৪-৩৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(আর তা হলো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম - (أقل من إصابته وهو عبارة عن يكون غلطه) এটি একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, এবং অন্য একটিতে আছে: (আর তা হলো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি যার ভুল ও নির্ভুলতা সমান - وهو - (عبارة عن يستوي غلطه وإصابته)। কামাল ইবনে আবী শরীফ বলেছেন: "প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তার উক্তি: (যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম - إصابته - أقل من يكون غلطه) এটি তার পরবর্তী উক্তি: (যার নির্ভুলতার দিক প্রাধান্য পায় না - من لم يرجح - এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং অন্য পাণ্ডুলিপিতে তার উক্তি: (সমান - يستوي) এটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" সমাপ্ত।

আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৪৩৪) গ্রন্থে বলেছেন: "(যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম নয় - إصابته - أقل من يكون غلطه) - নাবাচক রূপে; এটিই সঠিক, কিছু পাণ্ডুলিপির বিপরীত। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসবে। এটি সমান হোক বা বেশি হোক। তবে যদি তার ভুল নির্ভুলতার চেয়ে কম হয়, অথবা এর তুলনায় সামান্য হয়; তবে সে (বর্ণনা) গ্রহণযোগ্য।"

তবে হাফিয (ইবনে হাজার) প্রথমে যেভাবে অভিব্যক্তিটি লিখেছিলেন - অর্থাৎ তার উক্তি: "যার ভুল তার নির্ভুলতার চেয়ে কম" (عمن يكون غلطه أقل من إصابته) - তার একটি সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তা হলো, ভুলের স্বল্পতা তার সঠিকতার (নির্ভুলতার) তুলনায়; অর্থাৎ, তার সঠিকতার দিক থেকে তার ভুল সামান্য। সুতরাং এর উপর এক বা দুটি ভুলের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না, যেমনটি কিছু ব্যাখ্যাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দেখুন: 'হুদা আল-সারী' (১/৩৮৪)।

(ص: 153) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[الموضوع]

(ف) الْقِسْمُ ⁽¹⁾ (الْأَوَّلُ) - وَهُوَ ⁽²⁾ الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاوي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ -؛ هُوَ: (المَوْضُوعُ) ⁽³⁾، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ ⁽⁴⁾ بِطَرِيقِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَا بِالْقَطْعِ؛ إِذْ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ، لَكِنْ لِأَهْلِ ⁽⁵⁾ الْعِلْمِ ⁽⁶⁾ بِالْحَدِيثِ مَلَكَ قُوَّةٌ يُبَيِّزُونَ بِهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا

يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِطْلَاعُهُ تَامًّا، وَذِهْنُهُ ثَابِتًا، وَفَهْمُهُ قَوِيًّا، وَمَعْرِفَتُهُ
بِالْقَرَّائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَبَكِّئَةً.

[كيف يُعَرَفُ الْوَضْعُ فِي الْحَدِيثِ؟]

وَقَدْ يُعَرَفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ⁽⁷⁾:

(1) فِي أ: «وَالْقِسْم»، وَفِي ط: «الْقِسْم».

(2) فِي ك: «هُوَ».

(3) فِي حَاشِيَةِ ل - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ قِرَاءَةً وَبَحْثًا. كَتَبَهُ: ابْنُ حَجَر».

(4) فِي هـ: «يَكُون».

(5) فِي ك: «وَلِأَهْلٍ» بَدَل: «لَكِنْ لِأَهْلٍ».

(6) فِي ج: «الْحَدِيثُ» بَدَل: «الْعِلْمُ»، وَهُوَ وَهْمٌ.

(7) هُوَ: تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَتْحِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهْبٍ الْقَشِيرِيُّ (ت 702 هـ).

تَذَكُّرَةُ الْحِفَاطِ لِلذَّهَبِيِّ (4/ 181).

[মওযু (জাল) হাদিস]

(সুতরাং) প্রথম প্রকার⁽¹⁾ - যা হলো নবী (সা.)-এর হাদিসে বর্ণনাকারীর মিথ্যা বলার মাধ্যমে আপত্তি উত্থাপন -; সেটি হলো: (মওযু)⁽³⁾ হাদিস। আর এর উপর জালিয়াতির (ওয়াদ্ব') সিদ্ধান্ত কেবল প্রবল ধারণার (যান্নে গালিব) মাধ্যমে দেওয়া হয়, সুনিশ্চিতভাবে (ক্বাত্ব'ই) নয়; কারণ মিথ্যাবাদীও কখনো সত্য বলতে পারে, কিন্তু হাদিস বিশেষজ্ঞদের (আহলুল ইলম বিল হাদিস) এমন শক্তিশালী মেধা (মালাকা) থাকে, যার মাধ্যমে তাঁরা তা (জাল হাদিস) পার্থক্য করতে পারেন। আর তাঁদের মধ্যে কেবল তিনিই এই কাজ (পার্থক্য করার) করতে পারেন, যার জ্ঞান (ইত্তিলা') পূর্ণ, মেধা তীক্ষ্ণ, উপলব্ধি (ফাহম) শক্তিশালী, এবং এর উপর প্রমাণকারী আলামতগুলো (কারা'ইন) সম্পর্কে তার জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত।

[হাদিসে জালিয়াতি (ওয়াদ্ব') কিভাবে জানা যায়?]

আর জালিয়াতির বিষয়টি (ওয়াদ্ব') এর জালিয়াতি (ওয়াদ্বি)কারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমেও জানা যায়। ইবনু দাক্কীকিল ঈদ (রহ.)⁽⁷⁾ বলেছেন:

- (1) 'আ' সংস্করণে: «ওয়াল ফিসমু», এবং 'ত' সংস্করণে: «আল ফিসমু»।
- (2) 'কাফ' সংস্করণে: «হুয়া»।
- (3) 'লাম' সংস্করণের পাদটীকায় - মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর স্বহস্তে লিখিত -: «অতঃপর পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। লিখেছেন: ইবনু হাজার (রহ.)»।
- (4) 'হা' সংস্করণে: «ইয়াকুনু»।
- (5) 'কাফ' সংস্করণে «লাকিন লিআহলিল»-এর স্থলে «ওয়া লিআহলিল»।
- (6) 'জিম' সংস্করণে «আল ইলম»-এর স্থলে «আল হাদিস», যা একটি ভ্রম।
- (7) তিনি হলেন: তাক্বিইউদ্দীন আবুল ফাতহ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহব আল-কুশায়রী (মৃত্যু ৭০২ হি.)। আয-যাহাবী (রহ.)-এর তাযকিরাতুল হুফফায (৪/১৮১)।

(ص: 154) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

«لَكِنْ لَا يُقْطَعُ⁽¹⁾ بِذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كَذَبٌ فِي ذَلِكَ الْإِقْرَارِ»⁽²⁾. اُنْتَهَى.
وَفَهُمَ مِنْهُ⁽³⁾ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ⁽⁴⁾، وَإِنَّمَا
نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ نَفَى الْقَطْعَ نَفْيُ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَقَعُ⁽⁵⁾ بِالظَّنِّ
الْغَالِبِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَّا سَأَغَ قَتْلُ الْبَقْرِ⁽⁶⁾ بِالْقَتْلِ، وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ
بِالزُّنَى؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا كَاذِبَيْنِ فِيمَا اعْتَرَفَا بِهِ!
وَمِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُدْرِكُ بِهَا الْوَضْعُ: مَا يُؤْخَذُ⁽⁷⁾ مِنْ حَالِ الرَّاوي؛ كَمَا وَقَعَ لِمَأْمُونِ⁽⁸⁾
بْنِ أَحْمَدَ⁽⁹⁾: أَنَّهُ ذَكَرَ بِحَضْرَتِهِ الْخِلَافَ⁽¹⁰⁾ فِي كَوْنِ الْحَسَنِ سَبْعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ
لَا؟⁽¹¹⁾

(1) في د: «نقطع»، ولم ينقط في أ.

(2) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص 25).

(3) في ب: «من».

(4) في ب: «مرادُهُ» بضم الدَّال، والمثبت من أ، ل.

(5) في ح: «يقطع».

(6) في ل: «المعترف»، وفي نسخة على حاشيتها: «المقر».

(7) في أ: «يوجد».

(8) في و، ح: «للمأمون».

(9) كذا سبَّاه الحافظ هنا: «مأمون بن أحمد»، والمعروف: أنه أحمد بن عبد الله الجويباري، كما سبَّاه الحافظ نفسه في التُّكَّت (2/ 842)، وذكر قصَّته البيهقي في «جزء حديث أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري من مسائل عبد الله بن سلام» (ص 216، 217).

(10) في أ، د: «الخلاَف»، والمثبت من ج، ك.

(11) «أَوْ لَا» سقطت من ط.

«কিন্তু তা চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা যায় না(1); কারণ সেই স্বীকারোক্তিতে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা আছে»(2)। (কথা) শেষ হলো।

তাদের কেউ কেউ এর থেকে বুঝেছেন(3) যে, সেই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী একেবারেই আমল করা যাবে না, কিন্তু এটি তার উদ্দেশ্য ছিল না(4)। বরং তিনি এর চূড়ান্ততাকে অস্বীকার করেছেন, আর চূড়ান্ততা অস্বীকার করলে বিধান অস্বীকার করা অবশ্যসম্ভাবী হয় না; কারণ বিধান প্রবল ধারণার (الْغَالِبِ الظَّنِّ) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়(5), এবং এখানেও তা তেমনই। যদি তা না হতো, তাহলে হত্যাকাণ্ডের স্বীকারোক্তি দানকারীকে(6) হত্যা করা বৈধ হতো না, এবং ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দানকারীকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করাও বৈধ হতো না; কারণ তাদের দুজনেরই তাদের স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকত!

আর জালিয়াতি (دُخْر) শনাক্ত করার অন্যতম নিদর্শন হলো: বর্ণনাকারীর অবস্থা থেকে যা বোঝা যায়(7); যেমন মামুন(8) ইবনে আহমদের(9) ক্ষেত্রে ঘটেছিল: তার উপস্থিতিতে হাসান (আল-বাসরি) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে (হাদিস) শুনেছেন কি না, তা নিয়ে মতভেদ(10) আলোচিত হয়েছিল(11)?

- (1) ‘দা’ লিপিতে: «নাক্বতা» (আমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি), আর ‘আলিফ’ লিপিতে নুকতা ছিল না।
- (2) আল-ইকতিরাহ ফি বায়ানিল ইস্তিলাহ (পৃ. ২৫)।
- (3) ‘বা’ লিপিতে: «মিন» (থেকে)।
- (4) ‘বা’ লিপিতে: «মুরাদুহু» (উদ্দেশ্য) দাল-এর উপর যম্মা সহকারে, আর যা প্রতিষ্ঠিত (মূল পাঠ) তা ‘আলিফ’ ও ‘লাম’ থেকে গৃহীত।
- (5) ‘হা’ লিপিতে: «ইয়াক্বতাউ» (নিশ্চিত হয়)।
- (6) ‘লাম’ লিপিতে: «আল-মুতারিফ» (স্বীকারকারী), আর এর টীকায় একটি কপিতে: «আল-মুকির» (স্বীকারকারী)।
- (7) ‘আলিফ’ লিপিতে: «ইউজাদু» (পাওয়া যায়)।
- (8) ‘ওয়াও’ ও ‘হা’ লিপিতে: «লিল-মামুন»।
- (9) হাফিয এখানে তাকে এভাবেই নামকরণ করেছেন: «মামুন ইবনে আহমদ»। তবে প্রসিদ্ধ হলো: তিনি আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-জুয়াইবারি, যেমন হাফিয নিজেই তাকে আন-নুকাত (২/৮৪২) গ্রন্থে নামকরণ করেছেন। আর বায়হাকি তার ঘটনা উল্লেখ করেছেন «জুযউ হাদীস আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ আল-জুয়াইবারি মিন মাসাইল আবদুল্লাহ ইবনে সালাম» (পৃ. ২১৬, ২১৭) গ্রন্থে।
- (10) ‘আলিফ’ ও ‘দা’ লিপিতে: «আল-খিলাফা» (মতভেদ), আর যা প্রতিষ্ঠিত (মূল পাঠ) তা ‘জিম’ ও ‘কাফ’ থেকে গৃহীত।
- (11) «আউ লা» (না কি নয়) ‘ত্বা’ লিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(ص: 155) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَاداً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ⁽¹⁾: «سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»!

وَكَمَا وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽²⁾ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ؛ فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَاداً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا سَبَقَ⁽³⁾ إِلَّا فِي نَضْلِ، أَوْ

خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ جَنَاحٍ»⁽⁴⁾، فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «أَوْ جَنَاحٍ»⁽⁵⁾، فَعَرَفَ الْمَهْدِيُّ: أَنَّهُ كَذَبٌ لِأَجْلِهِ، فَأَمَرَ بِذُبْحِ الْحَمَامِ⁽⁶⁾.
وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ⁽⁷⁾ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ؛ كَأَن يَكُونَ مُنَاقِضاً لِنَصِّ الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَوْ الإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ، أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ؛ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ⁽⁸⁾ مِنْ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ⁽⁹⁾.

- (1) «قال» ضُرب عليها في ب.
- (2) هو: غياث بن إبراهيم النخعي، متروك الحديث. انظر: مسائل حرب الكرمان (1314 / 3)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (57 / 7).
- (3) في ك: «سَبَقَ» بسكون الباء، والمثبت من د، و، ي، ل، م.
- قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (255 / 2): «(السَّبَقُ) - بفتح الباء -: هو ما يُجعل للسَّابِقِ على سَبْقِهِ مِنْ جُعْلٍ أَوْ نَوَالٍ، فَأَمَّا (السَّبَقُ) - بسكون الباء -: فهو مصدر سَبَقْتُ الرَّجُلَ أَسْبَقَهُ سَبْقاً، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (السَّبَقُ) مفتوحة الباء».
- (4) أخرجه أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (7482)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خَفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ».
- (5) قوله: «فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: أَوْ جَنَاحٍ» سقط من ط.
- (6) انظر: المدخل إلى كتاب الإكلیل للحاكم (ص 55)، تاريخ بغداد للخطيب (14 / 276).
- (7) في ب، ج: «يوجد»، ولم ينقط في أ.
- (8) في ك: «بشيء».
- (9) في حاشية أ - بَخِطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ كذلك».

সে তৎক্ষণাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত একটি সনদ বর্ণনা করল যে, তিনি বলেছেন^(১): "হাসান আবু হুরায়রা থেকে শুনেছেন!"

যেমন গিয়াছ ইবন ইবরাহিম^(২)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যখন তিনি মাহদীর কাছে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন তিনি কবুতর নিয়ে খেলছেন; তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত একটি সনদ বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন: "তীর, খুর (উট বা অন্য প্রাণীর), ঘোড়ার খুর অথবা ডানা ব্যতীত কোনো প্রতিযোগিতা পুরস্কার (সবাক) নেই।"^(৪) ফলে সে হাদিসে "অথবা ডানা"^(৫) অংশটি যোগ করল। তখন মাহদী বুঝতে পারলেন যে, সে তার (মাহদীর) জন্য মিথ্যা বলেছে, তাই তিনি কবুতরগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন^(৬)।

এর মধ্যে এমনও বিষয় আছে যা বর্ণিত হাদিসের অবস্থা থেকে অনুধাবন করা হয়^(৭); যেমন তা কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির, অথবা মুতাওয়াতির সুন্নাহর, অথবা সুনিশ্চিত ইজমার, অথবা বিশুদ্ধ যুক্তির পরিপন্থী হওয়া; যখন এর কোনোটিই ব্যাখ্যা (তা'বিল)^(৯) গ্রহণ না করে^(৮)।

(১) 'কাল' (كَل) শব্দটি 'বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(২) ইনি হলেন গিয়াছ ইবন ইবরাহিম আন-নাখঈ, তার বর্ণিত হাদিস পরিত্যক্ত। দেখুন: মাসাইল হারব আল-কারমানী (৩/১৩১৪), আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল লি ইবন আবি হাতিম (৭/৫৭)।

(৩) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে 'সাবক' (سَبَقَ) বা অক্ষরের 'বা'তে সুকুন (স্থিরতা) সহকারে লেখা হয়েছে, আর যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপি থেকে।

ইমাম খাত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'মা'আলিমুস সুনান' (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(আস-সাবাক) – 'বা' অক্ষরের উপর ফাতহা (জবর) সহকারে – হলো এমন পুরস্কার বা অনুগ্রহ যা বিজয়ীকে তার বিজয়ের জন্য দেওয়া হয়। আর (আস-সাবক) – 'বা' অক্ষরের উপর সুকুন (স্থিরতা) সহকারে – হলো ক্রিয়াপদ 'সাবাকতুর রাজুলা আসবিকুহ সাবকান' (আমি লোকটিকে অতিক্রম করেছি, আমি তাকে অতিক্রম করি, অতিক্রম করা)-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এই হাদিসের সঠিক বর্ণনাটি হলো (আস-সাবাক) 'বা' অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে।"

(৪) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (২৫৭৪), তিরমিযী (১৭০০), নাসাঈ (৩৫৮৫), ইবন মাজাহ (২৮৭৮) এবং আহমদ (৭৪৮২), আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে এই শব্দে:

"উট বা অন্য প্রাণীর খুর, ঘোড়ার খুর অথবা তীর ব্যতীত কোনো প্রতিযোগিতা পুরস্কার (সবাক) নেই।"

(5) তার উক্তি: "ফলে সে হাদিসে 'অথবা ডানা' অংশটি যোগ করল" - এই অংশটি 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(6) দেখুন: আল-মাদখাল ইলা কিতাব আল-ইকলিল লিল-হাকিম (পৃ. ৫৫), তারিখ বাগদাদ লিল-খাতীব (১৪/২৭৬)।

(7) 'বা' (ب) এবং 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে 'ইয়ুজাদু' (يوجد) লেখা হয়েছে, আর 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) দেওয়া হয়নি।

(8) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে 'বিশাইইন' (بشيء) লেখা হয়েছে।

(9) 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপির টীকায় – লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে – লেখা আছে: "তারপর এভাবেই পৌঁছেছে।"

(ص: 156) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ثُمَّ الْمَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الْوَاضِعُ، وَتَارَةً يَأْخُذُ⁽¹⁾ كَلَامَ غَيْرِهِ - كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ،
أَوْ قَدَمَاءِ الْحُكَمَاءِ، أَوْ الْإِسْرَائِيلِيِّاتِ -، أَوْ يَأْخُذُ حَدِيثًا ضَعِيفَ الْإِسْنَادِ فَيَرْكَبُ لَهُ
إِسْنَادًا صَحِيحًا لِيَرْوِجَ⁽²⁾.

[أسباب الوضع]

وَالْحَامِلُ لِلْوَاضِعِ عَلَى الْوَضْعِ:

إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كَالزَّنَادِقَةِ.

أَوْ غَلَبَةُ الْجَهْلِ؛ كَبَعْضِ الْمُتَعَبِّدِينَ⁽³⁾.

أَوْ فَرْطُ الْعَصَبِيَّةِ⁽⁴⁾؛ كَبَعْضِ الْمُقَلِّدِينَ.

أَوْ اتِّبَاعُ هَوَى⁽⁵⁾ بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ.

أَوْ الْإِغْرَابُ؛ لِقَصْدِ الْإِشْتِهَارِ!

[حكم الوضع في الحديث ورواية الموضوع]
وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ بَعْضَ الْكَرَامِيَِّّةِ⁽⁶⁾ وَبَعْضَ الْمُتَصَوِّفَةِ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الْوَضْعِ فِي التَّرْغِيبِ

(1) في د: «يأخذه من» بدل: «يأخذ».

(2) في ب، ج: «لِيُرَوِّجَ» بضم الياء وفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة. قال القاري رحمه الله في شرح شرح التُّخْبَةِ (ص 445): «بتشديد الواو المكسورة؛ أي: الإسناد، أو المفتوحة؛ أي: الحديث»، والمثبت من أ، ك.

(3) في د زيادة: «لهم دين».

(4) في ح: «العصبة».

(5) في ج: «هدي».

(6) في و: «الكَرَامِيَّة» بفتح الكاف وكسرهما، والمثبت من ك.

وهم: أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني (ت 255 هـ)، وهم من فرق المرجئة، وقولهم في الإيمان: إنه القول باللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، والمنافق مؤمن عندهم، ويوافقون الجهمية والمرجئة في التسوية بين الناس في الإيمان، ولا يرون الاستثناء فيه، ويقولون: إن كلام الله حادثٌ بعد أن لم يكن، لكنه متعلق بمشيئته وقدرته. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 141)، الفصل لابن حزم (4/ 45، 204 - 205)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 141)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمُعْطَلَة لابن الموصلي (ص 498).

অতঃপর বর্ণিত বিষয় কখনও জালকারী কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়, এবং কখনও সে অন্যের উক্তি গ্রহণ করে – যেমন কোনো কোনো সৎ পূর্বসূরী, অথবা প্রাচীন জ্ঞানীজন, অথবা ইসরাঈলিয়াত থেকে – অথবা সে দুর্বল সূত্রযুক্ত কোনো হাদীস নিয়ে তার জন্য একটি সহীহ সূত্র তৈরি করে, যাতে তা প্রচলিত হয়।

[জাল করার কারণসমূহ]

এবং জালকারীকে জাল করতে প্ররোচিত করে এমন বিষয়গুলো হলো:

হয়ত ধর্মের অভাব; যেমন যিন্দীকরা (ধর্মদ্রোহীরা)।

অথবা অজ্ঞতার আধিপত্য; যেমন কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।

অথবা চরম পক্ষপাতিত্ব; যেমন কিছু অন্ধ অনুসারী।

অথবা কিছু নেতার প্রবৃত্তির অনুসরণ।

অথবা অভিনবত্ব প্রদর্শন; খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে!

[হাদীস জাল করার ও জাল হাদীস বর্ণনা করার বিধান]

আর নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতদের ঐকমত্যে এ সবই হারাম। তবে কিছু কাররামিয়াহ

(Karrāmiyyah) এবং কিছু সুফিদের থেকে উৎসাহমূলক বর্ণনার ক্ষেত্রে জাল করা জায়েজ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

- (1) 'দাল' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (د) 'ইয়া'খুযু' (يَاخُذُ) এর পরিবর্তে 'ইয়া'খুযুহ মিন' (يَاخُذُهُ مِنْ) রয়েছে।
- (2) 'বা' ও 'জিম' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (ب, ج) 'লিয়ুরাওওয়াজ' (لَيُورَاوَوَاج) রয়েছে, যা ইয়ার উপরে পেশ (ضم), রা'র উপরে ফাতহা (فتح), এবং ওয়াও (و) এর উপরে তাশদীদ (تشديد) ও ফাতহা (فتح) সহকারে। আল-কারী (رحمه الله) (القاري) তাঁর 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (ص 445) গ্রন্থে বলেছেন: "ওয়াও এর নিচে কাসরা (كسرة) সহকারে; অর্থাৎ: ইসনাদ (إسناد)-এর জন্য প্রযোজ্য, অথবা ওয়াও এর উপরে ফাতহা (فتح) সহকারে; অর্থাৎ: হাদীসের জন্য প্রযোজ্য", আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'আলিফ' ও 'কাফ' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপি (أ, ك) থেকে।
- (3) 'দাল' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (د) অতিরিক্ত রয়েছে: "তাদের ধর্ম আছে"।
- (4) 'হা' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (ح) 'আল-আসাবাহ' (العصبة) রয়েছে।
- (5) 'জিম' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (ج) 'হাদী' (هادي) রয়েছে।
- (6) 'ওয়াও' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে (و) 'আল-কাররামিয়াহ' (الكرامية) রয়েছে, যা কাফ এর উপর ফাতহা (فتح) এবং কাসরা (كسرة) সহকারে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'কাফ' বর্ণমালাযুক্ত পাণ্ডুলিপি (ك) থেকে।

তারা হলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম আস-সিজিস্তানি (Muhammad ibn Karrām al-Sijistānī) (মৃত্যু ২৫৫ হি.) এর অনুসারী। তারা মুরজিয়া (Murji'ah) ফিরকার অন্তর্গত একটি দল। ঈমান সম্পর্কে তাদের মত হলো: এটি কেবল জিহ্বার স্বীকারোক্তি, অন্তরের সত্যায়ন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল (কর্ম) এর প্রয়োজন নেই। তাদের মতে মুনাফিকও মুমিন। তারা জাহমিয়াহ (Jahmiyyah) ও মুরজিয়াদের সাথে একমত পোষণ করে ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের বিষয়ে, এবং ঈমানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম (استثناء) দেখে না। তারা বলে: আল্লাহর কালাম (বচন) পূর্বে বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও পরে সৃষ্ট (حادث), তবে তা তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। দেখুন: আল-আশ'আরী (Al-Ash'ari) এর 'মাকালাতুল ইসলামিয়ীন' (مقالات الإسلاميين) (পৃ. ১৪১), ইবনে হাযম (Ibn Hazm) এর 'আল-ফাসল' (الفصل) (৪/৪৫, ২০৪-২০৫), ইবনে তাইমিয়াহ (Ibn Taymiyyah) এর 'মাজমূউল ফাতাওয়া' (مجموع الفتاوى) (৭/১৪১), এবং ইবনুল মাওসিলী (Ibn al-Mawsili) এর 'মুখতাসারুস সাওয়াকিল মুরসালা আলাল জাহমিয়াহ ওয়াল মু'াত্তিলা' (مختصر الصواعق) (المرسلة على الجهية والمعتلة) (পৃ. ৪৯৮)।

(ص: 157) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

والتَّزْهِيْبُ⁽¹⁾، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهِ⁽²⁾، نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ؛ لِأَنَّ التَّزْغِيْبَ وَالتَّزْهِيْبَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ⁽³⁾. وَبَالَغَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْيْنِيُّ⁽⁴⁾؛ فَكَفَّرَ مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ⁽⁵⁾ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽⁶⁾. وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ رِوَايَةِ الْمَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى⁽⁷⁾ أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ

- (1) نَقَلَ الْمَحْكِيَّ عَنْ بَعْضِ الْكِرَامِيَّةِ: ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (1/ 96) عَنْ ابْنِ السَّعَّانِيِّ، وَقَالَ الرَّزُّكَشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النُّكْتِ (2/ 285): «قُلْتُ: هَذَا قَالَهُ ابْنُ السَّعَّانِيِّ فِي الْمَجْلِسِ الثَّلَاثِ مِنْ أَمَالِيهِ».
- (2) فِي د: «قَائِلُهُ»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَتِهَا: «فَاعْلَهُ».
- (3) انْظُرْ: كِتَابُ الْكِبَائِرِ لِلذَّهَبِيِّ (ص 70).
- وَفِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (4) هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْنِيُّ، وَالِدُ أَبِي الْمَعَالِيِّ (ت 438 هـ). سَيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (17/ 617)، طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى لِلْسُّبْكِيِّ (5/ 73).
- (5) فِي ب: «مَنْ كَذَبَ» بَدَلُ: «مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ».
- (6) نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُهُ فِي نَهَايَةِ الْمَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ الْمَذْهَبِ (18/ 48)، وَانْظُرْ: شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمَ (1/ 69)، الصَّارِمُ الْمَسْلُوكُ لِابْنِ تَيْمِيَّةٍ (ص 171)، الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لِلْسُّبْكِيِّ (5/ 93).
- (7) فِي ب، ج، ك، ل: «يَرَى» بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ أ، د، و، ح، م. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمَ (1/ 65): «مَنْ ضَمَّ الْيَاءَ؛ فَمَعْنَاهُ: يَظُنُّ، وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَظَاهِرٌ، وَمَعْنَاهُ: وَهُوَ يَعْلَمُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى يَظُنُّ أَيْضًا؛ فَقَدْ حَكِيَ: رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ».

এবং ভয় প্রদর্শন⁽¹⁾, আর এটি তার কর্তার একটি ভুল⁽²⁾, যা অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত; কারণ উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন শরীয়তের বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এবং তারা একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত⁽³⁾।

এবং আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী⁽⁴⁾ বাড়াবাড়ি করেছেন; ফলে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছে⁽⁵⁾ তাকে কাফির বলেছেন⁽⁶⁾।

এবং তারা জাল হাদিস বর্ণনা করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত, তবে এর জাল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হলে ভিন্ন কথা; কারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী: «যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করে যা মনে করা হয়⁽⁷⁾ যে তা মিথ্যা; তবে সেও অন্যতম

(1) কাররামিয়া সম্প্রদায়ের কারো কারো থেকে বর্ণিত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওদুআত (১/৯৬)-এ ইবনুস সাম'আনী থেকে। আর যরকাশী (রহ.) আন-নুকাত (২/২৮৫)-এ বলেছেন: «আমি বলি: এটি ইবনুস সাম'আনী তাঁর আমালীর তৃতীয় মজলিসে বলেছেন।»

(2) 'দ' পাণ্ডুলিপিতে: «এর বক্তা (الخبز)», আর এর টীকায় একটি কপিতে: «এর কর্তা (فعله)»।

(3) দেখুন: যাহাবী রচিত কিতাবুল কাবাইর (পৃ. ৭০)।

আর 'দ' পাণ্ডুলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – লেখা আছে: «তারপর সেভাবেই পৌঁছেছে।»

(4) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইনী, আবুল মা'আলী (মৃ. ৪৩৮ হি.)-এর পিতা। সিয়রু আ'লামিন নুবালা (১৭/৬১৭), সুবকী রচিত তাবাকাতুশ শাফি'ইয়া আল-কুবরা (৫/৭৩)।

(5) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: «যে মিথ্যা বলেছে (من كذب)», «যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছে (مَنْ تَعَدَّى الكَذِبِ)» এর পরিবর্তে।

(6) তাঁর পুত্র তা তাঁর থেকে নাইয়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব (১৮/৪৮)-এ বর্ণনা করেছেন। এবং দেখুন: আন-নওয়াবী কর্তৃক শারহু সহীহ মুসলিম (১/৬৯), ইবনু তাইমিয়া রচিত আস-সারিমুল মাসলুল (পৃ. ১৭১), সুবকী রচিত আত-তাবাকাতুল কুবরা (৫/৯৩)।

(7) 'বা', 'জিম', 'কাফ', 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়ারু (يَرَى)» ইয়া (يَاء) অক্ষরটি ফাতহা (َ) সহকারে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা 'আলিফ', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'মিম' পাণ্ডুলিপি থেকে। ইমাম নওয়াবী (রহ.) শারহু সহীহ মুসলিম (১/৬৫)-এ বলেছেন: «যে ইয়া (يَاء) অক্ষরটি দম্মা (ُ) সহকারে পড়েছে; তার অর্থ: সে ধারণা করে (يُظَنُّ)। আর যে ইয়া (يَاء) অক্ষরটি ফাতহা (َ) সহকারে পড়েছে তার অর্থ সুস্পষ্ট, এবং তার অর্থ: সে জানে (وَهُوَ يَعْلَمُ)। এটি 'ধারণা করা (يُظَنُّ)' অর্থেও হতে পারে; কারণ 'রা'আ (رَأَى)' শব্দটি 'ধারণা করা (يُظَنُّ)' অর্থেও বর্ণিত হয়েছে।»

الكاذِبِينَ⁽¹⁾»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁽²⁾.

[المتروك والمنكر]

(و) الْقِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ الْمَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تَهْمَةِ الرَّاوي بِالْكَذِبِ، هُوَ: (الْمُتْرُوكُ).

(وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيٍ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُنْكَرِ قَيْدَ الْبُخَالْفَةِ.
(وَكَذَا⁽³⁾ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ)، فَمَنْ فَحَشَ غَلْطَهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ⁽⁴⁾، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.

(ثُمَّ الْوَهْمُ)؛ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أَفْصَحَ⁽⁵⁾ بِهِ لَطُولُ الْفَصْلِ -، (إِنْ أُطْلِعَ عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى الْوَهْمِ (بِالْقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ⁽⁶⁾ مِنْ وَضَلِ مُرْسِلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِذْخَالَ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ⁽⁷⁾ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْقَادِحَةِ.

[المعلل]

وَتَحْصُلُ⁽⁸⁾ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَ) هَذَا⁽⁹⁾ هُوَ: (الْمُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ

(1) في ب، ط: «الكذابين».

(2) في مقدِّمة صحيحه (9 / 1) رقم (1).

وفي حاشية أ، ل - بخط المصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

(3) في ز: «وكذلك».

(4) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» ليست في أ.

(5) في ب: «أفصح» بفتح الهزّة، والمثبت من هـ، و.

(6) في أ، ط: «رواية»، وفي هـ: «رواته». قال اللّقاني رحمه الله في قضاء الوطر (ص 1074): «الظاهر أن ضميره للقسم السادس».

(7) في د: «ونحو».

(8) في ج، د، ح: «ويحصل» بالياء، ولم ينقط في أ، ز، ي.

(9) في أ: «هذا»، وفي ج: «وهذا».

দুই মিথ্যাবাদী»⁽¹⁾। এটি মুসলিম সংকলন করেছেন।⁽²⁾

[আল-মাতরুক ও আল-মুনকার]

(এবং) প্রত্যাখ্যাত (মারদুদ) প্রকারগুলির (দ্বিতীয়) প্রকার, যা বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগের কারণে হয়ে থাকে, তা হলো: (আল-মাতরুক) (متروك)।

(এবং তৃতীয় প্রকার: আল-মুনকার) (منكر); তাদের মতানুসারে যারা মুনকারের ক্ষেত্রে (অন্য বর্ণনার) বিরোধিতার শর্তারোপ করে না।

(অনুরূপভাবে)⁽³⁾ চতুর্থ ও পঞ্চম), সুতরাং যার ভুল গুরুতর, অথবা যার অসাবধানতা বেশি,⁽⁴⁾ অথবা যার প্রকাশ্য পাপাচার (ফিসক) রয়েছে; তার হাদিস মুনকার (منكر)।

(এরপর আল-ওয়াহম) (وهم); আর এটি ষষ্ঠ প্রকার – এবং দীর্ঘ পরিচ্ছেদের কারণে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে⁽⁵⁾ – (যদি তা জানা যায়), অর্থাৎ ওয়াহম সম্পর্কে, (প্রমাণাদি) দ্বারা যা তার বর্ণনাকারীর ওয়াহমের (ভ্রান্তির) দিকে ইঙ্গিত করে,⁽⁶⁾ যেমন মুরসাল (مرسل) বা মুনকাতি' হাদিসকে সংযুক্ত করা, অথবা এক হাদিসকে অন্য হাদিসের সাথে মিশিয়ে দেওয়া, অথবা এ জাতীয় অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ বিষয়।⁽⁷⁾

[আল-মু'আল্লাল]

আর এটি জানা যায়: প্রচুর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে, (এবং সনদসমূহ একত্রিত করার মাধ্যমে; আর) এটিই হলো: (আল-মু'আল্লাল) (معلل); এবং এটি হাদিস শাস্ত্রের সবচেয়ে জটিল প্রকারগুলির অন্যতম।

(1) 'বা', 'তা' অনুলিপিতে: «الكذابين» (আল-কায্যাবীন) রয়েছে।

(2) তাঁর সহীহ গ্রন্থের মুখবন্ধে (১/৯) নং (১)-এ।

'আলিফ', 'লাম' অনুলিপির পাদটীকায় – লেখকের স্বহস্তে – রয়েছে: «ثم بلغ كذلك» (এরপর অনুরূপভাবে পৌঁছেছে)।

(3) 'যা' অনুলিপিতে: «وكذلك» (ওয়াকাজালিকা) রয়েছে।

(4) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» (আও কাছুরাত গাফলাতুহ – অথবা যার অসাবধানতা বেশি) 'আলিফ' অনুলিপিতে নেই।

(5) 'বা' অনুলিপিতে হামজার ফাতহা (আ-স্বর) সহ «أَفْصَحَ» (আফসাহা) রয়েছে, এবং যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা 'হা' ও 'ওয়াও' অনুলিপি থেকে।

(6) 'আলিফ', 'তা' অনুলিপিতে: «رواية» (রিওয়াইয়াহ) এবং 'হা' অনুলিপিতে: «رواته» (রুওয়াতুহ – তার বর্ণনাকারীদের) রয়েছে। আল-লাক্কানী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর ক্বাদা' আল-ওয়াতার (পৃ. ১০৭৪) গ্রন্থে বলেছেন: «الظاهر أن ضميره للقسم السادس» (প্রকাশ্যত, এর সর্বনাম ষষ্ঠ প্রকারকে নির্দেশ করে)।

(7) 'দা' অনুলিপিতে: «ونحو» (ওয়ানাহু) রয়েছে।

(8) 'জিম', 'দা', 'হা' অনুলিপিতে 'ইয়া' (ي) সহ «ويحصل» (ইয়াহসুলু) রয়েছে, এবং 'আলিফ', 'যা', 'ইয়া' অনুলিপিতে (শব্দটি) নুকতাবিহীন।

(9) 'আলিফ' অনুলিপিতে: «هذا» (হাযা) এবং 'জিম' অনুলিপিতে: «وهذا» (ওয়াহাযা) রয়েছে।

(ম: 159) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأَدَقَّهَا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهْمًا ثَقِيْبًا، وَحِفْظًا وَاسِعًا، وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ
الرُّوَاةِ، وَمَلَكَ قَوِيَّةً بِالْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا
الشَّأْنِ؛ كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَابْنِ خَرِيٍّ، وَيَعْقُوبَ⁽¹⁾ بْنَ شَيْبَةَ، وَأَبِي
حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيَّ.
وَقَدْ تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى⁽²⁾ دَعْوَاهُ؛ كَالصَّيْرِ فِي⁽³⁾ نَقْدِ الدِّينَارِ
وَالدِّرْهِمِ⁽⁴⁾.

[مدرج الإسناد وأقسامه]

(ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ) وَهِيَ ⁽⁵⁾ الْقِسْمُ السَّابِعُ (إِنْ كَانَتْ) وَاقِعَةً (بِ) سَبَبِ (تَغْيِيرِ السِّيَاقِ) أَيْ: سِيَاقِ الْإِسْنَادِ؛ (فَ) الْوَاقِعُ ⁽⁶⁾ فِيهِ ذَلِكَ التَّغْيِيرُ ⁽⁷⁾ هُوَ ⁽⁸⁾ (مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ)، وَهُوَ أَقْسَامُ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ ⁽⁹⁾ جَمَاعَةُ الْحَدِيثِ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَرْوِيهِ ⁽¹⁰⁾ عَنْهُمْ رَآوٍ، فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ ⁽¹¹⁾ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسَانِيدِ، وَلَا يُبَيِّنُ الْاِخْتِلَافَ.

(1) في ح: «ويعقوب» بالرفع، والمثبت من أ، ز.

(2) في ز: «عن».

(3) «في» سقطت من د.

(4) في ي: «الدرهم والدينار» بتقديم وتأخير.

وفي حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(5) في هـ: «وهو».

(6) في ج، هـ، ز: «الواقع».

(7) في أ: «التَّغْيِيرُ».

(8) «هُوَ» ليست في د، وفي ز: «فهو».

(9) في ز: «تروى».

(10) في ب: «فيرويه» بفتح الياء وضم الهاء، وفي ج: «فيروي»، والمثبت من أ، ك.

(11) في ح: «إِسْنَادٍ» بالإضافة، والمثبت من أ، د، ي، ك.

এবং এর সূক্ষ্মতম দিকগুলো। এতে কেবল তারাই সফল হতে পারেন যাদেরকে আল্লাহ তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা, সুবিস্তৃত স্মরণশক্তি, বর্ণনাকারীদের স্তর সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ (ইসনাদ) ও মতন (মুতুন) সম্পর্কে শক্তিশালী দক্ষতা দান করেছেন। এ কারণেই এ বিষয়ে খুব কম সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিই কথা বলেছেন; যেমন আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, বুখারী, ইয়াকুব⁽¹⁾ ইবনে শায়বাহ, আবু হাতিম, আবু যুরআহ এবং দারাকুতনী।

এবং কখনো কখনো কারণ উদঘাটনকারীর (মুআল্লিল) বর্ণনা তার দাবি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে; যেমন স্বর্ণকারের (মুদ্রার) দীনার ও দিরহাম যাচাই করার ক্ষেত্রে।⁽⁴⁾

[মুদরাজুল ইসনাদ (সনদে প্রবিষ্ট) এবং এর প্রকারভেদ]

অতঃপর বৈসাদৃশ্য (মুখালাফা),⁽⁵⁾ যা সপ্তম প্রকার, যদি তা বর্ণনা পরস্পরার (ইসনাদের) ধারাবাহিকতা পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত হয়—অর্থাৎ সনদের ধারাবাহিকতা পরিবর্তনের কারণে—তাহলে যেখানে এই পরিবর্তন⁽⁷⁾ ঘটে, তাকে মুদরাজুল ইসনাদ (সনদে প্রবিষ্ট)⁽⁸⁾ বলা হয়, এবং এটি কয়েকটি প্রকারের হয়:

প্রথম প্রকার: যখন একদল বর্ণনাকারী ভিন্ন ভিন্ন সনদ সহকারে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, অতঃপর একজন বর্ণনাকারী⁽¹⁰⁾ তাদের থেকে তা বর্ণনা করেন এবং তিনি সমস্ত বর্ণনাকে সেই সনদগুলির মধ্যে একটিমাত্র সনদের⁽¹¹⁾ উপর একত্রিত করেন, কিন্তু ভিন্নতা স্পষ্ট করেন না।

(1) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে 'ইয়াকুবু' (يعقوب) রফ' (উচ্চারণের চিহ্ন) সহকারে রয়েছে, আর 'আ' (أ) ও 'যা' (ي) থেকে যা গৃহীত হয়েছে তা সঠিক।

(2) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে 'আন' (عن) রয়েছে।

(3) 'ফি' (في) শব্দটি 'দা' (دا) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(4) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে 'আদ-দিরহাম ওয়াদ-দীনার' (الدرهم والدينار) – ক্রম পরিবর্তন সহকারে (অর্থাৎ দীনার ও দিরহামের ক্রম উল্টো)।

আর 'আ' (أ) এর টীকায় – লেখকের নিজ হাতে লেখা – রয়েছে: "অতঃপর এভাবেই (লেখকের কাছে) পৌঁছেছে।"

(5) 'হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়াহুয়া' (وهو) রয়েছে।

(6) 'জিম' (ج), 'হা' (ه) এবং 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে 'আল-ওয়াকিউ' (الواقع) রয়েছে।

(7) 'আ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে 'আত-তাগায়্যুর' (التَّغْيِيرُ) রয়েছে।

(8) 'হুয়া' (هو) শব্দটি 'দা' (دا) পাণ্ডুলিপিতে নেই, এবং 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে 'ফাহুয়া' (فهو) রয়েছে।

(9) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে 'তুরওয়া' (تروى) রয়েছে।

(10) 'বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে 'ফায়ারবিয়াহ' (فَيَرَوِيهِ) ইয়া-তে ফাতহা (যবর) এবং হা-তে যম্মা (পেশ) সহকারে রয়েছে, এবং 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে 'ফায়ারবি' (فَيَرَوِي) রয়েছে, আর 'আ' (أ) ও 'কাফ' (ك) থেকে যা গৃহীত হয়েছে তা সঠিক।

(11) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে 'ইসনাদি' (إِسْنَادِي) ইজাফাত (সম্বন্ধ পদ) হিসেবে রয়েছে, আর 'আ' (أ), 'দা' (د), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك) থেকে যা গৃহীত হয়েছে তা সঠিক।

(ص: 160) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ⁽¹⁾ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًّا بِالإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ⁽²⁾ فَيَسْمَعُهُ⁽³⁾ عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ⁽⁴⁾، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ⁽⁵⁾ عَنْهُ تَامًّا⁽⁶⁾ بِحَذْفِ الْوَاسِطَةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرََّاوِي مَتْنَانِ⁽⁷⁾ مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْتَصِرًا عَلَى أَحَدِ⁽⁸⁾ الإِسْنَادَيْنِ، أَوْ يَرْوِي أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِ الْخَاصِّ بِهِ، لَكِنْ يَزِيدُ فِيهِ مِنَ الْمَتْنِ الْآخَرِ مَا لَيْسَ فِي⁽⁹⁾ الْأَوَّلِ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَسُوقَ⁽¹⁰⁾ الإِسْنَادَ فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ⁽¹¹⁾ كَلَامًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، فَيُظَنُّ بَعْضُ⁽¹²⁾ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الإِسْنَادِ، فَيَرْوِيهِ عَنْهُ كَذَلِكَ.
هَذِهِ⁽¹³⁾ أَقْسَامُ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ⁽¹⁴⁾.

(1) «عِنْدَهُ» سقطت من ك.

(2) من قوله: «فَإِنَّهُ عِنْدَهُ» إلى هنا سقط من ط.

(3) في ز: «فسمعه».

(4) في أ زيادة: «راو».

(5) «رَاوٍ» سقطت من ي، ك.

(6) في و: «تتاماً».

(7) في أ، ي: «شيئان»، وفي نسخة على حاشية ي: «متنان».

(8) في د: «أخذ» وهو تصحيف.

(9) في أ: «من».

(10) في ل زيادة: «الراوي».

(11) في ح، م: «فيقول» بالنصب، والمثبت من ك.

(12) «بعض» ليست في ط.

(13) في ك: «وهذه».

(14) في حاشية أ، د، و - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

দ্বিতীয়: এমন যে, একজন বর্ণনাকারীর কাছে হাদিসের মূল পাঠ (মতন) আছে, তবে এর একটি অংশ ছাড়া; কারণ সেই অংশটি তার কাছে অন্য একটি সনদ (ইসনাদ) সূত্রে আছে। অতঃপর একজন বর্ণনাকারী তার থেকে পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি প্রথম সনদ সূত্রেই বর্ণনা করে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, সে তার শাইখ (শিক্ষক) থেকে হাদিসের বর্ণনা শুনেছে, তবে এর একটি অংশ ছাড়া; অতঃপর সে তার শাইখ থেকে মধ্যস্থতাকারী (ওয়াসিতা) সহকারে তা শুনেছে। অতঃপর একজন বর্ণনাকারী তার থেকে মধ্যস্থতাকারী (ওয়াসিতা) বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি বর্ণনা করে।

তৃতীয়: এমন যে, বর্ণনাকারীর কাছে দুটি ভিন্ন হাদিসের মূল পাঠ (মতন) আছে, দুটি ভিন্ন সনদ (ইসনাদ) সূত্রে। অতঃপর একজন বর্ণনাকারী তার থেকে উভয়টি বর্ণনা করে, কেবল দুটি সনদের একটি উল্লেখ করে। অথবা সে দুটি হাদিসের একটি তার নিজস্ব সনদ সূত্র দিয়ে বর্ণনা করে, কিন্তু সে তাতে অন্য হাদিসের এমন অংশ যোগ করে যা প্রথমটিতে নেই।

চতুর্থ: এমন যে, সে সনদ (ইসনাদ) বর্ণনা করতে থাকে, অতঃপর তার সামনে একটি অপ্রত্যাশিত বিষয় উপস্থিত হয়, অতঃপর সে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলে। অতঃপর যারা তা শুনেছে তাদের কেউ কেউ ধারণা করে যে, সেই কথাগুলোই সেই সনদের মূল পাঠ (মতন)। অতঃপর সে তার থেকে সেইভাবেই বর্ণনা করে।

এগুলো হলো মুতদ্রাজুল ইসনাদ (সনদে সংযোজিত) এর প্রকারভেদ।

(1) 'ইন্দাহ্' (عِنْدَهُ) শব্দটি 'কাফ' (ك) বর্ণনায় বাদ পড়েছে।

(2) 'ফায়িন্নাহ্' 'ইন্দাহ্' (فَإِنَّهُ عِنْدَهُ) থেকে এ পর্যন্ত 'ত্বা' (ط) বর্ণনায় বাদ পড়েছে।

(3) 'ঝা' (ز) বর্ণনায় 'ফাসামি' 'আহ্' (فَسَمِعَهُ) রয়েছে।

- (4) 'আলিফ' (أ) বর্ণনায় 'রাবিন' (رأ) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।
- (5) 'রাবিন' (رأ) শব্দটি 'ইয়া' (ي) ও 'কাফ' (ك) বর্ণনায় বাদ পড়েছে।
- (6) 'ওয়াও' (و) বর্ণনায় 'তামামান' (تاما) রয়েছে।
- (7) 'আলিফ' (أ) ও 'ইয়া' (ي) বর্ণনায় 'শাইআন' (شيان) রয়েছে, এবং 'ইয়া' (ي)-এর টীকায় একটি কপিতে 'মাতনান' (متنان) রয়েছে।
- (8) 'দাল' (د) বর্ণনায় 'আখায়া' (أخذ) রয়েছে এবং এটি একটি বিকৃতি।
- (9) 'আলিফ' (أ) বর্ণনায় 'মিন' (من) রয়েছে।
- (10) 'লাম' (ل) বর্ণনায় 'আর-রাবী' (الراوي) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।
- (11) 'হা' (ح) ও 'মিম' (م) বর্ণনায় 'ফা-ইয়াকুলা' (فيقول) নসব সহকারে রয়েছে, এবং যা গ্রহীত হয়েছে তা 'কাফ' (ك) থেকে।
- (12) 'বা' 'দু' (بعض) শব্দটি 'ত্বা' (ط) বর্ণনায় নেই।
- (13) 'কাফ' (ك) বর্ণনায় 'ওয়াহাযিহি' (وهذه) রয়েছে।
- (14) 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د) ও 'ওয়াও' (و)-এর টীকায় – লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে – রয়েছে: 'ছুম্মা বালাগ.। কাযালিক' (ثم بلغ كذلك) অর্থাৎ "অতঃপর এভাবেই পৌঁছানো হয়েছে"।

(ص: 161) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[مدرج المتن]

وَأَمَّا ⁽¹⁾ مُدْرَجُ الْمَثْنِ: فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَثْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ، فَتَارَةً يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ، وَتَارَةً ⁽²⁾ فِي آخِرَتِهِ، وَتَارَةً فِي آخِرِهِ - وَهُوَ الْأَكْثَرُ -؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَظْفٍ ⁽³⁾ جُبْلَةٍ عَلَى جُبْلَةٍ، (أَوْ بِدَمْجٍ ⁽⁴⁾ مَوْقُوفٍ) مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ (بِمَرْفُوعٍ) مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، (فَ) هَذَا هُوَ (مُدْرَجُ الْمَثْنِ).

[كيف يُعرف الإدراج؟]

وَيُذَرِّكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَايَةٍ (5) مُفْصَلَةٍ (6) لِّلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا (7) أُدْرِجَ (8) فِيهِ، أَوْ
بِالْتَّنْصِيفِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوي، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْأَثَمَةِ الْمُطْلَعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةٍ كَوْنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ كِتَابًا (9)، وَلَخَصَّتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ قَدَرًا مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ
أَكْثَرَ (10)، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

[المقلوب]

(أَوْ) إِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ (بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ) (11) أَيْ: (12) فِي

- (1) فِي أ: «أَمَّا» مِنْ غَيْرِ وَاو.
- (2) فِي ب، ج، ي، ك، وَنَسَخَةٌ عَلَى حَاشِيَةِ هـ زِيَادَةٌ: «يَكُون».
- (3) فِي د: «لِعُطْف».
- (4) فِي د: «يَدْمَج».
- (5) فِي أ: «رَاوِيَه».
- (6) فِي ط: «مُفْصَلَةٌ» بِفَتْحِ الصَّادِ، وَالثَّبْتُ مِنْ أ، ج، ز، م. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 473): «بَكْسَرِ الصَّادِ؛ أَيْ: مَبِينَةٌ».
- (7) فِي ط: «بِمَا».
- (8) «مِمَّا أُدْرِجَ» لَيْسَتْ فِي وَ.
- (9) سَبَّاهُ: «الْفَصْلُ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي النِّقْلِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
- (10) اسْمُهُ: «تَقْرِيبُ الْمَنْهَجِ بِتَرْتِيبِ الْمُدْرَجِ»، ذِكْرُهُ السَّخَاوِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ وَالذُّرَرِ
(2/ 679).
- (11) فِي أ، هـ، و، ز: «بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ».
- (12) «أَيْ» لَيْسَتْ فِي هـ.

[মুদরাজুল মাতন]

আর, মুদরাজুল মাতন হলো, যখন মূল বিবরণে এমন কোনো কথা ঢুকে পড়ে যা এর অংশ নয়। কখনো তা এর শুরুতে থাকে, কখনো এর মাঝে, আর কখনো এর শেষে – যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে –; কারণ তা একটি বাক্যকে অন্য একটি বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ঘটে, অথবা সাহাবীগণ কিংবা তাঁদের পরবর্তী কারো বক্তব্য থেকে মাওকুফ (সাহাবীর নিজস্ব উক্তি) অংশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফু' (নবীর উক্তি) অংশের সাথে কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই একীভূত করার মাধ্যমে ঘটে। এটিই হলো মুদরাজুল মাতন।

[কীভাবে ইদরাজ (অতিরিক্ত সংযোজন) জানা যায়?]

ইদরাজ (অতিরিক্ত সংযোজন) শনাক্ত করা হয়, তাতে অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্ত অংশকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এমন কোনো রিওয়াযাত (বর্ণনা) পাওয়া গেলে, অথবা বর্ণনাকারী কর্তৃক সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে, অথবা জ্ঞাত (বিজ্ঞ) কিছু ইমামের (নেতৃস্থানীয় বিদ্বান) পক্ষ থেকে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে ঐ কথা বলা অসম্ভব হওয়ার কারণে।

আল-খতীব 'মুদরাজ' (অতিরিক্ত সংযোজন) বিষয়ে একটি কিতাব (গ্রন্থ) রচনা করেছেন, আর আমি তা সংক্ষিপ্ত করেছি এবং তাতে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার দ্বিগুণ বা তারও বেশি যোগ করেছি। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর।

[মাকলুব]

অথবা, যদি তার ব্যতিক্রম (বর্ণনাকারীর মাধ্যমে) অগ্র-পশ্চাৎ করার কারণে হয়, অর্থাৎ:

- (1) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: 'আমা' ওয়াব (و) ব্যতীত।
- (2) 'বা', 'জিম', 'ইয়া', 'কাফ' প্রতিলিপিতে এবং 'হা'-এর টীকায় প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে 'ইয়াকুনু' শব্দটির অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে।
- (3) 'দাল' প্রতিলিপিতে: 'লি-আতফ'।
- (4) 'দাল' প্রতিলিপিতে: 'ইয়াদমুজু'।
- (5) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: 'রাবীহি'।

- (6) 'তা' (ত্বা) প্রতিলিপিতে: 'মুফাস্সালাতিল' (সাদ অক্ষর খোলা রেখে), আর যা প্রতিষ্ঠিত (মূল পাঠে) আছে তা 'আলিফ', 'জিম', 'যা', 'মিম' প্রতিলিপি থেকে। আল-ক্বারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'শরহ শরহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৪৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'সাদ অক্ষর কাসরা (জের) সহ; অর্থাৎ: স্পষ্টকারী'।
- (7) 'তা' (ত্বা) প্রতিলিপিতে: 'বিমা'।
- (8) 'মিম্মা উদরিজা' (যার মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়েছে) 'ওয়াও' প্রতিলিপিতে নেই।
- (9) তিনি এর নামকরণ করেছেন: 'আল-ফাসলু লিল-ওয়াসলিল মুদরাজ ফি-ন-নাকল', এবং এটি প্রকাশিত হয়েছে।
- (10) এর নাম: 'তাকরীবুল মানহাজ বিতরতীবি মুদরাজ', এটি সাখাবী 'আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ-দুরার' গ্রন্থে (২/৬৭৯) উল্লেখ করেছেন।
- (11) 'আলিফ', 'হা', 'ওয়াও', 'যা' প্রতিলিপিতে: 'বিতাকদীম আও তা'খীর'।
- (12) 'আই' (অর্থাৎ) 'হা' প্রতিলিপিতে নেই।

(ص: 162) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الْأَسْمَاءُ؛ كَبُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ أَحَدِهِمَا اسْمُ أَبِي (1) الْآخَرِ؛ (ف) هَذَا (2) هُوَ (الْمَقْلُوبُ)، وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابٌ (3) «رَافِعٌ» (4) الْإِزْتِيَابُ» (5).
وَقَدْ يَقَعُ (6) الْقَلْبُ فِي الْمَثْنِ أَيْضاً؛ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (7) فِي السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظْلَهُمُ اللَّهُ فِي (8) عَرْشِهِ، فَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»، فَهَذَا مِمَّا (9) انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (10).

(1) في ب، ج، ه، و، ز: «أب».

(2) في ج: «وهذا».

(3) في ح زيادة: «يسى».

(4) في ه: «رافع» بالرفع، وكتب فوقها: نسخة، والمثبت من ج، د.

(5) اسمه: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب». كذا سَنَاه مصَنِّفه في مُوضح أوْهام الجمع والتَّفريق (1/ 78)، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (1/ 9).

(6) في و: «يقع» بآلياء والتاء.

(7) برقم: (1031).

(8) في د، ز، ك زيادة: «ظل»، وفي نسخة على حاشية ك: «تحت ظل».

(9) في ب: «على ما» بدل: «مِمَّا».

(10) صحيح البخاري (660)، ولم يرد الوجه الصَّواب في صحيح مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق (2/ 254): «كذا في جميع نسخ مسلم، وهو مقلوب، وصوابه: بتقديم الشَّال، وكذا جاء في الموطأ والبخاري وسائر المواضع، وهو من وهم الرواة عن مسلم بدليل تسويته إياه بحديث مالك».

انظر: صحيح البخاري (660)، والموطأ - رواية الليثي (1709) -، وشرح النووي على مسلم (7/ 122).

قال المُصنِّف رحمه الله في فتح الباري (2/ 146): «وليس الوهم فيه ممَّن دون مسلم ولا منه؛ بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطَّان».

وفي حاشية أ - بخط المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

الْأَسْمَاءُ؛ যেমন মুররা ইবনে কা'ব এবং কা'ব ইবনে মুররা; কারণ, তাদের একজনের নাম অন্যজনের পিতার⁽¹⁾ নাম। এটিই⁽²⁾ হলো (মাকলুব)। আর এ বিষয়ে খতীবের⁽³⁾ একটি গ্রন্থ রয়েছে যার নাম «রাফি'উল ইর্তিয়াব»⁽⁴⁾⁽⁵⁾।

কখনো মূল পাঠ্যাংশেও (মতনে)⁽⁶⁾ 'কলব' (উলটপালট) ঘটে; যেমন মুসলিমের⁽⁷⁾ বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস, যেখানে আল্লাহ সাত প্রকারের ব্যক্তিকে তাঁর আরশের⁽⁸⁾ নিচে ছায়া দেবেন বলে উল্লেখ আছে। তাতে আছে: «এবং এমন এক ব্যক্তি যে এমনভাবে সাদাকা (দান) করে যে, তার ডান হাত যা ব্যয় করে তা তার বাম হাতও জানে না»। এটি এমন একটি বিষয়⁽⁹⁾ যা একজন বর্ণনাকারীর দ্বারা উল্টে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তা হলো: «এমনভাবে যে, তার বাম হাত যা ব্যয় করে তা তার ডান হাতও জানে না»; যেমনটি সহীহাইন-এ⁽¹⁰⁾ বর্ণিত আছে।

- (1) ব, জ, হ, ওয়াও, যো সংস্করণে: «আবি» (أَبِ)।
 - (2) জ সংস্করণে: «ওয়াহাযা» (وَهَذَا)।
 - (3) হা সংস্করণে «ইউসাম্মা» (يُوسَى) শব্দটি অতিরিক্ত আছে।
 - (4) হা সংস্করণে: «রাফিউ» (رَافِعُ) রফ' অবস্থায় আছে এবং এর উপরে «নুসখা» (نُسخة) লেখা আছে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা জ, দ সংস্করণ থেকে গৃহীত।
 - (5) এর পূর্ণ নাম: «রাফিউল ইর্তিয়াব ফি-ল-মাকলুব মিনাল আসমা'ই ওয়াল আনসাব»। এর রচয়িতা 'মুওয়াজ্জিহু আওহামিল জাম'ই ওয়াত-তায়রীক' (১/৭৮) এবং 'আল-আসমাউল মুবহামা ফিল আনবা'ইল মুহকামা' (১/৯) গ্রন্থে এভাবেই এর নামকরণ করেছেন।
 - (6) ওয়াও সংস্করণে: «য়াক'উ» (يُقْعُ) ইয়া এবং তা উভয় বর্ণ দ্বারা এসেছে।
 - (7) নং: (১০৩১)।
 - (8) দ, যো, কাফ সংস্করণে «যিল» (ظِل) শব্দটি অতিরিক্ত আছে। কাফ-এর হাশিয়াতে একটি নুসখা (পাণ্ডুলিপি)-তে «তাহতা যিল» (تَحْتَ ظِل) উল্লেখ আছে।
 - (9) ব সংস্করণে: «মিম্মা» (مِمَّا)-এর পরিবর্তে «আলা মা» (عَلَى مَا) আছে।
 - (10) সহীহ বুখারী (৬৬০)। সহীহ মুসলিমে সঠিক বর্ণনাটি আসেনি। কাযী ইয়ায (রহ.) তার 'আল-মাশারিক' (২/২৫৪) গ্রন্থে বলেছেন: «মুসলিমে এর সকল নুসখা (পাণ্ডুলিপি)-তে এভাবেই আছে, এবং এটি 'মাকলুব' (উল্টে যাওয়া)। এর সঠিক রূপ হলো: বাম হাতের কথা আগে আসা। অনুরূপভাবে মুয়াত্তা, বুখারী এবং অন্যান্য স্থানেও এটি এসেছে। এটি মুসলিম থেকে বর্ণনাকারীদের ত্রুটির কারণে হয়েছে, যার প্রমাণ হলো মালিকের হাদীসের সাথে এর সামঞ্জস্য।»
- দেখুন: সহীহ বুখারী (৬৬০), আল-মুয়াত্তা – লায়সীর বর্ণনা (১৭০৯) – এবং শরহুন্নাবাবি আলা মুসলিম (৭/১২২)।
- গ্রন্থকার (রহ.) তার 'ফাতহুল বারী' (২/১৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: «এক্ষেত্রে ভুল মুসলিমের নিচের বর্ণনাকারীদের দ্বারাও হয়নি এবং তাঁর নিজের দ্বারাও নয়; বরং তা তার শায়খ অথবা তার শায়খের শায়খ ইয়াহিয়া আল-কাত্তানের কারণে হয়েছে।»
- আ সংস্করণের হাশিয়াতে – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – আছে: «এরপর এটি এভাবেই পৌঁছেছে।»

[المزید فی متّصل الأسانید]

(أَوْ) إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ (بِزِيَادَةِ رَاوٍ⁽¹⁾) فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، وَمَنْ لَمْ يَزِدْهَا أَتَقَنَّ مِمَّنْ زَادَهَا⁽³⁾، (فَ) هَذَا هُوَ: (الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ⁽⁴⁾).
وَشَرْطُهُ: أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ، وَإِلَّا فَتَقَى كَانَ مُعْنَعًا⁽⁵⁾ -
مَثَلًا⁽⁶⁾ -؛ تَرَجَّحَتِ الزِّيَادَةُ.

[المضطرب]

(أَوْ) إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ (بِبَدَالِهِ) أَيْ: الرَّاوي، (وَلَا مُرَجِّحَ) لِإِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى⁽⁸⁾، (فَ) هَذَا هُوَ: (الْمُضْطَرُّ)، وَهُوَ⁽⁹⁾ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا، وَقَدْ⁽¹⁰⁾ يَقَعُ فِي الْمَثْنِ، لَكِنْ قَلَّ أَنْ يَحْكُمَ الْمُحَدِّثُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالِاضْطِرَابِ⁽¹¹⁾ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْاِخْتِلَافِ⁽¹²⁾ فِي الْمَثْنِ دُونَ الْإِسْنَادِ.

(1) في م: «راويه».

(2) في أ: «من».

(3) في أ: «زواها».

(4) في ل: «الإسناد»، وفي نسخة على حاشيتها: «الأسانيد».

(5) في هـ: «معنعاً» بكسر العين الثانية، والمثبت من و، ك. قال القاري رحمه الله

في شرح شرح النخبة (ص 480): «بصيغة المفعول».

(6) في ح: «مدة» وهو تحريف.

(7) «إِنْ» ليست في ب، و، ز.

(8) «عَلَى الْأُخْرَى» ليست في ك.

(9) في ي: «وقد»، وفي ك زيادة: «كماً»، وفي نسخة على حاشية ل: «وهذا».

(10) في ك: «قد» من غير واو.

(11) في هـ، و، ز: «باضطراب».

(12) في و، ز: «اختلاف»، وفي ح: «الإطلاق».

অধিক বর্ণনাকারীযুক্ত মুত্তাসিল সনদ

(অথবা) যদি মতপার্থক্য হয় (সনদের মধ্যখানে) একজন বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি

দ্বারা⁽¹⁾⁽²⁾, এবং যিনি তা বৃদ্ধি করেননি তিনি যিনি বৃদ্ধি করেছেন তার চেয়ে অধিক দৃঢ়প্রত্যয়ী বা নির্ভরযোগ্য⁽³⁾ হন, (তাহলে) এটিই হলো: অধিক বর্ণনাকারীযুক্ত মুত্তাসিল সনদ (আল-মাজীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ)⁽⁴⁾।

এর শর্ত হলো: অতিরিক্ত বর্ণনাকারীর স্থানে 'শ্রবণের' (সামা'এর) স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায়, যদি (সনদ) উদাহরণস্বরূপ, 'আনআনা' (معنعناً) পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, তবে বৃদ্ধিই প্রাধান্য পাবে।⁽⁵⁾⁽⁶⁾

মুদতারিব (المضطرب)

(অথবা) যদি⁽⁷⁾ মতপার্থক্য হয় (এর) অর্থাৎ বর্ণনাকারীর পরিবর্তন দ্বারা, এবং দুটি বর্ণনার একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কারণ না থাকে⁽⁸⁾, (তাহলে) এটিই হলো: মুদতারিব (المضطرب)। আর এটি সাধারণত সনদে ঘটে⁽⁹⁾, এবং তা কখনো মূল পাঠে (মাতনেও) ঘটতে পারে⁽¹⁰⁾। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ সনদে মতপার্থক্য না হয়ে কেবল মূল পাঠে (মাতনে) মতপার্থক্য হলে হাদিসকে 'ইদতিরাব' (اضطراب) হিসেবে রায় দেন না বললেই চলে।⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

(1) ম গ্রন্থে: «রাউয়িহি» (রাويه)।

(2) আ গ্রন্থে: «মিন» (من)।

(3) আ গ্রন্থে: «যাওয়া-হা» (زواها)।

(4) ল গ্রন্থে: «আল-ইসনাদ» (الإسناد), এবং এর পার্শ্বটীকার একটি নুসখায়: «আল-আসানিদ» (الأسانيد)।

(5) হা গ্রন্থে: «মু'আন'ইনান» (معنعناً) দ্বিতীয় 'আইন' (ع) এর নিচে কাসরা (ِ) সহ; এবং যা এখানে স্থাপিত হয়েছে তা ওয়াও এবং কাফ থেকে। আল-ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহুন নুখবা' (পৃ. ৪৮০) গ্রন্থে বলেছেন: «মাফউল-এর সিগাহ (ক্রিয়া-বিশেষ্যের রূপ) দ্বারা»।

- (6) হা গ্রন্থে: «মুদাহ» (مُدَّة) এটি একটি বিকৃতি।
- (7) «ইন» (إِنْ) বর্ণটি বা, ওয়াও, বা গ্রন্থে নেই।
- (8) «আলাল উখরা» (عَلَى الْخُرَى) কাফ গ্রন্থে নেই।
- (9) ইয়া গ্রন্থে: «ওয়া কাদ» (وَقَدْ), এবং কাফ গ্রন্থে অতিরিক্ত আছে: «কামা» (كَمَا), এবং ল-এর পার্শ্বটিকার একটি নুসখায়: «ওয়া হাযা» (وَهَذَا)।
- (10) কাফ গ্রন্থে: «কাদ» (قَدْ) 'ওয়াও' (و) ছাড়া।
- (11) হা, ওয়াও, বা গ্রন্থে: «বি-ইদতিরাব» (بِاضْطِرَابٍ)।
- (12) ওয়াও, বা গ্রন্থে: «ইখতিলাফ» (اِخْتِلَافٍ), এবং হা গ্রন্থে: «আল-ইতলাক» (اِلْطِلَاقٍ)।

(ص: 164) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ ⁽¹⁾ (امْتِحَانًا) مِنْ فَاعِلِهِ؛ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ ⁽²⁾، وَالْعَقِيلِيِّ ⁽³⁾، وَغَيْرِهِمَا ⁽⁴⁾، وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَسْتَبْرَأَ ⁽⁵⁾ عَلَيْهِ، بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ.

فَلَوْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ عَمْدًا لَا لِمَصْلَحَةٍ، بَلْ لِلْإِغْرَابِ - مَثَلًا -؛ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُضْوَغِ، وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا؛ فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ أَوْ الْمَعْلَلِ ⁽⁶⁾.

[المصحف والمحرف]

(أَوْ) إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ (بِتَغْيِيرِ) حَرْفٍ أَوْ (حُرُوفٍ) ⁽⁷⁾ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ فِي (السِّيَاقِ)، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

(1) في ك: «ضبطه».

(2) في ط: «البخاري».

وقصة امتحانه أخرجها ابن عدي في كتابه: «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص 52)، عن عدة مشايخ؛ قال السخاوي رحمه الله في فتح

المغيث (1/ 338): «ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها؛ فإنهم عدد ينجر به جهالتهم، ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها، وتيقظه لتمييز صوابها من خطأها؛ لأنه في الحفظ بسان، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقى عليه من مرة واحدة».

(3) انظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 63).

(4) في ج: «وغيرهما» بضم الراء، والمثبت من أ، ب، ك.

ومنها: ثابت البناني، وأبو نعيم، وابن عجلان، وأبان بن أبي عياش. انظر: المحدث الفاصل للزمخشري (ص 398)، والجامع لأخلاق الراوي للخطيب (1/ 135).
(5) قال اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر (ص 1121): «(أن لا يستمر) بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويحتمل البناء للفاعل فيها، أي: أن لا يستمر الفاعل له لغرض صحيح عليه».

(6) في حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(7) في أ: «حرف».

এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে, যদি কোনো ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা উদ্দেশ্য হয়⁽¹⁾ (পরীক্ষামূলকভাবে), এর সম্পাদনকারীর পক্ষ থেকে; যেমনটি ঘটেছিল বুখারী (রহ.)⁽²⁾, উকাইলী (রহ.)⁽³⁾ এবং তাঁদের ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে⁽⁴⁾। আর এর শর্ত হলো: এটি যেন স্থায়ী না হয়⁽⁵⁾, বরং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।
যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, কোনো সুবিধার জন্য নয়, বরং - উদাহরণস্বরূপ - অস্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে; তবে এটি 'মাওয়ু' (বানোয়াট হাদিস)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ভুলবশত এটি সংঘটিত হয়; তবে এটি 'মাকলুব' (উল্টানো হাদিস) অথবা 'মুআল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত হাদিস)-এর অন্তর্ভুক্ত⁽⁶⁾।

[মুসাহাফ ও মুহারাফ]

অথবা, যদি ভিন্নতা হয় একটি অক্ষর বা একাধিক অক্ষরের পরিবর্তনের মাধ্যমে⁽⁷⁾, কিন্তু লিখনশৈলী ('খাত্ত') সিয়াক (প্রসঙ্গ)-এর মধ্যে একই রকম থাকে, তবে যদি তা সম্পর্কযুক্ত হয়

(1) 'কাফ' লিপিতে: «ضبطه» (যাবতাহ্ - যা দ্বারা স্মৃতি সুরক্ষিত হয়) রয়েছে।

(2) 'ত্বা' লিপিতে: «البخاري» (আল-বুখারী) রয়েছে।

তাঁর পরীক্ষার ঘটনা ইবন আদ্যি তাঁর 'আসামী মান রাওয়া আনহুম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী' (পৃ. ৫২) গ্রন্থে একাধিক শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন; সাকাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (১/৩৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং এতে ইবন আদ্যি-এর শায়েখদের অজানা থাকা ক্ষতি করে না; কারণ তারা এত সংখ্যক যে তাদের অজানা থাকা পুষিয়ে যায়। এরপর, বুখারী (রহ.)-এর এর স্মৃতিশক্তি এবং এর সঠিক ও ভুলকে পার্থক্য করার তার সচেতনতায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই; কারণ তিনি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে এমন মর্যাদার অধিকারী। বরং বিস্মিত হওয়ার বিষয় হলো, তিনি সেগুলোকে একবার শোনার পর যেভাবে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছিল, সেভাবেই ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ করেছিলেন।»

(3) দেখুন: ইবনুল কাত্তান-এর 'বায়ানুল ওয়াহম ওয়াল-ইহাম' (৪/৬৩)।

(4) 'জীম' লিপিতে: «وغيرها» (ওয়া গায়রুহা - তাঁদের ছাড়া অন্য দুজন) 'রা' অক্ষরের উপর যাম্মা (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'কাফ' লিপি থেকে নেওয়া।

তাদের মধ্যে রয়েছেন: সাবিত আল-বুনানী, আবু নুআইম, ইবন আজলান, এবং আবান বিন আবি আইয়াশ। দেখুন: রামাহুরমুযী-এর 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল' (পৃ. ৩৯৮), এবং খতীব-এর 'আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী' (১/১৩৫)।

(5) লাক্কানী (রহিমাহুল্লাহ) 'কাদা'উল ওয়াতার' (পৃ. ১১২১) গ্রন্থে বলেছেন: «أن لا يُستبر» - যেন এটি স্থায়ী না হয়) ক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় রূপ (মাজহুল) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল রূপ হলো: «يُنْتَهَى عَنْهُ» (এটি থেকে বিরত থাকা হয়)। তবে এতে ক্রিয়ার সক্রিয় রূপেরও (মা'লুম) সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ: এর সম্পাদনকারী যেন কোনো সঠিক উদ্দেশ্যে এটি স্থায়ী না রাখে।»

(6) 'দাল' লিপির পাদটীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: «তারপর এটিও এই পর্যন্ত পৌঁছেছে/সম্পন্ন হয়েছে»।

(7) 'আলিফ' লিপিতে: «حرف» (হারফ - অক্ষর) রয়েছে।

النَّقْطِ؛ (فَالْمُصَحَّفُ). (وَ) إِنْ كَانَ ⁽¹⁾ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ؛ فَ (الْمُحَرَّفُ).
وَمَعْرِفَةُ هَذَا النَّوعِ مُهِمَّةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ: الْعَسْكَرِيُّ ⁽²⁾، وَالْدَّارِقُطِيُّ ⁽³⁾، وَغَيْرُهُمَا ⁽⁴⁾.
وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي الْمُتُونِ ⁽⁵⁾، وَقَدْ يَقَعُ ⁽⁶⁾ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الْأَسَانِيدِ ⁽⁷⁾.

[الرواية بالمعنى واختصار المتون]
(وَلَا يَجُوزُ تَعْمُدُ تَغْيِيرِ) صُورَةِ (الْمَتْنِ) مُطْلَقاً، وَلَا

(1) في أزيادة: «ذلك».

(2) هو: أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت 382 هـ). سِيرَ أعلام النبلاء (413 / 16).

واسم كتابه: «تصحيفات المحدثين»، وهو مطبوع.

(3) سَمِيَ كتابه الدَّارِقُطِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الدَّانِيُّ، وَابْنُ نُقْطَةَ، وَأَبُو زُرْعَةَ الْعِرَاقِيُّ،
وَالْمُصَنِّفُ: «التَّصْحِيفُ».

انظر: المؤتلف والمختلف للدَّارِقُطِيِّ (4 / 2303)، الإيماة للدَّانِيِّ (3 / 62)، إكمال الإكمال لابن نُقْطَةَ (2 / 538)، المستفاد من مُبْهَمَاتِ الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ لِأَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ (1 / 453)، وَالتَّلْخِيسُ الْحَبِيرُ لِابْنِ حَجَرٍ (4 / 1857).
وَسَمَّاهُ الْبِرْزِيُّ: «التَّصْحِيفُ وَأَخْبَارُ الْمُصَحِّفِينَ». تهذيب الكمال (19 / 486)، (25 / 107).

وَسَمَّاهُ ابْنُ خَيْرٍ «تصحيف المحدثين». انظر: فهرسة ابن خير (ص 256).

(4) «وَعَيْرُهُمَا» ليست في د.

وَمَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ أَيْضاً الْخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِهِ: «إِصْلَاحُ خَطِّ الْمَحْدِّثِينَ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
(5) «وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي الْمُتُونِ» سقطت من ز.

(6) في د: «تقع».

ووقع هنا خرم في ل ببقدار لوحة.

(7) في حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتحريراً. كتبه: مؤلفه».

নুকতার (ডটের) কারণে (যদি ভুল হয়), তাহলে তা (মুসাহহাফ); আর যদি (1) আকৃতির (স্বরচিহ্নের) দিক থেকে হয়, তাহলে তা (মুহাররাফ)।

এই প্রকারের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন: আস্কারি (2), দারা কুতনি (3) এবং তাঁদের ব্যতীত অন্যান্যরাও (4)।

এর বেশিরভাগ ঘটনা (হাদিসের) মূল পাঠে (মতন) (5) ঘটে থাকে, আর কখনো কখনো সনদসমূহের (আসানীদ) মধ্যে বর্ণিত নামসমূহেও (7) ঘটে থাকে (6)।

[অর্থানুসারে বর্ণনা এবং মতন সংক্ষিপ্তকরণ]

(হাদিসের) মূল পাঠের (মতন) আকৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে একেবারেই পরিবর্তন করা জায়েজ নয়, এবং না

(1) 'আ' নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: "জালিকা (ذلك)"।

(2) তিনি হলেন: আবু আহমদ আল-হাসান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-আসকারী (মৃত্যু ৩৮২ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/ ৪১৩)।

তার কিতাবের নাম: "তাসহিফাতুল মুহাদ্দিসিন (تصحيفات المحدثين)", এবং এটি মুদ্রিত।

(3) দারা কুতনি, আবুল আব্বাস আদ-দানি, ইবন নুকতা, আবু যুর'আহ আল-ইরাকী এবং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) তার কিতাবের নাম দিয়েছেন: "আত-তাসহিফ (التصحيف)"।

দেখুন: দারা কুতনি এর 'আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ' (৪/ ২৩০৩), আদ-দানি এর 'আল-ই'মা' (৩/ ৬২), ইবন নুকতার 'ইকমালুল ইকমাল' (২/ ৫৩৮), আবু যুর'আহ আল-ইরাকীর 'আল-মুস্তাফাদ মিন মুবহামাতিল মাতন ওয়াল-ইসনাদ' (১/ ৪৫৩), এবং ইবন হাজার এর 'আত-তালখিসুল হাবির' (৪/ ১৮৫৭)।

আর মিশযী এটির নাম দিয়েছেন: "আত-তাসহিফ ওয়া আখবারুল মুসাহিফিন (التصحيف وأخبار المصحفين)"। তাহযিবুল কামাল (১৯/ ৪৮৬), (২৫/ ১০৭)।

আর ইবন খায়র এটির নাম দিয়েছেন "তাসহিফুল মুহাদ্দিসিন (تصحيف المحدثين)"। দেখুন: ফাহরাসা ইবন খায়র (পৃ. ২৫৬)।

(4) "ওয়া গায়রুহা (وغيرها)" শব্দটি 'দা' নুসখায় নেই।

এবং যারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে খাত্তাবীও আছেন তার কিতাব "ইসলাহু খাতাইল মুহাদ্দিসিন (إصلاح خطأ المحدثين)"-এ, যা মুদ্রিত।

(5) "ওয়া আকসারু মা ইয়াকা'উ ফিল মুতুন (وأكثر ما يقع في المتن)" বাক্যটি 'যা' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

(6) 'দা' নুসখায়: "তাকা'উ (تقع)"।

আর এখানে 'লাম' নুসখায় এক পাতা পরিমাণ অংশ বাদ পড়েছে।

(7) 'হা' নুসখার ঢিকায় রয়েছে: "সুম্মা বালাগা কিরা'আতান ওয়া তাহরীরান। কাতাবাহু: মুআল্লিফুহু (ثم بلغ قراءة وتحريراً. كتبه: مؤلفه)" (অর্থাৎ: অতঃপর এটি পাঠ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। লিখেছেন: এর লেখক)।

(ص: 166) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الْإِخْتِصَارُ (1) مِنْهُ (بِالنَّقْصِ وَ) لَا (2) إِبْدَالُ (3) اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ بِاللَّفْظِ (الْمُرَادِفِ) لَهُ؛ (إِلَّا) لِعَالِمٍ (4) بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ، وَ (بِمَا) (5) يُحِيلُ الْمَعَانِي عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (6).
أَمَّا اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ: فَلَا كَثْرُونَ عَلَى جَوَازِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَصِرُهُ عَالِمًا (7)؛
لِأَنَّ الْعَالِمَ لَا يُنْقِصُ (8) مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِمَا يُبْقِيهِ (9) مِنْهُ؛ بِحَيْثُ (10) لَا
تَخْتَلِفُ (11) الدَّلَالَةُ، وَلَا يَخْتَلُ الْبَيَانُ (12)، حَتَّى يَكُونَ الْمَذْكُورُ وَالْمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ
خَبَرَيْنِ (13)، أَوْ يَدُلَّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ؛ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ (14) مَا لَهُ
تَعَلُّقٌ - كَثَرِكِ الْإِسْتِثْنَاءُ -.

(1) في ح: «اختصار»، وفي ط: «أو الاختصار» وفي ك: «والاختصار» بدل: «وَلَا

الْإِخْتِصَارُ»، وفي هـ: «الاختصار» بالجِزِّ، والضَّبُّطُ المَثْبُتُ من ج، و، ط.

(2) في ح: «أو» بدل: «وَلَا».

(3) في ب: «بإبدال»، وفي هـ: «إبدال» بالجِزِّ، والمَثْبُتُ من و، ك.

(4) في ز: «للعالم».

- (5) في ط: «بها» من غير واو.
- (6) في حاشية و - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».
- (7) انظر: الكفاية للخطيب (ص 188)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 190).
- (8) الضبط من هـ، و، وهو صحيح، ويصح أن يكون من باب (نصر)، انظر: تاج العروس (18/ 188، 189).
- (9) في ب: «يبقيهِ» بتشديد القاف. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 495): «بالتخفيف، ويُشدد؛ أي: بها يترك».
- (10) في د: «حيث».
- (11) في د: «يختلف»، ولم ينقط في أ.
- (12) في ز: «بالبیان».
- (13) في د: «الخبرين».
- (14) في ك: «يَنْقُص» بفتح الياء وضم القاف، والمثبت من ج، و.

মূল পাঠ থেকে সংক্ষেপকরণ (হ্রাস করার মাধ্যমে), এবং সমার্থক শব্দকে তার সমার্থক শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা (অনুমোদিত) নয়⁽¹⁾; তবে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত যিনি শব্দের নিহিতার্থ সম্পর্কে এবং যা মর্মার্থকে বিকৃত করে সে সম্পর্কে অবগত⁽²⁾। উভয় মাসআলায় এটিই বিশুদ্ধ মত⁽³⁾।

হাদিস সংক্ষেপকরণের বিষয়ে: অধিকাংশের মতে এটি জায়েজ (বৈধ); এই শর্তে যে, যিনি তা সংক্ষেপ করবেন, তিনি জ্ঞানী হবেন⁽⁴⁾। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি হাদিস থেকে এমন কিছু বাদ দেন না, যা বিদ্যমান অংশের সাথে সম্পর্কহীন⁽⁵⁾; এমনভাবে যে, মর্মার্থের ভিন্নতা না আসে এবং ব্যাখ্যায় ত্রুটি না ঘটে⁽⁶⁾। এমনকি উল্লিখিত অংশ এবং বাদ দেওয়া অংশ দুটি খবরের (তথ্য) মতো হয়, অথবা যা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা তার বাদ দেওয়া অংশের উপর প্রমাণস্বরূপ হয়। অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর বিপরীত, কেননা সে এমন কিছু বাদ দিতে পারে, যার সম্পর্ক রয়েছে – যেমন ব্যতিক্রম বাদ দেওয়া⁽⁷⁾।

- (1) ‘হা’ (ح) প্রতিলিপিতে: «اختصار» (সংক্ষেপ), এবং ‘ত্বা’ (ط) প্রতিলিপিতে: «أو الاختصار» (অথবা সংক্ষেপ)। ‘কাফ’ (ك) প্রতিলিপিতে: «وَلَا اِختصار» এর পরিবর্তে «والاختصار» (এবং সংক্ষেপ) এবং ‘হা’ (ه) প্রতিলিপিতে: «الاختصار» (সংক্ষেপ) জার (kasra) সহকারে। উল্লিখিত বিন্যাসটি ‘জিম’, ‘ওয়াও’ এবং ‘ত্বা’ (ط, و, ج) প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘হা’ (ح) প্রতিলিপিতে: «وَلَا» এর পরিবর্তে «أَوْ» (অথবা)। ‘বা’ (ب) প্রতিলিপিতে: «بإبدال» (প্রতিস্থাপন), এবং ‘হা’ (ه) প্রতিলিপিতে: «إبدال» (প্রতিস্থাপন) জার (kasra) সহকারে। উল্লিখিত বিন্যাসটি ‘ওয়াও’ এবং ‘কাফ’ (ك, و) প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (2) ‘যা’ (ز) প্রতিলিপিতে: «للعالم» (জ্ঞানীর জন্য)। ‘ত্বা’ (ط) প্রতিলিপিতে: «بها» (যা) ওয়াও (و) ছাড়া।
- (3) ‘ওয়াও’ (و) প্রতিলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা: «ثم بلغ كذلك» (তারপর এভাবেই পৌঁছেছে)।
- (4) দেখুন: আল-খাতীবের ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ১৮৮), এবং ইবনে সালাহর ‘মুকাদ্দিমাহ’ (পৃ. ১৯০)।
- (5) বিন্যাসটি ‘হা’ (ه) এবং ‘ওয়াও’ (و) প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং এটি সঠিক। এটি (নাসারা) বব (ক্রিয়া পদ) থেকে হওয়াও সঠিক। দেখুন: তাজুল আরুস (১৮/ ১৮৮, ১৮৯)। ‘বা’ (ب) প্রতিলিপিতে: «يبقي» (যা সে রাখে) কাফ (ق) এর উপর তাশদিদ (দ্বিত্ব) সহকারে। আল-কারি (রহিমাহুল্লাহ) ‘শারহ শারহিন নুখবাহ’ (পৃ. ৪৯৫) এ বলেছেন: "তাখফিফ (হালকা) এবং তাশদিদ (দ্বিত্ব) উভয়ই হতে পারে; অর্থাৎ: যা সে রেখে দেয়।"
- (6) ‘দাল’ (د) প্রতিলিপিতে: «حيث» (যেখানে)। ‘দাল’ (د) প্রতিলিপিতে: «يختلف» (ভিন্ন হয়), এবং ‘আলিফ’ (أ) প্রতিলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) নেই। ‘যা’ (ز) প্রতিলিপিতে: «بالبیان» (ব্যাখ্যায়)।
- (7) ‘দাল’ (د) প্রতিলিপিতে: «الخبرين» (দুটি খবর)। ‘কাফ’ (ك) প্রতিলিপিতে: «ينقص» ইয়া (ي) এর উপর ফাতহা (জবর) এবং কাফ (ق) এর উপর দাম্মা (পেশ) সহকারে। উল্লিখিত বিন্যাসটি ‘জিম’ এবং ‘ওয়াও’ (و, ج) প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى: فَالْخِلَافُ فِيهَا شَهِيرٌ⁽¹⁾، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضاً⁽²⁾، وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمْ⁽³⁾: الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلسَانِهِمْ لِلْعَارِفِ بِهِ، فَإِذَا جَازَ الإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى؛ فَجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوَّلَى⁽⁴⁾.
وَقِيلَ⁽⁵⁾: إِنَّمَا يَجُوزُ⁽⁶⁾ فِي الْفُرْدَاتِ دُونَ الْمُرَكَّبَاتِ!
وَقِيلَ⁽⁷⁾: إِنَّمَا يَجُوزُ⁽⁸⁾ لِمَنْ يَسْتَحْضِرُ⁽⁹⁾ اللَّفْظَ لِيَتَكَنَّ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
وَقِيلَ⁽¹⁰⁾: إِنَّمَا يَجُوزُ⁽¹¹⁾ لِمَنْ كَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ فَنَسِيَ لَفْظَهُ وَبَقِيَ مَعْنَاهُ مُرْتَسِماً⁽¹²⁾ فِي ذَهْنِهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بِالمَعْنَى لِمَصْلَحَةِ⁽¹³⁾ تَحْصِيلِ الْحُكْمِ مِنْهُ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ مُسْتَحْضِراً

(1) في أ: «يَتَمَيَّزُ»، وفي ز: «مشتهر».

(2) «أيضاً» ليست في ط. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدّمته (ص 214): «لأنّ ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة، والسلف الأولين، وكثيراً ما كانوا ينقلون معنًى واحداً في أمر واحد باللفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأنّ معوّلهم كان على المعنى دون اللفظ». وانظر: الكفاية للخطيب (ص 198).

(3) في ك: «حجّتهم» وفي نسخة على حاشيتها: «حججهم».

(4) أشار إلى هذه الحجّة الخطيب في الكفاية (ص 201).

(5) هو الذي اختاره الخطيب في الكفاية، واشترط معه شرطاً آخر. الكفاية (ص 198).

(6) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في ز، ح، م.

(7) انظر: الكفاية للخطيب (ص 199).

(8) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ز، ح.

(9) في د: «استحضر».

(10) وهو الذي اختاره المأوردي. الحاوي الكبير (16 / 97).

(11) في هـ، و، ز: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ح، م.

(12) أي: منتقشاً. شرح شرح النُّخبة للقاري (ص 499).

(13) في ك: «لبنفعة».

আর অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা (রিওয়াযাত বিল-মা'না)-এর ক্ষেত্রে এতে মতানৈক্য সুবিখ্যাত⁽¹⁾, এবং অধিকাংশের মত হলো, এটিও জায়েজ⁽²⁾। তাদের অন্যতম শক্তিশালী যুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে⁽³⁾: এমন একজন ব্যক্তি কর্তৃক অনারবদের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় শরীয়ত ব্যাখ্যা করার অনুমতির উপর ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে যিনি সেই ভাষা জানেন। সুতরাং, যদি অন্য ভাষায় অর্থ পরিবর্তন জায়েজ হয়, তবে আরবি ভাষায় তা জায়েজ হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত⁽⁴⁾।

এবং বলা হয়েছে⁽⁵⁾: এটি কেবল একক শব্দে (মুফরাদাত) জায়েজ, সংযুক্ত বাক্যে (মুরাক্কাবাত) নয়!⁽⁶⁾

এবং বলা হয়েছে⁽⁷⁾: এটি কেবল তাদের জন্য জায়েজ⁽⁸⁾ যারা মূল শব্দগুলো (লাফজ) স্মরণ রাখে⁽⁹⁾, যাতে তারা সেগুলোতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

এবং বলা হয়েছে⁽¹⁰⁾: এটি কেবল তাদের জন্য জায়েজ⁽¹¹⁾ যারা হাদিস মুখস্থ রেখেছিল কিন্তু এর শব্দগুলো (লাফজ) ভুলে গেছে, তবে এর অর্থ তাদের মনে অঙ্কিত (মুরতাসিম) রয়েছে⁽¹²⁾।

সুতরাং, এর থেকে বিধান (হুকুম) প্রাপ্তির সুবিধার জন্য⁽¹³⁾ সে এটিকে অর্থানুসারে বর্ণনা করতে পারবে; এর ব্যতিক্রম হলো যে ব্যক্তি (শব্দগুলো) স্মরণ রাখে।

(1) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়াতামাইয়ায়ু», এবং 'যা' পাণ্ডুলিপিতে: «মুশতাহার»।

(2) 'তা' পাণ্ডুলিপিতে «আইদ্বান» শব্দটি নেই। ইবনুস সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুকাদ্দিমা' (ভূমিকা) (পৃষ্ঠা ২১৪) তে বলেছেন: «কারণ সাহাবীগণ এবং পূর্ববর্তী সালাফদের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়, এবং তারা প্রায়শই একটি বিষয়ে একটি অর্থ বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করতেন। আর এর কারণ ছিল এই যে, তাদের নির্ভরতা শব্দের উপর নয় বরং অর্থের উপর ছিল।» আরও দেখুন: আল-খাতীবের 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ১৯৮)।

(3) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: «হুজ্জাতুহুম», এবং এর পার্শ্বটীকায় একটি প্রতিলিপিতে: «হুজাজুহুম»।

(4) আল-খাতীব তাঁর 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২০১) এই যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

- (5) এটিই আল-খাতীব 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন, এবং এর সাথে আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ১৯৮)।
- (6) 'হা' এবং 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: «তাজুযু», এবং 'যা', 'হা', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে এতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) দেওয়া হয়নি।
- (7) দেখুন: আল-খাতীবের 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ১৯৯)।
- (8) 'হা' এবং 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: «তাজুযু», এবং 'আলিফ', 'যা', 'হা' পাণ্ডুলিপিতে এতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) দেওয়া হয়নি।
- (9) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: «ইসতাহদারা»।
- (10) এটিই আল-মাওয়াদী গ্রহণ করেছেন। 'আল-হাবী আল-কাবীর' (১৬/৯৭)।
- (11) 'হা', 'ওয়াও', এবং 'যা' পাণ্ডুলিপিতে: «তাজুযু», এবং 'আলিফ', 'হা', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে এতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) দেওয়া হয়নি।
- (12) অর্থাৎ, অঙ্কিত বা মুদ্রিত। আল-কারী রচিত 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৪৯৯)।
- (13) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: «লিমানফা'আতি»।

(ص: 168) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

لِلْفُظِّهِ⁽¹⁾.
وَجَبِيعُ مَا تَقَدَّمَ⁽²⁾ يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأُولَى إِيرَادُ الْحَدِيثِ
بِالْفَاطِئَةِ⁽³⁾ دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ⁽⁴⁾: «يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ⁽⁵⁾ مَنْ لَا
يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ⁽⁶⁾ أَنَّهُ يُحْسِنُ؛ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ⁽⁷⁾ مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا»⁽⁸⁾ وَاللَّهُ
الْمَوْفِقُ⁽⁹⁾.

[غريب الحديث]

(فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى)؛ بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةٍ (اِحْتِيجَ إِلَى) الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ⁽¹⁰⁾ فِي (شَرْحِ الْغَرِيبِ)؛ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ⁽¹¹⁾، وَهُوَ غَيْرُ مُرْتَّبٍ، وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قَدَامَةَ عَلَى الْحُرُوفِ⁽¹²⁾.

- (1) فِي أ: «يَسْتَحْضِرُ اللَّفْظَ»، وَفِي ج، هـ، ط: «مَسْتَحْضِرُ اللَّفْظِ».
- (2) فِي ح: «يَقْدُمُ».
- (3) فِي ج: «بِاللَّفْظِ».
- (4) فِي د: «عِيَاضُ» بِضَمَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ك.
- (5) فِي ج زِيَادَةً: «بِتَسْلُطٍ».
- (6) فِي ك: «يُظَنُّ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الظَّاءِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ وَ. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 501): «(مَنْ يَظُنُّ): بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ؛ أَي: يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ».
- (7) فِي أ: «لِلْكَثِيرِ».
- (8) انْظُرْ: إِكْمَالُ الْمُعْلَمِ لِلْقَاضِي عِيَاضِ (1/ 95).
- (9) فِي ط زِيَادَةً: «لِلصَّوَابِ».
- وَفِي حَاشِيَةِ وَ - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (10) فِي ط: «الْكِتَابُ الْمَصْنُفُ».
- (11) هُوَ: أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، الْإِمَامُ (ت 224 هـ). سَيَّرَ أَعْلَامَ النُّبَلَاءِ (10/ 490)، الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لِلْسُّبْكِيِّ (7/ 355).
- وَأَسْمَ كِتَابِهِ: «غَرِيبُ الْحَدِيثِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
- (12) «عَلَى الْحُرُوفِ» سَقَطَتْ مِنْ ط.
- وَأَسْمَ كِتَابِ ابْنِ قَدَامَةَ: «قَنْعَةُ الْأَرِيبِ فِي تَفْسِيرِ الْغَرِيبِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

এবং যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার সবই^(২) বৈধতা ও অবৈধতার সাথে সম্পর্কিত, এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীসকে তাতে কোনো পরিবর্তন না করে তার নিজস্ব শব্দে^(৩) বর্ণনা করাই উত্তম।

কাজি ইয়ায (القاضي عياض)^(৪) বলেছেন: "অর্থের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার দরজা বন্ধ করা উচিত; যাতে এমন ব্যক্তি কর্তৃত্ব করতে না পারে^(৫) যে ভালোভাবে জানে না, অথচ ভাবে^(৬) যে সে জানে; যেমনটি বহু^(৭) প্রাচীন ও আধুনিক বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে ঘটেছে।"^(৮) এবং আল্লাহই তাওফীকদাতা (আল্লাহই সাহায্যকারী)^(৯)।

[গরীবুল হাদীস (হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দাবলী)]

(যদি অর্থ লুকায়িত থাকে); অর্থাৎ যদি শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে (তবে প্রয়োজন হয়)^(১০) (গরীব শব্দের ব্যাখ্যা) সম্পর্কিত রচিত গ্রন্থাবলীর; যেমন আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লামের কিতাব^(১১), যা অবিন্যস্ত ছিল। আর শাইখ মুয়াফফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা তা হরফ (বর্ণমালা) অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন^(১২)।

(১) 'আলিফ' কপিতে আছে: «শব্দটি উপস্থিত রাখে/ধারণ করে», এবং 'জিম', 'হা', 'তা' কপিতে আছে: «শব্দ উপস্থিতকারী/ধারণকারী»।

(২) 'হা' কপিতে আছে: «উপস্থাপন করে»।

(৩) 'জিম' কপিতে আছে: «শব্দ দ্বারা»।

(৪) 'দাল' কপিতে «ইয়ায (عياض)» এক পেশ (দম্মা) সহ আছে, এবং যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'কাফ' কপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৫) 'জিম' কপিতে অতিরিক্ত আছে: «ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে»।

(৬) 'কাফ' কপিতে «অনুমান করা হয় (يُظُنُّ)» ইয়া-তে পেশ এবং ঝা-তে ফাতহা সহ আছে, এবং যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'ওয়াও' কপি থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৫০১) গ্রন্থে বলেছেন: «(যে ভাবে - মীম্মান ইয়াযুন্নু): ফায়েল (কর্তৃকারক) এর সিগা (ধাঁচ) দ্বারা; অর্থাৎ: তার ধারণাই প্রবল থাকে»।

(৭) 'আলিফ' কপিতে আছে: «অনেকের ক্ষেত্রে»।

(৮) দেখুন: কাজি ইয়ায (القاضي عياض)-এর 'ইকমালুল মু'লিম' (১/৯৫)।

(৯) 'তা' কপিতে অতিরিক্ত আছে: «সঠিকতার জন্য»।

এবং 'ওয়াও' কপির টীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে - আছে: «এবং অতঃপর অনুরূপ পৌঁছানো হয়েছে»।

(10) 'তা' কপিতে আছে: «রচিত কিতাব»।

(11) তিনি হলেন: আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হারাবী, ইমাম (মৃত্যু ২২৪ হিজরি)। সিয়রু আ'লামিন নুব্বালা (১০/৪৯০), সুবকী (السبكي)-এর 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' (৭/৩৫৫)।

এবং তার কিতাবের নাম: «গরীবুল হাদীস», যা মুদ্রিত (প্রকাশিত) হয়েছে।

(12) «হরফ (বর্ণমালা) অনুযায়ী» অংশটি 'তা' কপি থেকে বাদ পড়েছে।

এবং ইবনে কুদামার কিতাবের নাম: «কুন'আতুল আরীব ফী তাফসীরিল গরীব», যা মুদ্রিত (প্রকাশিত) হয়েছে।

(ص: 169) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأَجْمَعُ⁽¹⁾ مِنْهُ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ⁽²⁾، وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ الْحَافِظُ أَبُو⁽³⁾ مُوسَى
الْمَدِينِيُّ⁽⁴⁾ فَتَقَبَّ عَلَيْهِ⁽⁵⁾ وَاسْتَدْرَكَ⁽⁶⁾.
وَلِلزَّمْخَشَرِيِّ⁽⁷⁾ كِتَابٌ⁽⁸⁾ اسْمُهُ: «الْفَائِقُ»؛ حَسَنُ التَّرْتِيبِ⁽⁹⁾.
ثُمَّ⁽¹⁰⁾ جَمَعَ الْجَمِيعَ ابْنُ الْأَثِيرِ⁽¹¹⁾ فِي «النِّهَايَةِ»⁽¹²⁾، وَكِتَابُهُ أَسْهَلُ الْكُتُبِ تَنَاوُلًا، مَعَ
إِعْوَازٍ⁽¹³⁾ قَلِيلٍ فِيهِ.

[مُشْكِلُ الْحَدِيثِ]

وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِكَثْرَةٍ، لَكِنْ فِي مَدْلُولِهِ دِقَّةٌ؛ احْتِيجَ

(1) فِي ك: «وَأَجْمَعُ»، وَهُوَ خَطَأً.

(2) هُوَ: أَبُو عُبَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ (ت 401 هـ). طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ
الشَّافِعِيَّةِ لِابْنِ الصَّلَاحِ (402 / 1)، سِيرَ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (146 / 17).

واسم كتابه: «الغريبين في القرآن والحديث»، وهو مطبوع.

(3) «أَبُو» سقطت من ج.

(4) هو: أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر المَدِينِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ، الإمام (ت

581 هـ). انظر: الرَّوْضَتَيْنِ فِي أَخْبَارِ الدَّوْلَتَيْنِ لِأَبِي شَامَةَ (3/ 249)، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (21/ 152).

(5) قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَكْر (ص 1154): «(فَنَقَّبَ عَلَيْهِ) أَي: فَتَشَّ عَلَى أُمُورٍ زَلَّ فِيهَا، أَوْ فَاتَتْهُ، وَ (اسْتَدْرَكَ) عَطَفَ تَفْسِيرِي».

(6) فِي ح: «وَاسْتَدْرَكَ»، وَاسْمُ كِتَابِ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ: «الْمَجْمُوعُ الْمَغِيثُ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ»، وَهُوَ مَطْبُوع.

(7) هو: أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّمَخُشَرِيِّ، (ت 538 هـ). انظر: الْأَنْسَابَ (6/ 315)، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (20/ 151).

(8) فِي أ: «كِتَابًا».

(9) اسْمُهُ: «الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، وَهُوَ مَطْبُوع.

(10) «ثُمَّ» سَقَطَتْ مِنْ ب.

(11) هو: أَبُو السَّعَادَاتِ مَجْدُ الدِّينِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْأَثِيرِ، (ت 606 هـ). إِكْمَالُ الْإِكْمَالِ لِابْنِ نُقْطَةَ (1/ 123)، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (21/ 488).

(12) اسْمُهُ: «النَّهَائِيَّةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ»، وَهُوَ مَطْبُوع.

(13) فِي أ: «إِعْدَادٌ». وَ «الْإِعْوَاظُ»: الْفَقْرُ. انظر: الصِّحَاحُ (3/ 888)، وَقَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 504): «يَعْنِي مَعَ فَقْدَانِ اسْتِيفَاءٍ فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ».

তার চেয়েও বেশি সংকলিত হলো আবু উবাইদ আল-হারাউয়ীর⁽²⁾ কিতাব। হাফেয আবু⁽³⁾ মুসা আল-মাদীনী⁽⁴⁾ এর প্রতি যত্ন নিয়েছিলেন, ফলে তিনি এর উপর অনুসন্ধান (বা পরীক্ষা) চালিয়েছিলেন⁽⁵⁾ এবং কিছু সংযোজন (বা ত্রুটি সংশোধন) করেছিলেন⁽⁶⁾।

আর যামাখশারীর⁽⁷⁾ একটি কিতাব⁽⁸⁾ আছে যার নাম: «আল-ফা-ইক» (الفَائِئِ); যা বিন্যাসে উত্তম⁽⁹⁾।

অতঃপর⁽¹⁰⁾ ইবনুল আসীর⁽¹¹⁾ সবগুলো সংকলন করেছেন «আন-নিহায়াহ» (النِّهَايَةُ)⁽¹²⁾ গ্রন্থে, এবং তার কিতাবটি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহজলভ্যতম, যদিও এতে সামান্য কিছু ঘাটতি (বা অপ্রাচুর্য)⁽¹³⁾ রয়েছে।

[মুশকিলুল হাদীস]

যদিও শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থে সূক্ষ্মতা রয়েছে; তাই এর প্রয়োজন পড়ে

(1) ‘কাফ’ (ك) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ওয়া আজমা’আ» (وَأَجْمَا), যা ভুল।

(2) তিনি হলেন: আবু উবাইদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হারাউয়ী (মৃত্যু ৪০১ হি.)। ইবনুস সালাহ-এর ‘তাবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফিয়্যাহ’ (১/৪০২) এবং ‘সিয়ারু আ’লামিন নুব্বালা’ (১৭/১৪৬) দেখুন।

তার কিতাবের নাম: «আল-গারিবাইন ফীল কুরআন ওয়াল হাদীস» (الغريبين في القرآن) (والحديث), যা মুদ্রিত।

(3) ‘আবু’ (أَبُو) শব্দটি ‘জীম’ (ج) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(4) তিনি হলেন: আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবন আবি বকর উমার আল-মাদীনী আল-আসবাহানী আশ-শাফিয়ী, ইমাম (মৃত্যু ৫৮১ হি.)। দেখুন: আবু শামাহ-এর ‘আর-রাওদাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন’ (৩/২৪৯) এবং ‘সিয়ারু আ’লামিন নুব্বালা’ (২১/১৫২)।

(5) আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আল-লাক্কানী ‘কাদাউল ওয়াতার’ (পৃ. ১১৪৪) গ্রন্থে বলেছেন: «(ফানাক্কাবা ‘আলাইহি)» (فَنَقَّبَ عَلَيْهِ) অর্থ: তিনি এমন বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেছিলেন যেখানে ভুল হয়েছিল বা যা তার থেকে বাদ পড়েছিল, এবং «(ওয়াসতাদরাক)» (وَاسْتَدْرَكَ) হলো ব্যাখ্যামূলক সংযোজন।

(6) ‘হা’ (ح) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ওয়াসতাদরাকাহু» (وَاسْتَدْرَكَه)। হাফেয আবু মূসা আল-মাদীনীর কিতাবের নাম: «আল-মাজমু’উল মুগীস ফী গারীবাইল কুরআন ওয়াল হাদীস» (المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث), যা মুদ্রিত।

- (7) তিনি হলেন: আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ আয-যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হি.)। দেখুন: ‘আল-আনসাব’ (৬/৩১৫) এবং ‘সিয়ারু আ’লামিন নুব্বালা’ (২০/১৫১)।
- (8) ‘আলিফ’ (أ) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «কিতাবা» (كِتَابَا)।
- (9) এর নাম: «আল-ফা-ইক ফী গারীবিল হাদীস» (الفائق في غريب الحديث), যা মুদ্রিত।
- (10) ‘সুন্না’ (سُنْم) শব্দটি ‘বা’ (ب) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (11) তিনি হলেন: আবুল সা’আদাত মাজদুদ্দীন আল-মুবারাক ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬০৬ হি.)। ইবনুন নুকতা-এর ‘ইকমালুল ইকমাল’ (১/১২৩) এবং ‘সিয়ারু আ’লামিন নুব্বালা’ (২১/৪৮৮) দেখুন।
- (12) এর নাম: «আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার» (النهاية في غريب الحديث (و)الآثار), যা মুদ্রিত।
- (13) ‘আলিফ’ (أ) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ই’দাদ» (إعداد)। এবং «আল-ই’ওয়ায» (الإعواز) অর্থ: দারিদ্র্য। দেখুন: ‘আস-সিহাহ’ (৩/৮৮৮)। আল-কারী ‘শারহু শারহিন নুখবাহ’ (পৃ. ৫০৪) গ্রন্থে বলেছেন: «অর্থাৎ, কিছু অল্প জায়গায় পূর্ণাঙ্গতার অভাব থাকা সত্ত্বেও।»

(ص: 170) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْأُخْبَارِ ⁽¹⁾ (وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ) مِنْهَا. وَقَدْ أَكْثَرَ الْأَيْمَةُ مِنَ التَّصَانِيفِ فِي ذَلِكَ؛ كَالطَّحَاوِيِّ ⁽²⁾، وَالْخَطَّابِيِّ ⁽³⁾، وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ⁽⁴⁾، وَغَيْرِهِمْ ⁽⁵⁾.

[جهالة الرواة وأسبابها]

(ثُمَّ الْجَهَالَةُ بِالرَّأَوِيِّ؛ وَهِيَ ⁽⁶⁾ السَّبَبُ الثَّامِنُ فِي الطَّعْنِ، (وَسَبَبُهَا) أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: (أَنَّ الرَّأَوِيَّ قَدْ تَكَثَّرَ نُعُوْتُهِ) مِنْ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ صِفَةٍ ⁽⁷⁾ أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ نَسَبٍ، فَيَشْتَهَرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، (فَيُذَكَّرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِغَرَضٍ) مِنَ الْأَغْرَاضِ، فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخِرُ ⁽⁸⁾، فَيَحْصُلُ الْجَهْلُ بِحَالِهِ.

(وَصَنَّفُوا فِيهِ) أَيُّ: فِي هَذَا النَّوعِ: (الْمَوْضِعِ) لِأَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ؛ أَجَادَ فِيهِ
الْخَطِيبُ⁽⁹⁾، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ⁽¹⁰⁾

- (1) فِي ك: «الْأَخْبَارُ» مَكْرَرَةً.
- (2) فِي كِتَابِهِ: «شَرْحُ مَشْكَلِ الْآثَارِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
- (3) فِي كِتَابِيهِ: «أَعْلَامُ الْحَدِيثِ» وَ «مَعَالِمُ السَّنَنِ» وَهِيَ مَطْبُوعَانِ.
- (4) فِي كِتَابِيهِ: «الْتِمَهِيدُ»، وَ «الْإِسْتِذْكَارُ» وَهِيَ مَطْبُوعَانِ.
- (5) فِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (6) فِي هـ، وَ، ز: «وَهُوَ»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَةِ وَ: «وَهِيَ». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
شَرْحِ شَرْحِ النَّخْبَةِ (ص 505): «(وَهِيَ) أَيُّ: الْجَهَالَةُ».
- (7) فِي أ، ح، ط، م: «صَنْعَةٌ»، وَفِي ي: «وَصِفَةٌ».
- (8) فِي ج: «آخِرُ» بِالنَّصْبِ، وَالْمَثْبُوتِ مِنْ د، وَ، ح.
- (9) وَاسْمُ كِتَابِهِ - كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ -: «الْمَوْضِعُ لِأَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
- (10) «إِلَيْهِ» لَيْسَتْ فِي ب.

হাদিসসমূহের অর্থ ব্যাখ্যাকারী⁽¹⁾ (এবং সেগুলোর মধ্যকার জটিল বিষয়সমূহের সুস্পষ্টকরণে)
সংকলিত কিতাবসমূহের প্রতি।

আর ইমামগণ এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন; যেমন তাহাবী⁽²⁾, খাতাবী⁽³⁾, ইবনে
আবদিল বার⁽⁴⁾, এবং অন্যান্যরা⁽⁵⁾।

[রাবীদের অজ্ঞতা ও এর কারণসমূহ]

(এরপর রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে অজ্ঞতা); আর এটিই⁽⁶⁾ (হাদিসে) দোষারোপের অষ্টম
কারণ। (এবং এর কারণ দুটি):

প্রথমত: (এই যে, রাবীর গুণাবলি অনেক হতে পারে) যেমন নাম, উপনাম (কুনিয়াত), উপাধি
(লাক্বাব) বা বিশেষণ⁽⁷⁾ অথবা পেশা, অথবা বংশপরিচয়। ফলে তিনি এর কোনো একটি দ্বারা
প্রসিদ্ধি লাভ করেন, (কিন্তু কোনো এক উদ্দেশ্যে তাকে তার প্রসিদ্ধ নাম ব্যতীত অন্য কোনো

নাম বা গুণবাচক শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়) উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে থেকে, ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি অন্য কেউ^(৪), যার ফলে তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়।

(আর তারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন) অর্থাৎ: এই প্রকার সম্পর্কে: (স্পষ্টকারী (গ্রন্থ)-কে) সংগ্রহ ও পৃথকীকরণের ভুল বোঝাবুঝিসমূহ দূর করার জন্য; এতে খতীব খুব ভালো করেছেন^(৯), এবং তার পূর্বে এতে কাজ করেছেন^(১০)

(১) ক-এর কপিতে: «الْأَخْبَارُ» (আখবার) শব্দটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

(২) তার কিতাব: «শারহ মুশকিলিল আছার» (شرح مشکل الآثار)-এ, যা মুদ্রিত।

(৩) তার দুটি কিতাব: «আ'লামুল হাদিস» (أعلام الحديث) এবং «মা'আলিমুস সুনান» (معالم السنن)-এ, যা উভয়ই মুদ্রিত।

(৪) তার দুটি কিতাব: «আত-তামহীদ» (التمهيد) এবং «আল-ইস্তিজকার» (الاستدكار)-এ, যা উভয়ই মুদ্রিত।

(৫) দাল-এর টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে: «এরপরও তা পৌঁছেছে»।

(৬) হা, ওয়াও, যা-এর কপিতে: «وَهُوَ» (ওয়াহুয়া), এবং ওয়াও-এর টীকার একটি কপিতে: «وَهِيَ» (ওয়াহিয়া)। ফারী (رحمه الله) তার শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৫০৫)-এ বলেছেন: «(وَهِيَ) অর্থাৎ: জাহালাহ (অজ্ঞতা)»।

(৭) আলিফ, হা, ত্বা, মীম-এর কপিতে: «صنعة» (সান'আহ - শিল্প), এবং ইয়া-এর কপিতে: «وصفة» (ওয়াসিফাহ - এবং গুণবাচক শব্দ)।

(৮) জিম-এর কপিতে: «آخَرُ» (আখারা) নসব সহকারে, এবং প্রমাণিত পাঠ দাল, ওয়াও, হা থেকে।

(৯) তার কিতাবের নাম – যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন –: «আল-মুদিহ লি-আওহামিল জাম'ই ওয়াত তাফরীক» (الموضح لأوهام الجمع والتفريق), এবং এটি মুদ্রিত।

(১০) «إِلَيْهِ» (ইলাইহি) বা-এর কপিতে নেই।

وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرِ الْكَلْبِيِّ؛ نَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى جَدِّهِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، وَسَبَّاهُ بَعْضُهُمْ حَمَادَ⁽³⁾ بْنِ السَّائِبِ، وَكَنَّاهُ بَعْضُهُمْ أَبَا النَّضْرِ⁽⁴⁾، وَبَعْضُهُمْ أَبَا سَعِيدٍ، وَبَعْضُهُمْ أَبَا⁽⁵⁾ هِشَامٍ⁽⁶⁾؛ فَصَارَ⁽⁷⁾ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ⁽⁸⁾ الْأَمْرِ فِيهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً مِنْ⁽⁹⁾ ذَلِكَ.

[الوحدان]

(و) الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الرَّاَوِيَّ (قَدْ يَكُونُ مُقْلًا) مِنَ الْحَدِيثِ (فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذُ عَنْهُ)⁽¹⁰⁾.

(1) في ك زيادة: «بن سعيد المصري، وهو الأزدي» وكتب في الحاشية (إيضاح) وصح عليه، وهذه العبارة في د، وكتب فوقها (حاشية).

وهو: عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي، الحافظ (ت 409 هـ). تاريخ دمشق لابن عساكر (36/ 395)، سِير أعلام النبلاء (17/ 268).

واسم كتابه: «إيضاح الإشكال في الرواة»، ذكره ابن خير الإشبيلي، والليزي، والعراقي. انظر: فهرست ابن خير الإشبيلي (ص 187)، تهذيب الكمال لليزي (5/ 433)، شرح التبصرة والتذكرة للعراقي (2/ 198).

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري، الحافظ (ت 441 هـ). سِير أعلام النبلاء (17/ 627).

وقد نقل عن كتابه جماعة من العلماء؛ منهم: الخطيب في كتبه، وابن ماكولا في الإكمال، وغيرهما.

(3) في د: «حماد» بالرفع، والمثبت من ك.

(4) في أ: «النصر».

(5) هنا انتهى الخرم في ل.

(6) في ج: «أبا هاشم».

(7) في ل: «فهذا».

(8) في أ: «الحقيقة».

(9) «مِنْ» سقطت من د، و «شَيْئاً مِنْ» ليست في ي.

(10) في ج: «منه».

আব্দুল গনি⁽¹⁾, অতঃপর আস-সূরি⁽²⁾।

এর উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মদ ইবনে সাইব ইবনে বিশর আল-কালবি; তাদের কেউ কেউ তাকে তার দাদার দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনে বিশর, এবং তাদের কেউ কেউ তাকে হাম্মাদ⁽³⁾ ইবনে সাইব নামে অভিহিত করেছেন, এবং তাদের কেউ কেউ তাকে আবুল-নাদ্বর⁽⁴⁾ উপনামে ডেকেছেন, কেউ কেউ আবু সাঈদ, এবং কেউ কেউ আবু⁽⁵⁾ হিশাম⁽⁶⁾; ফলে⁽⁷⁾ মনে হতে লাগলো যে তিনি একাধিক ব্যক্তি, অথচ তিনি একজনই। আর যে ব্যক্তি এর আসল বাস্তবতা⁽⁸⁾ জানে না, সে এর⁽⁹⁾ কোনো কিছুই জানে না।

[আল-উহদান (একক বর্ণনাকারী)]

(এবং) দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: বর্ণনাকারী (হয়তো অল্প হাদিস বর্ণনাকারী), (ফলে তার থেকে বেশি গ্রহণ করা হয় না)⁽¹⁰⁾।

(1) ক প্রতিলিপিতে অতিরিক্ত আছে: «ইবনে সাঈদ আল-মিসরি, এবং তিনি হলেন আল-আযদি» এবং এর উপর (ইযাহ) লিখে সংশোধিত করা হয়েছে। এই বাক্যটি দ প্রতিলিপিতেও আছে, এবং এর উপরে (হাশিয়া) লেখা হয়েছে।

তিনি হলেন: আব্দুল গনি ইবনে সাঈদ ইবনে আলি আল-আযদি, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৪০৯ হি.)। ইবনে আসাকিরের তারিখু দিমাশক (৩৬/৩৯৫), সিয়রু আলামিন-নুবালা (১৭/২৬৮)। তাঁর কিতাবের নাম: «ইযাহ আল-ইশকাল ফি আর-রুওয়াত» (বর্ণনাকারীদের মধ্যে জটিলতা নিরসন), ইবনে খায়র আল-ইশবিলি, আল-মিযযি এবং আল-ইরাকি এটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন: ইবনে খায়র আল-ইশবিলির ফিহরিস্ত (পৃ. ১৮৭), আল-মিযযির তাহযীব আল-কামাল (৫/৪৩৩), আল-ইরাকির শারহু আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ (২/১৯৮)।

(2) তিনি হলেন: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সূরি, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৪৪১ হি.)। সিয়রু আলামিন-নুবালা (১৭/৬২৭)।

অনেক আলেম তার কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন; তাদের মধ্যে রয়েছেন: আল-খাতিব তার কিতাবসমূহে, এবং ইবনে মাকুলা তার আল-ইকমাল-এ, এবং অন্যান্যরা।

(3) দ প্রতিলিপিতে: «হাম্মাদু» (পেশযুক্ত), এবং ক প্রতিলিপি থেকে যা প্রতিষ্ঠিত।

(4) আ প্রতিলিপিতে: «আন-নাসর»।

(5) এখানে ল প্রতিলিপিতে ছেঁড়া অংশের সমাপ্তি।

(6) জ প্রতিলিপিতে: «আবা হাশিমিন»।

(7) ল প্রতিলিপিতে: «ফাহায়া»।

(8) আ প্রতিলিপিতে: «আল-হাকীকাহ»।

(9) «মিন» (থেকে) দ প্রতিলিপি থেকে বাদ পড়েছে, এবং «শাইয়ান মিন» (কিছুমাত্র) ইয়া প্রতিলিপিতে নেই।

(10) জ প্রতিলিপিতে: «মিনহু»।

(ص: 172) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(و) قَدْ صَنَّفُوا فِيهِ الْوَحْدَانَ⁽¹⁾، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَزِرْ عَنْهُ إِلَّا⁽²⁾ وَاحِدٌ - وَلَوْ سُيِّي⁽³⁾ -،
فَمِنْ جَمَعَهُ: مُسْلِمٌ⁽⁴⁾، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ⁽⁵⁾، وَغَيْرُهُمَا⁽⁶⁾.
(أَوْ لَا يُسَيِّ) الرَّاوي (اخْتِصَاراً) مِنَ الرَّاوي عَنْهُ؛ كَقَوْلِهِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، أَوْ شَيْخٌ، أَوْ
رَجُلٌ، أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ ابْنُ فُلَانٍ.

[البهات]

وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُبْهَمِ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى⁽⁷⁾ مُسَيِّ، (و) صَنَّفُوا (فِيهِ):
الْمُبْهَمَاتِ⁽⁸⁾.

(1) في ج: «الْوَحْدَانُ» بِالرَّفْعِ، وَفِي ط: «الْوَحْدَانُ» بفتح الواو، والمثبت من ب، د،
هـ، ز، ح. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 509): «بضم الواو،
وسكون المبهلة، جمع الواحد».

(2) في هـ زيادة: «راو».

(3) في ط: «يُستى».

(4) في كتابه: «المُنفردات والوحدان»، وهو مطبوع.

(5) في كتابه: «الوحدان من أسياء الصحابة».

وهو: الحسن بن سفيان بن عامر النسوي، صاحب المسند (ت 303 هـ). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 16)، سِيرَ أعلام النبلاء (14/ 157).

(6) منهم: النسائي في كتابه: «تسوية من لم يرو عنه غير رجل واحد»، وهو مطبوع، وأبو الفتح الأزدي في كتابه: «المخزون في علم الحديث»، وهو مطبوع.

(7) في ك: «آخر».

(8) من المصنفات في هذا النوع:

1 - «الغوامض والبيهات»، لعبد الغني الأزدي (ت 409 هـ)، وهو مطبوع.

2 - «الأسياء البهية في الأنباء الحكمة»، للخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، وهو مطبوع.

3 - «إيضاح الإشكال»، لمحمد بن طاهر المقدسي (ت 507 هـ)، وهو مطبوع.

4 - «الغوامض والبيهات»، لأبي القاسم ابن بشكوال (ت 578 هـ)، وهو مطبوع.

5 - «الإشارات إلى بيان أسياء البهيات»، للنووي (ت 676 هـ)، وهو مطبوع.

6 - «المستفاد من مُبَهَّاتِ البتن والإِسْنَاد»، لأبي زُرْعَةَ العراقيّ (ت 826 هـ)، وهو مطبوع.

এবং (তারা) এতে 'আল-উহদান' (الوحدان) বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন(1)। আর তিনি এমন ব্যক্তি যার থেকে একজন ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি(2) - যদিও তার নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে(3) -। যারা এ বিষয়ে সংকলন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: মুসলিম(4), আল-হাসান ইবনে সুফিয়ান(5) এবং অন্যান্যরা(6)।

অথবা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয় না তার থেকে বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংক্ষেপ করার জন্য; যেমন তার উক্তি: "আমাকে অমুক জানিয়েছেন", অথবা "একজন শাইখ", অথবা "একজন ব্যক্তি", অথবা "তাদের কেউ কেউ", অথবা "অমুকের পুত্র"।

[আল-মুবহামাত (البهيات)]

অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম অন্য সূত্রে তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখের মাধ্যমে জানা যায়(7)। এবং (তারা) এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন: 'আল-মুবহামাত' (البهيات)(8)।

(1) জিম (ج) লিপিতে: «আল-উহদানু» (الوحدان) রফ' (رفع) সহকারে, এবং ত্বা (ط) লিপিতে: «আল-ওয়াহদান» (الوحدان) ওয়াও-এর ফাতহা (فتح) সহকারে। বা, দাল, হা, যা, হা (ب، د، هـ، ز، ح) লিপি থেকে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হল (আলোচ্য পাঠ)। আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবা' (পৃ. ৫০৯) গ্রন্থে বলেছেন: "ওয়াও-এর দম্মা (ضم) এবং মাহমালা (مهملة - বর্ণ 'হা') এর সুকুন (سكون) সহকারে, এটি 'আল-ওয়াহিদ' (الواحد) এর বহুবচন।"

(2) হা (هـ) লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «রাওয়ী»।

(3) ত্বা (ط) লিপিতে রয়েছে: «ইউসাম্মা»।

(4) তার গ্রন্থ: «আল-মুনফারিদাত ওয়াল-উহদান», যা মুদ্রিত।

(5) তার গ্রন্থ: «আল-উহদান মিন আসমা'ইস-সাহাবা»।

তিনি হলেন: আল-হাসান ইবনে সুফিয়ান ইবনে আমির আন-নাসাওয়ী, যিনি 'আল-মুসনাদ'-এর লেখক (মৃত্যু ৩০৩ হিজরি)। 'আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল' ইবনে আবি হাতিম (৩/১৬), 'সিয়ার আ'লামিন-নুবালা' (১৪/১৫৭)।

(6) তাদের মধ্যে রয়েছেন: আন-নাসায়ী তার গ্রন্থ: «তাসমিয়াতু মান লাম ইয়ারউ আনহু গাইরু রাজুলিন ওয়াহিদ»-এ, যা মুদ্রিত। এবং আবুল ফাতহ আল-আযদি তার গ্রন্থ: «আল-মাখজুন ফি ইলমিল-হাদীস»-এ, যা মুদ্রিত।

(7) কাফ (ك) লিপিতে রয়েছে: «আ-খার»।

(8) এই ধরনের গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে:

1 - «আল-গাওয়ামিয ওয়াল-মুবহামাত», আব্দুল গনী আল-আযদি (মৃত্যু ৪০৯ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।

- 2 - «আল-আসমাউল-মুবহামা ফিল-আনবায়িল-মুহকামাহ», আল-খাতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।
- 3 - «ঈযাছল-ইশকাল», মুহাম্মদ ইবনে তাহির আল-মাকদাসী (মৃত্যু ৫০৭ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।
- 4 - «আল-গাওয়ামিয ওয়াল-মুবহামাত», আবুল কাসিম ইবনে বাশকুয়াল (মৃত্যু ৫৭৮ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।
- 5 - «আল-ইশারাতু ইলা বায়ানি আসমা'ইল-মুবহামাত», আন-নাওয়াবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।
- 6 - «আল-মুস্তাফাদ মিন মুবহামাতিল-মাতন ওয়াল-ইসনাদ», আবু যুরআহ আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮২৬ হিজরি) এর। এটি মুদ্রিত।

(ص: 173) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(وَلَا يُقْبَلُ) حَدِيثُ (الْمُبْهَمِ) مَا لَمْ يُسَمَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الْخَبَرِ عَدَالَةُ رَوَاتِهِ ⁽¹⁾،
وَمَنْ أُبْهَمَ اسْمُهُ لَا يُعْرَفُ ⁽²⁾ عَيْنُهُ، فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ؟!

[المبهم بلفظ التعديل]

وَكَذَا ⁽³⁾ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهَمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنَّ يَقُولَ الرَّاوي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي
الْثِّقَّةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحاً عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الْأَصَحِّ) فِي
الْمَسْأَلَةِ ⁽⁴⁾.

وَلِهَذِهِ النُّكْتَةُ لَمْ يُقْبَلِ الْمُرْسَلُ - وَلَوْ أُرْسِلَهُ الْعَدْلُ جَازِماً بِهِ -؛ لِهَذَا الْإِحْتِمَالِ
بِعَيْنِهِ.

وَقِيلَ ⁽⁵⁾: يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكاً بِالظَّاهِرِ، إِذِ الْجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ.

وَقِيلَ ⁽⁶⁾: إِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِماً؛ أَجْزَأُ ⁽⁷⁾ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.

وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ ⁽⁸⁾ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ الْمُؤَفِّقُ.

- (1) في أ، د، ط، ي، مر: «راويه». قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 1173):
«ضُبِّطَ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ».
- (2) في هـ، ح، ط، مر: «تعرف».
- (3) في ز، ح، وحاشية هـ مصححاً: «ولذا».
- (4) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص 92).
- (5) نقله الصَّبَّاحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. الْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزُّرْكَشِيِّ (6/ 174).
- (6) وهو اختيار بعض المحققين كما عزاه إليهم ابن الصَّلَاح. مَقْدِمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ
(ص 110)، الْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزُّرْكَشِيِّ (6/ 175).
- (7) في و: «أجزأه».
- (8) في أ، ك: «علم».

(এবং অস্পষ্ট (মুভহাম) ব্যক্তির হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না), যতক্ষণ না তার নাম উল্লেখ করা হয়; কারণ খবর (হাদীস) কবুলের শর্ত হলো তার বর্ণনাকারীদের (রাবী) ন্যায়পরায়ণতা (আদালত)⁽¹⁾। আর যার নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, তার সত্তা জানা যায় না⁽²⁾, তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতা কীভাবে জানা যাবে?!

[প্রশংসাসূচক শব্দে অস্পষ্ট (মুভহাম) ব্যক্তি]

এবং অনুরূপভাবে⁽³⁾ তার খবরও গ্রহণ করা হবে না, (যদিও তাকে প্রশংসাসূচক শব্দে অস্পষ্ট (মুভহাম) রাখা হয়); যেমন তার থেকে বর্ণনাকারী বলেন: 'আমাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি খবর দিয়েছেন'; কারণ সে তার কাছে বিশ্বস্ত হলেও অন্যের কাছে দুর্বল (মাজরুহ) হতে পারে। আর এটিই এই মাস'আলায় (সমস্যায়) সবচেয়ে বিশুদ্ধ (আস-সাহীহ) মত⁽⁴⁾।

আর এই সূক্ষ্মতার কারণে মুরসাল (হাদীস) গ্রহণ করা হয় না - যদিও ন্যায়পরায়ণ (আদল) ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে তা বর্ণনা করেন -; এই একই সম্ভাবনার কারণে।

এবং বলা হয়েছে⁽⁵⁾: এটি গ্রহণ করা হবে; বাহ্যিকতার উপর নির্ভর করে, কারণ দুর্বলতা (জারহ) মূলনীতির পরিপন্থী।

এবং বলা হয়েছে^(৬): যদি বর্ণনাকারী জ্ঞানী হন; তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে^(৭), যে তার মাযহাবে (ধর্মীয় মতে) তার সাথে একমত।

আর এটি হাদীসশাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়^(৮), এবং আল্লাহই সাহায্যকারী (বা তাওফীকদাতা)।

(১) 'আ', 'দ', 'ত্বা', 'ইয়া', 'মিম' নুসখায়: 'রাবীহি' (তার বর্ণনাকারী)। আল-লাকানী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'কাদাউল ওয়াতার' (পৃ. ১১৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'এটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে বিন্যস্ত হয়েছে'।

(২) 'হা', 'হা', 'ত্বা', 'মিম' নুসখায়: 'তু'রাফু' (জানা যায়)।

(৩) 'যা', 'হা' এবং 'হা' নুসখার সংশোধিত টীকায়: 'ওয়া লিয়া' (এবং এই কারণে)।

(৪) এটি আল-খাতীবের 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৯২) গ্রন্থে বর্ণিত পছন্দকৃত মত।

(৫) আস-সাব্বাগ আবু হানিফা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-বাহরুল মুহীত' আয-যারকাশীর (৬/ ১৭৪)।

(৬) এটি কিছু গবেষকদের (মুহাক্কিকীন) পছন্দকৃত মত, যেমনটি ইবনুস সালাহ তাদের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। 'মুকাদিমাতু ইবনিস সালাহ' (পৃ. ১১০), 'আল-বাহরুল মুহীত' আয-যারকাশীর (৬/ ১৭৫)।

(৭) 'ওয়াও' নুসখায়: 'আজযাআহ' (তাকে যথেষ্ট করেছে)।

(৮) 'আ', 'কাফ' নুসখায়: 'ইলম' (জ্ঞান)।

(ص: 174) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[أقسام الجهالة]

(فَإِنْ سَيِّ) الرَّاوي⁽¹⁾، (وَأُنْفَرَدَ) رَاوٍ (وَاحِدٌ)⁽²⁾ بِالرَّوَايَةِ (عَنْهُ فِ) هُوَ: (مَجْهُولُ الْعَيْنِ)؛ كَالْمُبْهَمِ، إِلَّا أَنْ يُوثِّقَهُ⁽³⁾ غَيْرُ مَنْ يَنْفَرِدُ⁽⁴⁾ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ⁽⁵⁾ إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ.

(أَوْ) إِنْ رَوَى عَنْهُ (اِثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُوثَّقِ)⁽⁶⁾؛ (فِ) هُوَ: (مَجْهُولُ الْحَالِ، وَهُوَ الْمُسْتَوْرٍ)، وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ⁽⁸⁾ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ⁽⁹⁾.

وَالْتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ الْمُسْتَوْرِ وَنَحْوَهُ⁽¹⁰⁾ - مِمَّا فِيهِ الْإِحْتِمَالُ - لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا؛ بَلْ يُقَالُ: هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ⁽¹¹⁾، وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ⁽¹²⁾ فَيَسُنُّ جُرْحَ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ⁽¹³⁾.

(1) في ك: «راو».

(2) في أ: «واحد» بالجِزِّ، وهو وهم.

(3) في نسخة على حاشية ج: «يزكيه».

(4) في ه: «تفرد»، وفي و زيادة: «به».

(5) في ح، ط، م زيادة: «على الأصح».

(6) «وَلَمْ يُوثَّقْ» ليست في أ.

(7) في ي: «فجهول».

(8) منهم: ابن فورك، وسليم الرازي. انظر: الْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزُّرْكَشِيِّ (6 / 160).

(9) عزاه إليهم ابن الصَّلَاحِ في مَقْدِمَتِهِ (ص 111).

(10) كَالْمُبْهَمِ وَمَجْهُولِ الْعَيْنِ. انظر: شرح النُّخْبَةِ لِلْقَارِي (ص 520).

(11) انظر: الْبَرْهَانُ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ لِلْجَوِينِيِّ (1 / 235).

(12) انظر: مَقْدِمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (ص 106).

(13) في حاشية و - بَخْطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ كذلك».

অজ্ঞতার প্রকারভেদ

যদি বর্ণনাকারীর⁽¹⁾ নাম উল্লেখ করা হয়, এবং তার থেকে একজন মাত্র বর্ণনাকারী⁽²⁾

এককভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে সে হলো: মাজহুলুল আইন (যার সত্তা অজ্ঞাত); যেমন মুবহাম (অস্পষ্ট)। তবে যদি তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করার বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে⁽³⁾, বিশুদ্ধতম মতানুসারে। আর একইভাবে (তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হবে) যদি তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করার বর্ণনাকারী নিজেই এর জন্য যোগ্য হন⁽⁵⁾।

অথবা যদি তার থেকে দুইজন বা ততোধিক বর্ণনা করেন, কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করা না হয়⁽⁶⁾; তাহলে সে হলো: মাজহুলুল হাল (যার অবস্থা অজ্ঞাত), আর সে হলো মাসতুর

(আচ্ছাদিত/গোপন)⁽⁷⁾। তার বর্ণনা একদল বিদ্বান⁽⁸⁾ কোনো শর্ত ছাড়াই গ্রহণ করেছেন, আর জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) তা প্রত্যাখ্যান করেছেন⁽⁹⁾।

আর প্রকৃত বিশ্লেষণ হলো: যে, মাসতুর (আচ্ছাদিত) এবং তার মতো অন্যদের⁽¹⁰⁾—যাদের ব্যাপারে সম্ভাবনা বিদ্যমান— বর্ণনাকে ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা গ্রহণ করার কথা বলা যাবে না; বরং বলা হবে: তার অবস্থা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে, যেমনটি ইমামুল হারামাইন⁽¹¹⁾ সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন। আর এর অনুরূপ ইবনুল সালাহ-এর বক্তব্য⁽¹²⁾ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি অস্পষ্টভাবে⁽¹³⁾ সমালোচিত হয়েছেন।

- (1) ক-এর সংস্করণে: «বর্ণনাকারী»।
- (2) আ-এর সংস্করণে: «এক» শব্দটি জার (genitive) অবস্থায় আছে, যা একটি ভুল।
- (3) জি-এর মার্জিনের একটি সংস্করণে: «তাকে সত্যায়ন করে»।
- (4) হা-এর সংস্করণে: «একাকী বর্ণনা করে», এবং ওয়া-এর সংস্করণে: «তা দ্বারা» অতিরিক্ত আছে।
- (5) হা, ত্বা, মি-এর সংস্করণগুলোতে: «সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতে» অতিরিক্ত আছে।
- (6) «এবং তাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করা হয়নি» বাক্যটি আ-এর সংস্করণে নেই।
- (7) ইয়া-এর সংস্করণে: «তাহলে সে অজ্ঞাত»।
- (8) তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনু ফাওরাক এবং সুলাইম আর-রাযী। দেখুন: যারকাশী-এর আল-বাহরুল মুহীত (৬/১৬০)।
- (9) ইবনুল সালাহ তার মুকাদ্দিমা (পৃষ্ঠা ১১১)-তে এটিকে তাদের প্রতি আরোপিত করেছেন।
- (10) যেমন মুবহাম (অস্পষ্ট) এবং মাজহুলুল আইন (যার সত্তা অজ্ঞাত)। দেখুন: আল-কারী-এর শারহু শারহুন নুখবাহ (পৃষ্ঠা ৫২০)।
- (11) দেখুন: জুয়াইনী-এর আল-বুরহান ফী উসুলিল ফিকহ (১/২৩৫)।
- (12) দেখুন: ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দিমা (পৃষ্ঠা ১০৬)।
- (13) ওয়া-এর মার্জিনে – গ্রন্থকারের নিজ হাতে –: «তারপর সে একইভাবে পৌঁছেছে»।

(ثُمَّ الْبِدْعَةُ)؛ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّأْيِ، وَهِيَ: (إِمَّا) أَنْ تَكُونَ (بِكُفْرٍ⁽¹⁾)؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ، (أَوْ بِفُسْقٍ⁽²⁾): (فَالْأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبُهَا الْجُمْهُورُ⁽³⁾)، وَقِيلَ⁽⁴⁾: يَقْبَلُ⁽⁵⁾ مُطْلَقاً، وَقِيلَ⁽⁶⁾: إِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حَلَّ الْكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قَبْلَ⁽⁷⁾.
وَالْتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كُلُّ مُكْفَرٍ بِبِدْعَةٍ⁽⁸⁾؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالَفَتَهَا⁽⁹⁾ مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تَبَالُغُ⁽¹⁰⁾ فَتُكْفَرُ مُخَالَفَتُهَا⁽¹¹⁾، فَلَوْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَأَسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ⁽¹²⁾ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ.
فَالْمُعْتَمَدُ: أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ⁽¹³⁾ مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنْ

(1) في ط: «بكفر».

(2) في ط: «بفسق».

(3) حكاة النووي اتفاقاً لأهل العلم. انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص 50).

(4) عزاه الخطيب لجماعة من أهل النقل والمتكلمين. انظر: الكفاية للخطيب (ص 121).

(5) في ط: «تقبل».

(6) وهو قول أبي الحسين البصري والرازي. انظر: المحصول للرازي (4/ 396).

(7) في حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(8) في ج، هـ، ل: «ببدعته».

(9) في أ: «مخالفتها»، وفي ح، ك: «مخالفتها»، وفي نسخة على حاشية ك:

«مخالفتها»، وفي ل: «مخالفتها»، «مخالفتها» معاً.

(10) في ك: «يبالغ».

(11) في ب، ج، د، ط، ي، ل: «مخالفتها»، وفي ك: «مخالفتها».

(12) في نسخة على حاشية ل: «رَدَّ» بدل: «تكفير»، وفي و: «لاستلزم تكفير».

والضبط المثبت من ب، ج، د، هـ.

(13) في ل: أضاف النسخ في الحاشية كلمة «بدعته» قبل «روايته» وصحح عليها.

والظاهر أنه وهم.

বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণনা এবং তার বিধান

(এরপর বিদ'আত); এটি বর্ণনাকারীর (নির্ভরযোগ্যতার) উপর আপত্তি উত্থাপনের কারণসমূহের নবম। এটি হয়: (হয়তো) এমন কোনো বিষয় দ্বারা যা কুফরী সাব্যস্ত করে ⁽¹⁾ (মু'ক্ফির), যেমন এমন কিছু বিশ্বাস করা যা কুফরী অপরিহার্য করে তোলে; (অথবা যা ফাসিকী (পাপাচারে) নিপতিত করে ⁽²⁾ (মু'ফসিক):

(প্রথম প্রকারটি): তার ধারকের (বর্ণনা) জমহুর (অধিকাংশ বিদ্বান) ⁽³⁾ গ্রহণ করেন না। এবং বলা হয়েছে ⁽⁴⁾ যে, তা (তার বর্ণনা) সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হবে ⁽⁵⁾। আরও বলা হয়েছে ⁽⁶⁾ যে, যদি সে তার মতবাদকে সমর্থন করার জন্য মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে, তবে তা গৃহীত হবে ⁽⁷⁾। আর তাহকীক (পর্যালোচনা) হলো: বিদ'আতের কারণে প্রত্যেক কাফির সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না ⁽⁸⁾। কারণ প্রতিটি দলই দাবি করে যে, তাদের বিরোধীরা ⁽⁹⁾ বিদ'আতী। এবং তারা কখনও কখনও অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করে ⁽¹⁰⁾ তাদের বিরোধীদেরকে ⁽¹¹⁾ কাফির সাব্যস্ত করে। সুতরাং, যদি এটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তা সমস্ত দলকে কাফির সাব্যস্ত করাকে ⁽¹²⁾ অপরিহার্য করে তুলবে।

সুতরাং, নির্ভরযোগ্য মত হলো: যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে ⁽¹³⁾ সে হলো এমন ব্যক্তি যে মুতাওয়াতির (متواتر) কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে

(1) 'ত্বা' (ط) নুসখায়: 'بكفر' রয়েছে।

(2) 'ত্বা' (ط) নুসখায়: 'بفسق' রয়েছে।

(3) ইমাম নববী (رحمه الله) এটি আলেম সমাজের ঐক্যমত্য (ইজমা) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর, আন-নববী (পৃষ্ঠা ৫০)।

(4) খতীব (বাগদাদী) এটি বর্ণনাকারী ও ধর্মতত্ত্ববিদদের (মুতাকাল্লিমীন) একটি দলের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আল-কিফায়াহ, আল-খতীব (পৃষ্ঠা ১২১)।

(5) 'ত্বা' (ط) নুসখায়: 'تقبل' (গ্রহণ করা হবে) রয়েছে।

- (6) এটি আবুল হুসাইন আল-বসরি এবং আর-রাযী (رحمهما الله)-এর উক্তি। দেখুন: আল-মাহসুল, আর-রাযী (৪/ ৩৯৬)।
- (7) 'দা' (د) নুসখার হাশিয়াতে – গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা –: "এরপর সেভাবে পৌঁছাল"।
- (8) 'জীম' (ج), 'হা' (ه), 'লাম' (ل) নুসখায়: 'ببدعته' (তার বিদ'আতের কারণে) রয়েছে।
- (9) 'আলিফ' (أ) নুসখায়: 'مخالفتها' (তার বিরোধী), এবং 'হা' (ح), 'কাফ' (ك) নুসখায়: 'مخالفتها' (তার বিরোধিতা), এবং 'কাফ' (ك) নুসখার হাশিয়াতে একটি কপিতে: 'مخالفيها' (তাদের বিরোধীরা), এবং 'লাম' (ل) নুসখায়: 'مخالفتها', 'مخالفيها' উভয়টিই রয়েছে।
- (10) 'কাফ' (ك) নুসখায়: 'يبالغ' (সে বাড়াবাড়ি করে) রয়েছে।
- (11) 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দা' (د), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل) নুসখায়: 'مخالفيها' (তাদের বিরোধীরা), এবং 'কাফ' (ك) নুসখায়: 'مخالفتها' (তার বিরোধিতা) রয়েছে।
- (12) 'লাম' (ل) নুসখার হাশিয়াতে একটি কপিতে 'تكفير' (কাফির সাব্যস্ত করা)-এর বদলে 'رَدَّ' (প্রত্যাখ্যান) রয়েছে, এবং 'ওয়াও' (و) নুসখায়: 'لاستلزم تكفير' (কাফির সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হবে) রয়েছে, এবং বর্তমানে ব্যবহৃত পাঠটি 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দা' (د), 'হা' (ه) নুসখা থেকে গৃহীত।
- (13) 'লাম' (ل) নুসখায়: লিপিকার হাশিয়াতে 'روايته' (তার বর্ণনা)-এর পূর্বে 'بدعته' (তার বিদ'আত) শব্দটি যোগ করেছেন এবং এর উপর শুদ্ধ চিহ্ন দিয়েছেন, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটি তার ভুল।

(ম: 176) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الشَّرْعُ، مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ ⁽¹⁾ الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ ⁽²⁾ لِمَا يَرْوِيهِ ⁽³⁾ مَعَ وَرَعِهِ
وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ ⁽⁴⁾.
(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي ⁽⁵⁾ بَدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ ⁽⁶⁾ أَصْلًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي قَبُولِهِ
وَرَدِّهِ:
فَقِيلَ ⁽⁷⁾: يُرَدُّ مُطْلَقًا - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي ⁽⁸⁾ الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا
لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي⁽⁹⁾ أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعِ شَيْءٍ يُشَارِكُهُ⁽¹⁰⁾ فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.
وَقِيلَ⁽¹¹⁾: يُقْبَلُ⁽¹²⁾ مُطْلَقًا؛ إِلَّا إِنْ اِعْتَقَدَ جُلَّ الْكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(1) في أ: «فهذه».

(2) في ط: «حفظه».

(3) في أ: «رواه».

(4) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلاً».

(5) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.

(6) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».

(7) في أ: «قيل» من غير فاء.

وهو محكي عن بعض السلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص 120).

(8) «في» ليست في ج.

(9) في هـ، ح، م: «ينبغي».

(10) في أ: «شاركه».

(11) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمُّ للشافعي (510 / 7)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 49)، والكفاية للخطيب (ص 120).

(12) في ب: «تقبل».

শরী‘আহ, যা দ্বীনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সকলের জানা, এবং যে এর বিপরীত বিশ্বাস করে (তার ক্ষেত্রেও একই কথা)।

কিন্তু যে ব্যক্তি এই^(১) গুণসম্পন্ন নয় এবং এর সাথে তার বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ (ضبط) করার ক্ষমতা^(২) তার সংযম ও আল্লাহীতির সাথে যুক্ত হয়েছে, তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণে^(৪) কোনো বাধা নেই।

(দ্বিতীয় প্রকার): সে হলো এমন ব্যক্তি যার বিদ‘আত (ধর্মীয় নবাবিষ্কার) মূলত কুফরি (তকফির)^(৬) আবশ্যিক করে না। তার বর্ণনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়েও মতভেদ রয়েছে: বলা হয়েছে^(৭): তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হবে – এবং এটি একটি দুর্বল মত – এবং এর সপক্ষে সর্বাধিক যে কারণ দেখানো হয়েছে তা হলো: তার কাছ থেকে বর্ণনা করা তার মতবাদকে প্রচার করে এবং তার খ্যাতি বাড়িয়ে দেয়।

এর ভিত্তিতে, তাহলে কোনো বিদ‘আতী (নবাবিষ্কারক) থেকে এমন কোনো কিছু বর্ণনা করা উচিত নয় যা তার সাথে কোনো অ-বিদ‘আতী ব্যক্তিও বর্ণনা করেছে।

এবং বলা হয়েছে^(১১): তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ^(১২) করা হবে; তবে যদি সে মিথ্যার বৈধতায় বিশ্বাসী হয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) ‘আ’ (أ) গ্রন্থে রয়েছে: «فهذه»।

(২) ‘ত্ব’ (ط) গ্রন্থে রয়েছে: «حفظه»।

(৩) ‘আ’ (أ) গ্রন্থে রয়েছে: «رواه»।

(৪) ‘আ’ (أ) গ্রন্থে রয়েছে: «قوله», এবং ‘আ’ (أ), ‘দা’ (د), ‘কাফ’ (ك) গ্রন্থগুলোতে অতিরিক্ত রয়েছে: «أصلًا»।

(৫) ‘ত্ব’ (ط) গ্রন্থে রয়েছে: «يقتضي», এবং ‘আ’ (أ), ‘জিম’ (ج), ‘যা’ (ز), ‘হা’ (ح) গ্রন্থগুলোতে «نقط»-বিহীন (উচ্চারণ ‘তাকতাজি’) রয়েছে।

(৬) ‘লাম’ (ل) গ্রন্থে রয়েছে: «الكفر», এবং একটি অনুলিপির পাদটীকায় রয়েছে: «التكفير»।

(৭) ‘আ’ (أ) গ্রন্থে ‘ফা’ (ف) বর্ণ ছাড়া «قيل» রয়েছে। এটি সালাফদের (পূর্বসূরিদের) কারো কারো থেকে বর্ণিত, তাঁদের মধ্যে ইমাম মালিকও রয়েছেন। দেখুন: আল-খাতীবের ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ১২০)।

(৮) ‘ফি’ (في) শব্দটি ‘জিম’ (ج) গ্রন্থে নেই।

(৯) ‘হা’ (ه), ‘হা’ (ح), ‘মিম’ (م) গ্রন্থগুলোতে রয়েছে: «ينبغي»।

(১০) ‘আ’ (أ) গ্রন্থে রয়েছে: «شاركه»।

(11) এটি ইমাম শাফেঈর অভিমত, এবং হাকিম এটিকে অধিকাংশ হাদীসবিদের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-খাতীব ইবন আবি লায়লা, সাওরী এবং কাজী আবু ইউসুফ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন: শাফেঈর ‘আল-উম্ম’ (৭/৫১০), হাকিমের ‘আল-ইকলিল’ কিতাবের ভূমিকা (পৃ. ৪৯), এবং আল-খাতীবের ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ১২০)।

(12) ‘বা’ (ب) গ্রন্থে রয়েছে: «تقبل»।

(ص: 177) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقِيلَ (1): (يُقْبَلُ مَنْ (2) لَمْ يَكُنْ (3) دَاعِيَةً) إِلَى بَدْعَتِهِ؛ لِأَنَّ (4) تَزْيِينَ بَدْعَتِهِ قَدْ يَحْبِلُهُ (5) عَلَى تَحْرِيفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيتِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ (6) مَذْهَبُهُ، وَهَذَا (فِي الْأَصَحِّ).
وَأُغْرِبَ ابْنُ حَبَّانَ (7) فَادَّعَى الْإِتِّفَاقَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الْأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ (8).
(إِلَّا إِنْ رَوَى (9) مَا يَقْوِي بَدْعَتَهُ، فَيُرَدُّ (10) عَلَى) الْمَذْهَبِ (الْمُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ) الْحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ (الْجَوْزَجَانِيُّ) (11)؛ شَيْخُ) أَبِي دَاوُدَ وَ (النَّسَائِيُّ) فِي كِتَابِهِ (12): «مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ» (13)، فَقَالَ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ: «وَمِنْهُمْ (14) زَائِعٌ عَنِ الْحَقِّ - أَبِي: عَنِ (15) السُّنَّةِ -، صَادِقُ اللَّهْجَةِ، فَلَيْسَ فِيهِ

(1) انظر: الكفاية للخطيب (ص 121).

(2) في م: «ما».

(3) في أ زيادة: «له».

(4) في أ: «لا».

(5) في ب، ج، ك، ل: «تحمله».

(6) في أ: «يعتقده»، وفي ط: «على مذهب ما يقتضيه».

(7) انظر: الثقات (6/ 140).

(8) قوله: «مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الْكَثْرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ» سقط من أ.

(9) في ب، ج، و: «أن يروي».

(10) في ي: «فترد»، وفي ح: بالتاء والياء.

(11) في ط: «الجَوْزُ جَانِي» بفتح الجيم والواو، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ل،

م.

وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، الحافظ (ت 259 هـ).

تاريخ دمشق لابن عساكر (7/ 278).

(12) في ب: «كتاب».

(13) مطبوع باسم: «أحوال الرجال».

(14) في ك: «منهم»، وفي هـ زيادة: «من».

(15) في أ: «على».

বলা হয়েছে⁽¹⁾: (তাকে গ্রহণ করা হয় যিনি⁽²⁾ তার বিদআতের (নব-আবিষ্কৃত ধর্মীয় মতবাদ)⁽³⁾ প্রচারক ছিলেন না); কারণ⁽⁴⁾ তার বিদআতকে সুশোভিত করা তাকে⁽⁵⁾ বর্ণনা বিকৃত করতে এবং সেগুলোকে তার মাযহাবের (ধর্মীয় মতবাদ)⁽⁶⁾ চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্ররোচিত করতে পারে। আর এটি (সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে)।

ইবনু হিব্বান⁽⁷⁾ একটি অস্বাভাবিক মত ব্যক্ত করেছেন, তিনি বিদআতের অপ্রচারকের বর্ণনা বিনা শর্তে গ্রহণ করার বিষয়ে ঐকমত্য দাবি করেছেন; হ্যাঁ, অধিকাংশের মতে বিদআতের অপ্রচারকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য⁽⁸⁾।

(তবে যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে⁽⁹⁾ যা তার বিদআতকে শক্তিশালী করে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে⁽¹⁰⁾) নির্বাচিত মাযহাব (বা পছন্দের মত) অনুযায়ী, এবং এর মাধ্যমেই হাফিয আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইয়া'কুব (আল-জাওয়াজানি)⁽¹¹⁾ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন; তিনি আবু দাউদ ও (আন-নাসায়ী) এর শায়খ (শিক্ষক), তার কিতাব⁽¹²⁾: «মারিফাতুর রিজাল»⁽¹³⁾-এ, এবং তিনি বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বলেছেন: «এবং তাদের মধ্যে⁽¹⁴⁾ এমন ব্যক্তি আছেন যিনি সত্য থেকে বিচ্যুত - অর্থাৎ, সুন্নাহ⁽¹⁵⁾ থেকে -, কথাবার্তায় সত্যবাদী, অতএব তার মধ্যে নেই

- (1) দেখুন: আল-খাতীবের আল-কিফায়া (পৃ. ১২১)।
- (2) ম পাণ্ডুলিপিতে: «মা»।
- (3) আ পাণ্ডুলিপিতে একটি অতিরিক্ত শব্দ: «লাহু»।
- (4) আ পাণ্ডুলিপিতে: «লা»।
- (5) ব, জ, ক, ল পাণ্ডুলিপিতে: «তাহমিলুহু»।
- (6) আ পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়া'তাকিদুহু», এবং ত্ব পাণ্ডুলিপিতে: «আলা মাযহাব মা ইয়াকতাদীহি»।
- (7) দেখুন: আস-সিকাত (৬/১৪০)।
- (8) তাঁর উক্তি: «বিনা শর্তে; হ্যাঁ, অধিকাংশের মতে বিদআতের অপ্রচারকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য» আ পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (9) ব, জ, ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: «আন ইয়ারবী»।
- (10) ইয়া পাণ্ডুলিপিতে: «ফাতুরাদ», এবং হা পাণ্ডুলিপিতে: তা ও ইয়া উভয় বর্ণ দ্বারা।
- (11) ত্ব পাণ্ডুলিপিতে: «আল-জাওয়াজানি» জিম ও ওয়াও হরফে ফাতহা সহ, এবং যা প্রমাণিত হয়েছে তা ব, জ, দ, হা, ওয়াও, ইয়া, ল, ম পাণ্ডুলিপি থেকে।
এবং তিনি হলেন: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইয়া'কুব ইবনু ইসহাক আল-জাওয়াজানি, আল-হাফিয (মৃত্যু ২৫৯ হি.)। ইবনু আসাকিরের তারিখু দিমাশক (৭/২৭৮)।
- (12) ব পাণ্ডুলিপিতে: «কিতাব»।
- (13) «আহওয়ালুর রিজাল» নামে মুদ্রিত।
- (14) ক পাণ্ডুলিপিতে: «মিনহুম», এবং হা পাণ্ডুলিপিতে একটি অতিরিক্ত শব্দ: «মিন»।
- (15) আ পাণ্ডুলিপিতে: «আলা»।

(ص: 178) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ⁽¹⁾ مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَرًا؛ إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ⁽²⁾ بِدْعَتُهُ⁽³⁾.
انْتَهَى.

وَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا⁽⁴⁾ رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ⁽⁵⁾ فِيهَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ
الْمَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُتَّبِعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁽⁶⁾.

[سوء الحفظ]

(ثُمَّ سُوءُ الْحِفْظِ)؛ وَهُوَ السَّبَبُ الْعَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: مَنْ لَمْ يَرْجَحْ⁽⁷⁾
جَانِبٌ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطِيئِهِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
(إِنْ كَانَ لَازِمًا) لِلرَّائِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، (فَ) هُوَ: (الشَّاذُّ؛ عَلَى رَأْيِي) بَعْضُ أَهْلِ
الْحَدِيثِ.

[الاختلاط]

(أَوْ) إِنْ كَانَ سُوءُ الْحِفْظِ (طَارِئًا) عَلَى الرَّائِي، إِمَّا لِكِبَرِهِ، أَوْ لِدَهَابِ⁽⁸⁾ بَصَرِهِ، أَوْ
لِاخْتِرَاقِ كُتُبِهِ، أَوْ عَدَمِهَا؛ بِأَنَّ⁽⁹⁾ كَانَ

(1) في ح، ونسخة على حاشية ك: «يوجد»، وهو تحريف.

(2) في د: «يقوّي به»، وفي ب: «يقوّيه» بآلياء، وفي هـ: بالتاء، وفي ك: بالتاء والياء.

(3) أحوال الرجال للجوزجاني (ص 11).

(4) في ج، ل: «بها».

(5) في ط: «ظاهرة».

(6) في حاشية د - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك».

(7) في ج: «يُرجح» بضم الياء وفتح الرَّاء وتشديد الجيم المفتوحة، وفي هـ:

«يُرجح» بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من و. قال القاري رحمه الله في شرح

شرح النُّخبة (ص 533): «بتثليث الجيم، أي: لم يغلب».

(8) في ي، ك: «ذهاب».

কোনো উপায় নেই, তবে যদি গ্রহণ করা হয়⁽¹⁾ তার বর্ণনা থেকে যা মুনকার (অস্বীকৃত) নয়; যদি এর দ্বারা সে তার বিদআতকে (ধর্মীয় উদ্ভাবনকে) শক্তিশালী না করে⁽²⁾»⁽³⁾। শেষ হলো। আর তিনি যা বলেছেন, তা যুক্তিযুক্ত; কারণ সেই কারণ, যার জন্য (বিদআতের) আহ্বানকারীর হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা প্রযোজ্য⁽⁴⁾ যখন বর্ণিত বিষয়ের বাহ্যিক দিক উদ্ভাবনকারীর (মুবতাদি) মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়⁽⁵⁾, যদিও সে আহ্বানকারী না হয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন⁽⁶⁾।

[দুর্বল স্মৃতিশক্তি (সুউল হিফজ)]

(তারপর দুর্বল স্মৃতিশক্তি); আর এটি (হাদিসের) ত্রুটির দশম কারণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যার সঠিক হওয়ার দিকটি তার ভুল করার দিকের উপর প্রাধান্য পায় না⁽⁷⁾। আর এটি দুই প্রকারের:

(যদি এটি বর্ণনাকারীর জন্য তার সকল অবস্থায় স্থায়ী হয়), (তবে) তা হলো: (শাজ্জ - شاذ; কিছু হাদিসবিশারদের মতে)।

[ইখতিলাত (বিভ্রাট)]

(অথবা) যদি দুর্বল স্মৃতিশক্তি বর্ণনাকারীর উপর আকস্মিকভাবে আসে, হয় তার বার্ষিক্যের কারণে, অথবা তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে⁽⁸⁾, অথবা তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার কারণে, অথবা সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণে; যেমন যদি এমন হয়⁽⁹⁾

(1) 'হা' (ح) তে এবং 'কাফ' (ك) এর টীকায় প্রাপ্ত নুসখায়: «ইউজাদু» (يوجد) আছে, যা বিকৃতি।

(2) 'দা' (د) তে: «ইউকাভতী বিহি» (يقوّي به), এবং 'বা' (ب) তে: «ইউকাভতীহি» (يقوّيه) ইয়া (ي) সহ, এবং 'হা' (ه) তে: তা (ت) সহ, এবং 'কাফ' (ك) তে: তা (ت) ও ইয়া (ي) সহ।

(3) জাওজাজানির আহওয়ালুর রিজাল (পৃ. ১১)।

(4) 'জিম' (ج) ও 'লাম' (ل) তে: «বিহা» (بها)।

(5) 'ত্বা' (ط) তে: «জাহিরাহ» (ظاهرة)।

- (6) 'দা' (د) এর টীকায় – লেখকের নিজ হাতে: «সুন্না বালাগা কাজালিকা» (ثم بلغ كذلك)।
- (7) 'জিম' (ج) তে: «ইউরাজ্জাহ» (يُرَجِّعُ) ইয়া (ي) তে পেশ, রা (ر) তে ফাতহা এবং জিম (ج) এ তাশদীদ ও ফাতহা সহ। এবং 'হা' (ه) তে: «ইয়ারজুহ» (يُرْجُحُ) ইয়া (ي) তে ফাতহা এবং জিম (ج) এ পেশ সহ। আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'ওয়াও' (و) থেকে গৃহীত। আল-কারি (রহ.) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৫৩৩) এ বলেছেন: "জিম-এর উচ্চারণ তিন প্রকারে (بتثليث الجيم), অর্থাৎ: প্রাধান্য পায় না।"
- (8) 'ইয়া' (ي) ও 'কাফ' (ك) তে: «যাহাব» (ذَهَابَ)।
- (9) 'আলিফ' (أ) ও 'ত্বা' (ط) তে: «ফা ইন» (فَإِنَّ)।

(ص: 179) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

يَعْتَبِدُهَا فَرَجَعَ إِلَى حِفْظِهِ فَسَاءَ؛ (ف) هَذَا هُوَ ⁽¹⁾ (الْمُخْتَلِطُ).
وَالْحُكْمُ فِيهِ: أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ إِذَا تَبَيَّرَ قَبْلَ، وَإِذَا ⁽²⁾ لَمْ يَتَبَيَّرْ تُوَقَّفَ فِيهِ، وَكَذَا مَنْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ⁽³⁾ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْآخِذِينَ عَنْهُ.

[تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات وضوابطه]

(وَمَتَى تُوْبِعَ السِّيَرُ الْحِفْظُ بِمُعْتَبَرٍ)؛ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلُهُ لَا دُونَهُ، (وَكَذَا)
الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ ⁽⁴⁾ يَتَبَيَّرْ، وَ (الْمُسْتَوْرُ، وَ) الْإِسْنَادُ (الْمُرْسَلُ، وَ) كَذَا (الْمُدَلَّسُ) إِذَا
لَمْ يُعْرَفِ ⁽⁵⁾ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ؛ (صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ؛ بَلْ) وَصَفُهُ ⁽⁶⁾ بِذَلِكَ (بِ)
اعْتِبَارِ (الْمَجْمُوعِ) مِنَ الْمُتَابِعِ ⁽⁷⁾ وَالْمُتَابِعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِحْتِمَالُ ⁽⁸⁾ كَوْنِ ⁽⁹⁾
رِوَايَتِهِ صَوَابًا أَوْ غَيْرَ ⁽¹⁰⁾ صَوَابٍ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ.
فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُعْتَبَرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ؛ رُجِّحَ ⁽¹¹⁾

(1) في ط: «فهو هذا» بدل: «فهذا هو».

(2) في أ: «وإن».

(3) في مر: «تعرف».

(4) في ل: «لا»، وفي نسخة على حاشيتها: «لم».

(5) في أ: «يُعلم».

(6) في ح: «بوصفه».

(7) في ط، ك: «التابع».

(8) في ج: «احتمل»، وفي حاشيتها: «قوله: احتمل، وعلى نسخة: احتمال». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 541): «ورأيت في نسخة «احتمل» بصيغة الماضي».

(9) في و: «أن تكون»، وفي ز: «أن يكون» بدل: «كون».

(10) في ج: «وغير»، وفي د، ح: «غير» بالرفع، والمثبت من أ، ك.

(11) في د، ح: «رَجَح» بفتح الرَّاء والجيم المخففة، والمثبت من و. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 541): «بصيغة المفعول».

তিনি সেগুলোর ওপর নির্ভর করতেন, কিন্তু পরে তাঁর স্মৃতিশক্তির অবনতি ঘটল; সুতরাং এই ব্যক্তিই হলেন বিভ্রান্ত বর্ণনাকারী (আল-মুখতালাত)।

আর এর বিধান হলো: স্মৃতিশক্তির অবনতির (আল-ইখতিলাত) পূর্বে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, যদি তা পার্থক্য করা যায়, তবে তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি তা পার্থক্য করা না যায়, তবে সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। একইভাবে যার বিষয়ে বিষয়টি অস্পষ্ট, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান। আর এটি কেবল তাঁর থেকে গ্রহণকারীদের (বর্ণনাকারীদের) অবস্থা বিবেচনা করে জানা যায়।

[সমর্থনমূলক বর্ণনা (আল-মুতাবাত) দ্বারা দুর্বল হাদিসকে শক্তিশালীকরণ এবং এর নীতিমালা]

যখন দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি (আস-সায়িউল হিফয) নির্ভরযোগ্য (মু'তাবার) কোনো বর্ণনাকারী দ্বারা সমর্থিত হন; যেমন সে (সমর্থনকারী বর্ণনাকারী) তার (দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বর্ণনাকারীর) চেয়ে উচ্চতর স্তরের অথবা সমমানের হয়, নিম্নস্তরের নয়; এবং একইভাবে সেই বিভ্রান্ত বর্ণনাকারী (আল-মুখতালাত) যার বর্ণনাকে আলাদা করা যায়নি, এবং

(আল-মাসতুর), এবং (আল-মুরসাল) সনদ, এবং একইভাবে (আল-মুদাল্লাস) (হাদিস) যদি এর থেকে বাদ পড়া (বর্ণনাকারী) জানা না যায়; তবে তাদের হাদিস উত্তম (হাসান) হয়ে যায়, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নয়; বরং এই গুণ (হাসান) হয় সমর্থনকারী (আল-মুতাবি') এবং যাকে সমর্থন করা হয়েছে (আল-মুতাবা') উভয়ের সমষ্টিগত বিবেচনার মাধ্যমে; কারণ তাদের প্রত্যেকেরই বর্ণনা সঠিক হওয়ার বা বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সমানভাবে থাকে। সুতরাং, যখন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে তাদের কারো সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বর্ণনা আসে, তখন তার (সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা) অগ্রাধিকার পায়।

- (১) 'ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে «ফাহুওয়া হাযা» পাঠটি «ফাহাযা হুওয়া» এর পরিবর্তে রয়েছে।
- (২) 'আলিফ' (ا) পাণ্ডুলিপিতে «ওয়া ইন» রয়েছে।
- (৩) 'মিম' (م) পাণ্ডুলিপিতে «তু'রাফু» রয়েছে।
- (৪) 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে «লা» এবং এর টীকায় একটি পাণ্ডুলিপিতে «লাম» রয়েছে।
- (৫) 'আলিফ' (ا) পাণ্ডুলিপিতে «ইউ'লামু» রয়েছে।
- (৬) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে «বিওয়াসফিহি» রয়েছে।
- (৭) 'ত্বা' (ط) ও 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে «আত-তাবি'» রয়েছে।
- (৮) 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে «ইহতামালা» রয়েছে, এবং এর টীকায়: «তাঁর উক্তি: ইহতামালা, এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে: ইহতিমালুন» রয়েছে। ইমাম কারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) 'শারহ শারহিন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৫৪১) গ্রন্থে বলেছেন: «আমি একটি পাণ্ডুলিপিতে «ইহতামালা» অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ আকারে দেখেছি।»
- (৯) 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপিতে «আন তাকূনা» এবং 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে «কাউনি» এর পরিবর্তে «আন ইয়াকূনা» রয়েছে।
- (১০) 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে «ওয়া গাইরা» এবং 'দাল' (د) ও 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে রফ' (رفع) সহ «গাইরু» রয়েছে, আর (পাঠ হিসেবে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ' (ا) ও 'কাফ' (ك) (পাণ্ডুলিপি) থেকে নেওয়া হয়েছে।
- (১১) 'দাল' (د) ও 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে রা (ر) ও হালকা জিম (ج) এর ফাতহা (فتح) সহ «রাজাহা» রয়েছে, আর (পাঠ হিসেবে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'ওয়াও' (و) (পাণ্ডুলিপি) থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম কারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) 'শারহ শারহিন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৫৪১) গ্রন্থে বলেছেন: «কর্মবাচ্য আকারে।»

أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الْإِحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ الْقَبُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁽¹⁾.
وَمَعَ⁽²⁾ ارْتِقَائِهِ إِلَى دَرَجَةِ الْقَبُولِ⁽³⁾؛ فَهُوَ⁽⁴⁾ مُنْحَطٌّ عَنْ رُتْبَةِ⁽⁵⁾ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ.
وَقَدْ انْقَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ⁽⁶⁾.

[أقسام الحديث باعتبار منتهى إسناده]
(ثُمَّ الْإِسْنَادُ)؛ وَهُوَ «الطَّرِيقُ الْمَوْصِلَةُ»⁽⁷⁾ إِلَى الْمَتْنِ.

[البرفوع وأنواعه]
وَالْمَتْنُ هُوَ «غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ»؛ وَهُوَ⁽⁸⁾: (إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ - إِمَّا (تَصْرِيحاً)⁽⁹⁾ أَوْ حُكْماً) - أَنَّ الْمَنْقُولَ⁽¹⁰⁾
بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ (مِنْ قَوْلِهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَوْ) مِنْ (فِعْلِهِ، أَوْ) مِنْ (تَقْرِيرِهِ).

(1) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و، ز، ل.

(2) في ب: «وَمِنْ».

(3) في ل: «القبول».

(4) في ي: «هو».

(5) في أ، ي: «درجة».

(6) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ قراءة بحث علي»، وفي حاشية د، و، م - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».

(7) في أ: «الموصل».

(8) في ل كتب فوق كلبة «هو»: نسخة.

(9) في أ: «صريحاً».

(10) في أ: «المقول».

উল্লিখিত দুটি সম্ভাবনার একটি দিক, এবং তা প্রমাণ করে যে হাদিসটি সংরক্ষিত (মাহফূয), সুতরাং এটি স্থগিতের স্তর (তাওয়াফফ) থেকে গ্রহণযোগ্যতার স্তর (কুবুল) পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।⁽¹⁾

এবং⁽²⁾ গ্রহণযোগ্যতার স্তর (কুবুল) পর্যন্ত⁽³⁾ উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও; এটি 'হাসান লি-জাতিহি' এর মর্যাদা⁽⁴⁾ থেকে নিম্নস্তরের⁽⁵⁾, এবং কেউ কেউ এটিকে 'হাসান' নাম দিতে দ্বিধা বোধ করেন। আর মতন (মূল পাঠ)-এর গ্রহণ ও বর্জনের (কুবুল ওয়া রদ)⁽⁶⁾ দিক থেকে যা সম্পর্কিত ছিল, তা সমাপ্ত হলো।

[তার সনদ (ইসনাদ)-এর সমাপ্তি অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ]

(এরপর ইসনাদ বা সনদ); এবং এটি হলো «মতনে (মূল পাঠে) পৌঁছানোর পথ»⁽⁷⁾।

[মারফু' এবং তার প্রকারভেদ]

আর মতন (মূল পাঠ) হলো «কথা যা ইসনাদ (সনদ)-এর শেষ প্রান্তে পৌঁছায়»; এবং এটি⁽⁸⁾: (হয়তো) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে এবং তার শব্দ - হয় (সুস্পষ্টভাবে⁽⁹⁾ অথবা বিধিগতভাবে) - নির্দেশ করে যে, ওই ইসনাদ দ্বারা বর্ণিত (কথা)⁽¹⁰⁾ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (কথা), অথবা তাঁর (কাজ), অথবা তাঁর (অনুমোদন বা তাকরীর) থেকে।

(1) 'আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত' এই বাক্যটি (হ, ও, য, ল পাণ্ডুলিপিতে) নেই।

(2) 'ব' পাণ্ডুলিপিতে: 'ওমান'।

(3) 'ল' পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-মাকবুল'।

(4) 'ই' পাণ্ডুলিপিতে: 'হুয়া'।

(5) 'আ', 'ই' পাণ্ডুলিপিতে: 'দারাজাহ'।

(6) 'আ' পাণ্ডুলিপির ঢীকায় – লেখকের নিজ হাতে – লেখা আছে: 'অতঃপর আমার উপর গবেষণা পাঠ সমাপ্ত হয়েছে', এবং 'দ', 'ও', 'ম' পাণ্ডুলিপির ঢীকায় – তাঁর নিজ হাতেই – লেখা আছে: 'অতঃপর এটিও অনুরূপভাবে সমাপ্ত হয়েছে'।

(7) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-মুওসিল'।

(8) 'ল' পাণ্ডুলিপিতে 'হুয়া' শব্দের উপরে লেখা আছে: 'নুসখা'।

(9) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: 'সারিহান'।

(10) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-মাকুল'।

(ص: 181) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ تَصْرِيحاً: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا⁽¹⁾، أَوْ يَقُولُ⁽²⁾ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوْ: عَنْ⁽³⁾ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، وَنَحْوُ⁽⁴⁾ ذَلِكَ.

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ تَصْرِيحاً: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا، أَوْ يَقُولُ⁽⁵⁾ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا.

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ التَّفْصِيلِ تَصْرِيحاً⁽⁶⁾: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: فَعَلَ فَلَانٌ⁽⁷⁾ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا⁽⁸⁾؛ وَلَا يَذْكُرُ إِنكَارَهُ لِذَلِكَ.

[من أنواع المرفوع حكماً]

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ حُكماً لَا تَصْرِيحاً: مَا⁽⁹⁾ يَقُولُ الصَّحَابِيُّ - الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ - مَا⁽¹⁰⁾ لَا مَجَالَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ، وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيبٍ؛ كَالْإِخْبَارِ

- (1) «يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا» سقطت من ج.
- (2) في د: «أَوْ يَقُولُ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من هـ.
- (3) في ح: «وعن».
- (4) في ح، م: «أَوْ نحو».
- (5) في د: «أَوْ يَقُولُ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من هـ.
- (6) «تَصْرِيحاً» ليست في أ، ب، ج، د، ح، ط، ل.
- (7) في أ: «فلان فلان» بدل: «فَعَلَ فُلَانٌ».
- (8) «كَذَا» ليست في ج، ومن قوله: «أَوْ يَقُولُ هُوَ» إلى هنا سقط من ط.
- (9) في ك: «أَنْ»، و «مَا» سقطت من أ. قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 548): «(مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ) قيل: (مَا) مصدرية، والأظهر أَنْ (مَا) موصولة أو موصوفة؛ أي: الحديث الذي يقوله الصحابي، أو حديث يقول فيه الصحابي».
- (10) في ل: «مِمَّا».

উক্তিগত মারফু' (মারফু'-হাদীস) এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো: কোনো সাহাবী যখন বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি", অথবা:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই কথা বলেছেন"⁽¹⁾, অথবা তিনি⁽²⁾ বা

অন্য কেউ বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেছেন", অথবা:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত"⁽³⁾ যে, তিনি এই কথা বলেছেন", এবং এ ধরনের অন্যান্য উক্তি⁽⁴⁾।

কর্মগত মারফু' এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো: কোনো সাহাবী যখন বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কাজ করতে দেখেছি", অথবা তিনি⁽⁵⁾ বা অন্য কেউ বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ করতেন।"

তাকরীরী (অনুমোদনমূলক) মারফু' এর সুস্পষ্ট উদাহরণ⁽⁶⁾ হলো: কোনো সাহাবী যখন বলেন:

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এই কাজ করেছি", অথবা তিনি বা

অন্য কেউ বলেন: "অমুক ব্যক্তি⁽⁷⁾ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এই কাজ

করেছে"^(৪); এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এর কোনো অস্বীকৃতি উল্লেখ করা না হয়।

[হুকমি মারফু' এর প্রকারভেদ থেকে]

উক্তিগত মারফু' (মারফু'-হাদীস) এর হুকমি (আইনগত) উদাহরণ, সুস্পষ্ট নয়: যে সাহাবী ইসরাইলিয়াত (ইহুদি-খ্রিষ্টান সূত্র) থেকে গ্রহণ করেননি, তার এমন উক্তি^(৯) যার মধ্যে ইজতিহাদ (গবেষণামূলক রায়) এর কোনো সুযোগ নেই, এবং যার সাথে কোনো ভাষার ব্যাখ্যা বা অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যার সম্পর্ক নেই; যেমন সংবাদ প্রদান করা

(১) «...এই কথা বলেন», অথবা: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই কথা বলেছেন» — এই অংশটি 'জিম' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(২) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে «أَوْ يَقُولُ» (আও ইয়াকুলু) রফ' (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর (বর্তমান) যা প্রমাণিত, তা 'হা' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(৩) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে «وَعَنْ» (ওয়া 'আন) রয়েছে।

(৪) 'হা' ও 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে «أَوْ نَحْوُ» (আও নাহু) রয়েছে।

(৫) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে «أَوْ يَقُولُ» (আও ইয়াকুলু) রফ' (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর (বর্তমান) যা প্রমাণিত, তা 'হা' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(৬) «تَضَرَّيْحًا» (তাসরীহান - সুস্পষ্টভাবে) শব্দটি 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'তা' ও 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(৭) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে «فَعَلَ فُلَانٌ» (ফা'আলা ফুলানু - অমুক করেছে) এর পরিবর্তে «فَلَانٌ فُلَانٌ» (ফুলান ফুলান) রয়েছে।

(৮) «كَذَا» (কাযা - এমন) শব্দটি 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে নেই, এবং «أَوْ يَقُولُ هُوَ» (আও ইয়াকুলা হুওয়া - অথবা তিনি বলেন) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অংশটি 'তা' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(৯) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে «أَنَّ» (আন) রয়েছে, এবং «مَا» (মা) শব্দটি 'আলিফ' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে। ইমাম কারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৫৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: «(মায়াকুলুস সাহাবী - সাহাবী যা বলেন) বলা হয়েছে: (মা) মাসদারিয়্যাহ (ক্রিয়ামূলীয়), তবে অধিক সুস্পষ্ট হলো যে, (মা) মাওসূলা (আপেক্ষিক সর্বনাম)

অথবা মাওসূফাহ (বিশেষিত); অর্থাৎ, যে হাদীস সাহাবী বর্ণনা করেন, অথবা যে হাদীসে সাহাবী বলেন»।

(10) ‘লাম’ পাণ্ডুলিপিতে «مما» (মিম্মা) রয়েছে।

(ص: 182) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ - مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ -، أَوْ الْآتِيَةِ⁽¹⁾ - كَالْمَلَأِجِمِ⁽²⁾ وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - .
وَكَذَا الْإِخْبَارُ⁽³⁾ عَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ⁽⁴⁾ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ⁽⁵⁾، أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ.
وَأِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِرًا لَهُ، وَمَا لَا⁽⁶⁾ مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ يَقْتَضِي مُوقِفًا⁽⁷⁾ لِلْقَائِلِ بِهِ، وَلَا مُوقِفًا⁽⁸⁾ لِلصَّحَابَةِ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بَعْضُ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، فَلِهَذَا وَقَعَ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَإِذَا⁽⁹⁾ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ⁽¹⁰⁾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَهُوَ مَرْفُوعٌ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا⁽¹¹⁾ سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ⁽¹²⁾.

(1) في ج، هـ: «والآتية».

(2) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 551): «بِفَتْحِ الْمِيمِ، جَمْعُ الْمَلَحِمِ، وَهُوَ الْمَقْتُلُ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْحُرُوبُ».

(3) فِي هـ: «الْأَخْبَارُ». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 552) -: «بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ».

(4) فِي د: «بِهِ».

(5) فِي هـ: «مَخْصُوصٌ» بِالْجَرِّ الْمَنْوَنِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ د، ي، ك.

(6) فِي هـ، ط: «وَلَا» بَدَلُ: «وَمَا لَا».

(7) في أ: «تَوْقُفًا»، وفي ح: «مَوْقِفًا» بتخفيف القاف، والمثبت من د، هـ، ز، ل. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 552): «بضم ميم، وسكون واو وكسر قاف مخففة، أو مشددة، أي: معلماً أو مطلعاً».

(8) في أ: «ولا تَوْقُفَ».

(9) في هـ، و، ز: «فإِذَا».

(10) في ك: «النَّبِي».

(11) في ز، ح، ط، ك: «مَا».

(12) في ك زيادة: «أمر لا».

وفي حاشية أ - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك».

অতীতের বিষয়াবলী সম্পর্কে - সৃষ্টির সূচনা এবং নবীদের সংবাদসমূহ থেকে - অথবা আগত বিষয়াবলী⁽¹⁾ - যেমন মহাযুদ্ধসমূহ (মালাহিম)⁽²⁾, ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) এবং কিয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে।

তেমনিভাবে এমন বিষয়ে সংবাদ প্রদান যা তার (ব্যক্তির) কর্মের মাধ্যমে বিশেষ সওয়াব (প্রতিফল)⁽⁵⁾ অথবা বিশেষ শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

আর এর মারফু' (নবী কর্তৃক বর্ণিত) হওয়ার হুকুম এইজন্যই যে, এ বিষয়ে তার (সাহাবীর) সংবাদ প্রদান একজন সংবাদদাতার (নবী) প্রয়োজন করে, এবং যে বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা)⁽⁶⁾ করার সুযোগ নেই, তা এর বক্তার জন্য একজন নির্দেশক (বা শিক্ষকের)⁽⁷⁾ প্রয়োজন করে।

আর সাহাবায়ে কেরামের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোনো নির্দেশক⁽⁸⁾ নেই, অথবা প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে সংবাদ প্রদানকারী কিছু ব্যক্তি (নির্দেশক হতে পারে)। এজন্য দ্বিতীয় প্রকার থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর যদি এমন হয়⁽⁹⁾, তাহলে তার হুকুম এমন যেন তিনি বলেছেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম⁽¹⁰⁾ বলেছেন'; সুতরাং এটি মারফু' (নবী কর্তৃক বর্ণিত); তা তিনি সরাসরি তাঁর (নবীর) কাছ থেকে শুনে থাকুন⁽¹¹⁾, অথবা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে তাঁর (নবীর) কাছ থেকে শুনে থাকুন⁽¹²⁾।

(1) 'জ্বিম' এবং 'হা' এর প্রতিলিপিতে: «والآتية» (এবং আগত)।

- (2) আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবাহ' (পৃ. ৫৫১) গ্রন্থে বলেন: "মীম" বর্ণে ফাতহা (যবর) সহকারে, এটি 'আল-মালহাম' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 'আল-মাকতাল' (যুদ্ধক্ষেত্র/হত্যার স্থান)। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যুদ্ধসমূহ।
- (3) 'হা' প্রতিলিপিতে: «الْأَخْبَارُ» (আল-আখবার)। আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবাহ' (পৃ. ৫৫২) গ্রন্থে বলেন: "হামযাহ" বর্ণে কাসরা (জের) সহকারে।
- (4) 'দাল' প্রতিলিপিতে: «بِهِ» (তার দ্বারা)।
- (5) 'হা' প্রতিলিপিতে: «مَخْصُوصٍ» তানবীনযুক্ত জার (কাছরা) সহকারে, এবং 'দাল', 'ইয়া', 'কাফ' প্রতিলিপি থেকে যা গৃহীত হয়েছে।
- (6) 'হা' এবং 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: «وَالْ» ('এবং না') «وَمَا» ('এবং যা না') এর পরিবর্তে।
- (7) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: «تَوْقُفًا», এবং 'হা' প্রতিলিপিতে: «مُوقِفًا» কাফকে তাখফীফ (হালকা) সহকারে। এবং 'দাল', 'হা', 'যা', 'লাম' প্রতিলিপি থেকে যা গৃহীত হয়েছে। আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবাহ' (পৃ. ৫৫২) গ্রন্থে বলেন: "মীম" এ যম্মা (পেশ), "ওয়াও" এ সুকুন (জযম) এবং "কাফ" এ কাসরা (জের) তাখফীফকৃত (হালকা) অথবা তাশদীদযুক্ত (শক্ত)। অর্থাৎ: 'শিক্ষক' বা 'জ্ঞাতকারী'।
- (8) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: «وَلَا تَوْقُفَ» ('এবং কোন বিরতি/থেমে থাকা নেই')।
- (9) 'হা', 'ওয়াও', 'যা' প্রতিলিপিতে: «فَإِذَا» ('সুতরাং যখন')।
- (10) 'কাফ' প্রতিলিপিতে: «النَّبِيِّ» ('নবী')।
- (11) 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'কাফ' প্রতিলিপিতে: «مَا» ('যা')।
- (12) 'কাফ' প্রতিলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «أَمْ لَا» ('নাকি না')।
- এবং 'আলিফ' এর টীকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে -: "তারপর এমনই পৌঁছেছে"।

(ص: 183) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ حُكْمًا: أَنْ يَفْعَلَ⁽¹⁾ الصَّحَابِيُّ⁽²⁾ مَا لَا مَجَالَ لِإِلَاجَتِهِادِ فِيهِ؛
فَيُنْزَلُ⁽³⁾ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ
عَلِيِّ فِي⁽⁴⁾ الْكُصُوفِ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ⁽⁵⁾ -.

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ التَّفْصِيلِ حُكْمًا⁽⁶⁾: أَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ⁽⁷⁾ اِطْلَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِتَوَفُّرِ دَوَائِعِهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ⁽⁸⁾ أُمُورٍ دِينِيهِمْ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الْوَحْيِ؛ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَتِرُونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ⁽⁹⁾ الْفِعْلِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَابِرٌ⁽¹⁰⁾، وَأَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا⁽¹¹⁾ عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ بِأَتْلُفَهُمْ⁽¹²⁾ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ

(1) في ط: «يقول».

(2) «الصَّحَابِيُّ» سقطت من هـ، و.

(3) في أ، ح، ط، ك، م، ونسخة على حاشية د: «فيدل». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 554): «(فينزل) بتشديد الزاي المفتوحة؛ أي: فيحصل».

(4) «عَلَيَّ فِي» سقطت من ط.

(5) انظر: اختلاف الحديث (ص 185)، والسُّنَنُ الْكُبْرَى للبيهقي (7/ 26).

(6) «حُكْمًا» ليست في ج.

(7) في ل زيادة: «هو».

(8) في أ: «من».

(9) في د: «ممنوع» بالرفع المنون، وهو وهم.

(10) البخاري (5208)، ومسلم (1440).

(11) في أ زيادة: «الخدري».

وانظر: البخاري (2229)، (7409)، ومسلم (1438)، وفي بعض ألفاظها ما يقتضي التصريح برفعه.

(12) في ك: «بأنه».

এবং ফিকহি হুকুম হিসেবে মারফু' (নবী ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত) ফেলার উদাহরণ হলো: যখন কোনো সাহাবী^(১) এমন কাজ করেন যেখানে ইজতিহাদের^(২) কোনো সুযোগ নেই; তখন তা এই মর্মে বিবেচনা করা হয় যে, তা তাঁর নিকট নবী ﷺ থেকে (বর্ণিত/প্রাপ্ত),^(৩) যেমন শাফিঈ (রহ.) আলী (রা.)-এর কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) সালাত সম্পর্কে বলেছেন: "প্রতি রাকাতে দু'টির বেশি রুকু।"^{(৪)(৫)}

এবং ফিকহি হুকুম হিসেবে তাকরীরী (নবী ﷺ-এর অনুমোদনসূচক) মারফু'-এর উদাহরণ হলো: যখন কোনো সাহাবী খবর দেন যে, তারা নবী ﷺ-এর সময়ে এমন কিছু করতেন; তবে এটি মারফু'-এর হুকুম প্রাপ্ত হবে এই দিক থেকে যে, বাহ্যিকভাবে নবী ﷺ এ বিষয়ে অবগত ছিলেন; কারণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের দ্বীনের বিষয়ে তাঁর (নবী ﷺ-এর) কাছে প্রশ্ন করার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকতেন, এবং কারণ ওই সময়টা ছিল ওহী নাযিলের সময়; সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজ ঘটতো না এবং তাঁরা এর উপর অবিচল থাকতেন না, যা নিষিদ্ধ ছিল না।^{(৬)(৭)(৮)(৯)}

জাবির (রা.)^(১০) এবং আবু সাঈদ (রা.)^(১১) 'আযল' (গর্ভনিরোধের একটি পদ্ধতি) জায়েজ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন এই মর্মে যে, তারা এটি করতেন যখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল, আর যদি এটি নিষিদ্ধ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হতো^(১২)

-
- (১) 'ত্বা' নুসখায় রয়েছে: 'ইউকুলু' (বলেন)।
 - (২) 'আস-সাহাবীয্যু' (সাহাবী) শব্দটি 'হা' এবং 'ওয়াও' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
 - (৩) 'আলিফ', 'হা', 'ত্বা', 'কাফ', 'মী' এবং 'দাল' নুসখার টীকায় রয়েছে: 'ফায়াদুল্লু' (প্রমাণ করে)। ক্বারী (রহ.) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৫৫৪) গ্রন্থে বলেছেন: "(ফায়ুনাজ্জালু) যা-কে তাশদীদ ও ফাতহা সহকারে; অর্থাৎ: ফিইউহমালু (তা ব্যাখ্যা করা হয়/বিবেচনা করা হয়)।"
 - (৪) 'আলীইয়িন ফী' (আলী-এর সালাতে) শব্দটি 'ত্বা' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
 - (৫) দেখুন: ইখতিলাফুল হাদীস (পৃ. ১৮৫) এবং বাইহাকী-এর 'আস-সুনানুল কুবরা' (৭/২৬)।
 - (৬) 'হুকমান' (হুকুম হিসেবে) শব্দটি 'জিম' নুসখায় নেই।
 - (৭) 'লাম' নুসখায় 'হুয়া' (সে) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।
 - (৮) 'আলিফ' নুসখায় রয়েছে: "মিন" (থেকে)।
 - (৯) 'দাল' নুসখায় তানবীন সহ রাফা'তে 'মামনূউন' রয়েছে, যা একটি ভুল।
 - (১০) বুখারী (৫২০৮), মুসলিম (১৪৪০)।

(11) 'আলিফ' নুসখায় 'আল-খুদরী' শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

এবং দেখুন: বুখারী (২২২৯), (৭৪০৯) এবং মুসলিম (১৪৩৮)। তাদের কিছু বর্ণনার শব্দে এর স্পষ্টভাবে মারফু' হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

(12) 'কাফ' নুসখায় 'বিআন্বাহ' (যেহেতু তা) রয়েছে।

(ص: 184) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآنُ⁽¹⁾.

وَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِي⁽²⁾ «حُكْمًا»: مَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الْكِنَايَةِ فِي مَوْضِعِ الصِّيغِ الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، أَوْ يَرْوِيهِ، أَوْ⁽³⁾ يَنْمِيهِ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، أَوْ رَوَايَةً⁽⁴⁾، أَوْ رَوَاهُ.

وَقَدْ يَفْتَصِرُونَ عَلَى الْقَوْلِ مَعَ حَذْفِ الْقَائِلِ، وَيُرِيدُونَ بِهِ⁽⁵⁾ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: «تُقَاتِلُونَ⁽⁶⁾ قَوْمًا»⁽⁷⁾. الْحَدِيثُ. وَفِي كَلَامِ الْخَطِيبِ أَنَّهُ اضْطَلَحَ خَاصًّا بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ⁽⁸⁾.

[صِيغٌ مُحْتَمِلَةٌ لِلرَّفْعِ]

وَمِنَ الصِّيغِ الْمُحْتَمِلَةِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»،

(1) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي (9 / 305): «قَالَ سَفِيَّانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ؛ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ، فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ سَفِيَّانَ قَالَهُ اسْتِنْبَاطًا»، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ.

فِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ»، وَفِي حَاشِيَةِ ك: «بَلَغَ قِرَاءَةً».

(2) فِي هـ، وَ، ز، ك: «بِقَوْلِهِ».

(3) «أَوْ» لَيْسَتْ مِنْ ط.

- (4) «أَوْ رَوَايَةً» سقطت من ي، وفي ب: «أَوْ يَبْلُغُ، أَوْ رَوَايَةً بِهِ»، وفي ج: «أَوْ يَبْلُغُ بِهِ رَوَايَةً»، وفي هـ، و، ز: «أَوْ رَوَايَةً، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ» بتقديم وتأخير.
- (5) في و، ز: «وَيُرِيدُونَهُ» بدل: «وَيُرِيدُونَ بِهِ».
- (6) في د، ي: «تَقَاتِلُونَ» بالتاء والياء، ولم ينقط في ح.
- (7) لم يُوقَف على هذه الرِّوَايَةِ بهذه الصِّغِيَةِ، وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعة صراحةً في مسند أحمد (10397).
- (8) انظر: الكفاية (ص 418).

কুরআন তা নিষেধ করত⁽¹⁾।

এবং আমার এই উক্তির সাথে⁽²⁾ 'লুকুমস্বরূপ' (implicitly) যুক্ত হবে: যা পরোক্ষ ইঙ্গিতের (কিনায়া) মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্ট শব্দসমূহের (সারিহ সিগাহ) স্থানে, যা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সম্পর্কিত; যেমন, তাবিঈর (তাবী'ই) সাহাবী (সাহাবী) থেকে উক্তি: 'তিনি হাদীসকে (নবীর সাথে) উন্নীত করেন (মারফু' করেন)', অথবা 'তিনি তা বর্ণনা করেন', অথবা⁽³⁾ 'তিনি তা বৃদ্ধি করেন/উন্নীত করেন', অথবা 'তিনি তা দ্বারা পৌঁছান (মারফু' করেন)', অথবা 'বর্ণনা হিসাবে'⁽⁴⁾, অথবা 'তিনি তা বর্ণনা করেছেন'।

এবং কখনো তারা বক্তাকে বাদ দিয়ে শুধু উক্তি উল্লেখ করেন, এবং এর দ্বারা⁽⁵⁾ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বোঝান; যেমন ইবনে সীরীনের (ইবন সীরীন) আবু হুরায়রা (আবু হুরাইরা) থেকে বর্ণনা, তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন: তিনি (নবী) বলেছেন: "তোমরা এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে।"⁽⁷⁾ সম্পূর্ণ হাদীসটি।

খতীবের (খাতীব) আলোচনায় আছে যে, এটি বসরাবাসীদের (বসরা) একটি বিশেষ পরিভাষা।⁽⁸⁾

[মারফু' হওয়ার সম্ভাব্য রূপসমূহ]

এবং সম্ভাব্য রূপসমূহের মধ্যে একটি হলো সাহাবীর (সাহাবী) উক্তি: "সুন্নাহর (সুন্নাহ) অন্তর্ভুক্ত এমন।"

(1) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ফাতহুল বারী (৯/৩০৫) গ্রন্থে বলেছেন: "সুফিয়ান (সুফিয়ান) বলেছেন: যদি এটি এমন কিছু হত যা নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে কুরআন তা আমাদের নিষেধ করত। এটি সুস্পষ্ট যে সুফিয়ান (সুফিয়ান) এটি ইস্তিহ্বাত (অনুমান/অনুসিদ্ধান্ত) করে বলেছেন," এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু মুসলিমের (মুসলিম) একক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত।

'দাল' চিহ্নিত টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: "তারপর তেমনি পৌঁছেছে।" এবং 'কাফ' চিহ্নিত টীকায়: "পঠন হিসাবে পৌঁছেছে।"

(2) 'হা', 'ওয়াও', 'যা' এবং 'কাফ' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: "তাঁর উক্তি দ্বারা।"

(3) 'আও' (অথবা) শব্দটি 'তা' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(4) "আও রিওয়ায়াতান" (অথবা বর্ণনা হিসাবে) শব্দটি 'ইয়া' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে, এবং 'বা' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: "অথবা পৌঁছে, অথবা তার মাধ্যমে বর্ণনা", এবং 'জিম' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: "অথবা তার মাধ্যমে বর্ণনা হিসাবে পৌঁছায়", এবং 'হা', 'ওয়াও' ও 'যা' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: "অথবা বর্ণনা, অথবা তার মাধ্যমে পৌঁছায়" (শব্দের আগে-পরে করে)।

(5) 'ওয়াও' ও 'যা' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: "এবং তারা তাকে বোঝায়" ('ওয়াইউরিদুনা বিহি'-এর পরিবর্তে)।

(6) 'দাল' ও 'ইয়া' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: 'তুকাতিলুন' (ত-এর সঙ্গে) এবং 'যুকাতিলুন' (যা-এর সঙ্গে), এবং 'হা' চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) ছাড়া রয়েছে।

(7) এই রূপে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায়নি, তবে এটি ইবনে সীরীনের (ইবন সীরীন) আবু হুরায়রা (আবু হুরাইরা) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সুস্পষ্ট মারফু' (marfu') সূত্রে মুসনাদে আহমাদ (১০০৯৭) গ্রন্থে বিদ্যমান।

(8) দেখুন: আল-কিফায়া (আল-কিফায়াহ) (পৃষ্ঠা ৪১৮)।

(ص: 185) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ الْإِتِّفَاقَ⁽¹⁾؛ قَالَ: «وَإِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ⁽²⁾؛ فَكَذَلِكَ، مَا لَمْ يُضَفَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا - كَسُنَّةِ الْعَبْرَيْنِ -».

وَفِي نَقْلِ الْإِتِّفَاقِ نَظَرٌ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ⁽³⁾، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ: أَبُو بَكْرٍ الصِّيرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ⁽⁴⁾، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ⁽⁵⁾، وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ⁽⁶⁾، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّةَ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

وَأُجِيبُوا⁽⁷⁾: بِأَنَّ احْتِمَالَ إِرَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيدٌ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»⁽⁸⁾ فِي⁽⁹⁾ حَدِيثِ ابْنِ شَهَابٍ⁽¹⁰⁾ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّتِهِ⁽¹¹⁾ مَعَ الْحَجَّاجِ حِينَ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتُ⁽¹²⁾ تُرِيدُ السُّنَّةَ؛

(1) التقصي لها في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد البر (ص 161).

(2) في أ، ب، ط، ك، ونسخة على حاشية د: «التابعي» بدل: «غير الصحابي»، وفي نسخة على حاشية ك: «غير الصحابي».

(3) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 329)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (1/ 197).

(4) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص 331).

(5) انظر: الفصول في الأصول (3/ 197).

(6) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 72).

(7) في أ: «واحتجوا».

(8) برقم (1662).

(9) في ب، ج، د، ل: «من»، وفي نسخة على حاشية د: «في».

(10) في ح: «هشا»، وهو تصحيف.

(11) في ك: «قصة».

অধিকাংশের মত হলো যে এটি 'মারফু' (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত), এবং ইবন আবদিল-বার্ এ বিষয়ে ঐকমত্য (ইজমা) উল্লেখ করেছেন⁽¹⁾; তিনি বলেছেন: «যদি সাহাবী ব্যতীত অন্য কেউ এটি বলে⁽²⁾, তাহলে তেমনই (মারফু'), যতক্ষণ না সে এটিকে এর মূল বক্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে - যেমন 'উমারদ্বয়ের সুন্নাহ' -»।

তবে এই ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনার বিষয়ে আপত্তি আছে। কারণ মাসআলার মূল বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে⁽³⁾। এবং এই মত পোষণ করেছেন যে এটি 'মারফু' নয়: শাফিঈ মাযহাবের আবু বকর আস-সাইরাফী⁽⁴⁾, হানাফী মাযহাবের আবু বকর আর-রাযী⁽⁵⁾, এবং যাহিরী মাযহাবের ইবনু হাযম⁽⁶⁾। তারা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, 'সুন্নাহ' শব্দটি নবী ﷺ এবং তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে।

এর জবাবে বলা হয়েছে⁽⁷⁾ যে, নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আর বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে⁽⁸⁾ ইবনু শিহাব⁽¹⁰⁾ থেকে, তিনি সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনু উমার) থেকে, হাজ্জাজের সাথে তাঁর ঘটনা প্রসঙ্গে⁽¹¹⁾ বর্ণনা করেছেন⁽⁹⁾, যখন (হাজ্জাজ) তাঁকে বললেন: «যদি তুমি সুন্নাহ চাও;

(1) ইবন আবদিল-বার্ লিখিত আত-তাকাস্সী লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিন হাদীসিন-নাবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পৃ. ১৬১)।

(2) আ, বা, ত্ব, কা, এবং দ-এর টীকায় একটি কপিতে 'গাইরুস-সাহাবী' (সাহাবী ব্যতীত অন্য কেউ) এর পরিবর্তে 'আত-তাবিঈ' (তাবিঈ) রয়েছে। এবং কা-এর টীকায় একটি কপিতে 'গাইরুস-সাহাবী' রয়েছে।

(3) দেখুন: আল-ইবহাজ ফি শারহিল মিনহাজ (২/৩২৯), এবং আল-ইরাকী রচিত শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ (১/১৯৭)।

(4) দেখুন: আত-তাবসিরাহ ফি উসুলিল ফিকহ (পৃ. ৩৩১)।

(5) দেখুন: আল-ফুসুল ফিল উসুল (৩/১৯৭)।

(6) দেখুন: আল-ইহকাম লিল-আমিদী (২/৭২)।

(7) আ-তে: "ওয়া ইহতাজ্জু" (তারা যুক্তি দিয়েছে) আছে।

(8) ক্রমিক নং (১৬৬২)।

(9) বা, জিম, দাল, লাম-এ: 'মিন' (থেকে) আছে। এবং দ-এর টীকায় একটি কপিতে 'ফি' (মধ্যে) আছে।

(10) হা-তে: "হাশা" আছে, যা ভুল পাঠ।

(11) কা-তে: "কিসসাহ" (ঘটনা) আছে।

(12) হা-তে: "ইন কুনতা" (যদি তুমি হও) শব্দটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

(ص: 186) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَهَجَّرُ بِالصَّلَاةِ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: «فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ⁽¹⁾: وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟!».
فَنَقَلَ سَالِمٌ - وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَحَدُ الْحَفَاطِ مِنَ التَّابِعِينَ - عَنِ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽²⁾.
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ⁽³⁾ كَانَ مَرْفُوعًا فَلِمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَوَابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكُوا الْجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاظًا.
وَمِنْ هَذَا: قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرُ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ⁽⁴⁾. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ», أَيْ: لَوْ قُلْتُ: لَمْ أَكْذِبْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «مِنَ السُّنَّةِ» هَذَا مَعْنَاهُ، لَكِنَّ إِيْرَادَهُ بِالصَّبِيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ⁽⁵⁾ أَوَّلَى.
وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «أُمِرْنَا بِكَذَا», أَوْ: «نُهِينَا⁽⁶⁾ عَنْ كَذَا», فَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي⁽⁷⁾ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ

(1) في هـ: «قال».

(2) في حاشية أ، و - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك».

(3) في أ، ح: «إذا».

(4) في ط، ي: «الصحيحين». وهو في البخاري (5214)، ومسلم (1461).

(5) في و، ز: «الصحابة».

(6) في ط: «وأنهينا».

(7) «في» ليست في أ، ح.

«সালাতের জন্য ভোরে যাও/তুরা করো»: ইবন শিহাব বলেছেন: «আমি সালিমকে বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা পালন করেছিলেন? তিনি বললেন⁽¹⁾: তারা কি এর দ্বারা তাঁর সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছু বোঝেন?!»

সালিম —যিনি মদিনার সাতজন প্রসিদ্ধ ইসলামী আইনজ্ঞের (ফুকাহা) একজন এবং তাবিঈদের মধ্যে অন্যতম একজন স্মৃতিধর (মুহাদ্দিস)— সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁরা ‘সুন্নাহ’ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করেন, তখন এর দ্বারা তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু বোঝান না⁽²⁾।

আর তাদের কারো কারো এই কথার উত্তরে যে, যদি (হাদিসটি) মারফু‘ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরোপিত) হয়, তাহলে কেন তারা এতে ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’ বলেন না? এর উত্তর হলো: তারা চূড়ান্তভাবে তা বলা থেকে বিরত থেকেছেন আল্লাহ্‌ভীতি ও সতর্কতার কারণে।

এর একটি উদাহরণ হলো আনাস (রা.) থেকে আবু কিলাবার উক্তি: «সুন্নাহর বিধান হলো: যদি কেউ বিধবার উপর কুমারী (স্ত্রী) বিয়ে করে, তবে সে তার (কুমারীর) কাছে সাত দিন থাকবে।» তারা উভয় (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এটি সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন⁽⁴⁾। আবু কিলাবা বলেছেন: «যদি আমি চাইতাম, তবে আমি বলতাম যে আনাস (রা.) এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত (মারফু‘) করেছেন।» অর্থাৎ: যদি আমি তা বলতাম, তবে মিথ্যা বলতাম না; কারণ তাঁর উক্তি «সুন্নাহর বিধান হলো» এর অর্থ এটাই। কিন্তু সাহাবী⁽⁵⁾ যে শব্দে উল্লেখ করেছেন, সেভাবেই এটি বর্ণনা করা অধিক উত্তম।

একইভাবে, সাহাবীর এই উক্তি: «আমাদেরকে অমুক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে», অথবা: «আমাদেরকে অমুক বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে⁽⁶⁾», এক্ষেত্রে মতভেদ পূর্বোক্ত (মাসআলার) মতভেদের মতোই; কারণ সাধারণভাবে (এই ধরনের উক্তি) দ্বারা

- (1) ‘হা’ প্রতিলিপিতে: «বলেছেন»।
- (2) ‘আলিফ’ এবং ‘ওয়াও’ প্রতিলিপির পার্শ্বটিকায় — গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে — রয়েছে: «তারপর এভাবেই (মাসআলাটি) পৌঁছেছে»।
- (3) ‘আলিফ’ এবং ‘হা’ প্রতিলিপিতে: «যখন»।
- (4) ‘ত্বা’ এবং ‘ইয়া’ প্রতিলিপিতে: «আস-সাহীহাইন» (দুই সহীহ গ্রন্থ)। এটি বুখারী (৫২১৪) এবং মুসলিম (১৪৬১) এ বর্ণিত।
- (5) ‘ওয়াও’ এবং ‘যা’ প্রতিলিপিতে: «সাহাবীগণ»।
- (6) ‘ত্বা’ প্রতিলিপিতে: «এবং আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে»।
- (7) ‘আলিফ’ এবং ‘হা’ প্রতিলিপিতে «এ» শব্দটি নেই।

(ص: 187) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

ذَلِكَ ⁽¹⁾ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ ⁽²⁾ تَمَسَّكُوا ⁽³⁾ بِاخْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ غَيْرَهُ، كَأَمْرِ الْقُرْآنِ، أَوْ الْجَمَاعِ، أَوْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، أَوْ الْإِسْتِنْبَاطِ! وَأَجِيبُوا: بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَوَّلُ، وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ لِكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ. وَأَيْضًا: فَمَنْ ⁽⁴⁾ كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ: أَمَرْتُ؛ لَا يُفْهَمُ ⁽⁵⁾ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ ⁽⁶⁾.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُظَنَّ ⁽⁷⁾ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا ⁽⁸⁾! فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيهَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا، وَهُوَ اخْتِمَالٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ ⁽⁹⁾.

(1) في ط زيادة: «لم».

(2) وهو المنقول عن أبي بكر الإسماعيلي. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).

(3) في د: «وتسكوا».

(4) في ط: «من».

(5) في ح: «لا يُعلم».

(6) في د: «الرَّئيس»، وفي نسخة على حاشيتها: «رئيسه».

(7) في أ، د، و: «يُظَنُّ» بضمِّ الياء وفتح الظاء، والمثبت من هـ، ز، ط. قال القاري

رحمه الله في شرح شرح التُّخبة (ص 571): «أي: الرَّاوي».

(8) في ج، ي: «بِأَمْرِ أَمْرًا» بآلمٍ وكسر اليم، والمثبت من ك.

(9) في و، ز، ح، ي، ك: «التحقيق».

তা⁽¹⁾ বাহ্যত সেই সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় যার আদেশ ও নিষেধের ক্ষমতা রয়েছে, আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ বিষয়ে একটি দল⁽²⁾ ভিন্নমত পোষণ করেছে। তারা⁽³⁾ এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করেছে যে, উদ্দেশ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে, যেমন কুরআনের আদেশ, অথবা ঐকমত্য (ইজমা), অথবা কিছু খলীফা, অথবা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত (ইস্তিনবাত)!

তাদের উত্তর দেওয়া হয়েছে: যে মূল কথা হলো প্রথমটিই, আর এর বাইরে যা আছে, তা সম্ভাব্য হলেও, এর তুলনায় দুর্বল।

আরও: যে ব্যক্তি কোনো নেতার অনুগত থাকে, যখন সে বলে: "আমাকে আদেশ করা হয়েছে"; তখন তার দ্বারা এটিই বোঝা যায় যে, তার আদেশদাতা তার নেতা ব্যতীত অন্য কেউ নয়⁽⁴⁾।

আর যে বলে তার উক্তি সম্পর্কে: সম্ভবত সে এমন কিছুকে আদেশ মনে করেছে যা আদেশ নয়⁽⁵⁾! এর এই মাসআলার সাথে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। বরং এটি এমন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যেখানে সে স্পষ্টভাবে বলে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অমুক কাজের আদেশ দিয়েছেন", আর এটি একটি দুর্বল সম্ভাবনা; কারণ সাহাবী (রাসূলের সঙ্গী) একজন ন্যায়পরায়ণ (আদল) এবং ভাষার জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, তাই তিনি যাচাই-বাছাই না করে এমন কথা বলতেন না⁽⁶⁾।

(1) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে 'লাম' (لم) অতিরিক্ত আছে।

- (2) এটি আবু বকর আল-ইসমাইলী থেকে বর্ণিত। দেখুন: ইবন আস-সালাহ-এর মুকাদ্দিমা (পৃ. ৪৯)।
- (3) 'দা' পাণ্ডুলিপিতে: "এবং তারা নির্ভরশীল হয়েছিল" (وتبسكوا)।
- (4) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে: "যে" (من)।
- (5) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: "জানা যায় না" (لا يعلم)।
- (6) 'দা' পাণ্ডুলিপিতে: "নেতা" (الرئيس), এবং এর ঢীকাযুক্ত একটি অনুলিপিতে: "তার নেতা" (رئيسه)।
- (7) 'আলিফ', 'দা' ও 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: 'ইউজান্নু' (يُظَنَّ) ইয়ার উপর পেশ এবং জার উপর ফাতহা সহকারে, আর যা প্রমাণিত তা 'হা', 'জা' ও 'ত্বা' থেকে। আল-কারী (রহ.) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৫৭১) গ্রন্থে বলেছেন: "অর্থাৎ বর্ণনাকারী (রাবী)।"
- (8) 'জিম' ও 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে: "আদেশদাতা হিসেবে আদেশ দানকারীকে" (بِأَمْرِ أَمْرًا) মাদ্দ (দীর্ঘস্বর) এবং মিমের নিচে কাসরা (জের) সহকারে, আর যা প্রমাণিত তা 'কাফ' থেকে।
- (9) 'ওয়াও', 'জা', 'হা', 'ইয়া' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: "যাচাই-বাছাই" (التحقيق)।

(ص: 188) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ: «كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا»، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا - كَمَا تَقَدَّمَ - .
وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ، أَوْ مَعْصِيَةٌ؛ كَقَوْلِ عَمَّارٍ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»⁽¹⁾، فَلِهَذَا⁽²⁾ حُكْمُ⁽³⁾ الرَّفْعِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽⁴⁾.

[الموقوف وأقسامه]

(أَوْ) يَنْتَهِي⁽⁵⁾ غَايَةُ الْإِسْنَادِ (إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ) أَي: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي⁽⁶⁾ كَوْنِ اللَّفْظِ يَقْتَضِي التَّصْرِيحَ بِأَنَّ الْمَقُولَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ مِنْ تَقْرِيرِهِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ مُعْظَمُهُ.

وَالْتَّشْبِيهُ لَا يُشْتَرَطُ (7) فِيهِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (8).

[تعريف الصحابي]

وَلَمَّا أَنْ (9) كَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ شَامِلًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُلُومٍ (10)

(1) ذكره البخاري معلقاً (27 / 3)، وأخرجه موصولاً أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (2188)، وابن ماجه (1645).

(2) في هـ، و: «فهذا».

(3) في هـ، و، ز: «حكمه».

(4) في حاشية أ، د، و - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(5) في ب، ج، هـ: «تنتهي»، ولم ينقط في أ، ح، ل.

(6) في د: «من» وفي نسخة على حاشيتها: «في».

(7) في هـ، و، ط: «تشتط»، ولم ينقط في ح.

(8) في أ، ب، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشية د: «وجه».

(9) «أَنْ» ليست في و، ز، ي، ك. قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 1299):

«إِسْقَاطُ (أَنْ) صَوَابٌ؛ لِأَنَّ (لَمَّا) مَخْتَصَةٌ بِالْجَمْلِ الْفَعْلِيَةِ الْمَاضِيَةِ حَقِيقَةً أَوْ حَكْمًا، وَ

(أَنْ) مُوجِبَةٌ لِلتَّأْوِيلِ بِالْإِسْمِ الْمُنَافِي لِلْفِعْلِ».

(10) «عُلُومٍ» ليست في أ.

এবং এর মধ্যে একটি হলো তাঁর এই উক্তি: "আমরা এমনটি করতাম"। এটিও মারফু'-এর

(নবী-এর সাথে সম্পর্কিত) বিধানের অন্তর্ভুক্ত - যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে -।

এবং এর মধ্যে একটি হলো এই যে, কোনো সাহাবী কোনো কাজ সম্পর্কে এই মর্মে রায় দেন

যে, এটি আল্লাহর বা তাঁর রাসূলের আনুগত্য, অথবা অবাধ্যতা; যেমন আমাদের (রাঃ)-এর উক্তি:

"যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ দিনে রোযা রাখল, সে আবুল কাসিম (নবী, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও

বরকত বর্ষিত হোক)-এর অবাধ্যতা করল।" (1) অতএব, এটিরও মারফু'-এর বিধান

প্রযোজ্য⁽²⁾⁽³⁾; কারণ দৃশ্যত, এটি এমন বিষয় যা তিনি তাঁর (নবী, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) থেকে গ্রহণ করেছেন⁽⁴⁾।

[মাওকুফ ও এর প্রকারসমূহ]

(অথবা) ইসনাদের (সনদের) শেষ প্রান্ত সাহাবীর কাছে গিয়ে পৌঁছে (পূর্বের মতোই)⁽⁵⁾; অর্থাৎ, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন শব্দ প্রমাণ করে যে বর্ণিত বিষয় সাহাবীর উক্তি, অথবা তাঁর কাজ, অথবা তাঁর তাকরীর (মৌনসম্মতি); তবে এতে পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় আসে না, বরং এর অধিকাংশই আসে⁽⁶⁾।

এবং উপমার ক্ষেত্রে সকল দিক থেকে সমতা শর্ত নয়⁽⁷⁾⁽⁸⁾।

[সাহাবীর সংজ্ঞা]

এবং যেহেতু এই সংক্ষিপ্তসারটি সকল প্রকার জ্ঞানকে⁽⁹⁾ অন্তর্ভুক্তকারী ছিল⁽¹⁰⁾

(1) বুখারী এটিকে মু'আল্লাক হিসাবে উল্লেখ করেছেন (৩/২৭), এবং আবু দাউদ (২৩৩৪), তিরমিযী (৬৮৬), নাসায়ী (২১৮৮) এবং ইবনে মাজাহ (১৬৪৫) এটিকে মাওসুল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(2) 'হা' ও 'ওয়াও' নুসখা (পাণ্ডুলিপি)-তে "ফাহাযা" (فهذا) আছে।

(3) 'হা', 'ওয়াও' ও 'যা' নুসখায় "হুকমুল্হ" (حكمه) আছে।

(4) 'আলিফ', 'দাল' ও 'ওয়াও' নুসখার পার্শ্বটিকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে - "সুম্মা বালাগা কাযালিকা" (ثم بلغ كذلك) আছে।

(5) 'বা', 'জীম' ও 'হা' নুসখায় "তানতাহী" (تنتهي) আছে, এবং 'আলিফ', 'হা' ও 'লাম' নুসখায় (শব্দটি) নুকতাবিহীন আছে।

(6) 'দাল' নুসখায় "মিন" (من) আছে এবং এর পার্শ্বটিকায় অন্য এক নুসখায় "ফি" (في) আছে।

(7) 'হা', 'ওয়াও' ও 'ত্বা' নুসখায় "তুশতারাতু" (تشتط) আছে, এবং 'হা' নুসখায় (শব্দটি) নুকতাবিহীন আছে।

(8) 'আলিফ', 'বা', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ' নুসখায় এবং 'দাল' নুসখার পার্শ্বটিকায় "ওয়াজহ্" (وجه) আছে।

(9) 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'কাফ' নুসখায় (أَ) শব্দটি নেই। আল-লাকানী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'কাদা আল-ওয়াতার' (পৃ. ১২৯৯) গ্রন্থে বলেছেন: "(أَ) বাদ দেওয়া সঠিক; কারণ (لَا) ক্রিয়াবাচক অতীতকালীন বাক্যের জন্য নির্দিষ্ট, প্রকৃত বা ধারণাগতভাবে, আর (أَ) ক্রিয়ার বিপরীত নামবাচক অর্থে ব্যাখ্যা দাবি করে।"

(10) 'আলিফ' নুসখায় "উলুম" (علوم) শব্দটি নেই।

(ص: 189) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الْحَدِيثُ؛ اسْتُطْرِدَ⁽¹⁾ مِنْهُ⁽²⁾ إِلَى تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ: مَا هُوَ؟ فَقُلْتُ: (وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّكَ رِدَّةً فِي⁽³⁾ الْأَصَحِّ -). وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ⁽⁴⁾: مَا هُوَ أَعْمُ مِنَ الْمَجَالَسَةِ⁽⁵⁾ وَالْمُشَاةِ وَوُصُولِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُكَلِّمَهُ⁽⁶⁾، وَيَدْخُلُ⁽⁷⁾ فِيهِ رُؤْيَا⁽⁸⁾ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ؛ سَوَاءٌ كَانَ⁽⁹⁾ ذَلِكَ⁽¹⁰⁾ بِنَفْسِهِ أَوْ⁽¹¹⁾ بِغَيْرِهِ⁽¹²⁾.
وَالْتَّعْبِيرُ بِـ «اللُّقْيِ»⁽¹³⁾ «أُولَى مِنْ قَوْلٍ بَعْضُهُمُ: الصَّحَابِيُّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ⁽¹⁴⁾ يُخْرِجُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعُبْيَانِ، وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلا تَرَدُّدٍ، وَاللُّقْيُ⁽¹⁵⁾ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالْجُنْسِ،

(1) في ج، و: «استطردت».

(2) في ل: «فيه»، وفي نسخة على حاشيتها: «منه».

(3) في أ: «على».

(4) في ط: «باللقي».

(5) في أ: «بالمجالسة».

(6) في د: «يكلبه».

(7) في ح، ط، ي، م: «وتدخل»، ولم ينقط في هـ.

(8) في ط: «رواية».

(9) في هـ: «أُكُن».

(10) «ذَلِكَ» ليست في ك.

(11) في ب، ج، هـ، و، ز: «أمر».

(12) في ط: «غيره». ومثال ما ذكره المصنف: «الأطفال الذين حُبِلُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَلَوْ لِلتَّحْنِيكِ». قَضَاءُ الْوَكْرِ لِلْقَائِي (ص 1307).

(13) في د: «بِالْقَاءِ» وفي نسخة على حاشيتها: «بِاللْقِي».

(14) في ج: «لكونه».

(15) في ح: «وَالْقَاءِ».

হাদিস প্রসঙ্গে; সেখান থেকে সাহাবীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসারিত করা হয়েছে: সাহাবী কে? আমি বললাম: (তিনি হলেন: যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন - যদিও এর মাঝে মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে, অধিকতর সঠিক মতানুযায়ী -)।

আর 'সাক্ষাৎ' (আল-লিক্বা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যা একত্রে বসা ও হাঁটার চেয়েও ব্যাপকতর এবং তাদের একজনের অন্যজনের কাছে পৌঁছানো, যদিও সে তার সাথে কথা না বলে। আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো তাদের একজনের অন্যজনকে দেখা; তা নিজে হোক বা অন্যের মাধ্যমে হোক।

আর «সাক্ষাৎ» (আল-লুফী) শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম কারো কারো এই উক্তির চেয়ে যে, সাহাবী হলেন যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন; কারণ তা ইবনে উম্মে মাকতুম এবং তার মতো অন্যান্য অন্ধদেরকে বাদ দেয়, অথচ তারা নিঃসন্দেহে সাহাবী। আর এই সংজ্ঞায় «সাক্ষাৎ» (আল-লুফী) শব্দটি একটি জাতিগত নির্দেশক (জিনস) এর মতো,

(১) 'জ্বিম' ও 'ওয়াও' প্রতিলিপিতে: «আমি আলোচনা প্রসারিত করেছি»।

(২) 'লাম' প্রতিলিপিতে: «এর মধ্যে», এবং তার টীকায় একটি প্রতিলিপিতে: «এ থেকে»।

(৩) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: «উপর»।

(৪) 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: «সাক্ষাৎ দ্বারা»।

(৫) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে: «একত্রে বসার দ্বারা»।

- (৬) 'দাল' প্রতিলিপিতে: «সে তার সাথে কথা বলে»।
- (৭) 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'মিম' প্রতিলিপিতে: «এবং তা অন্তর্ভুক্ত হয়», এবং 'হা' তে অক্ষরটি **نقط**াবিহীন।
- (৮) 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: «বর্ণনা»।
- (৯) 'হা' প্রতিলিপিতে: «হয়েছিল কি»।
- (১০) 'কাফ' প্রতিলিপিতে «সেটি» শব্দটি নেই।
- (১১) 'বা', 'জ্বিম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা' প্রতিলিপিতে: «নাকি»।
- (১২) 'ত্বা' প্রতিলিপিতে: «অন্যকে»। আর লেখক যা উল্লেখ করেছেন তার উদাহরণ: «সেইসব শিশুরা যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হয়েছিল; যদিও তাহনিকের (নবজাতকের মুখে খেজুর চিবিয়ে লাগানো) জন্য»। ক্বাদা' আল-ওয়াতার লিল-লাক্বানী (পৃ. ১৩০৭)।
- (১৩) 'দাল' প্রতিলিপিতে: «সাক্ষাতের দ্বারা» এবং তার টীকায় একটি প্রতিলিপিতে: «সাক্ষাৎ দ্বারা»।
- (১৪) 'জ্বিম' প্রতিলিপিতে: «তার হওয়ার কারণে»।
- (১৫) 'হা' প্রতিলিপিতে: «এবং সাক্ষাৎ»।

(ص: 190) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَوْلِي: «مُؤْمِنًا⁽¹⁾»؛ كَالْفَضْلِ، يُخْرِجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ اللَّقَاءُ الْمَذْكُورُ⁽²⁾، لَكِنْ⁽³⁾ فِي حَالِ⁽⁴⁾ كَوْنِهِ كَافِرًا.

وَقَوْلِي: «بِهِ»؛ فَصْلٌ ثَانٍ، يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا لَكِنْ⁽⁵⁾ بَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ: هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا⁽⁶⁾ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبَعْثَةَ؟ فِيهِ نَظَرٌ!

وَقَوْلِي: «وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ»؛ فَصْلٌ ثَالِثٌ، يُخْرِجُ مَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ؛ كَعُبَيْدِ اللَّهِ⁽⁷⁾ بْنِ جَحْشٍ⁽⁸⁾، وَابْنِ خَطْلٍ.

وَقَوِّلي: «وَلَوْ تَخَلَّلْتُ رِدَّةً»؛ أَي: بَيْنَ لُقَيِّهِ لَهُ مُؤْمِنًا بِهِ⁽⁹⁾ وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ اسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ لَهُ، سَوَاءٌ⁽¹⁰⁾ رَجَعَ⁽¹¹⁾ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ⁽¹²⁾ أَمْ⁽¹³⁾ بَعْدَهُ، سَوَاءٌ لُقَيِّهِ⁽¹⁴⁾ ثَانِيًا أَمْ لَا!

(1) في أ، ج، و، ز، ح، ط، ي، ك زيادة: «به».

(2) «الْمَذْكُورُ» ليست في ج.

(3) في ج: «ولكن».

(4) في ي: «حالة».

(5) «لَكِنْ» ليست في ز.

(6) في ج زيادة: «به»، وهو وهم.

(7) في ط: «كعبد الله»، وهو وهم؛ لأن عبد الله بن حنش صحابي جليل، وعبيد الله

أخوه هو الذي تنصّر. الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1593)، الطبقات الكبرى للسُّبُكِّي (3/ 84).

(8) في ج: «جُحْشٍ» بضم الجيم، والمثبت من ك.

(9) «بِهِ» سقطت من هـ.

(10) في ج: «سواء» بالتَّصْبِ الْمُنَوَّن، والمثبت من د، و، ك.

(11) في هـ، م: «أرجع».

(12) في ج زيادة: «صلى الله عليه وسلم».

(13) في د، ط، ي، ك، ل: «أو».

(14) في أ، ج، هـ، م: «ألقيهِ».

এবং আমার উক্তি: «মু'মিন (বিশ্বাসী)»⁽¹⁾; এটি একটি পৃথককারী বৈশিষ্ট্যের (ফাসল) মতো, যা তাকে বাদ দেয় যার সাথে উল্লিখিত⁽²⁾ সাক্ষাৎ ঘটেছিল, কিন্তু⁽³⁾ তার কাফির (অবিশ্বাসী) থাকা অবস্থায়⁽⁴⁾।

এবং আমার উক্তি: «তাঁর প্রতি (বিহি)»; এটি একটি দ্বিতীয় পৃথককারী বৈশিষ্ট্য, যা তাকে বাদ দেয় যে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে মু'মিন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছিল কিন্তু⁽⁵⁾ অন্যান্য নবীদের প্রতি (বিশ্বাস রেখেছিল)। কিন্তু: এটি কি তাকে বাদ দেয় যে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে মু'মিন⁽⁶⁾ অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছিল এই বিশ্বাসে যে তিনি প্রেরিত হবেন, কিন্তু তিনি তাঁর (নবুওয়াতের) আবির্ভাবকাল পাননি? এক্ষেত্রে গভীর বিবেচনার অবকাশ আছে!

এবং আমার উক্তি: «এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে»; এটি একটি তৃতীয় পৃথককারী বৈশিষ্ট্য, যা তাকে বাদ দেয় যে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে মু'মিন অবস্থায় সাক্ষাৎ করার পর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়েছিল এবং ধর্মত্যাগের উপর মৃত্যুবরণ করেছে; যেমন উবাইদুল্লাহ⁽⁷⁾ ইবনে জাহশ⁽⁸⁾, এবং ইবনে খাত্বাল।

এবং আমার উক্তি: «যদিও ধর্মত্যাগ (রিদাহ) মধ্যবর্তী হয়»; অর্থাৎ: তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন অবস্থায় সাক্ষাৎ এবং ইসলামের উপর তার মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে; তাহলে সাহাবী হওয়ার উপাধি (ইসমে সুহবাহ) তার জন্য বিদ্যমান থাকে, সে নিজের জীবদ্দশায়⁽¹²⁾ ইসলামের দিকে ফিরে আসুক⁽¹¹⁾ বা⁽¹³⁾ পরে, সে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করুক⁽¹⁴⁾ বা না করুক!

(1) আ, জ, ওয়াও, ঝা, হা, ত্বা, ইয়া, কাফ-এ অতিরিক্ত আছে: «তাঁর প্রতি (বিহি)»।

(2) «আল-মাযকুর (উল্লিখিত)» শব্দটি জ-তে নেই।

(3) জ-তে আছে: «ওয়ালাকিন (কিন্তু)»।

(4) ইয়া-তে আছে: «হালাহ (অবস্থা)»।

(5) «লাকিন (কিন্তু)» শব্দটি ঝা-তে নেই।

(6) জ-তে অতিরিক্ত আছে: «তাঁর প্রতি (বিহি)», এবং এটি একটি ভ্রম।

(7) ত্বা-তে আছে: «আব্দুল্লাহ», এবং এটি একটি ভ্রম; কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ একজন মহান সাহাবী, আর তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহই খ্রিস্টান হয়েছিলেন। ইবনে আব্দুল বার-এর আল-ইসতিয়াব (৪/১৫৯৩), সুবকি-এর আত-তাবাকাতুল কুবরা (৩/৮৪)।

(8) জ-তে আছে: «জুহশ» জিম-এর উপর পেশ (দম্মা) সহ, এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা কাফ থেকে।

(9) «বিহি (তাঁর প্রতি)» শব্দটি হা-থেকে বাদ পড়েছে।

(10) জ-তে আছে: «সাওয়াআন» তানউইন সহ নাসব অবস্থায়, এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা দাল, ওয়াও, কাফ থেকে।

(11) হা, মিম-এ আছে: «আরজাউ (আমি ফিরে আসি)»।

(12) জ-তে অতিরিক্ত আছে: «সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম»।

(13) দাল, ত্বা, ইয়া, কাফ, লাম-এ আছে: «আও (অথবা)»।

(14) আ, জ, হা, মিম-এ আছে: «আলক্বীহি (আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি)»।

(ص: 191) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَوْلِي: «فِي» ⁽¹⁾ الْأَصَحُّ؛ إِشَارَةٌ إِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ.
وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْأَوَّلِ: قِصَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ ارْتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسِيرًا، فَعَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ ⁽²⁾، وَزَوْجُهُ ⁽³⁾ أُخْتُهُ ⁽⁴⁾، وَلَمْ
يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنْ ⁽⁵⁾ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ فِي الْمَسَانِيدِ
وَعَظِيمِهَا ⁽⁶⁾.
تَنْبِيهَانِ ⁽⁷⁾:

لَا خَفَاءَ بِرُجْحَانِ ⁽⁸⁾ رُتْبَةِ مَنْ لَزِمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَاتَلَ مَعَهُ، أَوْ قُتِلَ ⁽⁹⁾ تَحْتَ
رَأْيَتِهِ؛ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَازِمَهُ، أَوْ لَمْ ⁽¹⁰⁾ يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهَدًا، وَعَلَى ⁽¹¹⁾ مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيرًا، أَوْ
مَا شَاءَ قَلِيلًا، أَوْ رَأَاهُ عَلَى بُعْدٍ، أَوْ فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا
لِلْجَمِيعِ.

(1) «فِي» سقطت من ط.

(2) «ذَلِكَ» ليست في و.

(3) في ط: «فزوجه».

(4) ذكر هذه القصة غير واحد، منهم ابن سعد في الطبقات (7 / 11)، وابن أبي

خيثمة في تاريخه (2 / 90).

(5) في ك: «في».

(6) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(7) في ي زيادة: «أحدهما».

(8) في ي، ك: «في رجحان».

(9) في ح: «قتل» بفتح القاف، والمثبت من ب، ك.

(10) «لم» ليست في ط.

(11) في أ: «أو على».

আমার উক্তি: 'সবচেয়ে সঠিক মতানুসারে'(1) এই মাসআলায় (বিষয়টিতে) বিদ্যমান মতপার্থক্যকে নির্দেশ করে।

প্রথমোক্ত মতের প্রাধান্য প্রমাণ করে আশ'আস ইবনে কায়সের ঘটনা। কারণ তিনি মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাকে বন্দী হিসেবে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে আনা হয়েছিল। অতঃপর তিনি ইসলামে ফিরে আসেন এবং (আবু বকর) তা তাঁর থেকে গ্রহণ করেন(2) এবং তাঁর বোনকে তার সাথে বিয়ে দেন(3)(4)। সাহাবীদের বর্ণনায় কেউই তাঁর উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেননি, এবং মুসনাদ (হাদীস) ও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর হাদীস বর্ণনা করা(5) থেকেও (কেউ) বিরত থাকেননি(6)।

দুটি জ্ঞাতব্য বিষয়(7):

এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুসরণকারী, তাঁর সাথে যুদ্ধকারী, অথবা তাঁর ঝগ্ডার নিচে শাহাদাতবরণকারী ব্যক্তির মর্যাদা সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি, যিনি তাঁর অবিচ্ছেদ্য সান্নিধ্যে ছিলেন না, অথবা তাঁর সাথে কোনো যুদ্ধে উপস্থিত হননি, কিংবা যিনি তাঁর সাথে সামান্য কথা বলেছেন, অথবা অল্প পথ তাঁর সাথে হেঁটেছেন, অথবা দূর থেকে তাঁকে দেখেছেন, অথবা শৈশবাবস্থায় (তাঁকে দেখেছেন)(8); যদিও সাহাবিয়াতের সম্মান সকলের জন্য অর্জিত হয়েছে(9)(10)(11)।

(1) 'ফি' (في) শব্দটি 'ত্ব' (ط) থেকে বাদ পড়েছে।

(2) 'যালিকা' (ذَلِكِ) শব্দটি 'ওয়াও' (و)-তে নেই।

(3) 'ত্ব' (ط)-তে আছে: 'ফাযাতভাজাহ' (فزوجه)।

- (4) এ ঘটনা একাধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইবনে সা'দ 'আত-তাবাকাত' (৭/১১) গ্রন্থে এবং ইবনে আবি খাইসামা তাঁর 'তারিখ' (২/৯০) গ্রন্থে।
- (5) 'কাফ' (ك) -তে আছে: 'ফি' (في)।
- (6) 'আলিফ' (أ) -এর ঢিকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - আছে: 'ছুম্মা বালাগা কাযালিকা' (ثم بلغ) (كذا)।
- (7) 'ইয়া' (ي) -তে অতিরিক্ত আছে: 'আহাদাছুমা' (أحدهما)।
- (8) 'ইয়া' (ي) ও 'কাফ' (ك) -তে আছে: 'ফি রুজহান' (في رجحان)।
- (9) 'হা' (ح) -তে আছে: 'কাতাল' (قتل) কাফ-এর উপর ফাতহা (َ) সহ, আর (মূল পাঠে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'বা' (ب) ও 'কাফ' (ك) থেকে (গৃহীত)।
- (10) 'লাম' (ل) শব্দটি 'ত্ব' (ط) -তে নেই।
- (11) 'আলিফ' (أ) -তে আছে: 'আও 'আলা' (أو على)।

(ص: 192) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[مراسيل صغار الصحابة]

وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ ⁽¹⁾ سَمَاعٌ مِنْهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ الرَّوَايَةُ، وَهُمْ ⁽²⁾ مَعَ ذَلِكَ مَعْدُودُونَ فِي الصَّحَابَةِ؛ لِمَا نَأْلُوهُ ⁽³⁾ مِنْ شَرَفِ الرَّوْيَةِ ⁽⁴⁾.

[بِم تَثْبُتُ الصَّحْبَةُ؟]

ثَانِيهِمَا: يُعْرَفُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا بِالتَّوَاتُرِ، أَوْ الْإِسْتِفَاضَةِ، أَوْ الشُّهُرَةِ ⁽⁵⁾، أَوْ بِإِخْبَارِ ⁽⁶⁾ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ بَعْضِ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ، أَوْ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ؛ إِذَا كَانَ دَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدْخُلُ ⁽⁸⁾ تَحْتَ الْإِمْكَانِ ⁽⁹⁾! وَقَدْ اسْتَشْكَلَ هَذَا الْأَخِيرَ جَمَاعَةٌ ⁽¹⁰⁾ مِنْ حَيْثُ إِنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ نَظِيرُ دَعْوَى ⁽¹¹⁾ مَنْ قَالَ: أَنَا عَدْلٌ!

(1) «مِنْهُمْ» ليست في ي.

(2) في ج: «وهو».

(3) في ه: «نالهم».

(4) في حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(5) في ط: «والاستفاضة والشهرة». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص

591): «(أَوْ الشُّهُرَةُ): بناءً على أَنَّ المغايرةَ بينهما: بأنَّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور: أعمُّ من ذلك»، وقال اللقائي رحمه الله في قضاء الوطر (ص 1315): «(أَوْ الشُّهُرَةُ) بعد قوله: (أَوْ الاسْتِفَاضَةُ)؛ يشعر بتغايرهما، وهو رأي بعضهم، قيل: وعليه فالاستفاضة: دوران الخبر على السنة جمع كثير لم يبلغ حد التواتر، والشهرة: دوران الخبر على السنة ثلاثة أو أربعة فأكثر، ما لم يبلغ عدد التواتر».

(6) في ل: «أو إخبار».

(7) في ه، و، ز: «كانت».

(8) في ه، ز، ط، ل، م: «تدخل».

(9) أي: أن يقول - إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة -: أنا صحابيٌّ. الإصابة للمصنف (20 / 1).

(10) ومَن استشكله ابن القطان الفاسي. انظر: البحر المحيط للزركشي (6 / 198).

(11) «دَعَوَى» ليست في أ.

ক্ষুদ্র সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা

এবং তাদের মধ্যে যার জন্য তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) থেকে সরাসরি শ্রুত (হাদিস) নেই, তাহলে তার হাদিস বর্ণনাগতভাবে (হাদিসের পরিভাষায়) মুরসাল। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়; কারণ তারা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) দেখার সম্মান অর্জন করেছেন।

সাহাবীত্ব কীভাবে প্রমাণিত হয়?

দ্বিতীয়ত: তার সাহাবী হওয়া প্রমাণিত হয় তাওয়াতুর (ব্যাপক বর্ণনার), অথবা ইসতিফাদা (প্রচুর প্রচারের), অথবা শুহরাহ (প্রসিদ্ধির) দ্বারা; অথবা কিছু সাহাবীর সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে, অথবা কিছু নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে, অথবা তার নিজের পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে যে তিনি একজন সাহাবী; যখন তার এই দাবিটি সম্ভবপরতার (বাস্তবতার) আওতাভুক্ত হয়!

আর একদল লোক এই শেষোক্ত বিষয়টিকে আপত্তিজনক মনে করেছেন এই কারণে যে, তার এই দাবিটি এমন ব্যক্তির দাবির অনুরূপ যে বলে: 'আমি ন্যায়পরায়ণ!'

- (1) 'মিনহুম' (مِنْهُمْ) শব্দটি 'ইয়া' (يَ) পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (2) 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'ওয়াহুওয়া' (وَهُوَ)।
- (3) 'হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'নালহুম' (نَالَهُمْ)।
- (4) 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপির ঢাকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে – রয়েছে: 'সুম্মা বালাগ কাযালিক' (ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ)।
- (5) 'ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'ওয়ালা ইসতিফাদাহ ওয়াশ শুহরাহ' (وَالْإِسْتِفَادَةُ وَالشُّهُرَةُ)। আল-ক্বারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৫৯১) গ্রন্থে বলেছেন: “‘আওশ শুহরাহ’ (أَوْ الشُّهُرَةُ): এই ভিত্তির উপর যে, তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: ইসতিফাদা (মুসতাফীদ) এর শুরু ও শেষে একই রকম হয়, আর শুহরাহ (মাশহুর) এর চেয়েও ব্যাপক।” আর আল-লাকানী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ক্বাযাআল ওয়াতার' (পৃ. ১৩১৫) গ্রন্থে বলেছেন: “‘ত্বা’ (أَوْ الْإِسْتِفَادَةُ) উক্তির পর (‘আওশ শুহরাহ’ (أَوْ الشُّهُرَةُ)) তাদের উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা নির্দেশ করে, আর এটিই কিছু লোকের অভিমত। বলা হয়েছে: এর উপর ভিত্তি করে, ইসতিফাদা হলো: বিপুল সংখ্যক লোকের মুখে খবরের প্রচলন যা তাওয়াতুরের (ব্যাপক বর্ণনার) পর্যায়ে পৌঁছায়নি। আর শুহরাহ হলো: তিন বা চার বা তার বেশি লোকের মুখে খবরের প্রচলন যা তাওয়াতুরের সংখ্যায় পৌঁছায়নি।”
- (6) 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'আও ইখবার' (أَوْ إِخْبَارٍ)।
- (7) 'হা', 'ওয়াও' ও 'ঝা' (ه، و، ز) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'কানাত' (كَانَتْ)।
- (8) 'হা', 'ঝা', 'ত্বা', 'লাম' ও 'মিম' (ه، ز، ط، ل، م) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'তাদখুল' (تَدْخُلُ)।

(9) অর্থাৎ: যদি তিনি প্রমাণিত ন্যায়পরায়ণতা ও সমসাময়িকতার অধিকারী হন, তাহলে তিনি বলবেন: আমি সাহাবী। গ্রন্থকারের 'আল-ইসাবাহ' (১/২০) দ্রষ্টব্য।

(10) যারা এটিকে আপত্তিজনক মনে করেছেন তাদের মধ্যে ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী অন্যতম। যারকাশীর 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/১৯৮) দেখুন।

(11) 'দা'ওয়া' (دَعْوَى) শব্দটি 'আলিফ' (أ) পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(ص: 193) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَيُحْتَاجُ⁽¹⁾ إِلَى تَأْمُلٍ⁽²⁾ !!

[المقطوع]

(أَوْ) يَنْتَهِي⁽³⁾ غَايَةُ الْإِسْنَادِ (إِلَى التَّابِعِي، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ)، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقْيِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ؛ إِلَّا قَيْدَ⁽⁴⁾ الْإِيمَانِ بِهِ؛ فَذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ؛ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِي طَوْلَ⁽⁵⁾ الْمُلَازِمَةِ⁽⁶⁾، أَوْ صِحَّةَ السَّمَاعِ⁽⁷⁾، أَوْ التَّبْيِيرِ⁽⁸⁾.

[المخضرمون]

وَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبَقَةٌ⁽⁹⁾ اخْتَلَفَ فِي إِحْقَاقِهِمْ بِأَيِّ الْقِسْمَيْنِ، وَهُمْ الْمُخَضَّرُمُونَ⁽¹⁰⁾ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ، وَلَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَدَّاهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الصَّحَابَةِ⁽¹¹⁾، وَادَّعَى عِيَاضُ، وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ يَقُولُ: إِنَّهُمْ

(1) في ح: «ويُحْتَاجُ» بضم الياء، والمثبت من ك.

(2) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 594): «أَي: جَوَازٌ مِثْلُ هَذَا

الَّذِي يَقْتَضِي الدَّوْرَ».

- (3) في ب، ج، هـ، و: «تنتهي»، ولم ينقط في أ.
- (4) في و: «قيد» بالرفع، والمثبت من ج، د.
- (5) في ك: «طول» بالرفع، والمثبت من أ، ج، د.
- (6) وهو اختيار الخطيب. انظر: الكفاية (ص 22).
- (7) وهو الذي استظهره ابن كثير من كلام الحاكم. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 45)، الباعث الحثيث لابن كثير (ص 381).
- (8) اشترط ابن حبان أن يكون حين رؤيته إياه في سنٍّ مَنْ يحفظ عنه. انظر: الثقات لابن حبان (6/ 270).
- (9) في د، هـ، و، ز زيادة: «أخرى».
- (10) في ب زيادة: «مَنْ».
- (11) الاستيعاب (1/ 24).

এবং এর জন্য গভীর চিন্তার⁽¹⁾ প্রয়োজন⁽²⁾!!

[মাকতূ]

(অথবা) ইসনাদের⁽³⁾ সমাপ্তি (তাবেয়ীর কাছে হয়। তাবেয়ী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবীকে অনুরূপভাবে পেয়েছেন)। এটি সাক্ষাত এবং এর সাথে যা উল্লেখিত হয়েছে, তার সাথে সম্পর্কিত; তবে তাঁর প্রতি ঈমান আনার শর্ত⁽⁴⁾ ব্যতীত; কারণ তা কেবল নবী ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট।

আর এটিই নির্বাচিত (অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত) মত; তাদের বিপরীত, যারা তাবেয়ীর ক্ষেত্রে দীর্ঘ⁽⁵⁾ সাহচর্য⁽⁶⁾, অথবা নির্ভরযোগ্য শ্রুতি⁽⁷⁾, অথবা জ্ঞানবুদ্ধি⁽⁸⁾ সম্পন্ন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।

[মুখাদরামুন]

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাঝে একটি স্তর⁽⁹⁾ অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে উভয় শ্রেণীর কোনটির সাথে যুক্ত করা হবে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তারা হলেন মুখাদরামুন⁽¹⁰⁾, যারা জাহেলী যুগ ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন, কিন্তু নবী ﷺ কে দেখেননি। ইবনে আদিল বার

তাদেরকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন⁽¹¹⁾, এবং ইয়াদ্ব ও অন্যান্যরা দাবি করেছেন যে, ইবনে আব্দিল বার বলেন: তারা

- (1) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: 'উইয়ূহতাজু' (ইয়া-কে পেশ দিয়ে), এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (2) আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) শারহ শারহিন নুখবাহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৯৪) বলেছেন: "অর্থাৎ, এমন কিছু বৈধতা যা চক্রাকারত্বের (দাওর) দাবি করে।"
- (3) 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: 'তাত্তাহি', এবং 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে (বর্ণ) নুকতামুক্ত।
- (4) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: 'কাইদু' (রাফা অবস্থায়), এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'জিম', 'দাল' পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (5) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: 'তুলু' (রাফা অবস্থায়), এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ', 'জিম', 'দাল' পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (6) এটি খতীবের নির্বাচিত মত। দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ২২)।
- (7) এটিই ইবনে কাসীর, হাকেমের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট মনে করেছেন। দেখুন: আল-হাকেমের মারিফাতু উলুমিল হাদীস (পৃ. ৪৫), ইবনে কাসীরের আল-বাইসুল হাসীস (পৃ. ৩৮১)।
- (8) ইবনে হিব্বান শর্তারোপ করেছেন যে, তাকে দেখার সময় যেন তিনি এমন বয়সে থাকেন যখন তিনি (কথা) মুখস্থ রাখতে পারেন। দেখুন: ইবনে হিব্বানের আস-সিকাত (৬/২৭০)।
- (9) 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা' পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: 'অন্য'।
- (10) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: 'মিনা'।
- (11) আল-ইসতিয়াব (১/২৪)।

(ص: 194) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

صَحَابَةُ! وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ⁽¹⁾ أَفْصَحَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ بِأَنَّهُ⁽²⁾ إِنَّمَا أَوْرَدَهُمْ لِيَكُونَ كِتَابُهُ
جَامِعاً⁽³⁾ مُسْتَوْعِباً لِأَهْلِ الْقُرْنِ الْأَوَّلِ⁽⁴⁾.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُمْ مَعْدُودُونَ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ، سَوَاءٌ عُرِفَ ⁽⁵⁾ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ مُسْلِمًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ⁽⁶⁾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالنَّجَاشِيِّ - أَمْ ⁽⁷⁾ لَا؟
لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ فِي الْأَرْضِ فَرَأَاهُمْ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهِ ⁽⁸⁾ فِي حَيَاتِهِ ⁽⁹⁾ إِذْ ذَاكَ ⁽¹⁰⁾ - وَإِنْ لَمْ يُلَاقِهِ - فِي الصَّحَابَةِ؛ لِحُصُولِ ⁽¹¹⁾ الرُّؤْيَا مِنْ جَانِبِهِ ⁽¹²⁾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⁽¹³⁾.
(ف) الْقِسْمُ ⁽¹⁴⁾ (الْأَوَّلُ) مِمَّا ⁽¹⁵⁾ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَقْسَامِ

- (1) فِي ب: «لَكِنَّهُ».
- (2) «بِأَنَّهُ» سَقَطَتْ مِنْ ك.
- (3) «جَامِعًا» لَيْسَتْ فِي م.
- (4) الْإِسْتِيعَابُ (24 / 1).
- (5) فِي ج، ل: «أَعْرِفَ».
- (6) فِي أ، ك: «رَسُولُ اللَّهِ».
- (7) فِي ط: «أَوْ».
- (8) «بِهِ» سَقَطَتْ مِنْ ط، ل.
- (9) «فِي حَيَاتِهِ» لَيْسَتْ فِي ي.
- (10) «إِذْ ذَاكَ» لَيْسَتْ فِي أ، ب، ط، ل، م.
- (11) فِي د: «بِحُصُولِ».
- (12) فِي هـ، و، ز: «فِي حَيَاتِهِ» بَدَلَ: «مِنْ جَانِبِهِ».
- (13) فِي هـ زِيَادَةٌ: «مِنْ جَانِبِهِ».
- وَفِي حَاشِيَةِ أ، د - بَخْطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (14) فِي أ، هـ: «وَالْقِسْمُ»، وَفِي ط: «الْقِسْمُ» مِنْ غَيْرِ فَاءٍ.
- (15) فِي ب: «مَا».

সাহাবীগণ! এবং এতে আপত্তি আছে; কারণ তিনি^(১) তাঁর কিতাবের ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি^(২) তাদেরকে কেবল এই উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন যেন তাঁর কিতাব প্রথম শতকের (প্রথম প্রজন্মের) মানুষদের জন্য একটি معجم (ব্যাপক সংকলন)^(৩) ও مستوعب (সর্ববেষ্টনকারী) গ্রন্থ হয়^(৪)।

এবং সঠিক মত হলো: তারা বড় বড় তাবেরীয়দের (অনুসারীদের) মধ্যে গণ্য, চাই জানা যাক^(৫) যে তাদের কারো সম্পর্কে নবী^(৬) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিম ছিল – যেমন নাজ্জাশী – অথবা^(৭) না?

কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, ইসরা-এর রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পৃথিবীর সকল মানুষকে উন্মোচন করা হয়েছিল এবং তিনি তাদের দেখেছিলেন; তাহলে উচিত হলো, সে সময় যারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি^(৮) বিশ্বাসী ছিল^{(৯)(১০)} – যদিও তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করে থাকে – তাদেরকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে^(১১) দর্শন^(১২) সংঘটিত হয়েছে^(১৩)।

সুতরাং, পূর্বে উল্লিখিত বিভাগগুলির (মধ্যে) প্রথম^(১৪) বিভাগ^(১৫)

-
- (1) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: «লকিন্নাহু» (কিন্তু তিনি) রয়েছে।
 - (2) «বিআল্লাহু» (যে তিনি) শব্দটি 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
 - (3) «জামিআন» (ব্যাপক সংকলন) শব্দটি 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
 - (4) আল-ইস্তিয়াব (১/২৪)।
 - (5) 'জিম' ও 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: «আ'রিফু» (আমি জানি) রয়েছে।
 - (6) 'আলিফ' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: «রাসূলুল্লাহ» (আল্লাহর রাসূল) রয়েছে।
 - (7) 'তা' পাণ্ডুলিপিতে: «আও» (অথবা) রয়েছে।
 - (8) «বিহি» (তাঁর প্রতি) শব্দটি 'তা' ও 'লাম' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
 - (9) «ফি হায়াতিহি» (তাঁর জীবদ্দশায়) শব্দগুচ্ছ 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
 - (10) «ইয যাক» (সেই সময়) শব্দগুচ্ছ 'আলিফ', 'বা', 'তা', 'লাম', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে নেই।
 - (11) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: «বিহুসূলি» (প্রাপ্তির কারণে) রয়েছে।
 - (12) 'হা', 'ওয়াও' ও 'ঝা' পাণ্ডুলিপিতে: «মিন জানিবিহি» (তাঁর পক্ষ থেকে) এর পরিবর্তে «ফি হায়াতিহি» (তাঁর জীবদ্দশায়) রয়েছে।
 - (13) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত: «মিন জানিবিহি» (তাঁর পক্ষ থেকে) রয়েছে।

এবং 'আলিফ' ও 'দাল' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – : «সুমা বালাগা কাযালিক» (অতঃপর তেমনিভাবে পৌঁছেছে) রয়েছে।

(14) 'আলিফ' ও 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়াল কিসমু» (এবং বিভাগ), এবং 'তা' পাণ্ডুলিপিতে: «আল কিসমু» (বিভাগ) – 'ফা' (ফ) ব্যতীত রয়েছে।

(15) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: «মা» (যা) রয়েছে।

(ص: 195) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الثَّالِثَةُ - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي ⁽¹⁾ إِلَيْهِ ⁽²⁾ غَايَةُ الْإِسْنَادِ ⁽³⁾ - هُوَ ⁽⁴⁾: (الْمَرْفُوعُ)، سَوَاءٌ كَانَ ⁽⁵⁾ ذَلِكَ الْإِنْتِهَاءُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لَا.
(وَالثَّانِي: الْمَوْقُوفُ)؛ وَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَى الصَّحَابِيِّ.
(وَالثَّالِثُ: الْمَقْطُوعُ)؛ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي ⁽⁶⁾ إِلَى التَّابِعِيِّ.
(وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ) مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (فِيهِ) - أَيُّ: فِي التَّسْبِيَةِ -
(مِثْلُهُ) أَيُّ: مِثْلُ مَا يَنْتَهِي ⁽⁷⁾ إِلَى التَّابِعِيِّ فِي تَسْبِيَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ مَقْطُوعاً، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: «مَوْقُوفٌ ⁽⁸⁾ عَلَى فُلَانٍ».

[الفرق بين المقطوع والمنقطع]

فَحَصَلَتِ التَّفَرُّقَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بَيْنَ الْمَقْطُوعِ وَالْمُنْقَطِعِ؛ فَالْمُنْقَطِعُ مِنْ مَبَاحِثِ الْإِسْنَادِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْ مَبَاحِثِ الْمَتْنِ كَمَا تَرَى.
وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هَذَا فِي مَوْضِعٍ هَذَا ⁽⁹⁾، وَبِالْعَكْسِ ⁽¹⁰⁾؛ تَجَوَّزاً عَنِ الْإِصْطِلَاحِ.

(1) في هـ، و، ز، ط، م: «تنتهي»، وفي د: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ.

(2) في ج: «فيه»، وفي نسخة على حاشية ي: «إلى النبي صلى الله عليه وسلم».

(3) في ج زيادة: «إلى النبي صلى الله عليه وسلم».

(4) في ب: «وهو» بالواو.

(5) في هـ، ل: «أكان».

(6) في هـ، و، ز، ك: «انتهى».

(7) في و: «تنهى»، وهو تصحيف.

(8) في أ، د: «موقوفاً».

(9) أي: المقتوع في موضع المنقطع؛ منهم: الإمام الشافعي. انظر: الأمر (7/ 325).

(10) كالبرديجي. انظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي (1/ 186)

তিন প্রকারের মধ্যে প্রথমটি – যা হলো এমন বিষয় যেখানে সনদের (বর্ণনাসূত্রের) শেষ প্রান্ত পৌঁছে⁽¹⁾ – তা হলো (মারফু‘), সেই সমাপ্তি মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ দ্বারা হোক বা না হোক।⁽⁵⁾

(এবং দ্বিতীয়টি হলো: মাওকূফ); আর তা হলো যা সাহাবীর (নবীজীর সহচর) পর্যন্ত পৌঁছেছে। (এবং তৃতীয়টি হলো: মাকতূ‘); আর তা হলো যা তাবেয়ীর (সাহাবীর অনুসারী) পর্যন্ত পৌঁছে।⁽⁶⁾

(তাবেয়ীর পরবর্তী প্রজন্ম) – অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীন এবং তাদের পরের ব্যক্তিগণ – তাদের ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ নামকরণের ক্ষেত্রে) তাবেয়ীর নিকট যা পৌঁছে, সেই একই রকম (মাকতূ‘) নামকরণ প্রযোজ্য।⁽⁷⁾ আর যদি তুমি চাও, তাহলে বলতে পারো: «অমুকের উপর মাওকূফ»।⁽⁸⁾ [মাকতূ‘ এবং মুনকাতি‘ এর মধ্যে পার্থক্য]

সুতরাং পরিভাষাগতভাবে মাকতূ‘ এবং মুনকাতি‘ এর মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুনকাতি‘ সনদের (বর্ণনাসূত্রের) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, আর মাকতূ‘ হলো মাতনের (মূল পাঠের) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি তুমি দেখতে পাচ্ছে।

আর কেউ কেউ এর পরিবর্তে এটি ব্যবহার করেছেন⁽⁹⁾, এবং বিপরীতটিও⁽¹⁰⁾; এটি পরিভাষাগত ছাড়ের কারণে।

(1) হ, ও, য, ত, ম পাণ্ডুলিপিতে: «তানতাহী» (تنتهي)। এবং দ পাণ্ডুলিপিতে: ইয়া এবং তা উভয় রূপেই ছিল। আর আ পাণ্ডুলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) বিহীন ছিল।

(2) জ পাণ্ডুলিপিতে: «ফিহি» (فيه)। এবং ইয়া পাণ্ডুলিপির মার্জিনে (টীকায়) একটি কপিতে: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে»।

- (3) জ পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে»।
- (4) বা পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়াহু» (وهو) ওয়াও (و) সহ।
- (5) হ, ল পাণ্ডুলিপিতে: «আকানা» (أَكَانَ)।
- (6) হ, ও, য, কা পাণ্ডুলিপিতে: «ইনতাহা» (انتهى)।
- (7) ও পাণ্ডুলিপিতে: «তানহা» (تنهى)। এবং এটি একটি লিপিকর ত্রুটি।
- (8) আ, দ পাণ্ডুলিপিতে: «মাওকুফান» (موقوفاً)।
- (9) অর্থাৎ: 'মুনকাতি' এর স্থলে 'মাকতূ' ব্যবহৃত হয়েছে; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম শাফিঈ। দেখুন: আল-উম্ম (৭/৩২৫)।
- (10) যেমন বারদিজী। দেখুন: আল-ইরাকীর শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা (১/১৮৬)

(ص: 196) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ) أَي: الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ؛ (الْأَثَرُ) ⁽¹⁾.

[المسند]

(وَالْمُسْنَدُ) - فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحَدِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ -؛ هُوَ: (مَرْفُوعٌ صَحَابِيٌّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ ⁽²⁾ الْإِتِّصَالُ).

فَقَوْلِي: «مَرْفُوعٌ» كَالْجَنْسِ، وَقَوْلِي: «صَحَابِيٌّ» كَالْفَصْلِ، يَخْرُجُ ⁽³⁾ بِهِ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ؛ فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ، أَوْ مِنْ دُونِهِ؛ فَإِنَّهُ مُعْضَلٌ أَوْ مُعَلَّقٌ.

وَقَوْلِي: «ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ» يُخْرَجُ ⁽⁴⁾ مَا ظَاهِرُهُ الْإِنْقِطَاعُ، وَيُدْخِلُ مَا فِيهِ الْإِحْتِمَالُ، وَمَا يُوْجَدُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْإِتِّصَالِ مِنْ بَابِ أَوَّلَى ⁽⁵⁾.

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ: أَنَّ الْإِنْقِطَاعَ الْخَفِيَّ - كَعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَالْمُعَاصِرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لِقَائِهِ - لَا يُخْرَجُ الْحَدِيثُ عَنْ كَوْنِهِ مُسْنَدًا؛ لِإِطْبَاقِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ خَرَجُوا الْمَسَانِيدَ ⁽⁶⁾ عَلَى ذَلِكَ.

وَهَذَا التَّعْرِيفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْحَاكِمِ: «الْمُسْنَدُ ⁽⁷⁾: مَا رَوَاهُ

- (1) «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ أَي: الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ؛ الْأَثَرُ» سقطت من ب، ج، هـ، ز، ل، وفي أ، د، ط ونسخة على حاشية ل: «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الْأَثَرُ، أَي: الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ» بتقديم وتأخير، وفي د: «الموقوف والمقطوع» بالرفع والجَرِّ فيهما، والضبط المثبت من ك.
- (2) في ط: «ظاهر».
- (3) في ح: «تخرج»، ولم ينقط في م.
- (4) في هـ، و، ز زيادة: «به».
- (5) في ج، د، و، ز، ي: «الأولى».
- (6) في و، ز: «الأسانيد».
- (7) في نسخة على حاشية ح: «إن المسند».

(⁽¹⁾ (আছার) অর্থাৎ, মাওকুফ ও মাকতূ'কে; (এবং শেষোক্ত দু'টিকে)

[মুসনাদ]

(এবং মুসনাদ) - হাদীসবিদগণের পরিভাষায়, (যখন বলা হয়: এটি একটি মুসনাদ হাদীস), তখন এর অর্থ হলো: (সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এমন মারফু' হাদীস যার সনদ বাহ্যিকভাবে অবিচ্ছিন্ন)।

আমার উক্তি: «মারফু'» হলো 'জিস' (জাতি বা সাধারণ প্রকার) এর মতো, এবং আমার উক্তি: «সাহাবীর» হলো 'ফাসল' (প্রজাতি বা বিশেষ বিভেদক) এর মতো। এর দ্বারা এমন হাদীস বেরিয়ে যায় যা কোনো তাবেরী কর্তৃক মারফু' হিসেবে বর্ণিত, কেননা তা 'মুরসাল' হাদীস; অথবা তাবেরীর নিম্নস্তরের কারো দ্বারা বর্ণিত (মারফু' হাদীস), কেননা তা 'মু'দাল' বা 'মু'আল্লাক' হাদীস। এবং আমার উক্তি: «যার সনদ বাহ্যিকভাবে অবিচ্ছিন্ন» দ্বারা সেই হাদীস বাদ পড়ে যায় যার বাহ্যিক দিকটা বিচ্ছিন্নতা (আনকিতা') নির্দেশ করে। আর এর দ্বারা সেই হাদীস অন্তর্ভুক্ত হয় যেখানে অবিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা থাকে, এবং যা বাস্তবে অবিচ্ছিন্ন, তা তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে (মুসনাদ হিসেবে) গণ্য হবে।

এবং 'বাহ্যিকতা' দ্বারা সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, গোপন বিচ্ছিন্নতা – যেমন মুদাল্লিস রাবীর 'আনআনাহ' (عننة) এবং এমন সমসাময়িক রাবীর যার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়নি – হাদীসকে 'মুসনাদ' হওয়া থেকে বিচ্যুত করে না; কেননা যে সকল ইমাম মুসনাদ গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন, তারা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

এবং এই সংজ্ঞা হাকিমের উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: «মুসনাদ হলো: যা বর্ণনা করেছেন...»

(1) «এবং শেষোক্ত দু'টিকে – অর্থাৎ মাওকুফ ও মাকতূ'কে – আছার বলা হয়» এই অংশটি ব, জ, হ, য, ল অনুলিপিগুলিতে অনুপস্থিত। আর আ, দ, ত এবং ল-এর টীকায় থাকা একটি নুসখায় লেখা আছে: «এবং শেষোক্ত দু'টিকে আছার বলা হয়, অর্থাৎ মাওকুফ ও মাকতূ'কে» – এখানে পদক্রম ভিন্ন। আর দ-তে «الموقوف والمقطوع» শব্দদুটি উভয় অবস্থায় রফ' (رفع) এবং জার' (جر) সহকারে (বর্ণিত হয়েছে)। বর্তমানে গৃহীত পাঠটি ক থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) ত-তে রয়েছে: «যাহির»।

(3) হ-তে রয়েছে: «তখরুজ»। আর ম-তে তা অনুলিপিটিতে বিন্দুবিহীন ছিল।

(4) হ, ও, য অনুলিপিগুলিতে «বিহী» শব্দটি অতিরিক্ত আছে।

(5) জ, দ, ও, য, ই অনুলিপিগুলিতে: «আল-উলা» (الأولى)।

(6) ও, য অনুলিপিগুলিতে: «আল-আসানিদ» (الأسانيد)।

(7) হ-এর টীকায় থাকা একটি নুসখায়: «ইন্নাল মুসনাদ» (إن السند)।

(ص: 197) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الْمَحْدِثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَبَاغُهُ مِنْهُ، وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ، مُتَّصِلًا إِلَى صَحَابِيٍّ⁽¹⁾، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽²⁾ .

وَأَمَّا الْخَطِيبُ فَقَالَ: «الْمُسْنَدُ: الْمُتَّصِلُ»⁽³⁾ .

فَعَلَى هَذَا: الْمَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى⁽⁴⁾ عِنْدَهُ مُسْنَدًا، لَكِنْ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَأْتِي، لَكِنْ⁽⁵⁾ بِقِلَّةٍ» .

وَأَبْعَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَيْثُ قَالَ: «الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ»⁽⁶⁾ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِسْنَادِ؛ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ الْمَتْنُ مَرْفُوعًا! وَلَا قَائِلَ بِهِ⁽⁷⁾ .

(فَإِنْ قُلَّ عَدَدُهُ) أَيُّ: عَدَدُ رِجَالِ السَّنَدِ⁽⁸⁾: (فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ⁽⁹⁾ آخَرَ يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ⁽¹⁰⁾ بِعَيْنِهِ بَعْدَ كَثِيرٍ، (أَوْ) يَنْتَهِيَ (إِلَى إِمَامٍ) مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ (ذِي صِفَةٍ عَلَيْهِ)؛ كَالْحَفِظِ، وَالْفَقْهِ، وَالضَّبْطِ،

(1) فِي أ: «الصَّحَابِيُّ» .

(2) مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ (ص 56) .

(3) الْكَفَايَةُ (ص 21) .

(4) فِي أ: «سَبِيٍّ» .

(5) «لَكِنْ» لَيْسَتْ فِي هـ .

(6) التَّهْمِيدُ (1/ 25) .

(7) في حاشية أ، د، و - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة وبحثاً. كتبه: ابن حجر».

(8) في هـ، ط: «المسند».

(9) في هـ: «مسند».

(10) في د: «الحديث» بالنصب، وهو وهم، وفي ط: «العدد» بدل: «الحديث».

মুহাদ্দিস এমন শায়েখের সূত্রে বর্ণনা করেন যার থেকে তার শ্রুতি (সং্রহিত) সুস্পষ্ট, এবং তেমনি তার শায়েখ তার শায়েখের সূত্রে বর্ণনা করেন, এভাবে সাহাবী⁽¹⁾ হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূত্রে (মুত্তাসিল)।⁽²⁾

আর খতীব (বাগদাদী) বলেছেন: «মুসনাদ হলো: মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সূত্রযুক্ত)»⁽³⁾।

এই অনুযায়ী: মাওকুফ (موقوف) হাদীস যদি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে (সনদ) আসে, তবে তার (খতীবের) মতে তাকে মুসনাদ (مسند) বলা হবে⁽⁴⁾। তবে তিনি বলেছেন: «এটা (এমন ঘটনা) আসতে পারে, তবে খুব কমই»⁽⁵⁾।

ইবনে আব্দুল বার্র (সঠিক মত থেকে) দূরে সরে গেছেন, যখন তিনি বলেছেন: «মুসনাদ হলো: মারফু' (রসূলের দিকে সম্বন্ধিত)»⁽⁶⁾। এবং তিনি ইসনাদের (সনদ) দিকে মনোযোগ দেননি; কারণ, এটি মুরসাল, মু'দাল এবং মুনকাতি' হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যদি মতন (মূল পাঠ) মারফু' হয়! আর এর কোনো সমর্থক নেই⁽⁷⁾।

(যদি এর সংখ্যা কম হয়) অর্থাৎ: সনদের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা⁽⁸⁾: (তাহলে হয় যে, এই কম সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে, অন্য একটি সনদের⁽⁹⁾ তুলনায় যেখানে সেই একই হাদীস⁽¹⁰⁾ অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এসেছে, (অথবা) তা হাদীসের ইমামদের মধ্যে কোনো (উচ্চ গুণসম্পন্ন ইমাম) পর্যন্ত পৌঁছে; যেমন - মুখস্থশক্তি (হিফয), ফিকহ (জ্ঞান), এবং নির্ভুলতা (দাবত)।

(1) 'আ' সংস্করণে: «আস-সাহাবী» (الصحابي)।

(2) আল-হাকিমের 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' (পৃ. ৫৬)।

(3) আল-খতীব বাগদাদীর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ২১)।

(4) 'আ' সংস্করণে: «সুমিয়া» (سي)।

(5) 'হা' সংস্করণে «কিন্তু» (لَكِنْ) শব্দটি নেই।

(6) ইবনে আব্দুল বার-এর 'আত-তামহীদ' (১/ ২৫)।

(7) 'আ', 'দ', এবং 'ওয়াও' সংস্করণের ঢাকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে –: «তারপর সেভাবে পৌঁছেছে», এবং 'লাম' সংস্করণের ঢাকায় – তার (গ্রন্থকারের) হস্তাক্ষরেও –: «তারপর পঠন ও গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছে। লিখেছেন: ইবনে হাজার।»

(8) 'হা' ও 'ত্বা' সংস্করণে: «আল-মুসনাদ» (المسند)।

(9) 'হা' সংস্করণে: «মুসনাদ» (مسند)।

(10) 'দাল' সংস্করণে: «আল-হাদীসা» (الحديث) মানসুব অবস্থায় রয়েছে, যা একটি ভুল; এবং 'ত্বা' সংস্করণে: «আল-হাদীস» (الحديث) -এর পরিবর্তে «আল-আদাদ» (العدد) রয়েছে।

(ص: 198) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

والتَّصْنِيفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْجِيحِ؛ (كَشْعَبَةٍ)، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ خَارِزْمٍ، وَمُسْلِمٍ، وَنَحْوِهِمْ⁽¹⁾.

[العلو البطق]

(فَالأَوَّلُ) - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ)، فَإِنْ اتَّفَقَ
أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحاً؛ كَانَ الْغَايَةَ⁽²⁾ الْقُصْوَى، وَإِلَّا فَصُورَةُ الْعُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مَا لَمْ
يَكُنْ مَوْضِعاً؛ فَهُوَ كَالْعَدَمِ⁽³⁾.

[العلو النسبي]

(وَالثَّانِي): الْعُلُوُّ (النَّسْبِيُّ)؛ وَهُوَ مَا يَقِلُّ الْعَدَدُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ مِنْ
ذَلِكَ الْإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ كَثِيراً.
وَقَدْ عَظُمَتْ رَغْبَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهِ، حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ أَهْمَلُوا
الِاسْتِغَالَ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ.

وَأِنَّمَا كَانَ الْعُلُوُّ مَرْغُوباً فِيهِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصَّحَّةِ وَقِلَّةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَاوٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ إِلَّا وَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ. فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ؛ كَثُرَتْ مَقَانُ التَّجْوِيزِ، وَكُلَّمَا ⁽⁴⁾ قَلَّتْ؛ قَلَّتْ. فَإِنْ كَانَ فِي النُّزُولِ مَزِيَّةٌ ⁽⁵⁾ لَيْسَتْ فِي الْعُلُوِّ - كَأَنْ يَكُونَ ⁽⁶⁾

(1) فِي أ: «وغيرهم».

(2) فِي م: «غاية».

(3) فِي ل: «كالعدم»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَتِهَا: «كالعدم».

(4) فِي أ: «وكما».

(5) فِي ج، هـ: «مزية» بِالنَّصْبِ الْمُنَوَّنِ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ د، و، ك.

(6) فِي و، ي: «تكون»، وَفِي ل: بِأَلْيَاءِ وَالتَّاءِ، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، هـ، ز.

এবং গ্রন্থ রচনার, এবং অন্যান্য গুণাবলী যা অগ্রাধিকারের কারণ হয়; যেমন শু'বাহ, মালিক, সাওরি, শাফি'ঈ, বুখারী, মুসলিম এবং তাঁদের মতো ব্যক্তিগণ⁽¹⁾.

[নিরঙ্কুশ 'উলু]

প্রথম প্রকার হলো যা রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে: তা হলো নিরঙ্কুশ 'উলু। যদি তার সনদ সহীহ হওয়া মিলে যায়, তবে তা হবে চরম লক্ষ্য⁽²⁾। অন্যথায়, তাতে 'উলু-এর ধরন বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ না তা মাওদু' (জাল) হয়; [যদি মাওদু' হয়] তবে তা অস্তিত্বহীনতার মতো⁽³⁾।

[আপেক্ষিক 'উলু]

দ্বিতীয় প্রকার হলো আপেক্ষিক 'উলু; এটি হলো এমন 'উলু যেখানে ওই ইমাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম হয়, যদিও ওই ইমাম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক হয়।

পরবর্তী যুগের আলেমগণের এর প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে, এমনকি তা তাদের অনেকের উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে তারা এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করা অবহেলা করেছে।

'উলু-এর প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ হলো এটি সহীহ হওয়ার এবং ভুলের সম্ভাবনা কম হওয়ার অধিক নিকটবর্তী; কারণ ইসনাদের (সনদের) বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) নেই যার উপর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তাই যত মধ্যস্থতাকারী বেশি হয় এবং সনদ দীর্ঘ হয়, তত ভুলের সম্ভাবনাও বেশি হয়; আর যত কম হয়, তত কম হয়⁽⁴⁾।

যদি নুয়ুল-এ (নিম্ন সনদে) এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে যা 'উলু-এর মধ্যে নেই - যেমন যদি হয়⁽⁵⁾⁽⁶⁾

(1) 'আ' নুসখায়: "এবং তাঁদের মতো" («وغيرهم»)

(2) 'মিম' নুসখায়: "লক্ষ্য" («غاية»)

(3) 'লাম' নুসখায়: "অস্তিত্বহীন" («العدم»), এবং এর প্রাস্তটীকার একটি নুসখায়: "অস্তিত্বহীনতার মতো" («العدم»)

(4) 'আ' নুসখায়: "এবং যখন" («وكما»)

(5) 'জিম', 'হা' নুসখায়: "বৈশিষ্ট্য" («مزية») (তানউইন সহ নাসব অবস্থায়), এবং যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'দাল', 'ওয়াও', 'কাফ' নুসখা থেকে।

(6) 'ওয়াও', 'ইয়া' নুসখায়: "তাকুনু" («تكون»), এবং 'লাম' নুসখায় ইয়া এবং তা উভয় অক্ষরই রয়েছে, আর 'আ', 'হা', 'যা' নুসখায় তা নুকতা বিহীন রয়েছে।

(ص: 199) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

رَجَالُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ، أَوْ أَحْفَظُ، أَوْ أَفْقَهُ⁽¹⁾، أَوْ الْإِتِّصَالُ فِيهِ أَظْهَرَ⁽²⁾ - فَلَا تَرَدُّدٌ⁽³⁾ فِي⁽⁴⁾ أَنَّ
النُّزُولَ⁽⁵⁾ حِينَئِذٍ⁽⁶⁾ أَوَّلَى.
وَأَمَّا مَنْ رَجَحَ النُّزُولَ مُطْلَقًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْبَحْثِ تَقْتَضِي الْمَشَقَّةَ فَيَعُظَّمُ
الْأَجْرُ⁽⁷⁾؛ فَذَلِكَ تَرْجِيحٌ بِأَمْرِ أَجَنْبِيٍّ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ⁽⁸⁾.

[الموافقة]

(وفيه) أي: العلو⁽⁹⁾ النسبي (الموافقة؛ وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه) أي: الطريق التي⁽¹⁰⁾ تصل إلى ذلك المصنف المعين.
مثاله: ⁽¹¹⁾ روى البخاري: عن قتيبة، عن مالك حديثاً... ، فلو روينا من طريقه
كان بيننا وبين قتيبة⁽¹²⁾ ثنائية، ولو روينا ذلك الحديث⁽¹³⁾ بعينه، من طريق أبي
العباس السراج، عن قتيبة - مثلاً - لكان⁽¹⁴⁾ بيننا وبين قتيبة فيه⁽¹⁵⁾ سبعة⁽¹⁶⁾.

(1) في ب، و: «أوثق، أحفظ، أفقه» كلها بالرفع، والمثبت من أ، ج، ح، ك.

(2) في ب، و: «أظهر» بالرفع، والمثبت من أ، ح.

(3) في أ، ي، ك: «يُتردد».

(4) «في» ليست في و.

(5) في د: «فلا تردد أن يكون»، وفي نسخة على حاشيتها: «فلا يتردد في أن النزول».

(6) «حيثُئذٍ» ليست في ح.

(7) عزاه الرامهرمزي إلى بعض أهل النظر. انظر: المحدث الفاصل (ص 216)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 264).

(8) في حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(9) في هـ، ز: «في العلو».

(10) في أ: «الذي».

(11) في د زيادة: «لو».

(12) في ب زيادة: «فيه».

(13) «الحديث» ليست في م.

(14) في أ، ب: «كان».

(15) «فِيهِ» ليست في ب.

(16) في د: «سنة».

যদি তার (সনদের) বর্ণনাকারীরা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য হয়, অথবা অধিক স্মৃতিসম্পন্ন হয়, অথবা অধিক ফকিহ হয়⁽¹⁾, অথবা তাতে (সনদে) সংযোগ অধিক স্পষ্ট হয়⁽²⁾ – তাহলে তখন⁽⁶⁾ নুযূল (নিম্নতর সনদ)⁽⁵⁾ অধিক উত্তম হওয়ার⁽⁴⁾ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই⁽³⁾।

আর যারা নিরঙ্কুশভাবে নুযূলকে (নিম্নতর সনদকে) অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এই যুক্তি দিয়েছে যে, অধিক অনুসন্ধান কষ্ট হয়, যা সাওয়াব বৃদ্ধিকে প্রয়োজনীয় করে তোলে⁽⁷⁾; তাহলে সেটি এমন একটি বিষয় দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান, যা সহীহ (প্রমাণিত) ও যঈফ (দুর্বল) করার সাথে সম্পর্কিত নয়⁽⁸⁾।

[আল-মুওয়াফাকাহ (সাদৃশ্য)]

আর এতেই (অর্থাৎ, আপেক্ষিক উচ্চ সনদ, আল-উলুউ আন-নিসবী-তে)⁽⁹⁾ রয়েছে আল-মুওয়াফাকাহ (সাদৃশ্য)। আর তা হলো: কোনো একজন সংকলকের শায়খের কাছে তার (সংকলকের) নিজস্ব সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে পৌঁছা; অর্থাৎ, যে সূত্রে নির্দিষ্ট সেই সংকলকের কাছে পৌঁছানো হয়⁽¹⁰⁾।

এর উদাহরণ:⁽¹¹⁾ ইমাম বুখারী কুতাইবাহ থেকে, তিনি মালিক থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন... যদি আমরা তাঁর (বুখারীর) সূত্রে তা বর্ণনা করি, তাহলে আমাদের ও কুতাইবাহর⁽¹²⁾ মাঝে আটজন বর্ণনাকারী থাকবে। আর যদি আমরা সেই একই হাদীস⁽¹³⁾ উদাহরণস্বরূপ, আবুল আব্বাস আস-সাররাজ এর সূত্রে, তিনি কুতাইবাহ থেকে বর্ণনা করি, তাহলে আমাদের ও কুতাইবাহর মাঝে সাতজন বর্ণনাকারী থাকবে⁽¹⁶⁾।

(1) ব, ও-তে: «أَوْثَقُ، أَحْفَظُ، أَفْقَهُ» সবগুলোই রফ' (رفع) সহকারে এসেছে, আর অ, জ, হ, ক-তে যা প্রমাণিত আছে তা গৃহীত হয়েছে।

(2) ব, ও-তে: «أَظْهَرُ» রফ' (رفع) সহকারে এসেছে, আর অ, হ-তে যা প্রমাণিত আছে তা গৃহীত হয়েছে।

(3) অ, ই, ক-তে: «يُتَرَدَّدُ» (ইউতারাদদ) রয়েছে।

(4) «فِي» (ফি) শব্দটি ও-তে নেই।

- (5) দ-তে: «فلا تردد أن يكون» (ফালা তারদুদ আন ইয়াকুনা) রয়েছে, এবং এর টীকায় একটি নুসখায়: «فلا يتردد في أن النزول» (ফালা ইউতারাদদ ফী আন আন-নুযুল) রয়েছে।
- (6) «حيثُ» (হিনাইন) শব্দটি হ-তে নেই।
- (7) রামাহুরমুযী (الرَّامَهُزْمِيُّ) এটি কিছু অভিজ্ঞদের মতামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল (المُحَدِّثُ الْفَاصِلُ), পৃ. ২১৬, এবং মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (مَقْدِمَةُ (ابن الصَّلاح), পৃ. ২৬৪।
- (8) দ-এর টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: «ثم بلغ كذلك» (ছুম্মা বালাগা কাযালিকা)।
- (9) হ, য-তে: «في العلو» (ফিল উলুউ) রয়েছে।
- (10) অ-তে: «الذي» (আল্লাযী) রয়েছে।
- (11) দ-তে: «لو» (লাও) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (12) ব-তে: «فيه» (ফিহি) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (13) «الحديث» (আল-হাদীস) শব্দটি ম-তে নেই।
- (14) অ, ব-তে: «كان» (কানা) রয়েছে।
- (15) «فيه» (ফিহি) শব্দটি ব-তে নেই।
- (16) দ-তে: «سنة» (সিন্নাহ - ছয়) রয়েছে।

(ম: 200) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَقَدْ حَصَلَتْ (1) لَنَا (2) الْمُوَافَقَةُ مَعَ الْبُخَارِيِّ فِي شَيْخِهِ بِعَيْنِهِ، مَعَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ عَلَى
الْإِسْنَادِ (3) إِلَيْهِ (4).

[البدل]

(و) فِيهِ (5)؛ أَيِ: الْعُلُوِّ النَّسَبِيِّ (الْبَدَلُ (6)؛ وَهُوَ: الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ).
كَأَنَّ يَقَعْ لَنَا (7) ذَلِكَ (8) الْإِسْنَادُ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى (9) إِلَى (10) الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ؛
فَيَكُونُ (11) الْقَعْنَبِيُّ بَدَلًا فِيهِ (12) مِنْ (13) قَتَيْبَةَ.

وَأَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُونَ الْمُؤَافَقَةَ وَالْبَدَلَ إِذَا قَارَنَا الْعُلُوَّ، وَإِلَّا فَاسْمُ الْمُؤَافَقَةِ وَالْبَدَلِ⁽¹⁴⁾ وَاقِعٌ بِدُونِهِ.

[المساواة]

(و) فِيهِ؛ أَيْ: ⁽¹⁵⁾ الْعُلُوُّ النَّسْبِيُّ (الْمُسَاوَاةُ؛ وَهِيَ ⁽¹⁶⁾):

- (1) فِي هـ، و، ز: «حصل».
- (2) فِي ط زِيَادَةً: «فِيهِ».
- (3) «عَلَى الْإِسْنَادِ» سَقَطَتْ مِنْ وَ.
- وَفِي حَاشِيَةِ أ - بَخَطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (4) «إِلَيْهِ» سَقَطَتْ مِنْ ك.
- (5) مَكَانَهَا بِيَاضٍ فِي ط.
- (6) فِي هـ: «وَالْبَدَلُ».
- (7) «لَنَا» لَيْسَتْ فِي م.
- (8) «ذَلِكَ» لَيْسَتْ فِي د، وَفِي ط: «ذَكَرَ» بَدَلَ: «ذَلِكَ».
- (9) فِي م: «آخِر».
- (10) «أُخْرَى إِلَيَّ» لَيْسَتْ فِي د.
- (11) فِي ك: «فَيَكُونُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ د.
- (12) «فِيهِ» لَيْسَتْ فِي د.
- (13) فِي م: «عَنْ».
- (14) فِي ك: «الْبَدَلُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج، د.
- (15) فِي أ زِيَادَةً: «فِي».
- (16) فِي ط: «وَهُوَ».

আমরা বুখারীর সাথে তাঁর শায়খের (الشيخ) ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে মুওয়াফাকাহ (الموافقة) অর্জন করেছি, তাঁর পর্যন্ত ইসনাদ (الإسناد) অপেক্ষা আমাদের ইসনাদের উলুউ (العلو) সহকারে।

[বদাল (البدل)]

(আর) এতে; অর্থাৎ: আপেক্ষিক উলুউ (العلو)-এর ক্ষেত্রে (বদাল (البدل) বিদ্যমান); আর তা হলো: একইভাবে তার শায়খের শায়খের কাছে পৌঁছা।

যেমন, সেই একই ইসনাদ (الإسناد) আমাদের কাছে অন্য এক সূত্রে কা'নাবী, তিনি মালিক থেকে, হয়ে আসে; তাহলে কা'নাবী তাতে কুতাইবাহ-এর বদাল (البدل) হবেন।

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মুওয়াফাকাহ (الموافقة) ও বদাল (البدل) বিবেচনা করেন যদি আমরা উলুউ (العلو)-এর সাথে এর তুলনা করি, অন্যথায় মুওয়াফাকাহ (الموافقة) ও বদাল (البدل) নাম তার (উলুউ) ছাড়াই প্রযোজ্য হয়।

[মুসাওয়াত (المساواة)]

(আর) এতে; অর্থাৎ: আপেক্ষিক উলুউ (العلو)-এর ক্ষেত্রে (মুসাওয়াত (المساواة) বিদ্যমান); আর তা হলো:

(1) হ, ও, যা-তে: 'হাসালা'।

(2) ত্বা-তে অতিরিক্ত আছে: 'ফীহি'।

(3) 'আলাল ইসনাদ' ওয়াও থেকে বাদ পড়েছে।

এবং আলিফ-এর টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: 'সুম্মা বালাগা কাযালিকা'।

(4) 'ইলাইহি' কাফ থেকে বাদ পড়েছে।

(5) ত্বা-তে এর স্থানটি ফাঁকা।

(6) হা-তে: 'ওয়াল-বদাল'।

(7) 'লানা' মিম-এ নেই।

(8) 'যালিকা' দাল-এ নেই, এবং ত্বা-তে 'যালিকা'-এর পরিবর্তে 'যিকর'।

(9) মিম-এ: 'আখর'।

(10) 'উখরা ইলা' দাল-এ নেই।

(11) কাফ-এ: 'ফায়াকুনু' রফ' সহকারে, এবং যা প্রমাণিত তা দাল থেকে।

(12) 'ফীহি' দাল-এ নেই।

(13) মিম-এ: 'আন'।

(14) কাফ-এ: 'আল-বদালু' রফ' সহকারে, এবং যা প্রমাণিত তা জিম, দাল থেকে।

(15) আলিফ-এ অতিরিক্ত আছে: 'ফী'।

(16) ত্বা-তে: 'ওয়াহুয়া'।

(ص: 201) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

اِسْتَوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرَّاَوِي إِلَى آخِرِهِ (أَي: الْإِسْنَادِ (مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ).
كَانَ ⁽¹⁾ يَرْوِي النَّسَائِيُّ - مَثَلًا - حَدِيثًا يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ⁽²⁾
أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ⁽³⁾؛ يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ ⁽⁴⁾ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⁽⁵⁾ أَحَدَ ⁽⁶⁾ عَشَرَ نَفْسًا،
فَنَسَاوِي ⁽⁷⁾ النَّسَائِيَّ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ الْخَاصِّ.

[المصافحة]

(و) فِيهِ؛ أَي: الْعُلُوُّ النَّسَبِيِّ أَيْضًا (الْمُصَافَحَةُ؛ وَهِيَ: الْإِسْتِوَاءُ مَعَ تَلْيِيزِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ)
عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَوَّلًا.

وَسَيِّبَتْ ⁽⁸⁾ مُصَافَحَةً لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِي الْغَالِبِ بِالْمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاقَبَا، وَنَحْنُ ⁽⁹⁾
فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّ ⁽¹⁰⁾ لَقِينَا النَّسَائِيَّ، فَكَأَنَّ صَافَحْنَاهُ.

(1) في ج: «كما».

(2) «فيه» ليست في د.

(3) «فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» سقط
من د.

(4) «فيه» ليست في هـ، و، ز، ط، م.

(5) «يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» سَقَطَتْ مِنْ ك.

(6) فِي ط: «إِحْدَى»، وَفِي ك: «بِأَحَدٍ».

(7) فِي ب: «فِي سَاوِي».

(8) فِي هـ، ز: «سَمِيت».

(9) فِي ي: «فَنَحْنُ»، وَفِي نَسْخَةِ عَلَى حَاشِيَتِهَا: «وَنَحْنُ».

(10) فِي ب: «كَانِبًا».

(বর্ণনাকারীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) সনদের (ইসনাদ) সংখ্যার সমতা, অর্থাৎ এটি (এই সমতা) কোনো একজন সংকলকের সনদের সাথে (প্রাপ্ত হয়)।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম নাসায়ী (রহঃ) একটি হাদিস বর্ণনা করলেন, যেখানে তাঁর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে এগারো জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান। অতঃপর, আমরা ঠিক সেই হাদিসটিই অন্য একটি সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত লাভ করি, যেখানে আমাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে এগারো জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এক্ষেত্রে, আমরা সংখ্যার দিক থেকে ইমাম নাসায়ীর সমকক্ষ হলাম, যদিও সেই বিশেষ সনদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে না।

[হস্তমৈত্রী]

এবং এর (অর্থাৎ, আপেক্ষিক উচ্চতার) মধ্যে 'হস্তমৈত্রী' (মুসাফাহাহ)ও অন্তর্ভুক্ত। এটি হলো: পূর্বে ব্যাখ্যা করা পদ্ধতি অনুসারে সেই সংকলকের শিষ্যের সাথে সমতা।

এবং এর নামকরণ করা হয়েছে 'মুসাফাহাহ' (হস্তমৈত্রী), কারণ সাধারণত সাক্ষাৎকারীদের মাঝে হস্তমৈত্রী (করমর্দন) করার প্রথা প্রচলিত। আর এই পরিস্থিতিতে আমরা যেন ইমাম নাসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, সুতরাং আমরা যেন তাঁর সাথে হস্তমৈত্রী করেছি।

(1) 'জ' লিপিতে: «যেমন»।

(2) «এতে» শব্দটি 'দ' লিপিতে নেই।

(3) «অতঃপর আমরা হুবহু সেই হাদিসটিই অন্য একটি সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত লাভ করি» - এই অংশটি 'দ' লিপিতে বাদ পড়েছে।

- (4) «এতে» শব্দটি 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ত্বা' এবং 'মীম' লিপিতে নেই।
- (5) «আমাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে এতে বিদ্যমান» - এই অংশটি 'কাফ' লিপিতে বাদ পড়েছে।
- (6) 'ত্বা' লিপিতে: «إحدى» এবং 'কাফ' লিপিতে: «بأحد»।
- (7) 'বা' লিপিতে: «فيساوي»।
- (8) 'হা' ও 'যা' লিপিতে: «سُمِّيَتْ»।
- (9) 'ইয়া' লিপিতে: «فَنَحْنُ», এবং এর টীকায় একটি লিপিতে: «وَنَحْنُ»।
- (10) 'বা' লিপিতে: «كَانَ»।

(ص: 202) نهضة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(1) الْعُلُوُّ بِأَقْسَامِهِ الْمَذْكُورَةِ: (النُّزُولُ)، فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُهُ (2) قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ؛ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غَيْرُ تَابِعٍ لِنُّزُولٍ (3).

[رواية الأقران]

(فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي) أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرِّوَايَةِ؛ مِثْلُ (4) (السِّنِّ وَاللُّقْيِ) (5)، وَهُوَ الْأَخْذُ (6) عَنِ الْمَشَايِخِ؛ (فَهُوَ) النَّوعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: رِوَايَةُ (7) (الْأَقْرَانِ)؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاوِيًا (8) عَنْ قَرِينِهِ.

[المُدَبَّج]

(وَإِنْ رَوَى كُلُّ مِنْهُمَا) أَي: الْقَرِينَيْنِ (عَنِ الْآخَرِ؛ فَ) هُوَ: (الْمُدَبَّجُ)؛ وَهُوَ أَخْصُ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَكُلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجًا. وَقَدْ صَنَّفَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ (9)، وَصَنَّفَ أَبُو الشَّيْخِ

- (1) في ك: «ويَقَابِلُ» بفتح الباء، والمثبت من د. قَالَ الْقَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 629): «بكسر الموحدة».
- (2) في ل: «بِمُقَابِلَةٍ»، وفي نسخة على حاشيتها: «يُقَابِلُهُ».
- (3) في ب، ه، ح: «لِلنَّزُولِ».
- وفي حاشية أ - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثم بلغ كذلك».
- وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (12)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (263).
- (4) في و: «مِثْلَ» بِالنَّصْبِ، والمثبت من ج، ح.
- (5) في ط: «وَاللِّقَاءَ»، وفي ل: «أَوِ اللَّقْيِ»، وفي نسخة على حاشيتها: «أَوْ فِي اللَّقْيِ».
- (6) في ه، و: «وَالْأَخْذَ» بدل: «وَهُوَ الْأَخْذُ».
- (7) في م: «رَاوِيَهُ».
- (8) في أ: «رَوَى».
- (9) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 121)، والعراقي في التَّقْيِيدِ وَالْإِيضَاحِ (1/ 334). وقد ذكر ابن خیر أنه في عشرة أجزاء. انظر: فهرسة ابن خیر الإشبيلي (ص 186).

(উল্লেখিত উচ্চ সনদ (উলু)-এর সকল প্রকারের বিপরীতে রয়েছে নিম্ন সনদ (নুজুল)। সুতরাং, উচ্চ সনদের প্রতিটি প্রকারের বিপরীতে নিম্ন সনদের একটি প্রকার থাকবে; তাদের মতের বিরোধিতা করে, যারা মনে করে যে, উচ্চ সনদ (উলু) কখনও কখনও নিম্ন সনদের (নুজুল) অনুগামী না হয়েও ঘটতে পারে।

[রিওয়ায়াতুল আক্বরাণ]

যদি বর্ণনাকারী এবং যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে অংশীদার হয়—যেমন বয়স এবং সাক্ষাৎ (শিক্ষালাভ), আর তা হলো শায়খদের থেকে জ্ঞান অর্জন—তাহলে এটি সেই প্রকার যাকে রিওয়ায়াতুল আক্বরাণ (সমবয়সীদের বর্ণনা) বলা হয়; কারণ তখন সে তার সমবয়সী (ক্বরীন) থেকে বর্ণনা করছে।

[মুদাৰ্জাজ]

আর যদি উভয় (অর্থাৎ, দুই সমবয়সী) একে অপরের থেকে বর্ণনা করে, তাহলে এটি মুদাৰ্জাজ। আর এটি প্রথম প্রকারের (আকরাণ) চেয়েও সুনির্দিষ্ট; সুতরাং, প্রতিটি মুদাৰ্জাজই আকরাণ, কিন্তু প্রতিটি আকরাণই মুদাৰ্জাজ নয়।

এ বিষয়ে দারাকুতনী (رحمه الله) গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং আবুশ শায়খও (গ্রন্থ) রচনা করেছেন।

(1) 'এ' পাণ্ডুলিপিতে «وَيْقَابِلُ» (ইউক্বাবাল) - 'বা' অক্ষরে ফাতহা (উপরে জবর) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা 'দ' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-ক্বারী (رحمه الله) তাঁর 'শারহু শারহিল নুখবাহ' (পৃ. ৬২৯) গ্রন্থে বলেছেন: «بِكَسْرِ الْوَحْدَةِ» (মুওয়াহহাদা - একত্রিত অক্ষর - এর কাসরা সহ)।

(2) 'ল' পাণ্ডুলিপিতে «بِقَابِلَةٍ» (বিমুক্বাবালাহ) রয়েছে, এবং এর টীকায় একটি কপিতে «يَقَابِلُهُ» (ইউক্বাবিলুহ) রয়েছে।

(3) 'ব', 'হা' ও 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «لِلنَّزُولِ» (লিন্নুজুল) রয়েছে।

আর 'আলিফ' পাণ্ডুলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে – লেখা আছে: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ» (ছুম্মা বালাগা কাযালিকা - এরপর একইভাবে পৌঁছেছে/প্রাপ্ত হয়েছে)।

দেখুন: আল-হাকিমের 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস' (১২), এবং ইবনুল সালাহর 'মুকাদ্দিমাহ' (২৬৩)।

(4) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: «مِثْلُ» (মিছলা) - নসব (উপরে জবর) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা 'জীম' ও 'হা' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে: «وَالْمَقَا» (ওয়াল-লিক্বা) রয়েছে, 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: «أَوِ اللَّي» (আও আল-লুক্বী) রয়েছে, এবং এর টীকায় একটি কপিতে: «أَوْ فِي اللَّي» (আও ফীল-লুক্বী) রয়েছে।

(6) 'হা' ও 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: «وَالْأَخْذُ» (ওয়াল-আখযু) রয়েছে «وَهُوَ الْأَخْذُ» (ওয়া হুওয়াল-আখযু)-এর পরিবর্তে।

(7) 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে: «رَاوِيهِ» (রাবীহি) রয়েছে।

(8) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে: «رَوَى» (রওয়া) রয়েছে।

(9) আল-খাতিব তাঁর 'তারীখে বাগদাদ' (৬/১২১)-এ এবং আল-ইরাকী 'আত-তাকরীদ ওয়াল-ঈদাহ' (১/৩৪)-এ এর উল্লেখ করেছেন। ইবনু খায়র উল্লেখ করেছেন যে এটি দশ খণ্ডে রয়েছে। দেখুন: ইবনু খায়র আল-ইশবিলীর 'ফিহরিসা' (পৃ. ১৮৬)।

(ص: 203) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الأَصْفَهَانِي⁽¹⁾ فِي الَّذِي قَبْلَهُ⁽²⁾.

وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تَلْيِيزِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخِرِ؛ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا؟ فِيهِ بَحْثٌ، وَالظَّاهِرُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ، وَالتَّدْبِيجُ مَأْخُودٌ مِنْ دِيبَاجَتِي⁽³⁾ الْوَجْهِ⁽⁴⁾، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ هَذَا.⁽⁵⁾ (وَإِنْ رَوَى) الرَّاوي (عَمَّنْ) هُوَ⁽⁶⁾ (دُونَهُ) فِي السِّنِّ أَوْ فِي اللَّقْيِ⁽⁷⁾ أَوْ فِي الْمِقْدَارِ؛ (فَ) هَذَا النَّوعُ هُوَ رِوَايَةُ (الْأَكْبَرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ). (وَمِنْهُ)؛ أَيُّ: مِنْ جُمْلَةِ هَذَا النَّوعِ - وَهُوَ أَخْصُ مِنْ مُطْلَقِهِ - رِوَايَةُ (الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ)، وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَالشَّيْخِ عَنْ تَلْيِيزِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

[مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ]

(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ، وَمِنْهُ⁽⁸⁾: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ⁽⁹⁾ عَنْ جَدِّهِ⁽¹⁰⁾؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْجَادَّةُ الْمَسْلُوكَةُ الْغَالِبَةُ.

(1) فِي د: «الأَصْفَهَانِي».

(2) يَعْنِي: فِي الْأَقْرَانِ، وَاسْمُهُ: «ذَكَرَ الْأَقْرَانِ وَرَوَايَاتُهُمْ عَنْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

(3) فِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَةِ ل: «دِيبَاجَةٌ».

(4) انظر: الصّحاح للجَوْهَرِيّ (1/ 312).

(5) رواية الأكابر عن الأصاغر

(6) «هُوَ» ليست في ي.

(7) في ط: «اللقاء».

(8) في أ: «ومَنهم».

(9) في أ: «ابنه»، وهو تصحيف.

(10) «وَمِنْهُ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ» سقطت من ب، ج، ز، ح، وتأخرت في ي، ل - كما سيأتي بيان موضعها -.

وقد أشار بعض الشراح إلى أن هذه الجملة وردت في بعض النسخ الجيدة مؤخرَةً، والجملة التي بعدها مقدمة عليها. قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 640): «غير مذكور في بعض النسخ، وفي بعضها مسطور بعد قوله: (كثرة) على ما نقله تلميذه؛ ثم قال: ينبغي تأخير (ومنه من روى عن أبيه عن جده)، عن قوله: (لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة) ... إلخ. انتهى»، وقال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الوَطَر (ص 1398): «الواقع عندنا، وفي كثير من النسخ المقرّوءة على المصنف وعليها خطه، وتصحيحه، وإجازته، وروايته بخط ب [أي: البقاعي]- أيضاً -: مؤخرًا عنه»، فتكون العبارة على الوجه المشار إليه هكذا: «(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ) لِأَنَّهُ هُوَ الْجَادَّةُ الْمَسْلُوكَةُ الْغَالِبَةُ (وَمِنْهُ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ)».

পূর্ববর্তী অংশে⁽²⁾ (আল-আসবাহানি)⁽¹⁾ িহানِ الْأَصْبَحِ

আর যখন শাইখ তার ছাত্র থেকে বর্ণনা করেন, তখন এটা সত্য যে তাদের উভয়ই একে অপরের থেকে বর্ণনা করে; তবে কি এটাকে মুদাব্বাজ (Mudabbaj) বলা হবে? এ বিষয়ে গবেষণা আছে, তবে স্পষ্টতই: না; কারণ এটি আকাবির আনিল আসাগির (Akaabir anil Asaaghir) অর্থাৎ বয়স্কদের ছোটদের থেকে বর্ণনার প্রকারের অন্তর্গত, আর তাদবীজ (Tadbij) শব্দটি দিবাযাতাই আল-ওয়াজহ (dibājatai al-wajh) অর্থাৎ মুখের উভয় দিক থেকে নেওয়া হয়েছে⁽³⁾⁽⁴⁾, যা উভয় দিক থেকে সমতা দাবি করে, তাই এটি (মুদাব্বাজ) এর

অন্তর্ভুক্ত হবে না।⁽⁵⁾ (যদি বর্ণনাকারী বর্ণনা করে) এমন ব্যক্তির থেকে যে তার (চেয়ে)⁽⁶⁾ বয়সে, বা সাক্ষাতে⁽⁷⁾, বা মর্যাদায় (নিম্নস্তরের); (তবে) এই প্রকারটি হলো আকাবির আনিল আসাগির (Akaabir anil Asaaghir) অর্থাৎ বয়স্কদের ছোটদের থেকে বর্ণনা।

(আর এর অন্তর্ভুক্ত); অর্থাৎ, এই প্রকারের সমষ্টিগত অংশ থেকে - যা এর সাধারণ অর্থের চেয়েও নির্দিষ্ট - হলো (পিতার পুত্র থেকে) বর্ণনা, সাহাবীদের তাবয়ীগণ থেকে বর্ণনা, এবং শাইখের তার ছাত্র থেকে বর্ণনা, এবং অনুরূপ অন্যান্য।

[যে তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে]

(আর এর বিপরীতটি প্রচুর), আর এর অন্তর্ভুক্ত⁽⁸⁾: যে তার পিতা থেকে⁽⁹⁾, তার দাদা থেকে⁽¹⁰⁾ বর্ণনা করেছে; কারণ এটিই হলো সচরাচর প্রচলিত ও প্রধান পদ্ধতি।

(1) দাল (د) বর্ণে: "আল-আস্ফাহানি (الأصفهاني)"।

(2) অর্থাৎ: আল-আকরান (Al-Aqran) গ্রন্থে, এবং এর নাম হলো: "যিকরুল আকরান ওয়া রিওয়ায়াতিহিম আন বা'দিহিম বা'দান (ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضاً)", যা মুদ্রিত।

(3) লাম (ل) বর্ণযুক্ত টীকা সংস্করণে: "দিবাজাহ (ديباجة)"।

(4) দেখুন: আস-সিহাহ লিল-জাওহারী (الصاحح للجوهري) (১/৩১২)।

(5) আকাবির আনিল আসাগির (الأكابر عن الأصاغر) এর বর্ণনা।

(6) "হুয়া (هُوَ)" বর্ণটি ইয়া (ي) তে নেই।

(7) ত্বা (ط) বর্ণে: "আল-লিফা (اللقاء)"।

(8) আলিফ (أ) বর্ণে: "ওয়া মিনহুম (ومنه)"।

(9) আলিফ (أ) বর্ণে: "ইবনুহু (ابنه)", এবং এটি একটি লিপিকর ত্রুটি।

(10) "ওয়া মিনহু: মন রাওয়া আন আবিহি আন জাদ্দিহি (وَمِنْهُ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ)" - এটি বা (ب), জিম (ج), যা (ز), হা (ح) থেকে বাদ পড়েছে, এবং ইয়া (ي), লাম (ل) তে পিছিয়ে গেছে - যেমনটি এর অবস্থান পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

কিছু ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন যে এই বাক্যটি কিছু ভালো সংস্করণে পরে এসেছে, এবং এর পরের বাক্যটি এর আগে এসেছে। আল-কারি رحمه الله (القاري) তার শারহু শারহিন নুখবাহ (شرح شرح النخبة) (পৃ. ৬৪০) তে বলেছেন: "কিছু সংস্করণে উল্লেখ করা হয়নি, এবং কিছুতে তার ছাত্রের উদ্ধৃতি অনুযায়ী (প্রচুর) তার এই উক্তির পরে লিপিবদ্ধ আছে; অতঃপর তিনি

বলেছেন: (এবং এর অন্তর্ভুক্ত: যে তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে) বাক্যটিকে (কারণ এটিই হলো সচরাচর প্রচলিত ও প্রধান পদ্ধতি) এর উক্তির পরে আনা উচিত... ইত্যাদি। সমাপ্ত হলো।" আর আল-লাকানী رحمه الله (اللقاني) তার ক্বাদাউল ওয়াতার (قضاء الوطر) (পৃ. ১৩৯৮) তে বলেছেন: "আমাদের নিকট, এবং মুসান্নিফের কাছে পঠিত অনেক সংস্করণে, এবং সেগুলিতে তাঁর হস্তাক্ষর, সংশোধন, অনুমতি, এবং বা'র [অর্থাৎ: আল-বিক্বা'ঈ এর] হস্তাক্ষরেও বর্ণিত আছে: এটি এর পরে এসেছে।" সুতরাং, নির্দেশিত পদ্ধতিতে অভিব্যক্তিটি এমন হবে: "(আর এর বিপরীতটি প্রচুর) কারণ এটিই হলো সচরাচর প্রচলিত ও প্রধান পদ্ধতি (এবং এর অন্তর্ভুক্ত: যে তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে)।"

(ص: 204) نهضة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ، وَتَنْزِيلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ.
وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي «رِوَايَةِ الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ» تَصْنِيفاً⁽¹⁾، وَأَفْرَدَ جُزْءاً⁽²⁾ لَطِيفاً فِي
«رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ»⁽³⁾.
وَجَمَعَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَايُ⁽⁴⁾ - مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ - مُجَلِّداً كَبِيراً فِي مَعْرِفَةِ مَنْ
رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَسَّمَهُ أَقْسَاماً: فَمِنْهُ مَا يَعُودُ
الضَّبِيبُ فِي قَوْلِهِ: «عَنْ جَدِّهِ» عَلَى

(1) في ك زيادة: «وافراً». ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (97 / 3)، والأسماء البهية (ص 151).

(2) في ك: «وجزءاً» بدل: «وأفردَ جزءاً».

(3) قال الرُّزْكَشِيُّ رحمه الله في النُّكَّت (67 / 1): «قد صَنَّفَ الخطيب فيه كتاباً، وبلغ عددهم نحو العشرين». وانظر: التَّقْيِيد والإيضاح للعراقي (ص 76).
وفي تأخرت إلى هنا عبارة: «ومنه من روى عن أبيه عن جدِّه».

(4) هو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلي بن عبد الله العلاني، الحافظ (ت 761 هـ). انظر: معجم الشيوخ للذهبي (1/ 223)، وذييل التذكرة للحسيني (ص 28).

এবং এর জ্ঞান অর্জনের উপকারিতা হলো: তাদের স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা এবং মানুষকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দেওয়া।

এবং খতিব (আল-বাগদাদি) «পিতা কর্তৃক পুত্র থেকে বর্ণনা» বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন⁽¹⁾। তিনি «সাহাবী কর্তৃক তাবি'ঈন থেকে বর্ণনা» বিষয়ক একটি চমৎকার অংশকে পৃথক করেছেন⁽²⁾⁽³⁾।

এবং পরবর্তী যুগের হাফিয সালাহউদ্দিন আল-আলাই⁽⁴⁾ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর দাদা থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এমন বর্ণনাকারীদের পরিচিতি বিষয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং সেটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: তার মধ্যে কিছু এমন যেখানে «তাঁর দাদা থেকে» এই উক্তির সর্বনামটি ফিরে আসে

(1) কাফ (ك) নুসখায় অতিরিক্ত আছে: «ওয়াফিরান» (প্রচুর)। খতিব (আল-বাগদাদি) তাঁর «তারিখ বাগদাদ» (৩/৯৭) এবং «আল-আসমা আল-মুবহামাহ» (পৃ. ১৫১) গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

(2) কাফ (ك) নুসখায় «ওয়া আফরাদা জুজ'আন» এর পরিবর্তে «ওয়া জুজ'আন» রয়েছে।

(3) জারকাশী (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) তাঁর «আন-নুকাত» (১/৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: «খতিব এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাদের সংখ্যা প্রায় বিশে পৌঁছেছে»। দেখুন: ইরাকীর «আত-তাকয়ীদ ওয়াল-ঈদাহ» (পৃ. ৭৬)।

ইয়া (ي) নুসখায় «এবং তাদের মধ্যে যারা তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন» এই বাক্যটি এখানে পিছিয়ে গেছে।

(4) তিনি হলেন: সালাহউদ্দিন আবু সাঈদ খলিল ইবনে কাইকালদি ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আলাই, হাফিয (মৃত্যু ৭৬১ হিজরি)। দেখুন: যাহাবী'র «মু'জাম আশ-শুযুখ» (১/২২৩) এবং হুসাইনী'র «যায়লুত তায়কিরাহ» (পৃ. ২৮)।

الرَّائِي، وَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّيِيرُ فِيهِ عَلَى أَبِيهِ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ، وَخَرَجَ فِي (1) كُلِّ تَرْجَمَةٍ حَدِيثًا مِنْ مَرْوِيَّهِ (2).

وَقَدْ لَخَّصْتُ كِتَابَهُ (3) الْمَذْكُورَ، وَزِدْتُ (4) عَلَيْهِ تَرَاجِمَ كَثِيرَةً جِدًّا (5)، وَأَكْثَرَ مَا وَقَعَ فِيهِ: مَا تَسَلَّسَلَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ (6) عَنِ الْأَبَاءِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَبًا (7).

[السابق واللاحق]

(وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا) عَلَى الْآخَرِ؛ (فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ) (8).

وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيْنَ الرَّائِيَيْنِ (9) فِيهِ فِي الْوَفَاةِ مِئَةً وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَافِظَ السَّلَفِيَّ (10) سَمِعَ مِنْهُ

(1) فِي أ، ب: «من».

(2) واسمه: «الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جدّه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». انظر: ذيل التذكرة للحسيني (ص 29)، والشذا الفَيَّاح للأبناسي (2/ 567)، والتقييد والإيضاح للعراقي (ص 348)، وهو مفقود.

(3) «كِتَابُهُ» سقطت من ب.

(4) فِي ط: «فزدت».

(5) واسمه: «علم الوشي فيمن يروي عن أبيه عن جدّه». انظر: الجواهر والدُرر (2/ 680).

(6) فِي أ، ب: «الرواة».

- (7) وهو ما رواه السَّعَائِيُّ فِي «الذَّيْلِ»، وقد ساق إِسْنَادَهُ الْعِرَاقِيُّ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ: «وهذا أَكْثَرُ مَا وَقَعَ لَنَا فِي عِدَّةِ التَّسْلُسِ بِالْأَبَاءِ». انظر: شرح التَّبَصُّرَةِ وَالتَّذْكَرَةِ لِلْعِرَاقِيِّ (2/ 192).
- وَفِي حَاشِيَةِ أ - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ»، وَفِي حَاشِيَةِ م - بِخَطِّهِ أَيْضاً -: «ثُمَّ بَلَغَ قِرَاءَةً عَلِيٍّ».
- (8) وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ كِتَاباً سَمَّاهُ: «السَّابِقُ وَالْآخِرُ فِي تَبَاعُدِ مَا بَيْنَ وَفَاةِ رَاوِيَيْنِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.
- (9) فِي ك: «الرَّوَايَتَيْنِ».
- (10) هُوَ: أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ السَّلْفِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ، الْحَافِظُ (ت 576 هـ). سَيَرُ أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ (5/ 21).

বর্ণনাকারী সম্পর্কে। আর এর মধ্যে এমন কিছুও আছে যেখানে সর্বনাম তার পিতার প্রতি নির্দেশ করে। তিনি তা স্পষ্ট করেছেন ও নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রতিটি জীবনীতে(1) তাঁর বর্ণিত হাদীস থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন(2)।

আমি তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেছি(3) এবং তাতে বহু নতুন জীবনী (বা অধ্যায়) যোগ করেছি(4)(5)। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যা পাওয়া যায় তা হলো: সেই বর্ণনা, যা চৌদ্দ পুরুষ ধরে পিতাদের মাধ্যমে পরম্পরাগতভাবে বর্ণিত হয়েছে(6)(7)।

[পূর্ববর্তী ও পরবর্তী]

(যদি দুজন বর্ণনাকারী একজন শায়খের কাছ থেকে বর্ণনা করে থাকেন, এবং তাদের একজনের মৃত্যু) অন্যের আগে ঘটে থাকে; (তবে সেটিই হলো: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বা আস-সাবিহ ওয়াল-লাহিক(8))।

এ বিষয়ে আমরা যা পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো যে, দুই বর্ণনাকারীর(9) মৃত্যুর মধ্যে দেড়শ বছরের ব্যবধান। আর তা হলো এই যে, হাফিয আস-সিলাফি(10) তার থেকে শুনেছেন।

- (1) আ, বা-তে: "মিন" লেখা আছে।
- (2) এবং এর নাম: «আল-ওয়াশি আল-মুআল্লাম ফীমান রাওয়া আন আবিহি আন জাদ্দিহি আনিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম» (যারা তাদের পিতা থেকে, তারা তাদের দাদা থেকে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে সুসজ্জিত অলংকার)। দেখুন: হুসাইনীর 'যাইলুত তাযকিরাহ' (পৃ. ২৯), আল-আবনাসীর 'আশ-শাঝা আল-ফাইয়াহ' (২/৫৬৭), এবং আল-ইরাকীর 'আত-তাকয়ীদ ওয়াল-ঈয়াহ' (পৃ. ৩৪৮)। এটি বিলুপ্ত।
- (3) 'কিতাবাহু' শব্দটি 'বা' থেকে বাদ পড়েছে।
- (4) তা-তে: "ফাযিদতু" লেখা আছে।
- (5) এবং এর নাম: «ইলমু আল-ওয়াশি ফীমান ইয়ারবী আন আবিহি আন জাদ্দিহি» (যারা তাদের পিতা থেকে, তারা তাদের দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে অলংকারশাস্ত্র)। দেখুন: 'আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার' (২/৬৮০)।
- (6) আ, বা-তে: "আর-রুওয়াত" লেখা আছে।
- (7) এটিই সাম'আনী 'আয-যাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল-ইরাকী এর সনদ উল্লেখ করে অতঃপর এর শেষে বলেছেন: "পিতা-পরম্পরার ধারাবাহিকতায় আমাদের কাছে প্রাপ্ত এটিই সর্বাধিক।" দেখুন: আল-ইরাকীর 'শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ' (২/১৯২)। এবং 'আ' এর টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে – লেখা আছে: "অতঃপর এভাবেই পৌঁছায়", এবং 'মীম' এর টীকায় – তাঁর হাতেই – লেখা আছে: "অতঃপর আমার পাঠে পৌঁছায়"।
- (8) হাফিয আবু বকর আল-খাতীব আল-বাগদাদী এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন: «আস-সাযিহ ওয়াল-লাহিক ফী তাবাউদি মা বাইনা ওয়াফাতি রাওয়াইন আন শায়খিন ওয়াহিদিন» (একই শায়খের কাছ থেকে বর্ণনা করা দুই বর্ণনাকারীর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধানের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী), এবং এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (9) কা-তে: "আর-রিওয়াতাইন" লেখা আছে।
- (10) তিনি হলেন: আবু তাহির আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস-সিলাফি আল-আসফাহানী, হাফিয (মৃত্যু ৫৭৬ হিজরী)। 'সিয়ার আল-লামিন নুবলা' (২১/৫)।

أَبُو عَلِيٍّ الْبَرْدَانِيُّ⁽¹⁾ - أَحَدُ مَشَايِخِهِ - حَدِيثًا، وَرَوَاهُ عَنْهُ، وَمَاتَ عَلَى رَأْسِ الْخَمْسِ مِئَةٍ. ثُمَّ كَانَ⁽²⁾ آخِرَ⁽³⁾ أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ بِالسَّيَّاحِ: سِبْطُهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَكِّيٍّ⁽⁴⁾، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَسِتِّ مِئَةٍ. وَمِنْ قَدِيمِ ذَلِكَ: أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَدَّثَ عَنْ تَلْمِيذِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ⁽⁵⁾ أَشْيَاءَ فِي التَّارِيخِ وَغَيْرِهِ⁽⁶⁾، وَمَاتَ⁽⁷⁾ سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِينَ وَمِئَتَيْنِ، وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ السَّرَّاجِ بِالسَّيَّاحِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَفَّافُ⁽⁸⁾، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثَ مِئَةٍ. وَغَالِبُ مَا يَقَعُ مِنْ⁽⁹⁾ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُسُوعَ مِنْهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ

-
- (1) في ك: «البرداني» بالذال المعجمة، وهو: الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البرداني البغدادي. سِيرَ أعلام النبلاء (219 / 19).
- قال السمعاني رحمه الله في الأنساب (2 / 144): «بفتح الباء الموحدة والراء والذال المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بردان وهي قرية من قرى بغداد».
- (2) في ج: «وكان» بدل: «ثُمَّ كَانَ».
- (3) في ك: «آخِرُ» بالرفع، والمثبت من أ، ب، ز.
- (4) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الحاسب مكي بن عبد الرحمن الطرابلسي الإسكندراني، المسند. سِيرَ أعلام النبلاء (278 / 23).
- (5) هو: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّرَّاجِ الثَّقَفِيُّ الخراساني، الحافظ (ت 213 هـ). سِيرَ أعلام النبلاء (388 / 14).
- (6) «وغيره» ليست في ب.
- (7) في أ: «مات» من غير واو.
- (8) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الخفَّاف، الحافظ. سِيرَ أعلام النبلاء (481 / 16).
- (9) «مِنْ» سقطت من د.

আবু আলী আল-বারাদানি^(১) – তাঁর একজন শিক্ষক – একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি পাঁচশ' হিজরীর সূচনা লগ্নে ইন্তেকাল করেন।

অতঃপর সালফীর সর্বশেষ ছাত্র যিনি শ্রবণের মাধ্যমে (হাদীস) গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন তাঁর নাতি আবু আল-কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে মাক্কি^(৪), এবং তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল ছয়শ' পঞ্চাশ হিজরী সনে।

এর পূর্ববর্তী (উদাহরণ) গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: ইমাম বুখারী তাঁর ছাত্র আবু আল-আব্বাস আস-সাররাজ^(৫) থেকে তারিখ (ইতিহাস) এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু বর্ণনা করেছেন, আর তিনি দুইশ' ছাপ্পান্ন হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। আস-সাররাজ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন আবু আল-হুসাইন আল-খাফাফ^(৬), এবং তিনি তিনশ' তিরানব্বই হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

এবং এর বেশিরভাগই ঘটে থাকে যে, যার থেকে শ্রুত হয় (অর্থাৎ ছাত্র), তার ইন্তেকাল (বর্ণনাকারীর তুলনায়) বিলম্বে হতে পারে।

(১) 'কাফ' লিপিতে: "আল-বারাদানি" (البراداني) যাল (ذ) অক্ষর সহকারে। তিনি হলেন: হাফিয আবু আলী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বারাদানি আল-বাগদাদী। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৯/২১৯)।

আল-সাম'আনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'আল-আনসাব' (২/১৪৪) গ্রন্থে বলেছেন: "একক বা (ب), রা (ر) এবং বিন্দুবিহীন দাল (د) এর ফাতহা (স্বরচিহ্ন) সহকারে, এবং শেষে নুন (ن) রয়েছে। এই সম্বন্ধটি 'বারাদান' (برادان) এর দিকে, যা বাগদাদের গ্রামগুলোর মধ্যে একটি।"

(২) 'জিম' লিপিতে: "কান" (ك) এর পরিবর্তে "সুম্মা কান" (كُ) রয়েছে।

(৩) 'কাফ' লিপিতে: "আখিরু" (أخِر) রফা (পেশ) সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রমাণিত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'যা' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(৪) তিনি হলেন: আবু আল-কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে আল-হাসিব মাক্কি ইবনে আব্দুর রহমান আল-তারাবুলসি আল-ইসকান্দারানি, আল-মুসনিদ। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (২৩/২৭৮)।

(৫) তিনি হলেন: আবু আল-আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আস-সাররাজ আল-সাকافی আল-খুরাসানি, আল-হাফিয (মৃত্যু ২১৩ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৪/৩৮৮)।

(৬) "ওয়া গায়রিহি" (وَعَيْرِهِ) 'বা' লিপিতে নেই।

(৭) 'আলিফ' লিপিতে: "মাতা" (مات) ওয়াও (ও) ব্যতীত।

(৮) তিনি হলেন: আবু আল-হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-নাইসাপুরি আল-খাফাফ, আল-হাফিয। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/৪৮১)।

(৯) "মিন" (مِنْ) 'দাল' লিপিতে বাদ পড়েছে।

(ص: 207) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

بَعْدَ ⁽¹⁾ أَحَدِ الرَّاَوِيَيْنِ ⁽²⁾ عَنْهُ زَمَانًا، حَتَّى يَسْمَعَ ⁽³⁾ مِنْهُ بَعْضُ الْأَحْدَاثِ، وَيَعِيشَ بَعْدَ السَّاعِ مِنْهُ ⁽⁴⁾ دَهْرًا طَوِيلًا، فَيَحْصُلُ ⁽⁵⁾ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ نَحْوُ ⁽⁶⁾ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ ⁽⁷⁾.

[مَنْ رَوَى عَنْ مُتَّفَقِي الْأَسْمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

(وَإِنْ رَوَى) الرَّاَوِي (عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفَقِي الْأَسْمِ)، أَوْ مَعَ اسْمِ الْأَبِ، أَوْ مَعَ اسْمِ الْجَدِّ، أَوْ مَعَ ⁽⁸⁾ النَّسْبَةِ ⁽⁹⁾، (وَلَمْ يَتَمَيَّزْ) ⁽¹⁰⁾ بِمَا يَخْصُ كُلًّا مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ لَمْ يَضُرَّ. وَمِنْ ذَلِكَ: مَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ ⁽¹¹⁾ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَحْمَدَ - غَيْرِ ⁽¹²⁾ مَنُسوبٍ - عَنْ ابْنِ وَهْبٍ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا أَحْمَدُ ⁽¹³⁾ بَنُ صَالِحٍ، أَوْ ⁽¹⁴⁾ أَحْمَدُ بَنُ عِيْسَى، أَوْ: عَنْ مُحَمَّدٍ - غَيْرِ ⁽¹⁵⁾

(1) في أ، هـ، ك زيادة: «موت». قال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الْوَكْر (ص 1407):

«(بَعْدَ أَحَدِ الرَّاَوِيَيْنِ) أي: بعد موت أحد الراويين».

(2) في ل: «أخذ الراوي»، وفي نسخة على حاشيتها: «أحد الراويين».

(3) في و: «يسمع» بالرفع، والمثبت من ج، د، ك.

- (4) «مِنْهُ» ليست في و، ز.
- (5) في ب: «فِيحُسُنْ».
- (6) «نَحُوْ» سقطت من ي.
- (7) في حاشية د، و، ل - بَخِطِ الْمُصَنِّف - : «ثم بلغ كذلك».
- (8) «مَعَ» ليست في د.
- (9) في ي: «أو بالنسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «مع النسبة»، وفي نسخة على حاشية ل: «نسبته».
- (10) في أ: «يبيزا».
- (11) في ح: «للبخاري» بدل: «فِي الْبُخَارِيِّ».
- (12) في ح: «غَيْرَ» بفتح الرَّاء، وفي ج: بفتح الرَّاء وكسرهما، والمثبت من د.
- (13) «أَحَدُ» ليست في أ.
- (14) في ط: «وإِمْأ».
- (15) في ج: «غَيْرَ» بفتح الرَّاء وكسرهما معاً، والمثبت من د.

তাঁর থেকে দুই বর্ণনাকারীর(1) একজনের(2) [মৃত্যুর] কিছুদিন পর, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কেউ তার থেকে শুনতে পায়(3) এবং তার থেকে শোনার পর দীর্ঘকাল জীবিত থাকে(4), ফলে এই সবার সমষ্টি থেকে এই সময়ের(5) মতো(6) কিছু লাভ হয়। আর আল্লাহই সাহায্যকারী(7)।

[যিনি একই নামের দুজনের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তারা পৃথক হননি]

(আর যদি) বর্ণনাকারী (বর্ণনা করেন এমন দুজন থেকে, যাদের নাম এক), অথবা পিতার নামের সাথে, অথবা দাদার নামের সাথে, অথবা(8) পরিচিতিমূলক উপাধি (নিসবাহ)(9) দ্বারা, (এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা তারা পৃথক না হন(10)), তাহলে যদি তারা দুজনই নির্ভরযোগ্য হন, তবে কোনো ক্ষতি নেই।

আর তার একটি উদাহরণ হলো: যা বুখারীর(11) (হাদিস গ্রন্থে) ইবনে ওয়াহবেস সূত্রে আহমাদ (যার পরিচিতিমূলক উপাধি(12) উল্লেখ নেই) থেকে বর্ণিত তাঁর বর্ণনায় এসেছে; কারণ তিনি

হয় আহমাদ ইবনে সালিহ(13), অথবা(14) আহমাদ ইবনে ঈসা, অথবা: মুহাম্মাদ থেকে - যার পরিচিতিমূলক উপাধি(15) উল্লেখ নেই -

- (1) আ, হা, কা গ্রন্থে «মৃত্যু» শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। আল-লাকানী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) ক্বাদা আল-ওয়াতার (পৃ. ১৪০৭) গ্রন্থে বলেছেন: «দুই বর্ণনাকারীর একজনের পর – এর অর্থ হলো: দুই বর্ণনাকারীর একজনের মৃত্যুর পর»।
- (2) লাম গ্রন্থে «বর্ণনাকারীর গ্রহণ» রয়েছে, এবং তার টীকায় একটি কপিতে «দুই বর্ণনাকারীর একজন» রয়েছে।
- (3) ওয়াও গ্রন্থে «সে শুনুক» শব্দটি (রাফ‘) সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জিম, দাল, কা থেকে।
- (4) «তার থেকে» (শব্দটি) ওয়াও এবং যা গ্রন্থে নেই।
- (5) বা গ্রন্থে «তাহলে তা সুন্দর হবে» রয়েছে।
- (6) «মতো» (শব্দটি) ইয়া গ্রন্থ থেকে বাদ পড়েছে।
- (7) দাল, ওয়াও, লাম গ্রন্থের টীকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: «তারপর সে এভাবেই পৌঁছাল»।
- (8) «সাথে» (শব্দটি) দাল গ্রন্থে নেই।
- (9) ইয়া গ্রন্থে রয়েছে: «অথবা পরিচিতিমূলক উপাধি (নিসবাহ) দ্বারা», এবং তার টীকায় একটি কপিতে রয়েছে: «পরিচিতিমূলক উপাধি (নিসবাহ) সহকারে», এবং লাম গ্রন্থের টীকায় একটি কপিতে রয়েছে: «তার পরিচিতিমূলক উপাধি (নিসবাহ)»।
- (10) আ গ্রন্থে রয়েছে: «তারা পৃথক হন»।
- (11) হা গ্রন্থে «আল-বুখারীর জন্য» এর পরিবর্তে «আল-বুখারীতে» রয়েছে।
- (12) হা গ্রন্থে «গাইরা» (র-এর উপর যবর সহকারে) রয়েছে, এবং জিম গ্রন্থে র-এর উপর যবর ও যের উভয়ই সহকারে, এবং যা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে তা দাল থেকে।
- (13) «আহমাদ» (শব্দটি) আ গ্রন্থে নেই।
- (14) ত্বা গ্রন্থে রয়েছে: «অথবা»।
- (15) জিম গ্রন্থে «গাইর» (র-এর উপর যবর ও যের উভয়ই সহকারে) রয়েছে, এবং যা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে তা দাল থেকে।

مَنْسُوبٌ - عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ.
وَقَدْ اسْتَوْعَبْتُ⁽¹⁾ ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ»⁽²⁾.
وَمَنْ أَرَادَ لِذَلِكَ ضَابِطاً كُلِّياً يَمْتَنِزُ بِهِ⁽³⁾ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ؛ (فَبِاخْتِصَاصِهِ)؛ أَيِ: الشَّيْخِ
الْمَرْوِيِّ⁽⁴⁾ عَنْهُ⁽⁵⁾ (بِأَحَدِهِمَا يَتَّبِعُ الْمُهْمَلُ)⁽⁶⁾.
وَمَتَى لَمْ يَتَّبِعْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ مُخْتَصِماً بِهِمَا مَعاً؛ فَأَشْكَالُهُ شَدِيدٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ⁽⁷⁾ إِلَى
الْقَرَائِنِ، وَالظَّنِّ⁽⁸⁾ الْغَالِبِ⁽⁹⁾.

(1) في ط: «استوعيت».

(2) المسْتَوْعَبُ: «هُدَى السَّارِي» في الفصل السَّابِعِ فِي تَبْيِينِ الْأَسْمَاءِ الْمُهْمَلَةِ الَّتِي يَكْثُرُ
اشْتِرَاكُهَا (ص 222).

(3) «بِهِ» لَيْسَتْ فِي وَ.

(4) فِي ز: «الْمَرْوِيُّ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ح.

(5) فِي ج، ي، ل: «الرَّأَوِي عَنْهُ» بَدَلُ: «الشَّيْخِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى
حَاشِيَةِ ل كَالْمَثْبُوتِ.

قَالَ الْمَنَاوِي: «وَقَفْتُ عَلَى نَسْخَةِ الْكَمَالِ ابْنِ أَبِي شَرِيفٍ - الَّتِي قَرَأْتُهَا عَلَى الْمَوْلَفِ،
وَبَلَغَ لَهُ عَلَيْهَا بَخْطُهُ فِي كُلِّ وَرْقَةٍ غَالِباً - فَوَجَدْتُ فِيهَا: (فَبِاخْتِصَاصِهِ - أَيِ: الشَّيْخِ
الْمَرْوِيِّ عَنْهُ -) ثُمَّ ضَرَبَ الْكَمَالُ عَلَى قَوْلِهِ: (الشَّيْخُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ)، وَكَتَبَ عَلَى الْهَامِشِ
بَخْطَهُ: (أَيِ الرَّأَوِيِّ)، وَصَحَّحَ عَلَيْهِ». الْيَوَاقِيتُ وَالْدَّرَرُ (2/ 269 - 270)، لَكِنْ مَا
ذَكَرَهُ الْمَنَاوِيُّ مِنْ وَصْفِ مَا فِي النُّسخَةِ غَيْرُ دَقِيقٍ، وَالْأَظْهَرُ مَا أَثْبَتَهُ.

(6) فِي حَاشِيَةِ أ - بَخْطُ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(7) «فِيهِ» لَيْسَتْ فِي د.

(8) فِي هـ، و: «وَالنَّظَرُ»، وَفِي ي: «أَوِ الظَّنُّ»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَةِ و: «وَالظَّنُّ».

(9) في ط: «للغالب»، وقد ذكر الذَّهَبِيُّ بعض الضوابط في ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 464 - 466).

সম্পর্কিত - ইরাকের অধিবাসীদের থেকে; কারণ সে হয় মুহাম্মদ ইবনে সালাম, অথবা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-ধুহলি।

আর আমি এটি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ-এর ভূমিকায়⁽¹⁾ বিস্তারিত আলোচনা করেছি⁽²⁾।

আর যে এর জন্য এমন একটি সার্বিক মূলনীতি চায়, যার দ্বারা তাদের একজন অন্যজন থেকে পৃথক করা যায়⁽³⁾; (তবে তার সুনির্দিষ্টতার দ্বারা) অর্থাৎ: যে শায়খ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে⁽⁴⁾ তার⁽⁵⁾ (উক্ত দু'জনের মধ্যে কোনো একজনের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের মাধ্যমে অস্পষ্ট ব্যক্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়)⁽⁶⁾।

আর যখন তা স্পষ্ট না হয়, অথবা যখন সে (শায়খ) তাদের দু'জনের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়; তখন এর জটিলতা গুরুতর হয়। ফলে এ ক্ষেত্রে⁽⁷⁾ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও প্রবল অনুমানের⁽⁸⁾ আশ্রয় নিতে হয়⁽⁹⁾।

(1) 'তা' (ط) প্রতিলিপিতে: 'ইস্তাও'আইতু'।

(2) 'হুদা আস-সারি' নামক গ্রন্থে, সপ্তম পরিচ্ছেদে, যেখানে সেই অস্পষ্ট নামগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে, যার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বেশি ঘটে (পৃ. ২২২)।

(3) 'বিহি' (به) শব্দটি 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে নেই।

(4) 'যা' (ي) প্রতিলিপিতে: 'আল-মারভিয়ু' (المروي) রফ' (পেশ) সহ, এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'হা' (ح) প্রতিলিপি থেকে।

(5) 'জিম' (ج), 'ইয়া' (ي) ও 'লাম' (ل) প্রতিলিপিতে: 'আশ-শায়খ আল-মারভী আনহু' (الشيخ) এর পরিবর্তে 'আর-রাবী আনহু' (الراوي عنه), এবং 'লাম' (ل)-এর টীকায় একটি প্রতিলিপিতে বর্তমান পাঠের মতোই রয়েছে।

মুনাভী বলেছেন: "আমি কামাল ইবনে আবি শরিফের একটি প্রতিলিপি দেখেছি - যা তিনি লেখকের কাছে পড়েছেন এবং প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার নিজের হস্তাক্ষরে এর অনুমোদন দিয়েছেন - সেখানে আমি পেয়েছি: (সুতরাং তার বিশেষত্বের মাধ্যমে - অর্থাৎ: যে শায়খ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে -) অতঃপর কামাল 'আশ-শায়খ আল-মারভী আনহু' (যে শায়খ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) কথাটির উপর আঘাত করেছেন এবং টীকায় নিজের হস্তাক্ষরে লিখেছেন: (অর্থাৎ

বর্ণনাকারী), এবং সেটিকে সঠিক বলে চিহ্নিত করেছেন।" আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াদ-দুরার (২/২৬৯-২৭০)। তবে প্রতিলিপির যে বর্ণনা মুনাভী দিয়েছেন তা সঠিক নয়, বরং যা আমি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেটাই অধিকতর স্পষ্ট।

(6) 'আলিফ' (أ) প্রতিলিপির ঢাকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে -: "অতঃপর এভাবেই পৌঁছেছে।"

(7) 'ফীহি' (فیه) শব্দটি 'দাল' (د) প্রতিলিপিতে নেই।

(8) 'হা' (ه) ও 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: 'ওয়ান-নাজার' (والنظر), আর 'ইয়া' (ي) প্রতিলিপিতে: 'আও আয-যান্ন' (أو الظن), এবং 'ওয়াও' (و)-এর ঢাকায় একটি প্রতিলিপিতে: 'ওয়ায-যান্ন' (والظن)।

(9) 'তা' (ط) প্রতিলিপিতে: 'লিল-গালিব' (لِلغالب)। আর যাহাবী এ বিষয়ে কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। দেখুন: সিয়রু আ'লামিন-নুবালা (৭/৪৬৪-৪৬৬)।

(ص: 209) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[جَد الشَّيْخ لِرَوِيَّهِ]

(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ (1) حَدِيثًا (2) فَ (جَد (3) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهِ (4), فَإِنْ كَانَ (جَزْمًا) - كَأَنَّ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ, أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا, وَنَحْوَ (5) ذَلِكَ -, فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ; (رُدَّ) ذَلِكَ الْخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, لَا بِعَيْنِهِ. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِتَعَارُضِ.

(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالًا) كَأَنَّ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا, أَوْ: لَا (6) أَعْرِفُهُ; (قُبِلَ) ذَلِكَ الْحَدِيثُ (فِي الْأَصَحِّ); لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ, وَقِيلَ (7): لَا يُقْبَلُ; لِأَنَّ الْفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ (8) فِي إِثْبَاتِ الْحَدِيثِ, بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الْأَصْلُ الْحَدِيثَ; ثَبَّتَتْ (9) رِوَايَةُ الْفَرْعِ, وَلِذَلِكَ (10) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ فِي التَّحْقِيقِ (11).

(1) في هـ: «شيخه».

(2) «حديثاً» ليست في د.

(3) في ح: «جحد».

(4) في حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك».

(5) في هـ، و، ز: «أو نحو»، وفي ج: «ونحو» بالرفع، والمثبت من أ، د.

(6) في ط: «ولا» بدل: «أو: لا».

(7) وهو المنقول عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر: مقدمه ابن الصلاح (ص

117)، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (3/ 60).

(8) في أ، ب: «يتبع الأصل»، وفي ج، ز: «تبع الأصل».

(9) في ط: «ثبت»، وفي م: «يثبت».

(10) في أ، ب، ل: «فكذلك»، وفي ج: «فلذلك»، وفي و، ز، ك: «وكذلك».

(11) «في التحقيق» سقطت من ك، وفي ب، ج، د، هـ، م: «التحقق»، وفي ح: «في

النفي والتحقق»، وفي ل، ونسخة على حاشية و: «في النفي». قال القاري رحمه الله في

شرح شرح النخبة (ص 653): «(وَتَبَعًا لَهُ فِي النَّفْيِ) وفي كثير من النسخ: (في

التَّحْقِيقِ)، ولعل التقدير: في تحقيق النفي، يعني: وقد أنكره أصله، فلا يقبل

حديثه».

[শায়খের তার বর্ণিত বিষয় অস্বীকার করা]

যদি কোনো শায়খের সূত্রে⁽¹⁾ একটি হাদিস⁽²⁾ বর্ণনা করা হয়, অতঃপর শায়খ তার বর্ণিত বিষয়টি⁽³⁾ অস্বীকার করেন⁽⁴⁾, তাহলে যদি তা (অস্বীকার) দৃঢ় হয় — যেমন তিনি বলেন: সে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, অথবা: আমি এটি বর্ণনা করিনি, এবং এর মতো কিছু⁽⁵⁾ —, যদি তার থেকে এমনটি ঘটে; তবে সেই খবরটি প্রত্যাখ্যান করা হবে কারণ তাদের দুজনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, তবে নির্দিষ্টভাবে কে, তা নয়।

এবং এটি তাদের দুজনের কারো ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ উভয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

(অথবা) যদি তার অস্বীকার সম্ভবনাময় হয়, যেমন তিনি বলেন: আমার এটি মনে নেই, অথবা: আমি এটি জানি না⁽⁶⁾; তবে সেই হাদিসটি (সর্বাধিক সঠিক মতে)⁽⁷⁾ গৃহীত হবে; কারণ এটিকে শায়খের বিস্মৃতি হিসেবে ধরা হবে। তবে বলা হয়েছে: এটি গৃহীত হবে না; কারণ হাদিস

প্রমাণের ক্ষেত্রে শিষ্য (ফার') মূল শিক্ষক (আসল)-এর অনুগামী^(৪), এইভাবে যে, যদি মূল শিক্ষক হাদিসটি প্রমাণ করেন; তবে শিষ্যের বর্ণনাও প্রমাণিত হয়^(৫), এবং সে কারণে শিষ্যের উচিত তার (মূল শিক্ষকের) অনুগামী হওয়া এবং নিশ্চিতকরণে^(৬) তাকে অনুসরণ করা^(৭)।

(১) হা (হ)-এর নুসখাতে: “তার শায়খ” লেখা আছে।

(২) দাল (দ)-এর নুসখাতে “একটি হাদিস” শব্দটি নেই।

(৩) হা (হ)-এর নুসখাতে: “অস্বীকার করল” লেখা আছে।

(৪) দাল (দ)-এর টীকায় – লেখকের নিজ হাতে – লেখা আছে: “অতঃপর এমনভাবে পৌঁছেছে”।

(৫) হা, ওয়াও ও যা-এর নুসখাতে: “অথবা এর মতো” লেখা আছে। আর জিম (জ)-এর নুসখাতে: “আর এর মতো” (রফে'-এর সাথে) লেখা আছে। যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা আলিফ (আ) ও দাল (দ) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৬) ত্বা (ত)-এর নুসখাতে “অথবা: না” এর পরিবর্তে “এবং না” লেখা আছে।

(৭) এটি আবু হানিফা (রহ.)-এর কিছু ছাত্রবৃন্দ থেকে বর্ণিত। দেখুন: ইবনেস সালাহের মুকাদ্দামাহ (পৃ. ১১৭), আলাউদ্দিন আল-বুখারীর কাশফুল আসরার (৩/৬০)।

(৮) আলিফ (আ), বা (ব)-এর নুসখাতে: “মূল শিক্ষককে অনুসরণ করে”, আর জিম (জ), যা (জ্ব)-এর নুসখাতে: “মূল শিক্ষকের অনুসারী”।

(৯) ত্বা (ত)-এর নুসখাতে: “প্রমাণিত হলো” লেখা আছে, আর মিম (ম)-এর নুসখাতে: “প্রমাণিত হয়” লেখা আছে।

(১০) আলিফ (আ), বা (ব), লাম (ল)-এর নুসখাতে: “কাজেই তেমনি”, আর জিম (জ)-এর নুসখাতে: “সেজন্য”, আর ওয়াও (ও), যা (জ্ব), কাফ (ক)-এর নুসখাতে: “এবং তেমনি”।

(১১) “ফি আত-তাহকীক” (নিশ্চিতকরণে) শব্দটি কাফ (ক)-এর নুসখা থেকে বাদ পড়েছে। আর বা (ব), জিম (জ), দাল (দ), হা (হ) ও মিম (ম)-এর নুসখাতে: “আত-তাহক্কু” (যাচাই) লেখা আছে। আর হা (হ)-এর নুসখাতে: “ফি আন-নাফী ওয়াল-তাহক্কু” (অস্বীকার ও যাচাইয়ে) লেখা আছে। আর লাম (ল)-এর নুসখাতে এবং ওয়াও (ও)-এর টীকাতে একটি নুসখায় “ফি আন-নাফী” (অস্বীকারে) লেখা আছে। আল-কারী (রহ.) তাঁর শারহ শারহিন নুখবাহ গ্রন্থে (পৃ. ৬৫৩) বলেন: “(অস্বীকারে তার অনুগামী) এবং অনেক নুসখায়:

(নিশ্চিতকরণে)। সম্ভবত এর ব্যাখ্যা: অস্বীকারের নিশ্চিতকরণে, অর্থাৎ: তার মূল শিক্ষক এটি অস্বীকার করেছেন, তাই তার হাদিস গ্রহণ করা হবে না।”

(ص: 210) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ، فَإِنَّ (1) عَدَالَةَ الْفَرْعِ تَقْتَضِي صِدْقَهُ، وَعَدَمُ عِلْمِ الْأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ (2)،
فَالْمُثَبِّتُ (3) مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.
وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُسَمِعُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ
الْأَصْلِ؛ بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ، فَافْتَرَقَا (4).

[مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ]

(وَفِيهِ) أَيُّ: فِي (5) هَذَا النَّوعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَ (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ) (6)، وَفِيهِ مَا
يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ؛ لِكُونَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوا بِأَحَادِيثَ، فَلَمَّا عُرِضَتْ
عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوا (7)، لِكِنَّهُمْ - لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرَّوَاةِ عَنْهُمْ (8) - صَارُوا يَرَوُونَهَا عَنْ
الَّذِي رَوَاهَا (9) عَنْهُمْ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ.
كَحَدِيثِ: سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعاً - فِي قِصَّةِ الشَّاهِدِ
وَالْيَبِينِ.

(1) فِي د، وَنَسَخَةٌ عَلَى حَاشِيَةِ ك: «بَأَنَّ». قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص
1416): «الْفَاءُ بِمَعْنَى لَامِ التَّعْلِيلِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ: (بَأَنَّ عَدَالَةَ الْفَرْعِ)، وَهُوَ
مُتَعَلِّقٌ بِ (مُتَعَقَّبٌ)».

(2) فِي ج: «لَا تُنَافِيهِ».

(3) فِي ل: «وَالْمُثَبِّتُ».

(4) فِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ قِرَاءَةً عَلَيَّ».

(5) في أ، د، ك: «وفي» بزيادة واو.

(6) ذكره الزُّركشي في النُّكت (3/ 415)، والعراقيُّ في شرح التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 364)، وكذلك صَنَّف فيه الخطيب البغدادي؛ حيث قال في الكفاية (ص 381): «وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها». وقد اختصر السُّيوطيُّ كتاب الخطيب في كتاب سَمَّاه: «تذكرة البؤتسي فيمن حدث ونسي»، وهو مطبوع.

(7) في د: «يذكروها».

(8) من قوله: «لَمْ يَتَذَكَّرُوها، لَكِنَّهُمْ» إلى هنا سقط من هـ.

(9) في ب، ج، هـ، و، ز: «الذين رَووها».

আর এটি সমালোচিত। কারণ⁽¹⁾ শাখা বর্ণনাকারীর (ফার‘) সততা তার সত্যবাদিতা দাবি করে, এবং মূল বর্ণনাকারীর (আসল) জ্ঞানের অভাব এর পরিপন্থী নয়⁽²⁾। সুতরাং, প্রমাণকারী (মুছবিত)⁽³⁾ অস্বীকারকারীর (নাফী) উপর অগ্রাধিকার পাবে।

আর এর তুলনা সাক্ষ্যপ্রমাণের (শাহাদা) সাথে করা বাতিল। কারণ মূল সাক্ষ্যপ্রমাণের (আসল শাহাদা) উপর সক্ষমতা থাকলে শাখা সাক্ষ্যপ্রমাণ (ফার‘ শাহাদা) শোনা যায় না; বর্ণনার (রিওয়ায়াহ) ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। অতএব, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে⁽⁴⁾।

[যে বর্ণনা করেছে এবং ভুলে গেছে]

এবং এই প্রকারের (নও‘) উপর আদ-দারাকুতনী ‘মান হাদাছা ওয়া নাসিয়া’ (যে বর্ণনা করেছে এবং ভুলে গেছে)⁽⁶⁾ নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাতে এমন বিষয় রয়েছে যা বিশুদ্ধ মতবাদকে (মাযহাব) শক্তিশালী করার প্রমাণ দেয়; কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা তা স্মরণ করতে পারেননি⁽⁷⁾। কিন্তু তারা – তাদের থেকে বর্ণনাকারীদের (রুওয়াত) উপর নির্ভর করে⁽⁸⁾ – তাদের থেকে যে বর্ণনা করেছে, নিজেদের পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে তা বর্ণনা করতে শুরু করেন⁽⁹⁾।

যেমন সুহাইল ইবনু আবী সালিহ তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত হাদীস – মারফু‘ (উচ্চ সূত্রে বর্ণিত) হিসেবে – সাক্ষী ও শপথের (শাহাদা ওয়াল ইয়ামিন) ঘটনা প্রসঙ্গে।

- (1) দাল (د)-এ এবং কাফ (ك)-এর ঢাকায় প্রাপ্ত একটি অনুলিপিতে: ‘বিআন্না’ (بِأَنَّ)। আল-লাকানী (রহ.) কাদা আল-ওয়াতার (قضاء الوطر) (পৃ. ১১৪১৬) গ্রন্থে বলেছেন: ‘ফা’ (ف)-এর অর্থ হল কারণবাচক ‘লাম’ (ل), এবং কিছু অনুলিপিতে রয়েছে: ‘বিআন্না আদালাতাল ফার’ই’ (بِأَنَّ عدالة الفرع)। এটি ‘মুতাক্কাবুন’ (متعقب) এর সাথে সম্পর্কিত।
- (2) জিম (ج)-এ: ‘লা তুনাফীহি’ (لا تنافيه)।
- (3) লাম (ل)-এ: ‘ওয়াল মুছবিত’ (والمثبت)।
- (4) দাল (د)-এর ঢাকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা – রয়েছে: ‘অতঃপর আমার কাছে এর পঠন পৌঁছানো হয়েছে’।
- (5) আলিফ (أ), দাল (د), কাফ (ك)-এ ‘ওয়া ফী’ (وَفِي) শব্দে অতিরিক্ত ওয়াও (و) রয়েছে।
- (6) যারকশী এটি আন-নুকাত (النكت) (৩/৪১৫) গ্রন্থে এবং ইরাকী শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ (شرح التبصرة والتذكرة) (১/৩৬৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে খতীব বাগদাদীও এ বিষয়ে সংকলন করেছেন; তিনি আল-কিফায়াহ (الكفاية) (পৃ. ৩৮১) গ্রন্থে বলেছেন: ‘আমরা এটিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলন করেছি’। আর সুয়ুতী খতীবের গ্রন্থটিকে একটি পুস্তকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: ‘তাযকিরাতুল মুততাসি ফিমান হাদাছা ওয়া নাসিয়া’ (تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي), যা প্রকাশিত হয়েছে।
- (7) দাল (د)-এ: ‘ইয়াযকুরুহা’ (يذكروها)।
- (8) তার উক্তি ‘লাম ইয়াতাকুরুহা, লা কিন্নাহুম’ (لم يتذكروها، لكنهم) থেকে এই পর্যন্ত হা (ه) থেকে বাদ পড়েছে।
- (9) বা (ب), জিম (ج), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز)-এ: ‘আল্লাযীনা রওওয়াহা’ (الذين رووها)।

(ص: 211) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَزِيُّ: حَدَّثَنِي بِهِ ⁽¹⁾ رَبِيعَةُ بْنُ ⁽²⁾ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ؛ قَالَ ⁽³⁾: فَلَقِيتُ ⁽⁴⁾ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِيعَةَ

حَدَّثَنِي عَنْكَ بِكَذَا⁽⁵⁾، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي: أَنِّي حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِي؛ بِهِ⁽⁶⁾.
وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ⁽⁷⁾.

[المسلسل]

(وإن اتَّفَقَ الرَّوَاةُ) فِي إِسْنَادٍ مِنَ الْأَسَانِيدِ (فِي صَبِيغِ الْأَدَاءِ)؛ كَ: سَمِعْتُ فُلَانًا، قَالَ: سَمِعْتُ فُلَانًا، أَوْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّبِيغِ، (أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَالَاتِ) الْقَوْلِيَّةِ؛ كَ: سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ⁽⁸⁾ حَدَّثَنِي فُلَانٌ ... إِلَى آخِرِهِ⁽⁹⁾.
أَوْ الْفِعْلِيَّةِ؛ كَقَوْلِهِ⁽¹⁰⁾: دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ، فَأَطْعَمَنَا تَمْرًا⁽¹¹⁾ ... إِلَى آخِرِهِ.

(1) «بِهِ» سقطت من هـ.

(2) فِي ب، ط: «عَنْ».

(3) «قَالَ» سقطت من و.

(4) فِي ج: «لَقِيت».

(5) فِي ج: «هَكَذَا».

(6) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ (3610، 3611).

(7) فِي حَاشِيَةِ وَ - بَخِطِ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(8) فِي ط: «أَنَّهُ».

(9) وَمِثَالُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ (203 / 3).

(10) فِي ج: «كَقَوْلِنَا».

(11) فِي أ: «شَرًّا».

আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দারওয়াদী বলেছেন: রাবী’আ ইবনু আবী আব্দুর রহমান সুহাইলের সূত্রে আমাকে এটি^(১) বর্ণনা করেছেন। (রাবী’) বললেন^(৩): এরপর আমি সুহাইলের সাথে সাক্ষাৎ^(৪) করে তাকে (হাদীসটি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম; কিন্তু তিনি তা চিনতে পারলেন না। তখন আমি বললাম: নিশ্চয়ই রাবী’আ আপনার সূত্রে আমাকে এমন এমন^(৫) (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। এরপর থেকে সুহাইল বলতেন: রাবী’আ আমার সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাঁর কাছে আমার পিতার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছিলাম^(৬)। আর এর অনুরূপ বহু ঘটনা রয়েছে^(৭)।

[মুসালসাল (المسلسل)]

(আর যদি বর্ণনাকারীরা) সনদসমূহের মধ্যে কোনো একটি সনদে (বর্ণনার পদ্ধতিসমূহে) একমত হন; যেমন: ‘আমি অমুকের কাছে শুনেছি’, (অমুক) বললেন: ‘আমি অমুকের কাছে শুনেছি’; অথবা: ‘অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন’, (অমুক) বললেন: ‘অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন’; এবং এছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিসমূহে, (অথবা অন্যান্য অবস্থাগুলোতে) যা মৌখিক; যেমন: ‘আমি অমুককে বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন’... শেষ পর্যন্ত^(৯)।

অথবা কর্মগত; যেমন তাঁর উক্তি^(১০): ‘আমরা অমুকের কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাদের খেজুর^(১১) খাওয়ালেন’... শেষ পর্যন্ত।

(১) ‘«بَرٍّ»’ (বিহি) শব্দটি ‘হা’ থেকে বাদ পড়েছে।

(২) ‘বা’ ও ‘ত্বা’তে: ‘«عن»’ (আন) (রয়েছে)।

(৩) ‘«أُلِّقَ»’ (ক্বালা) শব্দটি ‘ওয়াও’ থেকে বাদ পড়েছে।

(৪) ‘জিম’তে: ‘«لَقِيتُ»’ (লাক্বীতু) (রয়েছে)।

(৫) ‘জিম’তে: ‘«هَكَذَا»’ (হাক্বাযা) (রয়েছে)।

(৬) আবু দাউদ এটিকে তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৬১০, ৩৬১১) সংকলন করেছেন।

(৭) ‘ওয়াও’-এর টীকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে -: ‘«ثم بلغ كذلك»’ (সুন্না বালাগা কাযালিকা) (রয়েছে)।

(৮) ‘ত্বা’তে: ‘«أَنَّ»’ (আন্নাহ) (রয়েছে)।

(৯) এর উদাহরণ হলো যা আবু নুআইম আল-হিলয়াহ (৩/২০৩) গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

(10) 'জিম'তে: '«كقولنا»' (কাকাওলিনা) (রয়েছে)।

(11) 'আলিফ'তে: '«ثراً»' (সামারান) (রয়েছে)।

(ص: 212) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَوِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ مَعًا؛ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي فَلَانٌ وَهُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ؛ قَالَ: آمَنْتُ بِالْقَدَرِ ... إِلَى آخِرِهِ⁽¹⁾؛ (فَهُوَ الْمُسْلَسُ)؛ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْإِسْنَادِ. وَقَدْ يَقَعُ التَّسْلُسُ فِي مُعْظَمِ الْإِسْنَادِ؛ كَحَدِيثِ⁽²⁾ الْمُسْلَسِ بِالْأَوَّلِيَّةِ، فَإِنَّ السَّلْسِلَةَ تَنْتَهِي فِيهِ⁽³⁾ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ، وَمَنْ رَوَاهُ مُسْلَسًا⁽⁴⁾ إِلَى مُنْتَهَاهُ فَقَدْ وَهَمَ⁽⁵⁾.

(1) ومثاله: ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 32)، وابن عساكر في تاريخه (23 / 208).

(2) في أ: «لحديث»، وفي ج: «كالحديث».

(3) «فيه» ليست في ب.

(4) في ب: «مسلسلاً» بكسر السين الثانية، والمثبت من د، ط، ك، ل.

(5) أخرجه أبو داود في السنن (4941)، والترمذي في الجامع (1924) من غير تسلسل، وأخرجه بالتسلسل الحافظ ابن عساكر في تاريخه (29 / 11)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3 / 209).

وفي حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية د - بخطه أيضاً -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».

অথবা বাচনিক ও কর্মগত উভয় প্রকারের একত্র সমাবেশ; যেমন তার এই উক্তি: আমাকে অমুক বর্ণনা করেছেন, এমতাবস্থায় যে তিনি তার দাড়ি ধরেছিলেন; তিনি বললেন: আমি কদর

(আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ)-এর উপর ঈমান এনেছি... শেষ পর্যন্ত^(১); (সুতরাং এটি হলো মুসালসাল); এবং এটি ইসনাদের (বর্ণনাসূত্রের) বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। অনেক সময় তাসালসুল (ধারাবাহিকতা) ইসনাদের (বর্ণনাসূত্রের) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে; যেমন 'মুসালসাল বিল-আওয়ালিয়াহ' (প্রথমত্বের ধারাবাহিকতায়ুক্ত হাদিস)^(২) শীর্ষক হাদিস, কারণ তাতে^(৩) সনদ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার কাছেই শেষ হয়ে যায়, আর যে ব্যক্তি এটিকে^(৪) শেষ পর্যন্ত মুসালসাল রূপে বর্ণনা করেছে, সে ভুল করেছে^(৫)।

(১) এর উদাহরণ হলো যা আল-হাকিম 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস' (পৃ. ৩২) গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির তার 'তারিখ' (২৩/২০৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(২) 'আলিফ' (أ) পান্ডুলিপিতে: «লিহাদিস» (لحديث), এবং 'জিম' (ج) পান্ডুলিপিতে: «কালহাদিস» (كالحديث)।

(৩) 'ফীহি' (فيه) শব্দটি 'বা' (ب) পান্ডুলিপিতে নেই।

(৪) 'বা' (ب) পান্ডুলিপিতে: «মুসালসিলান» (مسلسلاً) দ্বিতীয় 'সীন'-এ কাসরাহ (নিচের জের) সহকারে, এবং প্রমাণিত রূপটি 'দাল' (د), 'ত্বা' (ط), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل) পান্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(৫) আবু দাউদ 'আস-সুনান' (৪৯৪১) গ্রন্থে, এবং তিরমিযী 'আল-জামি' (১৯২৪) গ্রন্থে তাসালসুল (ধারাবাহিকতা) ব্যতীত এটি সংকলন করেছেন। আর আল-হাফেজ ইবনে আসাকির তার 'তারিখ' (২৯/১১) গ্রন্থে, এবং রাফি'ঈ 'আত-তাওদয়ীন ফী আখবার কাজবীন' (৩/২০৯) গ্রন্থে তাসালসুল সহকারে এটি সংকলন করেছেন।

এবং 'আলিফ' (أ) পান্ডুলিপির টীকায় - লেখকের স্বহস্তে -: «সুম্মা বালাগা কাযালিক» (তারপর সেভাবেই পৌঁছেছে), এবং 'দাল' (د) পান্ডুলিপির টীকায় - তার স্বহস্তে -: «সুম্মা বালাগা কিরাআতান ওয়া বাহসান» (তারপর পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছে)।

(ص: 213) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[صَيِّغُ الْأَدَاءِ وَمَرَاتِبُهَا]

(وَصَيِّغُ الْأَدَاءِ) الْمُشَارُ^(১) إِلَيْهَا^(২) عَلَى ثَمَانِي^(৩) مَرَاتِبٍ:

الْأُولَى: (سَبْعُتْ وَحَدَّثْنِي).

(ثُمَّ: أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ)؛ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ.
 (ثُمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْعُ)؛ وَهِيَ الثَّالِثَةُ.
 (ثُمَّ: أَنْبَأَنِي)؛ وَهِيَ الرَّابِعَةُ.
 (ثُمَّ: نَاوَلَنِي)؛ وَهِيَ الْخَامِسَةُ.
 (ثُمَّ: شَافَهَنِي) - أَيُّ: بِالْإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّادِسَةُ.
 (ثُمَّ: كَتَبَ إِلَيَّ) - أَيُّ⁽⁴⁾: بِالْإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّابِعَةُ.
 (ثُمَّ: عَنْ، وَنَحْوَهَا) مِنَ الصَّبِيغِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْسَّبَاعِ⁽⁵⁾ وَالْإِجَازَةِ⁽⁶⁾ وَلِعَدَمِ السَّبَاعِ أَيْضًا،
 وَهَذَا مِثْلُ⁽⁷⁾: قَالَ، وَذَكَرَ، وَرَوَى.

- (1) فِي أ: «المشار» بِالْجَرِّ، وَالْمَثْبُتِ مِنْ ك.
- (2) فِي وَ: «إِلَيْهِ»، وَفِي نَسْخَةٍ عَلَى حَاشِيَتِهَا: «إِلَيْهَا».
- (3) فِي د، ل: «ثَمَان» مِنْ غَيْرِ يَاءٍ، وَفِي هـ، و، ز: «ثَانِيَّة».
- قَالَ الْفَيْئُومِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَصْبَاحِ الْمُنِيرِ (84 / 1): «إِذَا أُضِفَتِ الثَّانِيَّةُ إِلَى مُؤَنَّثٍ: تَثَبَّتِ الْيَاءُ ثَبُوتَهَا فِي الْقَاضِي، وَأَعْرَبَ إِعْرَابَ الْمَنْقُوصِ؛ تَقُولُ: جَاءَ ثَمَانِي نِسْوَةً، وَرَأَيْتُ ثَمَانِي نِسْوَةً».
- (4) «أَيُّ» لَيْسَتْ فِي ح، ي، ك، م.
- (5) فِي ح: «السَّبَاع».
- (6) فِي و، ز، ط، ي، ل: «وَلِلْإِجَازَةِ».
- (7) فِي د: «وَكَذَا» بَدَلُ: «وَهَذَا مِثْلُ».

[বর্ণনার রীতি ও সেগুলোর পর্যায়ক্রম]

আর (বর্ণনার) যে সকল পদ্ধতি⁽¹⁾ উল্লেখ করা হয়েছে⁽²⁾, তা আটটি⁽³⁾ স্তরে বিন্যস্ত:

প্রথম: (আমি শুনেছি এবং তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন)।

তারপর: (তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন এবং আমি তার কাছে পড়েছি); আর এটি দ্বিতীয় পর্যায়।

তারপর: (তার কাছে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি শুনছিলাম); আর এটি তৃতীয় পর্যায়।

তারপর: (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন); আর এটি চতুর্থ পর্যায়।

তারপর: (তিনি আমাকে হস্তান্তর করেছেন); আর এটি পঞ্চম পর্যায়।

তারপর: (তিনি আমাকে মৌখিকভাবে অনুমতি দিয়েছেন) - অর্থাৎ, ইজাযাহ (إِذْجَاهُ) তথা মৌখিক অনুমতির মাধ্যমে -; আর এটি ষষ্ঠ পর্যায়।

তারপর: (তিনি আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন) - অর্থাৎ⁽⁴⁾, ইজাযাহ (إِذْجَاهُ) তথা লিখিত অনুমতির মাধ্যমে -; আর এটি সপ্তম পর্যায়।

তারপর: (আন) (عَنْ) এবং এর অনুরূপ অন্যান্য শব্দাবলি; যা সরাসরি শোনা (সামা' - سَمَاعٌ)⁽⁵⁾, অনুমতি (ইজাযাহ - إِذْجَاهُ)⁽⁶⁾ এবং এমনকি সরাসরি না শোনাও বোঝাতে পারে। আর এর উদাহরণ⁽⁷⁾ হলো: 'তিনি বলেছেন', 'তিনি উল্লেখ করেছেন', 'তিনি বর্ণনা করেছেন'।

(1) 'আ' (أَ) পাণ্ডুলিপিতে 'আল-মুশারি' (المُشَارِ) জার (جَر) সহকারে লেখা হয়েছে, কিন্তু যা সঠিক বলে গৃহীত তা 'কাফ' (كَ) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

(2) 'ওয়াও' (وَ) পাণ্ডুলিপিতে 'ইলাইহি' (إِلَيْهِ) আছে, এবং এর টীকায় একটি প্রতিলিপিতে 'ইলাইহা' (إِلَيْهَا) আছে।

(3) 'দাল' (دَ) ও 'লাম' (لَ) পাণ্ডুলিপিতে 'সামান' (ثَمَانٍ) ইয়া (يَ) ছাড়া আছে, এবং 'হা' (هَ), 'ওয়াও' (وَ), 'যা' (زَ) পাণ্ডুলিপিতে 'সামানিয়াহ' (ثَمَانِيَةً) আছে।

আল-ফাইয়ুমী (রহিমাল্লাহ) আল-মিসবাল্ল মুনীর (১/৮৪) গ্রন্থে বলেছেন: “যদি তুমি ‘আস-সামানিয়াহ’ (الْثَمَانِيَّة)-কে কোনো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাথে সম্বন্ধিত করো, তবে ‘আল-কাদী’ (القَاضِي)-এর ক্ষেত্রে যেমন ইয়া (يَ) সাব্যস্ত হয়, এখানেও ইয়া সাব্যস্ত হবে এবং এটি ‘আল-মানকুস’ (الْمَنْقُوص)-এর মতো ই‘রাব (পদান্ত পরিবর্তন) হবে। তুমি বলবে: ‘জাআ সামানি নিসওয়াতিন’ (جاء ثَمَانِي نِسْوَةً - আটজন নারী এসেছে), এবং ‘রাআইতু সামানিয়া নিসওয়াতিন’ (رَأَيْتُ ثَمَانِي نِسْوَةً - আমি আটজন নারীকে দেখেছি)।”

(4) 'আই' (أَيُّ) শব্দটি 'হা' (حَ), 'ইয়া' (يَ), 'কাফ' (كَ) ও 'মিম' (مَ) পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(5) 'হা' (حَ) পাণ্ডুলিপিতে 'আস-সামা' (السَّمَاء) আছে।

(6) 'ওয়াও' (وَ), 'যা' (زَ), 'ত্বা' (طَ), 'ইয়া' (يَ) ও 'লাম' (لَ) পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়া লিল ইজাযাহ' (وَالْإِذْجَاهُ) আছে।

(وَكَذَا) 'ওয়াকাজা' এর পরিবর্তে (وَهَذَا مِثْلُ) 'ওয়াহাযা মিসলু' পাণ্ডুলিপিতে (দ) 'দাল' (7) আছে।

(ص: 214) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(فَ) اللَّفْظَانِ ⁽¹⁾ (الْأَوَّلَانِ) مِنْ صَيَغِ الْأَدَاءِ - وَهُمَا: سَبَعْتُ، وَحَدَّثَنِي - صَالِحَانِ (لِمَنْ سَبَعٌ ⁽²⁾ وَحَدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ).
وَتَخْصِيصُ ⁽³⁾ التَّحْدِيثِ ⁽⁴⁾ بِمَا سَبَعٌ ⁽⁵⁾ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ: هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ اصْطِلَاحًا.

[الفرق بين التحديث والإخبار]

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحْدِيثِ ⁽⁶⁾ وَالْإِخْبَارِ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ ⁽⁷⁾، وَفِي ادِّعَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا تَكَلُّفٌ شَدِيدٌ، لَكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ ⁽⁸⁾ الْإِصْطِلَاحُ صَارَ ذَلِكَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، فَتَقَدَّمَ ⁽⁹⁾ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ، مَعَ أَنَّ ⁽¹⁰⁾ هَذَا الْإِصْطِلَاحَ إِنَّمَا شَاعَ عِنْدَ الْمَشَارِقَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَأَمَّا غَالِبُ الْمَغَارِبَةِ فَلَمْ يَسْتَغْبِلُوا هَذَا الْإِصْطِلَاحَ، بَلِ الْإِخْبَارُ وَالتَّحْدِيثُ عِنْدَهُمْ بِسَعْنَى وَاحِدٍ. (فَإِنْ جَمَعَ) الرَّاوي؛ أَي: أَتَى بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ ⁽¹¹⁾، أَوْ: سَبَعْنَا فُلَانًا يَقُولُ؛

(1) «فَاللَّفْظَانِ» ليست في أ، وفي ج، و، ز، ل: «واللفظان».

(2) في أ: «سبعه».

(3) في ه، و: «وتخصيص».

(4) في ك: «التحديث».

(5) في د: «سبع» بفتح السين، والمثبت من ج، و، ك، ل.

(6) في ط: «الحديث».

(7) في ط: «اللغة»، والمثبت من ج، ك.

(8) في د: «يقرر».

(9) في ج، ط، ي، ل: «فيقدم».

(10) «أَنَّ» سقطت من ط.

(11) «فَلَانٌ» ليست في د.

বর্ণনা পদ্ধতিসমূহের প্রথম দুটি শব্দ⁽¹⁾ – অর্থাৎ: ‘আমি শুনেছি’ (سَعْتُ) এবং ‘তিনি আমাকে বলেছেন’ (حَدَّثَنِي) – ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য⁽²⁾ যিনি শায়খের মুখ থেকে একা শুনেছেন। এবং শায়খের মুখ থেকে সরাসরি যা শোনা হয়েছে, তাকে ‘তাহদীস’ (تحديث) হিসেবে নির্দিষ্ট করা⁽³⁾ – পরিভাষাগতভাবে আহলে হাদীসের (হাদীস বিশারদদের) মধ্যে এটাই প্রচলিত⁽⁴⁾।

[তাহদীস ও ইখবারের মধ্যে পার্থক্য]

ভাষাগত দিক থেকে ‘তাহদীস’ (تحديث) ও ‘ইখবার’ (إخبار)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই⁽⁶⁾। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য দাবি করা অত্যন্ত কৃত্রিমতা⁽⁷⁾। কিন্তু যখন পরিভাষা (اصطلاح) সুপ্রতিষ্ঠিত হলো⁽⁸⁾, তখন তা একটি প্রচলিত বাস্তবতায় (عرفية حقيقة) পরিণত হলো⁽⁹⁾, এবং এটি ভাষাগত বাস্তবতার (لغوية حقيقة) উপর অগ্রাধিকার পায়। যদিও এই পরিভাষাটি মূলত পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্বানদের (মাশারিকা) এবং তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে⁽¹⁰⁾। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় অধিকাংশ বিদ্বান (মাগারিবা) এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেননি; বরং তাঁদের (মাগারিবাদের) কাছে ‘ইখবার’ (إخبار) ও ‘তাহদীস’ (تحديث) একই অর্থ বহন করে। যদি বর্ণনাকারী বহুবচন ব্যবহার করেন; অর্থাৎ, প্রথম পদ্ধতিতে (বর্ণনায়) বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার করেন; যেমন, তিনি বলেন: ‘অমুক আমাদের বলেছেন’ (حَدَّثَنَا فُلَانٌ)⁽¹¹⁾, অথবা: ‘আমরা অমুককে বলতে শুনেছি’ (سَعْنَا فُلَانًا يَقُولُ);

(1) «ফাল-লাফযান» (فَالْفُظَّانُ) ‘আ’ (أ) পাণ্ডুলিপিতে নেই, এবং ‘জ্বিম’ (ج), ‘ওয়াও’ (و), ‘ঝা’ (ز), ‘লাম’ (ل) পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ওয়াল-লাফযান» (وَالْفُظَّانُ)।

(2) ‘আ’ (أ) পাণ্ডুলিপিতে: «সামি‘আহু» (سَعِه)।

(3) ‘হা’ (ه) এবং ‘ওয়াও’ (و) পাণ্ডুলিপিতে: «তাখাসসুসু» (وَتَخَصُّصُ)।

- (4) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে: «আত-তাহাদুছি» (التَّحَدُّثُ)।
- (5) 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: «সামি'আ» (سَمِيْعٌ) সীন-এর ফাতহা সহকারে, আর এখানে যা গৃহীত হয়েছে তা 'জ্বিম' (ج), 'ওয়াও' (و), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (6) 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-হাদীছ» (الْحَدِيثُ)।
- (7) 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-লুগাতি» (اللُّغَةُ), আর এখানে যা গৃহীত হয়েছে তা 'জ্বিম' (ج), 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (8) 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: «ইউকাররিরু» (يَقْرُرُ)।
- (9) 'জ্বিম' (ج), 'তা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে: «ফাইউকাদিমু» (فَيَقْدُمُ)।
- (10) «আন্না» (أَنَّ) শব্দটি 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (11) «ফুলানুন» (فُلَانٌ) শব্দটি 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(ص: 215) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(ف) هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ (مَعَ غَيْرِهِ)، وَقَدْ تَكُونُ ⁽¹⁾ النَّوْنُ ⁽²⁾ لِلْعَظَمَةِ لَكِنْ بِقَلَّةٍ. (وَأَوَّلُهَا) - أَيِ: الْمَرَاتِبِ -: (أَصْرَحُهَا) أَيِ: أَصْرَحُ صَبِيغِ الْأَدَاءِ فِي سَبَاحِ قَائِلِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوَاسِطَةَ، وَلِأَنَّ ⁽³⁾ «حَدَّثَنِي» قَدْ تُطْلَقُ ⁽⁴⁾ فِي ⁽⁵⁾ الْإِجَازَةِ تَدْلِيْسًا ⁽⁶⁾. (وَأَرْفَعُهَا) مِقْدَارًا: مَا يَقَعُ (فِي الْإِمْلَاءِ)؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالتَّحْفُظِ. (وَالثَّالِثُ)؛ وَهُوَ: أَخْبَرَنِي، (وَالرَّابِعُ ⁽⁷⁾)؛ وَهُوَ: قَرَأْتُ ⁽⁸⁾؛ (لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ) عَلَى الشَّيْخِ. (فَإِنْ جَمَعَ)؛ كَأَن يَقُولَ: أَخْبَرَنَا، أَوْ: قَرَأْنَا عَلَيْهِ؛ (فَهُوَ كَالْخَامِسِ)؛ وَهُوَ ⁽⁹⁾: «قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ».

وَعُرِفَ مِنْ هَذَا ⁽¹⁰⁾: أَنَّ التَّعْبِيرَ بِـ «قَرَأْتُ» لِمَنْ قَرَأَ، خَيْرٌ

(1) فِي ج، ح، ط، ي، ك، م: «يَكُونُ»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، هـ.

(2) «النُّونُ» سَقَطَتْ مِنْ هـ.

(3) فِي هـ، و، ز، ل: «وَلَكِنْ»، وَفِي حَاشِيَةِ هـ: «إِلَّا أَنَّ».

(4) في ج، ح، ط: «يطلق».

(5) في ك: «من».

(6) في أ: «في الإخبار بذلك»، وفي ط، ك: «بذلك» بدل قوله: «تدليسًا».

(7) في د: «كالرابع».

(8) في ب، ج، ي زيادة: «عليه».

(9) في د: «وكذا».

(10) في أ: «بهذا».

সুতরাং, এটি প্রমাণ যে সে তাঁর (শিক্ষক) কাছ থেকে শুনেছে (অন্যদের সাথে)। আর 'নুন' (نون) সম্ভবত মহত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তবে তা বিরল।

আর এর প্রথমটি – অর্থাৎ, পর্যায়গুলোর মধ্যে – হলো সবচেয়ে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, বর্ণনাকারীর সরাসরি শ্রবণের ক্ষেত্রে (হাদিস) বর্ণনার শব্দগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট; কারণ এটি কোনো মধ্যস্থতাকারীর সম্ভাবনা রাখে না। আর কারণ 'হাদাসানী' (حَدَّثَنِي) শব্দটি (হাদিস) বর্ণনার অনুমতি (ইজাযাহ) প্রদানের ক্ষেত্রে কখনও কখনও 'তাদলিস' (تدليس) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আর মর্যাদার দিক থেকে এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো, যা শ্রুতিলেখন (ইমলা) এর মাধ্যমে ঘটে; কারণ এতে যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণ রয়েছে।

আর তৃতীয়টি হলো: 'আখবারানী' (أَخْبَرَنِي), এবং চতুর্থটি হলো: 'কারাতু' (قَرَأْتُ), সেই ব্যক্তির জন্য যে শাইখের কাছে নিজে পড়েছে।

যদি সে বহুবচন ব্যবহার করে; যেমন সে বলে: 'আখবারানা' (أَخْبَرَنِي), অথবা: 'কারানা আলাইহি' (قَرَأْتُ عَلَيْهِ); তবে তা পঞ্চমটির মতো; আর তা হলো: 'কুরিয়া আলাইহি ওয়া আনা আসমাউ' (قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ) – তাঁর কাছে পড়া হয়েছে এবং আমি শুনছিলাম)।

এবং এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি (শাইখের কাছে) পড়েছে তার জন্য 'কারাতু' (قَرَأْتُ) শব্দ ব্যবহার করা উত্তম।

(1) জিম, হা, ত্বা, ইয়া, কাফ, মিম-এ 'ইয়াকুন' (يَكُونُ) রয়েছে এবং আলিফ, হা-তে ডট (নুকতা) নেই।

- (2) 'নুন' (النُّونُ) শব্দটি হা থেকে বাদ পড়েছে।
- (3) হা, ওয়াও, যা, লাম-এ 'ওয়ালাকিন' (ولكن) রয়েছে এবং হা-এর টীকায় 'ইল্লা আন্না' (إِلَّا أَنَّا) রয়েছে।
- (4) জিম, হা, ত্বা-তে 'ইউতলাকু' (يطلق) রয়েছে।
- (5) কাফ-তে 'মিন' (من) রয়েছে।
- (6) আলিফ-তে 'ফি আল-ইখবার বি যালিকা' (في الإخبار بذلك) রয়েছে এবং ত্বা, কাফ-তে 'তাদলিসান' (تدليسا) শব্দের পরিবর্তে 'বি যালিকা' (بذلك) রয়েছে।
- (7) দাল-তে 'কাল-রাবিউ' (كالراعي) রয়েছে।
- (8) বা, জিম, ইয়া-তে 'আলাইহি' (عليه) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (9) দাল-তে 'ওয়া কাযা' (وكذا) রয়েছে।
- (10) আলিফ-তে 'বি হাযা' (بهذا) রয়েছে।

(ص: 216) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْإِخْبَارِ؛ لِأَنَّهُ ⁽¹⁾ أَفْصَحُ بِصُورَةٍ ⁽²⁾ الْحَالِ ⁽³⁾.

[المفاضلة بين العرض والسماع]

تَنْبِيهُ ⁽⁴⁾:

الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحْقُلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَأَبْعَدَ مَنْ أَبِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ⁽⁵⁾، وَقَدْ اشْتَدَّ انْكَارُ الْإِمَامِ مَالِكٍ ⁽⁶⁾ وَغَيْرِهِ ⁽⁷⁾ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، حَتَّى بَالِغَ بَعْضُهُمْ ⁽⁸⁾ فَرَجَّحَهَا عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ! وَذَهَبَ جَمْعٌ ⁽⁹⁾ جَمٌّ ⁽¹⁰⁾ - مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ، وَحَكَاهُ فِي أَوَائِلِ

(1) في ط: «وَلَأَنَّهُ».

(2) في ح: «تصويرة»، وهو تحريف.

(3) في حاشية أ - بَخِطَ الْمُصَنِّفُ -: «ثم بلغ كذلك».

(4) في ط: مكانها بياض.

(5) منهم: وكيع بن الجراح، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرحمن بن سلام الجُمحي، ومحمد بن سلام. انظر: المحدث الفاصل للزمزمي (ص 420، 421)، والكفاية للخطيب (ص 271، 272).

(6) أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 259)، والخطيب في الكفاية (ص 306): عن مطرف بن عبد الله قال: «صحت مالكا سبع عشرة سنة، فبا رأيته قرأ البوطاً على أحد، وسبعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث، ويجزيك في القرآن - والقرآن أعظم -؟! وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضاً، والمحدث أخذه عرضاً؟ ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو؟».

(7) إبراهيم بن سعد، فقد أخرج الخطيب في الكفاية (ص 266) من طريق نوح بن يزيد المعلم، قال: «كنا عند إبراهيم بن سعد يوماً، فتذاكر أصحاب الحديث السماع، فغضب إبراهيم بن سعد، وقال: لا تدعون تنطعمكم يا أهل العراق! العرض مثل السماع؛ كان ابن شهاب يعرض عليه العلم فيجيزه».

(8) منهم: ابن أبي ذئب، وشعبة، والقطان. انظر: الكفاية للخطيب (ص 267، 276).

(9) «جَمْعٌ» ليست في ح.

(10) في ك: «آخِرُ».

সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশের (পদ্ধতি থেকে); কারণ এটি(১) অবস্থার স্বরূপকে(২)

অধিকতর সুস্পষ্টভাবে(৩) ব্যাখ্যা করে।

[আরদ (শিক্ষকের কাছে পড়া) এবং সামা' (শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা)-এর মধ্যে তুলনা]

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য(৪):

শিক্ষকের কাছে পড়া (আল-কিরাআতু আলাশ শাইখ) জমহুর (অধিকাংশ) বিদ্বানদের মতে হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের (উজ্জ্বলত তাহামুল) অন্যতম। ইরাকের অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা এটি অস্বীকার করেছেন, তারা বাড়াবাড়ি করেছেন(5)। এ বিষয়ে ইমাম মালিক(6) এবং মদীনার অন্যান্য বিদ্বানগণ(7) তাদের (ইরাকিদের) উপর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ(8) এতদূর বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তারা এটিকে (শিক্ষকের কাছে পড়া) শিক্ষকের নিজ মুখে শোনা (আস-সামা' মিন লাফজিশ শাইখ)-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন!

এবং বহুসংখ্যক বিদ্বান(9)(10) – তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারীও রয়েছেন – এই মত গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে এটি বর্ণনা করেছেন।

(1) ‘ত্ব’ কপিতে: “এবং কারণ এটি”।

(2) ‘হা’ কপিতে: “এর ধারণা”, এবং এটি একটি বিকৃতি।

(3) ‘আলিফ’ কপির টীকায় – লেখকের হস্তাক্ষরে –: “তারপর এটি এভাবেই পৌঁছেছে”।

(4) ‘ত্ব’ কপিতে: এই স্থানটি ফাঁকা।

(5) তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: ওয়াকী’ ইবনুল জাররাহ, আবু আসিম আন-নাবিল, আবদুর রহমান ইবনু সালাম আল-জুমাহী, এবং মুহাম্মাদ ইবনু সালাম। দেখুন: রামাহুরমুযীর ‘আল-মুহাদিসুল ফাসিল’ (পৃ. ৪২০, ৪২১), এবং খতীবের ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ২৭১, ২৭২)।

(6) হাকিম তাঁর ‘মা’রিফাতু উলুমিল হাদীস’ (পৃ. ২৫৯) গ্রন্থে এবং খতীব তাঁর ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ৩০৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: মুতাররিফ ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি সতেরো বছর মালিকের সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি তাঁকে কখনো কাউকে ‘মুওয়াত্তা’ পড়তে দেখিনি। আমি তাঁকে এমন ব্যক্তিদের কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুনেছি যারা বলেন: ‘কেবল (শিক্ষকের কাছ থেকে) শোনা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি যথেষ্ট নয়’। তিনি বলতেন: ‘হাদীসের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, অথচ কুরআনের ক্ষেত্রে এটি তোমাদের জন্য যথেষ্ট – আর কুরআন তো অধিকতর মহিমাম্বিত?!’ আর এটি (শিক্ষকের কাছে পড়া) গ্রহণ করা কেন তোমাকে সন্তুষ্ট করে না, অথচ মুহাদিস (হাদীসবিদ) এভাবেই গ্রহণ করেছেন? এবং তুমি নিজে কেন সেভাবে (শিক্ষকের কাছে) পেশ করা বৈধ মনে করো না, যেভাবে তিনি (মুহাদিস) পেশ করেছেন?”

(7) যেমন ইবরাহীম ইবনু সা'দ। খতীব 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ২৬৬) গ্রন্থে নূহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুআল্লিমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “একদা আমরা ইবরাহীম ইবনু সা'দের কাছে ছিলাম, তখন হাদীসবিদগণ (শিক্ষকের কাছ থেকে) শোনা (আস-সামা') নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এতে ইবরাহীম ইবনু সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: ‘হে ইরাকের অধিবাসীগণ! তোমাদের এই বাড়াবাড়ি পরিহার করো! আরদ (শিক্ষকের কাছে পড়া) সামা' (শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা)-এর মতোই; ইবনু শিহাবের কাছে জ্ঞান পেশ করা হতো এবং তিনি তার অনুমোদন দিতেন’।”

(8) তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনু আবি যি'ব, শু'বা, এবং আল-কাত্তান। দেখুন: খতীবের 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ২৬৭, ২৭৬)।

(9) 'জামউন' ('جمع') শব্দটি 'হা' কপিতে নেই।

(10) 'কাফ' কপিতে: 'আখারু' ('آخِر')।

(ص: 217) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

«صَحِيحِهِ»⁽¹⁾: عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَثَمَةِ - إِلَى⁽²⁾: أَنَّ السَّيَّاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَالْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ - يَعْنِي: فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ⁽³⁾ - سَوَاءٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[معنى الإنباء]

(وَالْإِنْبَاءُ) مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ⁽⁴⁾ وَاصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ (بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ؛ إِلَّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ⁽⁵⁾؛ كَ «عَنْ»⁽⁶⁾ لَا تَنْهَا⁽⁶⁾ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْإِجَازَةِ⁽⁷⁾).

[عنينة المعاصر هل تحمل على السباع؟]

(وَعَنْنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّيَّاعِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَاصِرِ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً، أَوْ مُنْقَطِعَةً، فَشَرْطُ⁽⁸⁾ حَبْلِهَا عَلَى السَّيَّاعِ ثُبُوتُ الْمُعَاصِرَةِ؛ (إِلَّا مِنَ الْمُدَلِّسِ⁽⁹⁾ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّيَّاعِ).

(وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ) فِي حَمْلِ عَنَعَةِ الْمُعَاصِرِ عَلَى السَّيِّعِ (ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا) أَي: الشَّيْخِ
وَالرَّأَوِي عَنْهُ (وَلَوْ مَرَّةً) وَاحِدَةً؛ لِيَحْصَلَ⁽¹⁰⁾ الْأَمْنُ⁽¹¹⁾ مِنْ بَاقِي مُعْنَعِهِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ
الْمُرْسَلِ

(1) (قبل حديث 63).

(2) «إِلَى» ليست في ح، ل.

(3) في أ، ك: «القوة والصحة» بتقديم وتأخير.

(4) في ب، د، و: «اللغة» بالجرِّ، والمثبت من أ، ك.

(5) في ح: «الإجازة».

(6) في ب: «لأنهما».

(7) في أ: «كالإجازة».

وفي حاشية د - بخط المصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

(8) في ل: «وشرط».

(9) في ب، ج، ح، ط، ي، م: «مدلِّس».

(10) في د: «ليحصل» بفتح اللام وكسرها.

(11) في د: «الأمن» بالرفع والجرِّ، والمثبت من ج، ك.

তার সহীহ (صحیح) গ্রন্থে⁽¹⁾: একদল ইমামের মতে,⁽²⁾ শায়খের মুখ থেকে শ্রবণ করা এবং তাঁর সামনে পাঠ করা – অর্থাৎ, বিশুদ্ধতা ও শক্তির (প্রামাণিকতার) দিক থেকে⁽³⁾ – সমান। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

[ইনবা (الإنباء) এর অর্থ]

আর 'ইনবা' (الإنباء) শাব্দিক অর্থে⁽⁴⁾ এবং মুতাকাদিমীন (পূর্ববর্তী) বিদ্বানদের পরিভাষায় 'ইখবার' (الإخبار) এর অর্থ বহন করে; তবে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) বিদ্বানদের পরিভাষায়

এটি 'ইজাযাহ' (إِذَا) এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন 'আন' (عَنْ) শব্দটিও (ইজাযাহ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়)। কারণ, পরবর্তী বিদ্বানদের পরিভাষায় এটি⁽⁶⁾ 'ইজাযাহ'⁽⁷⁾-এর জন্য।

[সমসাময়িক রাবীর 'আনআনা' কি শ্রবণের উপর প্রযোজ্য হবে?]

আর সমসাময়িক রাবীর 'আনআনা' (عَنْ) সরাসরি শ্রবণের উপর প্রযোজ্য হয়। তবে যিনি সমসাময়িক নন, তার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম; কারণ, সেক্ষেত্রে তা 'মুরসাল' (مُرْسَل) অথবা 'মুনকাতি' (مَنْقُط) হিসেবে গণ্য হয়। অতএব, এটিকে শ্রবণের উপর প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত হলো সমসাময়িকতা প্রমাণিত হওয়া;⁽⁸⁾ তবে 'মুদাল্লিস' (مُدْلِس) রাবীর ক্ষেত্রে এটি শ্রবণের উপর প্রযোজ্য নয়।⁽⁹⁾

এবং বলা হয়েছে: সমসাময়িক রাবীর 'আনআনা'কে শ্রবণের উপর প্রযোজ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাদের উভয়ের (অর্থাৎ শায়খ এবং তার থেকে বর্ণনা প্রদানকারী রাবীর) সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া, যদিও তা একবারই হয়ে থাকে; যাতে তার বাকি 'মুআনআন' (مُعَنَّ) বর্ণনা 'মুরসাল' (مُرْسَل) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

(1) (হাদীস ৬৩ এর পূর্বে)।

(2) 'أُ' শব্দটা 'হা' এবং 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(3) 'আলিফ' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে 'আল-কুওয়াহ ওয়াস-সিহহাহ' (القوة والصحة) শব্দদ্বয় আগে-পরে করে লেখা হয়েছে।

(4) 'বা', 'দাল' ও 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে 'আল-লুগাতি' (اللغة) শব্দে জার (জের) রয়েছে, আর গ্রহীত পাঠ 'আলিফ' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(5) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-ইজাযাহ' (إِذَا)।

(6) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: 'লি-আন্বাহমা' (لِأَنْهَمَا)।

(7) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে: 'কাল-ইজাযাহ' (كَالِإِذَا)।

এবং 'দাল' পাণ্ডুলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হাতে – লেখা আছে: "তারপর এভাবেই পৌঁছানো হয়েছে।"

(8) 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়া শার্তুন' (وَشَرْتُ)।

(9) 'বা', 'জিম', 'হা', 'তা', 'ইয়া', 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে: 'মুদাল্লিসিন' (مُدْلِسِينَ)।

(10) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: 'লি-ইয়াহসুলা' (ليحصل) এর লাম-এ ফাতহা এবং কাসরা উভয়ই আছে।

(11) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-আম্মু' (الأم) শব্দে রফা (পেশ) এবং জার (জের) উভয়ই আছে, আর গৃহীত পাঠ 'জিম' ও 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(ص: 218) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الخَفِيِّ، (وَهُوَ الْمُخْتَارُ) تَبَعاً لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ التُّقَادِ⁽¹⁾.

[إطلاق المشافهة والمكاتبة]

(وَأُطْلِقُوا)⁽²⁾ الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَفِّظِ بِهَا تَجَوُّزاً⁽³⁾.

(و) كَذَا⁽⁴⁾ (الْمُكَاتَبَةُ فِي الْإِجَازَةِ)⁽⁵⁾ الْمَكْتُوبِ بِهَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا⁽⁶⁾ يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ⁽⁷⁾ الشَّيْخُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا⁽⁸⁾ كَتَبَ إِلَيْهِ بِالْإِجَازَةِ فَقَطْ⁽⁹⁾.

[المنأولة وشروط اعتبارها]

(وَأَشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِ (الْمُنْأُولَةِ)⁽¹⁰⁾: اقْتِرَانُهَا⁽¹¹⁾ بِالْإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعَ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ)؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِصِ.

(1) انظر: الكفاية للخطيب (ص 291).

(2) في ك: «وكذا أطلقوا».

(3) «تَجَوُّزاً» سقطت من ح، ط.

- (4) في أ، د، ط، ك زيادة: «تجوزوا في»، وفي ح زيادة: «تجوزاً في»، و في م زيادة: «في». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقاري (ص 677)، واللقاني (ص 1455).
- (5) «في الإجازة» سقطت من ح.
- (6) «إِنَّمَا» ليست في هـ.
- (7) في أ: «بها».
- (8) «إذا» ليست في ك.
- (9) في حاشية أ - بخط المصنّف - : «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطه أيضاً - : «ثم بلغ قراءةً وبحثاً. كتبه: ابن حجر».
- (10) في ج: «في المناولة»، وفي ح: «المناولة».
- (11) في ج، ط: «اقترائها» بالرفع، والمثبت من و، ل.

গোপন, (এবং এটিই নির্বাচিত মত) আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী এবং অন্যান্য সমালোচক মুহাদ্দিসীনদের মতানুসারে⁽¹⁾।

[মুশাফাহা (মৌখিক বর্ণনা) ও মুকাতাবা (লিখিত বর্ণনা) শব্দের প্রয়োগ]

(এবং তারা মৌখিক ইজাযতকে (বর্ণনার অনুমতি) রূপক অর্থে 'মুশাফাহা' বলে অভিহিত করেছেন⁽²⁾⁽³⁾।

(এবং) তেমনিভাবে⁽⁴⁾ (লিখিত ইজাযতকে (বর্ণনার অনুমতি)⁽⁵⁾ 'মুকাতাবা' বলে অভিহিত করেছেন)। আর এটি পরবর্তী বহু আলেম-এর বক্তব্যে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমদের মত থেকে ভিন্ন; কেননা তারা 'মুকাতাবা' শব্দটিকে কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন যেখানে শায়খ ছাত্রের কাছে হাদীস লিখে পাঠাতেন, সেটির বর্ণনা করার অনুমতি তিনি দিন বা না দিন, শুধু ইজাযত (বর্ণনার অনুমতি) লিখে পাঠালেই নয়⁽⁶⁾।

[মুনাওয়ালা এবং এর স্বীকৃতির শর্তাবলী]

(এবং তারা মুনাওয়ালা পদ্ধতিতে⁽⁷⁾ বর্ণনার বৈধতার জন্য শর্তারোপ করেছেন): এর সাথে বর্ণনা করার অনুমতির সম্পর্কযুক্ত হওয়া⁽⁸⁾। আর এটি (মুনাওয়ালা), যখন এই শর্ত পূরণ হয়,

তখন ইজাযতের (বর্ণনার অনুমতির) প্রকারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম; কারণ এতে সুনির্দিষ্টতা ও ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশনা থাকে।

- (1) দেখুন: আল-খতিব-এর আল-কিফায়া (পৃষ্ঠা ২৯১)।
- (2) 'ক' নুসখায়: "وَكَذَا أَطْلَقُوا" (এবং এভাবেই তারা অভিহিত করেছেন)।
- (3) 'হ' ও 'ত্ব' নুসখা থেকে "تَجَوَّزًا" (রূপক অর্থে) শব্দটি বাদ পড়েছে।
- (4) 'আলিফ', 'দাল', 'ত্বা', 'কাফ' নুসখায় "تَجَوَّزُوا فِي" অতিরিক্ত রয়েছে; 'হা' নুসখায় "تَجَوَّزًا فِي" অতিরিক্ত রয়েছে; এবং 'মিম' নুসখায় "فِي" অতিরিক্ত রয়েছে। বর্তমান পাঠটি ক্বারী-এর শারহু শারহিন নুখবাহ (পৃষ্ঠা ৬৭৭) এবং আল-লাক্কানী-এর (পৃষ্ঠা ১৪৫৫) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- (5) 'হা' নুসখা থেকে "فِي الْإِجَازَةِ" (ইজাযতের ক্ষেত্রে) শব্দটি বাদ পড়েছে।
- (6) 'হা' নুসখায় "إِنَّمَا" (কেবলমাত্র) শব্দটি নেই। 'আলিফ' নুসখায়: "بِهَا" (তার দ্বারা)। 'কাফ' নুসখায় "إِذَا" (যখন) শব্দটি নেই। 'আলিফ' নুসখার টীকায় – লেখকের নিজ হাতে – লেখা আছে: "ثم بلغ كذلك" (তারপর সেভাবেই পৌঁছেছে)। আর 'লাম' নুসখার টীকায় – তাঁরই হাতে – লেখা আছে: "ثم بلغ قراءةً وبحثاً. كتبه: ابن حجر" (তারপর পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে পৌঁছেছে। লিখেছেন: ইবনু হাজার)।
- (7) 'জিম' নুসখায়: "فِي الْمَنَاوِلَةِ" (মুনাওয়ালায়), আর 'হা' নুসখায়: "الْمَنَاوِلَةِ" (মুনাওয়ালা)।
- (8) 'জিম' ও 'ত্বা' নুসখায় "اِقْتَرَانُهَا" (পেশ সহকারে) রয়েছে, আর বর্তমান পাঠটি 'ওয়াও' ও 'লাম' নুসখা থেকে গৃহীত।

(ص: 219) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَصُورُتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُخَضِّرُ⁽¹⁾ الطَّالِبُ الْأَصْلَ
لِلشَّيْخِ، وَيَقُولُ⁽²⁾ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَأَرَوْهُ عَنِّي.
وَشَرْطُهُ⁽³⁾ أَيْضًا: أَنْ يُكِنَّهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالْعَارِيَةِ⁽⁴⁾؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ
عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ⁽⁵⁾ نَآوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ⁽⁶⁾ فِي الْحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ⁽⁷⁾ لَهَا⁽⁸⁾ زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الْإِجَازَةِ
الْمُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ⁽⁹⁾ الشَّيْخُ⁽¹⁰⁾ بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ
لَهُ.

وَإِذَا⁽¹¹⁾ خَلَّتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ⁽¹²⁾ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ⁽¹³⁾.

- (1) في و: «يَحْضَرُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ج، هـ، ط، ك، ل.
- (2) في أ، د: «وَيَقُولُ» بِالرَّفْعِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ج، ل.
- (3) في ط: «وَشَرْطُ». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 680):
«(وَشَرْطُهُ): صِيغَةُ الْمَصْدَرِ مَرْفُوعٌ عَلَى الْابْتِدَائِيَّةِ، وَالضَّمِيرُ إِلَى الْأَرْفَعِ، وَفِي نَسْخَةِ
(شَرْطُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ».
- (4) في ك: «بِالْعَارِيَّةِ».
- (5) في نسخة على حاشيتي و، ل: «وَأَمَّا إِذَا».
- (6) في ط: «وَاسْتَرَدَّ».
- (7) في هـ: «فَلَا يَبِينُ».
- (8) في نسخة على حاشية ل: «لِهَذَا».
- (9) في د، ز، ط: «يَخْبِرُهُ»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي هـ.
- (10) «الشَّيْخُ» لَيْسَتْ فِي أ.
- (11) في هـ: «وَإِنْ».
- (12) في ل: «لَمْ يَعْتَدَّ».
- (13) انظر: الكفاية للخطيب (ص 346).

⁽²⁾ الطَّالِبُ الْأَصْلُ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولُ⁽¹⁾ وَصُورَتُهَا: أَنْ يَذْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضَرُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَأَرْوُهُ عَنِّْي.
⁽⁵⁾؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ⁽⁴⁾ أَيْضًا: أَنْ يُسَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّشْلِيلِ، وَإِمَّا بِالْعَارِيَّةِ⁽³⁾ وَشَرْطُهُ⁽⁹⁾ زِيَادَةُ مَرْيَّةٍ عَلَى الْإِجَازَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجَبِّزَهُ⁽⁸⁾ لَهَا⁽⁷⁾ فِي الْحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ⁽⁶⁾ نَاوَلُهُ وَاسْتَرَدَّ بِرِوَايَةٍ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنُ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ⁽¹⁰⁾ الشَّيْخُ.
⁽¹³⁾ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ⁽¹²⁾ خَلَّتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ⁽¹¹⁾ وَإِذَا

- (1) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: 'ইউহদিরু' (يُحْضِرُ) পেশ সহকারে। এবং যা এখানে স্থাপিত হয়েছে তা 'জিম' (ج), 'হা' (ه), 'তা' (ط), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل) প্রতিলিপি থেকে।
- (2) 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د) প্রতিলিপিতে: 'ইয়াকুলু' (يَقُولُ) পেশ সহকারে। এবং যা এখানে স্থাপিত হয়েছে তা 'জিম' (ج), 'লাম' (ل) প্রতিলিপি থেকে।
- (3) 'তা' (ط) প্রতিলিপিতে: 'ওয়া শর্ত' (وَشَرْتُ)। আল-ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) শারহ শারহুন-নুখবাহ (পৃষ্ঠা ৬৮০) গ্রন্থে বলেছেন: 'وَشَرْتُ': এটি মাসদারের (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) রূপ, যা বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে মারফু' (পেশযুক্ত) হয়েছে। এর সর্বনামটি (الهاء) সর্বোচ্চ (মর্যাদাসম্পন্ন) বিষয়ের দিকে নির্দেশ করছে। একটি প্রতিলিপিতে 'শুরি ত্বা' (شُرْتُ) মাজহুল (কর্মবাচ্যে) রূপে এসেছে।
- (4) 'কাফ' (ك) প্রতিলিপিতে: 'বিল-আরিয়া' (بِالْعَرِيَّةِ)।
- (5) 'ওয়াও' (و) এবং 'লাম' (ل) এর টিকায় একটি প্রতিলিপিতে: 'ওয়া আম্মা ইয়া' (وَأُمَّا إِذَا)।
- (6) 'তা' (ط) প্রতিলিপিতে: 'ওয়াস তারাদদাহ' (وَاسْتَرَدَّه)।
- (7) 'হা' (ه) প্রতিলিপিতে: 'ফালা ইয়াবীনু' (فَلَا يَبِينُ)।
- (8) 'লাম' (ل) এর টিকায় একটি প্রতিলিপিতে: 'লিহাযা' (لِهَذَا)।
- (9) 'দাল' (د), 'যা' (ز), 'তা' (ط) প্রতিলিপিতে: 'ইউখবিরুহু' (يُخْبِرُهُ)। এবং 'হা' (ه) প্রতিলিপিতে (শব্দটি) বিন্দুবিহীন অবস্থায় আছে (ফলে উভয়টি পড়া যেতে পারে)।
- (10) 'আশ-শাইখু' (الشَّيْخُ) শব্দটি 'আলিফ' (أ) প্রতিলিপিতে নেই।
- (11) 'হা' (ه) প্রতিলিপিতে: 'ওয়া ইন' (وَإِنْ)।
- (12) 'লাম' (ل) প্রতিলিপিতে: 'লাম ই'তাদ্দ' (لَمْ يَعْتَدْ)।
- (13) দেখুন: আল-খাতীব (রহিমাহুল্লাহ)-এর আল-কিফায়া (পৃষ্ঠা ৩৪৬)।

(ص: 220) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَجَنَحَ مَنْ اَعْتَبَرَهَا⁽¹⁾ إِلَى أَنْ مُنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ تَقْوَمُ⁽²⁾ مَقَامَ إِرسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ⁽³⁾ مِنْ
بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ⁽⁴⁾.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالمُكَاتَبَةِ⁽⁵⁾ المُجَرَّدَةِ جَمَاعَةً مِنَ الْأَثْبَةِ⁽⁶⁾, وَلَوْ لَمْ
يَقْرُنْ⁽⁷⁾ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ؛ كَأَنَّهُمْ اِكتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ.

وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الْكِتَابِ⁽⁸⁾ مِنْ يَدِهِ لِلطَّلَافِ، وَبَيْنَ إِرسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ⁽⁹⁾ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، إِذَا خَلَا كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْإِذْنِ⁽¹⁰⁾.

[الوجادة والوصية والإعلام]

(وَكَذَا اشْتَرَطُوا⁽¹¹⁾ الْإِذْنَ فِي الْوَجَادَةِ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ⁽¹²⁾ بِخَطِّ يَعْرِفُ⁽¹³⁾ كَاتِبَهُ، فَيَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوعُ فِيهِ

(1) في هـ: «اعتبر بها».

(2) في ز، م: «يقوم»، وفي د، و: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ.

(3) في ط: «بالكتب».

(4) نسب الرّامهرُ مُزَيُّ جواز المُناوَلَة ولو لم تقترن بِالْإِذْنِ إِلَى بعض أهل الظّاهر.

انظر: المُحدِّث الفاصل (ص 451).

(5) في هـ، و، ز: «بالكتابة».

(6) منهم: منصور بن المعتمر وأيوب السّختياني. انظر: الكفاية للخطيب (ص 337).

(7) في أ، ب، ي، ل: «يقترن»، وفي نسخة على حاشية ل: «يقرن».

(8) «الْكِتَابُ» سقطت من و، ز.

(9) في ط: «بالكتب».

(10) في حاشية د - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك».

(11) في ب: «اشترط».

(12) في ح: «تجد»، ولم ينقط في أ، هـ، و.

(13) في ح: «يُعرف» بضم الياء وفتح الرّاء، والمثبت من ج، د، و، ك. قال القاري

رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 684): «صيغة المعروف، أو المجهول».

যারা এটিকে বিবেচনা করেছেন, তারা এই মত পোষণ করেছেন যে, উস্তাদের তাকে (গ্রন্থ) হস্তান্তর (মুনাওয়ালা) করা, এক শহর থেকে অন্য শহরে পত্রের মাধ্যমে (আল-কিতাব) প্রেরণের স্থলাভিষিক্ত হয়।

এবং অনেক ইমাম (পণ্ডিত) কেবল লিখিত বিবরণ (মুকাতাবা)-এর মাধ্যমে বর্ণনাকে সহীহ (প্রমাণিত) বলেছেন, যদিও এর সাথে বর্ণনার অনুমতি (ইজন) সংযুক্ত না থাকে; যেন তারা এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (ক্বারীনাহ) উপরই নির্ভর করেছেন।

আমার কাছে শায়খের নিজ হাতে কিতাব ছাত্রকে হস্তান্তর (মুনাওয়ালা) করার মধ্যে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পত্রের মাধ্যমে (আল-কিতাব) প্রেরণের মধ্যে কোনো জোরালো পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না, যখন উভয় ক্ষেত্রেই অনুমতির (ইজন) অনুপস্থিতি থাকে।

[প্রাপ্তি (বিজাদা), অসিয়ত (ওয়াসিয়্যাহ) ও অবহিতকরণ (ই'লাম)]

(অনুরূপভাবে তারা প্রাপ্তি (বিজাদা) পদ্ধতিতে অনুমতির (ইজন) শর্তারোপ করেছেন); আর এটি হলো: যখন কেউ এমন কোনো হস্তলিপি পায় যার লেখককে সে চেনে, তখন সে বলে: ‘আমি অমুকের হস্তলিপিতে এটি পেয়েছি’, এবং এক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া বৈধ নয়

(1) হ প্রতিলিপিতে: ‘এর দ্বারা বিবেচনা করেছে’ (শব্দটি রয়েছে)।

(2) য, ম প্রতিলিপিতে: ‘প্রতিষ্ঠিত হয়’ (ক্রিয়াপদটি), এবং দ, ওয়াও প্রতিলিপিতে: তা ও ইয়া উভয় বর্ণে (লেখা আছে), আর আলিফ প্রতিলিপিতে নোকতা বিহীন।

(3) ত্ব প্রতিলিপিতে: ‘কিতাবসমূহ দ্বারা’ (শব্দটি)।

(4) রামাহুরমুযী (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) হস্তান্তর (মুনাওয়ালা)-এর বৈধতাকে – যদিও তা অনুমতি দ্বারা সংযুক্ত না হয় – কিছু যাহিরী মতাবলম্বীর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। দেখুন: আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৪৫১)।

(5) হ, ওয়াও, য প্রতিলিপিতে: ‘লিখনের মাধ্যমে’ (শব্দটি)।

(6) তাদের মধ্যে রয়েছেন: মানসুর ইবনুল মু'তামির এবং আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি। দেখুন: আল-খতিবের আল-কিফায়া (পৃষ্ঠা ৩৩৭)।

(7) আলিফ, বা, ইয়া, লাম প্রতিলিপিতে: ‘সংযুক্ত হয়’ (শব্দটি), এবং লাম প্রতিলিপির টীকায় একটি কপিতে: ‘সংযুক্ত করে’ (শব্দটি)।

(8) ‘কিতাব’ শব্দটি ওয়াও, য প্রতিলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

- (9) তু প্রতিলিপিতে: ‘কিতাবসমূহ দ্বারা’ (শব্দটি)।
- (10) দ প্রতিলিপির টীকায় – লেখকের স্বহস্তে – লেখা আছে: ‘এরপর এভাবেই পৌঁছেছে’।
- (11) বা প্রতিলিপিতে: ‘শর্তারোপ করেছে’ (ক্রিয়াপদটি)।
- (12) হা প্রতিলিপিতে: ‘তুমি পাবে’ (ক্রিয়াপদটি), আর আলিফ, হা, ওয়াও প্রতিলিপিতে নোকতা বিহীন।
- (13) হা প্রতিলিপিতে: ‘পরিচিত হয়’ (ক্রিয়াপদটি) ইয়া-তে পেশ এবং রা-তে যবর সহকারে (লেখা আছে), আর যা প্রতিষ্ঠিত তা জিম, দাল, ওয়াও, কাফ প্রতিলিপি থেকে (গৃহীত)। আল-কারি (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) ‘শারহ শারহিন নুখবাহ’ (পৃষ্ঠা ৬৮৪)-তে বলেছেন: ‘পরিচিতের বা অজ্ঞাতসূচক রূপ’।

(ص: 221) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمَجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ⁽¹⁾ إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ. وَأُطْلِقَ قَوْمٌ⁽²⁾ ذَلِكَ؛ فَغَلَطُوا⁽³⁾.

(و) كَذَا (الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ)⁽⁴⁾؛ وَهُوَ⁽⁵⁾ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ⁽⁶⁾: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الْأُصُولَ عَنْهُ بِمَجَرَّدِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ! وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ⁽⁷⁾؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ⁽⁸⁾ إِجَازَةٌ.

[حكم الرواية بالإجازة العامة]

(و) كَذَا اشْتَرَطُوا⁽⁹⁾ الْإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الْإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنِّي⁽¹⁰⁾ أُرْوِي الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ⁽¹¹⁾ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ⁽¹²⁾، (وَالْإِلَّا؛ فَلَا عُبْرَةَ بِذَلِكَ؛

(1) في أ: «فيه».

- (2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 179).
- (3) في ط، ك: «فَغَلَطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 685): «بتشديد اللام، أي: نُسَبُوا إلى الغلط».
- (4) في ط: «بالكتب».
- (5) في ي: «وهي».
- (6) انظر: المُحَدِّث الفاصل لِلرَّامِهُ مُزَيَّي (ص 459).
- (7) نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص 352).
- (8) «مِنْهُ» سقطت من ك.
- (9) في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».
- (10) في هـ، ط: «بأني».
- (11) في ي: «كانت».
- (12) في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَائِي رحمه الله في قَضَاءِ الوَظَر (ص 1473): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».

শুধুমাত্র এর ভিত্তিতে "আখবারানী" (الْخَبَرَانِي) শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যদি না তার কাছ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি (ইযন)⁽¹⁾ থাকে।

তবে কিছু লোক এর সাধারণ ব্যবহার করেছেন⁽²⁾; ফলে তাদের ভুল ধরা হয়েছে⁽³⁾।

(এবং) একইভাবে (কিতাবের মাধ্যমে ওসিয়ত (ওয়াসিয়াত বিল-কিতাব))⁽⁴⁾; আর এর অর্থ⁽⁵⁾ হলো, কেউ তার মৃত্যুকালে বা সফরের সময় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার মূল কিতাব বা কিতাবসমূহের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়া। কারণ, অগ্রবর্তী ইমামগণ (আইম্মাতুল মুতাক্বাদিমীন)⁽⁶⁾ এর মধ্যে কিছু লোক বলেছেন: এই ওসিয়তের ভিত্তিতেই সেই ব্যক্তি তার থেকে ঐ মূল কিতাবসমূহ বর্ণনা করতে পারবে!

কিন্তু জুমহুর (অধিকাংশ আলেম)⁽⁷⁾ এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন; যদি না তার কাছ থেকে ইজাজাহ (অনুমতি)⁽⁸⁾ থাকে।

[সাধারণ ইজাজাহ (অনুমতি) দ্বারা বর্ণনা করার বিধান]

(এবং) একইভাবে (ইলম জানানো (ই'লাম))-এর ক্ষেত্রেও বর্ণনার অনুমতি (ইয়ন)⁽⁹⁾ শর্তারোপ করা হয়েছে; আর তা হলো, শায়খ কোনো একজন ছাত্রকে জানান যে, "আমি⁽¹⁰⁾ অমুক কিতাবটি অমুক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করি।" যদি তার কাছ থেকে ইজাজাহ (অনুমতি)⁽¹²⁾ থাকে⁽¹¹⁾ (তবে সেটি গ্রহণযোগ্য), (অন্যথায়; এর কোনো মূল্য নেই;

- (1) 'আ' নুসখায়: "ফিহি" (فيه) রয়েছে।
- (2) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনুস সালাহ (পৃ. ১৭৯)।
- (3) 'ত্ব' ও 'কাফ' নুসখায়: "ফাগালিতু" (فَغَلِّطُوا) রয়েছে, তবে 'আ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও' ও 'ইয়া' নুসখা অনুযায়ী "ফাগুল্লিতু" (فَغُلِّلُوا) সঠিক। আল-ক্বারী (রহ.) শারহু শারহিন নুখ্বাহ (পৃ. ৬৮৫) গ্রন্থে বলেছেন: "লাম (ل) বর্ণকে তাশদিদ দিয়ে (غَطُّوا) ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ, তাদের ভুল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"
- (4) 'ত্ব' নুসখায়: "বিল কুতুব" (بِالْكِتَابِ) রয়েছে।
- (5) 'ইয়া' নুসখায়: "ওয়াহিয়া" (وَهِيَ) রয়েছে।
- (6) দেখুন: আর-রামাহুরমুযী-এর আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃ. ৪৫৯)।
- (7) আল-খাতীব এটিকে সকল জ্ঞানীর অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩৫২)।
- (8) "মিনহু" (مِنْهُ) শব্দটি 'কাফ' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
- (9) 'হা' ও 'মিম' নুসখায়: "শারাতু" (شَرَطُوا) রয়েছে, এবং 'দাল' নুসখার টীকায়: "শারত" (شَرَطَ) রয়েছে।
- (10) 'হা' ও 'ত্ব' নুসখায়: "বিয়ান্নি" (بِأَنِّي) রয়েছে।
- (11) 'ইয়া' নুসখায়: "কানাত" (كَانَتْ) রয়েছে।
- (12) 'ওয়াও' নুসখায় এবং 'ইয়া' নুসখার টীকায় অতিরিক্ত "ই'তাবারা" (اعْتَبِرْ) শব্দটি রয়েছে। আল-লাক্বানী (রহ.) ক্বাদাউল ওয়াত্ব (পৃ. ১৪৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: "শর্তের জবাবটি উহ্য রয়েছে, যার অনুমানিক অর্থ হলো: তিনি এটি বর্ণনা করেছেন।"

كَالِإِجَازَةِ الْعَامَّةِ) فِي الْمُبَازَرِ لَهُ، لَا فِي الْمُبَازَرِ بِهِ؛ كَأَنَّ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِجَمِيعِ⁽¹⁾ الْمُسْلِمِينَ،
أَوْ: لِمَنْ⁽²⁾ أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لِأَهْلِ الْإِقْلِيمِ الْفُلَانِيٍّ، أَوْ: لِأَهْلِ الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ⁽³⁾، وَهُوَ
أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِقُرْبِ الْإِنْحِصَارِ.

[الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلقة]

- (و) كَذَا الْإِجَازَةُ (لِلْمُجْهُولِ)؛ كَأَنَّ يَكُونُ مُبْهَمًا أَوْ مُهْمَلًا⁽⁴⁾.
(و) كَذَا الْإِجَازَةُ⁽⁵⁾ -: (الْمَعْدُومِ)؛ كَأَنَّ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.
وَقَدْ⁽⁶⁾ قِيلَ⁽⁷⁾: إِنَّ عَظْفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ⁽⁸⁾؛ كَأَنَّ يَقُولَ: أَجَزْتُ⁽⁹⁾ لَكَ، وَلِمَنْ سَيُولَدُ⁽¹⁰⁾
لَكَ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْضًا.

(1) في م: «جميع» من غير لام.

(2) في أ: «من».

(3) في أ، ط، ك: «الفلاني»، وفي ز: «البلدة الفلانية». قال الفيومي في المصباح
المنير (1/ 60): «البلد: يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ».

(4) «أَوْ مُهْمَلًا» سقطت من ك.

(5) «الْإِجَازَةُ» ليست في أ.

(6) في ح: «وقيل».

(7) وهو منقول عن أبي بكر بن أبي داود. الإجازة للمجهول والمعدوم للخطيب (ص
38).

(8) قَالَ النَّوَوِي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق (1/ 381): «أقرب إلى الجواز».
أي: مما لو أفرد الإجازة للمجهول.

(9) في هـ: «أذُنْتُ».

(10) من قوله: «لِفُلَانٍ». وَقَدْ قِيلَ «إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ ز.

যেমন সাধারণ ইজাযা) যা ইজাযাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, ইজাযার বিষয়বস্তুর সাথে নয়; যেমন সে বলে: "আমি সকল মুসলমানকে ইজাযা দিলাম,"⁽¹⁾ অথবা: "যারা আমার জীবনকাল পেয়েছে তাদেরকে,"⁽²⁾ অথবা: "অমুক অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে," অথবা: "অমুক শহরের অধিবাসীদেরকে,"⁽³⁾ আর এটি (বৈধতার) শুদ্ধতার অধিক কাছাকাছি; কারণ সীমাবদ্ধতার কাছাকাছি।

[অজ্ঞাত ও অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে ইজাযা এবং শর্তযুক্ত ইজাযা]

এবং অনুরূপভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য ইজাযাও (অসিদ্ধ); যেমন সে অনির্দিষ্ট বা অবহেলিত (ব্যক্তি) হয়।⁽⁴⁾

এবং অনুরূপভাবে অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য ইজাযাও (অসিদ্ধ);⁽⁵⁾ যেমন সে বলে: "আমি অমুকের যে সন্তান ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তাকে ইজাযা দিলাম।"

এবং বলা হয়েছে:⁽⁶⁾ যদি সে তাকে (অর্থাৎ অস্তিত্বহীনকে) বিদ্যমান ব্যক্তির উপর যুক্ত করে, তবে তা বৈধ হবে;⁽⁷⁾⁽⁸⁾ যেমন সে বলে: "আমি আপনাকে ইজাযা দিলাম,"⁽⁹⁾ এবং আপনার যে সন্তান ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তাকেও।"⁽¹⁰⁾ আর অধিক যুক্তিযুক্ত হলো যে, এটিও অসিদ্ধ।

(1) ম-তে: «جيتي» লাম (ل) ব্যতীত।

(2) আ-তে: «من»।

(3) আ, ত্বা, কা-তে: «الفلائي», এবং যা-তে: «البلدة الفلانية». ফায়ুয়ী আল-মিসবাহ আল-মুনীর (১/৬০) গ্রন্থে বলেছেন: «البلد» (শহর) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হতে পারে।

(4) «أَوْ مُهْلًا» কা থেকে বাদ পড়েছে।

(5) «إِلَّا جَزَاءً» আ-তে নেই।

(6) হা-তে: «وقيل».

(7) এটি আবু বকর ইবন আবি দাউদ থেকে বর্ণিত। আল-খাতীবের 'আল-ইজাযা লিল-মাজহুল ওয়াল-মা'দুম' (পৃষ্ঠা ৩৮)।

(8) ইমাম নববী (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) 'ইরশাদ তুলাব আল-হাকাইক' (১/৩৮১) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি বৈধতার অধিক কাছাকাছি।" অর্থাৎ, যদি অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এককভাবে ইজাযা দেওয়া হয় তার চেয়ে (এটি বৈধতার অধিক কাছাকাছি)।

(9) হা-তে: «أُذِنْتُ».

(10) তার উক্তি «لَفُلَانٍ. وَقَدْ قِيلَ» থেকে এখানে পর্যন্ত যা থেকে বাদ পড়েছে।

(ص: 223) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَكَذَلِكَ (1) الإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِئَةٍ (2) الْغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا (3) أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ. وَهَذَا (4) (عَلَى (5) الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).
وَقَدْ جَوَزَ الرَّوَايَةُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى الْمَجْهُولِ (6) - مَا لَمْ يَتَّبِعِينَ (7) الْمُرَادُ مِنْهُ -:
الْخَطِيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَائِخِهِ (8).
وَاسْتَعْمَلَ الإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ (9) مِنَ الْقَدَمَاءِ: أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ (10)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَه (11).

(1) في أ، ب، ج: «وكذا».

(2) «مَشِئَةٍ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة

الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقاري (ص 691).

(3) في ب، ج: «إلا». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 691): «(إِلَّا

أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد».

(4) في ط: «وهكذا».

(5) في و، ز: «في».

(6) في أ: «المجهولة».

(7) في و، ز: «يبين».

(8) وألف في ذلك جُزْءاً سَمَّاهُ: «إِجَازَةُ الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ»، وهو مطبوع، وانظر:

الكفاية (ص 325).

(9) في هـ: «بالمعدوم».

(10) هو: أبو بكر، عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، الحافظ (ت 316 هـ). سِير أعلام النبلاء (13 / 221).

وكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبل» يعني: الذين لم يولدوا بعد.

(11) هو: أبو عبد الله، محمد بن إسحاق ابن منده، الحافظ (ت 395 هـ). سِير أعلام النبلاء (17 / 28).

وما نسب إليه ذكره ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص 155).

এবং অনুরূপভাবে, ⁽¹⁾ বিদ্যমান বা অস্বিদ্যমান (ভবিষ্যতে জন্ম নেবে এমন) ব্যক্তির জন্য এমন ইজাযত (إجازت) যা অন্যের ইচ্ছার শর্তের উপর নির্ভরশীল; যেমন, যদি কেউ বলে: “আমি তোমাকে ইজাযত দিলাম, যদি অমুক চায়”, অথবা: “আমি তাকে ইজাযত দিলাম, যাকে অমুক চাইবে”। এমনটা নয় যে সে বলবে: “আমি তোমাকে ইজাযত দিলাম, যদি তুমি চাও”। আর এটি ⁽⁴⁾ (এই সকল ক্ষেত্রে ⁽⁵⁾ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী)।

আর আল-খতীব (আল-বাগদাদী) এই সমস্তের মাধ্যমে বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করা জায়েজ বলেছেন, মাজহুল (অজ্ঞাত) ⁽⁶⁾ ব্যক্তি ব্যতীত – যদি না তার উদ্দেশ্য ⁽⁷⁾ স্পষ্ট হয় –। এবং তিনি (আল-খতীব) এটি তার একাধিক উস্তাদ (মাশায়েখ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ⁽⁸⁾

আর পূর্ববর্তীদের মধ্যে অস্বিদ্যমান (অজ্ঞাত) ব্যক্তির জন্য ইজাযত ⁽⁹⁾ ব্যবহার করেছেন: আবু বকর ইবনে আবি দাউদ, ⁽¹⁰⁾ এবং আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ। ⁽¹¹⁾

(1) 'আ', 'বা', 'জ্বিম' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াকাজা" (وَكَاذًا)।

(2) 'মাশিয়াত' (مَشِيئَة) শব্দটি 'বা', 'জ্বিম', 'ত্বা', 'ইয়া', 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে নেই। এবং 'ইয়া' পাণ্ডুলিপির টীকায় একটি সংস্করণে রয়েছে: "বিমাশিয়াতিল গায়র" (بِمَشِيئَةِ الْغَيْرِ)। আর এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আল-কারি রচিত শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৬৯১) গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(3) 'বা', 'জ্বিম' পাণ্ডুলিপিতে: "ইল্লা" (إِلَّا)। আল-কারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃ. ৬৯১) গ্রন্থে বলেছেন: "(ইল্লা আই ইয়াকুলা: আজাজতু লাকা)" (إِلَّا أَتَىٰ إِيَّاكَ أَجَازَةً لَّكَ)।

(لَا أَنْ يَقُولَ) "(লা আই ইয়াকুলা)", এবং একটি বিশুদ্ধ সংস্করণে আছে: "(يَقُولُ: أَجُرْتُ لَكَ)", এবং উভয়টির উদ্দেশ্য এক।

(4) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াহকাজা" (وَهَذَا)।

(5) 'ওয়াও', 'যা' পাণ্ডুলিপিতে: "ফী" (فِي)।

(6) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: "আল-মাজহুলাহ" (الْمَجْهُولَةُ)।

(7) 'ওয়াও', 'যা' পাণ্ডুলিপিতে: "ইউবাইইন" (يُبَيْنُ)।

(8) আর তিনি (আল-খতীব) এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা (জুয') রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন: "ইজাযাতুল মাজহুল ওয়াল মা'দুম" (অজ্ঞাত ও অস্বিদ্যমান ব্যক্তির ইজাযত), এটি মুদ্রিত। এবং দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩২৫)।

(9) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: "বিল-মা'দুম" (بِالْمَعْدُومِ)।

(10) তিনি হলেন: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিসতানি, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৩১৬ হিজরি)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২২১)। এবং তার (আবু বকরের) কথা আল-খতীব 'আল-ইজাযাহ লিল-মাজহুল ওয়াল মা'দুম' (পৃ. ৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: আহমাদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে শাযান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবু বকর ইবনে আবি দাউদকে বলতে শুনেছি – যখন তাকে ইজাযত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল – তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাকে, তোমার সন্তানদের এবং ভবিষ্যতের সন্তানদের জন্য ইজাযত দিলাম।" অর্থাৎ: যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

(11) তিনি হলেন: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মানদাহ, আল-হাফিজ (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরি)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২৮)। আর তার প্রতি যা আরোপিত হয়েছে তা ইবনুস সালাহ 'মা'রিফাতু আনওয়াই উলুমিল হাদীস' (পৃ. ১৫৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(ص: 224) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَاسْتَعْمَلَ الْمُعَلَّقَةَ مِنْهُمْ أَيْضًا: أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ⁽¹⁾.
وَرَوَى بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ جَمْعٌ كَثِيرٌ⁽²⁾, جَمَعَهُمْ بَعْضُ الْحَفَاطِ فِي كِتَابٍ، وَرَتَّبَهُمْ عَلَى
حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ⁽³⁾.

وَكُلُّ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (4) - تَوْسَعُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْخَاصَّةَ (5)
الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا اخْتِلَافاً قَوِيّاً عِنْدَ الْقَدَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ اسْتَقَرَّ عَلَى
اعْتِبَارِهَا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَهِيَ دُونَ السَّمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهَا
الِاسْتِزْسَالُ الْمَذْكُورُ؟! فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضَعْفاً (6)، لَكِنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ إِيرَادِ الْحَدِيثِ
مُغْضِلاً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَإِلَى هُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ فِي أَقْسَامِ صَبِيغِ الْأَدَاءِ (7).

- (1) هو: الحافظ أبو بكر، أحمد بن أبي خَيْثَمَةَ زهير بن حرب (ت 279 هـ). تذكرة
الحفاظ للذهبي (2/ 130).
وما نُسِبَ إليه ذكره الأَبْنَسِيُّ فِي الشَّذَا الْفَيَّاحِ (1/ 302)، وَالْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التَّبَصُّرَةِ
وَالْتَّذَكُّرَةِ (1/ 424): «قال الإمام أبو الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان:
ألفيت بخط أبي بكر بن أبي خَيْثَمَةَ: قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي
عني ما أحب من كتاب التاريخ، الذي سبَّحه مني أبو محمد القاسم بن الأصْبَغِ،
ومحمد بن عبد الأعلى كما سبَّحاه منِّي، وأذنت له في ذلك، ولين أحب من أصحابه،
فإن أحب أن تكون الإجازة بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتب: أحمد بن
أبي خَيْثَمَةَ بيده في شَوَّال، من سنة ست وسبعين ومئتين».
- (2) في ج زيادة: «ثم».
- (3) وهو: أبو جعفر، محمد بن الحسين ابن أبي البدر، الحافظ، الكاتب البغدادي،
كما قاله العراقي في التَّقْيِيدِ وَالْإِيضَاحِ (ص 183)، وشرح التَّبَصُّرَةِ وَالتَّذَكُّرَةِ (1/ 419).
- (4) انظر: مقدِّمته (ص 154).
- (5) في ج: «الحاصلة».
- (6) في ب، د: «ضعفاً» بضم الضاد، والمثبت من و، ك.

(7) في حاشية أ - بخط المصنف :- «ثم بلغ سباعاً»، وفي حاشية د، و - بخطه أيضاً :-
«ثم بلغ كذلك».

তাদের মধ্যে আবু বকর ইবনু আবী খায়ছামাহও⁽¹⁾ মুআল্লাকা (অনির্দিষ্ট ইজাযাহ) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

সাধারণ ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) দ্বারা অনেক লোক বর্ণনা করেছেন⁽²⁾। তাদের প্রাচুর্যের কারণে কিছু হাফিয় (হাদিস বিশারদ) তাদের একটি গ্রন্থে একত্রিত করেছেন এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন⁽³⁾।

ইবনুস সালাহ⁽⁴⁾ যেমনটি বলেছেন, এর সবকিছুই একটি অগ্রহণযোগ্য শিথিলতা। কারণ, সুনির্দিষ্ট (খাছা) ইজাযাহ-এর⁽⁵⁾ বিসৃদ্ধতা নিয়ে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে। যদিও পরবর্তী পণ্ডিতদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতার ওপরই কার্যক্রম স্থির হয়েছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটি সামা' (শিক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণ)-এর নিচে। তাহলে যখন এতে উল্লিখিত শিথিলতা ঘটে, তখন কেমন হবে?! তখন এর দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়⁽⁶⁾। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটি মু'দাল হাদিস বর্ণনা করার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এবং এ পর্যন্ত 'সিয়াগ আল-আদা' (বর্ণনার পদ্ধতিসমূহের)⁽⁷⁾ প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা শেষ হলো।

(1) তিনি হলেন: হাফিয় আবু বকর, আহমদ ইবনু আবী খায়ছামাহ যুহায়র ইবনু হারব (মৃত্যু ২৭৯ হি.)। আয-যাহাবী রচিত তায়কিরাতুল হুফফায় (২/১৩০)।

তাঁর সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আল-আবনাসী 'আশ-শাযা আল-ফায্যাহ' (১/৩০২) গ্রন্থে এবং আল-ইরাকী 'শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তায়কিরাহ' (১/৪২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: «ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু আবিল হুসাইন ইবনুল ওয়াজ্জান বলেছেন: আমি আবু বকর ইবনু আবী খায়ছামাহ-এর হস্তাক্ষরে পেয়েছি: 'আমি আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু মাসলামাহকে অনুমতি দিয়েছি যে, সে আমার থেকে 'তারিখ' গ্রন্থ থেকে যা পছন্দ করে তা বর্ণনা করতে পারে, যা আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইবনুল আসবাগ এবং মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আ'লা আমার থেকে শুনেছিল, ঠিক যেভাবে তারা আমার থেকে শুনেছিল। আর আমি তাকে এই বিষয়ে এবং তার বন্ধুদের মধ্যে যাকে সে পছন্দ করে, তাকেও অনুমতি দিয়েছি। যদি সে এই

ইজাযাহ-এর পরেও (অন্যকে) ইজাযাহ দিতে চায়, তাহলে আমি আমার এই লিখিত পত্র দ্বারা তাকে সেই ইজাযাহ প্রদানের অনুমতি দিয়েছি।' আর আহমদ ইবনু আবী খায়ছামাহ নিজ হাতে এটি শাওয়াল মাসে, দুইশত ছিয়াত্তর সনে লিখেছেন।»

(2) জি (জিম) পাণ্ডুলিপিতে 'ثُمَّ' (থুমা/তারপর) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(3) তিনি হলেন: আবু জাফর, মুহাম্মাদ ইবনু আল-হুসাইন ইবনু আবিল বাদ্র, হাফিয, কাতিব আল-বাগদাদী। যেমনটি আল-ইরাকী 'আত-তাকরীদ ওয়াল-ঈযাহ' (পৃ. ১৮৩) এবং 'শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ' (১/৪১৯) গ্রন্থে বলেছেন।

(4) দেখুন: তাঁর মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) (পৃ. ১৫৪)।

(5) জি (জিম) পাণ্ডুলিপিতে 'الْحَاصِلُ' (আল-হাছিলাহ) শব্দটি রয়েছে।

(6) বা (বাব), দা (দাল) পাণ্ডুলিপিতে 'ضُعْفًا' (দু'ফান) - যম্মা সহকারে ض - শব্দটি রয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠটি ওয়াও (ওয়াও) ও কাফ (কাফ) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(7) আলিফ (আলিফ) পাণ্ডুলিপির টীকায় – গ্রন্থকারের নিজ হস্তাক্ষরে – রয়েছে: 'ثُمَّ بَلَغَ سَاعًا' (থুমা বালাগ সামা'আন - তারপর সামা' পর্যন্ত পৌঁছেছে)। এবং দা (দাল), ওয়াও (ওয়াও) পাণ্ডুলিপির টীকায় – তাঁর হস্তাক্ষরেও – রয়েছে: 'ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ' (থুমা বালাগ কাযালিকা - তারপর একইভাবে পৌঁছেছে)।

(ص: 225) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ]

(ثُمَّ الرُّوَاةُ؛ إِنْ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ) سَوَاءٌ اتَّفَقَ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَمْ (1) أَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا فِي الْكُنْيَةِ (2) وَالنِّسْبَةِ (3)؛ (فَهُوَ) النَّوعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ (4)؛ (الْمُتَّفِقُ (5) وَالْمُفْتَرِقُ). وَفَائِدَةٌ مَعْرِفَتِهِ: خَشْيَةُ (6) أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا. وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ (7) الْخَطِيبُ (8) كِتَابًا حَافِلًا (9)، وَقَدْ لَخَّصَتْهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا (10). وَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّوعِ الْمُسَمَّى بِالْمُهْمَلِ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذَا يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الْإِثْنَانِ وَاحِدًا.

- (1) في ب، ج، و: «أو».
- (2) في أ: «التسمية».
- (3) في ك: «في النسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «في الكنية والنسبة».
- (4) «لَهُ» سقطت من د.
- (5) في ب: «المتفق» بفتح الفاء، والمثبت من ج، د، و، ح. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 697): «بالكسر».
- (6) في أ: «وفائدة معرفة حسنه»، وهو تحريف.
- (7) «فيه» ليست في م.
- (8) في د: «الخطيب فيه» بتقديم وتأخير.
- (9) سباه: «المتفق والمفترق»، وهو مطبوع.
- (10) قال السخاوي رحمه الله في فتح البغيث (4/ 266): «شرح شيخنا في تلخيصه فكتب منه - حسبما وقفت عليه - يسيراً، مع قوله في شرح النُخبة: إنه لخصه وزاد عليه أشياء كثيرة، وقد شرعْتُ في تكملته مع استدراك أشياء فاتته». وانظر: الجواهر والدُرر (2/ 680).

[সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভিন্ন ব্যক্তি]

(অতঃপর বর্ণনাকারীগণ; যদি তাদের নাম এবং তাদের পিতাদের নাম বা এর উপরের স্তরের নাম পর্যন্ত একই হয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তির ভিন্ন হয়) —তাদের মধ্যে দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হোক বা না হোক—এবং অনুরূপভাবে যদি দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তির কুনিয়াত (উপনাম) ও নিসবাত (বংশগত পরিচয়) একই হয়; (তবে এটি) এমন একটি প্রকার, যাকে 'সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভিন্ন ব্যক্তি' বলা হয়।

এর জ্ঞান অর্জনের উপকারিতা হলো, এই আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়া যে, দুইজন ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি মনে করা হতে পারে।

আল-খাতিব এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং আমি এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছি ও এতে অনেক কিছু যোগ করেছি।

এবং এটি পূর্বোক্ত 'অস্পষ্ট' নামক প্রকারের বিপরীত; কারণ সেখানে আশঙ্কা থাকে যে, একজনকে দুইজন মনে করা হতে পারে, আর এখানে আশঙ্কা থাকে যে, দুইজন ব্যক্তিকে একজন মনে করা হতে পারে।

(১) ব, জিম ও ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: «অথবা»।

(২) আলিফ পাণ্ডুলিপিতে: «নামকরণ»।

(৩) কাফ পাণ্ডুলিপিতে: «নিসবাতের ক্ষেত্রে», এবং এর টীকায় একটি কপিতে: «কুনিয়াত ও নিসবাতের ক্ষেত্রে»।

(৪) «তাকে/তার জন্য» শব্দটি দাল পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

- (৫) বা পাণ্ডুলিপিতে: «আল-মুতাফাকু» (ফা অক্ষরের উপর যবর সহ), এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ জিম, দাল, ওয়াও, হা পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' গ্রন্থে (পৃ. ৬৯৭) বলেছেন: «কাসরা (জের) সহ»।
- (৬) আলিফ পাণ্ডুলিপিতে: «এবং এর উত্তমতার জ্ঞান অর্জনের উপকারিতা», এবং এটি একটি বিকৃতি।
- (৭) «এতে/এ বিষয়ে» শব্দটি মিম পাণ্ডুলিপিতে নেই।
- (৮) দাল পাণ্ডুলিপিতে: «আল-খাতিব এতে/এ বিষয়ে» - শব্দগুলির স্থান পরিবর্তন হয়েছে।
- (৯) তিনি এর নামকরণ করেছেন: «সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভিন্ন ব্যক্তি», এবং এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (১০) আস-সাখাওয়া (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' গ্রন্থে (৪/২৬৬) বলেছেন: «আমাদের শায়খ এটিকে সংক্ষিপ্ত করতে শুরু করেছিলেন এবং আমি যা পেয়েছি সে অনুযায়ী, তিনি এর সামান্য অংশই লিখেছিলেন। তাঁর 'শারহ নুখবাহ' গ্রন্থে তাঁর এই উক্তি সত্ত্বেও যে: তিনি এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং এতে অনেক কিছু যোগ করেছেন। এবং আমি এটি সম্পূর্ণ করা শুরু করেছি, তাঁর বাদ পড়ে যাওয়া বিষয়গুলি সংশোধন করার সাথে সাথে»। এবং দেখুন: আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (২/৬৮০)।

(ص: 226) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[المؤتلف والمختلف]

(وإن اتفقت الأسماء خطأ واختلفت نطقاً⁽¹⁾؛ سواء كان مرجع⁽²⁾ الاختلاف النقط أم الشكل⁽³⁾)؛ فهو: المؤتلف والمختلف⁽⁴⁾.

ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: «أشدُّ التَّصْحِيفِ مَا يَقَعُ فِي الْأَسْمَاءِ»⁽⁵⁾، وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ، وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ⁽⁶⁾.

وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ، لِكِنَّهُ⁽⁷⁾ أَضَافَهُ إِلَى كِتَابِ «التَّصْحِيفِ» لَهُ⁽⁸⁾. ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِالتَّأْلِيفِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، فَجَمَعَ فِيهِ كِتَابَيْنِ؛ كِتَاباً⁽⁹⁾ فِي⁽¹⁰⁾ «مُشْتَبِه الْأَسْمَاءِ»⁽¹¹⁾، وَكِتَاباً⁽¹²⁾ فِي «مُشْتَبِه

(1) في و: «نقطاً» وفي نسخة على حاشيتها «نطقاً».

(2) في د: «مرجع» بالنصب، والمثبت من ك، ل.

(3) في د: «النقط أم الشكل» بالرفع، والمثبت من ل.

(4) في ب: «والمختلف» والمثبت من ح.

(5) تصحيفات المحدثين (1/ 12).

- (6) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد الله النَجِيمِي، حيث قال: «أولى الأشياء بالضبط: أسماء الناس؛ لأنَّه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه». انظر: المُؤْتَلَف والمُخْتَلَف للأزدي (1/ 49)، والجامع لأخلاق الرَّأوي للخطيب (1/ 269).
- (7) في د، ي: «لكن».
- (8) قد ذكره في آخر كتاب «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف»، وكذلك في كتابه: «تصحيفات المُحدِّثين»، وكلاهما مطبوع.
- (9) في ب، ج، و، ز، ط، ي، ل، م: «كتاب» مهمل، وفي نسخة على حاشية ل زيادة: «له»، وفي د: «كتابٍ» بالجرِّ المنون، والضبط المثبت من أ، هـ، ح، ك.
- (10) في د: «فيه».
- (11) سبَّاه: «المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.
- (12) في د: «وكتابٍ» بالجرِّ المنون، وفي ب، ج، و، ز، ط، ي، ل، م: «كتاب» مهمل، والمثبت من أ، هـ، ح، ك.

লিপিতে অভিন্ন ও ধ্বনিতে ভিন্ন [নামসমূহ]

(যদি নামসমূহ লেখায় অভিন্ন হয় কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন হয়⁽¹⁾; পার্থক্য বিন্দুর কারণে হোক বা স্বরচিহ্নের কারণে⁽³⁾; তবে তা হলো: লিপিতে অভিন্ন ও ধ্বনিতে ভিন্ন [নামসমূহ] (আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ)⁽⁴⁾।

এর জ্ঞান এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। এমনকি আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন: "সবচেয়ে মারাত্মক তাসহীফ (পাঠের বা লেখার ভুল) হলো যা নামসমূহে ঘটে থাকে"⁽⁵⁾। কেউ কেউ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে কিয়াস (উপমা) প্রযোজ্য হয় না, এবং এর আগে বা পরে এমন কিছু থাকে না যা এটিকে নির্দেশ করে⁽⁶⁾। আবু আহমাদ আল-আসকারী এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি এটিকে তাঁর "আত-তাসহীফ" নামক কিতাবের সাথে যুক্ত করেছেন⁽⁸⁾।

এরপর আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ এটিকে একক গ্রন্থরূপে সংকলন করেন। তিনি এতে দুটি কিতাব একত্রিত করেন; একটি হলো "মুশতাবিহ আল-আসমা" (সাদৃশ্যপূর্ণ নামসমূহ)⁽¹¹⁾ বিষয়ক গ্রন্থ⁽⁹⁾, এবং আরেকটি হলো "মুশতাবিহ

- (1) 'ওয়াও' (و) নুসখায় 'নুকতান' (نقطاً) রয়েছে এবং এর পার্শ্বটিকায় একটি নুসখায় 'নুতকান' (نطقاً) রয়েছে।
- (2) 'দাল' (د) নুসখায় 'মারজা'আ' (مرجعا) নসব (accusative) সহ, এবং প্রমাণিত পাঠটি 'কাফ' (ك) ও 'লাম' (ل) থেকে নেওয়া।
- (3) 'দাল' (د) নুসখায় 'আন-নুকতু আম আশ-শাকলু' (النقط أم الشكل) রফ' (nominative) সহ, এবং প্রমাণিত পাঠটি 'লাম' (ل) থেকে নেওয়া।
- (4) 'বা' (ب) নুসখায় 'ওয়াল-মুখতালাফ' (والمختلف) রয়েছে, এবং প্রমাণিত পাঠটি 'হা' (ح) থেকে নেওয়া।
- (5) তাসহীফাতুল মুহাদ্দিসীন (১/১২)।
- (6) তিনি হলেন: আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাজীরামী, যিনি বলেছেন: "ضبط (বিগুহতা যাচাই) করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয় হলো মানুষের নাম; কারণ এটি এমন একটি বিষয় যেখানে কিয়াস (উপমা) প্রযোজ্য হয় না, এর আগে এমন কিছু থাকে না যা এটিকে নির্দেশ করে, এবং এর পরেও এমন কিছু থাকে না যা এটিকে নির্দেশ করে।" দেখুন: আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ, আল-আজদী (১/৪৯) এবং আল-জামে' লি আখলাকির রাবী, আল-খতীব (১/২৬৯)।
- (7) 'দাল' (د) ও 'ইয়া' (ي) নুসখায়: 'লাকিন' (لكي) রয়েছে।
- (8) তিনি এটি "শারহ মা ইয়াqa'উ ফীহিট তাসহীফ ওয়াত তাহরীফ" গ্রন্থের শেষে উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর গ্রন্থ "তাসহীফাতুল মুহাদ্দিসীন"-এও উল্লেখ করেছেন; উভয়টিই প্রকাশিত।
- (9) 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মীম' (م) নুসখায়: 'কিতাব' (كتاب) অনির্দিষ্ট (স্বরচিহুবিহীন) রয়েছে, এবং 'লাম' (ل) এর পার্শ্বটিকার একটি নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: 'লাহ' (له), এবং 'দাল' (د) নুসখায়: 'কিতাবিন' (كتاب) জার (genitive) ও তানবীন সহ, এবং প্রমাণিত পাঠটি 'আলিফ' (أ), 'হা' (ه), 'হা' (ح), 'কাফ' (ك) থেকে নেওয়া।

(10) 'দাল' (د) নুসখায়: 'ফীহি' (فيه) রয়েছে।

(11) তিনি এর নামকরণ করেছেন: "আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ", এবং এটি প্রকাশিত।

(12) 'দাল' (د) নুসখায়: 'ওয়া কিতাবিন' (وكتاب) জার (genitive) ও তানবীন সহ, এবং 'বা' (ব), 'জিম' (জ), 'ওয়াও' (ও), 'যা' (য), 'ত্বা' (ত), 'ইয়া' (ই), 'লাম' (ল), 'মীম' (ম) নুসখায়: 'কিতাব' (كتاب) অনির্দিষ্ট (স্বরচিহ্নবিহীন) রয়েছে, এবং প্রমাণিত পাঠটি 'আলিফ' (আ), 'হা' (হা), 'হা' (হা), 'কাফ' (কাফ) থেকে নেওয়া।

(ص: 227) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

النَّسْبَةُ»⁽¹⁾.

وَجَمَعَ شَيْخُهُ الدَّارَقُطْنِي فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا⁽²⁾.

ثُمَّ جَمَعَ الْخَطِيبُ ذَيْلًا⁽³⁾.

ثُمَّ جَمَعَ الْجَمِيعُ أَبُو نَصْرِ ابْنُ مَاكُولَا فِي كِتَابِهِ «الْإِكْمَالِ»⁽⁴⁾.

وَأَسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابٍ آخَرَ⁽⁵⁾ جَمَعَ فِيهِ أَوْهَامُهُمْ وَبَيَّنَّهَا، وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعَ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ عُمْدَةٌ كُلِّ مُحَدِّثٍ بَعْدَهُ.

وَقَدْ اسْتَدْرَكَ⁽⁶⁾ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نُفْطَةَ مَا فَاتَهُ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَهُ⁽⁷⁾، فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ⁽⁸⁾.

ثُمَّ ذَيْلَ عَلَيْهِ مَنُصُورُ بْنُ سَلِيمٍ - بَفَتْحِ السَّيْنِ - فِي مُجَلَّدٍ لَطِيفٍ⁽⁹⁾.

وَكَذَلِكَ⁽¹⁰⁾ أَبُو حَامِدٍ ابْنُ الصَّابُونِيِّ⁽¹¹⁾.

(1) وهو مطبوع.

(2) سبَّاه: «المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.

(3) سبَّاه: «المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.

(4) واسمه: «الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء

والكنى والأنساب»، وهو مطبوع.

(5) سبَّاه: «تهذيب مستنير الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام»، وهو مطبوع.

(6) في د: «واستدرك».

(7) «بعده» ليست في م.

(8) سبّاه: «تكملة الإكمال»، وهو مطبوع.

(9) في نسخة على حاشية ل: «مجلداً لطيفاً» بدل: «في مجلدٍ لطيفٍ».

سبّاه: «ذيل تكملة الإكمال»، وهو مطبوع.

(10) في ز: «وكذا».

(11) في كتاب سبّاه: «تكملة إكمال الإكمال»، وهو مطبوع.

«আন-নিসবাহ»⁽¹⁾।

তাঁর উস্তাদ দারাকুতনী এ বিষয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন⁽²⁾।

অতঃপর খতীব এর উপর একটি সংযোজনী (ذیل) সংকলন করেন⁽³⁾।

এরপর আবু নাসর ইবনে মাকুলা তাঁর «আল-ইকমাল»⁽⁴⁾ নামক গ্রন্থে এই সব কিছুকে একত্রিত করেন।

তিনি তাদের উপর আরেকটি গ্রন্থে⁽⁵⁾ সংযোজন ও সংশোধন করেন, যেখানে তিনি তাদের ভুলত্রুটিগুলো একত্রিত করে তা স্পষ্ট করেন। এ বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর গ্রন্থটি সবচেয়ে ব্যাপক, এবং তাঁর পরবর্তী প্রতিটি মুহাদ্দিসের জন্য এটিই প্রধান উৎস (উমদাহ)।

এরপর আবু বকর ইবনে নুকতাহ তার উপর সংযোজন ও সংশোধন করেন⁽⁶⁾ যা তার থেকে ছুটে গিয়েছিল অথবা পরবর্তীতে নতুন করে উদ্ধৃত হয়েছিল⁽⁷⁾, একটি বিশাল খণ্ডে⁽⁸⁾।

এরপর মানসুর ইবনে সালিম - 'সীন' বর্ণে ফাতহা সহ - একটি সংক্ষিপ্ত খণ্ডে এর উপর একটি সংযোজনী সংকলন করেন⁽⁹⁾।

এবং একইভাবে⁽¹⁰⁾ আবু হামিদ ইবনুস সাবুনীও (সংকলন করেন)⁽¹¹⁾।

(1) এটি মুদ্রিত হয়েছে।

(2) এর নামকরণ করেন: «আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ», এটি মুদ্রিত হয়েছে।

(3) এর নামকরণ করেন: «আল-মু'তালিফ ফী তাকমিলাতিল মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ», এটি মুদ্রিত হয়েছে।

- (4) এর পুরো নাম: «আল-ইকমাল ফী রাফ'ই 'আরিদিল-ইরতিয়াব 'আনিল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ মিনাল-আসমা' ওয়াল-কুনা ওয়াল-আনসাব», এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (5) এর নামকরণ করেন: «তাহযীব মুস্তামিরিল আওহাম 'আলা যাউয়িল-মা'রিফাতি ওয়া উলিল-আফহাম», এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (6) 'দ' বর্ণমালায়: «ওয়াসতাদরাকা»।
- (7) «বা'দাছ» শব্দটি 'মিম' বর্ণমালায় নেই।
- (8) এর নামকরণ করেন: «তাকমিলাতুল ইকমাল», এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (9) 'লাম' অক্ষরের টীকায় একটি সংস্করণে «মুজাল্লাদান লাতিফান» এর পরিবর্তে «ফী মুজাল্লাদিন লাতিফিন» রয়েছে।
- এর নামকরণ করেন: «যাইলু তাকমিলাতিল ইকমাল», এটি মুদ্রিত হয়েছে।
- (10) 'যা' বর্ণমালায়: «ওয়া কাযা»।
- (11) তিনি একটি গ্রন্থে এর নামকরণ করেন: «তাকমিলাতু ইকমালিল ইকমাল», এটি মুদ্রিত হয়েছে।

(ص: 228) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَجَمَعَ الدَّهْيُ فِي ذَلِكَ كِتَاباً⁽¹⁾ مُخْتَصِراً جِداً، اعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى الضَّبْطِ بِالْقَلَمِ، فَكَثُرَ فِيهِ الْغَلْطُ وَالتَّضْحِيفُ الْبَيِّنُ لِمَوْضُوعِ الْكِتَابِ⁽²⁾.
 وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَوْضِيحِهِ فِي كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ: «تَبْصِيرٌ»⁽³⁾ الْمُنْتَبِهَ⁽⁴⁾ بِتَحْرِيرِ الْمُسْتَبْهَةِ⁽⁵⁾، وَهُوَ⁽⁶⁾ مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ، فَضَبَّطْتُهُ⁽⁷⁾ بِالْحُرُوفِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً كَثِيراً مِمَّا أَهْمَلَهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ⁽⁸⁾.

[المتشابه]

(وَإِنْ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ) خَطَأً وَنُطْقاً، (وَاخْتَلَفَتِ⁽⁹⁾ الْأَبَاءُ) نُطْقاً مَعَ اتِّتِلَافِهَا⁽¹⁰⁾ خَطَأً⁽¹¹⁾؛
 كُمَحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ - بَفَتْحِ الْعَيْنِ -⁽¹²⁾، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ - بِضَبِّهَا -؛ الْأَوَّلُ
 نَيْسَابُورِيُّ،

(1) «كِتَاباً» ليست في أ، د، ط، ي، ك.

(2) في ط: «الكتب».

واسم كتابه: «المشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم»، وهو مطبوع.

(3) في ح: «تبصرة».

(4) في ج: «المُتَنَّبِه».

(5) وهو مطبوع.

(6) في د: «وهذا».

(7) في ك: «فَضَبَطَهُ».

(8) في م: «والله أعلم» بدل: «وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ».

في حاشية أ - بَخِطَ الْمُصَنِّفُ -: «ثم بلغ سباعاً... (أ)، البحث» وفي حاشية د - بَخِطَهُ
أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».

(أ) كلمة أو أكثر غير واضحة.

(9) في هـ، و، ز، ح، م: «واختلف».

(10) في أ: «ائتلافهما»، وفي هـ: «اختلافهم»، وفي و، ز، ط: «اختلافها»، وفي حاشية
و: صوابه «مع ائتلافهما».

(11) «خَطَّأ» ليست في ك.

(12) «بِفَتْحِ الْعَيْنِ» ليست في ب.

ال-যাহাবি এ বিষয়ে একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন⁽¹⁾, যেখানে তিনি কলম
দ্বারা ضبط (সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ)-এর উপর নির্ভর করেছিলেন। ফলে তাতে প্রচুর ভুল ও
বিকৃতি দেখা দেয়, যা বইয়ের বিষয়বস্তুর⁽²⁾ সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

মহান আল্লাহ সেটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি গ্রন্থের মাধ্যমে সহজ করে দিয়েছেন, যার নাম
আমি রেখেছি: «তাবসীরুল মুনতাবিহ⁽³⁾ বিতাহরিরিল মুশতাবিহ»⁽⁵⁾। এটি⁽⁶⁾ এক খণ্ডের একটি
গ্রন্থ। আমি এটিকে⁽⁷⁾ সন্তোষজনক পদ্ধতি অনুসরণ করে অক্ষর দিয়ে সুস্পষ্ট করেছি, এবং এর

উপর অনেক কিছু যোগ করেছি যা তিনি (যাহাবি) বাদ দিয়েছিলেন অথবা যা তিনি পাননি। এর জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই⁽⁸⁾।

[সাদৃশ্যপূর্ণ]

(যদি নামগুলো এক হয়) লিখিতভাবে ও উচ্চারণে, (কিন্তু পিতার নামগুলো ভিন্ন হয়⁽⁹⁾)
উচ্চারণে, যদিও লিখিতভাবে সেগুলো এক হয়⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾; যেমন: মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (আইন
হরফে ফাতহা (আ-কার) সহকারে)⁽¹²⁾ এবং মুহাম্মাদ ইবনে উকাইল (তাতে দাম্মা (উ-কার)
সহকারে); প্রথমজন নিসাপুরের বাসিন্দা,

(1) «একটি গ্রন্থ» শব্দটি আ, দ, ত্ব, ই, কা-তে নেই।

(2) ত্ব-এর অনুলিপিতে: «আল-কুতুব»।

তাঁর গ্রন্থের নাম: «আল-মুশতাবাহ ফি আর-রিজাল আসামাইহিম ওয়া আনসাবিয়াহিম», এটি মুদ্রিত।

(3) হা-তে: «তাবসিরাহ»।

(4) জিমে: «আল-মুতানাব্বিহ»।

(5) এটি মুদ্রিত।

(6) দ-তে: «ওয়াহাজা» (এটি)।

(7) কা-তে: «ফাদাবাতাহ» (সুতরাং তিনি এটিকে সুস্পষ্ট করেছেন)।

(8) মিম-এ: «ওয়াল্লাহু আ'লাম» (আল্লাহই অধিক অবগত) রয়েছে «ওয়ালিল্লাহিল হামদু আলা জালিকা» (এর জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই) এর পরিবর্তে।

আ-এর টীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: «এরপর শ্রবণের মাধ্যমে পৌঁছেছে ... (আ),
গবেষণা» এবং দ-এর টীকায় - তাঁর নিজ হাতেই -: «এরপরও এভাবেই পৌঁছেছে»।

(আ) এক বা একাধিক শব্দ অস্পষ্ট।

(9) হা, ওয়াও, যা, হা, মিম-এ: «ওয়াখতালাফা» (এবং ভিন্ন হয়েছে)।

(10) আ-তে: «ইতিলাফুহমা» (তাদের উভয়ের এক হওয়া), হা-তে: «ইখতিলাফুহম» (তাদের ভিন্ন হওয়া), ওয়াও, যা, ত্ব-তে: «ইখতিলাফুহা» (তাদের ভিন্ন হওয়া), এবং ওয়াও-এর টীকায়:
এর সঠিক পাঠ হলো «মা'আ ই'তিলাফুহমা» (তাদের উভয়ের এক হওয়া সত্ত্বেও)।

(11) «খাততান» (লিখিতভাবে) শব্দটি কা-তে নেই।

(ص: 229) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَالثَّانِي فِرْيَابِيٌّ⁽¹⁾، وَهُمَا مَشْهُورَانِ، وَطَبَقَتْهُمَا مُتَقَارِبَةٌ⁽²⁾.
(أَوْ بِالْعَكْسِ⁽³⁾)؛ كَأَنَّ تَخْتَلَفَ⁽⁴⁾ الْأَسْمَاءُ⁽⁵⁾ نُطْقًا وَتَأْتَلَفَ خَطًّا، وَتَتَّفَقَ⁽⁶⁾ الْأَبَاءُ خَطًّا
وَنُطْقًا⁽⁷⁾، كَشُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَسُرَيْجِ⁽⁸⁾ بْنِ النُّعْمَانِ؛ الْأَوَّلُ: بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ
وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ يَزُوي عَنْ عَلِيٍّ⁽⁹⁾، وَالثَّانِي: بِالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ، وَهُوَ
مِنْ شُيُوخِ⁽¹⁰⁾ الْبُخَارِيِّ؛ (فَهُوَ) النَّوعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ⁽¹¹⁾: (الْمُتَشَابِهُ).

[من أنواع المتشابه]

(وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ⁽¹²⁾ الْإِتِّفَاقُ فِي الْأِسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ، وَالْإِخْتِلَافُ فِي النَّسَبَةِ⁽¹³⁾).

(1) في أ: «فرماني». والمثبت هو الصواب؛ قال ابن ناصر الدين رحمه الله في توضيح
المشتبه (7/ 92): «الفريابي. وفيرياب - ويقال: فاراب -: مدينة بالترك ... منها
... محمد بن عقيل الفريابي، الفقيه، نزيل مصر»، وقال القاري رحمه الله في شرح
شرح النُّخبة (ص 704): «بكسر فاء، وسكون راء، وتحتية بعدها ألف، فموحدة
بعدها ياء النسبة».

(2) في نسخة على حاشية ل: «واحدة».

(3) في ط: «وبالعكس».

(4) في ج، ز، ي: «يختلف»، ولم ينقط في ب، ح.

(5) في ك: «كأن كانت الأسماء تختلف».

(6) في ج: «ويتفق».

(7) في ط: «ولفظاً» وفي حاشيتها: «ونطقاً».

(8) في ب: «وشريح»، وفي ج، ي: «وسريح».

(9) في د زيادة: «بن أبي طالب».

(10) في ط: «أشياخ».

(11) «لَهُ» ليست في أ.

(12) «ذَلِكَ» سقطت من ط، وفي ح، م مكانها: «بقية».

(13) من قوله: «وَكَذَا إِنَّ» إلى هنا سقط من ب، ج، د، ل، وتأخر في ي قليلاً - كما سيأتي -.

এবং দ্বিতীয়জন ফিরয়াবী⁽¹⁾। এবং তারা দুজন প্রসিদ্ধ, এবং তাদের স্তর কাছাকাছি⁽²⁾। (অথবা এর বিপরীত⁽³⁾; যেমন, নামসমূহের উচ্চারণ ভিন্ন হবে⁽⁴⁾ কিন্তু লিখনীতে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে⁽⁵⁾, এবং পিতাদের নাম লিখনী ও উচ্চারণে এক হবে⁽⁷⁾, যেমন শুরাইহ ইবনুন নু'মান এবং সুরাইজ⁽⁸⁾ ইবনুন নু'মান; প্রথমজন: নুজ্জায়ুক্ত শীন (ش) এবং নুজ্জাবিহীন হা (ح) দ্বারা; এবং তিনি একজন তাবিঈ (تابعي), যিনি আলী⁽⁹⁾ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। এবং দ্বিতীয়জন: নুজ্জাবিহীন সিন (س) এবং জিম (ج) দ্বারা; এবং তিনি ইমাম বুখারীর শায়খদের⁽¹⁰⁾ একজন; (সুতরাং) এটি এমন প্রকার যাকে বলা হয়⁽¹¹⁾: (আল-মুতাশাবিহ (المُتَشَابِه))।

[আল-মুতাশাবিহ-এর প্রকারভেদগুলোর মধ্যে]

(এবং একইভাবে যদি সেই⁽¹²⁾ সাদৃশ্য নাম ও পিতার নামের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, এবং নিসবতের (نسبة) ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে⁽¹³⁾)।

(1) 'আ' নুসখায় রয়েছে: «ফারমানী»। আর যা সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেটাই সঠিক। ইবনু নাসিরুদ্দীন (রহ.) 'তাওয়াইল মুশতাবিহ' (৭/৯২) গ্রন্থে বলেছেন: «ফিরয়াবী। আর ফিরিয়াব — যাকে ফারাবও বলা হয় — তুর্কের একটি শহর ... এর অন্তর্ভুক্ত ... মুহাম্মাদ ইবনু উকাইল আল-ফিরয়াবী, ফকীহ, যিনি মিশরে বসবাস করতেন», এবং কারী (রহ.) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৭০৪) গ্রন্থে বলেছেন: «ফা (ফ) বর্ণে কাসরা, রা (র) বর্ণে সুকুন, তার পরে ইয়া (ي) বর্ণ, তার পরে আলিফ (ا), তারপর বা (ব) বর্ণ, তার পরে নিসবতের ইয়া (ياء النسبة)»।

(2) 'লাম' নুসখার টীকায় রয়েছে: «ওয়াহিদা»।

(3) 'ত্বা' নুসখায় রয়েছে: «ওয়া বিল আকস»।

- (4) 'জিম', 'যা' এবং 'ইয়া' নুসখায় রয়েছে: «ইয়াখতালিফু», এবং 'বা' ও 'হা' নুসখায় নুজ্জা দেওয়া হয়নি।
- (5) 'কাফ' নুসখায় রয়েছে: «কা আন কানাতিল আসমাউ তাখতালিফু»।
- (6) 'জিম' নুসখায় রয়েছে: «ওয়া ইয়াভাফিকু»।
- (7) 'ত্বা' নুসখায় রয়েছে: «ওয়া লাফযান» এবং এর ঢাকায় রয়েছে: «ওয়া নুতকান»।
- (8) 'বা' নুসখায় রয়েছে: «ওয়া শুরাইহ», এবং 'জিম' ও 'ইয়া' নুসখায় রয়েছে: «ওয়া সুরাইহ»।
- (9) 'দাল' নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: «ইবনু আবী তালিব»।
- (10) 'ত্বা' নুসখায় রয়েছে: «আশইয়াখ»।
- (11) «লাহু» শব্দটি 'আ' নুসখায় নেই।
- (12) «যালিকা» শব্দটি 'ত্বা' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে, এবং 'হা' ও 'মিম' নুসখায় এর স্থলে রয়েছে: «বাকিয়্যাহ»।
- (13) «ওয়া কাযা ইন» থেকে এ পর্যন্ত 'বা', 'জিম', 'দাল', 'লাম' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে, এবং 'ইয়া' নুসখায় সামান্য পিছিয়ে গেছে - যেমনটি পরে আসবে।

(ص: 230) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا جَلِيلًا⁽¹⁾ سَمَّاهُ: «تَلْخِيصُ الْمُتَشَابِهِ»⁽²⁾، ثُمَّ ذَيَّلَ⁽³⁾ عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَا فَاتَهُ أَوَّلًا⁽⁴⁾، وَهُوَ كَثِيرُ الْفَائِدَةِ⁽⁵⁾.
(وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا: أَنْ يَحْصَلَ الْإِتِّفَاقُ أَوْ الْإِشْتِبَاهُ⁽⁶⁾ فِي الْإِسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ مَثَلًا؛ إِلَّا: فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ⁽⁷⁾ فَأَكْثَرَ - مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا - .
وَهُوَ⁽⁸⁾ عَلَى قِسْمَيْنِ:
إِمَّا بِأَنْ⁽⁹⁾ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ، مَعَ أَنَّ عَدَدَ الْحُرُوفِ ثَابِتَةٌ⁽¹⁰⁾ فِي الْجِهَتَيْنِ.
أَوْ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ مَعَ نُقْصَانِ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ عَنْ بَعْضِ.

(1) في د: «حافلاً».

(2) اسمه: «تلخيص المُتشابه في الرّسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» وهو مطبوع.

(3) في ب، ج، د، ح، ط، ي زيادة: «هو».

(4) «أولا» ليست في ل.

واسم كتابه: «تالي تلخيص المتشابه»، وهو مطبوع.

(5) في ي وقع هنا: «وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة».

(6) في ز، ح: «والاشتباه».

(7) في ط: «لا في حرفين أو حرف» بتقديم وتأخير.

(8) في أ: «وهي».

(9) في د: «أن».

(10) في ح، ل: «ثابت».

আল-খাতীব এ বিষয়ে একটি মহান গ্রন্থ⁽¹⁾ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: তালখীসুল মুতাশাবিহ (تلخيص المتشابه) (সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াবলীর সারাংশ)⁽²⁾। তারপর তিনি এর উপর একটি পরিপূরক (যেইল - ذيل)⁽³⁾ যোগ করেছেন, যা প্রথমবার তাঁর বাদ পড়েছিল⁽⁴⁾। এটি অত্যন্ত উপকারী⁽⁵⁾।

(এ থেকে এবং এর পূর্ববর্তী বিষয় থেকে বিভিন্ন প্রকার গঠিত হয়:

এর মধ্যে একটি হলো: উদাহরণস্বরূপ, নাম ও পিতার নামে মিল বা সাদৃশ্য (ইশতিবাহ - اشتباه)⁽⁶⁾ ঘটে; (তবে এক বা দুটি অক্ষর⁽⁷⁾ বা তারও বেশি পার্থক্য থাকতে পারে – তাদের একজনের মধ্যে বা উভয়ের মধ্যে)।

আর এটি⁽⁸⁾ দুই প্রকারের:

হয়তো পরিবর্তনজনিত ভিন্নতা থাকবে, যদিও উভয় ক্ষেত্রে অক্ষরের সংখ্যা স্থির⁽¹⁰⁾ থাকে।

অথবা, কিছু নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তনজনিত ভিন্নতা থাকবে এবং কিছু নাম অন্যদের চেয়ে কম হবে।

(1) 'দা' (د) গ্রন্থে: "হাফেলান" (حافلًا)।

- (2) এর নাম: "তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসমি ওয়া হিমায়াতি মা আশকাল মিনহু আন বাওয়া দির তাসহিফি ওয়াল ওয়াহম" (تلخيص المُتَشَابِه في الرَّسْم وحماية ما أشكل منه عن بواذر) (সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াবলীর লিখনভঙ্গির সারাংশ এবং এর থেকে উদ্ভূত বিকৃতি ও ভ্রম থেকে সুরক্ষাদান)। এটি মুদ্রিত (প্রকাশিত) হয়েছে।
- (3) 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দা' (د), 'হা' (ح), 'তা' (ط), 'ইয়া' (ي) গ্রন্থগুলোতে "হুয়া" (هو) (তিনি) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।
- (4) "আওওয়াদান" (أَوْدَان) (প্রথমত) শব্দটি 'লাম' (ل) গ্রন্থে নেই।
এবং তাঁর গ্রন্থের নাম: "তালিও তালখীসুল মুতাশাবিহ" (تالي تلخيص المتشابه) (তালখীসুল মুতাশাবিহ-এর পরিপূরক)। এটি মুদ্রিত (প্রকাশিত) হয়েছে।
- (5) 'ইয়া' (ي) গ্রন্থে এখানে রয়েছে: "অনুরূপভাবে যদি নাম ও পিতার নামে সেই মিল ঘটে এবং নিসবতে (نسبة) (সম্পর্কে) ভিন্নতা থাকে"।
- (6) 'যা' (ز), 'হা' (ح) গ্রন্থে: "ওয়াল ইশতিবাহ" (والاشتباه) (এবং সাদৃশ্য)।
- (7) 'তা' (ط) গ্রন্থে: "লা ফি হারফাইন আও হারফ" (لا في حرفين أو حرف) (না দুটি অক্ষর বা একটি অক্ষরে) - অগ্র-পশ্চাত্ক্রমে।
- (8) 'আলিফ' (أ) গ্রন্থে: "ওয়াহিয়া" (وهي) (এবং এটি)।
- (9) 'দা' (د) গ্রন্থে: "আন" (أن) (যে)।
- (10) 'হা' (ح), 'লাম' (ل) গ্রন্থে: "সাবেত" (ثابت) (স্থির)।

(ম: 231) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَمِنْ أُمَثَلَةِ الْأَوَّلِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ - بِكَسْرِ السِّينِ ⁽¹⁾ الْمُهِمْلَةِ، وَنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ -، وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الْعَوِيُّ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ ثُمَّ الْقَافِ ⁽²⁾ - شَيْخُ الْبُخَارِيِّ ⁽³⁾، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَيَّارٍ - بِفَتْحِ الْمُهِمْلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ، وَبَعْدَ الْأَلِفِ رَاءٌ -، وَهُمْ أَيْضًا جَمَاعَةٌ ⁽⁴⁾؛ مِنْهُمْ: الْيَمَامِيُّ ⁽⁵⁾ شَيْخُ عَمْرِ بْنِ يُونُسَ.

وَمِنْهَا ⁽⁶⁾: مُحَمَّدُ ⁽⁷⁾ بْنُ حُنَيْنٍ - بِضَمِّ ⁽⁸⁾ الْمُهِمْلَةِ وَنُونَيْنِ ⁽⁹⁾؛ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ، بَيْنَهُمَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ -؛ تَابِعِيُّ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ - بِالْجِيمِ ⁽¹⁰⁾.

بَعْدَهَا⁽¹¹⁾ مُوَحَّدَةً، وَآخِرُهُ رَاءٌ -، وَهُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرٍ⁽¹²⁾ بْنُ مُطْعِمٍ؛ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ
أَيْضاً.

وَمِنْ ذَلِكَ: مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ: كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ، وَمُطَرِّفُ⁽¹³⁾ بْنُ وَاصِلٍ - بِالطَّاءِ بَدَلِ الْعَيْنِ
-؛ شَيْخٌ آخَرُ، يَزُوي عَنْهُ أَبُو حُذَيْفَةَ النَّهْدِيُّ.

(1) «السِّين» ليست في ب، ج، د، هـ، و، ز، ل.

(2) في ح: «القاف» بالرفع، والمثبت من د، قال القاري في شرح شرح النُّخبة (ص 708): «عُطِفَ عَلَى الْفَتْحِ».

(3) «شَيْخُ الْبُخَارِيِّ» سقطت من هـ، ز.

(4) في د: «جماعة أيضاً» بتقديم وتأخير.

(5) في و، ك: «اليَمَانِي».

(6) «وَمِنْهَا» ليست في ط، ك، وفي أ، م: «وَمِنْهُمْ»، وفي ج: «وَمِنْهَا».

(7) في ط، ك: «ومحمد».

(8) في ي زيادة: «الحاء».

(9) في ح: «بنونين».

(10) في أ: «بضم الجيم»، وفي ك: «بجيم».

(11) في د، ز، ي زيادة: «باء».

(12) من قوله: «بِالْجِيمِ» إلى هنا سقط من ط.

(13) في أ: «مُطَرِّف» من غير واو.

প্রথম প্রকারের উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মাদ ইবন সিনান – সিন (س) এর নিচে যের (কাসরাহ) দ্বারা (যা কোনো নুকতা বিহীন বর্ণ), এবং দুটি নুন (ن) যার মাঝে একটি আলিফ (ا) রয়েছে –। তাঁরা একটি দল; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আল-আওয়াকী – আইন (ع) ও ওয়াও (و) এর উপর ফাতহা (যবর) দ্বারা, তারপর কাফ (ق) – আল-বুখারীর শিক্ষক। এবং মুহাম্মাদ ইবন

সাইয়্যার – মুহমালা (নুকতা বিহীন বর্ণ সিন - س) এর উপর ফাতহা (যবর) দ্বারা, এবং নিচের ইয়া (ي) এর উপর তাশদীদ (شد), এবং আলিফের (ا) পরে রা (ر) বর্ণ –। তাঁরাও একটি দল; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আল-ইমামি, উমার ইবন ইউনুসের শিক্ষক।

এবং তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: মুহাম্মাদ ইবন হুনাইন – মুহমালা (নুকতা বিহীন বর্ণ হা - ح) এর উপর দম্মা (পেশ) দ্বারা এবং দুটি নুন দ্বারা; প্রথম নুনটি ফাতহা (যবর) যুক্ত, এবং তাদের (দুটি নুনের) মাঝে একটি নিচের ইয়া (ي) রয়েছে –। তিনি একজন তাবেরী, যিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর – জিম (ج) দ্বারা, এরপর একটি একক-নুকতায়ুক্ত বর্ণ (বা - ب), এবং এর শেষে রা (ر) বর্ণ –। আর তিনি মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুত্ব'ইম; তিনিও একজন বিখ্যাত তাবেরী।

এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: মু'আররিফ ইবন ওয়াসিল: একজন বিখ্যাত কুফাবাসী। এবং মুত্বাররিফ ইবন ওয়াসিল – আইন (ع) এর পরিবর্তে ত্বা (ط) দ্বারা –; তিনি আরেকজন শাইখ (শিক্ষক), যার থেকে আবু হুযাইফা আন-নাহদী বর্ণনা করেছেন।

- (1) ব, জ, দ, হ, ও, য, ল-এর পাণ্ডুলিপিতে «السَّيْنِ» (আস-সিন) শব্দটি নেই।
- (2) হ-এর পাণ্ডুলিপিতে: «الْقُفْ» (আল-কাফু) রাফ' (পেশ) দ্বারা রয়েছে, এবং দ-এর পাণ্ডুলিপি থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আল-কারী তাঁর শারহ শারহ আন-নুখবা (পৃ. ৭০৮) গ্রন্থে বলেছেন: «عُطِفَ عَلَى الْفَتْحِ» (এটি ফাতহা-এর উপর আতফ করা হয়েছে)।
- (3) হ, য-এর পাণ্ডুলিপি থেকে «شَيْخُ الْبُخَارِيِّ» (শাইখুল বুখারী) অংশটি বাদ পড়েছে।
- (4) দ-এর পাণ্ডুলিপিতে: «جَاعَةٌ أَيْضًا» (জামা'আতুন আইদ্বান) শব্দদুটি আগে-পরে করে রয়েছে।
- (5) ও, ক-এর পাণ্ডুলিপিতে: «الْيَمَانِي» (আল-ইয়ামানি) রয়েছে।
- (6) ত্বা, ক-এর পাণ্ডুলিপিতে «وَمِنْهَا» (ওয়া মিনহা) নেই, এবং আ, ম-এর পাণ্ডুলিপিতে «وَمِنْهُمْ» (ওয়া মিনহুম) রয়েছে, আর জ-এর পাণ্ডুলিপিতে «وَمِنْهَا» (ওয়া মিনহমা) রয়েছে।
- (7) ত্বা, ক-এর পাণ্ডুলিপিতে: «وَمُحَمَّدٌ» (ওয়া মুহাম্মাদ) রয়েছে।
- (8) ইয়া-এর পাণ্ডুলিপিতে «الْحَاءُ» (আল-হা) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (9) হ-এর পাণ্ডুলিপিতে: «بَنُونِ» (বিনুনাইন) রয়েছে।
- (10) আ-এর পাণ্ডুলিপিতে: «بِضْمِ الْجِيمِ» (বিদ্মিল জিম) রয়েছে, এবং ক-এর পাণ্ডুলিপিতে: «بِجِيمِ» (বিজিম) রয়েছে।

(11) দ, য, ইয়া-এর পাণ্ডুলিপিতে «بَاءٌ» (বাউন) অতিরিক্ত রয়েছে।

(12) ত্বা-এর পাণ্ডুলিপি থেকে «بِالْجِيمِ» (বিল জিম) থেকে এই পর্যন্ত অংশটি বাদ পড়েছে।

(13) আ-এর পাণ্ডুলিপিতে: «مَطْرَفٌ» (মুত্বাররিফ) ওয়াও (و) ছাড়া রয়েছে।

(ص: 232) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْهُ ⁽¹⁾ أَيْضاً: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَاحِبُ ⁽²⁾ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ⁽³⁾ - وَآخَرُونَ، وَأَحْيَدُ
بُنِ الْحُسَيْنِ، مِثْلُهُ؛ لَكِنْ بَدَلَ الْبِيمِ يَاءً تَحْتَانِيَّةً، وَهُوَ شَيْخٌ بُخَارِيُّ يَرْوِي عَنْهُ ⁽⁴⁾
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْكَنْدِيُّ ⁽⁵⁾.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً: حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ مَشْهُورٌ، مِنْ طَبَقَةِ مَالِكٍ، وَجَعَفَرُ بْنُ
مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ لِعَبِيدِ اللَّهِ ⁽⁶⁾ بْنُ مُوسَى الْكُوفِيِّ؛ الْأَوَّلُ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ، بَعْدَهَا
صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي: بِالْجِيمِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ رَاءٌ ⁽⁷⁾.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي:

عَبْدُ اللَّهِ ⁽⁸⁾ بْنُ زَيْدٍ ⁽⁹⁾ جَمَاعَةٌ:
مِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الْأُذُنِ، وَاسْمُ جَدِّهِ: عَبْدُ رَبِّهِ، وَرَأَوِي حَدِيثَ ⁽¹⁰⁾ الْوُضُوءِ،
وَاسْمُ جَدِّهِ عَاصِمٌ ⁽¹¹⁾، وَهَذَا أَنْصَارِيَّانَ.

(1) في ك: «ومنه».

(2) في ي، ك: «صاحبه».

(3) كذا في جميع النسخ، والصواب: «إبراهيم بن سعيد». انظر: تقريب التهذيب
(ص 89).

(4) في أ: «عن».

(5) في و: «البيكندي»، وهو تحريف.

قال القاري في شرح شرح النخبة (ص 710): «بِكسر الموحدة، وسكون المثناة التَّحْتِيَّة، ثُمَّ كَاف مَفْتُوحَة، وَنُون سَاكِنَة، بَعْدَهَا دَال، ذِكْرُه السَّخَاوِي».

(6) «لِعُبَيْدِ اللَّهِ» سَقَطَتْ مِنْ ط، وَفِي د، ي: «لِعَبْدِ اللَّهِ»، وَهُوَ وَهْم.

(7) مِنْ قَوْلِهِ: «وَمِنْهُ أَيْضًا: أَحَدُ بَنِي الْحُسَيْنِ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ هـ.

(8) فِي ط: «عَبِيدِ اللَّهِ».

(9) فِي وَ زِيَادَة: «وَهُم».

(10) فِي د: «حَدِيثٌ» بِالتَّصْبِ، وَالمَثْبُت مِنْ ك.

(11) فِي ب، ط، وَنَسْخَة عَلَى حَاشِيَةِ ي: «ثَعْلَبَة»، وَفِي ج: «تَعْلَبَة»، وَهُوَ وَهْم، إِذْ هُوَ فِي نَسَبِ صَاحِبِ الْأَذَانِ لَا الْوَضْعِ. انْظُر: تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ (ص 304).

এবং এগুলোর (বা তাদের)⁽¹⁾ মধ্যে আরও একজন: আহমাদ ইবনে আল-হুসাইন – ইব্রাহিম ইবনে সা'দের⁽³⁾ সহচর⁽²⁾ – এবং অন্যান্যরা; এবং আহমাদ ইবনে আল-হুসাইন, তার মতোই; তবে 'মীম' (م) অক্ষরের পরিবর্তে একটি নিম্নস্থ 'ইয়া' (ي) আছে, এবং তিনি একজন বুখারী শায়খ, যার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাইকান্দী⁽⁵⁾ বর্ণনা করেন⁽⁴⁾।

এবং সেগুলোর মধ্যে আরও: হাফস ইবনে মাইসারা; একজন প্রসিদ্ধ শায়খ, মালিকের শ্রেণীর (বা প্রজন্মের); এবং জা'ফার ইবনে মাইসারা; উবাইদুল্লাহ⁽⁶⁾ ইবনে মূসা আল-কুফীর শায়খ; প্রথমটি: 'হায়ে মুহমালা' (ح) এবং 'ফা' (ف) দ্বারা, এরপর 'সোয়াদ মুহমালা' (ص); এবং দ্বিতীয়টি: 'জীম' (ج) এবং 'আইনে মুহমালা' (ع) দ্বারা, এরপর 'ফা' (ف) তারপর 'রা' (ر)⁽⁷⁾। এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণগুলোর মধ্যে:

আবদুল্লাহ⁽⁸⁾ ইবনে যায়িদ⁽⁹⁾ নামে একটি দল আছেন:

তাদের মধ্যে সাহাবাদের মধ্যে: আযানের সহচর, এবং তার দাদার নাম: আবদু রাঈহি, এবং ওয়ুর হাদিসের⁽¹⁰⁾ বর্ণনাকারী, এবং তার দাদার নাম আসিম⁽¹¹⁾, এবং তারা উভয়ই আনসারী।

(1) কাফ (ك) নুসখায়: "ওয়ামিনহুম"।

(2) ইয়া (ي), কাফ (ك) নুসখায়: "সাহিবুহ"।

(3) সকল নুসখায় এমনই আছে, কিন্তু সঠিক হলো: "ইব্রাহিম ইবনে সাঈদ"। দেখুন:

তাকরিবুত তাহযিব (Taqrib al-Tahdhib) (পৃ. ৮৯)।

(4) আলিফ (ا) নুসখায়: "আন"।

(5) ওয়াও (و) নুসখায়: "আল-ইয়াবকানলাদী", যা একটি বিকৃতি।

আল-কারী (Al-Qari) তাঁর 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (Sharh Sharh al-Nukhbah) (পৃ. ৭১০) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি এক-বিন্দুবিশিষ্ট অক্ষর 'বা' (ب)-এর নিচে কাসরা, দুই-বিন্দুবিশিষ্ট নিম্নস্থ অক্ষর 'ইয়া' (ي)-এর উপর সুকুন, তারপর ফাতহা-যুক্ত 'কাফ' (ك), এবং সুকুন-যুক্ত 'নুন' (ن), এরপর 'দাল' (د) অক্ষর দ্বারা গঠিত। সাখাতী (Al-Sakhawi) এটি উল্লেখ করেছেন।"

(6) "লি-উবাইদিল্লাহ" শব্দটি ত্বা (ط) নুসখা থেকে বাদ পড়েছে, এবং দাল (د), ইয়া (ي) নুসখায়: "লি-আবদিল্লাহ" আছে, যা একটি ভুল।

(7) "ওয়ামিনহু আইদান: আহমাদ ইবনুল হুসাইন" বাক্যটি থেকে এই পর্যন্ত হা (ه) নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।

(8) ত্বা (ط) নুসখায়: "উবাইদুল্লাহ"।

(9) ওয়াও (و) নুসখায় অতিরিক্ত আছে: "ওয়া-হুম (এবং তারা)"।

(10) দাল (د) নুসখায়: "হাদীছা" (নাসব (accusative) অবস্থায়), এবং যা এখানে প্রমাণিত (বা গ্রহীত) তা কাফ (ك) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

(11) বা (ب), ত্বা (ط) নুসখায় এবং ইয়া (ي) নুসখার হাশিয়াতে (পাদটীকায়): "ছা'লাবাহ", এবং জীম (ج) নুসখায়: "তা'লাবাহ", যা একটি ভুল, কারণ এটি আযানের সাহাবীর বংশপরিচয়ে আছে, ওয়ুর বর্ণনাকারীর নয়। দেখুন: তাকরিবুত তাহযিব (Taqrīb al-Tahdhīb) (পৃ. ৩০৪)।

(ص: 233) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ - بِزِيَادَةِ يَاءٍ فِي أَوَّلِ (1) اسْمِ الْأَبِّ، وَالزَّائِي مَكْسُورَةً (2) - وَهُمْ (3) أَيْضاً جَمَاعَةٌ:

مِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ: الْخَطْبِيُّ (4)، يُكْنَى (5) أَبَا مُوسَى، وَحَدِيثُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (6).
وَالْقَارِيُّ (7)، لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْخَطْبِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ!

(1) «أَوَّلِ» سقطت من ط.

(2) في ز: «المكسورة».

(3) في و، ز: «وهما».

(4) في ط: «الْخُطْبِيُّ» بضم الخاء، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ل، م. قال الْمُصَنِّفُ رحمه الله في تقريب التهذيب (ص 193): «بفتح المعجمة».

(5) في ج، ح: «يُكْنَى» بفتح الكاف وتشديد النون، والمثبت من د، ي، ك. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 713): «بالتشديد والتخفيف».

(6) البخاري (811)، ومسلم (1287).

(7) في ج، ي، ل: «القَارِيُّ»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ط، م، وفي حاشية ي: «القَارِيُّ بياء النسبة، وفي نسخةٍ وعليها خُطُّ البقاعي: (القَارِيُّ) بالهمز بعد الرَّاء». قال ابن الأثير رحمه الله في أُسْدُ الغَابَةِ (3/ 413): «عبد الله بن يزيد القَارِيُّ: له ذكر في حديث عائشة، روى عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ قَارِيٍّ يَقْرَأُ، قَالَ: صَوْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةٌ كُنْتُ نَسِيتُهَا) رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، ولم يُسَمِّ القَارِيَّ، أخرجه ابن مُنْدَه وأبو نُعَيْم»، وانظر: الإصَابَةُ لِلْمُصَنِّفِ (4/ 228).

وقد وهم القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 713) حيث قال: «بتشديد الياء من غير همزة، منسوب إلى قارة، وهو اسم رجل أبي قبيلة»، وذلك أن هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقراءه للغير، فأصله بهمزة في آخره، ويجوز تركه للتخفيف، إلا أنه لا يجوز تشديد يائه كالقاري.

وانظر: الإكمال لابن مأكولا (7/ 103)، الأنساب للسَّعَافِي (10/ 290)، لُبُّ اللَّبَابِ في تحرير الأنساب للسُّيُوطِي (ص 202).

এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ – পিতার নামের শুরুতে একটি ইয়া (ي) অক্ষর যোগে⁽¹⁾ এবং 'যা' (ز) বর্ণটি যের-যুক্ত (মাকসুরা)⁽²⁾ – তারাও⁽³⁾ একটি দল:

তাদের মধ্যে সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন: আল-খাত্বমী (الْخَطْمِيّ)⁽⁴⁾, যাঁর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু মুসা⁽⁵⁾, এবং তাঁর হাদীস 'সহীহাইন'-এ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)⁽⁶⁾ বিদ্যমান। এবং আল-কারি' (الْقَارِيّ)⁽⁷⁾, আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, তিনি আল-খাত্বমীই ছিলেন, তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে!

(1) "আওয়াল" (أَوَّلُ) শব্দটি ত্বা (ط) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(2) 'যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: "আল-মাকসূরা" (الْمَكْسُورَةُ)।

(3) ওয়াও (و) ও যা (ي) পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াহ্মা" (وَهْمَا)।

(4) ত্বা (ط) পাণ্ডুলিপিতে: "আল-খুত্বমী" (الْخُطْمِيّ) 'খা' (خ) বর্ণে পেশ (ضْم) সহকারে, তবে যা প্রতিষ্ঠিত তা জিম (ج), দাল (د), হা (ه), যা (ي), হা (ح), লাম (ل), মিম (م) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। সংকলক (রহিমাহুল্লাহ) 'তাকরীবুত তাহযীব'-এ (পৃষ্ঠা ১৯৩) বলেছেন:

"মা'জামা (مَجْمَعُ) 'খা' (خ) বর্ণটি ফাতহা (যবর) সহকারে।"

(5) জিম (ج) ও হা (ح) পাণ্ডুলিপিতে: "ইউকান্না" (يُكْنَى) 'কাফ' (ك) বর্ণে ফাতহা (যবর) এবং 'নুন' (ن) বর্ণে তাশদীদ (شَد) সহকারে, তবে যা প্রতিষ্ঠিত তা দাল (د), ইয়া (ي), কাফ (ك) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুخبাহ'-তে (পৃষ্ঠা ৭১৩) বলেছেন: "তাশদীদ (شَد) ও তাখফিফ (হালকা করা) উভয়ই গ্রহণযোগ্য।"

(6) বুখারী (৮১১), মুসলিম (১২৮৭)।

(7) জিম (ج), ইয়া (ي), লাম (ل) পাণ্ডুলিপিতে: "আল-কারিইউ" (الْقَارِيّ), তবে যা প্রতিষ্ঠিত তা বা (ب), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), হা (ح), ত্বা (ط), মিম (م) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। ইয়া (ي) পাণ্ডুলিপির টীকায় রয়েছে: "আল-কারিইউ (الْقَارِيّ) নিসবাতের ইয়া (يَاءِ) (النسبة) সহকারে, এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে, যার উপর আল-বিকান্দীর হস্তাক্ষর রয়েছে: 'আল-কারি' (الْقَارِيّ) 'রা' (ر)-এর পরে হামযা (ء) সহকারে।"

ইবনুল আসীর (রহিমাহুল্লাহ) 'উসদুল গাবাহ'-তে (৩/৪১৩) বলেছেন: "আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আল-কারি': আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হাযম, আমরাহ থেকে, তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন কারীর তেলাওয়াতের শব্দ শুনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'এটি কার কণ্ঠস্বর?' তারা বলল: 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ।' তিনি বললেন: 'আল্লাহ তাঁকে রহম করুন! তিনি আমাকে এমন একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।')

এটি হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে প্রায় একইরকম বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে কারীর নাম উল্লেখ করেননি। ইবনে মান্দাহ ও আবু নুআইম এটি সংকলন করেছেন।" আরও দেখুন: সংকলকের 'আল-ইসাবাহ' (৪/২২৮)।

আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহু শারহিন নুخبাহ'-তে (পৃষ্ঠা ৭১৩) ভুল করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: "হামযা (ء) ব্যতীত ইয়া (ي) বর্ণে তাশদীদ (شد) সহকারে, যা 'কারাহ' (قارِه) নামক গোত্রের এক পূর্বপুরুষের নামের সাথে সম্পর্কিত।" এর কারণ হলো, এই নিসবাত (সম্পর্ক) হলো কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যকে তিলাওয়াত শেখানোর সাথে, সুতরাং এর মূল হলো শেষে একটি হামযা (ء) সহকারে। তাখফিফ (হালকা করার) জন্য এটি বাদ দেওয়া জায়েয, তবে এর ইয়া (ي) বর্ণে 'আল-কারিইউ' (القاريء)-এর মতো তাশদীদ (شد) দেওয়া জায়েয নয়। আরও দেখুন: ইবনে মাকুলা-এর 'আল-ইকমাল' (৭/১০৩), সাম'আনী-এর 'আল-আনসাব' (১০/২৯০), সুয়ুতী-এর 'লুবুল লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব' (পৃষ্ঠা ২০২)।

(ص: 234) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْهَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى - وَهُمْ جَبَاعَةٌ -، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْيٍّ⁽¹⁾ - بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ -؛ تَابِعِيُّ مَعْرُوفٍ⁽²⁾، يَزُوي عَنْ عَلِيٍّ.
(أَوْ) يَحْصُلُ الْإِتْفَاقُ فِي الْخَطِّ وَالنُّطْقِ⁽³⁾، لَكِنْ يَحْصُلُ الْإِخْتِلَافُ أَوْ الْإِشْتِبَاهُ (بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ)؛ إِمَّا⁽⁴⁾ فِي الْأَسْمَاءِ جُمْلَةً (أَوْ نَحْوِ⁽⁵⁾ ذَلِكَ)؛ كَأَنْ يَقَعَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الْإِسْمِ الْوَاحِدِ فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَشْتَبَهُ بِهِ⁽⁶⁾.
مِثَالُ⁽⁷⁾ الْأَوَّلِ: الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَمِنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ⁽⁸⁾ بْنُ يَزِيدَ، وَيَزِيدُ⁽⁹⁾ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَمِثَالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ يَسَارٍ؛ الْأَوَّلُ: مَدَنِيٌّ مَشْهُورٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالْآخَرُ: مَجْهُولٌ⁽¹⁰⁾.

(1) في أ زيادة: «وابن نجى».

(2) «مَعْرُوفٌ» ليست في ي، وفي ك: «مشهور».

(3) في ب: «والنقط».

(4) «إِمَّا» ليست في ز.

(5) في أ، هـ، ز، ك: «ونحو».

(6) «بِه» سقطت من ط.

وفي حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ قراءة عليّ. كتبه: ابن حجر».

(7) في ط: «مثل».

(8) في ك: «وعبد الله» بدل: «وَمِنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ».

(9) في ب، ج: «وزيد».

(10) هنا وقع خرم في ب بمقدار لوحة.

এবং তাদের মধ্যে একজন হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া (এবং তারা একটি দল), এবং আব্দুল্লাহ ইবনে নুজাই^(১) (নুন অক্ষরের উপরে পেশ, জিম অক্ষরের উপরে ফাতহা এবং ইয়া অক্ষরের উপরে তাশদিদ সহ); একজন সুপরিচিত তাবেঈ, যিনি আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

(অথবা) লিখন ও উচ্চারণে ঐক্য থাকলে^(৩), কিন্তু ভিন্নতা বা সন্দেহ দেখা দেয় (আগে-পরে হওয়ার কারণে); হয়তো দুটি নামের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে^(৪) (অথবা এর অনুরূপ বিষয়ে^(৫)); যেমন, একটি নামের কিছু অক্ষরে আগে-পরে হওয়া, যার সাথে অন্য নামটির সাদৃশ্যপূর্ণতা থাকে^(৬)।

প্রথমটির উদাহরণ^(৭): আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ, এবং ইয়াযিদ ইবনে আল-আসওয়াদ, এবং এটি সুস্পষ্ট।

এবং এর মধ্যে থেকে (আরেকটি উদাহরণ): আব্দুল্লাহ^(৮) ইবনে ইয়াযিদ, এবং ইয়াযিদ^(৯) ইবনে আব্দুল্লাহ।

এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ: আইয়ুব ইবনে সাইয়ার, এবং আইয়ুব ইবনে ইয়াসার; প্রথমজন: একজন প্রসিদ্ধ মাদানী, তবে তিনি শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন, এবং অন্যজন: মাজহুল (অজ্ঞাত ব্যক্তি)^(১০)।

(১) 'আ' লিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «ওয়া ইবনে নুজাই»।

(২) 'মারুফুন' (সুপরিচিত) শব্দটি 'ইয়া' লিপিতে নেই, এবং 'কাফ' লিপিতে রয়েছে: «মাশহুর»।

(৩) 'বা' লিপিতে রয়েছে: «ওয়াম-নুকত»।

(৪) 'ইম্মা' শব্দটি 'যা' লিপিতে নেই।

(৫) 'আ', 'হা', 'জা', 'কাফ' লিপিতে রয়েছে: «ওয়া নাহি»।

(৬) 'বিহি' শব্দটি 'ত্বা' লিপি থেকে বাদ পড়েছে।

এবং 'দাল' লিপির পাদটীকায় - লেখকের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: «এরপর এটি আমার কাছে পাঠ করে পৌঁছানো হয়েছিল। লিখেছেন: ইবনে হাজার»।

(৭) 'ত্বা' লিপিতে রয়েছে: «মিসল»।

(৮) 'কাফ' লিপিতে «ওয়া মিনহু: আব্দুল্লাহ» এর পরিবর্তে «ওয়া আব্দুল্লাহ» রয়েছে।

(৯) 'বা', 'জিম' লিপিতে রয়েছে: «ওয়া যায়িদ»।

(১০) এখানে 'বা' লিপিতে একটি পৃষ্ঠা পরিমাণ খরম (শূন্যতা) রয়েছে।

(ص: 235) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(1) خَاتِمَةٌ

[طبقات الرواة]

وَمِنَ الْمُهِمِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ (2): (مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ).

وَفَائِدَتُهُ: الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْمُشْتَبِهَيْنِ، وَإِمْكَانُ الْإِطْلَاعِ عَلَى تَبْيِينِ التَّدْلِيلِ (3)،
وَالْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُرَادِ مِنَ الْعُنْعَةِ.

[تعريف الطبقة]

وَالطَّبَقَةُ فِي أَصْطِلَاحِهِمْ: «عِبَارَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي السَّنِّ وَلِقَاءِ الْمَشَايِخِ».

وَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ ⁽⁴⁾ الْوَاحِدُ مِنْ طَبَقَتَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ؛ كَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِيِّ ⁽⁵⁾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَدُّ ⁽⁶⁾ فِي ⁽⁷⁾ طَبَقَةِ الْعَشْرَةِ مَثَلًا، وَمِنْ حَيْثُ صِغَرُ السِّنِّ: يُعَدُّ فِي طَبَقَةِ بَعْدَهُمْ ⁽⁸⁾.
فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الصَّحَابَةِ بِاعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ جَعَلَ الْجَمِيعَ طَبَقَةً وَاحِدَةً؛ كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانٍ ⁽⁹⁾، وَغَيْرُهُ ⁽¹⁰⁾، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ ⁽¹¹⁾.

(1) مكانها بياض في ط.

(2) في ك: «المحققين».

(3) في هـ، و، ز: «المدلسين»، وفي ج، ح، ل، ونسخة على حاشية ي: «تلبيس المدلسين»، وفي نسخة على حاشية و: «المدلس». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 717): «من إضافة المصدر إلى مفعوله».

(4) «الشَّخْصُ» ليست في ك.

(5) في ج: «صحبه النبي»، وفي هـ: «صحبة النبي».

(6) «يُعَدُّ» سقطت من ج، هـ.

(7) في أ: «من».

(8) في ج، د، هـ، ح، ي، م، ونسخة على حاشية ل: «طَبَقَةِ مَنْ بَعْدَهُمْ».

(9) في كتابيه: «الثقات»، و «مشاهير علماء الأمصار».

(10) منهم: مسلم في «الطبقات»، وخليفة بن خياط في «الطبقات»، وغيرهما.

(11) في ك: «إليه».

(1) উপসংহার

[বর্ণনাকারীদের স্তরবিন্যাস]

মুহাদ্দিসগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: (বর্ণনাকারীদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান)।

এর উপকারিতা হলো: সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনাকারীদের মিশ্রণ থেকে নিরাপদ থাকা, তাদলিস (التدليس) স্পষ্ট করার সুযোগ পাওয়া এবং আনআনাহ (الْعُنَّة) দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারা।

[স্তরের সংজ্ঞা]

তাদের পরিভাষায় স্তর (তবাকাহ) হলো: «এমন একটি দল যারা বয়স এবং মাশায়িখের (শিক্ষকদের) সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন»।

এবং একজন ব্যক্তি দুটি বিবেচনার ভিত্তিতে দুটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন; যেমন আনাস ইবন মালিক। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাঁর সাহচর্য নিশ্চিত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, উদাহরণস্বরূপ, তাঁকে দশজন সাহাবীর স্তরে গণ্য করা হয়। আর কম বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁকে তাদের পরের স্তরে গণ্য করা হয়।

সুতরাং, যে ব্যক্তি সাহাবীত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীগণকে দেখেছেন, তিনি সকলকেই একটি একক স্তর হিসেবে গণ্য করেছেন; যেমন ইবন হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্যরা করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে দেখেছেন

- (1) 'ত্বা' নুসখায় এর স্থানটি ফাঁকা।
- (2) 'কাফ' নুসখায়: «মুহাক্কিকগণ»।
- (3) 'হা', 'ওয়াও', 'যা' নুসখায়: «মুদাল্লিসগণ»। আর 'জিম', 'হা', 'লাম' এবং 'ইয়া' নুসখার টীকায় রয়েছে: «মুদাল্লিসগণের তালবিস (ধোঁকা)», এবং 'ওয়াও' নুসখার টীকায় রয়েছে: «মুদাল্লাস (ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এমন)»। ইমাম ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (صفحة ৭১৭) গ্রন্থে বলেছেন: «এটি মা, صدকে তার মাফউলের (কর্মের) দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে»।
- (4) «আশ-শাখসু» শব্দটি 'কাফ' নুসখায় নেই।
- (5) 'জিম' নুসখায়: «সোহবাতুল্লাবিয়্যা» (নবীকে তাঁর সাহচর্য), আর 'হা' নুসখায়: «সোহবাতুল্লাবিয়্যা» (নবীর সাহচর্য)।
- (6) «ইউআদু» শব্দটি 'জিম' ও 'হা' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
- (7) 'আলিফ' নুসখায়: «মিন» ('থেকে')।
- (8) 'জিম', 'দাল', 'হা', 'হা', 'ইয়া', 'মিম' এবং 'লাম' নুসখার টীকায়: «তাদের পরের স্তর»।

(9) তাঁর দুটি গ্রন্থে: «আত-সিকাত» (Ath-Thiqāt) এবং «মাশাহির উলামাইল আমসার» (Mashāhīr ‘Ulamā’ al-Amṣār)।

(10) তাঁদের মধ্যে: মুসলিম তাঁর «আত-তাবাকাত» (At-Ṭabaqāt) গ্রন্থে, এবং খলিফা ইবন খায়্যাত তাঁর «আত-তাবাকাত» গ্রন্থে, ও অন্যান্যরা।

(11) 'কাফ' নুসখায়: «ইলাইহি» (তার দিকে)।

(ص: 236) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

بِاعْتِبَارِ قَدْرِ زَائِدٍ - كَالسَّبْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ شُهُودِ⁽¹⁾ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ - جَعَلَهُمْ
طَبَقَاتٍ.

وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ صَاحِبُ «الطَّبَقَاتِ» أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْبَغْدَادِيُّ⁽²⁾، وَكِتَابُهُ
أَجْمَعُ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ - وَهُمْ التَّابِعُونَ - مَنْ⁽³⁾ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الْأَخْذِ عَنْ
بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ⁽⁴⁾؛ جَعَلَ الْجَمِيعَ طَبَقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانٍ أَيْضًا، وَمَنْ
نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ اللَّقَاءِ⁽⁵⁾؛ قَسَمَهُمْ كَمَا⁽⁶⁾ فَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ⁽⁷⁾.
وَلِكُلِّ⁽⁸⁾ مِنْهُمَا وَجْهٌ.

[معرفة مواليد الرواة ووفياتهم]

(و) مِنَ الْمُهْمِ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ (مَوَالِيدِهِمْ⁽⁹⁾، وَوَفَيَاتِهِمْ)؛ لِأَنَّ بِمَعْرِفَتِهَا⁽¹⁰⁾ يَحْصُلُ
الْأَمْنُ مِنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي⁽¹¹⁾ لِلِقَاءِ⁽¹²⁾ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ.

(1) في د، م: «وشهود».

(2) في ك: «البغذاذي».

وهو: محمد بن سعد بن منيع، أبو عبد الله البغدادِيُّ، الحافظ (ت 230 هـ). تاريخ
بغداد للخطيب (5/ 322)، سِيرَ أعلام النبلاء (10/ 264).

واسم كتابه: «الطبقات الكبرى»، وهو مطبوع.

(3) في ط: «ومن».

(4) في و، ز: «فقد».

(5) في د: «اللقي».

(6) في ك: «كيف».

(7) انظر: الشذّا الفَيّاح للأُبُنَاسِيّ (2/ 506)، وشرح التّبصرة والتّذكرة للعراقيّ (2/ 137).

(8) في ي: «ولكلّ واحد».

(9) في ز: «مواليهم»، وهو تحريف.

(10) في ح، ط: «بمعرفتهما»، وفي ك: «معرفتهما».

(11) في أ، ك: «المدعين».

(12) في د: «لقاء».

অতিরিক্ত মর্যাদা বিবেচনা করে - যেমন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়া, অথবা মহিমাম্বিত ঘটনাগুলোর সাক্ষী হওয়া⁽¹⁾ - তাদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন।

এই পদ্ধতির দিকেই ঝুঁকেছিলেন «আত-তাবাকাত» গ্রন্থের রচয়িতা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ আল-বাগদাদী⁽²⁾। এই বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর গ্রন্থই সবচেয়ে বিস্তারিত।

একইভাবে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম - অর্থাৎ তাবেঈগণ - তাদের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কেবল কতিপয় সাহাবী থেকে জ্ঞান গ্রহণের দিকটি বিবেচনা করেছেন⁽⁴⁾, তিনি সকলকে একটিই স্তর (তাবাকা) গণ্য করেছেন, যেমনটি ইবন হিব্বানও করেছেন। আর যে ব্যক্তি সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের⁽⁵⁾ দিকটি বিবেচনা করে তাদের দিকে তাকিয়েছেন, তিনি তাদেরকে ভাগ করেছেন, যেমন মুহাম্মাদ ইবন সা'দ⁽⁷⁾ করেছেন।

তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব যুক্তি আছে⁽⁸⁾।

[বর্ণনাকারীদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা]

(এবং) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে আরও একটি হলো: (বর্ণনাকারীদের জন্ম⁽⁹⁾ ও মৃত্যুর তারিখ) জানা। কারণ এগুলো জানার মাধ্যমে এমন দাবিদারের মিথ্যা দাবি থেকে নিরাপদ থাকা যায়, যে তাদের কারো সাথে সাক্ষাতের⁽¹²⁾ দাবি করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

(1) 'দাল' ও 'মিম' গ্রন্থে: «وَشْهُودٍ» (এবং সাক্ষ্য দেওয়া)।

(2) 'কাফ' গ্রন্থে: «البغذاذي» (আল-বাগ্ধাযী)।

তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মানী', আবু আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদী, আল-হাফিয (মৃত্যু ২৩০ হি.)। খতীবের 'তারীখে বাগদাদ' (৫/৩২২), 'সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা' (১০/২৬৪)।

তাঁর গ্রন্থের নাম: «আত-তাবাকাতুল কুবরা», এটি প্রকাশিত হয়েছে।

(3) 'ত্বা' গ্রন্থে: «وَمَنْ» (আর যে)।

(4) 'ওয়াও' ও 'যা' গ্রন্থে: «فَقَدْ» (নিশ্চয়)।

(5) 'দাল' গ্রন্থে: «الْلُقَيَّ» (সাক্ষাৎ)।

(6) 'কাফ' গ্রন্থে: «كَيْفَ» (কীভাবে)।

(7) দেখুন: আল-আবনাসীর «আশ-শাযা আল-ফাইয়্যাহ» (২/৫০৬), এবং আল-ইরাকীর «শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ» (২/১৩৭)।

(8) 'ইয়া' গ্রন্থে: «وَلِكُلِّ وَاحِدٍ» (এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য)।

(9) 'যা' গ্রন্থে: «مَوَالِيَهُمْ» (তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ), এটি একটি বিকৃতি।

(10) 'হা' ও 'ত্বা' গ্রন্থে: «بِسَعْرِفَتِهِمَا» (তাদের উভয়ের জ্ঞান দ্বারা), এবং 'কাফ' গ্রন্থে: «مَعْرِفَتِهِمَا» (তাদের উভয়ের জ্ঞান)।

(11) 'আলিফ' ও 'কাফ' গ্রন্থে: «الْمُدَّعِيْنَ» (দাবিদারগণ)।

(12) 'দাল' গ্রন্থে: «لِقَاءٍ» (সাক্ষাৎ)।

(ص: 237) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[معرفة بلدان الرواة وأوطانهم]

(و) مِنَ السُّمَمِ أَيْضاً: مَعْرِفَةُ (بُلْدَانِهِمْ) وَأَوْطَانِهِمْ، وَفَائِدَتُهُ: الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ
الْإِسْبَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا، لَكِنْ افْتَرَقَا بِالنَّسَبِ⁽¹⁾.

[معرفة أحوال الرواة]

(و) مِنَ الْمُهْمِّ أَيْضاً: مَعْرِفَةُ (أَحْوَالِهِمْ - تَعْدِيلًا، وَتَجْرِيحًا، وَجَهَالَةً -)؛ لِأَنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عَدَالَتُهُ، أَوْ يُعْرَفَ فِسْقُهُ، أَوْ لَا يُعْرَفَ ⁽²⁾ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

(و) مِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ - بَعْدَ الإِطْلَاعِ -: مَعْرِفَةُ (مَرَاتِبِ الْجَرَحِ) وَالتَّعْدِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَجْرَحُونَ ⁽³⁾ الشَّخْصَ بِمَا لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حَدِيثِهِ كُلِّهِ.

وَقَدْ بَيَّنَّا أَسْبَابَ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، وَحَصَرْنَاهَا ⁽⁴⁾ فِي عَشْرَةٍ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهَا مُفَصَّلًا ⁽⁵⁾.

وَالْغَرَضُ هُنَا: ذِكْرُ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ فِي ⁽⁶⁾ اصْطِلَاحِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْمَرَاتِبِ.

-
- (1) فِي أ، ك: «بِالنِّسْبَةِ»، وَفِي ز: «بِالنِّسَبِ» بِكسر النون، وَأَهْمِلْتُ فِي بَقِيَةِ النِّسْخِ. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 723): «(فِي النِّسَبِ): بِفَتْحَتَيْنِ، وَفِي نَسْخَةٍ: (بِالنِّسَبِ)، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِكسر أوله؛ جَمْعُ نِسْبَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي نَسْخَةٍ: (بِالنِّسْبَةِ)، أَيْ: بِنِسْبَتِهَا إِلَى بِلَدِيَّهَا الْمُخْتَلِفِينَ يَحْصُلُ التَّبْيِيزُ بَيْنَ الرَّاويَيْنِ».
- (2) فِي و: «تَعْرِفَ»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ.
- (3) فِي ط: «يَجْرَحُوا»، وَفِي د: «يُجَرِّحُونَ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَكسر الرَّاءِ، وَالمُثَبَّتُ مِنْ ج، و، ك. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 724): «(قَدْ يُجَرِّحُونَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ؛ أَيْ: يَنْسُبُونَ إِلَى الْجَرَحِ، (الشَّخْصَ)، وَفِي نَسْخَةٍ: (يَجْرَحُونَ): بِسُكُونِ الْجِيمِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ؛ أَيْ: يَجْعَلُونَهُ مَجْرُوحًا وَمَعْيُوبًا».
- (4) فِي هـ: «وَحَصَرَهَا».
- (5) مِنْ (ص 150) إِلَى (ص 180).
- وَفِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».
- (6) فِي ح: «عَلَى».

[রাবীদের দেশ ও বাসস্থান জানা]

(এবং) যা গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত: তাঁদের (রাবীদের) দেশ ও বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। এর উপকারিতা হলো: দুটি নাম যদি এক হয়ে যায়, কিন্তু তাদের বংশগত পরিচয়ে পার্থক্য থাকে, তাহলে নামের মধ্যে জটিলতা এড়ানো যায় (নিরাপত্তা পাওয়া যায়)⁽¹⁾।

[রাবীদের অবস্থা জানা]

(এবং) যা গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত: তাঁদের (রাবীদের) অবস্থা জানা – (যেমন, তাদের বিশ্বস্ততা যাচাই [তা'দীল], ত্রুটি চিহ্নিতকরণ [তাজরীহ] এবং অজ্ঞাত অবস্থা [জাহালাত]) – কারণ, একজন রাবী হয় এমন হতে পারে যার বিশ্বস্ততা (আদালত) জানা আছে, অথবা যার অবিশ্বস্ততা (ফিসক) জানা আছে, অথবা তাঁর সম্পর্কে এর কোনো কিছুই জানা নেই⁽²⁾।

(এবং) অবগত হওয়ার পর, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: জারহ (ত্রুটি নির্ণয়) ও তা'দীলের (বিশ্বস্ততা যাচাই) পর্যায়সমূহ জানা; কারণ তারা হয়তো এমনভাবে কোনো ব্যক্তিকে জারহ (ত্রুটিযুক্ত) করতে পারেন⁽³⁾ যা তার সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যানের কারণ হয় না। আমরা ইতোপূর্বে এর কারণসমূহ বর্ণনা করেছি এবং সেগুলোকে দশটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছি⁽⁴⁾। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পূর্বে দেওয়া হয়েছে⁽⁵⁾।

আর এখানে উদ্দেশ্য হলো: তাদের পরিভাষায় সেই পর্যায়সমূহ নির্দেশক শব্দাবলী উল্লেখ করা⁽⁶⁾।

(1) আলিফ (أ) ও কাফ (ك) নুসখায়: "বিল-নিসবাহ" (بالنسبة), যাল (ز) নুসখায়: "বিন-নিসব" (بِالنسب) নুনের নিচে কাসরা (كسرة) সহ, এবং অবশিষ্ট নুসখাসমূহে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহুন-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৭২৩) গ্রন্থে বলেছেন: "(ফিন-নাসাব্): দুটি ফাতহা সহ, এবং একটি নুসখায়: (বিন-নিসব্), যার প্রথম অক্ষর কাসরা সহ হতে পারে; এটি নিসবাহ (نسبة)-এর বহুবচন। এটিকে সমর্থন করে এমন একটি নুসখা হলো: (বিল-নিসবাহ) অর্থাৎ, তাদের দুজনের ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে রাবীদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।"

(2) ওয়াও (و) নুসখায়: "তু'রাফু" (تعرف), এবং আলিফ (أ) নুসখায় নুকতা (dot) ছাড়া লেখা হয়েছে।

(3) ত্বা (ط) নুসখায়: "ইয়াজরাহ" (يَجْرَحُوا), এবং দাল (د) নুসখায়: "ইয়ুজাররিহন" (يُجَرِّحُونَ) ইয়া-এর উপর যম্মা, জিম-এর উপর ফাতহা এবং রা-এর নিচে কাসরা সহ, এবং যা এখানে প্রমাণিত তা জিম (ج), ওয়াও (و) ও কাফ (ك) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহ-নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৭২৪) গ্রন্থে বলেছেন: "(কুদ ইয়ুজাররিহন) (قُد) রা-এর উপর তাশদীদ সহ; অর্থাৎ, তারা জারহ (ত্রুটি) আরোপ করেন (ব্যক্তির উপর), এবং একটি নুসখায়: (ইয়াজরাহন) (يَجْرَحُونَ): জিম-এর উপর সুকুন এবং রা-এর উপর ফাতহা সহ; অর্থাৎ, তারা তাকে মাজরহ (ত্রুটিযুক্ত) ও মা'ইয়ুব (দোষযুক্ত) করেন।"

(4) হা (ح) নুসখায়: "ওয়াহাসারা-হা" (وَحَصَرَهَا)।

(5) পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে ১৮০ পর্যন্ত।

এবং দাল (د) নুসখার হাশিয়াতে - মুসান্নিফের হস্তাক্ষরে -: "তারপর একইভাবে পৌঁছেছে।"

(6) হা (ح) নুসখায়: "আলা" (عَلَى)।

(ص: 238) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[مراتب ألفاظ جرح الرواة]

وَلِلْجَرَحِ مَرَاتِبٌ:

(وَأَسْوَوُهَا⁽¹⁾: الْوَصْفُ) بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ⁽²⁾, وَأَصْرَحُ ذَلِكَ: التَّعْبِيرُ (بِأَفْعَلٍ؛ كَ: أَكْذَبَ النَّاسَ⁽³⁾, وَكَذَا قَوْلُهُمْ: «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ», وَ «هُوَ⁽⁴⁾ رُكْنُ الْكَذِبِ», وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(ثُمَّ: دَجَالٌ, أَوْ: وَضَاعٌ, أَوْ: كَذَّابٌ⁽⁵⁾; لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَوْعٌ مُبَالَغَةٍ, لَكِنَّهَا دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا.

(وَأُسْهَلُهَا) - أَيِ: الْأَلْفَاظِ⁽⁶⁾ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَرَحِ -: قَوْلُهُمْ: فَلَانٌ⁽⁷⁾ (لَيْنٌ, أَوْ: سَيِّئُ الْحِفْظِ, أَوْ: فِيهِ أَدْنَى مَقَالٍ).

وَبَيْنَ أَسْوَأِ الْجَرَحِ وَأُسْهَلِهِ مَرَاتِبٌ لَا تَخْفَى⁽⁸⁾.

فَقَوْلُهُمْ⁽⁹⁾: مَثْرُوكٌ, أَوْ: سَاقِطٌ, أَوْ: فَاحِشُ الْغَلْطِ, أَوْ: مُنْكَرٌ⁽¹⁰⁾ الْحَدِيثِ; أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: ضَعِيفٌ, أَوْ: لَيْسَ بِالْقَوِيٍّ, أَوْ: فِيهِ مَقَالٌ.

(1) في ج، د، و، ز، ي، ك، ل: «أَسْوَأُهَا» من غير واو.

(2) «فِيهِ» ليست في أ.

(3) في ح: «النَّاسَ» بِالنَّصْبِ، وَهُوَ خَطَأً.

(4) في ج، و، ز، ح، ي، ل: «أَوْ هُوَ».

(5) في ط: «أَوْ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ» بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ.

(6) في ل: «الْأَلْفَاظُ» بِالرَّفْعِ، وَالمَثْبُوتِ مِنْ ج، و.

(7) «فُلَانٌ» سَقَطَتْ مِنْ ح.

(8) في د: «لَا يَخْفَى»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ.

(9) في و، ز: «قَوْلُهُمْ».

(10) في و: «وَمَنْكَرٌ».

বর্ণনাকারীদের সমালোচনামূলক (জারহ) পরিভাষার পর্যায়সমূহ

জারহের (সমালোচনার) বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে:

(এবং এর সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়⁽¹⁾ হলো সেই বর্ণনা) যা এর (জারহের) ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন প্রকাশ করে⁽²⁾। আর এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো 'আফ'আল' (أَفْعَلُ) ওজনের শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা; যেমন: 'আকযাবুন নাস' (أَكْذَبُ النَّاسِ) বা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী⁽³⁾। এবং তেমনি তাদের উক্তি: «তার কাছেই জাল করার চূড়ান্ত পর্যায়», আর «সে⁽⁴⁾ মিথ্যার স্তম্ভ», এবং এ ধরনের অন্যান্য উক্তি।

(অতঃপর: প্রতারক (دَجَّالٌ), অথবা জালকারী (وَضَّاعٌ), অথবা অতি মিথ্যাবাদী (كَذَّابٌ)⁽⁵⁾); কারণ যদিও এগুলোতে এক প্রকার অতিরঞ্জন রয়েছে, তবুও সেগুলো পূর্ববর্তী পর্যায়ের চেয়ে কম কঠোর।

(আর এর সবচেয়ে সহজ পর্যায়) - অর্থাৎ, জারহ নির্দেশকারী শব্দাবলির মধ্যে⁽⁶⁾ - তাদের উক্তি: অমুক ব্যক্তি⁽⁷⁾ (دُورِلٌ) (দুর্বল), অথবা স্মৃতিশক্তি দুর্বল (سَيِّئُ الْحِفْظِ), অথবা তার ব্যাপারে সামান্য কথা আছে ((فِيهِ أَذْنَى مَقَالٍ))।

আর সবচেয়ে কঠোর জারহ এবং সবচেয়ে সহজ জারহের মাঝে এমন পর্যায়সমূহ রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়⁽⁸⁾।

সুতরাং তাদের উক্তি: পরিত্যক্ত (مُتْرُوكٌ), অথবা অগ্রহণযোগ্য (سَاقِطٌ), অথবা মারাত্মক ভুলকারী (فَاحِشُ الْغَلْطِ), অথবা মুনকারুল হাদিস (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) (যার হাদিস অগ্রহণযোগ্য/অস্বীকৃত)⁽¹⁰⁾; তাদের উক্তি: দুর্বল (ضَعِيفٌ), অথবা শক্তিশালী নয় (لَيْسَ بِالْقَوِيِّ), অথবা তার ব্যাপারে কথা আছে (فِيهِ مَقَالٌ) – এর চেয়েও অধিক কঠোর।

- (1) জি, দ, ওয়াও, ঝা, ইয়া, কাফ, লাম কপিগুলোতে: «أَسُوؤُهَا» (ও অসুহর ছাড়া) বিদ্যমান।
- (2) আলিফ কপিতে 'ফিহি' (فِيهِ) শব্দ নেই।
- (3) হা কপিতে 'আন-নাস' (النَّاسِ) শব্দটি নসব (আকৃতিতে) এসেছে, যা ভুল।
- (4) জি, ওয়াও, ঝা, হা, ইয়া, লাম কপিগুলোতে: 'আও হুয়া' (أَوْ هُوَ) বিদ্যমান।
- (5) ত্বা কপিতে: «أَوْ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ» এভাবে আগে-পিছে করে বিদ্যমান।
- (6) লাম কপিতে: 'আল-আলফাযু' (الْأَلْفَاظُ) রফ' (আকৃতিতে) এসেছে, যা জি ও ওয়াও কপি দ্বারা প্রমাণিত।
- (7) হা কপি থেকে 'ফুলানুন' (فُلَانُنٌ) শব্দটি বাদ পড়েছে।
- (8) দাল কপিতে: 'লা ইয়াখফা' (لَا يَخْفَى) বিদ্যমান, এবং আলিফ কপিতে এটি নুকতাহবিহীন (স্বরচিহ্নহীন)।
- (9) ওয়াও, ঝা কপিগুলোতে: 'কাওলাহুম' (قَوْلُهُمْ) বিদ্যমান।
- (10) ওয়াও কপিতে: 'ওয়া মুনকার' (وَمُنْكَرٌ) বিদ্যমান।

(ম: 239) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[مراتب ألفاظ تعديل الرواة]

(و) مِنَ الْمُهْمِّ أَيْضاً: مَعْرِفَةُ (مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ).
 (وَأَرْفَعَهَا: الْوَصْفُ) أَيْضاً بِمَا دَلَّ⁽¹⁾ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ، وَأَصْرَحُ ذَلِكَ: التَّعْبِيرُ (بِأَفْعَلٍ؛ كَ: أَوْثَقِ النَّاسِ) أَوْ: أَثْبَتَ⁽²⁾ النَّاسِ، أَوْ: إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثْبُتِ⁽³⁾.
 (ثُمَّ: مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ) مِنَ الصِّفَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْدِيلِ⁽⁴⁾, (أَوْ صِفَتَيْنِ)⁽⁵⁾; كَ: ثِقَّةٌ⁽⁶⁾, أَوْ: ثَبَتَ ثَبَّتَ, (أَوْ: ثِقَّةٌ حَافِظٌ), أَوْ: عَدْلٌ صَابِغٌ⁽⁷⁾, أَوْ: نَحْوُ⁽⁸⁾ ذَلِكَ.

وَأَذْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيعِ؛ ك: شَيْخ) وَ «يُرْوَى حَدِيثُهُ»، وَ «يُعْتَبَرُ بِهِ»، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَبَيَّنَ ذَلِكَ: مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى⁽⁹⁾.

[أحكام تتعلق بقبول الجرح والتعديل]
(و) هَذِهِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، ذَكَرْتُهَا هُنَا⁽¹⁰⁾ لِتَكْمِلَةَ⁽¹¹⁾ الْفَائِدَةِ؛ فَأَقُولُ:

- (1) فِي ه: «يَدُلُّ».
- (2) فِي د، ط، ك: «وَأُثْبِتَ».
- (3) فِي ج، ه، و، ز: «الثَّبِتُ»، وَفِي ح، ط: «التَّثْبِيتُ».
- (4) فِي أ: «التَّعْيِينُ».
- (5) فِي و، ز: «وَصَفَيْنَ».
- (6) فِي ك: «ثَبِتَ».
- (7) فِي د: «حَافِظٌ».
- (8) فِي ك: «وَنَحْوُ».
- (9) فِي د: «لَا يَخْفَى»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، ح.
- (10) فِي ه، و، ز: «ذَكَرْتُ هَاهُنَا».
- (11) فِي د، ه: «لِتَكْمِلَ».

বর্ণনাকারীদের প্রশংসাসূচক শব্দসমূহের স্তর

(আর) এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, (প্রশংসার স্তরসমূহ) সম্পর্কে জানা।

(আর এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো) এমন বর্ণনা যা এতে অত্যধিকতাকে নির্দেশ করে। আর এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো, (أَفْعَلٌ – আফ'আল) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা; যেমন: 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত' অথবা 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়', অথবা 'দৃঢ়তার ক্ষেত্রে তার কাছেই চূড়ান্ত পর্যায়'।

(এরপর: যা প্রশংসাসূচক গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ দ্বারা) অথবা দুটি গুণ দ্বারা সুনিশ্চিত হয়; যেমন: 'বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত', অথবা 'দৃঢ়, দৃঢ়', (অথবা: 'বিশ্বস্ত, হাফিজ' (حافظ)), অথবা 'ন্যায্যপরায়ণ, সুসংরক্ষণকারী' (দাবিত - ضابط), অথবা এ জাতীয় কিছু।

(আর এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো) যা বর্ণনাকারীর প্রতি ত্রুটি আরোপের (তাজরিহ - تجريح) সহজতম স্তরের কাছাকাছি হওয়ার ইঙ্গিত দেয়; যেমন: 'শায়খ' (شيخ), এবং 'তার হাদীস বর্ণিত হয়', এবং 'তাকে (সাম্প্রদায়িক হিসেবে) বিবেচনা করা যায়', এবং এ জাতীয় কিছু।

আর এর মধ্যবর্তী স্থানসমূহে এমন অনেক স্তর আছে যা গোপন নয়।

ত্রুটি আরোপ (জাহ) ও প্রশংসা (তা'দিল) এর গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধানাবলী (আর) এগুলো সেই সংক্রান্ত কিছু বিধানাবলী। আমি এখানে এগুলো উল্লেখ করেছি সুবিধার পূর্ণতার জন্য; সুতরাং আমি বলছি:

- (1) হ-তে: 'ইয়াদুল্লু'।
- (2) দ, ত্ব, কাফ-তে: 'ওয়া আসবাতু'।
- (3) জিম, হা, ওয়াও, বা-তে: 'আছ-ছাবিতু', এবং হা, ত্ব-তে: 'আত-তাছবিত'।
- (4) আলিফ-তে: 'আত-তা'য্যুন'।
- (5) ওয়াও, বা-তে: 'ওয়াসফিন'।
- (6) কাফ-তে: 'ছাবতিন'।
- (7) দাল-তে: 'হাফিজ'।
- (8) কাফ-তে: 'ওয়া নাহু'।
- (9) দাল-তে: 'লা ইয়াখফা', এবং আলিফ, হা-তে নুকতা নেই।
- (10) হা, ওয়াও, বা-তে: 'যুকিরাত হাছনা'।
- (11) দাল, হা-তে: 'লিতাকমাল'।

(ص: 240) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(تُقْبَلُ⁽¹⁾ التَّزَكِّيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا) لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؛ لِئَلَّا يُزَكِّيَ بِسُجْرَدٍ مَا يَظْهَرُ⁽²⁾ لَهُ ابْتِدَاءٌ مِنْ غَيْرِ مُبَارَسَةٍ وَاخْتِبَارٍ، (وَلَوْ) كَانَتْ التَّزَكِّيَةُ صَادِرَةً (مِنْ) مُزَكٍّ⁽³⁾

(وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ)، خِلَافاً لِمَنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ اثْنَيْنِ؛ إِحْقَاقاً لَهَا
بِالشَّهَادَةِ⁽⁴⁾ - فِي الْأَصَحِّ أَيْضاً⁽⁵⁾ - .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّزْكِيَةَ تُنْزَلُ⁽⁶⁾ مَنَزِلَةَ الْحُكْمِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ، وَالشَّهَادَةُ
تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ⁽⁷⁾، فَافْتَرَقَا⁽⁸⁾.

وَلَوْ قِيلَ: يُفْصَلُ⁽⁹⁾ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِي الرَّائِي مُسْتَنَدَةً مِنَ الْمُزَكِّيِّ إِلَى
اجْتِهَادِهِ، أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ؛ لَكَانَ مُتَّجِهاً؛ لِأَنَّهُ⁽¹⁰⁾ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا يُشْتَرَطُ
الْعَدَدُ أَصلاً⁽¹¹⁾؛ لِأَنَّهُ

(1) فِي ك: «تَقْبَلُ» بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، ح. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ
شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 731): «و (تُقْبَلُ): بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ».

(2) فِي ه، و، ز: «مَا ظَهَرَ».

(3) فِي ه، و: «مَزَكِي».

(4) نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ أَيْضاً، انْظُرْ: الْكَفَايَةُ
لِلْخَطِيبِ (ص 96)، وَمَقْدِّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (ص 109)، وَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزُّرْكَشِيِّ (6/166).

(5) «أَيْضاً» لَيْسَتْ فِي ه.

(6) فِي أ، د، ط، ي، ك، ل: «تَنْزَلُ».

(7) فِي ج، ل: «وَتَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ تَقَعُ عِنْدَ الْحَاكِمِ» بَدَلُ: «وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ
الشَّاهِدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ».

(8) «فَافْتَرَقَا» سَقَطَتْ مِنْ ك.

(9) فِي د: «يُفْصَلُ» بِسُكُونِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الصَّادِ، وَالمَثْبُوتُ مِنْ ه، ل، م. قَالَ
الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 733): «(يُفْصَلُ) بِالتَّخْفِيفِ، أَوْ
التَّشْدِيدِ؛ أَي: يَفْرَقُ وَيَبْزِزُ».

(10) فِي أ: «لَأَنَّهُ لَوْ»، وَفِي هـ، وَ، ز: «فَأَنَّهُ إِن».

(11) مِنْ قَوْلِهِ: «خَاتِمَةٌ» إِلَى هُنَا خَرَمَ مِنْ ب.

(তাজকিয়াহ⁽¹⁾ এমন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণীয় হবে, যিনি এর কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত) অজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে নয়; যাতে সে অনুশীলন ও পরীক্ষা ব্যতীত কেবল প্রাথমিক উপলব্ধির ভিত্তিতে তাজকিয়াহ⁽²⁾ না করে, (এবং যদি) তাজকিয়াহ একজন মাত্র মুজাক্কি (তাজকিয়াহ প্রদানকারী)⁽³⁾ থেকে আসে, (তবুও) অধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তা গ্রহণীয় হবে, তাদের মতের বিপরীত, যারা শর্তারোপ করেন যে, এটি দু'জন থেকে না হলে গ্রহণীয় হবে না; এটিকে শাহাদাহ (সাক্ষ্য)⁽⁴⁾-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার কারণে – এটিও অধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী⁽⁵⁾ –। এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: তাজকিয়াহ⁽⁶⁾-কে একটি বিধান (হুকুম)-এর পর্যায়ে রাখা হয়, তাই এতে সংখ্যার শর্ত নেই। আর শাহাদাহ (সাক্ষ্য) বিচারকের সামনে সাক্ষ্যদাতার পক্ষ থেকে হয়⁽⁷⁾, অতএব তারা ভিন্ন⁽⁸⁾।

যদি বলা হয়: রাবী (বর্ণনাকারী)-এর ক্ষেত্রে তাজকিয়াহ⁽⁹⁾ যদি মুজাক্কি (তাজকিয়াহ প্রদানকারী)-এর ইজতিহাদ (গবেষণামূলক বিশ্লেষণ)-এর উপর নির্ভরশীল হয়, অথবা অন্যের থেকে প্রাপ্ত বিবরণের (নাকল) উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত – তবে তা যুক্তিযুক্ত হতো। কারণ, যদি⁽¹⁰⁾ প্রথমটি হয় (অর্থাৎ ইজতিহাদভিত্তিক হয়), তাহলে মূলতঃ সংখ্যার শর্তারোপ করা হয় না⁽¹¹⁾; কারণ

(1) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: 'তুকাবালু' (যা 'তা' ও 'ইয়া' উভয় বর্ণযোগে গঠিত); এবং 'আলিফ' ও 'হা' পাণ্ডুলিপিতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) ছিল না। আল-কারি (রহিমাঃল্লাহ) 'শারহ শারহ আন-নুখবাহ' (পৃ. ৭১৩)-এ বলেছেন: "এবং (তুকাবালু) শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়"।

(2) 'হা', 'ওয়াও' এবং 'জা' পাণ্ডুলিপিতে: 'মা জাহারা' ('যা প্রকাশ পেয়েছিল')।

(3) 'হা' এবং 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে: 'মুজাক্কী'।

(4) এই মতটি মদীনার অধিকাংশ ফকীহ এবং অন্যান্যদেরও দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। দেখুন: আল-খাতীবের 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৯৬), ইবনুল সালাহ-এর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃ. ১০৯), এবং যারকাশীর 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/ ১৬৬)।

(5) 'আইদ্বান' শব্দটি 'হা' পাণ্ডুলিপিতে নেই।

- (6) 'আলিফ', 'দাল', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ' এবং 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: 'তাতানাজ্জালু'।
- (7) 'জিম' এবং 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়াশ-শাহাদাতু তাক্বাউ মিনাশ-শাহিদি ইনদাল-হাকিম' (অর্থাৎ 'এবং বিচারকের সামনে সাক্ষ্যদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য হয়') এর পরিবর্তে রয়েছে: 'ওয়া তাজকিয়াতুশ-শাহিদি তাক্বাউ ইনদাল-হাকিম' (অর্থাৎ 'এবং বিচারকের সামনে সাক্ষ্যদাতার তাজকিয়াহ হয়')।
- (8) 'ফাফতারা-কা' (অর্থাৎ 'অতএব তারা ভিন্ন') শব্দটি 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (9) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: 'ইউফসালু' (যেখানে 'ফা' বর্ণে সাকিন এবং 'সাদ' বর্ণে তাখফীফ ব্যবহার করা হয়েছে)। এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'হা', 'লাম' এবং 'মিম' পাণ্ডুলিপি থেকে। আল-কারি (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহ শারহ আন-নুখবাহ' (পৃ. ৭১৩)-এ বলেছেন: "(ইউফসালু) শব্দটি তাখফীফ (হালকা) বা তাশদীদ (ভারী) সহকারে; অর্থাৎ, এটি পার্থক্য করে এবং আলাদা করে"।
- (10) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে: 'লিয়ান্নাহু লাও'। এবং 'হা', 'ওয়াও', 'জা' পাণ্ডুলিপিতে: 'ফা ইন্নাহু ইন'।
- (11) 'খাতিমাহ' (উপসংহার) থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অংশটি 'বা' পাণ্ডুলিপি থেকে অনুপস্থিত।

(ص: 241) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

حِينَئِذٍ (1) يَكُونُ (2) بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي؛ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ.
وَتَبَيَّنَ (3) أَنَّهُ - أَيْضًا (4) - لَا يُشْتَرَطُ (5) الْعَدَدُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ،
فَكَذًا مَا تَفَرَّعَ (6) عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (7).
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَقَيِّظٍ؛ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ (8) مَنْ
أَفْرَطَ فِيهِ، فَجَرَحَ (9) بِنَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ (10) الْمُحَدِّثِ، كَمَا لَا يُقْبَلُ (11) تَرْكِيَّةٌ مَنْ
أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأُطْلِقَ التَّرْكِيبَةُ.

وَقَالَ⁽¹²⁾ الدَّهْبِيُّ - وَهُوَ⁽¹³⁾ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: «لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّانِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا⁽¹⁴⁾ عَلَى⁽¹⁵⁾ تَضْعِيفِ ثِقَةٍ»⁽¹⁶⁾.
انْتَهَى.

- (1) «حِينَئِذٍ» ليست في د.
- (2) «يَكُونُ» ليست في ك.
- (3) في ب، ج، د، ي، ل: «ويتبين».
- (4) في ك: «أيضاً أنه» بتقديم وتأخير.
- (5) في ك زيادة: «فيه».
- (6) في د: «ما يفرع»، ولم ينقط في أ.
- (7) في حاشية د - بخط المصنّف -: «ثم بلغ كذلك».
- (8) «جَرَحُ» ليست في أ.
- (9) في ح: «فَجَرَحَ» بضم الجيم وكسر الرَّاء، وفي ه، ل، م: «فَجَرَحَ» بفتح الرَّاء الشددة، والمثبت من ب، ج، د، و.
- (10) في نسخة على حاشية ي: «ردّاً لحديث».
- (11) في ب، ه، و، ك، م: «لا تقبل»، ولم ينقط في أ، ل.
- (12) في ب: «قال» من غير واو.
- (13) في م: «هو» من غير واو.
- (14) «لا» ليست في م.
- (15) «على» ليست في د، ل.
- (16) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص 84).

তখন⁽¹⁾ তিনি⁽²⁾ বিচারকের মর্যাদায় থাকবেন। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে এ নিয়ে মতভেদ চলবে।

এবং স্পষ্ট হয়েছে⁽³⁾ যে – ও⁽⁴⁾ – সংখ্যা⁽⁵⁾ শর্ত নয়; কারণ মূল বর্ণনার ক্ষেত্রে সংখ্যা শর্ত নয়, সুতরাং এর থেকে যা শাখা-প্রশাখা হয়েছে⁽⁶⁾ তার ক্ষেত্রেও তাই। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত⁽⁷⁾। আর উচিত হলো, জারহ (দুর্বল আখ্যা দেওয়া) ও তাদীল (নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া) কেবল একজন ন্যায়পরায়ণ ও সতর্ক ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে; সুতরাং যে ব্যক্তি এতে বাড়াবাড়ি করেছে তার জারহ⁽⁸⁾ গ্রহণ করা হবে না, এবং এমন বিষয়ে জারহ⁽⁹⁾ করেছে যা মুহাদ্দিসের হাদিস⁽¹⁰⁾ প্রত্যাখ্যানকে আবশ্যিক করে না। যেমন, যে ব্যক্তি কেবল বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাযকিয়াহ (প্রশংসা/নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ) করেছে তার তাযকিয়াহ গ্রহণ করা হবে না⁽¹¹⁾, এবং সাধারণ অর্থে তাযকিয়াহ করেছে। আর যাহাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) – যিনি পুরুষদের (বর্ণনাকারীদের) সমালোচনা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন – বলেছেন⁽¹²⁾⁽¹³⁾: «এই বিষয়ের কোনো দুইজন আলেম কখনও একজন দুর্বল ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে একমত হননি, এবং⁽¹⁴⁾ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দুর্বল আখ্যা⁽¹⁵⁾ দেওয়ার বিষয়েও একমত হননি»⁽¹⁶⁾। শেষ।

-
- (1) «حِينَئِذٍ» (তখন) 'দাল' (د)-তে নেই।
 (2) «يَكُونُ» (তিনি হবেন) 'কাফ' (ك)-তে নেই।
 (3) 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل)-তে: «ويَتَّبِعِينَ» (এবং স্পষ্ট হয়)।
 (4) 'কাফ' (ك)-তে: «أَيْضاً أَنَّهُ» (সেও যে) – শব্দগুলোর ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে।
 (5) 'কাফ' (ك)-তে «فِيهِ» (এতে) শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার রয়েছে।
 (6) 'দাল' (د)-তে: «مَا يَفْرَعُ» (যা শাখা-প্রশাখা হয়), এবং 'আলিফ' (أ)-তে অক্ষরটি নুকতাবিহীন।
 (7) 'দাল' (د)-এর পাদটীকায় – লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে –: «ثم بلغ كذلك» (তারপর একইভাবে পৌঁছেছে)।
 (8) «جَرُّ» (দুর্বল আখ্যা দেওয়া) 'আলিফ' (أ)-তে নেই।
 (9) 'হা' (ح)-তে: «فَجَرَّحَ» (তাকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া হয়েছে) – 'জিম'-এর উপর পেশ এবং 'রা'-এর নিচে যের সহ, এবং 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'মিম' (م)-তে: «فَجَرَّحَ» (সে দুর্বল আখ্যা দিয়েছে) – 'রা'-এর উপর ফাতহা ও তাশদিদ সহ। আর নিশ্চিতকৃত পাঠ 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و) থেকে নেওয়া হয়েছে।

- (10) 'ইয়া' (ي) -এর পাদটীকায় একটি অনুলিপিতে: «رَدًّا لحديث» (হাদিস প্রত্যাখ্যানস্বরূপ)।
- (11) 'বা' (ب), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'কাফ' (ك), 'মিম' (م) -তে: «لا تقبل» (গ্রহণ করা হবে না), এবং 'আলিফ' (أ), 'লাম' (ل) -তে অক্ষরটি নুকতাবিহীন।
- (12) 'বা' (ب) -তে: «قال» (তিনি বলেছেন) – 'ওয়াও' (এবং) ছাড়া।
- (13) 'মিম' (م) -তে: «هو» (তিনি) – 'ওয়াও' (এবং) ছাড়া।
- (14) «لا» (না) 'মিম' (ম) -তে নেই।
- (15) «على» (উপর) 'দাল' (د), 'লাম' (ل) -তে নেই।
- (16) আল-মুওয়াফ্ফিয়া ফি ইলমি মুস্তালাহিল হাদিস, যাহাবী (পৃ. ৮৪)।

(ص: 242) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ أَنْ لَا يُتْرَكَ حَدِيثُ الرَّجُلِ ⁽¹⁾ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ ⁽²⁾ عَلَى تَرْكِهِ ⁽³⁾.

[التحذير من التساهل في الجرح والتعديل]

وَلِيَحْذَرَ الْمُتَكَلِّمُ فِي هَذَا الْقَنْ مِنْ التَّسَاهُلِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَإِنَّهُ ⁽⁴⁾ عَدَلٌ بَغَيْرِ تَثْبُتٍ كَانَ كَالْمُثْبِتِ ⁽⁵⁾ حُكْمًا لَيْسَ بِثَابِتٍ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي زُمْرَةِ «مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ» ⁽⁶⁾.

وَإِنْ جَرَحَ ⁽⁷⁾ بَغَيْرِ تَحَرُّزٍ أَقْدَمَ عَلَى الطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ بَرِيٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَوَسَّهَ بِبَيْسَمِ ⁽⁸⁾ سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ عَارُهُ ⁽⁹⁾ أَبَدًا.

وَالْآفَةُ ⁽¹⁰⁾ تَدْخُلُ فِي هَذَا تَأْرَةً مِنَ الْهَوَى وَالْغَرَضِ الْفَاسِدِ - وَكَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ سَالِمٌ مِنْ هَذَا غَالِبًا -، وَتَأْرَةً مِنَ الْمُخَالَفَةِ

(1) في أ: «النظر».

(2) في ح: «الجمع».

- (3) قَالَ ابْنُ مَنْدَه رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شُرُوطِ الْأُثْمَةِ (ص 73): «وَسِعَتْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْبَاوَرْدِيُّ بِمَصْرِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ مَذْهَبِ النَّسَائِيِّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ عَلَى تَرْكِهِ»، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النُّكْتِ (1/ 75): «وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَنِعَ الْجَمِيعَ عَلَى تَرْكِهِ، فَإِذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَهْدِي وَضَعْفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ مِثْلًا فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُ؛ لِمَا عَرَفَ مِنْ تَشْدِيدِ يَحْيَى وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي النُّقْدِ».
- (4) فِي ج: «فَإِنْ عَدَّلَ»، وَفِي د: «مَنْ».
- (5) فِي ب، ط: «كَالْمُتَثَبِتِ».
- (6) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمَقْدِمَةِ (1/ 8)، وَالتِّرْمِذِيُّ (2662)، وَابْنُ مَاجَهَ (38).
- (7) فِي ج، ل: «جَرَحَ» بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَالمُثَبِّتُ مِنْ د، م. قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 738): «بِالتَّشْدِيدِ؛ أَيْ: نَسَبَ رَاوِيًا إِلَى الْحَرَجِ».
- (8) فِي ط: «مُئْسَمٌ» بِالْهَمْزِ بَدَلِ الْيَاءِ، وَفِي هـ: «بَيْسَمٌ» بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالضَّبُّطِ الْمُثَبِّتُ مِنْ ج، و، ز، ح، ط، ي، ل. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص 739): «بِكَسْرِ الْمِيمِ: آلَةُ الْكَيِّ، أُرِيدَ بِهَا الْعَلَامَةُ الْحَاصِلَةُ بِهَا مُجَازًا».
- (9) فِي ك: «عَادَةٌ»، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
- (10) فِي م زِيَادَةٌ: «قَدْ».

এই কারণেই ইমাম নাসায়ী (Nasai)-এর মত ছিল যে, কোনো ব্যক্তির হাদিস⁽¹⁾ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করা হবে না, যতক্ষণ না সকলে মিলে⁽²⁾ তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে⁽³⁾ একমত হয়।

[জার্ব ও তা'দীলে শিথিলতা থেকে সতর্কীকরণ]

এই শাস্ত্রে (হাদিস সমালোচনার) যারা কথা বলেন, তাদের উচিত জার্ব ও তা'দীলে শিথিলতা অবলম্বন করা থেকে সতর্ক থাকা। কারণ যদি তিনি⁽⁴⁾ যাচাই-বাছাই ছাড়া কাউকে 'আদল' (নির্ভরযোগ্য) ঘোষণা করেন, তবে তা এমন একটি অনির্ভরযোগ্য হুকুম (সিদ্ধান্ত) প্রতিষ্ঠার মতো হবে⁽⁵⁾। ফলে আশঙ্কা করা হয় যে, তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, «যে ব্যক্তি এমন হাদিস বর্ণনা করল যা সে মিথ্যা বলে মনে করে»⁽⁶⁾।

আর যদি তিনি সতর্ক না হয়ে কাউকে জাহাঁ (ত্রুটিযুক্ত) ঘোষণা করেন⁽⁷⁾, তবে তিনি এমন একজন মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপের দুঃসাহস দেখালেন যিনি তা থেকে মুক্ত। এবং তাকে এমন একটি মন্দ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করলেন যার কলঙ্ক⁽⁸⁾ চিরকাল তার উপর থেকে যাবে⁽⁹⁾।

আর এই ক্ষেত্রে ত্রুটি⁽¹⁰⁾ কখনও কখনও কুপ্রবৃত্তি ও খারাপ উদ্দেশ্য থেকে প্রবেশ করে – (তবে পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য সাধারণত এর থেকে মুক্ত) – আর কখনও কখনও মতানৈক্য থেকে।

(1) 'আ' লিপিতে (pandulipi) আছে: «নজর» (পর্যবেক্ষণ)।

(2) 'হা' লিপিতে আছে: «আল-জাম» (সংগ্রহ/সকল)।

(3) ইবন মান্দাহ (ইবন মান্দাহ) রাহিমাহুল্লাহ 'শুরুত আল-আইম্মাহ' (পৃ. ৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি মিশরে মুহাম্মদ ইবন সা'দ আল-বাওয়ারদীকে বলতে শুনেছি: নাসায়ী (Nasai)-এর মাযহাব (মত) ছিল এই যে, যার হাদিস প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে সকলে একমত হয়নি, তার হাদিস তিনি গ্রহণ করতেন।" আর মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) রাহিমাহুল্লাহ 'আন-নুকাত' (১/৭৫) গ্রন্থে বলেছেন: "নাসায়ী (Nasai) বলেছেন: আমার মতে কোনো ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, যতক্ষণ না সকলে তাকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে একমত হয়। সুতরাং, যদি ইবন মাহদী তাকে বিশ্বস্ত বলেন এবং ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেন, উদাহরণস্বরূপ, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না; কারণ ইয়াহইয়ার কঠোরতা এবং হাদিস পর্যালোচনায় তাঁর মতো অন্যদের কঠোরতা সুবিদিত।"

(4) 'জিম' লিপিতে আছে: «ফা-ইন আদাল» (যদি সে আ'দল ঘোষণা করে), এবং 'দাল' লিপিতে আছে: «মিন» (থেকে)।

(5) 'বা' ও 'তা' লিপিতে আছে: «কাল-মুতাসাabbit» (যেমন যাচাইকারী)।

(6) মুসলিম তাঁর মুকাদ্দিমা (১/৮), তিরমিযী (২৬৬২) এবং ইবন মাজাহ (৩৮) এটি বর্ণনা করেছেন।

(7) 'জিম' ও 'লাম' লিপিতে 'রা' হালকা করে «জারাহা» (ক্ষত করল/ত্রুটিযুক্ত করল) আছে, এবং প্রতিষ্ঠিত পাঠ 'দাল' ও 'মিম' লিপি থেকে। আল-কারী (আল-কারী) 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (পৃ. ৭৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: "তাজদীদ (تجدید) সহ; অর্থাৎ: একজন রাবীকে হারিজ (সংকীর্ণতা/অপবাদ) অভিযুক্ত করা।"

- (8) 'তা' লিপিতে 'ইয়া' এর পরিবর্তে হামজা সহ «মি'সাম» আছে। এবং 'হা' লিপিতে মিম (م) এর ফাতহা (যা-বর) সহ «বি-মায়সাম» আছে। প্রতিষ্ঠিত শব্দবিন্যাস 'জিম', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'তা', 'ইয়া' এবং 'লাম' লিপি থেকে। আল-কারী (আল-কারী) রাহিমাহুল্লাহ 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (পৃ. ৭৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: "মিম (م) এর কাসরা (যের) সহ: এটি দাগানোর যন্ত্র, রূপক অর্থে এর দ্বারা প্রাপ্ত চিহ্ন বোঝানো হয়েছে।"
- (9) 'কাফ' লিপিতে আছে: «আদাহ» (অভ্যাস), যা একটি বিকৃতি।
- (10) 'মিম' লিপিতে অতিরিক্ত: «কাদ» (নিশ্চয়ই) রয়েছে।

(ص: 243) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فِي الْعَقَائِدِ - وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا⁽¹⁾؛ قَدِيمًا وَحَدِيثًا - ، وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقُ الْجَرْحِ بِذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ⁽²⁾ الْحَالِ فِي الْعَمَلِ بِرِوَايَةِ الْمُبْتَدِعَةِ⁽³⁾.

[متى يقدم الجرح على التعديل؟]

(وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ)، وَأُطْلِقَ ذَلِكَ جَمَاعَةً⁽⁴⁾، وَلَكِنْ مَحَلُّهُ (إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ)؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ⁽⁵⁾ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ تَبَيُّنُ عَدَالَتِهِ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالْأَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ أَيْضًا.

(فَإِنْ خَلَا) الْمَجْرُوحُ (عَنْ تَعْدِيلٍ؛ قَبْلَ) الْجَرْحِ فِيهِ (مُجْمَلًا) غَيْرٌ⁽⁶⁾ مُبَيَّنِ السَّبَبِ؛ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ (عَلَى الْمُخْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ⁽⁷⁾ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْدِيلٌ؛ فَهُوَ⁽⁸⁾ فِي حَيْزِ الْمَجْهُولِ، وَإِعْمَالُ قَوْلِ الْمَجْرَحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ.

وَمَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ⁽⁹⁾ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ⁽¹⁰⁾.

(1) فِي أ: «كثيرون».

(2) فِي ك: «تَحْقِيقٌ».

(3) (ص 175).

(4) انظر: الكفاية للخطيب (ص 106)، مقدّمة ابن الصّلاح (ص 109)، البَحْرُ المَحِيط للزُّرْكَشِيِّ (6/ 183).

(5) في أ: «تفسير».

(6) في و: «غيرُ» بالرَّفْع، والمثبت من هـ، ك.

(7) في ج: «لكنّه»، وفي حاشيتها: «قوله: (لكنّه) وفي نسخة: (لأنّه)، وفي نسخة: (والحق)».

(8) «فَهُوَ» سقطت من ب، ج، د، ط، ل، م، وفي ي: «كان» بدل: «فَهُوَ».

(9) في كتابه: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص 108).

(10) في حاشية د - بخَطِّ المصنّف -: «ثم بلغ قراءة وبحثاً».

আক্বীদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) বিষয়ক (ত্রুটি), যা প্রাচীনকাল ও আধুনিককাল উভয় সময়েই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এর দ্বারা (কারো উপর) জার্ব (দোষারোপ) প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেননা আমরা বিদআতীদের বর্ণনা (রিওয়ায়াত) অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে অবস্থার সত্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি আগেই উপস্থাপন করেছি⁽³⁾।

[কখন জার্ব (দোষারোপ) তা'দীল (প্রশংসা) এর উপর প্রাধান্য পাবে?]

(এবং জার্ব (দোষারোপ) তা'দীল (প্রশংসা বা সততার স্বীকৃতি) এর উপর প্রাধান্য পাবে)।

একদল (আলেম) এই কথাটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন⁽⁴⁾। কিন্তু এর প্রযোজ্য ক্ষেত্র হলো, (যদি এর কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ এটি প্রকাশিত হয়); কারণ, যদি এটি ব্যাখ্যাবিহীন হয়⁽⁵⁾, তবে যার সততা (আদালত) প্রমাণিত, তার জন্য তা ক্ষতিকর হবে না। আর যদি এর কারণসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি থেকে এটি আসে, তবে সেটিও ধর্তব্য হবে না।

(যদি মজরুহ (যার উপর দোষারোপ করা হয়েছে) তা'দীল (প্রশংসা বা সততা) থেকে মুক্ত হয়; তবে তার ক্ষেত্রে জার্ব (দোষারোপ) (সংক্ষেপে), কারণ উল্লেখ না করেও⁽⁶⁾ গৃহীত হবে); যখন তা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে আসে (এই মতটিই পছন্দনীয়)। কারণ⁽⁷⁾, যদি তার ক্ষেত্রে কোনো তা'দীল না থাকে, তবে সে অজানা (মাজহুল) এর সীমার মধ্যে পড়ে যায়⁽⁸⁾। আর জার্বকারী (মুজাররিহ) এর কথা গ্রহণ করা তাকে উপেক্ষা করার চেয়ে উত্তম।

আর ইবনুস সালাহ⁽⁹⁾ এই ধরনের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্থগিত রাখার দিকে ঝুঁকেছেন⁽¹⁰⁾।

- (1) আ (نسخة أ) -তে আছে: «كثير» (কাছীরুন)।
- (2) কাফ (نسخة ك) -তে আছে: «تحقق» (তাহাক্কুক)।
- (3) (পৃষ্ঠা ১৭৫)।
- (4) দেখুন: আল-খাতীবের আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ১০৬), ইবনুস সালাহ-এর মুকাদ্দিমাহ (পৃষ্ঠা ১০৯), আয-যারকাশী-এর আল-বাহরুল মুহীত (৬/১৮৩)।
- (5) আ (نسخة أ) -তে আছে: «تفسير» (তাফসীর)।
- (6) ওয়াও (نسخة و) -তে «غير» (গাইর) রফ' অবস্থায় আছে, এবং যা প্রমাণিত তা হা (نسخة ه) ও কাফ (نسخة ك) থেকে (নেওয়া হয়েছে)।
- (7) জিম (نسخة ج) -তে আছে: «لكنه» (লাকিন্নাহ), এবং এর পাদটীকায়: «তাঁর উক্তি: (লাকিন্নাহ) এবং এক কপিতে আছে: (লিআল্লাহ), এবং অন্য এক কপিতে আছে: (ওয়াল হাক্ক)»।
- (8) (نسخة ط) ত্বা, (نسخة د) দাল, (نسخة ج) জিম, (نسخة ب) বা (ফাহুয়া) «فهو» (8) লাম (نسخة ل), মিম (نسخة م) থেকে বাদ পড়েছে, এবং ইয়া (نسخة ي) -তে «فهو» (ফাহুয়া) এর বদলে «كان» (কানা) আছে।
- (9) তাঁর গ্রন্থ: «মারিফাতু আনওয়াই উলুমিল হাদীস» (পৃষ্ঠা ১০৮)।
- (10) দাল (نسخة د) -এর পাদটীকায় - লেখকের নিজ হাতে -: «তারপর তা পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে (বা প্রাপ্তি ঘটেছে)»।

(ص: 244) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَصْلٌ (1)

[معرفة الأسماء والكنى]

- (و) مِنَ الْمُهَمِّ فِي هَذَا الْفَنِّ: (مَعْرِفَةُ كُنَى الْمُسَيِّينَ) مِمَّنْ اشتهر بِأَسْمِهِ (2) وَلَهُ كُنْيَةٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَكْنِيًّا؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ آخَرُ.
- (و) مَعْرِفَةُ (أَسْمَاءِ الْمُكَنِّيِّينَ) (3)، وَهُوَ عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ.

(و) مَعْرِفَةُ (مَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ)، وَهُمْ (4) قَلِيلٌ (5).

وَمَعْرِفَةُ مَنْ اخْتَلَفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَهُمْ كَثِيرٌ (6).

(و) مَعْرِفَةُ (مَنْ كَثُرَتْ كُنَاةُ)؛ كَابْنِ جُرَيْجٍ؛ لَهُ كُنْيَتَانِ: أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو خَالِدٍ، (أَوْ) كَثُرَتْ (نُعُوتهُ)، وَالْقَابَةُ.

(و) مَعْرِفَةُ (مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ)؛ كَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيِّ (7) أَحَدِ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ.

(1) «فَصْلٌ» ليست في ط، وفي مكانها بياض.

(2) في ك: «بِاسْمٍ».

(3) في و، ط: «المكنيين».

(4) في نسخة على حاشية ي: «وهو». قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 745): «وفي نسخة صحيحة: (وَهُمْ): بناء على أَنَّ (مَنْ) جمع المعنى، مفرد اللَّفْظ».

(5) من قوله: «وَمَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ الْمُكَنِّيْنَ» إلى هنا سقط من أ.

(6) قوله: «وَمَعْرِفَةُ مَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَهُمْ قَلِيلٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ اخْتَلَفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَهُمْ كَثِيرٌ» سقط من هـ.

(7) في د: «المديني».

পরিচ্ছেদ (1)

[নাম ও কুনিয়ার পরিচিতি]

এবং এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে (একটি হলো): সেসব পরিচিত ব্যক্তির কুনিয়া (উপনাম) জানা, যারা নিজেদের নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ এবং যাদের কুনিয়াও রয়েছে, কারণ কিছু বর্ণনায় তাদেরকে কুনিয়ার মাধ্যমে উল্লেখ করা হতে পারে; যাতে অন্য কেউ মনে না হয়।

এবং কুনিয়াধারীদের নাম জানা; আর এটি পূর্বোক্তটির বিপরীত।

এবং এমন ব্যক্তিদের জানা যাদের নামই তাদের কুনিয়া; আর তারা সংখ্যায় অল্প।

এবং এমন ব্যক্তিদের জানা যাদের কুনিয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে; আর তারা সংখ্যায় অনেক।

এবং এমন ব্যক্তিদের জানা যাদের একাধিক কুনিয়া রয়েছে; যেমন ইবনু জুরাইজ—তার দুটি কুনিয়া ছিল: আবুল ওয়ালীদ ও আবু খালিদ; অথবা যাদের গুণাবলী ও উপাধি অনেক। এবং এমন ব্যক্তিদের জানা যাদের কুনিয়া তাদের পিতার নামের সাথে মিলে যায়; যেমন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আল-মাদানী, যিনি তাবে‘ তাবে‘য়ীদের একজন ছিলেন।

- (1) ‘ফাসলুন’ (فُضِّلُ) শব্দটি ‘ত্ব’ (এক পাণ্ডুলিপিতে) নেই, এবং এর স্থানে ফাঁকা রয়েছে।
- (2) ‘কাফ’ (এক পাণ্ডুলিপিতে) রয়েছে: «বি-ইসমিন» (بِاسْمِ)।
- (3) ‘ওয়াও’ ও ‘ত্ব’ (পাণ্ডুলিপিদ্বয়ে) রয়েছে: «আল-মুকান্নায়ীন» (المُكَنَّنِينَ)।
- (4) ‘ইয়া’ (এক পাণ্ডুলিপি) টীকায় রয়েছে: «ওয়াহু» (وَهُوَ)। আল-কারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) ‘শারহু শারহিন-নুখবাহ’ (পৃষ্ঠা ৭৪৫)-এ বলেছেন: “এবং একটি সহীহ (সঠিক) পাণ্ডুলিপিতে (‘ওয়াহু’) (وَهُمْ) রয়েছে: এই নীতির ভিত্তিতে যে, ‘মান’ (مَنْ) (শব্দটি) অর্থের দিক থেকে বহুবচন, কিন্তু উচ্চারণের দিক থেকে একবচন।”
- (5) তার উক্তি «ওয়া মা‘রিফাতু আসমাইল মুকান্নায়ীন» (وَمَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ الْمُكَنَّنِينَ) থেকে এখান পর্যন্ত ‘আলিফ’ (এক পাণ্ডুলিপি) থেকে বাদ পড়েছে।
- (6) তার উক্তি «ওয়া মা‘রিফাতু মানি-সুহু কুনিয়াতুহু, ওয়া হুম কালীলুন ওয়া মা‘রিফাতু মানি-খতুলিফা ফি কুনিয়াতিহি, ওয়া হুম কাছীরুন» (وَمَعْرِفَةُ مَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَهُمْ قَلِيلٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَهُمْ كَثِيرٌ) ‘হা’ (এক পাণ্ডুলিপি) থেকে বাদ পড়েছে।
- (7) ‘দাল’ (এক পাণ্ডুলিপিতে) রয়েছে: «আল-মাদীনী» (الْمَدِينِي)।

(ص: 245) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ: نَفْيُ الْغَلَطِ⁽¹⁾ عَمَّنْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ،
فَنُسِبَ⁽²⁾ إِلَى التَّضَحُّيفِ، وَأَنَّ الصَّوَابَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ.
(أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ كَأِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ.
(أَوْ)⁽³⁾ وَافَقَتْ (كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ)⁽⁴⁾؛ كَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَأُمِّ أَيُّوبَ؛ صَحَابِيَّانِ
مَشْهُورَانِ.

أَوْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ؛ كَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ؛ هَكَذَا يَأْتِي فِي ⁽⁵⁾ الرِّوَايَاتِ،
فَيُظَنُّ أَنَّهُ يَزُوي عَنْ أَبِيهِ؛ كَمَا وَقَعَ فِي «الصَّحِيحِ» ⁽⁶⁾: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ⁽⁷⁾، عَنْ
سَعْدٍ، وَهُوَ أَبُوهُ، وَلَيْسَ أَنَسُ شَيْخُ ⁽⁸⁾ الرَّبِيعِ وَالِدَهُ، بَلْ أَبُوهُ بَكْرِيُّ وَشَيْخُهُ أَنْصَارِيُّ،
وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ⁽⁹⁾ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ، وَلَيْسَ الرَّبِيعُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَوْلَادِهِ.

[مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ مِنَ الرِّوَاةِ]
وَ⁽¹⁰⁾ مَعْرِفَةُ (مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ)؛ كَالْبُقْدَادِ

- (1) في ج: «تبيين الغلط»، وفي نسخة على حاشيتها: «نفي الغلط».
- (2) في ز: «فينسب».
- (3) في ك: «ومن».
- (4) في ط: «زوجه».
- (5) في أ زيادة: «بعض».
- (6) صحيح البخاري برقم (27).
- (7) في د: «سعيد».
- (8) في ج، ك: «شيخ» بالنَّصْب، والمثبت من هـ، و، ز، ل.
- (9) في ب: «بن عدي».
- (10) الواو ليست في ط، وفي مكانها بياض.

এর জ্ঞান থাকার উপকারিতা হলো: যারা এর সম্পর্ক তার বাবার সাথে করেছে, তাদের থেকে ভুল দূর করা ⁽¹⁾ — যখন তারা বলেছে: "আমাদেরকে ইবন ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন", তখন তা তাসহিফ (লিপিপ্রমাদ)-এর সাথে সম্পর্কিত হয়, এবং সঠিক হলো: "আমাদেরকে আবু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন" বলা।
(অথবা এর বিপরীত) যেমন ইসহাক ইবন আবি ইসহাক আস-সাবীয়া।

(অথবা(3) যখন তার উপনাম (কুনইয়া) তার স্ত্রীর(4) উপনামের সাথে মিলে যায়); যেমন আবু আইয়ুব আল-আনসারী ও উম্মু আইয়ুব; উভয়েই প্রসিদ্ধ সাহাবী।

অথবা যখন তার উস্তাদের নাম তার বাবার নামের সাথে মিলে যায়; যেমন আর-রাবী' ইবন আনাস, আনাস থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণনাসমূহে এভাবেই আসে(5), ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন "সহীহ"(6) গ্রন্থে এসেছে: 'আমির ইবন সা'দ, সা'দ থেকে (বর্ণনা করেছেন)'— আর তিনি (সা'দ) তার বাবা। কিন্তু আনাস, যিনি রাবী'-এর উস্তাদ, তিনি তার বাবা নন। বরং তার বাবা বকরী গোত্রের এবং তার উস্তাদ আনসারী গোত্রের, আর তিনি হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস ইবন মালিক(9), এবং উল্লিখিত রাবী' তার সন্তানদের মধ্যে থেকে নন।

[যারা বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাদের বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন]

((10) এবং তাদের জ্ঞান যারা তাদের বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন); যেমন আল-মিকদাদ

- (1) 'জিম' (ج) সংস্করণে: "ভুল স্পষ্ট করা", এবং এর টীকায় একটি সংস্করণে: "ভুল দূর করা"।
- (2) 'যা' (ي) সংস্করণে: "তখন তা সম্পর্কিত হয়"।
- (3) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "এবং যারা"।
- (4) 'ত্বা' (ط) সংস্করণে: "তার স্বামীর"।
- (5) 'আলিফ' (أ) সংস্করণে "কিছু" শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।
- (6) সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং (২৭)।
- (7) 'দাল' (د) সংস্করণে: "সাগিদ" (سعيد)।
- (8) 'জিম' (ج) ও 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "শাইখা" (شيخة), নসব (ব্যাকরণগত রূপ) সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ي), 'লাম' (ل) থেকে গৃহীত।
- (9) 'বা' (ب) সংস্করণে: "ইবন আদি"।
- (10) 'ত্বা' (ط) সংস্করণে 'ওয়াও' (و) শব্দটি নেই, এবং এর স্থানে খালি (বিয়ায) রয়েছে।

ابن الأسود، نُسب⁽¹⁾ إلى الأسود الزُهري لكونه تَبَنَاهُ، وإِنَّمَا هُوَ الْمَقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو⁽²⁾.
أَوْ إِلَى أُمِّهِ؛ كَابْنِ عَلِيَّةٍ؛ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِقْسَمٍ، أَحَدُ الثَّقَاتِ، وَعَلِيَّةُ اسْمُ
أُمِّهِ، اشْتَهَرَ بِهَا، وَكَانَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: ابْنُ عَلِيَّةٍ.
وَلِهَذَا⁽³⁾ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ⁽⁴⁾: «أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُقَالَ لَهُ: ابْنُ عَلِيَّةٍ»⁽⁵⁾.

[معرفة النسب التي على غير ظاهرها]

(أَوْ) نُسِبَ (إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ)⁽⁶⁾ إِلَى الْفَهْمِ⁽⁷⁾؛ كَالْحَذَاءِ⁽⁸⁾، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى
صِنَاعَتِهَا، أَوْ بَيْعِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ⁽⁹⁾، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.
وَكُسَلِيمَانُ⁽¹⁰⁾ التَّيْمِيُّ؛ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي التَّيْمِ⁽¹¹⁾، وَلَكِنْ⁽¹²⁾ نَزَلَ فِيهِمْ.

(1) في ي: «ونسب».

(2) في ك: «عَمْرٍو». قال المصنف رحمه الله في تقريب التهذيب (ص 545): «المقداد

بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، ثم الكندي، ثم الزهري».

(3) في ط: «وبهذا».

(4) في ب، ج، ل: «كان الشافعي يقول» بتقديم وتأخير.

(5) في الأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ (2/ 167): «قال: أخبرني إسماعيل الذي يعرف بأبن عليّة».

(6) في م: «تسبق».

(7) في هـ: «للفهم» بدل: «إلى الفهم».

(8) في نسخة على حاشية د: «كخالد الحذاء».

(9) في ط: «مُجَالِسَهُمْ».

(10) في ج: «وكسليمان».

(11) في ل: «تيم»، وفي نسخة على حاشيتها: «التَّيْم».

(12) في أ، ك: «لكن» من غير واو.

ইবনুল আসওয়াদকে⁽¹⁾ আসওয়াদ আয-যুহরীর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, কারণ তিনি তাকে দণ্ডক নিয়েছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন মিকদাদ ইবনু আমর⁽²⁾।

অথবা তার মায়ের দিকে; যেমন ইবনু উলাইয়া। তিনি হলেন ইসমাইল ইবনু ইবরাহীম ইবনু মিকসাম, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের একজন। উলাইয়া তার মায়ের নাম, তিনি এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তবে তাকে 'ইবনু উলাইয়া' বলা তিনি পছন্দ করতেন না।

আর এ কারণেই⁽³⁾ শাফিঈ⁽⁴⁾ বলতেন: «আমাদেরকে ইসমাইল খবর দিয়েছেন, যাকে ইবনু উলাইয়া বলা হয়»⁽⁵⁾।

[সেই সকল সম্পর্ক (নিসবাহ)-এর জ্ঞান যা বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়]

(অথবা) তাকে এমন কিছুর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে যা প্রথম দৃষ্টিতে⁽⁶⁾ বোধগম্য⁽⁷⁾ হয় না; যেমন আল-হাদ্দাআ⁽⁸⁾, বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনি তার পেশা বা বিক্রির সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু তা নয়। বরং তিনি তাদের সাথে বসতেন⁽⁹⁾, তাই তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন।

এবং সুলাইমান⁽¹⁰⁾ আত-তাইমী-এর মতো; তিনি বনী তাইমের⁽¹¹⁾ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং⁽¹²⁾ তাদের মাঝে বসবাস করতেন।

(1) 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়ানুসিবা" ("এবং সম্পর্কিত করা হয়েছে")।

(2) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে: "উমার"। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাকরিবুত তাহযীব (পৃষ্ঠা ৫৪৫) গ্রন্থে বলেছেন: "মিকদাদ ইবনু আমর ইবনু ছা'লাবা ইবনু মালিক ইবনু রাবী'আহ আল-বাহরানি, অতঃপর আল-কিন্দি, অতঃপর আয-যুহরি।"

(3) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াবিহাযা" ("এবং এ কারণে")।

(4) 'বা', 'জীম', 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: "কানাশ শাফিঈ ইয়াqুলু" ("শাফিঈ বলতেন") - শব্দ আগে-পিছে হয়েছে।

(5) শাফিঈর 'আল-উম্ম' (২/১৬৭) গ্রন্থে: "তিনি বলেছেন: আমাকে ইসমাইল খবর দিয়েছেন, যিনি ইবনু উলাইয়া নামে পরিচিত।"

(6) 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে: "তাসবিকু" ("আসে")।

(7) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: "লিলফাহমি" ("বোধগম্যতার জন্য") - "ইলাল ফাহমি" ("বোধগম্যতার দিকে") এর পরিবর্তে।

(8) ‘দাল’ পাণ্ডুলিপির ঢীকায় ঁকটি সংস্করণে: "কাখালিদিল হাদ্দাআ" ("যেমন খালিদ আল-হাদ্দাআ")।

(9) ‘ত্বা’ পাণ্ডুলিপিতে: "মুজালিসাহ্ম" ("তাদের সঙ্গী")।

(10) ‘জীম’ পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াকাসালমানা" ("এবং সালমানের মতো")।

(11) ‘লাম’ পাণ্ডুলিপিতে: "তাইম", এবং এর ঢীকায় ঁকটি সংস্করণে: "আত্তাইম"।

(12) ‘আলিফ’ ও ‘কাফ’ পাণ্ডুলিপিতে: "লাকিন" ("কিন্তু") - ‘ওয়াও’ (‘و’) ছাড়া।

(ص: 247) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَكَذَا مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، فَلَا يُؤْمَنُ التَّبَاسُّهُ بِسَنٍ ⁽¹⁾ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَهُ ⁽²⁾، وَاسْمُ أَبِيهِ ⁽³⁾ اسْمُ ⁽⁴⁾ الْجَدِّ الْمَذْكُورِ.

[مَنْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدَهُ]

(و) مَعْرِفَةُ (مَنْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدَهُ)؛ كَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ⁽⁵⁾ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ⁽⁶⁾.

وَقَدْ يَقَعُ ⁽⁷⁾ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْمُسْلَسِلِ.

وَقَدْ يَتَّفِقُ الْإِسْمُ وَاسْمُ الْأَبِ مَعَ الْإِسْمِ ⁽⁸⁾ وَاسْمُ الْأَبِ فَصَاعِدًا؛ كَأَبِي الْيُنَنِ الْكِنْدِيِّ، هُوَ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ⁽⁹⁾.

[مَنْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخُ شَيْخِهِ]

(أَوْ) يَتَّفِقُ ⁽¹⁰⁾ اسْمُ الرَّاوي (وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخُ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا)؛ كَعِمْرَانَ، عَنْ

عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ ⁽¹¹⁾؛ الْأَوَّلُ: يُعْرَفُ

(1) في و: «كن»، وفي ز: «لمن».

(2) «اسمه» ليست في ج، هـ، وفي أ: «اسم أبيه» بدل: «اسمه».

(3) «أَبِيهِ» ليست في ب، وفي مكانها بياض.

(4) في ب: «ثم».

(5) في أ، د زيادة: «بن الحسن»، وفي ك بدل: «الحسن» الأخيرة: «الحسين»، و «ابن الحسن» الثالثة ليست في ج. والمثبت هو الموافق لها في تقريب التهذيب (ص 159).

(6) في د، ح زيادة: «رضي الله عنه».

(7) في أ: «يسمع».

(8) في ح: «اسم الجد» بدل: «الإسم»، وفي نسخة على حاشية ي: «اسم الجد واسم أبيه».

(9) «ابن زيد بن الحسن» سقطت من أ. والمثبت موافق للسیر للذهبي (22/ 34).

(10) في ي: «اتَّفَقَ»، وفي نسخة على حاشيتها: «يَتَّفَقَ».

(11) «عَنْ عُمَرَانَ» سقطت من أ.

এবং একইভাবে, যে ব্যক্তি তার দাদার দিকে সম্বন্ধিত হয়, তার সাথে এমন ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে, যার নাম তার নামের⁽¹⁾ সাথে মিলে যায়⁽²⁾ এবং তার পিতার নাম⁽³⁾ উল্লিখিত দাদার নামের⁽⁴⁾ সাথে মিলে যায়।

[যার নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম মিলে যায়]

এবং (সেই ব্যক্তিকে) চেনা (যার নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম মিলে যায়);

যেমন: আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-হাসান⁽⁵⁾ ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব⁽⁶⁾।

আর কখনও কখনও এর চেয়েও বেশি (স্তরের নাম মিলে যাওয়া) ঘটে থাকে, এবং এটি 'মুসালসাল' (পরম্পরা সূত্র)-এর শাখাগুলোর একটি।

এবং কখনও কখনও নাম ও পিতার নাম, নাম ও পিতার নামের সাথে এবং এর উর্ধ্বে (কয়েক পুরুষ ধরে) মিলে যায়; যেমন: আবুল ইয়ুন্স আল-কিন্দী, তিনি হলেন যায়েদ ইবনে আল-হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে আল-হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে আল-হাসান⁽⁹⁾।

[যার নাম, তার শায়খের নাম ও শায়খের শায়খের নাম মিলে যায়]

(অথবা) বর্ণনাকারীর নাম (এবং তার শায়খের নাম ও তার শায়খের শায়খের নাম এবং এর উর্ধ্বে) মিলে যায়⁽¹⁰⁾; যেমন: ইমরান, ইমরান থেকে, ইমরান থেকে⁽¹¹⁾; প্রথমজন: পরিচিত হন

- (1) 'ওয়াও' (و) লিপিতে: «কামন» (كَمَن), এবং 'যা' (ي) লিপিতে: «লামন» (لَمَن)।
- (2) «ইস্সমাহু» (اسْمُهُ) 'জীম' (ج) ও 'হা' (ه) লিপিতে নেই, এবং 'আলিফ' (أ) লিপিতে «ইস্সমাহু» এর স্থলে «ইসু আবীহি» (اسم أبيه) আছে।
- (3) «আবীহি» (أَبِيهِ) 'বা' (ب) লিপিতে নেই এবং এর স্থানে শূন্যস্থান রয়েছে।
- (4) 'বা' (ب) লিপিতে: «সুমা» (ثَم)।
- (5) 'আলিফ' (أ) ও 'দাল' (د) লিপিতে অতিরিক্ত আছে: «ইবনুল হাসান» (بن الحسن), এবং 'কাফ' (ك) লিপিতে শোষোক্ত «আল-হাসান» (الحسن) এর পরিবর্তে «আল-হুসাইন» (الحسين) আছে, আর তৃতীয় «ইবনিল হাসান» (ابن الحسن) 'জীম' (ج) লিপিতে নেই। যা প্রমাণস্বরূপ রাখা হয়েছে তা 'তাকরীবুত তাহযীব' (পৃ. ১৫৯)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- (6) 'দাল' (د) ও 'হা' (ح) লিপিতে অতিরিক্ত আছে: «আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন»।
- (7) 'আলিফ' (أ) লিপিতে: «ইয়াসমা'উ» (يسمع)।
- (8) 'হা' (ح) লিপিতে «আল-ইস্সম» (الاسم) এর পরিবর্তে «ইস্মুল জাদ» (اسم الجد) আছে, এবং 'ইয়া' (ي) লিপির পাদটীকায় একটি নুসখায় আছে: «ইস্মুল জাদ ওয়াসু আবীহি» (اسم الجد واسم أبيه)।
- (9) «ইবনি যায়েদ ইবনিল হাসান» (ابن زيد بن الحسن) 'আলিফ' (أ) লিপিতে বাদ পড়েছে। যা প্রমাণস্বরূপ রাখা হয়েছে তা আয-যাহাবী-এর 'আস-সিয়ার' (২২/৩৪)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- (10) 'ইয়া' (ي) লিপিতে: «ইত্তাফাকা» (اتَّفَقَ), এবং এর পাদটীকায় একটি নুসখায় আছে: «ইয়াত্তাফিকু» (يَتَّفَقُ)।
- (11) «আন ইমরান» (عن عمران) 'আলিফ' (أ) লিপিতে বাদ পড়েছে।

(ص: 248) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

بِالْقَصِيرِ⁽¹⁾، وَالثَّانِي: أَبُو رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ⁽²⁾، وَالثَّالِثُ: ابْنُ حُصَيْنٍ⁽³⁾ الصَّحَابِيُّ⁽⁴⁾۔

وَكُسَلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ؛ الْأَوَّلُ: ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبْرَانِيِّ، وَالثَّانِي:
ابْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ، وَالثَّلَاثُ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بَنْتِ
شُرْحُبِيلَ.

وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ لِلرَّائِي وَلِشَيْخِهِ ⁽⁵⁾ مَعًا؛ كَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ ⁽⁶⁾ الْعَطَّارِ؛ مَشْهُورٌ ⁽⁷⁾
بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيِّ الْحَدَّادِ، وَكُلُّ مِنْهُمَا اسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ، فَاتَّفَقَا فِي ذَلِكَ، وَافْتَرَقَا فِي الْكُنْيَةِ،
وَالنِّسْبَةِ ⁽⁸⁾ إِلَى الْبَلَدِ وَالصَّنَاعَةِ.
وَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ جُزْءًا حَافِلًا.

(1) في أ: «بالبصير».

(2) في هـ: «أبو الرجاء العطاري».

(3) في أ، هـ: «أبو».

(4) في ز: «الحصين».

(5) في أ: «للراوي وشيخه»، وفي ط: «الراوي وشيخه».

(6) في أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ك: «الهمداني» بالذال البهملية.

وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ بِالذَّالِ. انظر: الْأَنْسَابُ لِلِسَّعَائِيِّ (426 / 13)، وَنَقْلُ الزَّيْدِيِّ
فِي تَاجِ الْعُرُوسِ (501 / 9) أَنَّ أَصْلَهُ بِالذَّالِ الْبَهْمَلِيَّةِ عِنْدَ الْعَجَمِ؛ فَكَانَ لَهَا عُرْبٌ
أَعْجَمٌ. وَفِي حَاشِيَةِ مَر: «الْهَمْدَانِيُّ، بِتَحْرِيكِ الْيَمِّ وَالذَّالِ الْبَعْجَمَةِ نَسَبَةً لِلْبَلَدِ،
وَسُكُونُهَا وَإِهْمَالُ الذَّالِ نَسَبَةً لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ مَا فِي الْكِتَابِ».

(7) في ز، ي: «المشهور».

(8) في أ: «والنسب».

كاسীর⁽¹⁾ দ্বারা, এবং দ্বিতীয়জন: আবু রাজা আল-উতারিদি⁽²⁾, এবং তৃতীয়জন: ইবন⁽³⁾

হুসাইন⁽⁴⁾ আস-সাহাবি।

এবং সুলায়মান থেকে, সুলায়মান থেকে, সুলায়মান থেকে (বর্ণনার ক্ষেত্রে); প্রথমজন: ইবন আহমদ ইবন আইয়ুব আত-তাবারানি, এবং দ্বিতীয়জন: ইবন আহমদ আল-ওয়াসিতি, এবং তৃতীয়জন: ইবন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকি, যিনি ইবন বিনতে গুরাহবিল নামে পরিচিত। আর এই ধরনের ঘটনা রাবী (বর্ণনাকারী) এবং তার শাইখ (শিক্ষক)^(৫) উভয়ের ক্ষেত্রেই একসাথে ঘটতে পারে; যেমন আবু আল-আলা আল-হামাযানি^(৬) আল-আত্তার; যিনি আবু আলী আল-আসফাহানি আল-হাদাদ থেকে বর্ণনা করার জন্য সুপরিচিত^(৭) ছিলেন, এবং তাদের উভয়ের নাম আল-হাসান ইবন আহমদ ইবন আল-হাসান ইবন আহমদ ইবন আল-হাসান ইবন আহমদ, সুতরাং তারা এতে একমত ছিলেন, কিন্তু তাদের কুনিয়াত (উপনাম) এবং দেশ ও পেশার সাথে সম্পর্কিত নিসবাত (উপাধি)^(৮) ভিন্ন ছিল।

আর এ বিষয়ে আবু মুসা আল-মাদিনি একটি বিস্তারিত গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

(১) আ-তে: «আল-বসির»।

(২) হা-তে: «আবু আর-রাজা আল-উতারি»।

(৩) আ, হা-তে: «আবু»।

(৪) যা-তে: «আল-হুসাইন»।

(৫) আ-তে: «লিল-রাবী ওয়া শাইখিহি», এবং ত.আ-তে: «আর-রাবী ওয়া শাইখিহি»।

(৬) আ, বা, জিম, হা, ওয়াও, যা, ত.আ, কাফ-এ: «আল-হামাদানি» দাল (د) হরফ দ্বারা।

এবং আবু আল-আলা আল-হামাযানি যাল (ذ) হরফ দ্বারা। দেখুন: সাম'আনির আল-আনসাব (১৩/ ৪২৬)। আর আয-যাব^১ তাজ আল-আরুস (৯/ ৫০১)-এ উল্লেখ করেছেন যে,

আজমদের (অনারবদের) কাছে এর মূল ছিল দাল (د) হরফ দ্বারা; তাই এটি যখন আরবি করা হয় তখন এর যাল (ذ) পরিবর্তন করা হয়। এবং মিমের টীকায় আছে: «আল-হামাযানি, মিম ও যাল (ذ) হরফে নড়াচড়ার সাথে শহরের প্রতি নিসবত করে, এবং মিম সাকিন ও দাল (د) উপেক্ষা করে গোত্রের প্রতি নিসবত করে, এবং এর প্রথমটিই কিতাবে আছে»।

(৭) যা, ইয়া-তে: «আল-মাশহুর»।

(৮) আ-তে: «ওয়ান-নিসব»।

[من اتفق اسم شيخه والراوي عنه]

(و) مَعْرِفَةُ (مَنْ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاهِي عَنْهُ)؛ وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

وَفَائِدَتُهُ: رَفْعُ اللَّبْسِ عَمَّنْ يُظَنُّ أَنَّ فِيهِ تَكَرُّراً⁽¹⁾، أَوْ انْقِلَاباً⁽²⁾.

فَمِنْ أَمْثَلَتِهِ⁽³⁾: الْبُخَارِيُّ، رَوَى عَنْ مُسْلِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، فَشَيْخُهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ⁽⁴⁾ الْبَصْرِيُّ، وَالرَّاهِي عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ صَاحِبُ «الصَّحِيحِ».

وَكَذَا وَقَعَ ذَلِكَ لِعَبْدِ بْنِ حُبَيْدٍ أَيْضاً، رَوَى⁽⁵⁾ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ⁽⁶⁾ حَدِيثاً بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَعَيْنَهَا.

(1) في ط زيادة: «فيه».

(2) في أ: «وانقلاباً».

(3) في أ، ط: «أمثلة».

(4) في أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ك، ل، ونسخة على حاشية ي: «الفراديسي»، والمثبت

من د، ح، ي، م، وهو الصواب؛ لأنه هو الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، قال

المُصَنِّفُ رحمه الله في تقريب التهذيب (ص 529): «مسلم بن إبراهيم الأزدي

الفرهيدي - بالفاء - أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكث، عمي بأخرة، من صغار

التسعة، مات سنة اثنتين وعشرين، وهو أكبر شيخ لأبي داود (ع)».

ويؤيده: أَنَّ الْفَرَادِيسِيَّ شَامِيٍّ، وَأَمَّا الْبَصْرِيُّ فَهُوَ الْفَرَاهِيدِيُّ؛ كَمَا فِي الْأَنْسَابِ

لِلسَّعَائِيِّ (10/ 161 - 166).

قَالَ اللَّقَائِيُّ رحمه الله فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 1575): «(الفراديسي): كَذَا بِخَطِّ

الْبَقَاعِيِّ، وَفِي النُّسخة التي بيدي بخط ابن شحرور، وعليها خطُ المُصَنِّفِ - أَيْضاً -،

وهو تصحيف، والصواب كما في بعض النسخ: (الفرهيدي)».

(5) في ط: «وروى».

(6) صحيح مسلم (13 - 1553).

[যার শিক্ষক ও তাঁর থেকে বর্ণনাকারীর নাম এক]

এবং (সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন) যার শিক্ষক ও তাঁর থেকে বর্ণনাকারীর নাম একই; এটি একটি সূক্ষ্ম প্রকার যা ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেননি।

এবং এর উপকারিতা হলো, যারা এতে পুনরাবৃত্তি⁽¹⁾ অথবা পরিবর্তন⁽²⁾ বলে মনে করে তাদের থেকে বিভ্রান্তি দূর করা।

এর উদাহরণগুলির মধ্যে অন্যতম⁽³⁾ হলো: ইমাম বুখারী (র.), যিনি মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, তাঁর শিক্ষক হলেন মুসলিম ইবনু ইবরাহীম আল-ফারাহীদী⁽⁴⁾ আল-বাসরী, এবং তাঁর থেকে বর্ণনাকারী হলেন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, যিনি 'আস-সহীহ' গ্রন্থের রচয়িতা।

একইভাবে, এটি 'আব্দ ইবনু হুমাইদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তিনি মুসলিম ইবনু ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন⁽⁵⁾, এবং মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ তাঁর সহীহ গ্রন্থে⁽⁶⁾ ঠিক এই শিরোনামেই তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(1) ত্বা (ط) সংস্করণে "فيه" (এতে) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

(2) আলিফ (أ) সংস্করণে "এবং পরিবর্তন" রয়েছে।

(3) আলিফ (أ) ও ত্বা (ط) সংস্করণে "উদাহরণ" রয়েছে।

(4) আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ي), ত্বা (ط), কাফ (ك), লাম (ل) এবং ইয়া (ي)-এর টীকায় প্রাপ্ত একটি সংস্করণে: "আল-ফারাদিসী" রয়েছে। দাল (د), হা (ح), ইয়া (ي), মীম (م) থেকে যা প্রমাণিত তা-ই সঠিক; কারণ তিনিই সেই ব্যক্তি যার থেকে সিভাহ কিতাবের রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার (র.) তাকরীবুত তাহযীব (পৃ. ৫২৯) গ্রন্থে বলেছেন: "মুসলিম ইবনু ইবরাহীম আল-আযদী আল-ফারাহীদী - ফা (ف) বর্ণ দিয়ে - আবু 'আমর আল-বাসরী, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, বহু বর্ণনা করেছেন, শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নবম স্তরের ছোটদের অন্তর্ভুক্ত, ২২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, এবং তিনি আবু দাউদের (র.) সবচেয়ে বড় শিক্ষক ছিলেন।" এবং এটিকে সমর্থন করে এই বিষয়টি যে, আল-ফারাদিসী শামী (সিরিয়ার), আর আল-বাসরী হলেন আল-ফারাহীদী; যেমনটি আস-সাম'আনী রচিত আল-আনসাব গ্রন্থে (১০/১৬১-১৬৬) উল্লেখ আছে। আল-লাকানী (র.) ক্বাদা'আল

ওয়াতার (পৃ. ১৫৭৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(আল-ফারাদিসী): বক্বাঈ-এর হস্তলিপিতে এভাবেই আছে, এবং আমার হাতে থাকা ইবনু শাহরুর-এর হস্তলিপির সংস্করণেও, এবং এতে গ্রন্থকারের হস্তলিপিও রয়েছে - এটি একটি ভুল লিখন (তাসহীফ), এবং কিছু সংস্করণে যেমন আছে, সঠিক হলো: (আল-ফারাহীদী)।"

(5) ত্বা (ط) সংস্করণে "এবং বর্ণনা করেছেন" লেখা আছে।

(6) সহীহ মুসলিম (১৩ - ১৫৫৩)।

(ص: 250) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْهَا: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، رَوَى عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى عَنْهُ هِشَامٌ، فَشَيْخُهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ، وَالرَّأَوِي عَنْهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ.
وَمِنْهَا: ابْنُ جُرَيْجٍ، رَوَى عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى عَنْهُ هِشَامٌ، فَلَا أَعْلَى ابْنِ عُرْوَةَ، وَالْأَدْنَى ابْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ.
وَمِنْهَا: الْحَكَمُ بْنُ عَتِيبَةَ، رَوَى ⁽¹⁾ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَنْهُ ⁽²⁾ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَلَا أَعْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالْأَدْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ.
وَأَمْثَلَتْهُ كَثِيرَةٌ ⁽³⁾.

[معرفة الأساء المجردة]

(و) مِنَ الْمُهْمِّ فِي هَذَا الْفَنِ: (مَعْرِفَةُ الْأَسَاءِ الْمُجَرَّدَةِ)، وَقَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُمَمَةِ؛ فَبَيْنَهُمْ مَنْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ قَيْدٍ، كَابْنِ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ»، وَابْنِ ⁽⁴⁾ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَابْنِ بَخَارِيِّ فِي «تَارِيخِيهَا» ⁽⁵⁾، وَابْنِ ⁽⁶⁾ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ» ⁽⁷⁾.

(1) فِي وَ، ز: «يُرْوَى».

(2) فِي ل: «وَرَوَى عَنْهُ».

(3) فِي حَاشِيَةِ ل - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(4) في ك: «وابن» بالرفع والجرّ، والمثبت من ج، د، ل.

(5) في هـ: «تأريخه» وفي و، ح، ك: «تأريخهما».

و «التأريخ الكبير» لابن أبي خيثمة مطبوع جزء منه، و «التأريخ الكبير» للبخاري مطبوع.

(6) في ك: «وابن» بالرفع والجرّ، والمثبت من ج، د، ل.

(7) وهو مطبوع.

এর মধ্যে একজন হলেন: ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর। তিনি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হিশাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, তাঁর শায়খ হলেন হিশাম ইবনু উরওয়াহ, যিনি তাঁর সমসাময়িকদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনু আবি আবদুল্লাহ আদ-দাস্তুওয়াঈ।

এর মধ্যে আরেকজন হলেন: ইবনু জুরাইজ। তিনি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হিশাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, যিনি উর্ধ্বতন (শিক্ষক) তিনি হলেন ইবনু উরওয়াহ, আর যিনি নিম্নস্থ (ছাত্র) তিনি হলেন ইবনু ইউসুফ আস-সানআনী।

এর মধ্যে আরেকজন হলেন: আল-হাকাম ইবনু উতাইবাহ। তিনি ইবনু আবি লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আবি লাইলা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, যিনি উর্ধ্বতন (শিক্ষক) তিনি হলেন আবদুর রহমান, আর যিনি নিম্নস্থ (ছাত্র) তিনি হলেন উক্ত মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান।

এবং এর উদাহরণ অনেক।

[অবিভাজ্য নামের জ্ঞান (মা'রিফাতুল আসমা'ইল মুজাররাদাহ)]

এবং এই শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: অবিভাজ্য নামসমূহ (আল-আসমা'উল মুজাররাদা) সম্পর্কে জ্ঞান। বহু ইমাম এগুলি সংগ্রহ করেছেন; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এগুলিকে কোনো শর্ত ছাড়াই সংগ্রহ করেছেন, যেমন ইবনু সা'দ তাঁর «আত-তাবাকাত» গ্রন্থে, ইবনু আবি খাইসামাহ, এবং বুখারী তাঁদের «তারীখ» গ্রন্থদ্বয়ে, এবং ইবনু আবি হাতিম তাঁর «আল-জারহ ওয়াত তা'দীল» গ্রন্থে।

(1) 'ওয়াও' ও 'যা' নুসখায়: «ইয়ারবী» (বর্ণনা করে) রয়েছে।

- (2) 'লাম' নুসখায়: «ওয়া রওয়া আনহু» (এবং তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন) রয়েছে।
- (3) 'লাম' নুসখার ঢাকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: «তারপর সেভাবে পৌঁছেছে।»
- (4) 'কাফ' নুসখায়: «ওয়াবনু» উভয় রফা ও জার অবস্থায়, তবে জিম, দাল, লাম নুসখায় যা প্রমাণিত রয়েছে, তা গ্রহণ করা হয়েছে।
- (5) 'হা' নুসখায়: «তারীখুহু» (তার ইতিহাস) এবং 'ওয়াও', 'হা', 'কাফ' নুসখায়: «তারীখুহুম» (তাদের দুই ইতিহাস) রয়েছে।
- এবং ইবনু আবি খাইসামার «আত-তারীখুল কাবীর» (আল-তারীখ আল-কাবির) এর কিছু অংশ মুদ্রিত, এবং বুখারীর «আত-তারীখুল কাবীর» মুদ্রিত।
- (6) 'কাফ' নুসখায়: «ওয়াবনু» উভয় রফা ও জার অবস্থায়, তবে জিম, দাল, লাম নুসখায় যা প্রমাণিত রয়েছে, তা গ্রহণ করা হয়েছে।
- (7) এবং এটি মুদ্রিত।

(ص: 251) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الثَّقَاتِ؛ كَالْعَجَلِيِّ⁽¹⁾، وَابْنِ حِبَّانَ⁽²⁾، وَابْنِ شَاهِينَ⁽³⁾.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الْمَجْرُوحِينَ؛ كَابْنِ عَدِيٍّ⁽⁴⁾، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضاً⁽⁵⁾.
وَمِنْهُمْ مَنْ تَقَيَّدَ⁽⁶⁾ بِكِتَابٍ مَخْصُوصٍ: كَ«رِجَالِ الْبُخَارِيِّ» لِأَبِي⁽⁷⁾ نَصْرِ الْكَلَابَاذِيِّ⁽⁸⁾،
وَ«رِجَالِ مُسْلِمٍ» لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ مَنْجُويَةٍ⁽⁹⁾، وَرِجَالِهِمَا مَعاً لِأَبِي الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ⁽¹⁰⁾، وَ
«رِجَالِ أَبِي دَاوُدَ» لِأَبِي عَلِيٍّ الْجَيْيَانِيِّ⁽¹¹⁾، وَكَذَا «رِجَالُ التِّرْمِذِيِّ».

(1) في كتابه: «معرفة الثقات»، وهو مطبوع.

(2) في كتابه: «الثقات»، وهو مطبوع.

(3) في كتابه: «تاريخ أسباء الثقات»، وهو مطبوع.

(4) في كتابه: «الكامل في ضعفاء الرجال»، وهو مطبوع.

(5) في كتابه: «معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»، وهو

مطبوع.

(6) في ج: «بقيد»، وفي هـ، و: «يُقَيِّد»، ولم ينقط في أ.

(7) في و، ز: «لابن».

(8) في و، ز: «الكلابادي».

وهو: أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي، الحافظ (ت 398 هـ).
سِير أعلام النبلاء (94 / 17).

واسم كتابه: «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم
البخاري في جامعه» وهو مطبوع.

(9) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، الحافظ (ت 428 هـ). تذكرة
الحفّاظ (190 / 3).

واسم كتابه: «رجال صحيح مسلم» وهو مطبوع. وانظر: الأنساب للسَّعَائي (12 / 450).

(10) اسمه: «الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال
البخاري ومسلم»، طبع باسم: «الجمع بين رجال الصحيحين».

(11) وهو: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجَيَّاني، الحافظ (ت 498 هـ).
تذكرة الحفّاظ (190 / 3).

واسم كتابه: «تسوية شيوخ أبي داود»، وهو مطبوع.

তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল 'ছিকাত' (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের) বর্ণনা করেছেন; যেমন আল-ইজলী⁽¹⁾, ইবনু হিব্বান⁽²⁾, এবং ইবনু শাহীন⁽³⁾.

তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল 'মাজরুহীন' (দুর্বল ও অভিযুক্ত বর্ণনাকারীদের) বর্ণনা করেছেন; যেমন ইবনু আদী⁽⁴⁾, এবং ইবনু হিব্বানও⁽⁵⁾.

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন⁽⁶⁾: যেমন আবু নাসর আল-কালাবায়ীর⁽⁷⁾⁽⁸⁾ «রিজাল আল-বুখারী», আবু বকর ইবনু মানজুয়াহ-এর⁽⁹⁾ «রিজাল মুসলিম», এবং তাদের উভয়ের رجال (বর্ণনাকারীদের) একত্রিত করে আবু আল-ফাদল ইবনু

و «رِجَالُ النَّسَائِيِّ» لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمَغَارِبَةِ⁽¹⁾، وَرِجَالُ السِّنَّةِ - الصَّحِيحَيْنِ، وَأَبِي دَاوُدَ،
وَالزُّمَيْدِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهَ⁽²⁾ - لِعَبْدِ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيِّ فِي كِتَابِهِ⁽³⁾ «الْكَمَالِ»⁽⁴⁾،
ثُمَّ هَذَبَهُ الْبَزْزِيُّ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ»⁽⁵⁾.
وَقَدْ لَخَّصَتْهُ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَسَمَّيْتُهِ: «تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ»⁽⁶⁾، وَجَاءَ مَعَ⁽⁷⁾
مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَاتِ⁽⁸⁾ قَدَرُ ثُلُثِ الْأَصْلِ⁽⁹⁾.

[معرفة الأسماء المفردة]

(و) مِنَ الْمُهْمِّ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ (الْمُفْرَدَةِ)، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ⁽¹⁰⁾
أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَزْزِيُّ⁽¹¹⁾، فَذَكَرَ

-
- (1) منهم: أبو علي الجَيَّانِيُّ (ت 498 هـ)، وعبد العزيز بن محمد الدَّورَقِيُّ (ت 524 هـ)،
وعبد الله بن سليمان الأندلسيُّ (ت 612 هـ)، ومحمد بن إسماعيل بن خلفون
الأندلسيُّ (ت 636 هـ).
انظر: التَّكْمِلَةُ لَكِتَابِ الصِّلَةِ لابن الأَبَار (2/ 288)، وَأَسْمَاءُ شَيُوخِ مَالِكِ لابن خلفون
(ص 198)، وبرنامج الرُّعَيْنِيِّ (ص 55)، والرسالة المستطرفة للكتانيِّ (ص 208)،
وشجرة النور الزكية لمحمد بن مخلوف (1/ 182)، وَقَضَاءُ الْوَطَرِ (ص 1580).
(2) فِي أ، ب، د، ح، ط، ي، ك: «مَاجَة».
(3) فِي ط: «كِتَاب».
(4) فِي أ، ب، ج، د، هـ، ز، ط، م: «الإِكمال»، وهو وهم، والكتاب مطبوع.
(5) واسمه: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، وهو مطبوع.
(6) وهو مطبوع.
(7) فِي هـ، ح: «وَجَامِعُ» بدل: «وَجَاءَ مَعَ».
(8) فِي ي، ك: «الزِّيَادَة».

(9) في حاشية أ - بخط المصنف -: «ثم بلغ سباعاً بقراءة نور الدين».

(10) في و زيادة: «بن».

(11) في هـ، ك: «البرذيجي» وفي نسخة على حاشية ي: «البردعي»، وفي حاشية هـ: «

... (أ) المؤلف رحمه الله: البرديجي بالذال المهملة، والبرذعي بالذال المعجمة».

وانظر: معجم البلدان (1/ 378).

(أ) كلمة غير واضحة.

وهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي، الحافظ (ت 301 هـ). سيرة أعلام

النُّبلاء (14/ 122).

এবং 'নাসায়ীর রিজাল' (বর্ণনাকারীবৃন্দ) হলো মাগরিবের (পশ্চিমা অঞ্চলের) একদল আলেমের রচনা⁽¹⁾। আর 'আস-সিত্তাহর রিজাল' (ছয় কিতাবের বর্ণনাকারীবৃন্দ) – সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম), আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহ⁽²⁾ – আব্দুল গানি আল-মাকদিসীর 'আল-কামাল'⁽³⁾⁽⁴⁾ নামক গ্রন্থে সংকলিত। এরপর আল-মিযযী এটিকে 'তাহযীবুল কামাল'⁽⁵⁾ গ্রন্থে পরিমার্জন করেন।

এবং আমি এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছি, এতে অনেক কিছু সংযোজন করেছি এবং এর নামকরণ করেছি: 'তাহযীবুত তাহযীব'⁽⁶⁾। আর এতে যে সংযোজনগুলো⁽⁷⁾⁽⁸⁾ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা মূলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ⁽⁹⁾।

[একক নামসমূহ (আল-আসমাউল মুফরাদা) পরিচিতি]

এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে এটিও আছে: একক নামসমূহ (আল-মুফরাদা) সম্পর্কে জ্ঞান। আর এতে হাফিয আবু বকর⁽¹⁰⁾ আহমদ ইবনে হারুন আল-বারদিজী⁽¹¹⁾ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন:

(1) তাদের মধ্যে রয়েছেন: আবু আলী আল-জাইয়ানী (মৃত্যু ৪৯৮ হি.), আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আদ-দাওরাকী (মৃত্যু ৫২৪ হি.), আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান আল-আন্দালুসী (মৃত্যু ৬১২ হি.) এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে খালফুন আল-আন্দালুসী (মৃত্যু ৬৩৬ হি.)।

দেখুন: ইবনুল আব্বারের 'আত-তাকমিলা লি কিতাবিস সিলাহ' (২/২৮৮), ইবনে খালফুনের 'আসমাউ শায়াখ মালিক' (পৃ. ১৯৮), আর-রুআইনী 'বারনামাজ' (পৃ. ৫৫), আল-কাত্তানীর 'আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ' (পৃ. ২০৮), মুহাম্মদ ইবনে মাখলুফের 'শাজারাতুন নূর আয-যাকিয়াহ' (১/১৮২) এবং 'ক্বায়াউল ওয়াতার' (পৃ. ১৫৮০)।

(২) আ, বা, দা, হা, ত্বা, ইয়া, কা পাণ্ডুলিপিতে: 'মাজাহ'।

(৩) ত্বা (ত) পাণ্ডুলিপিতে: 'কিতাব'।

(৪) আ, বা, জিম, দা, হা, যা, ত্বা, মিম পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-ইকমাল', যা একটি ভুল, এবং বইটি মুদ্রিত।

(৫) এবং এর নাম: 'তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল', যা মুদ্রিত।

(৬) এটি মুদ্রিত।

(৭) হা, হা (দুইটি পাণ্ডুলিপিতে): 'ওয়াজামিউ' এর পরিবর্তে 'ওয়াজায়া মাআ' ব্যবহৃত হয়েছে।

(৮) ইয়া, কা (দুইটি পাণ্ডুলিপিতে): 'আয-যিয়াদাহ'।

(৯) আ (আলিফ) পাণ্ডুলিপির মার্জিনে – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে –: 'এরপর তা নূরুদ্দীনের পাঠের মাধ্যমে শ্রবণযোগ্যতা লাভ করে।'।

(১০) ওয়াও (ও) পাণ্ডুলিপিতে 'ইবনে' শব্দটি অতিরিক্ত আছে।

(১১) হা, কা (দুইটি পাণ্ডুলিপিতে): 'আল-বারদিজি' এবং ইয়া (ইয়া) পাণ্ডুলিপির মার্জিনে একটি কপিতে: 'আল-বারদায়ী'। আর হা (হা) পাণ্ডুলিপির মার্জিনে: '... (ক) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন: 'আল-বারদিজি' (অচিহ্নিত দাল বর্ণ দ্বারা), এবং 'আল-বারদায়ী' (চিহ্নিত যাল বর্ণ দ্বারা)'। দেখুন: মু'জামুল বুলদান (১/৩৭৮)।

(ক) অস্পষ্ট শব্দ।

তিনি হলেন: আবু বকর আহমদ ইবনে হারুন ইবনে রুহ আল-বারদিজী, হাফিয (মৃত্যু ৩০১ হি.)। সিয়রু আ'লামিন নুবালা (১৪/১২২)।

(ص: 253) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أَشْيَاءَ تَعَقَّبُوا⁽¹⁾ عَلَيْهِ بَعْضَهَا⁽²⁾، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «صُغْدِي بُنْ سِنَانٍ»، أَحَدُ الضُّعَفَاءِ، وَهُوَ⁽³⁾ بِضَمِّ الْمُهِمْلَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ سِينًا مُهِمْلَةً، وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَبَةِ، بَعْدَهَا دَالٌ مُهِمْلَةٌ، ثُمَّ يَاءٌ كِيَاءِ النَّسَبِ، وَهُوَ اسْمٌ عَلَمٌ⁽⁴⁾، يَلْفِظُ النَّسَبِ، وَلَيْسَ هُوَ⁽⁵⁾ فَرْدًا، فَفِي

«الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ⁽⁶⁾: صُغْدِيُّ الْكُوفِيِّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ فَضَعَّفَهُ⁽⁷⁾.

وَفِي⁽⁸⁾ «تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ»: صُغْدِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْوِي عَنْ⁽⁹⁾

(1) «تَعَقَّبُوا» لَيْسَتْ فِي أ، وَفِي مَكَانِهَا بَيَاضٌ.

(2) وَاسِمُهُ: «طَبَقَاتُ الْأَسْمَاءِ الْمَفْرَدَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ (ص 325): «وَكِتَابُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْبَرْذِيحِيِّ الْبَرْذَعِيِّ الْمُرْجَمُ بِالْأَسْمَاءِ الْمَفْرَدَةِ مِنْ أَشْهُرِ كِتَابٍ فِي ذَلِكَ، وَلِحَقِّهِ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ اعْتِرَاضٌ وَاسْتِدْرَاكٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْحَفَاطِ، مِنْهُمْ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكِيرٍ».

(3) «وَهُوَ» سَقَطَتْ مِنْ ك.

(4) فِي د: «اسْمُ عِلْمٍ» عَلَى الْإِضَافَةِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ ج، ح، ل.

(5) «هُوَ» لَيْسَتْ فِي ح.

(6) (4/454).

(7) تَارِيخُ ابْنِ مَعِينٍ، رَوَايَةُ الدَّوْرِيِّ (4/250).

(8) فِي م: «فِي» مِنْ غَيْرِ وَאו.

(9) فِي ب: «عَنْهُ».

কিছু বিষয় যা তাঁরা⁽¹⁾ তাঁর উপর পর্যালোচনা⁽²⁾ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো তাঁর এই উক্তি: "সুগদি ইবনে সিনান" – তিনি দুর্বল বর্ণনাকারীদের একজন। এর উচ্চারণ হলো নুকতাবিহীন (ص) বর্ণের উপর পেশ (ضمّ)، এবং কখনো কখনো তা নুকতাবিহীন সীন (س) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং নুকতাসহ গাইন (غ) বর্ণের উপর সুকুন, তার পরে নুকতাবিহীন দাল (د) বর্ণ, তারপর একটি ইয়া (ي) যা নসবের (সম্পর্কসূচক) ইয়ার মতো⁽³⁾। এটি নসবের শব্দের বিন্যাসে গঠিত একটি ব্যক্তি নাম⁽⁴⁾। এবং সে একক ব্যক্তি নয়⁽⁵⁾। কেননা ইবনে আবি

হাতেমের "আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল"⁽⁶⁾ গ্রন্থে আছে: সুগদি আল-কুফী, তাকে ইবনে মাস্গিন বিশ্বস্ত বলেছেন, এবং তার ও তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন, ফলে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন⁽⁷⁾।

এবং⁽⁸⁾ উকাইলীর "তারিখ" গ্রন্থে আছে: সুগদি ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি বর্ণনা করেন⁽⁹⁾

- (1) "তা'আক্বাবু" (تَعْقَبُوا) শব্দটি 'আলিফ' নুসখায় নেই, এবং এর স্থানে সাদা অংশ রয়েছে।
- (2) এবং এর নাম: "তাবাকাতুল আসমা আল-মুফাররাদাহ মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবেঈন ওয়া আসহাবিল হাদীস", এবং এটি প্রকাশিত।
ইবনুস সালাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'মারিফাতু আনওয়া উলূমিল হাদীস' (পৃ. ৩২৫) গ্রন্থে বলেছেন: "আহমাদ ইবনে হারুন আল-বারদিজী আল-বারযা'য়ীর 'আল-আসমা আল-মুফাররাদাহ' নামে অনূদিত গ্রন্থটি এ বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলির একটি। তবে অনেক হাফেজের অনেকেই এর উপর আপত্তি ও সংশোধন করেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর"।
- (3) "ওয়াহুয়া" (وَهُوَ) শব্দটি 'কাফ' নুসখা থেকে বাদ পড়েছে।
- (4) 'দাল' নুসখায় "ইসমু আলামিন" (اسْمُ عَلَمٍ) ইজাফাত হিসেবে আছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা হলো 'জিম', 'হা', 'লাম' নুসখা থেকে।
- (5) "হুয়া" (هُوَ) শব্দটি 'হা' নুসখায় নেই।
- (6) (৪/৪৫৪)।
- (7) তারিখ ইবনে মাস্গিন, রিওয়াত আল-দাওরী (৪/২৫০)।
- (8) 'মীম' নুসখায় "ওয়াও" (و) ছাড়া "ফি" (فِي) লেখা আছে।
- (9) 'বা' নুসখায় "আনহু" (عنه) লেখা আছে।

(ص: 254) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

قَتَادَةَ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: «حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»⁽¹⁾. انْتَهَى.

وَأَظْنُهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَمَّا كَوْنُ الْعُقَيْلِيِّ ذَكَرَهُ فِي «الضُّعْفَاءِ»؛ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيثِ ⁽²⁾ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَيْسَتْ ⁽³⁾ الْآفَةُ مِنْهُ، بَلْ هِيَ مِنَ الرَّاوي عَنْهُ عَنْبَسَةَ بْنِ ⁽⁴⁾ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⁽⁵⁾، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⁽⁶⁾.

وَمِنْ ذَلِكَ: «سَنْدَرٌ» ⁽⁷⁾ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ ⁽⁸⁾، بِوَزْنِ جَعْفَرٍ ⁽⁹⁾، وَهُوَ مَوْلَى زُنْبَاعٍ ⁽¹⁰⁾ الْجَذَامِيِّ ⁽¹¹⁾، لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ اسْمٌ فَرْدٌ لَمْ يَتَّسَمَ بِهِ غَيْرُهُ ⁽¹²⁾، فِيمَا نَعْلَمُ، لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو مُوسَى فِي «الذَّيْلِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» ⁽¹³⁾

(1) الضعفاء الكبير (2/ 279).

(2) في أ، ج، ط: «الحديث».

(3) في ج: «فليست».

(4) في ج: «عنيسة بن» بِالْجَرِّ، وَفِي د، ح: «عنيسة بن» بِالْفَتْحِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ل.

(5) هو: عنيسة بن عبد الرحمن بن عنيسة بن سعيد بن العاصي الأموي، متروك، رَمَاهُ أَبُو حَاتِمٍ بِالْوَضْعِ. تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (ص 433).

(6) فِي حَاشِيَةِ د - بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ -: «ثُمَّ بَلَغَ كَذَلِكَ».

(7) فِي ج: «سَنْدَرٌ» بِضَمِّ وَاحِدَةٍ، وَفِي ح: «سَنْدَرٌ» بِفَتْحَةِ وَاحِدَةٍ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ك.

(8) فِي أ: «بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ» بَدَلُ: «بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ»، وَفِي حَاشِيَةِ د: «بِفَتْحِ».

(9) فِي ج: «جَعْفَرٌ» بِضَمِّ وَاحِدَةٍ، وَفِي ح: «جَعْفَرٌ» بِالسُّكُونِ، وَأَهْمَلْتُ فِي بَقِيَةِ النُّسخِ.

(10) فِي م: «زُنْبَاعٌ» بِفَتْحِ الزَّايِ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ ج، د، هـ، و، ح، ك، ل.

قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 766): «بكسر زاي، وسكون نون، فموحد». وقال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس (21/ 144): «زَنْبَاعٌ: كَقَنْطَارٍ؛ عَلَمٌ».

(11) في ب: «الجدامي» بالبدال المهملة.

(12) في حاشية ج: «لم يضاف به غيره».

(13) اسمه: «المستفاد بالنظر والكتابة في معرفة الصحابة» كذا ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/ 215).

وقال ابن الأثير رحمه الله في أُسْدُ الغَابَةِ (1/ 10): «وقد أتى بعدهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني، فاستدرك على ابن مَنْدَه ما فاتته في كتابه، فجاء تصنيفه كبيراً نحو ثلثي كتاب ابن مَنْدَه».

কাতাদাহ। উকাইলী বলেছেন: «তার হাদিস অসংরক্ষিত (غَيْرُ مَحْفُوظٍ)»⁽¹⁾। শেষ।

আর আমি মনে করি, তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ইবনে আবি হাতিম উল্লেখ করেছেন। আর উকাইলী তাঁকে «আদ-দু'আফা» (দুর্বল বর্ণনাকারীদের গ্রন্থ)-এ উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু তা কেবল সেই হাদিসের জন্য⁽²⁾ যা তিনি বর্ণনা করেছেন। আর ত্রুটি⁽³⁾ তাঁর থেকে নয়, বরং তা তাঁর থেকে বর্ণনাকারী আনবাসা ইবনে⁽⁴⁾ আব্দুর রহমান⁽⁵⁾ থেকে, আর আল্লাহই ভালো জানেন⁽⁶⁾।

আর তাদের মধ্যে একজন হলেন: «সান্দার»⁽⁷⁾, (সীন) বিদুহীন এবং নুন⁽⁸⁾ সহ, 'জা'ফর'-এর ওজনে⁽⁹⁾। তিনি ছিলেন যিনবা⁽¹⁰⁾ আল-জুযামী⁽¹¹⁾-এর মাওলা (মুক্ত দাস)। তাঁর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা (সুহবাহ) ও বর্ণনা রয়েছে। আর প্রসিদ্ধি আছে যে, তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু আব্দুল্লাহ। আমাদের জানা মতে, এটি একটি একক নাম, অন্য কেউ এই নামে পরিচিত হননি⁽¹²⁾। তবে আবু মুসা «আয-যাইল আলা মা'রিফাতিস সাহাবাহ» (সাহাবিদের জ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট)⁽¹³⁾-এ উল্লেখ করেছেন

(1) আদ-দু'আফা আল-কাবীর (২/২৭৯)।

(2) 'আ', 'জ', 'ত' পাণ্ডুলিপিতে: «আল-হাদিস»।

(3) 'জ' পাণ্ডুলিপিতে: «ফালইসাত»।

- (4) 'জ' পাণ্ডুলিপিতে: «আনবাসা ইবনে» জার (kasra) সহ, এবং 'দ', 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «আনবাসা ইবনা» ফাতহা (fatha) সহ, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত (টেক্সটে) তা 'ল' পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (5) তিনি হলেন: আনবাসা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আনবাসা ইবনে সাঈদ ইবনুল আসী আল-উমাবী। তিনি মাতরুক (পরিত্যক্ত), আবু হাতিম তাকে জালিয়াতির (ওয়ায') অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তাকরিবুত তাহযীব (পৃ. ৪৩৩)।
- (6) 'দ' পাণ্ডুলিপির পাদটীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে -: «তারপর একইভাবে পৌঁছেছে»।
- (7) 'জ' পাণ্ডুলিপিতে: «সান্দার» এক দম্মা (damma) সহ, এবং 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «সান্দারা» এক ফাতহা (fatha) সহ, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'কাফ' পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (8) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: «বিফাতহিল মুহমালাতি ওয়া সুকুনি নুন» (বিদুহীন অক্ষর সীন-এর ফাতহা সহ এবং নুন-এর সুকুন সহ) এর পরিবর্তে: «বিল মুহমালাতি ওয়ান নুন» (বিদুহীন অক্ষর সীন এবং নুন সহ), এবং 'দ' পাণ্ডুলিপির পাদটীকায়: «বিফাতহ» (ফাতহা সহ)।
- (9) 'জ' পাণ্ডুলিপিতে: «জা'ফার» এক দম্মা (damma) সহ, এবং 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «জা'ফার» সুকুন (sukūn) সহ, আর বাকি পাণ্ডুলিপিগুলোতে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে।
- (10) 'ম' পাণ্ডুলিপিতে: «যানবা'» 'যা' (যাই অক্ষর)-এর ফাতহা (fatha) সহ, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'জ', 'দ', 'হা', 'ওয়াও', 'কাফ', 'লাম' পাণ্ডুলিপি থেকে।
কারী (রহ.) 'শারহ শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৭৬৬)-এ বলেছেন: «যা (যাই অক্ষর)-এর কাসরা (kasra) সহ, নুন-এর সুকুন (sukūn) সহ, তারপর একবচন», আর যুবাইদী (রহ.) 'তাজুল আরুস' (২১/১৪৪)-এ বলেছেন: «যিনবা' (يَنْبَا'): কিনতার (قِنْطَار) এর ওজনে; একটি নাম»।
- (11) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: «আল-জুদামী» (বিদুহীন 'দাল' অক্ষর সহ)।
- (12) 'জ' পাণ্ডুলিপির পাদটীকায়: «অন্য কেউ এতে যুক্ত হয়নি»।
- (13) এর নাম: «আল-মুস্তাফাদ বিন নাযার ওয়াল কিতাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ» (পর্যবেক্ষণ ও লেখার মাধ্যমে সাহাবিদের জ্ঞান লাভ)। মাগলাতাই 'ইকমালু তাহযীবিল কামাল' (২/২১৫)-এ এভাবেই উল্লেখ করেছেন।
আর ইবনুল আসীর (রহ.) 'উসদুল গাবাহ' (১/১০)-এ বলেছেন: «তাদের পরে হাফিয আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর ইবনে আবি ঈসা আল-আসফাহানী আগমন করেন এবং ইবনে মানদাহ-এর গ্রন্থ থেকে যা বাদ পড়েছিল, তা তিনি পুনরুদ্ধার করেন। ফলে তাঁর সংকলন ইবনে মানদাহ-এর গ্রন্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মতো বৃহৎ হয়»।

لِابْنِ مَنْدَه: سَنَدَرُ أَبُو⁽¹⁾ الْأَسْوَدِ، وَرَوَى لَهُ حَدِيثًا، وَتُعَقَّبُ⁽²⁾ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ⁽³⁾ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَه.
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ: مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجِزْيِيُّ فِي «تَارِيخِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا مِصْرًا»، فِي تَرْجَمَةِ سَنَدَرٍ مَوْلَى زُبَيْعٍ.
وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ⁽⁴⁾.

[معرفة الألقاب والأنساب]

(وَكَذَا) مَعْرِفَةُ (الْكُنَى) الْمَجْرَدَةِ⁽⁵⁾ (وَالْأَلْقَابِ)؛ وَهِيَ تَارَةٌ تَكُونُ⁽⁶⁾ بِلَفْظِ الْإِسْمِ، وَتَارَةً⁽⁷⁾ بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ، وَتَقَعُ⁽⁸⁾ نِسْبَةً⁽⁹⁾ إِلَى عَاهَةٍ⁽¹⁰⁾ أَوْ حَرْفَةٍ.
(وَ) كَذَا⁽¹¹⁾ (الْأَنْسَابُ وَ) هِيَ تَارَةٌ (تَقَعُ إِلَى⁽¹²⁾ الْقَبَائِلِ)

(1) فِي أ: «ابن».

(2) فِي ك: «وَتُعَقَّبُ» بفتح التاء والعين والقاف، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ط.

(3) فِي ي: «بأنه».

(4) انظر: الإصابة (4/ 487).

(5) فِي نسخة على حاشية ي: «والمفردة».

(6) فِي ك: «تكون تارة» بتقديم وتأخير.

(7) فِي هـ، و، ز زيادة: «تكون».

(8) فِي أ: «وقد تقع» بدل: «وتقع»، وفي ج، د: «ويقع» بالياء، ولم ينقط الحرف الأول من كلمة «تقع» في أ، ب.

(9) فِي ك زيادة: «تارة»، وفي و: «نسبة»، وهو وهم.

(10) فِي ب، ج، ي، ل زيادة: «كالأعمش».

(11) «وَكُذَّا» ليست في أ، وفي نسخة على حاشية ي: «معرفة».

(12) في أ، هـ: «في».

ইবনে মানদাহের মতে: সান্দার আবুল(1) আসওয়াদ। তিনি তার থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে তার উপর সমালোচনা করা হয়েছে(2); কারণ তিনিই(3) সেই ব্যক্তি যার কথা ইবনে মানদাহ উল্লেখ করেছেন।

আর উল্লিখিত হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনুর রাবী' আল-জিয়ী তার «তারীখুস সাহাবাতি আল্লাজিনা নাযালু মিসর» (মিসরে বসবাসকারী সাহাবিদের ইতিহাস) গ্রন্থে, সান্দার মাওলা জিনবা'-এর জীবনীর অধীনে উল্লেখ করেছেন।

আর আমি এটি সাহাবিদের উপর আমার কিতাবে(4) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

[উপাধি (আলকাব) ও বংশপরিচয় (আনসাব) এর জ্ঞান]

(এবং অনুরূপভাবে) স্বতন্ত্র (মুজাররাদা)(5) কুনিয়া (উপনাম) এবং উপাধি (আলকাব)(6) সমূহের জ্ঞান; আর এটি কখনও নামের শব্দে হয়, কখনও(7) কুনিয়ার শব্দে হয়, এবং তা কখনও(8) কোনো ক্রটি(10) বা পেশার(9) সাথে সম্পর্কিত হয়।

(এবং) অনুরূপভাবে(11) (আনসাব) বংশপরিচয়; আর তা কখনও (গোত্রসমূহের সাথে)(12) সম্পর্কিত হয়।

(1) 'আ' সংস্করণে: «ইবন»।

(2) 'কাফ' সংস্করণে: «ওয়াতা'আক্বাবা» তা, আইন ও কাফ অক্ষরের ফাতহা (জবর) সহকারে। আর যা প্রমাণিত তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ত্বা' থেকে নেওয়া।

(3) 'ইয়া' সংস্করণে: «বিয়ান্নাহু»।

(4) দেখুন: আল-ইসাবাহ (৪/৪৮৭)।

(5) 'ইয়া'র হাসিয়াতে (পাদটীকায়) একটি কপিতে: «ওয়াল-মুফাররাদা»।

(6) 'কাফ' সংস্করণে: «তাকুনু তারা» (ক্রিয়া ও কালের উপাদানের) আগে-পিছে সহকারে।

(7) 'হা', 'ওয়াও', 'যা' সংস্করণে: «তাকুনু» এর বৃদ্ধি আছে।

(8) 'আ' সংস্করণে: «ওয়াতাক্কায়া» এর পরিবর্তে «কাদ তাক্কায়া»। আর 'জিম', 'দাল' সংস্করণে: «ইয়াক্কায়া» ইয়া অক্ষর সহকারে। আর 'আ', 'বা' সংস্করণে «তাক্কায়া» শব্দের প্রথম অক্ষর নুকতাবিহীন।

(9) 'কাফ' সংস্করণে: «তারা» এর বৃদ্ধি আছে। আর 'ওয়াও' সংস্করণে: «নিসবাতুন», যা একটি ভ্রম।

(10) 'বা', 'জিম', 'ইয়া', 'লাম' সংস্করণে: «কাল-আ'মাশ» এর বৃদ্ধি আছে।

(11) «ওয়াকাজা» 'আ' সংস্করণে নেই। আর 'ইয়া'র হাসিয়াতে (পাদটীকায়) একটি কপিতে: «মা'রিফাতু»।

(12) 'আ', 'হা' সংস্করণে: «ফি»।

(ص: 256) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَهُوَ ⁽¹⁾ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرِيٌّ ⁽²⁾ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَأَخِّرِينَ.
(و) تَارَةً إِلَى (الأوطان)؛ وَهَذَا فِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَكْثَرِيٌّ ⁽³⁾ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمِينَ.
وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْوَطَنِ أَعْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ⁽⁴⁾ (بِلَادًا، أَوْ ضِياعًا) ⁽⁵⁾، أَوْ سِكَكًا، أَوْ مُجَاوَرَةً ⁽⁶⁾،
(و) تَقَعُ ⁽⁷⁾ (إِلَى الصَّنَائِعِ) ⁽⁸⁾؛ كَالْخِيَّاطِ (وَالْحَرْفِ)؛ كَالْبَزَّازِ ⁽⁹⁾.
(وَيَقَعُ فِيهَا) ⁽¹⁰⁾ الْإِتِّفَاقُ وَالِاشْتِبَاهُ ⁽¹¹⁾؛ كَالْأُسْبَاءِ).

(1) فِي أ، ب، ج، ي: «وهي». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ (ص

769): «(وَهُوَ) وَفِي نَسْخَةِ: (وهي) أَي: الْأَنْسَابُ إِلَى الْقَبَائِلِ».

(2) فِي ه، ح: «أكثر»، وَفِي ح زِيَادَةٌ: «شيء». قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ
النُّخْبَةِ (ص 769): «(أكثر) وَفِي بَعْضِ النُّسخ: (أَكْثَرِيٌّ) أَي: مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَكْثَرِ».

(3) فِي ه، ط: «أكثر»، وَفِي ح: «أكثر شيء».

(4) فِي و، ك: «تكون»، وَلَمْ يَنْقُطْ فِي أ، ه. قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ شَرْحِ

النُّخْبَةِ (ص 771): «بصيغة التذكير فِي النسخ الصحيحة؛ بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ النِّسْبَةَ

مصدر يستوي فيه المذكور والمؤنث، أو بتأويل الانتساب، ولا يبعد أن يكون الضمير راجعاً إلى الوطن».

(5) في ج: «وضياعاً».

(6) في د، وحاشية ج: «ومجاورة».

(7) في ج، د، ي: «ويقع»، ولم ينقط في أ، ه، ح.

(8) في ح: «الصانع».

(9) في أ، ب: «البزار». قال ابن الأثير رحمه الله في اللباب في تهذيب الأنساب (1/

146): «(البَزَار): بفتح الباء الموحدة والزايين بينهما ألف، هذه النسبة لمن يبيع

البز وهو الثياب، واشتهر بها جماعة من المتقدمين والمتأخرين».

(10) في أ، ه، و، ز، ح، ط، ي، م: «فيه»، وفي نسخة على حاشية ي: «فيها». قال

القاري رحمه الله في شرح شرح النُخبة (ص 772): «(وَيَقَعُ فِيهَا) أي: في الأنساب

المنسوبة إلى القبائل، والأوطان، والصنائع، والحرف، أو في النسبة إلى هذه الأشياء،

وفي نسخة: (ويقع فيه) أي: في الانتساب المذكور».

(11) في ج، ل: «الاشتباه والاتفاق» بتقديم وتأخير.

আর এটি⁽¹⁾ পূর্ববর্তীদের মধ্যে পরবর্তীতেদের তুলনায় অধিক প্রচলিত⁽²⁾ ছিল।

এবং কখনও কখনও (সম্পর্ক) স্বদেশসমূহের প্রতি (স্থাপন করা হয়); আর এটি পরবর্তীতেদের মধ্যে পূর্ববর্তীদের তুলনায় অধিক প্রচলিত⁽³⁾।

এবং স্বদেশের প্রতি সম্পর্ক আরও ব্যাপক হতে পারে⁽⁴⁾, (যেমন তা হতে পারে) দেশসমূহ, অথবা জমি-জমা⁽⁵⁾, অথবা রাস্তা-ঘাট, অথবা প্রতিবেশী হওয়া⁽⁶⁾। এবং (সম্পর্ক) কারিগরি পেশাসমূহের⁽⁸⁾ প্রতিও স্থাপন করা হয়⁽⁷⁾; যেমন দরজি (খাইয়্যাত), এবং সাধারণ পেশাগুলির প্রতি; যেমন বস্ত্র ব্যবসায়ী (বাজ্জাজ)⁽⁹⁾।

এবং এর মধ্যে⁽¹⁰⁾ সাদৃশ্য (ইতিফাক) ও বিভ্রান্তি (ইশতিবাহ)⁽¹¹⁾ উভয়ই ঘটে; যেমন নামের ক্ষেত্রে।

- (1) আ, বা, জিম, ইয়া-তে: ‘ওহিয়া’ (وَهْيَا)। আল-কারির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘শারহ শারহ আল-নুখবাহ’ (পৃ. ৭৬৯) গ্রন্থে আছে: ‘(ওয়াহুয়া) (وَهُوَ)’ এবং একটি নুসখায়: ‘(ওহিয়া) (وَهْيَا)’; অর্থাৎ: গোত্রসমূহের প্রতি আনসাব।
- (2) হা, হা-তে: ‘আকসার’ (أَكْثَرُ), এবং হা-তে অতিরিক্ত: ‘শাই’ (شَيْءٌ)। আল-কারির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘শারহ শারহ আল-নুখবাহ’ (পৃ. ৭৬৯) গ্রন্থে আছে: ‘(আকসার) (أَكْثَرُ)’ এবং কিছু নুসখায়: ‘(আকছারি) (أَكْثَرِيٌّ)’; অর্থাৎ: অধিকাংশের সাথে সম্পর্কিত।
- (3) হা, তা-তে: ‘আকসার’ (أَكْثَرُ), এবং হা-তে: ‘আকসার শাই’ (أَكْثَرُ شَيْءٍ)।
- (4) ওয়াও, কাফ-এ: ‘তাকুনু’ (تَكُونُ), এবং আ, হা-তে নুকতা নেই। আল-কারির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘শারহ শারহ আল-নুখবাহ’ (পৃ. ৭১১) গ্রন্থে আছে: ‘সঠিক নুসখাগুলিতে পুংলিঙ্গ রূপে (ইয়াকুনু); এই ভিত্তিতে যে, আন-নিসবাহ (النسبة) একটি মাসদার (ক্রিয়া বিশেষণ) যা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে সমান, অথবা আল-ইনতিসাব (الانتساب – সম্পর্ক স্থাপন)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে, এবং এমনও হতে পারে যে, সর্বনামটি আল-ওয়াতান (الوطن – স্বদেশ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে’।
- (5) জিম-এ: ‘ও দিয়ান’ (وَضِيْعًا)।
- (6) দাল, এবং জিম-এর হাসিয়াতে: ‘ও মুজাওয়ারা’ (وَمَجَاوِرَةً)।
- (7) জিম, দাল, ইয়া-তে: ‘ওয়া ইয়াকা’ (وَيَقْعُ), এবং আ, হা, হা-তে নুকতা নেই।
- (8) হা-তে: ‘আস-সানি’ (الصَّانِعُ)।
- (9) আ, বা-তে: ‘আল-বাজার’ (البَزَارِ)। ইবনুল আসির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর ‘আল-লুবাব ফি তাহযিব আল-আনসাব’ (১/১৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: ‘(আল-বাজ্জাজ) (البَزَّازِ)’; একক বা-এর ফাতহা এবং দুটি যা-এর মাঝখানে আলিফ সহকারে। এই নিসবত (সম্পর্ক) তাকে দেওয়া হয় যে ‘আল-বাজ’ (البَزِ) অর্থাৎ কাপড় বিক্রি করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অনেক ব্যক্তি এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।
- (10) আ, হা, ওয়াও, যা, হা, তা, ইয়া, মিম-এ: ‘ফিহি’ (فِيهِ), এবং ইয়া-এর হাসিয়ার একটি নুসখায়: ‘ফিহা’ (فِيهَا)। আল-কারির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘শারহ শারহ আল-নুখবাহ’ (পৃ. ৭৭২) গ্রন্থে আছে: ‘(ওয়া ইয়াকা ফিহা) (وَيَقْعُ فِيهَا)’ অর্থাৎ: গোত্র, স্বদেশ, শিল্প ও পেশার সাথে সম্পর্কিত আনসাব (الأنساب)-সমূহে, অথবা এই বিষয়গুলির প্রতি নিসবতের (النسبة) ক্ষেত্রে। এবং একটি নুসখায়: ‘(ওয়া ইয়াকা ফিহি) (وَيَقْعُ فِيهِ)’ অর্থাৎ: উল্লিখিত ইনতিসাবের (الانتساب – সম্পর্ক স্থাপনের) ক্ষেত্রে’।

(ص: 257) ت القاسم - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

(وَقَدْ تَقَعُ⁽¹⁾ الْأَنْسَابُ (الْقَابَا)؛ كَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيِّ⁽²⁾، كَانَ كُوفِيًّا، وَيُلَقَّبُ⁽³⁾:
الْقَطَوَانِيُّ⁽⁴⁾، وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا.
(و) مِنَ الْمُهْمِ أَيْضًا: (مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَلْقَابُ⁽⁵⁾.)

[معرفة الموالي]

(وَمَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ⁽⁶⁾؛ بِالرَّقِ⁽⁷⁾، أَوْ بِالْجَلْفِ⁽⁸⁾، أَوْ بِالْإِسْلَامِ⁽⁹⁾؛ لِأَنَّ كُلَّ
ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَوْلى، وَلَا يُعْرَفُ تَمْيِيزُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْصِيفِ عَلَيْهِ.
(وَمَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ)؛ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْقَدَمَاءُ؛ كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ⁽¹⁰⁾.)

(1) في ز، ح: «يقع» بالياء، وفي د، ك: بالتاء والياء، وهي مكررة في ط، ولم ينقط في
أ، وفي أ، ه زيادة: «في».

(2) في ط: «القطراني». قال أبو الفضل ابن طاهر القيسراني رحمه الله في الأنساب
المتفقة (ص 122): «منسوب إلى قطوان الكوفة، موضع بها، وليس بقبيلة، منهم:
أبو الهيثم خالد بن مخلد القطواني المحدث المشهور».
وقال اللقاني رحمه الله في قضاة الوط (ص 1591): «بفتح القاف والطاء والواو، وهو
موضعان: أحدهما بسر قند، والآخر بالكوفة، وقد نُسب إلى الذي بالكوفة جماعة،
منها: هذا الرجل».

(3) في ب: «يلقب» بفتح القاف المخففة، وفي ه: بكسر القاف المخففة، وفي ز:
«وتلقب»، والمثبت من ح.

(4) في د: «بالقطواني»، وفي ط: «القطراني».

- (5) في د، ل، ونسخة على حاشية ي زيادة: «والنَّسب التي باطنها على خلاف ظاهرها»، وقد أشار اللَّقَائِيُّ في قَضَاءِ الْوَكْر (ص 1591) إلى هذه النسخة.
- (6) في أ، هـ، ط، ك، ونسخة على حاشية ل: «ومن أسفل» بدل: «وَأَسْفَلَ».
- (7) في ج: «بالتعق»، وفي حاشيتها: «بالرِّق».
- (8) في ب: «أو بِالْحَلْف»، وهو وهم، وفي و: «وبالحلف».
- (9) في هـ: «أو الإسلام».
- (10) واسم كتابه: «تسمية من رُوي عنه من أولاد العشرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وهو مطبوع.

অনেক সময় বংশনাম (আনসাব) উপাধিতে (আলকাব) পরিণত হয়; যেমন খালিদ ইবনে মাখলাদ আল-কাতাওয়ানি।⁽²⁾ তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন, এবং তাঁকে আল-কাতাওয়ানি⁽⁴⁾ উপাধি দেওয়া হয়েছিল।⁽³⁾ তিনি এতে রাগান্বিত হতেন।⁽¹⁾

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো: এসবের কারণ জানা—অর্থাৎ, উপাধিগুলোর।⁽⁵⁾

[মওয়ালীদের পরিচয়]

এবং মওয়ালীদের (মিত্র/মুক্তদাস) পরিচয় জানা, উপর থেকে ও নিচ থেকে—⁽⁶⁾ দাসত্বের কারণে,⁽⁷⁾ অথবা চুক্তির কারণে,⁽⁸⁾ অথবা ইসলাম গ্রহণের কারণে।⁽⁹⁾ কারণ, এ সব ক্ষেত্রেই 'মাওলা' (মিত্র/মুক্তদাস) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এবং এসবের মধ্যে পার্থক্য শুধু সুনির্দিষ্ট উল্লেখের মাধ্যমেই জানা যায়।

এবং ভাই ও বোনদের পরিচয় জানা। প্রাচীন পন্ডিতগণ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন আলী ইবনুল মাদীনী।⁽¹⁰⁾

(1) যা' (ي) ও হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে 'ইয়াক্বাউ' (يقع) ইয়া (ي) সহকারে এসেছে, এবং দা' (د) ও কা' (ك) পাণ্ডুলিপিতে তা (ت) ও ইয়া (ي) উভয় সহকারে। এটি ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আলিফ (أ) পাণ্ডুলিপিতে নুকতা দেওয়া হয়নি, এবং আলিফ (إ) ও হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে 'ফি' (في) শব্দটি অতিরিক্ত আছে।

(2) ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-কাতিরানি»। আবু আল-ফাদল ইবনে তাহির আল-কায়সারানি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর 'আল-আনসাব আল-মুত্তাফাকাহ' (النَّسَاب) (পৃষ্ঠা ১২২) গ্রন্থে বলেছেন: «এটি কুফার কাতাওয়ান (قطوان)-এর সাথে সম্পর্কিত, যা সেখানে একটি স্থান, কোনো গোত্র নয়। তাদের মধ্যে অন্যতম: আবু আল-হাইসাম খালিদ ইবনে মাখলাদ আল-কাতাওয়ানি, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ)»।

আল-লাকানি (اللِّقَائِي) (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর 'ক্বাদাউল ওয়াতার' (قضاء الوطر) (পৃষ্ঠা ১৫৯১) গ্রন্থে বলেছেন: «ক্বাফ, ত্বা ও ওয়াও বর্ণে ফাতহা (জবর) সহকারে। এটি দুটি স্থান: একটি সমরকন্দে, এবং অন্যটি কুফায়। কুফার স্থানের সাথে একদলকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে এই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত»।

(3) বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে: «ইয়ুলকাবু» (يُلْقَبُ) কাফ (ق) বর্ণে হালকা ফাতহা সহকারে, এবং হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে: কাফ (ق) বর্ণে হালকা কাসরা (জের) সহকারে। যা' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া তুলকাবু» (وَتُلْقَبُ)। এবং যা প্রমাণিত, তা হা' (ح) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(4) দা' (د) পাণ্ডুলিপিতে: «বিল-কাতাওয়ানি»। এবং ত্বা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-কাতিরানিউ»।

(5) দা' (د), লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে এবং ইয়া'র (ي) পাদটীকায় একটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত আছে: «এবং এমন নিসবতগুলো (বংশনাম) যার অভ্যন্তরীণ অর্থ বাহ্যিক অর্থের বিপরীত»। আল-লাকানি (اللِّقَائِي) তাঁর 'ক্বাদাউল ওয়াতার' (قضاء الوطر) (পৃষ্ঠা ১৫৯১) গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(6) আলিফ (أ), হা' (ه), ত্বা' (ط), কা' (ك) পাণ্ডুলিপিতে এবং লাম'র (ل) পাদটীকায় একটি পাণ্ডুলিপিতে «ওয়া আসফাল» (وَأُسْفَلَ)-এর পরিবর্তে «ওয়া মিন আসফাল» (وَمِنْ أَسْفَلَ) রয়েছে।

(7) জিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে: «বিল-ইতক» (بِالْعَتَقِ), এবং এর পাদটীকায়: «বির-রিক্ক» (بِالرَّقِ)।

(8) বা' (ب) পাণ্ডুলিপিতে: «আও বিল-হালিফ» (أَوْ بِالْحَلِيفِ)। এটি একটি ভ্রম। ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া বিল-হিলফ» (وَبِالْحِلْفِ)।

(9) হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে: «আও আল-ইসলাম» (أَوْ الْإِسْلَامِ)।

(10) তাঁর গ্রন্থের নাম: «তাসমিয়াতু মান রুইয়া আনল্ মিন আওলাদিল আশারা ওয়া গায়রিহিম মিন আসহাবিল রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম» (تسمية من روي عنه من أولاد) (العشرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) এবং এটি মুদ্রিত হয়েছে।

(ص: 258) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[أدب الشيخ والطالب]

(و) مِنْ (1) الْمُهَمِّ أَيْضاً: (مَعْرِفَةُ أَدَبِ (2) الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ)، وَيَشْتَرِكَانِ (3) فِي: تَصْحِيحِ النَّبِيِّ، وَالتَّطَهُّرِ (4) مِنْ أَعْرَاضِ (5) الدُّنْيَا، وَتَحْسِينِ الْخُلُقِ (6). وَيُنْفَرِدُ الشَّيْخُ بِأَنْ يُسَمَّعَ (7) إِذَا احْتِيَجَ إِلَيْهِ، وَلَا يُحَدِّثُ بِبَدَلٍ فِيهِ أَوْلى مِنْهُ، بَلْ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، وَلَا يَتْرُكُ إِسْمَاعَ (8) أَحَدٍ لِنَبِيَّةٍ فَاسِدَةٍ، وَأَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ، وَلَا يُحَدِّثُ قَائِماً وَلَا عَجِلاً، وَلَا فِي الطَّرِيقِ؛ إِلَّا إِنْ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، وَأَنْ يُمَسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ (9) إِذَا خَشِيَ التَّغْيِيرَ (10) أَوْ النَّسْيَانَ - لِمَرَضٍ (11) أَوْ هَرَمٍ -، وَإِذَا (12) اتَّخَذَ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ؛ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَمَلٌّ (13) يَقِظُ (14).

(1) في ط: «من».

(2) في ي، ك، ل: «آداب».

(3) في ز: «يشتركان» من غير واو.

(4) في ي، ل: «والتطهير».

(5) في د، و، ز، م: «أغراض». قَالَ اللَّقَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ (ص 1607):

«وَاخْتَلَفَتِ النُّسخُ فِي «أَغْرَاضٍ» فِي إِعْجَامِ أَوَّلِهِ، وَإِهْمَالِهِ، مَعَ الْإِتِّفَاقِ عَلَى إِعْجَامِ آخِرِهِ، وَكُلُّ صَحِيحٌ».

(6) «الْخُلُقِ» سَقَطَتْ مِنْ أ، وَفِي د، ط، ك، وَنَسَخَتْ عَلَى حَاشِيَةِ ه: «الْحَالِ» بَدَل:

«الْخُلُقِ».

- (7) في أ، د، ك: «يَسْعَ» بفتح الياء والياء، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، م.
- قال القاري رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 780): «بضم أوله وكسر ثالثه».
- (8) في ب: «بِإِسْعَ».
- (9) في هـ: «الحديث».
- (10) في أ، د، ح، ط، ك: «التغيير».
- (11) في د: فوق كلمة: «لمرض»: «لعر»، ولعله أراد: «لمرض» و «لعرض» معاً.
- (12) في ب: «إذا» من غير واو، وفي ط: «وإن».
- (13) في و: «مستلمي» بالياء.
- (14) في أ: «فقط»، وهو تصحيف، وفي ب، د، ط: «يَقْظُ» بالجر المنون، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل، م.

[শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আদব]

এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে আরেকটি হলো: (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আদব (শিষ্টাচার) সম্পর্কে জ্ঞান), এবং তারা দু'জন যে বিষয়গুলিতে অংশীদার তা হলো:

নিয়তকে বিশুদ্ধ করা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা (বা মন্দ আকাজক্ষা) থেকে নিজেকে পবিত্র করা, এবং চরিত্রকে উন্নত করা।

শিক্ষকের জন্য স্বতন্ত্র বিষয় হলো, যখন তাঁর প্রয়োজন হয় তখন তিনি যেন শিক্ষা প্রদান করেন, এবং এমন কোনো শহরে হাদিস বর্ণনা না করেন যেখানে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন; বরং তিনি তার (সেই যোগ্য ব্যক্তির) দিকেই পথনির্দেশ করবেন। তিনি কোনো খারাপ নিয়তের কারণে কাউকে শিক্ষা দান থেকে বিরত থাকবেন না। এবং তিনি যেন পবিত্রতা অর্জন করেন ও স্থিরতার সাথে বসেন। তিনি দাঁড়িয়ে বা তাড়াহুড়া করে, অথবা পথে-ঘাটে হাদিস বর্ণনা করবেন না; তবে যদি এমন করতে বাধ্য হন (তাহলে ভিন্ন কথা)। এবং তিনি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবেন যদি তিনি পরিবর্তন বা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করেন - রোগ বা বার্ধক্যের কারণে -। আর যখন তিনি ইমলার (শ্রুতি লিখন) মজলিস (সভা) স্থাপন করেন, তখন যেন তাঁর একজন সতর্ক শ্রুতি লেখক (মুস্তামলি) থাকেন।

(1) ত্বা (ط) নুসখায় রয়েছে: «মিন»।

- (2) ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل) নুসখায় রয়েছে: «আদাব»।
- (3) যা (ي) নুসখায় রয়েছে: «ইয়াশতারিকান» ওয়াও (و) ছাড়া।
- (4) ইয়া (ي) ও লাম (ل) নুসখায় রয়েছে: «ওয়াত্তাহীর»।
- (5) দাল (د), ওয়াও (و), যা (ي), মীম (م) নুসখায় রয়েছে: «আগরদ»। আল্লাহ লাক্কানী (رحمه الله) ক্বাদাআল ওয়াতার (পৃষ্ঠা ১৬০৭) গ্রন্থে বলেছেন: «আগরদ» শব্দের প্রথম অক্ষরের নুকতা ব্যবহার (اعجام) এবং নুকতা বর্জন (إهمال) বিষয়ে নুসখাসমূহে ভিন্নতা দেখা যায়, তবে শেষের অক্ষরের নুকতা ব্যবহারে ঐকমত্য রয়েছে, এবং উভয়টিই সঠিক।
- (6) আলিফ (أ) নুসখা থেকে «আল-খুলুক» শব্দটি বাদ পড়েছে, এবং দাল (د), ত্বা (ط), কাফ (ك) এবং হা (ه) এর টীকায়ুক্ত এক নুসখায় «আল-খুলুক» এর পরিবর্তে «আল-হাল» রয়েছে।
- (7) আলিফ (أ), দাল (د), কাফ (ك) নুসখায় ইয়া (ي) এবং মীম (م) এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে «ইয়াসমাউ» রয়েছে, এবং নির্ভরযোগ্য পাঠটি জীম (ج), ওয়াও (و), যা (ي), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), মীম (م) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-কারী (رحمه الله) শারহ শারহিন নুখবাহ (পৃষ্ঠা ৭৮০) গ্রন্থে বলেছেন: «এর প্রথম অক্ষর যম্মা (পেশ) এবং তৃতীয় অক্ষর কাসরা (জের) সহকারে (অর্থাৎ, يُسْمِعُ) পঠিত হবে»।
- (8) বা (ب) নুসখায় রয়েছে: «বি-ইসমাআ»।
- (9) হা (ه) নুসখায় রয়েছে: «আল-হাদীস»।
- (10) আলিফ (أ), দাল (د), হা (ح), ত্বা (ط), কাফ (ك) নুসখায় রয়েছে: «আত-তাগযীর»।
- (11) দাল (د) নুসখায় «লি-মারাদ» শব্দটির উপরে «লি-আ'র» (আংশিক) লেখা আছে, এবং সম্ভবত তিনি «লি-মারাদ» ও «লি-আ'রাদ» উভয়ই বোঝাতে চেয়েছেন।
- (12) বা (ب) নুসখায় ওয়াও (و) ছাড়া «ইয়া» রয়েছে, এবং ত্বা (ط) নুসখায় «ওয়া ইন» রয়েছে।
- (13) ওয়াও (و) নুসখায় ইয়া (ي) সহকারে «মুস্তামলী» রয়েছে।
- (14) আলিফ (أ) নুসখায় রয়েছে: «ফাকাত», এবং এটি একটি বিকৃতি (তাসহীফ)। আর বা (ب), দাল (د), ত্বা (ط) নুসখায় তানবীন সহ জের (জাররুন মুনাঝান) সহকারে «ইয়াকিযিন» রয়েছে, এবং নির্ভরযোগ্য পাঠটি জীম (ج), ওয়াও (و), যা (ي), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), মীম (م) নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ يُوقِّرَ الشَّيْخَ وَلَا يُضْجِرُهُ⁽¹⁾، وَيُرْشِدَ⁽²⁾ غَيْرَهُ لِمَا سَبَعَهُ، وَلَا يَدَعِ⁽³⁾ الْإِسْتِفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَوْ تَكَبُّرٍ، وَيَكْتُبُ⁽⁴⁾ مَا سَبَعَهُ تَامًّا، وَيَعْتَنِي بِالتَّقْيِيدِ وَالضَّبْطِ، وَيُذَاكِرَ بِمَحْفُوظِهِ⁽⁵⁾ لِيَرْسَخَ فِي ذَهْنِهِ.

[سَنَ التَّحْمِلِ وَالْأَدَاءِ]

(و) مِنَ الْمُهْمِ⁽⁶⁾: مَعْرِفَةُ⁽⁷⁾ (سَنَ التَّحْمِلِ وَالْأَدَاءِ)، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ سَنَ التَّحْمِلِ بِالتَّيْيِيزِ، هَذَا فِي السَّاعِ. وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ بِإِحْضَارِهِمُ الْأَطْفَالَ مَجَالِسَ الْحَدِيثِ، وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنْهُمْ حَضَرُوا.

وَلَا بُدَّ فِي مِثْلِ⁽⁸⁾ ذَلِكَ مِنْ إِجَازَةِ الْمُسْعِ. وَالْأَصَحُّ فِي سَنَ الطَّلَبِ⁽⁹⁾ بِنَفْسِهِ: أَنْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ.

[حُكْمُ تَحْمِيلِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ]

وَيَصِحُّ تَحْمِيلُ الْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَكَذَا الْفَاسِقُ مِنْ بَابِ الْأَوَّلَى⁽¹⁰⁾ إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ⁽¹¹⁾.

(1) فِي د: «يُضْجِرُهُ» بضم الراء، والمثبت من ج، ز، ح، ط، ك، ل.

(2) فِي د، و: «وَيُرْشِدُ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من ج، هـ، ز، ح، ك، ل.

(3) فِي ي، ل: «وَلَا يَدَعُ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من ح، ك.

(4) فِي و: «وَيَكْتُبُ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من ح.

(5) فِي ط: «بِمَحْفُوظٍ».

(6) فِي د، ل زيادة: «أَيْضًا».

(7) في أ، هـ، ل زيادة: «وقت».

(8) «مِثْل» ليست في ط.

(9) في د، ح: «الطَّالِب». قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَة (ص 795):

«(وَالْأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ) أَي: طلب علم الحديث».

(10) في هـ: «أولى».

(11) «وَتُبُوتِ عَدَالَتِهِ» ليست في ب، ج.

শিক্ষার্থী একাকীভাবে উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং তাকে বিরক্ত করবে না। যা সে শুনেছে, তা দ্বারা অন্যকে পথপ্রদর্শন করবে। লজ্জা বা অহংকারবশত জ্ঞানার্জন ত্যাগ করবে না। এবং যা সে শুনেছে, তা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করবে। লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ (ضبط)-এর প্রতি যত্নবান হবে। এবং যা সে মুখস্থ করেছে, তা আলোচনা করবে যাতে তা তার মনে সুদৃঢ় হয়।

[গ্রহণ ও বর্ণনার বয়স]

এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো: গ্রহণ (تحمل) ও বর্ণনা (أداء)-এর বয়স সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। বিশুদ্ধ মত হলো, গ্রহণ (تحمل)-এর বয়স নির্ধারণে বোধশক্তি (تبيين) বিবেচনা করা। এটি শ্রবণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মুহাদ্দিসগণের রীতি ছিল যে, তারা শিশুদেরকে হাদীসের মজলিসে উপস্থিত করতেন এবং তাদের জন্য লিখে দিতেন যে, তারা উপস্থিত ছিল।

এবং এক্ষেত্রে শ্রোতার অনুমতি (إجازة) অপরিহার্য।

নিজে জ্ঞান অনুসন্ধানের (طلب) বিশুদ্ধ বয়স হলো: যখন সে এর জন্য উপযুক্ত হয়।

[কাফের ও ফাসিকের গ্রহণ (তাহামুল) এর বিধান]

কাফিরের গ্রহণ (تحمل)ও বৈধ, যদি সে ইসলাম গ্রহণের পর তা বর্ণনা করে। তেমনি ফাসিকের গ্রহণ (تحمل) তো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈধ, যদি সে তাওবা করার পর এবং তার সততা (عدالة) প্রমাণিত হওয়ার পর তা বর্ণনা করে।

- (1) দাল (د) বর্ণে: «يُضَجَّرُ» রা (راء) এর উপর পেশ (ضم) সহকারে রয়েছে, তবে জিম (ج), যা (ي), হা (ح), ত' (ط), কাফ (ك), লাম (ل) থেকে প্রমাণিত পাঠটিই এখানে গৃহীত।
- (2) দাল (د) ও ওয়াও (و) বর্ণে: «وَيُرْشَدُ» রাফা' (رفع) সহকারে রয়েছে, তবে জিম (ج), হা' (ه), যা (ي), হা (ح), কাফ (ك), লাম (ل) থেকে প্রমাণিত পাঠটিই এখানে গৃহীত।
- (3) ইয়া (ي) ও লাম (ل) বর্ণে: «وَلَا يَدْعُ» রাফা' (رفع) সহকারে রয়েছে, তবে হা (ح) ও কাফ (ك) থেকে প্রমাণিত পাঠটিই এখানে গৃহীত।
- (4) ওয়াও (و) বর্ণে: «وَيَكْتَبُ» রাফা' (رفع) সহকারে রয়েছে, তবে হা (ح) থেকে প্রমাণিত পাঠটিই এখানে গৃহীত।
- (5) ত' (ط) বর্ণে: «بِحِفْظٍ» রয়েছে।
- (6) দাল (د) ও লাম (ل) বর্ণে: «أَيْضًا» অতিরিক্ত রয়েছে।
- (7) আলিফ (أ), হা' (ه) ও লাম (ل) বর্ণে «وَقْتُ» অতিরিক্ত রয়েছে।
- (8) ত' (ط) বর্ণে «مِثْلُ» শব্দটি নেই।
- (9) দাল (د) ও হা (ح) বর্ণে: «الطَّالِبُ» রয়েছে। আল-ক্বারী (রহিমাল্লাহ) 'শারহ শারহুন নুখবাহ' (পৃষ্ঠা ৭৯৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(وَالْأَصْحُ فِي سِنِّ الطَّلَبِ)" অর্থাৎ: হাদীসশাস্ত্র (ইলমুল হাদীস) অনুসন্ধানের বয়স।"
- (10) হা' (ه) বর্ণে: «أَوْلى» রয়েছে।
- (11) বা (ب) ও জিম (ج) বর্ণে «وَتُبُوتِ عَدَالَتِهِ» বাক্যটি নেই।

(ম: 260) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَأَمَّا الْأَدَاءُ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِزَمَنِ مُعَيَّنٍ، بَلْ يُقَيَّدُ⁽¹⁾ بِالْإِحْتِيَاجِ
وَالْتَّاهُلِ لِذَلِكَ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ⁽²⁾ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ.
وَقَالَ⁽³⁾ ابْنُ خَلَادٍ⁽⁴⁾: «إِذَا بَلَغَ الْخُمْسِينَ، وَلَا يُنْكَرُ عِنْدَ الْأُرْبَعِينَ»⁽⁵⁾، وَتُعَقَّبُ
بِمَنْ⁽⁶⁾ حَدَّثَ قَبْلَهَا⁽⁷⁾؛ كَمَا لِكَ⁽⁸⁾.

[معرفة صفة كتابة الحديث والتحديث به]

(و) مِنَ الْمُهَمِّ: مَعْرِفَةُ (صِفَةٍ⁽⁹⁾ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ)؛ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ⁽¹⁰⁾ مُبَيِّنًا مَفْسَّرًا⁽¹¹⁾، وَيَشْكُلَ⁽¹²⁾ الْمَشْكِلَ⁽¹³⁾ مِنْهُ

(1) في ك: «مَقِيد».

(2) في ح: «يَخْتَلَف».

(3) في أ: «وَقَدْ قَالَ».

(4) في د: «خُلَاد» بضم الخاء، والمثبت من ح، ط.

(5) انظر: الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ لِلرَّامِهُرِ مُزَيِّ (ص 352).

(6) في ب: «فِيَسْن».

(7) في ح: «قَبْلَهُمَا».

(8) في أ زيادة: «وصفة عرضه»؛ ولا معنى لها؛ لكونها تابعة لضرب كان بعدها ولم يفتن الناسخ لضربها والله أعلم.

قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 200): «واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال، وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينته إلى هذا السنن، ولا استوفى هذا العمر، ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى؛ هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل: ابن سبع عشرة سنة، والناس متوافرون، وشيوخه أحياء؛ ربيعة، وابن شهاب، وابن هرمز، ونافع، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم».

(9) في ط: «صفات».

(10) في ط: «يُكْتَب».

(11) في ب، ج: «مفسراً مبيناً» بتقديم وتأخير.

(12) في ج، د: «وَيُشْكِلُ» بضم الياء، وفي ط: «وَيُشْكَلُ» بضم الياء وفتح الكاف،

والمثبت من هـ، و، ل. قال القاري رحمه الله في شرح شرح النخبة (ص 799):

«بفتح حرف المضارعة، وضم الكاف؛ أي: ويُعَرَّبُ».

(13) في ط: «المشْكِلُ» بالرفع، والمثبت من ج، د، ك، م.

আর 'আদা' (হাদিস বর্ণনা) এর ক্ষেত্রে, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। বরং এটি প্রয়োজন ও যোগ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ(1) হয়, এবং এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন(2) হয়।

ইবনু খাল্লাদ(4) বলেছেন(3): "যখন পঞ্চাশে পৌঁছাবে, তবে চল্লিশে [বর্ণনা করা] অস্বীকার করা যায় না।"(5) তবে এর সমালোচনা করা হয়েছে তাদের দ্বারা(6) যারা এর পূর্বেই(7) হাদিস বর্ণনা করেছেন; যেমন মালিক(8)।

[হাদিস লেখার পদ্ধতি এবং তা বর্ণনা করার জ্ঞান]

(এবং) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হলো: (হাদিস লেখার পদ্ধতি(9)) জানা; আর তা হলো হাদিসকে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যাসহ(11) লেখা(10), এবং এর মধ্যে যা দুর্বোধ্য(13) তাকে স্বরচিহ্নিত(12) করা।

(1) ক-এর নুসখায়: "مقيّد" (সীমাবদ্ধ)।

(2) হা-এর নুসখায়: "يختلف" (ভিন্ন হয়)।

(3) আ-এর নুসখায়: "وقد قال" (এবং তিনি বলেছেন)।

(4) দা-এর নুসখায়: "خُلّاد" (খুল্লাদ) খা-কে যাম্মা (পেশ) সহ, তবে এখানে হা, ত্বা থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত।

(5) দেখুন: রামাহুরমুযীর 'আল-মুহাদিসুল ফাসিল' (পৃ. ৩৫২)।

(6) বা-এর নুসখায়: "فيهم" (তাদের ক্ষেত্রে)।

(7) হা-এর নুসখায়: "قبلهما" (তাদের দুজনের পূর্বে)।

(8) আ-এর নুসখায় অতিরিক্ত রয়েছে: "وصفه عرضه" (এবং উপস্থাপনের পদ্ধতি); এর কোনো অর্থ নেই; কারণ এটি এর পরে ছিল এমন একটি বাতিল অংশের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং লিপিকার তা বাতিল করতে ভুল করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কাযী ইয়ায (রহ.) 'আল-ইলমা' (পৃ. ২০০) গ্রন্থে বলেছেন: "তাঁর এই পছন্দকে তিনি যা বলেছেন তার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। কত পূর্ববর্তী সালাফ এবং তাদের পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এই বয়সে পৌঁছাননি, অথবা এই পূর্ণ বয়স পাননি, বরং এর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অগণিত হাদিস ও জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছেন; যেমন উমার ইবনে আব্দুল আযীয চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছাননি, ইব্রাহীম নাখায়ীও তাই। আর এই মালিক ইবনে আনাস বিশের কোঠায় অথবা সতেরো বছর বয়সে লোকেদের জন্য বসতেন, অথচ তখন অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উস্তাদগণ জীবিত ছিলেন; যেমন রাবী'আ, ইবনে শিহাব, ইবনে হুরমুয, নাফি', মুহাম্মাদ ইবনে আল-মুনকাদির এবং অন্যান্যরা।"

(9) ত্বা-এর নুসখায়: "صَفَات" (পদ্ধতিসমূহ)।

(10) ত্বা-এর নুসখায়: "يُكْتَب" (লেখা হবে)।

(11) বা, জী-এর নুসখায়: "مُفَسَّرًا مَبِينًا" (ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট) শব্দের আগে-পিছে।

(12) জী, দা-এর নুসখায়: "وَيُشْكَل" (এবং স্বরচিহ্নিত করা হবে) ইয়া-কে যাম্মা (পেশ) সহ।

আর ত্বা-এর নুসখায়: "وَيُشْكَل" (এবং স্বরচিহ্নিত করা হবে) ইয়া-কে যাম্মা (পেশ) এবং কাফ-কে ফাতহা (যবর) সহ। তবে এখানে হা, ওয়াও, লাম থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত। আল-কারী (রহ.) 'শারহু শারহিন নুখবাহ' (পৃ. ৭৯৯) গ্রন্থে বলেছেন: "মুযারিয়ার অক্ষরকে ফাতহা এবং কাফ-কে যাম্মা (পেশ) সহ; অর্থাৎ: 'এবং ই'রার (স্বরচিহ্নিত) করবে'।"

(13) ত্বা-এর নুসখায়: "المشكَّل" (দুর্বোধ্য) রাফা' (পেশ) সহ, তবে এখানে জী, দা, কাফ, মীম থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত।

(ص: 261) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وَيَنْقُطُهُ⁽¹⁾، وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُنَى مَا دَامَ فِي السَّطْرِ بَقِيَّةً، وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى.

(و) صِفَةً (عَرْضِهِ)؛ وَهُوَ مُقَابَلَتُهُ مَعَ الشَّيْخِ الْمُسَيِّعِ، أَوْ مَعَ⁽²⁾ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، أَوْ مَعَ نَفْسِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

(و) صِفَةً⁽³⁾ (سَمَاعِهِ): بِأَنْ لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يُخْلُ بِهِ مِنْ نَسْخٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ نُعَاسٍ.

(و) صِفَةٌ (4) (إِسْمَاعِيلُ) كَذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ، أَوْ مِنْ (5) فَرَعَ قُوبَلٍ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعَدَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ (6) بِالْإِجَازَةِ لِمَا خَالَفَ - إِنْ خَالَفَ - .

(و) صِفَةٌ (7) (الرَّحْلَةُ فِيهِ): حَيْثُ يَبْتَدِئُ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوْعِبُهُ (8)، ثُمَّ يَرْحَلُ فَيَحْصِلُ فِي الرَّحْلَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَيَكُونُ اعْتِنَاؤُهُ بِتَكْثِيرِ الْمَسْمُوعِ أَوَّلَى مِنْ اعْتِنَائِهِ بِتَكْثِيرِ (9) الشُّيُوخِ.

- (1) في أ: «أو ينقطه»، وفي د: «يُنْقِطُهُ» بضم الياء، وكسر القاف وفي ه: «وَيَنْقِطُهُ» بفتح الياء وكسر القاف، والمثبت من ل. قال الرَّازِيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 318): «(نَقَطَ) الْكِتَابَ مِنْ بَابِ (نَصَرَ)».
- (2) «مَعَ» ليست في ك.
- (3) في ب، ل: «وصفَةٌ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من و.
- (4) في ل: «وصفَةٌ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من و.
- (5) في ط: «في».
- (6) في ب: «فليخبره». قال القَارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخْبَةِ (ص 808): «(فَلْيَجْبُرْهُ) بضم الموحدة؛ أي: ليجبر الشيخُ نقصانَ الطَّالِبِ».
- (7) في ح: «وصفَةٌ» بِالرَّفْعِ، والمثبت من و.
- (8) في ب، د، ح: «فيستوعبه» بِالنَّصْبِ، وفي ط: «فيستوعبه» بِالْجَزْمِ، والمثبت من ك.
- (9) في د: «بتكثيره».

এবং তাকে নুকতা দেবে⁽¹⁾, এবং বাদ পড়া অংশ ডানদিকের পাদটীকায় লিখবে, যতক্ষণ লাইনে জায়গা থাকে। অন্যথায়, বামদিকের পাদটীকায় লিখবে।

(এবং) তার (হাদীস) উপস্থাপনের পদ্ধতি; আর তা হলো শোনানো শায়খের সাথে তার মুখামুখি করা, অথবা^(২) অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাথে, অথবা সে নিজের সাথে ধীরে ধীরে (যাচাই করা)।

(এবং) তার (হাদীস) শোনার^(৩) পদ্ধতি: এই শর্তে যে সে এমন কিছুতে ব্যস্ত থাকবে না যা তার শোনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়, যেমন অনুলিপি করা, (অন্যান্য) কথা বলা বা তন্দ্রা।

(এবং) তার (হাদীস) শোনানোর^(৪) পদ্ধতিও অনুরূপ, এবং তা তার মূল সূত্র থেকে হতে হবে, যা সে শুনেছে, অথবা^(৫) এমন শাখা থেকে যা মূল সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে যে বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটেছে – যদি ব্যতিক্রম ঘটে থাকে – তা (ইজাযাত – হাদীস বর্ণনার অনুমতি) দ্বারা পূরণ করে নিতে হবে^(৬)।

(এবং) এর জন্য (জ্ঞান অর্জনের) সফর^(৭) করার পদ্ধতি: যেখানে সে তার নিজ শহরের লোকদের হাদীস দিয়ে শুরু করবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করবে^(৮), তারপর সে সফর করবে এবং সফরের মাধ্যমে এমন জ্ঞান অর্জন করবে যা তার কাছে নেই। এবং তার মনোযোগ শায়খদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে শ্রুত (হাদীস) সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে হওয়া অধিক উত্তম^(৯)।

(১) 'আ' নুসখায়: "অথবা তাকে নুকতা দেবে", এবং 'দা' নুসখায়: "يُنْقِطُ" ইয়ার উপর পেশ (ضمّ) ও কাফের নিচে যের (কাসরা) সহ, এবং 'হা' নুসখায়: "وَيُنْقِطُ" ইয়ার উপর জবর (ফাতহা) ও কাফের নিচে যের (কাসরা) সহ। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'লাম' নুসখা থেকে। ইমাম রাযী (তাঁর উপর আল্লাহ রহম করুন) 'মুখতারুস সিহাহ' গ্রন্থে (পৃ. ৩১৮) বলেছেন: "الكتابُ نَقَطَ" (কিতাবে নুকতা দিয়েছে) এটি نَصَرَ (নাসারা) -এর বাবের অন্তর্ভুক্ত।"

(২) 'কাফ' নুসখায় "مَعَ" শব্দটি নেই।

(৩) 'বা' ও 'লাম' নুসখায়: "وصفة" (ওয়া সিফাতু) রফ' (পেশ) সহ, এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'ওয়াও' নুসখা থেকে।

(৪) 'লাম' নুসখায়: "وصفة" (ওয়া সিফাতু) রফ' (পেশ) সহ, এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'ওয়াও' নুসখা থেকে।

(৫) 'ত্বা' নুসখায়: "نِي" (ফি) রয়েছে।

(৬) 'বা' নুসখায়: "فليخبره"। ইমাম কারী (তাঁর উপর আল্লাহ রহম করুন) 'শারহু শারহিল নুখবাহ' গ্রন্থে (পৃ. ৮০৮) বলেছেন: "فليخبره – ফালিয়াজুরহ) একবচন (বা) এর উপর পেশ (ضمّ) সহ; অর্থাৎ: শায়খ যেন ছাত্রের ঘাটতি পূরণ করেন।"

(7) 'হা' নুসখায়: "صفة" (সিফাতু) রফ (পেশ) সহ, এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'ওয়াও' নুসখা থেকে।

(8) 'বা', 'দা' ও 'হা' নুসখায়: "فيستوعبه" (ফাইয়াসতাই'বাহু) নসব (জবর) সহ, এবং 'ত্বা' নুসখায়: "فيستوعبه" (ফাইয়াসতাই'বাহু) জজম (সুকুন) সহ। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'কাফ' নুসখা থেকে।

(9) 'দা' নুসখায়: "بتكثيره"।

(ص: 262) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[صفة تصنيف الحديث]

(و) صِفَةٌ⁽¹⁾ (تَصْنِيفُهُ)؛ وَذَلِكَ إِمَّا (عَلَى الْمَسَانِيدِ)؛ بِأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ⁽²⁾ صَحَابِيٍّ عَلَى حَدَّةٍ، فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ⁽³⁾ عَلَى سَوَابِقِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاوُلًا.

(أَوْ) تَصْنِيفُهُ عَلَى (الْأَبْوَابِ) الْفِقْهِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، بِأَنْ يَجْمَعَ فِي⁽⁴⁾ كُلِّ بَابٍ مَا وَرَدَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا، وَالْأَوَّلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا صَحَّ أَوْ حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيفِ.

(أَوْ) تَصْنِيفُهُ⁽⁵⁾ عَلَى (الْعِلَلِ)⁽⁶⁾ فَيَذْكُرُ⁽⁷⁾ الْمَتْنَ وَطُرُقَهُ، وَبَيَانَ اخْتِلَافِ نَقْلَتِهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى الْأَبْوَابِ لَيْسَهْلَ تَنَاوُلُهَا.

(أَوْ) يَجْمَعُهُ عَلَى (الْأَطْرَافِ) فَيَذْكُرُ⁽⁸⁾ طَرَفَ⁽⁹⁾ الْحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى⁽¹⁰⁾ بَقِيَّتِهِ، وَيَجْمَعُ⁽¹¹⁾ أَسَانِيدَهُ: إِمَّا مُسْتَوْعِبًا، وَإِمَّا مُقَيَّدًا⁽¹²⁾ بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.

(1) في ي: «وصفة» بالرفع، والمثبت من و.

(2) «كُلِّ» سقطت من و.

(3) في و: «رتب».

(4) في ط: «تجمع» بدل: «يجمع في».

(5) في د: «تصنيفه» بالرفع، والمثبت من ط، ك.

(6) في ج زيادة: «الشيوخ والعلل».

(7) في د: «فيذكر» بالنصب، وأهملت في بقية النسخ، والمثبت أظهر.

(8) في ج: «ويذكر».

(9) في أ: «بقية».

(10) «على» سقطت من أ.

(11) في ه، ل: «ويجمع» بفتح العين، والمثبت من ب.

(12) في د: «أو مقيّداً»، وفي ج، و، ز، ي، ل: «وإمّا متقيّداً».

হাদিস সংকলনের পদ্ধতি

এবং এর সংকলনের পদ্ধতি হলো; তা হয় (একত্রিত করা হয়) মুসনাদ পদ্ধতিতে; এইভাবে যে, প্রতিটি সাহাবীর বর্ণিত হাদিস পৃথকভাবে একত্রিত করা হয়। অতঃপর সংকলক চাইলে তাদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে সেগুলো বিন্যস্ত করেন, আর যদি চান তবে সেগুলোকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজান, যা সহজে প্রাপ্তির জন্য অধিক সহজ।

অথবা সেগুলোকে ফিকহি বা অন্য কোনো বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করা হয়; এইভাবে যে, প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা কিছু এসেছে, যা কোনো বিধানের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রমাণ দেয়, তা একত্রিত করা হয়। আর উত্তম হলো সহীহ (সুদৃঢ়) বা হাসান (উত্তম) হাদিসগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। যদি সব ধরনের হাদিস একত্রিত করা হয়, তবে দুর্বল (যঈফ) হাদিসের ত্রুটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত।

অথবা সেগুলোকে ত্রুটি (ইল্লাত) অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়; এক্ষেত্রে মূল পাঠ (মতন) এবং তার সনদসমূহ (বিভিন্ন বর্ণনা পদ্ধতি) উল্লেখ করা হয় এবং এর বর্ণনাকারীদের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করা হয়। আর উত্তম হলো সেগুলোকে অধ্যায় অনুসারে সাজানো, যাতে সহজে সেগুলো পাওয়া যায়।

অথবা সেগুলোকে আত্রাফ পদ্ধতিতে একত্রিত করা হয়; এক্ষেত্রে হাদিসের এমন একটি অংশ উল্লেখ করা হয় যা তার বাকি অংশ নির্দেশ করে, এবং এর সমস্ত সনদ একত্রিত করা হয়: হয় পূর্ণাঙ্গভাবে, অথবা নির্দিষ্ট কিছু কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে।

- (1) ইয়া (ي) পাণ্ডুলিপিতে "ওয়া সিফাতু" (وصفَةُ) রফ' অবস্থায় (পেশ সহকারে) রয়েছে, আর যা গৃহীত হয়েছে তা ওয়াও (و) পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (2) "কুল্লি" (كُلِّ) শব্দটি ওয়াও (و) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (3) ওয়াও (و) পাণ্ডুলিপিতে "রাত্তাবা" (رَتَّبَ) রয়েছে।
- (4) ত্বা (ط) পাণ্ডুলিপিতে "ইয়াজমা'আ ফি" (يُجْمَعُ فِي) এর পরিবর্তে "তুজমা'উ" (تُجْمَعُ) রয়েছে।
- (5) দাল (د) পাণ্ডুলিপিতে "তাসনীফুহু" (تَصْنِيفُهُ) রফ' অবস্থায় (পেশ সহকারে) রয়েছে, আর যা গৃহীত হয়েছে তা ত্বা (ط) ও কাফ (ك) পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (6) জীম (ج) পাণ্ডুলিপিতে "আশ-শুয়ুখ ওয়াল-ইল্লাল" (الشُّيُوخُ وَالْعِلَالُ) অতিরিক্ত রয়েছে।
- (7) দাল (د) পাণ্ডুলিপিতে "ফাইয়াযকুরা" (فَيَذَكُرُ) নসব অবস্থায় (ফাতাহা সহকারে) রয়েছে, এবং অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলোতে তা বাদ পড়েছে, আর গৃহীত পাঠটিই অধিক স্পষ্ট।
- (8) জীম (ج) পাণ্ডুলিপিতে "ওয়া ইয়াযকুরু" (وَيَذَكُرُ) রয়েছে।
- (9) আলিফ (أ) পাণ্ডুলিপিতে "বাকিয়াহ" (بَقِيَّة) রয়েছে।
- (10) "আলা" (عَلَى) শব্দটি আলিফ (أ) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।
- (11) হা (ه) ও লাম (ل) পাণ্ডুলিপিতে "ওয়া ইয়াজমা'আ" (وَيُجْمَعُ) আইন অক্ষরে ফাতাহা সহকারে রয়েছে, আর যা গৃহীত হয়েছে তা বা (ب) পাণ্ডুলিপি থেকে।
- (12) দাল (د) পাণ্ডুলিপিতে "আও মুকাইয়াদান" (أَوْ مُقَيَّدًا) রয়েছে, এবং জীম (ج), ওয়াও (و), যা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل) পাণ্ডুলিপিগুলোতে "ওয়া ইম্মা মুতাকাইয়েদান" (وَأَمَّا مُتَقَيَّدًا) রয়েছে।

(ص: 263) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

[معرفة سبب الحديث]

(و) مِنَ الْمُهَمِّ: (مَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى بَنِ الْفَرَّاءِ) الْحَنْبَلِيُّ (2)، وَهُوَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ (3).
 وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ (4) أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ فِي جَمْعِ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنِيفَ الْعُكْبَرِيِّ (5) الْمَذْكُورَ (6).

(وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ) عَلَى مَا أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ غَالِباً.
(وَهِيَ)؛ أَي: هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْمَذْكُورَةُ فِي (7) هَذِهِ (8) الْخَاتِمَةِ

(1) «بُن» ليست في ط.

(2) هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، ابن الفراء (ت 458 هـ). سِير أعلام النبلاء (18 / 89).

(3) في ج: «العكبري»، وهو تصحيف، وفي و، ط: «العكبري» بضم الباء، والمثبت من هـ، ح، ك. قال اللقاني رحمه الله في قَضَاءِ الْوَكْر (ص 1662): «بضم العين، وسكون الكاف، وفتح الباء الموحدة».

وقال السَّعَافِي رحمه الله في الْأَنْسَاب (9 / 345): «بضم العين وفتح الباء - وقيل: بضم الباء أيضاً - والصَّحِيح: بفتحها». وانظر: معجم البلدان لياقوت (4 / 142). تبصير الْمُنتَبِه بتحرير الْمُشْتَبِه لِلْمُصَنِّف (3 / 1017).

وقد أفاد الْمُصَنِّف في فتح الباري (11 / 86): أنه لم يقف على كتاب الْعُكْبَرِيِّ المذكور، وإنما وقف على مختصرٍ له؛ حيث قال: «أفردة - أي: سبب ورود الحديث - أبو حفص العكبري - من شيوخ أبي يعلى بن الفراء - بالتَّصْنِيف، وهو في المئة الخامسة، ووقفتُ على مختصر منه»، ولم أهتم إلى تعيين الْعُكْبَرِيِّ المذكور. (4) انظر: إْحْكَام الْأَحْكَام (1 / 62).

(5) في ج: «العكبري»، وهو تصحيف، وفي و، ط: «العكبري» بضم الباء، والمثبت من د، هـ، ك.

(6) في د: «المذكور» بِالرَّفْع، وفي ل: بِالْجَرِّ، وأهملت في بقية النسخ، والأقرب النَّصْب؛ نعتاً للمضاف: «تصنيف»، والرفع والجرُّ بعيدان هنا.

(7) في ب: «من».

(8) «هَذِهِ» ليست في ك.

[হাদীসের কারণ জানা]

এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে একটি হলো: হাদীসের কারণ জানা। আর এ বিষয়ে ক্বায়ী আবু ইয়ালা ইবন^(১) আল-ফাররা আল-হাম্বলীর^(২) কিছু শায়খ গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তিনি হলেন আবু হাফস আল-উকবরী^(৩)।

শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনু দাক্কীক্লিদ ঈদ^(৪) উল্লেখ করেছেন যে, তার যুগের কিছু লোক এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছিলেন, এবং মনে হয় তিনি উল্লিখিত আল-উকবরীর^(৫) গ্রন্থটি^(৬) দেখেননি।

আর তারা (মুহাদ্দিসগণ) সাধারণত এই প্রকারগুলোর অধিকাংশ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমনটি আমরা সাধারণত ইঙ্গিত করেছি।

এবং এগুলি; অর্থাৎ এই উপসংহারে^(৭) উল্লিখিত এই^(৮) প্রকারগুলো।

(১) ‘ইবন’ (بْنُ) ‘ত্বা’ (ط) লিপিতে নেই।

(২) তিনি হলেন: ক্বায়ী আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, ইবনুল ফাররা (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)। সিয়রু আ’লামিন নুবালা (১৮/৮৯)।

(৩) ‘জীম’ (ج) লিপিতে: ‘আল-আবকারী’ (العَبْكَرِي), যা একটি ভুল পাঠ। ‘ওয়াও’ (و) ও ‘ত্বা’ (ط) লিপিতে: ‘আল-উকবুরিয়্য’ (العَبْكُورِي) ‘বা’ (ب) বর্ণের উপর পেশ (ضم) সহকারে। আর যা প্রমাণিত তা ‘হা’ (ه), ‘হা’ (ح) ও ‘কাফ’ (ك) লিপিসমূহ থেকে গ্রহীত। আল-লাক্কানী (রহিমাল্লাহ) ক্বায়াউল ওয়াত্বার (পৃ. ১৬৬২) গ্রন্থে বলেছেন: ‘আইন’ (ع) বর্ণের উপর পেশ (ضم), ‘কাফ’ (ك) বর্ণের উপর সাকিন (سكون) এবং একক ‘বা’ (ب) বর্ণের উপর ফাতহা (فتح) সহকারে।

আর আস-সাম’আনী (রহিমাল্লাহ) আল-আনসাব (৯/৩৪৫) গ্রন্থে বলেছেন: ‘আইন’ (ع) বর্ণের উপর পেশ (ضم) এবং ‘বা’ (ب) বর্ণের উপর ফাতহা (فتح) সহকারে – আবার বলা হয়েছে: ‘বা’ (ب) বর্ণের উপর পেশ (ضم) সহকারেও – এবং সঠিক হলো: ফাতহা (فتح) সহকারে।

আরও দেখুন: ইয়াকুতের মু’জামুল বুলদান (৪/১৪২), এবং গ্রন্থকার-এর তাবসীরুল মুনতাবীহ বিতাহরীরিল মুশতাবীহ (৩/১০১৭)।

আর গ্রন্থকার ফাতহুল বারী (১১/৮৬) গ্রন্থে বলেছেন যে, তিনি উল্লিখিত আল-উকবরীর গ্রন্থটি পাননি, বরং এর একটি সংক্ষিপ্তসার পেয়েছেন; যেখানে তিনি বলেছেন: ‘আবু হাফস আল-উকবরী – যিনি আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররার শায়খদের একজন – একে (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার

কারণকে) এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং তিনি পঞ্চম শতাব্দীর লোক, আর আমি এর একটি সংক্ষিপ্তসার পেয়েছি।’ এবং আমি উল্লিখিত আল-উকবরীকে চিহ্নিত করতে পারিনি।

(4) দেখুন: ইহকামুল আহকাম (১/৬২)।

(5) ‘জীম’ (ج) লিপিতে: ‘আল-আবকারী’ (العُبْكِرِي), যা একটি ভুল পাঠ। ‘ওয়াও’ (و) ও ‘ত্বা’ (ط) লিপিতে: ‘আল-উকবুরিয়া’ (العُبْكُورِي) ‘বা’ (ب) বর্ণের উপর পেশ (ضم) সহকারে। আর যা প্রমাণিত তা ‘দাল’ (د), ‘হা’ (ه) ও ‘কাফ’ (ك) লিপিসমূহ থেকে গৃহীত।

(6) ‘দাল’ (د) লিপিতে: ‘আল-মায়কুর’ (المذكور) রফ’ (رفع) সহকারে, এবং ‘লাম’ (ل) লিপিতে: জার’ (جر) সহকারে, আর বাকি লিপিসমূহে এটি বাদ পড়েছে। আর কাছাকাছি হলো নাসব’ (نصب); ‘তাসনীফ’ (تصنيف) (গ্রন্থ) এর বিশেষণ হিসেবে। এখানে রফ’ এবং জার’ অপ্রাসঙ্গিক।

(7) ‘বা’ (ب) লিপিতে: ‘মিন’ (من) (এর পরিবর্তে)।

(8) ‘হাযিহী’ (هذه) ‘কাফ’ (ك) লিপিতে নেই।

(ص: 264) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

(نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمَثِيلِ).
وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ⁽¹⁾ (فَلْتُرَاجِعْ⁽²⁾ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا)؛ لِيَحْصَلَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا⁽³⁾.
(وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَالْهَادِي⁽⁴⁾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ⁽⁵⁾ (6).

(1) في أ، ط: «معتبر».

(2) في ب، ج، ز، ي: «فليراجع» بالياء، وفي و: بالتاء والياء.

(3) في نسخة على حاشية ي: «خفاياها».

(4) «وَالْهَادِي» ليست في أ، هـ.

(5) «وحسبنا الله ونعم الوكيل» ليست في أ، وفي د: «وهو حسبنا ونعم الوكيل». وفي و: «والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وعلى كلِّ حال، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

(6) الخاتمة:

• في أ: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر). وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء، السابع عشر من ذي القعدة الحرام، سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة، على يد كاتبه ... (أ)».

• وفي ب: «آخر (توضيح نخبة الفكر). قال مؤلفه - أبقاه الله تعالى -: علَّقه: مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مُستهل ذي الحجة، سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامداً لله تعالى، ومصلياً على نبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى. وعلَّقها لنفسه: أحوجُ الخلق إلى عفو الحق؛ محمد بن موسى بن عمران، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، بمنِّه وكرمه، ووافق فراغه: يوم الاثنين المبارك، ثالث عشرين الحجة، سنة (844)، بالقاهرة المحروسة، والحمد لله ربِّ العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً».

(أ) طس بمقدار أربع كلمات.

(বিশুদ্ধ বর্ণনা, সংজ্ঞায়নের প্রকাশ, উদাহরণের মুখাপেক্ষী নয়)।

এবং এর পরিধি সীমিত করা দুরূহ⁽¹⁾ (সুতরাং এর বিস্তারিত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করা উচিত)⁽²⁾; যাতে এর প্রকৃত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়⁽³⁾।

(এবং আল্লাহই তাওফীকদাতা (সফলতা দানকারী) ও পথপ্রদর্শক⁽⁴⁾, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই), তাঁর উপরই আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি। আর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহী⁽⁵⁾।⁽⁶⁾

(1) আ, ত্ব-তে: "বিবেচ্য"।

(2) বা, জিম, যাল, ইয়া-তে: "ফালতুরাজা" (فليتراجا) ইয়া দ্বারা, এবং ওয়া-তে: তা ও ইয়া দ্বারা।

(3) ইয়া-এর মার্জিনে একটি প্রতিলিপিতে: "এর গোপনীয় বিষয়াবলী"।

(4) "এবং পথপ্রদর্শক" (আল-হাদী) আ, হা-তে নেই।

(5) "এবং আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহী" আ-তে নেই। এবং দা-তে: "আর তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহী"। এবং ওয়া-তে: "আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, শুরু ও শেষে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে, এবং সর্বাবস্থায়। আর আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহী।"

(6) উপসংহার:

• আ-তে: "শেষ (আছার পন্থীদের পরিভাষায় নির্বাচিত চিন্তাধারার ব্যাখ্যা)।

এবং এর অনুলিপি শেষ হয়েছিল বুধবার, যিলক্বদ আল-হারাম মাসের সতেরো তারিখে, আটশ তেতাল্লিশ (৮৪৩) হিজরী সনে, এর লেখক ... (আ) এর হাতে।"

• এবং বা-তে: "শেষ (নুখবাতুল ফিকরের ব্যাখ্যা)।

এর রচয়িতা - আল্লাহ তায়ালা তাকে দীর্ঘজীবী করুন - বলেছেন: এর উপর টীকা লিখেছেন:

এর রচয়িতা আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার। তিনি যিলহজ্জ মাসের শুরুতে, আটশ আঠারো (৮১৮) হিজরী সনে এটি সম্পন্ন করেন, আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা করে এবং তাঁর নবী আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর দরুদ পেশ করে। সমাপ্ত।

এবং নিজের জন্য এর উপর টীকা লিখেছেন: আল্লাহর ক্ষমার সর্বাধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তি;

মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে ইমরান। আল্লাহ তাঁর গুনাহ ক্ষমা করুন এবং নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় তাঁর দোষসমূহ গোপন করুন। আর এর সমাপ্তি হয়েছিল: শুভ সোমবার, যিলহজ্জ মাসের

তেইশ তারিখে, ৮৪৪ হিজরী সনে, সুরক্ষিত কায়রোতে। এবং সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর প্রচুর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।"

(আ) প্রায় চারটি শব্দ মুছে ফেলা হয়েছে।

(ص: 265) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

• وفي ج: «آخر (توضيح نخبة الفكر).

قال مؤلفه - أبقاه الله تعالى -: علّقه: مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة، سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامداً لله تعالى، ومصلياً على نبيه سيدنا محمد، وآله وصحبه ومسلماً. انتهى.

فرغ من الكتابة: يوم الأربعاء، الثالث والعشرين من جمادى الآخرة، سنة (845) الهجرية، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام».

• وفي د: «آخر (توضيح نخبة الفكر)».

وفي حاشيتها: «بلغ مقابلة».

وبعدها قيدُ قراءةٍ لمالك النُّسخة نور الدِّين الجوهريّ على المُصنّف مع استجازته؛ نصّه:

«الحمد لله، وسلام على عبادة الذين اصطفى، وبعد:

فقد قرأ جميع هذا الكتاب - وهو (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) - على مؤلفها؛ سيدنا ومولانا وشيخنا، قاضي القضاة، حافظ العصر، شيخ الإسلام، بقية

المجتهدين الأعلام، ولي الله، حجة الإسلام، أبي الفضل شهاب الدين أحمد، بن الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين أبي الحسن نور الدين علي العسقلاني، الشهير بابن حجر، فسخ الله في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته - بمحمد وآله - :

مألك هذه النسخة؛ الفاضل، البارع، المحصل، المفيد، الأديب، الخطيب، نور الدين علي بن الزيني زين الدين داود الجوهرى، الحنفى مذهباً، نفع الله به المسلمين، قراءة بحث وتدقيق، وسأل عن غامض فيه وتحقيق، نفع الله به، وذلك في مجالس عديدة حسب بلاغ مؤلفه فيه.

والمسؤول من صدقات سيدنا ومولانا شيخ الإسلام المشار إليه أعلاه - أمتع الله بوجوده المسلمين - جبر خاطر قارئها المذكور فيه؛ بأن يرويه عنها وجميع ما يجوز له روايته، وأن يفيد الكتاب المذكور لمن يلتبس الإفادة منه، وأن يفيد ما تحققه من الأبحاث لمن يريد ذلك منه، والله تعالى يحفظكم على المسلمين بمحمد وآله». وبعد هذا إجازة من المصنف لمالك النسخة نور الدين الجوهرى بخط ابن قبر؛ نصّها:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

• ‘জিম’ প্রতিলিপিতে: «(তাওদিহ নুখবাতিল ফিকর) সমাপ্তি।

এর লেখক - আল্লাহ তায়ালা তাকে দীর্ঘজীবী করুন - বলেছেন: এটি টীকাযুক্ত করেছেন এর লেখক আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার, এবং তিনি এটি সম্পন্ন করেছেন যুলহিজ্জাহ মাসের শুরুতে, আটশো আঠারো (৮১৮) সনে, আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা করে এবং তাঁর নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর দরুদ ও সালাম পাঠিয়ে। সমাপ্ত। লেখা সম্পন্ন হয়েছে: বুধবার, তেইশে জুমাদাল আখিরাহ, (৮৪৫) হিজরী সনে, এবং আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। এবং শান্তি।»

• ‘দাল’ প্রতিলিপিতে: «(তাওদিহ নুখবাতিল ফিকর) সমাপ্তি।»

এর টীকায় লেখা আছে: «মুকাবালাহ (প্রতিলিপি পরীক্ষা) সম্পন্ন হয়েছে।»

এরপর প্রতিলিপির মালিক নূরুদ্দীন আল-জাওহারীর গ্রন্থকারের সামনে পাঠ এবং তাঁর ইজায়ত (বর্ণনার অনুমতি) গ্রহণের একটি নথি রয়েছে; এর পাঠ নিম্নরূপ:

«সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর:

এই সম্পূর্ণ কিতাব - যা (তাওদিহ নুখবাতিল ফিকর ফি মুসতাহালাহ আহলিল আসার) - এর লেখকের সামনে পঠিত হয়েছে; আমাদের নেতা, আমাদের মাওলা ও আমাদের শায়খ, প্রধান বিচারপতি, যুগের হাফিয়, শাইখুল ইসলাম, বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের অবশিষ্ট, আল্লাহর ওলী, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন আহমদ, শায়খ, ইমাম, আল্লামা, মুসলিমদের মুফতি আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী আল-আসকালানীর পুত্র, যিনি ইবনে হাজার নামে প্রসিদ্ধ, আল্লাহ তাঁর আয়ু বৃদ্ধি করুন, এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উসিলায় তাঁর বরকত আমাদের এবং মুসলিমদের উপর ফিরিয়ে দিন -:

এই প্রতিলিপির মালিক; সম্মানিত, পারদর্শী, বিজ্ঞ, উপকারী, সাহিত্যিক, খতিব, নূরুদ্দীন আলী ইবনে যাইনী যাইনুদ্দিন দাউদ আল-জাওহারী, মাযহাবে হানাফী, আল্লাহ তার দ্বারা মুসলিমদের উপকৃত করুন, তিনি এটি গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের সাথে পাঠ করেছেন, এবং এর মধ্যে থাকা দুর্বোধ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও নিশ্চিতকরণ করেছেন, আল্লাহ তার দ্বারা উপকৃত করুন, এবং এটি লেখকের ঘোষণা অনুযায়ী বহু মজলিসে (বৈঠকে) সম্পন্ন হয়েছে। এবং উপরে উল্লিখিত আমাদের নেতা ও মাওলা শাইখুল ইসলামের দানশীলতা থেকে যা চাওয়া হয়েছে - আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাঁর অস্তিত্ব দ্বারা উপকৃত করুন - তা হলো এই পাঠককে সন্তুষ্ট করা; যেন তিনি (শাইখুল ইসলাম) তার (নূরুদ্দীন জাওহারী) থেকে এটি এবং তাঁর (শাইখুল ইসলামের) যা কিছু বর্ণনা করার অনুমতি আছে, সবই বর্ণনা করার অনুমতি দেন, এবং উল্লিখিত কিতাবটি তাকে উপকৃত করবে যে এর থেকে উপকার চাইছে, এবং তিনি (নূরুদ্দীন জাওহারী) যে গবেষণাগুলো নিশ্চিত করেছেন, তা তাকে উপকৃত করবে যে তার (নূরুদ্দীন জাওহারীর) থেকে এটি চাইছে, এবং আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উসিলায় আপনাকে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করুন।»

এরপর গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে প্রতিলিপির মালিক নূরুদ্দীন আল-জাওহারীর জন্য ইবনে কামারের হস্তাক্ষরে একটি ইজায়ত (বর্ণনার অনুমতিপত্র) রয়েছে; এর পাঠ নিম্নরূপ:

«পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এবং আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

(ص: 266) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الحمد لله الذي رفع رايات الفهم والدراية، ونصب آيات الحفظ والرواية، ووفق
أرباب الألباب لاكتساب العلوم والآداب، وأيد أصحاب السداد بالاستمداد من كل
حاضر وباد، وشرف هذه الأمة بعلو الإسناد، وزين أهل الكمال بخفض جناح الأفعال
على كل ملبي وحاد.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أفصح من نطق بالضاد، واغترف من بحار فضله
كل راوٍ وصاد، وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد.

وبعد: فقد قرأ صاحب هذه الإجازة - الآتي ذكره - على سيدنا ومولانا وشيخنا
وأستاذنا، قاضي القضاة، حافظ العصر، شيخ الإسلام، ملك العلماء، بقية المجتهدين
الأعلام - فسح الله في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته :-

الفاضل، البارع، المفيد، المجيد، الأديب، الخطيب، الشيخ نور الدين علي ابن
الفقيه إلى الله تعالى الزيني داود الجوهرى، الحنفى مذهباً - نفع الله به -؛ جميع
الكتاب الجليل المسمى: (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)؛ تأليف حافظ
العصر المشار إليه أعلاه، قراءة بحثٍ وتدقيق، وسؤال عن عويص وتحقيق، في
مجالس متعددة حسب بلاغ حافظ العصر على هامش الكتاب المذكور.

وسمع عليه جملة من تصانيفه؛ من ذلك: (مقدمة فتح الباري بشرح صحيح
البخاري) و... (أ) الشرح المذكور، ومجالس من (شرح الألفية في علم الحديث)؛

تأليف شيخ الحفّاظ والإسلام زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله، ومجالس عديدة من (الأُمالي المصرية) بالخانقاه البيبرسية، ودار الحديث الكاملة. وقد أجاز سيدنا ومولانا وشيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر، المشار إليه أعلاه؛ لصاحب هذه الإجازة: أن يروي الكتب المذكورة عنه، وجميع ما يجوز له روايته، في مجالس عديدة.

والمسؤول من فضل سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام حافظ العصر - فسخ الله في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته -: أن يتفضل على صاحب هذه الإجازة، ويجبر خاطره بتشريفها بخطه الكريم، بالإجازة له بروايتها وجميع ما ذكر، وبالإذن له بإفادة الكتاب المذكور، وتقريره للمريدين؛ ليحصل له بذلك الجبر والشرف بين الطلبة والمفكرين، والمسؤول من فضل الله الكريم أن يحفظكم على المسلمين، وأن يمكن لكم في الأرض، ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتكم في الدنيا والآخرة.

وكتب هذه الأحرف: محمد بن علي، الشهير بابن قمر، في عاشر جمادى الآخرة، من سنة خمسين وثمان مئة. حسبنا الله ونعم الوكيل».

(أ) كلمة غير واضحة؛ لعلها: «بعض».

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বোধগম্যতা ও জ্ঞানের পতাকা উত্তোলন করেছেন, সংরক্ষণ ও বর্ণনার নিদর্শনসমূহ স্থাপন করেছেন, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার অর্জনের তৌফিক দিয়েছেন, সৎকর্মশীলদেরকে প্রত্যেক বিদ্যমান ও অনুপস্থিত উৎস থেকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন, এই উম্মতকে উচ্চ সনদ (ইসনাদ) দ্বারা সম্মানিত করেছেন, এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সকলের প্রতি বিনয় ও নম্রতার ডানা প্রসারিত করে সজ্জিত করেছেন।

এবং দরুদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি 'দাদ' (ض) অক্ষর উচ্চারণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্টভাষী ছিলেন এবং যার অনুগ্রহের সমুদ্র থেকে প্রত্যেক বর্ণনাকারী ও অনুসন্ধানকারী আহরণ করেছেন; এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর, যারা পুণ্যবান ও মহৎ।

অতঃপর: এই ইজাযাহর (সনদের) ধারক – যার নাম পরে উল্লেখ করা হবে – আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক, আমাদের শায়খ এবং আমাদের উস্তাদ, প্রধান বিচারপতি, যুগের হাফিজ, শায়খুল ইসলাম, আলেমদের সম্রাট, বিখ্যাত মুজতাহিদদের শেষ ব্যক্তি – আল্লাহ তাঁর জীবন দীর্ঘ করুন এবং আমাদের ও সকল মুসলমানের উপর তাঁর বরকত ফিরিয়ে দিন – তাঁর নিকট পাঠ করেছেন:

সম্মানিত, বিচক্ষণ, উপকারী, মহিমাম্বিত, সাহিত্যিক, বক্তা, শায়খ নূরুদ্দীন আলী ইবনে আল-ফাকির ইলাল্লাহ তায়ালা আল-যায়নী দাউদ আল-জাওহারী, হানাফী মাযহাবের অনুসারী – আল্লাহ তাঁকে দ্বারা উপকার দান করুন – তাঁর নিকট উপরে উল্লিখিত যুগের হাফিজ কর্তৃক রচিত (তাওদিহ নুখবাতুল ফিকর ফি মুসতাহাআহ আহলিল আসার) নামক মহৎ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার সহকারে পাঠ করা হয়েছে এবং জটিল বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন ও সেগুলির যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, যা উল্লেখিত কিতাবের পার্শ্বটিকায় যুগের হাফিজের বিবরণ অনুযায়ী বহু মজলিসে সম্পন্ন হয়েছে।

এবং তাঁর রচিত বেশ কিছু গ্রন্থও তাঁর নিকট শোনা হয়েছে; তার মধ্যে রয়েছে: (ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী) এর ভূমিকা এবং উল্লিখিত ব্যাখ্যার ... (ক) অংশ, এবং শায়খুল হুফফাজ ওয়াল ইসলাম যায়নুদ্দীন আব্দুল রাহিম আল-ইরাকী (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচিত (শারহুল আলফিয়াহ ফি ইলমিল হাদীস) এর কয়েকটি মজলিস, এবং খানকাহ আল-বাইবারসিয়াহ ও দারুল হাদীস আল-কামিলিয়াহতে (আল-আমালী আল-মিসরিয়াহ) এর বহু মজলিস।

এবং আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক, আমাদের শায়খ, শায়খুল ইসলাম, যুগের হাফিজ, যিনি উপরে উল্লিখিত হয়েছেন; এই ইজাযাহর ধারককে সনদ দিয়েছেন যে, সে তাঁর থেকে উল্লেখিত কিতাবসমূহ এবং তাঁর থেকে যা কিছু বর্ণনা করা বৈধ, তা বহু মজলিসে বর্ণনা করতে পারবে।

এবং আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক, প্রধান বিচারপতি, শায়খুল ইসলাম, যুগের হাফিজ – আল্লাহ তাঁর জীবন দীর্ঘ করুন এবং আমাদের ও সকল মুসলমানের উপর তাঁর বরকত

ফিরিয়ে দিন – এর অনুগ্রহ থেকে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তিনি এই ইজাযাহর ধারকের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর সম্মানিত হস্তাক্ষরে এটিকে অলংকৃত করে (স্বাক্ষর করে) তার মনকে আনন্দিত করবেন, উল্লেখিত সকল বিষয় বর্ণনা করার জন্য তাকে ইজাযাহ (সনদ) প্রদান করে এবং উল্লেখিত কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার ও মুরিদদের (শিক্ষার্থীদের) জন্য তা ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিয়ে; যাতে এর দ্বারা সে শিক্ষার্থী ও উপকার দানকারীদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। এবং দয়ালু আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তিনি আপনাকে মুসলমানদের জন্য রক্ষা করুন, এবং পৃথিবীতে আপনার ক্ষমতা সুদৃঢ় করুন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার বরকতসমূহ আমাদের ও সকল মুসলমানের উপর ফিরিয়ে দিন। এই অক্ষরগুলো লিখেছেন: মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে কামার নামে প্রসিদ্ধ, আট শত পঞ্চাশ (৮৫০) হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের দশ তারিখে।

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

(ক) শব্দটি অস্পষ্ট; সম্ভবত এটি: "কিছু"।

(ص: 267) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وكتب المصنّف بخطّه تحت ما تقدّم:

«صحيحٌ ذلك. قاله وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر الشافعي - عفي عنه -».

• وفي هـ: «آخر (توضيح نخبة الفكر).

وُفّق لتنجيزه وتحريره - إن شاء الله تعالى -: الفقير إلى رحمة ربّه المتين القوي،

محمد بن محمد بن محمد بن المغيزل وابن حماد، الحموي الشافعي العبدري،

بمحروسة القاهرة، في أوقات آخرها: ضحى نهار الأحد، ثالث شهر رجب الفرد، سنة

خمسین وثمان مئة، الحمد لله».

وفي آخرها قيدُ قراءة وسباعٍ على المصنف مع الإجازة لجماعة من أهل العلم؛ نصُّه: «الحمد لله على نعمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً، سَمِعَ جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، خاتمة المجتهدين والحفاظ، البيهقي الثاني، قاضي القضاة، شهاب الدين، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر الكناي، العسقلاني، المصري، الشافعي - فسح الله في مدته -، بقراءة كاتب هذه النسخة؛ الشيخ، الإمام، العالم، مفتي المسلمين، صدر المدرسين، زين الدين، أبي البركات، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرضي العبدري الحموي الشافعي، الشهير بأبن المغيزل، من أوله إلى قوله: (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن)، ومن هنا إلى آخره بقراءة شيخنا، الإمام، العلامة، الحافظ، برهان الدين، أبي الحسن إبراهيم بن عمر الرباط البقاعي الشافعي: جماعة كثيرون؛ منهم: القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد البكري، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، وشمس الدين محمد بن علم الدين محمد بن محمد بن محمد السنباطي، وقرينه محمد بن محمد بن عبد الرحمن السنباطي الشهير بأبن عبد الكافي، وشمس الدين محمد بن عبد الله بن قريش المخزومي، وهو سَمِعَ وكاتبه محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي - وغيره - بأفوات، وصح في مجالس، آخرها ليلة الاثنين، رابع شهر رجب الفرد، سنة خمسين وثمان مئة، بالمدرسة المنكوتيرية بالقاهرة، وأجاز الشيخُ لكلِّ منا ما يجوز له وعنه روايته، والحمد لله وحده».

ثم عليها تصحيحٌ لذلك بخطِ المُصنِّف رحمه الله؛ نصُّه: «صحيح ذلك؛ قراءةً، وسباعاً، وإجازةً - نفع الله تعالى بذلك -، وقد أذنت له أن يرويها القارئ أولاً، عوداً على بدءٍ ما شاء الله، وأن يفيدها لمن يراه أهلاً، حضراً وسفراً.

قاله وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر - عفا الله تعالى عنه - ، حامداً، مصلياً، مسلماً». وفي حاشيتها أيضاً:
«الحمد لله، رأيت في نسخة من شرح النخبة - عليها خط المصنف رحمه الله ما صورته:

আর লেখক তাঁর নিজ হাতে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার নিচে লিখেছেন:

«এটি সঠিক। বলেছেন এবং লিখেছেন: আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আশ-শাফিঈ – আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন»।

• এবং এই নোটে (হাঁ বর্ণে চিহ্নিত): «‘তাওদিহুন নুখবাতিল ফিকার’ (توضيح نخبة الفكر)-এর সমাপ্তি।

এটি সম্পন্ন করতে ও এর সম্পাদনা করতে – আল্লাহ তায়ালা চাইলে – তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছেন: তাঁর সবল, পরাক্রমশালী রবের রহমতের মুখাপেক্ষী, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুগাইয্যাল ওয়া ইবনে হাম্মাদ, আল-হামাভী আশ-শাফিঈ আল-আন্দারী, কায়রোর সুরক্ষিত শহরে, বিভিন্ন সময়ে যার শেষটি ছিল: রবিবার দিনের সকালে, একক রজব মাসের তৃতীয় দিনে, আটশত পঞ্চাশ সনে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর»।

এবং এর শেষে লেখকের উপর পাঠ ও শ্রবণের একটি নিবন্ধন (রেকর্ড) রয়েছে, সাথে একদল জ্ঞানীর জন্য অনুমোদনের (ইজাযাত) উল্লেখ; যার বক্তব্য হলো:

«আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্য সমস্ত প্রশংসা। এবং আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর আল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন, প্রচুর পরিমাণে। এই সম্পূর্ণ কিতাবটি এর রচয়িতা আমাদের শাইখ, ইমাম, আল্লামা, শাইখুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ আলেমদের বাদশাহ, মুজতাহিদ ও হাফেজদের শেষ ব্যক্তি, দ্বিতীয় বাইহাকী, বিচারকদের প্রধান (কাদী আল-কুদাত), শিহাব আদ-দীন, আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজার আল-কিনানী, আল-আসকালানী, আল-মিসরী, আশ-শাফিঈ – আল্লাহ তাঁর জীবনকে প্রশস্ত করুন – এর নিকট পঠিত হয়েছে,

এই পাণ্ডুলিপির লেখকের পাঠের মাধ্যমে; শাইখ, ইমাম, আলিম, মুসলিমদের মুফতি, শিক্ষকদের প্রধান (সদরুল মুদাররিসিন), জাইন আদ-দীন, আবুল বারাকাত, মুহাম্মাদ ইবনে

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নসরুল্লাহ ইবনে মারদী আল-আন্দারী আল-হামাভী আশ-শাফিঈ, যিনি ইবনুল মুগাইয্যাল নামে পরিচিত, এর শুরু থেকে তাঁর উক্তি: (এবং মূল পাঠের আকৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করা জায়েজ নয়) পর্যন্ত, এবং এখান থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের শাইখ, ইমাম, আল্লামা, হাফেজ, বুরহান আদ-দীন, আবুল হাসান ইবরাহিম ইবনে উমর আর-রাব্বাত আল-বিকাসি আশ-শাফিঈ-এর পাঠের মাধ্যমে:

অনেক লোক (উপস্থিত ছিলেন); তাদের মধ্যে রয়েছেন: কাদী শিহাব আদ-দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাকরী, এবং শামস আদ-দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাখাবী, এবং শামস আদ-দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইলম আদ-দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আস-সুহাতী, এবং তাঁর সহকর্মী মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আস-সুহাতী, যিনি ইবনে আবদিল কাফী নামে পরিচিত, এবং শামস আদ-দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরাইশ আল-মাখযুমী, এবং তিনি শ্রবণ করেছেন এবং এর লেখক মুহাম্মাদ, যিনি উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফাহাদ আল-হাশিমী আল-মাক্কী নামে পরিচিত – এবং অন্যান্যরা – বিভিন্ন সময়ে, এবং এটি বিভিন্ন মজলিসে (সেশনে) যাচাই করা হয়েছে, যার শেষটি ছিল সোমবার রাতে, একক রজব মাসের চতুর্থ দিনে, আটশত পঞ্চাশ সনে, কায়রোর আল-মানকুতুমুরিয়া মাদ্রাসায়, এবং শাইখ আমাদের প্রত্যেককে যা তাঁর থেকে বর্ণনা করা জায়েজ, তার অনুমতি (ইজাযাত) দিয়েছেন, আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য»।

তারপর এর উপর লেখকের – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – নিজ হাতে একটি সংশোধনী (তাশহিহ) রয়েছে; যার বক্তব্য হলো:

«এটি সঠিক; পাঠের মাধ্যমে, শ্রবণের মাধ্যমে এবং অনুমোদনের (ইজাযাত) মাধ্যমে – আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা উপকার করুন – এবং আমি পাঠককে প্রথমে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি, যা আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরায় শুরু হচ্ছে, এবং যে এর যোগ্য বলে সে মনে করে, তাকে গৃহে ও সফরে এর উপকার পৌঁছে দেওয়ার (ফায়দা হাসিল করানোর) অনুমতি দিয়েছি। বলেছেন এবং লিখেছেন: আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার – আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুন – আল্লাহর প্রশংসা করে, দরুদ ও সালাম পাঠিয়ে»।

এবং এর টীকায় (হাশিয়া) আরও আছে:

«সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি ‘শারহুন নুখবা’ (شرح النخبة)-এর একটি পাণ্ডুলিপিতে দেখেছি – যার উপর লেখকের – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – নিজ হাতের লেখা রয়েছে, যার পাঠটি হলো:

(ص: 268) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

.....

(مثال ما في النسخة التي قوبلت هذه النسخة عليها:
«عَلَّقَهُ مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة، سنة ثمان
عشرة وثمان مئة».

وبعدها:

مثال خط الشيخ على النسخة التي كتب أعلاه:
«الحمد لله، وسلام على عبادة الذين اصطفى، أما بعد:
فقد سمع عليّ في هذه النسخة وشرحها، في مجالس دروس الحديث بالبيبرسية،
وعارض بها صاحبها: الشيخ، الإمام، العلامة، الأوح، محب الدين البكري، نفع
الله تعالى به، وأذنت له أن يرويها عني، وما يجوز عني من مسبوع ومجبوع ومجاز،
وذلك العاشر من شهر ربيع الآخر، سنة سبع وثلاثين وثمان مئة. قاله وكتبه: أحمد
بن علي ابن حجر الشافعي - عفا الله عنه -».

وبظاهر الورقة المكتوب بها ما سطر أعلاه:

«الحمد لله، وسلام على عبادة الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليّ جميع هذا
التوضيح - من تلخيصي -: الشيخ الفاضل، البارع، الأصيل، شرف الدين، يحيى بن
الشيخ الإمام العلامة المتين، مفيد الطالبين، فخر العلماء العاملين، محب الدين

البكري، من أوله إلى آخره، قراءة بحث وإتقان، واستثارة فوائد، فيها استنارة
فرائد، بحيث استحق أن يفيده لمن أراد، ويبلغ كل طالب من المراد، وقد أذنت له
أن يروييه ويقرره، ويقرئ كل ما تحمله منه واستحضره.
وكانت القراءة المذكورة في مجالس، آخرها في ليلة الثالث عشر من شهر رجب الفرد،
عام خمسة وأربعين وثمان مئة.
قاله وكتبه: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر العسقلاني،
حامداً، مصلياً، مسلماً».

• وفي و: «علق ذلك لنفسه: الفقير المذنب العاصي؛ أحمد بن محمد بن الأخصاصي،
الشافعي، اللهم اغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين.
ووافق الفراغ من نسخها: في العشر الأوسط من شهر رمضان، سنة إحدى وخمسين
وثمان مئة».
وفي حاشيتها بخط المصنف: «بلغ صاحبه قراءة عليّ. كتبه: ابن حجر».
وبعدها بخط متأخر:
«... (أ) قلت: بلغت هذه النسخة قراءة على شيخنا الشيخ عبد القادر الصفوري،
أدام الله النفع به، آمين، وذلك في خامس من شهر جمادى الأولى، سنة سبعة
وسبعين وألف (1077)».

(أ) طس بمقدار كلمة.

(উদাহরণস্বরূপ, যে অনুলিপির সাথে এই অনুলিপিটি মেলানো হয়েছিল তাতে যা আছে:
«এর রচয়িতা আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার এটি রচনা করেন এবং আটশ আঠারো
(৮১৮) হিজরি সনের যুলহাজ্জ মাসের শুরুতে এটি সমাপ্ত করেন।»
এবং এর পরে:

উপরোক্ত লিখিত অনুলিপিতে শায়খের হস্তাক্ষরের উদাহরণ:

«সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর:

এই নুখবাহ (গ্রন্থ) ও এর ব্যাখ্যা আমার কাছে বাইবারসিয়াতে (البیبرسیة) হাদিসের ক্লাস চলাকালীন সময়ে শুনেছেন এবং এর মূল গ্রন্থকার, শায়খ, ইমাম, মহাজ্ঞানী, অদ্বিতীয়, মুহিব্ব আদ-দীন আল-বাকরী এর সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা উপকৃত করুন। আমি তাকে আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করার এবং আমার থেকে যা কিছু শোনা, সংকলিত ও অনুমোদিত (মসমু‘, মাজমু‘, মুজায) আছে তা বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি। এটি আটশ সাইত্রিশ (৮৩৭) হিজরি সনের রবিউল আখির মাসের দশম তারিখে লেখা হয়েছে। আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আশ-শাফিঈ (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) এটি বলেছেন ও লিখেছেন।»

এবং যে পাতায় উপরোক্ত কথাগুলো লেখা হয়েছে তার বাইরের পৃষ্ঠায় (লেখা ছিল):

«সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর: এই তাউদিহ (গ্রন্থ) - যা আমার সংক্ষিপ্তসার - এর পুরোটা আমার কাছে পাঠ করেছেন: বিজ্ঞ শায়খ, সুপণ্ডিত, মৌলিক, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শায়খ ইমাম আল্লামা আল-মাতীন, ছাত্রদের উপকারী, কর্মঠ আলেমদের গৌরব, মুহিব্ব আদ-দীন আল-বাকরী, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, গবেষণা ও দক্ষতার সাথে পাঠ করেছেন, এবং এমন সব উপকারিতা আহরণ করেছেন যাতে অনন্য রত্নরাজি উজ্জ্বল হয়েছে। এর ফলে তিনি এমন যোগ্য হয়েছেন যে, যারা ইচ্ছা করবে তাদের কাছে এটি প্রচার করতে পারবেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের কাজীকৃত জ্ঞানে পৌঁছাতে পারবেন। আমি তাকে এটি বর্ণনা করতে ও ব্যাখ্যা করতে, এবং আমার থেকে যা তিনি গ্রহণ করেছেন ও স্মরণে রেখেছেন তা পড়াতে অনুমতি দিয়েছি।

উল্লিখিত পাঠ কয়েকটি মজলিসে সম্পন্ন হয়েছিল, যার শেষ মজলিস ছিল আটশ পঁয়তাল্লিশ (৮৪৫) হিজরি সনের রজব আল-ফার্দ (একক রজব) মাসের তেরোতম রাতে।

আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী এটি বলেছেন ও লিখেছেন, আল্লাহর প্রশংসা করে, সালাত ও সালাম পাঠিয়ে।»

• এবং একটি (অন্য) অনুলিপিতে (যার প্রতীক 'ওয়াও'): «এটি নিজের জন্য মন্তব্য করেছেন: পাপী, অবাধ্য ফকীর (দরিদ্র) আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-আখসাসি, আশ-শাফিঈ। হে আল্লাহ, তাঁকে, তাঁর পিতামাতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন।

এবং এর অনুলিপি তৈরি সম্পন্ন হয়েছিল আটশ একান্ন (৮৫১) হিজরি সনের রমজান মাসের মাঝামাঝি দশ দিনে।»

এবং এর (অর্থাৎ অনুলিপির) হাশিয়ায় (পাদটীকায়) গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে (লেখা ছিল): «এর মালিক আমার কাছে পাঠ সম্পন্ন করেছেন। লিখেছেন: ইবনে হাজার।»

এবং এর পরে একটি পরবর্তীকালীন হস্তাক্ষরে (লেখা ছিল):

«... (আলিফ) আমি বলি: এই অনুলিপিটি আমাদের শায়খ শায়খ আব্দুল কাদির আস-সাফুরিকে পাঠ করে শেষ করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর দ্বারা উপকার অব্যাহত রাখুন, আমীন। এটি এক হাজার সাতাত্তর (১০৭৭) হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসের পঞ্চম তারিখে (সম্পন্ন হয়েছিল)।»

(আলিফ) এক শব্দ পরিমাণ অস্পষ্ট।

(ص: 269) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

.....

• وفي ز: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر). والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه، وسلم. فرغ منها كاتبه - الفقير إلى رحمة ربه الغني -: محمود بن إسماعيل العيني، في شوال سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة، حامداً، ومصلياً، ومحسباً».

• وفي ح: «وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.

وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة: في يوم الخميس المبارك، رابع شهر شعبان المبارك، سنة سبع وخمسين وثمان مئة، على يد: العبد الفقير إلى الله تعالى، الرَّاجي عفو ربه القدير؛ يحيى بن عبد الغني الإمام، غفر الله له، ولوالديه، ولجميع المسلمين، ولمن دعا له بالمغفرة، آمين آمين، وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين».

وفي آخرها قيد قراءة وإجازة من الحافظ عثمان الديلمي بخطه لبدر الدين بن محمد العلائي الحنفي؛ نصّه:

«الحمد لله، وسلامٌ على عبادة الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليّ الشيخ، الإمام، العالم، المفيد، بدر الدين بن محمد بن الشيخ بدر الدين أحمد بن الشيخ علاء الدين علي العلائي الحنفي - أعزّه الله تعالى ونفع به -: جميع (شرح النخبة) لمؤلفها؛ شيخنا، شيخ الإسلام، أبي الفضل أحمد بن عليّ ابن حجر العسقلاني، قراءة بحثٍ وتحقيقٍ، فأفاد واستفاد.

وأجزت له أن يرويها عني، بروايتي لها ولشرحها عن مؤلفها، وأن يفيد هذا الشرح من أراد الاستفادة منه.

صحّت القراءة المذكورة في مجالس، آخرها يوم الخميس، مستهل صفر الخير المبيون الآخر، من سنة تسعين وثمان مئة.

وأجزت له أن يروي عني جميع ما لي من مقروء، ومسبوع، ومجاز، ومجموع؛ بشرطه.

قاله وكتبه: عثمان بن محمد الديلمي - عفا الله عنه -».

- وفي ط: «كَمَل (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) للشيخ العالم العلامة، شيخ الإسلام، قاضي القضاة، شهاب البلة والدين، أبي الفضل أحمد بن الشيخ السعيد أبي الحسن علي بن محمد العسقلاني الشافعي المعروف بأبن حَجَر.

على يد: عبده الفقير إليه؛ أحمد بن علي بن علي بن عبد الله الأنصاري، ثم
المغراوي، جعله الله من أهل العلم العاملين له، ووافق ذلك ضحوة يوم الأحد،
ثالث عشر شهر رمضان المعظم، عام (869 هـ) (أ).
وهو روايتي عن شيخنا أبي البركات ابن عزوز، بحق مناولته إياي أصله المقروء على
مصنفه؛ مناولة مقرونة بالإجازة، وحدثني به عن مصنفه ابن حجر المذكور».

(أ) قلب النَّاسِخ التَّارِيخ فكتبه (896 هـ)، وما أثبتُّه هو الصَّواب كما بُيِّنَ في وصفِ
النُّسخة.

• এবং ‘ঝা’ (ز)-তে: «(তাওযীহ্ন নুখবাতুল ফিকার ফী মুসত্বালাহ আহলিল আসার)-এর শেষ।
সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার এবং সকল
সাহাবীর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

এর লিখন কাজ শেষ করেছেন এর লেখক - তাঁর প্রাচুর্যময় প্রভুর রহমতের ভিখারী -: মাহমুদ
ইবনে ইসমাইল আল-আইনী, আটশ বায়ান্ন (৮৫২) হিজরীর শাওয়াল মাসে, প্রশংসা, দরুদ ও
'হাসবুনাল্লাহ ওয়ানি'মাল ওয়াকিল' পাঠের সাথে (محسباً)।

• এবং ‘হা’ (ح)-তে: «আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার, ও সাহাবীদের উপর
দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

এই বরকতময় পাণ্ডুলিপির কাজ সমাপ্ত হয়েছিল: বরকতময় বৃহস্পতিবার, বরকতময় শাবান
মাসের চতুর্থ দিনে, আটশ সাতান্ন (৮৫৭) হিজরী সনে, মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা,
তাঁর ক্ষমতাবান প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনাকারী; ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল গণি আল-ইমামের হাতে।
আল্লাহ তাকে, তার পিতামাতাকে, সকল মুসলমানকে এবং যে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করেছে,
তাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আমীন আমীন। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত চিরস্থায়ী ও অবিরাম
অসংখ্য সালাম বর্ষণ করুন»।

এর শেষে হাফেজ উসমান আদ-দাইমি কর্তৃক স্বহস্তে বদরুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ আল-আলাঈ আল-হানফীর জন্য একটি ক্বিরাআত ও ইজাযতের (অধ্যয়নের অনুমতি) নথি রয়েছে; যার পাঠ হল:

«সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং সালাম তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের উপর। অতঃপর: শায়খ, ইমাম, মহাজ্ঞানী, উপকারী, বদরুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শায়খ বদরুদ্দিন আহমাদ ইবনে শায়খ আলাউদ্দিন আলী আল-আলাঈ আল-হানফী - আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন এবং তার দ্বারা উপকার দান করুন - আমার কাছে এর রচয়িতা; আমাদের শায়খ, শায়খুল ইসলাম, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানীর সম্পূর্ণ (শারহুন নুখবা) গ্রন্থটি গবেষণা ও নিরীক্ষার সাথে অধ্যয়ন করেছেন, ফলে তিনি উপকৃত হয়েছেন এবং উপকার করেছেন।

এবং আমি তাকে আমার থেকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি (ইজাযত) দিয়েছি, যেমনটি আমি এর মূল গ্রন্থ এবং এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি এর রচয়িতা থেকে বর্ণনা করেছি, এবং যে ব্যক্তি এর থেকে উপকৃত হতে চায়, সে যেন এই ব্যাখ্যা দ্বারা উপকৃত হয়।

উল্লেখিত অধ্যয়ন বিভিন্ন মজলিসে সম্পন্ন হয়েছে, যার শেষ মজলিস ছিল বৃহস্পতিবার, আটশ নব্বই (৮৯০) হিজরী সনের বরকতময় ও শুভ সফর মাসের প্রথম দিন।

এবং আমি তাকে আমার থেকে আমার পঠিত, শ্রুত, অনুমোদিত এবং সংগৃহীত সকল কিছু শর্তসাপেক্ষে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি।

এটি বলেছেন এবং লিখেছেন: উসমান ইবনে মুহাম্মদ আদ-দাইমি - আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন»।

• এবং ‘ত্বা’ (ب)-তে: «শায়খ, মহাজ্ঞানী আল্লামা, শায়খুল ইসলাম, প্রধান বিচারপতি (ক্বাযী আল-ক্বুদা), শাহাবুল মিল্লাহ ওয়াদ-দীন, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে শায়খ আস-সায়ীদ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আসকালানী আশ-শাফিয়ী, যিনি ইবনে হাজার নামে পরিচিত, তাঁর (তাওযীহুন নুখবাতুল ফিকার ফী মুসত্বালাহ আহলিল আসার) গ্রন্থটি সম্পন্ন হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী তাঁর বান্দা; আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, অতঃপর আল-মাগরাভীর হাতে। আল্লাহ তাকে আমলকারী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত

করুন। এবং এটি মহা সম্মানিত রমজান মাসের তেরোতম দিনে, রবিবার সকালে, (৮৬৯ হিজরী) সনে (ক) সমাপ্ত হয়েছিল।

এবং এটি আমাদের শায়খ আবুল বারাকাত ইবনে ইজ্জুয়-এর থেকে আমার বর্ণনা, তার মূল গ্রন্থটি রচয়িতার সামনে আমার হাতে অর্পণের অধিকার বলে; ইজায়ত (বর্ণনার অনুমতি) সহকারে হস্তগতকরণ (مناولة) ছিল, এবং তিনি (ইবনে ইজ্জুয়) আমাকে এটি উল্লেখিত রচয়িতা ইবনে হাজার থেকে বর্ণনা করেছেন»।

(ক) লিপিকার (নাসিখ) তারিখটি উল্টে (৮৯৬ হিজরী) লিখেছিলেন, কিন্তু আমি যা নিশ্চিত করেছি (অর্থাৎ ৮৬৯ হিজরী) সেটিই সঠিক, যেমনটি পাণ্ডুলিপির বর্ণনায় স্পষ্ট করা হয়েছে।

(ص: 270) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

• وفي ي: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، والله الحمد. وعلقه: فقير عفو الله تعالى ومغفرته، خويدم أهل القرآن؛ أحمد بن شعبان بن علي بن شعبان بن محمد الأنصاري، المقرئ الشافعي، الغزي، لطف الله تعالى به، وغفر له ولمشايعه ولوالديه وللمسلمين. وكان الفراغ من هذا: عصر يوم الأربعاء، تاسع عشرين صفر الميمون، عام (869). في المدرسة البروقية بالقاهرة المعزّية، والله الحمد والمنة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. كتبت من نسخة عليها خط المصنف بسباع قراءة بحث عليه، من أولها إلى آخره، وقوبلت عليها؛ فصحت، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وبعدها قيد قراءة وإجازة من الحافظ عثمان الدبسي بخطه للناسخ؛ نصه:

«الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليّ جبيع (شرح النُخبة) لمصنّفها شيخنا، شيخ الإسلام، حافظ العصر، أبي الفضل أحمد بن عليّ بن محمد ابن حجر العسقلاني الشافعيّ، رحمه الله تعالى، وبرد مضجعه في الدارين: صاحبُه؛ الشيخُ، الإمامُ، العالمُ، الفاضلُ، المتفننُ، شهابُ الدّين، أبو الفضل وأبو العباس وأبو الجود، أحمدُ بنُ الشيخ زين الدين شعبان بن الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن شعبان بن محمد الأنصاريّ، التّباني، الغزيّ، المقرّي الشافعيّ، نفعه الله بالعلم، ومتّع به، قراءةً بحثٍ وتدقيقٍ نهايةً ما أمكن، في مجالس متعددة، آخرها يوم الخميس، سلخ شهر الله المبارك، صفر الخير الميمون، سنة تسع وستين وثمان مئة، وأذنتُ له أن يرويّه عني، عن مؤلّفه، وأن يفيدَه لمن شاء، وأجزتُ له أن يروي عني ما لي من مقروء، ومسجوع، ومُجَاز، ونظم، ونثر؛ بشرطه. قاله وكتبه: فقير رحمة ربه الغني؛ عثمان بن محمد بن عثمان الدّيبّي - عفا الله عنه -».

• وفي ك: «ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

تمت (النخبة وشرحها) بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكِنَاني الشافعي، تغمّده الله تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جنّته، آمين. وكان الفراغ من كتابتها: أذان العصر يوم الخميس، رابع عشر محرم، افتتاح عام اثنين وتسع مئة.

• এবং 'ইয়া' (Y) নুসখায় আছে: «(তাওযীহ নুখবাতুল ফিকর ফি মুস্তালাহ আহলিল আসার)- এর সমাপ্তি», এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এবং এটি সংকলন করলেন: আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহের ভিখারী, আহলুল কুরআনের (কুরআনের জ্ঞানীদের) ক্ষুদ্র সেবক; আহমাদ ইবনে শা'বান ইবনে আলী ইবনে শা'বান ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-মুকরি (কুরআন তেলাওয়াতের শিক্ষক) আল-শাফিঈ, আল-গায়ী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দয়া করুন, এবং তাঁকে, তাঁর উস্তাদদের, তাঁর পিতামাতাকে ও সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করুন।

এটি সম্পন্ন হয়েছিল: বুধবার আছরের সময়, ২৯ শে মুবারক সফর মাসে, ৮৬৯ হিজরি সালে, আল-মু'ইজ্জিয়া কায়রোর বারকুকিয়া মাদরাসায়। এবং সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর। এবং আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। এটি লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষর সম্বলিত একটি অনুলিপি থেকে লেখা হয়েছে, যা তাঁর (লেখকের) উপর গবেষণামূলক পঠন শোনার মাধ্যমে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (পঠিত হয়েছে)। এবং সেটির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে; ফলে তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। এবং মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।»

এবং এরপর নকলকারীকে হাফেজ উসমান আদ-দাইমির নিজস্ব হস্তাক্ষরে লেখা একটি পঠন ও ইজাযত (বর্ণনার অনুমতি) নথিভুক্ত করা হয়েছে; তার পাঠ হলো:

«সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর: নিশ্চয়ই আমার কাছে পুরো '(শারহুন নুখবাহ)'-এর লেখক আমাদের শাইখ, শাইখুল ইসলাম, এই যুগের হাফেজ (হাদীসের সূতিধর), আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজার আল-আসকালানী আশ-শাফিঈ-এর বইটি পঠিত হয়েছে — আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং উভয় জগতে তাঁর বিশ্রামস্থল শীতল রাখুন — তাঁর ছাত্র/সহচর; শাইখ, ইমাম, আলেম, ফাযিল (গুণী), আল-মুতাফাঈন (বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী), শিহাবউদ্দিন, আবুল ফজল, আবুল আব্বাস ও আবুল জাওদ, আহমাদ ইবনে শাইখ জাইনউদ্দিন শা'বান ইবনে শাইখ নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে শা'বান ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আত-তাব্বানী, আল-গায়ী, আল-মুকরি আশ-শাফিঈ কর্তৃক। আল্লাহ তাকে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা উপকৃত করুন এবং তাকে এর দ্বারা উপভোগ করতে দিন। গবেষণামূলক পঠন ও সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের মাধ্যমে, যতটুকু সম্ভব, বিভিন্ন মজলিসে (বৈঠকে) এটি পঠিত হয়েছে, যার শেষ বৈঠক ছিল বৃহস্পতিবার, আল্লাহর বরকতময় মাস, কল্যাণকর ও মুবারক সফরের শেষ দিনে, আটশো ঊনসত্তর (৮৬৯) হিজরি সালে। এবং আমি তাকে অনুমতি দিলাম যে, সে

যেন আমার থেকে, তাঁর (লেখকের) থেকে এটি বর্ণনা করে এবং যে চায় তাকে যেন এর থেকে উপকৃত করে। এবং আমি তাকে আমার থেকে বর্ণিত যা কিছু পঠিত, শ্রুত, সংগৃহীত, ইজাযতপ্রাপ্ত, কাব্য ও গদ্য আছে, তার শর্ত সাপেক্ষে বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম। এটি বললেন ও লিখলেন: তাঁর ধনী রবের রহমতের ভিখারী; উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আদ-দাইমি – আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।»

• এবং 'কাফ' (K) নুসখায় আছে: «আর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। এবং আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

(আন-নুখবাহ ওয়া শারহুহা) সমাপ্ত হলো আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর সাহায্য ও তাঁর উত্তম তাওফীক (ঐশী অনুগ্রহ) সহকারে। এটি শাইখ, ইমাম, আলেম, আল্লামা (মহাপণ্ডিত), এই যুগের হাফেজ, শিহাবউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী আল-কিনানী আশ-শাফিঈ-এর রচিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর রহমতে আবৃত করুন এবং তাঁকে তাঁর প্রশস্ত জান্নাতে স্থান দিন, আমিন।

এটি লেখার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল: বৃহস্পতিবার আছরের আযানের সময়, চৌদ্দই মুহাররম, নয়শো দুই (৯০২) হিজরি সালের শুরুতে।

(ص: 271) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

وكتبها لنفسه: العبد الفقير إلى الله تعالى؛ محمد بن علي بن عمر البسيوني الشافعي، غفر الله تعالى له، ولوالديه، ولمشايعه، ولأحبابه، ولجميع المسلمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين، وعلى سائر النبيين والمرسلين وجميع الصالحين، آمين.

وكتبها من نسخةٍ قوبلت على نسخةٍ قرئت على مؤلفها، وعليها خطُّه بأنَّها قرئت عليه».

• وفي ل: «آخر توضيح نخبة الفكر.

قال مؤلفه - أبقاه الله -: علقه: مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامداً لله تعالى، ومصلياً على نبيه سيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
علقه لنفسه: أفقر عبید ربِّه وأحوجهم إليه؛ محمد بن محمد سويديكين الشافعيّ القدسيّ، من نسخة نُقلت من نسخةٍ عليها خطُّ المؤلف - أبقاه الله -، وكان آخر ...
(أ) في شهر الله الحرام من شهور سنة (838)».

وعلى طرف الورقة الأيمن قيد قراءة وإجازة بخط الحافظ ابن حجر؛ نصُّه:

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فقد قرأ عليّ: الشيخُ الفاضل البارِع المحدث الرَّحَّال، كمال الدين [محمد] الشهير بابن أبي شريف، جميعَ هذا الشرح قراءةً بحثٍ وإتقان، في مجالسٍ آخرها في تاسع عشر جمادى الأولى، سنة ستٍّ وأربعين [وثمان مئة] (ب) ...، وأجزت له أن يرويهِ عنِّي ويفيده لمن أراد، والله المسؤول إمداده بالإسعاد، وسلوك طريق الرشاد.

وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر الشافعيّ، حامداً مصلياً مسلماً».

وعلى يسار كلام الحافظ في طرف الورقة الأيسر كلامٌ يظهر أنه بخط الكمال ابن أبي شريف، لكن لم يتضح بسبب رداءة صورة النسخة.

• وفي م: «وكان الفراغ من كتابة شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - تأليف

الشيخ الإمام، شيخ المفسرين وإمام المحدثين، قاضي القضاة شيخ الإسلام، العالم

الحافظ، فريد دهره ووحيد عصره، عمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين،
أبي الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر أبقاه الله - في سنة (840)». وفي الورقة التي بعدها قيد قراءة وإجازة بخط الحافظ ابن حجر؛ نصه:
«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فقد قرأ علي جميع هذا التوضيح في علم الحديث: صاحبه الفاضل العالم العلامة
البارع

(أ) ثلاث أو أربع كلمات غير واضحة.

(ب) غير واضحة في الأصل، وبعدها ثلاث أو أربع كلمات غير مقروءة.

এটি নিজের জন্য লিখেছেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি দরিদ্র বান্দা; মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন উমার আল-বাসিউনি আশ-শাফিঈ। আল্লাহ তাআলা তাকে, তার পিতামাতাকে, তার শিক্ষকদেরকে, তার প্রিয়জনদেরকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সকল সাহাবী, এবং সকল নবী-রাসূল ও সকল সৎকর্মশীলদের প্রতি রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন। আমীন।
তিনি এটি এমন একটি অনুলিপি থেকে লিখেছেন, যা লেখকের কাছে পঠিত একটি অনুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং এতে লেখকের হাতের লেখা ছিল যে, এটি তার কাছে পঠিত হয়েছে।

• 'ল' অনুলিপিতে আছে: «'নুখবাতুল ফিকর'-এর ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

এর লেখক — আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখুন — বলেছেন: এটি সংকলন করেছেন: এর লেখক আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার, এবং তিনি তা অষ্টম শতকের আঠারো (৮১৮) হিজরি সনের যুলহাজ্জা মাসের শুরুতে সম্পন্ন করেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তার নবী আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি প্রচুর দরুদ ও সালাম পেশ করে।

নিজের জন্য এটি লিপিবদ্ধ করেছেন: তাঁর রবের বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ও তাঁর প্রতি সবচেয়ে মুখাপেক্ষী; মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ সুওয়াইদকিন আশ-শাফিঈ আল-কুদসী, এমন একটি অনুলিপি থেকে, যা লেখকের — আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখুন — হাতের লেখা সম্বলিত একটি অনুলিপি থেকে নকল করা হয়েছে, এবং (আল্লাহর) হারাম মাসে (৮৩৮) সালের মাসগুলো থেকে এর শেষ ... (ক) ।»

পাতার ডান পাশে হাফেয ইবন হাজারের হাতের লেখা একটি পাঠ ও ইজায়ত (সনদ) লিপিবদ্ধ আছে; তার পাঠটি হলো:

«সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর: আমার কাছে পড়েছেন: সম্মানিত, পারদর্শী, পরিব্রাজক হাদিস বিশারদ, কামাল উদ্দীন [মুহাম্মদ], যিনি ইবন আবী শরীফ নামে পরিচিত, এই সমগ্র ব্যাখ্যাটি গভীর গবেষণা ও দক্ষতার সাথে পাঠ করেছেন, বেশ কয়েকটি মজলিসে, যার শেষটি ছিল জুমাদাল উলা মাসের উনিশ তারিখ, আটশত ছেচল্লিশ (৮৪৬) [হিজরি] (খ) ... সালে, এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি যেন সে আমার পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করে এবং যে চায় তাকে উপকৃত করে, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তাকে সৌভাগ্য দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এবং এটি লিখেছেন: আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আশ-শাফিঈ, প্রশংসা, সালাত ও সালাম পেশ করে»।

হাফেযের কথার বাম দিকে, পাতার বাম প্রান্তে, এমন কিছু লেখা আছে যা কামাল ইবন আবী শরীফের হাতের লেখা বলে মনে হয়, তবে অনুলিপির ছবির নিম্নমানের কারণে এটি স্পষ্ট নয়।

• 'ম' অনুলিপিতে আছে: «'শারহ নুখবাতুল ফিকর ফি মুসতালাহ আহলিল আসার' লেখার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল — শাইখুল ইমাম, মুফাসসিরগণের শাইখ ও মুহাদ্দিসগণের ইমাম, ক্বাযিউল ক্বুযাত (প্রধান বিচারক), শাইখুল ইসলাম, আলিম ও হাফেয, তার যুগের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও অতুলনীয় মনীষী, হাফেয ও মুহাদ্দিসগণের আশ্রয়স্থল, মিল্লাত ও দ্বীনের নক্ষত্র, আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী, যিনি ইবন হাজার নামে পরিচিত — আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখুন — এর রচনা — ৮৪০ হিজরি সনে»।

পরবর্তী পাতায় হাফেয ইবন হাজারের হাতের লেখা একটি পাঠ ও ইজায়ত লিপিবদ্ধ আছে; তার পাঠটি হলো:

«সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর:
হাদিস শাস্ত্রে এই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি আমার কাছে পড়েছেন: তাঁর সম্মানিত সঙ্গী, বিদ্বান, মহাজ্ঞানী
ও পারদর্শী

(ক) তিন বা চারটি শব্দ অস্পষ্ট।

(খ) মূল কপিতে অস্পষ্ট, এবং এর পরে তিন বা চারটি শব্দ পাঠযোগ্য নয়।

(ص: 272) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

الأوحد المفيد، فخر الدين عمر ابن الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد ابن
عمر الإربلي الشافعي، نزيل القاهرة، قراءة بحث وتبيين، وتفهم وتفنن؛ بحيث
تأهل لأن يقرئها ويُقرِّرها؛ إذ أتقنها وحرَّرها، وقد أذنتُ له أن يُفيدها لمن التمس
منه الإفادة، داعياً لي وله حصول الحسنَى وزيادة.

وسمع بقراءته: الشيخ الإمام شمس الدين عبد القادر السكندري نفع الله تعالى
[به] (ب)، وأذنتُ له أيضاً، وأجزت لكلٍ منهما أن يروي جميع ما يجوز عني روايته،
وكانت القراءة في مجالس آخرها يوم الخميس حادي عشر جمادى الآخرة، سنة
أربعين وثمان مئة.

وكتب: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الشافعي الشهير بأبن حجر،
حامداً مصلياً مسلماً».

(ب) غير واضحة في الأصل.

অতুলনীয় উপকার সাধনকারী ফখর আল-দিন উমর ইবনুল ফাকির ইল্লাহু তা'আলা শামস আল-দিন মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ইরবিলী আশ-শাফিঈ, যিনি কায়রোর বাসিন্দা, তিনি গবেষণা ও স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে, এবং নিবিড় অনুধাবন ও সূক্ষ্ম দক্ষতার সাথে [এই গ্রন্থ] অধ্যয়ন করেছেন; যার ফলে তিনি এটি পড়ানোর ও এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য যোগ্য হয়েছেন; যেহেতু তিনি এটি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেছেন ও সুসংগঠিত করেছেন। আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি যে, যারা তার থেকে উপকৃত হতে চায়, তাদেরকে সে এর দ্বারা উপকৃত করবে, আমার ও তার জন্য উত্তম প্রতিদান ও আরও বেশি নেকি লাভের দোয়া করে।

এবং তার পঠনকালে শ্রবণ করেছেন: শাইখ ইমাম শামস আল-দিন আবদুল কাদির আস-সিকান্দারী, আল্লাহ তাআলা তাকে [তার দ্বারা] (খ) উপকৃত করুন। আমি তাকেও অনুমতি দিয়েছি, এবং তাদের উভয়েই অনুমতি প্রদান করেছি যেন তারা আমার থেকে বর্ণনা করা যায় এমন সবকিছু বর্ণনা করে। এই পাঠ বিভিন্ন মজলিসে সম্পন্ন হয়েছিল, যার শেষ মজলিস ছিল আট শত চল্লিশ হিজরী সনের জুমাদা আল-আখিরাহর এগারো তারিখ বৃহস্পতিবার।

এবং লিখেছেন: আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাফিঈ, যিনি ইবন হাজার নামে প্রসিদ্ধ, আল্লাহর প্রশংসা ও সালাত-সালাম সহকারে।»

(খ) মূল পাণ্ডুলিপিতে অস্পষ্ট।

(ص: 273) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

فَهْرُسُ مَرَاَجِعِ التَّحْقِيقِ

- 1 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل - بيروت، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
- 2 - الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

- 3 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التأليف العربية في المطابع الشرقية والغربية، لإدوارد كرنيليوس فأنديك، صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، الناشر: مطبعة التأليف (الهلال) - مصر، 1313 هـ - 1896 م.
- 4 - الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1416 هـ - 1995 م.
- 5 - الإجازة للجهول والمعدوم، للخطيب البغدادي، ت: عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، ط: الأولى، 1413 هـ.
- 6 - الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ.
- 7 - الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن الأمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق.
- 8 - الآداب للبيهقي، لأحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
- 9 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطاني، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط: السابعة، 1323 هـ.

তাহকীককৃত মঞ্জু, সমূহের সূচী

- ১ - আল-ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ইবনু আবদিল বার্ক কর্তৃক রচিত, তাহকীক: আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাওয়ী, প্রকাশক: দারুল জীল - বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.
- ২ - আল-ইকতিরাহ ফি বায়ানিল ইসতिलाহ, ইবনু দাকীকিল ঈদ কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন।
- ৩ - ইকতিফাউল কুনু বিমা হুয়া মাতবু', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাপাখানায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ আরবী রচনাবলী, এডওয়ার্ড কর্নেলিয়াস ভ্যান ডাইক কর্তৃক রচিত, সংশোধন ও সংযোজন করেছেন:

সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী আল-বাবলাবী, প্রকাশক: মাতবা'আতুত্তালীফ (আল-হিলাল) - মিসর, ১৩১৩ হি. - ১৮৯৬ খ্রি.

৪ - আল-ইবহাজ ফি শারহিল মিনহাজ, তাকীউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবদিল কাফী আস-সুবকী এবং তাঁর পুত্র তাজউদ্দীন আবু নাসর আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন, ১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

৫ - আল-ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম, আল-খাতীব আল-বাগদাদী কর্তৃক রচিত, তাহকীক: আমর আব্দুল মুন'ইম, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.

৬ - আল-ইহাতা ফি আখবারী গারনাতা, লিসানুদ দীন ইবনু আল-খাতীব কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

৭ - আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, আবুল হাসান আল-আমীদী কর্তৃক রচিত, তাহকীক: আব্দুল রাজ্জাক আফীফী, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত- দামেস্ক।

৮ - আল-আদাব লিল বায়হাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়া, বৈরুত - লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৯ - ইরশাদুস সারী লি শারহি সাহীহিল বুখারী, আল-কাসতাল্লানী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়া, মিসর, সপ্তম সংস্করণ, ১৩২৩ হি.

(ص: 274) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

10 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، للنووي، ت: عبد الباري فتح الله السلفي، الناشر: مكتبة الإيمان، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1408 هـ - 1987 م.

11 - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، لشهاب الدين أحمد بن محمد البقري التلمساني، ت: مصطفى السقا وآخرين، الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة - مصر، 1358 هـ - 1939 م.

- 12 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، ت: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1415 هـ- 1994 م.
- 13 - الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة، للخطيب البغدادي، ت: عز الدين علي السيد، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط: الثالثة، 1417 هـ- 1997 م.
- 14 - أساء شيوخ مالك بن أنس، لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن خلفون الأزدي الأندلسي، ت: أبو عبد الباري رضا بوشامة الجزائري، الناشر: أضواء السلف، ط: الأولى 1425 هـ- 2004 م.
- 15 - الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ت: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية (مكة المكرمة) - دار البشائر الإسلامية (بيروت)، ط: الأولى، 1416 هـ- 1996 م.
- 16 - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1415 هـ.
- 17 - أصول الفقه، لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ت: فهد بن محمد السدحان، الناشر: مكتبة العبيكان، ط: الأولى، 1420 هـ- 1999 م.

10 - সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠজনের (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি) সুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য সত্য অন্বেষণকারীদের নির্দেশনা, নাবাবী রচিত, সম্পাদনা: আব্দুল বারী ফাতহুল্লাহ আস-সালাফী, প্রকাশক: মাকতাবাতুল ঈমান, মদিনা মুনাওয়ারা - সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.- ১৯৮৭ খ্রি.

11 - কাজি ইয়াযের জীবনীতে রিয়াদের পুষ্পরাজি, শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আল-মাক্কারী আত-তিলমিসানী রচিত, সম্পাদনা: মুস্তফা আস-সাক্কা ও অন্যান্য, প্রকাশক: রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা কমিটি প্রেস, কায়রো - মিশর, ১৩৫৮ হি.- ১৯৩৯ খ্রি.

12 - সাহাবীগণের পরিচিতি বিষয়ক 'আসাদুল গাবাহ', ইবনুল আছীর রচিত, সম্পাদনা: আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ - আদিল আহমদ আব্দুল মাওজুদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.- ১৯৯৪ খ্রি.

13 - সুসংবদ্ধ সংবাদে অস্পষ্ট নামসমূহ, খতীব বাগদাদী রচিত, সম্পাদনা: ইজুদ্দিন আলী আস-সাইয়েদ, প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো - মিশর, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি.- ১৯৯৭ খ্রি.

14 - মালিক ইবনু আনাসের শায়খগণের নামসমূহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু খালফুন আল-আযদী আল-আন্দালুসী রচিত, সম্পাদনা: আবু আব্দুল বারী রিদা বুশামা আল-জাযাইরী, প্রকাশক: আদওয়াউস সালাফ, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি.- ২০০৪ খ্রি.

15 - উসুল (মূলনীতি) বিষয়ক ইশারা এবং দলিলের অর্থ সংক্ষেপণ, আবু আল-ওয়ালিদ সুলায়মান ইবনু খালাফ আল-বাজী আল-আন্দালুসী রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আলী ফারকুস, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল মাক্কিয়াহ (মক্কা মুকাররমা) - দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ (বৈরুত), ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি.- ১৯৯৬ খ্রি.

16 - সাহাবীগণের পরিচিতি নির্ধারণে সঠিকতা, ইবনু হাজার রচিত, সম্পাদনা: আদিল আহমদ আব্দুল মাওজুদ, ও আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.

17 - উসুলুল ফিকহ, মুহাম্মদ ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী আল-হাম্বালী রচিত, সম্পাদনা: ফাহদ ইবনু মুহাম্মদ আস-সাদহান, প্রকাশক: মাকতাবাতুল উবাইকান, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি.- ১৯৯৯ খ্রি.

(ص: 275) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

18 - أعيان العصر وأعيان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: علي أبو زيد، وآخرين، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1418 هـ - 1998 م.

19 - إكمال الإكمال، لابن نقطة الحنبلي، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة - السعودية.

20 - إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ت: يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1419 هـ.

- 21 - الإلباع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عيَّاض، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث، المكتبة العتيقة، القاهرة، تونس، ط: الأولى، 1379 هـ - 1970 م.
- 22 - الأمر، للشافعي، ت: رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر: دار الوفاء، البصرة - مصر، ط: الأولى، 2001 م.
- 23 - إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة، لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطِّي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط: الأولى، 1406 هـ - 1982 م.
- 24 - الأنساب، للسَّمعاني، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلي البياني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: الأولى، 1382 هـ - 1962 م.
- 25 - الإيلاء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطَّأ، لأبي العباس أحمد بن طاهر الداني الأندلسي، ت: أبو عبد الباري رضا بوشامة الجزائري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
- 26 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد محمد شاكر، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1435 هـ.

১৮ - 'আইয়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর' (عیان العصر وأعوان النصر), সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আইবাক আস-সাফাদি রচিত। সম্পাদনা: আলি আবু জায়েদ ও অন্যান্য। প্রকাশক: দারুল ফিকরুল মুআসসির, বৈরুত - লেবানন; দারুল ফিকর, দামেস্ক - সিরিয়া। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

১৯ - 'ইকমালুল ইকমাল' (إكمال الإكمال), ইবনে নুকতা আল-হাম্বলি রচিত। সম্পাদনা: আব্দুল কাইয়ুম আব্দুর রব বিন নবী। প্রকাশক: উমুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকাররমা - সৌদি আরব।

২০ - 'ইকমালুল মুআল্লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম' (إكمال المُعَلِّم بفوائد مسلم), কাযী ইয়াছ রচিত। সম্পাদনা: ইয়াহিয়া ইসমাইল। প্রকাশক: দারুল ওয়াফা, কায়রো - মিশর। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হি.

২১ - 'আল-ইলমা ইলা মারিফাতি উসুলির রিওয়ায়া ওয়া তাকয়িদিস সামা' (الإلماع إلى معرفة), কাযী ইয়াদ্ব রচিত। সম্পাদনা: সাইয়েদ আহমদ সাকর।

প্রকাশক: দারুত তুরাস, আল-মাকতাবাতুল আতিকা, কায়রো, তিউনিস। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৭৯ হি. - ১৯৭০ খ্রি.

২২ - 'আল-উম্ম' (الأم), আশ-শাফিঈ রচিত। সম্পাদনা: রিফাত ফাওযি আব্দুল মুত্তালিব। প্রকাশক: দারুল ওয়াফা, মানসুরা - মিশর। সংস্করণ: প্রথম, ২০০১ খ্রি.

২৩ - 'ইনবাহুর রুওয়াত আলা আনবাহিন নুহাত' (إنبأه الرواة على أنبأه النحاة), জামালুদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবনে ইউসুফ আল-কিফতি রচিত। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবুল ফাদল ইবরাহিম। প্রকাশক: দারুল ফিকরুল আরাবি - কায়রো; ও মুআসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়াহ - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হি. - ১৯৮২ খ্রি.

২৪ - 'আল-আনসাব' (الأنساب), আস-সামআনি রচিত। সম্পাদনা: আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াহিয়া আল-মুআল্লিমি আল-ইয়ামানি ও অন্যান্য। প্রকাশক: মজলিসু দাইরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়াহ, হায়দ্রাবাদ। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৮২ হি. - ১৯৬২ খ্রি.

২৫ - 'আল-ইমা ইলা আত্রাফি আহাদীসি কিতাবিল মুওয়াত্তা' (الإيحاء إلى أطراف أحاديث كتاب), আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাহির আদ-দানি আল-আন্দালুসি রচিত। সম্পাদনা: আবু আব্দুল বারি রিদা বুশামা আল-জাজায়িরি। প্রকাশক: মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজি, রিয়াদ - সৌদি আরব। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

২৬ - 'আল-বাইসুল হাসিস শারহ ইখতিসার উলুমিল হাদিস' (الباعث الحثيث شرح اختصار), আহমদ মুহাম্মদ শাকির রচিত। প্রকাশক: দারু ইবনিল জাওযি। সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৫ হি.

(ص: 276) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

27 - البحر المحيط في أصول الفقه، للزَّركشي، الناشر: دار الكتبي، ط: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.

28 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان.

- 29 - برنامج التَّجْيِيبِ، للقاسم بن يوسف التَّجْيِيبِ البُلْنَسِي السَّبْتِي، ت: عبد الحفيظ منصور، الناشر: الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، 1981 م.
- 30 - برنامج شيوخ الرعيني، لعلي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي، ت: إبراهيم شبوح، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1962 م.
- 31 - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى 1418 هـ - 1997 م.
- 32 - بغية الملتبس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، الناشر: دار الكاتب العربي، القاهرة - مصر، 1967 م.
- 33 - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القَطَّان الفاسي، ت: الحسين آيت سعيد، الناشر: دار طيبة، الرياض، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
- 34 - تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
- 35 - التاج السكك من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لأبي الطيب محمد صديق خان القنوجي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
- 36 - تاريخ ابن معين، برواية الدُّوري، ت: أحمد محمد نور سيف، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1399 هـ - 1979 م.

২৭ - উসূলুল ফিক্‌হ-এর উপর আল-বাহরুল মুহীত, যার লেখক জারকাশী, প্রকাশক: দারুল কুতুবী, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৪ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

২৮ - সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী মনীষীদের গুণাবলী সম্পর্কিত আল-বদরুত্ত্বালে, যার লেখক শওকানী, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত - লেবানন.

- ২৯ - আল-তুতিজবীর প্রোগ্রাম, যার লেখক কাসিম ইবনে ইউসুফ আল-তুতিজবী আল-বালানসী আল-সাবতী, সম্পাদনা করেছেন: আব্দুল হাফীয মানসুর, প্রকাশক: আদ-দারুল আরাবিয়াহ লিল-কিতাব, লিবিয়া - তিউনিস, ১৯৮১ খ্রি.
- ৩০ - রু'আয়নী-এর শায়খদের প্রোগ্রাম, যার লেখক আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আর-রু'আয়নী আল-ইশবিলী, সম্পাদনা করেছেন: ইব্রাহিম শাব্বুহ, প্রকাশক: সংস্কৃতি ও জাতীয় নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, দামেস্ক, ১৯৬২ খ্রি.
- ৩১ - উসূলুল ফিকহ-এর উপর আল-বুরহান, যার লেখক আবুল মা'আলী আল-জুয়াইনী, সম্পাদনা করেছেন: সালাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উওয়াইদা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম ১৪১৮ হি.- ১৯৯৭ খ্রি.
- ৩২ - আন্দালুসের অধিবাসীদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অনুসন্ধিৎসুর আকাঙ্ক্ষা, যার লেখক আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আহমাদ ইবনে উমায়রা আয-যাব্বী, প্রকাশক: দারুল কাতিবিল আরাবিয়াহ, কায়রো - মিশর, ১৯৬৭ খ্রি.
- ৩৩ - কিতাবুল আহকাম-এর ভুল ও ভ্রমের ব্যাখ্যা, যার লেখক ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী, সম্পাদনা করেছেন: আল-হুসাইন আয়ত সাঈদ, প্রকাশক: দারু তায়্যিবাহ, রিয়াদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.
- ৩৪ - কামুস-এর রত্ন থেকে আরুসের মুকুট, যার লেখক জাবীদ, সম্পাদনা করেছেন: একদল গবেষক, প্রকাশক: দারুল হিদায়াহ.
- ৩৫ - পরবর্তী ও পূর্ববর্তী রীতি-নীতিগুলোর রত্নময় কীর্তিসমূহ থেকে মুকুট শোভিত, যার লেখক আবুল তায়্যিব মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান আল-কান্নুজী, প্রকাশক: আওকাফ ও ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কাতার, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৮ হি. - ২০০৭ খ্রি.
- ৩৬ - ইবনে মা'ইনের ইতিহাস, আদ-দুরী-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সম্পাদনা করেছেন: আহমাদ মুহাম্মাদ নুর সাইফ, প্রকাশক: গবেষণা কেন্দ্র এবং ইসলামিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন, মক্কা মুকাররমা - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯৯ হি.- ১৯৭৯ খ্রি.

(ص: 277) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

37 - تاريخ الإسلام وَوَفِيَّاتِ المشاهير والأعلام، للذهبي، ت: بشار عواد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 2003 م.

38 - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني، لأبي بكر ابن أبي خيثمة، ت: صلاح بن فتحي هلال، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.

39 - التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ط: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن - الهند، طبع تحت مراقبة: محمد عبد البعید خان.

40 - تاريخ بغداد وذيوله (المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي، ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، المستفاد من تاريخ بغداد، لابن الدمياطي، الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن النجار)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: الأولى، 1417 هـ.

41 - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2002 م.

42 - تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت: عمرو بن غرامة العبروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ - 1995 م.

43 - تبصير المُنتَبِه بتحرير المُشْتَبِه، لابن حجر، ت: محمد علي النجار، الناشر: المكتبة العلمية.

44 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمزداوي الحنبلي، ت: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.

45 - التحبير في المعجم الكبير، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، ت: منيرة ناجي سالم، الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد، ط: الأولى، 1395 هـ - 1975 م.

37 - ইসলামের ইতিহাস এবং বিখ্যাত ও বরেণ্য ব্যক্তিদের ইন্তেকাল, আল-যাহাবী কর্তৃক, তাহকীক: বাশার আওয়াদ, প্রকাশক: দারুল গারব আল-ইসলামী, সংস্করণ: প্রথম, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

38 - আল-তারিখুল কাবীর যা ইবনে আবি খাইসামাহর ইতিহাস নামে পরিচিত - দ্বিতীয় খণ্ড, আবু বকর ইবনে আবি খাইসামাহ কর্তৃক, তাহকীক: সালাহ ইবনে ফাতহী হিলাল, প্রকাশক: আল-ফারুক আল-হাদীসাহ লিট-তিবাআহ ওয়ান-নাশ্র, কায়রো - মিশর, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৭ হিজরি - ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

39 - আল-তারিখুল কাবীর, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী কর্তৃক, প্রকাশনা: দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়াহ, হায়দ্রাবাদ, ডেকান - ভারত, তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত: মুহাম্মদ আব্দুল মুইদ খান।

40 - বাগদাদের ইতিহাস ও তার পরিশিষ্টসমূহ (ইবনে দুবাইথীর ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত রূপ, আল-যাহাবী কর্তৃক; বাগদাদের ইতিহাসের পরিশিষ্ট, ইবনে আন-নাজ্জার কর্তৃক; বাগদাদের ইতিহাস থেকে গৃহীত, ইবনে আদ-দামিয়াতী কর্তৃক; আবু বকর আল-খাতীব আল-বাগদাদীর প্রতি উত্তর, ইবনে আন-নাজ্জার কর্তৃক), প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, তাহকীক: মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতা, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৭ হিজরি।

41 - বাগদাদের ইতিহাস, আল-খাতীব আল-বাগদাদী কর্তৃক, তাহকীক: বাশার আওয়াদ মারুফ, প্রকাশক: দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২২ হিজরি - ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

42 - দামেস্কের ইতিহাস, ইবনে আসাকির কর্তৃক, তাহকীক: আমর ইবনে গ্যারামাহ আল-আমরভী, প্রকাশক: দারুল ফিকর লিট-তিবাআহ ওয়ান-নাশ্র ওয়াত-তাওয়ী, ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

43 - তাবসীরুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবীহ, ইবনে হাজার কর্তৃক, তাহকীক: মুহাম্মদ আলী আন-নাজ্জার, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ।

44 - আত-তাহবীর শারহুত-তাহরীর ফী উসুলিল ফিকহ, আল-মারদাবী আল-হাম্বালী কর্তৃক, তাহকীক: আব্দুর রহমান আল-জাবরিন, আওয়াদ আল-কারনী, আহমদ আস-সাররাহ, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

45 - আত-তাহবীর ফিল মু'জামিল কাবীর, আবু সা'দ আব্দুল কারীম ইবনে মুহাম্মদ আস-সামআনী কর্তৃক, তাহকীক: মুনীরা নাজী সালিম, প্রকাশক: রিআসাতু দিওয়ানিল আওকাফ - বাগদাদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯৫ হিজরি - ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

- 46 - التدوين في أخبار قزوين، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، ت: عزيز الله العطاردي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1408 هـ-1987 م.
- 47 - تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ، 1999 م.
- 48 - تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، لابن المبرد الحنبلي، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، ط: الأولى، 1432 هـ-2011 م.
- 49 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، للزركشي، ت: سيد عبد العزيز - عبد الله ربيع، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط: الأولى، 1418 هـ-1998 م.
- 50 - تصحيقات المحدثين، لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، ت: محمود أحمد ميرة، الناشر: المطبعة العربية الحديثة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1402 هـ.
- 51 - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، ت: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، عمان، ط: الأولى، 1405 هـ.
- 52 - تقريب التهذيب، لابن حجر، ت: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد - سوريا، ط: الأولى، 1406 هـ-1986 م.
- 53 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، للنووي، ت: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1405 هـ-1985 م.
- 54 - التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابن عبد البر، ت: فيصل يوسف أحمد العلي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط: الأولى، 1433 هـ-2012 م.

- 46 - কাজভীনের সংবাদসমূহের সংকলন, আবু আল-কাসিম আব্দুল কারীম ইবনে মুহাম্মদ আর-রাফিয়ী আল-কাজভীনী-এর। সম্পাদনা: আযীযুল্লাহ আল-আত্তারদী। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, ১৪০৮ হিজরী-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।
- 47 - হাফিযদের স্মারক, আয-যাহাবী-এর। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
- 48 - হাফিযদের স্মারক ও জাগ্রতদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, ইবনুল মিব্বারাদ আল-হাম্বালী-এর। সম্পাদনা: নূরুদ্দীন তালিব। প্রকাশক: দারুল নাওয়াদির, সিরিয়া, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩২ হিজরী-২০১১ খ্রিস্টাব্দ।
- 49 - তাজুদ্দীন আস-সুবকীর 'সংকলনের সংকলন' (জামউল জাওয়ামি') গ্রন্থের সংকলনে কর্ণপ্রীতি, আয-যারকাশী-এর। সম্পাদনা: সাইয়েদ আব্দুল আযীয - আব্দুল্লাহ রাবী। প্রকাশক: কুরতুবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন গ্রন্থাগার, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরী-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।
- 50 - মুহাদ্দিছদের লিপিকরদের ভুল, আবু আহমাদ আল-হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসকারী-এর। সম্পাদনা: মাহমুদ আহমাদ মীরা। প্রকাশক: আধুনিক আরব মুদ্রণালয়, কায়রো - মিশর, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০২ হিজরী।
- 51 - আল-বুখারীর বিশুদ্ধ গ্রন্থ (সহীহ আল-বুখারী)-এর টীকা বন্ধকরণ, ইবনে হাজার-এর। সম্পাদনা: সাঈদ আব্দুর রহমান মুসা আল-ক্বাযাকী। প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী - বৈরুত, আম্মান, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরী।
- 52 - পরিমার্জনার সহজীকরণ (তাকরীবুত তাহযীব), ইবনে হাজার-এর। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আওয়ামাহ। প্রকাশক: দারুল রশীদ - সিরিয়া, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরী-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।
- 53 - হাদীসের মূলনীতিতে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর সুন্যাহসমূহ জানার জন্য সহজীকরণ ও নৈকট্য বিধান, আন-নাওয়াবী-এর। সম্পাদনা: মুহাম্মদ উসমান আল-খাশত। প্রকাশক: দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরী-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
- 54 - আল-মুয়াত্তা' (সুপ্রতিষ্ঠিত পথ) গ্রন্থে নবী (তাঁর উপর আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর হাদীসসমূহের অন্বেষণ, ইবনে আব্দুল বারর-এর। সম্পাদনা: ফাইসাল ইউসুফ আহমাদ আল-আলী। প্রকাশক: ওয়াকফ ও ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুয়েত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৩ হিজরী-২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

- 55 - تقييد المهمل وتبليغ المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجبائي، ت: علي بن محمد العبران، ومحمد عزيز شمس، الناشر: دار عالم الفوائد، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
- 56 - التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة الحنبلي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
- 57 - التقييد والإيضاح شرح مقدّمة ابن الصّلاح، للحافظ العراقي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي - صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -، ط: الأولى، 1389 هـ - 1969 م.
- 58 - التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار؛ محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي، ت: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م.
- 59 - تلخيص المُتَشابه في الرّسم، للخطيب البغدادي، ت: سَكينة الشّهّاي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1985 م.
- 60 - التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ «التلخيص الحبير»، لابن حجر، ت: محمد الثاني بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف.
- 61 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- 62 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1400 هـ - 1980 م.
- 63 - تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، ت: محمد عوض مرعب،
- ৫৫ - তাকরীদ আল-মুহম্মাল ওয়া তাময়ীয আল-মুশকিলাহ, আবু আলী আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল-গাস্সানী আল-জাইয়ানীর রচিত, সম্পাদনা: আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-ইমরান

ও মুহাম্মাদ উযাইর শামস, প্রকাশক: দারু আলামিল ফাওয়াইদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

৫৬ - আত-তাকরীদ লি-মা'রিফাত রুওয়াত আস-সুনান ওয়াল-মাসানীদ, ইবন নুকতাহ আল-হান্বালীর রচিত, সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ আল-হুত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

৫৭ - আত-তাকরীদ ওয়াল-ঈযাহ শারহ মুকাদ্দিমাত ইবন আস-সালাহ, আল-হাফিজ আল-ইরাকীর রচিত, সম্পাদনা: আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ উসমান, প্রকাশক: মুহাম্মাদ আব্দুল মুহসিন আল-কুতুবী - মাদীনাতুল মুনাওয়ারার আস-সালাফিয়াহ গ্রন্থাগারের স্বত্বাধিকারী -, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৯ হিজরি - ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

৫৮ - আত-তাকমিলাহ লি-কিতাবিস সিলাহ, ইবনুল আব্বার; মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-কুদায়ী আল-বালানসীর রচিত, সম্পাদনা: আব্দুল সালাম আল-হাররাস, প্রকাশক: দারুল ফিকরি লিত-তিবাহাহ, বৈরুত - লেবানন, ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

৫৯ - তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসমি, আল-খাতিব আল-বাগদাদীর রচিত, সম্পাদনা: সুকায়না আশ-শিহাবী, প্রকাশক: তালাস লিদ-দিরাসাত ওয়াত-তারজামা ওয়ান-নাশ্র, দামেস্ক - সিরিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

৬০ - আত-তাময়ীয ফী তালখীস তাখরীজ আহাদীস শারহিল ওয়াজিজ আল-মাশহুর বি-«আত-তালখীসুল হাবীর», ইবন হাজার আল-আসকালানীর রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আস-সানী ইবন উমার ইবন মূসা, প্রকাশক: দারু আদওয়াইস সালাফ।

৬১ - তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত, আন-নাওয়াভীর রচিত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন।

৬২ - তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, আল-মিযযীর রচিত, সম্পাদনা: বাশশার আওয়াদ মারুফ, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত - লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি - ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

৬৩ - তাহযীবুল লুগাহ, আবু মনসুর আল-আযহারীর রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরইব,

- الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 2001 م.
- 64 -** توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد بن عبد الله القيسي الدمشقي الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين، ت: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسّسة الرّسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1993 م.
- 65 -** الثّقات، لابن حبان، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن - الهند، ط: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.
- 66 -** جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1422 هـ.
- 67 -** جامع التّحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلي العلاءي، ت: حدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1407 هـ - 1986 م.
- 68 -** الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع، للخطيب البغدادي، ت: محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض - السعودية، 1403 هـ - 1983 م.
- 69 -** الجامع (سنن الترمذي)، للترمذي، ت: أحمد محمد شاكر (ج 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)، وإبراهيم عطوة عوض (ج 4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط: الثانية، 1395 هـ - 1975 م.
- 70 -** الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن - الهند، ودار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1371 هـ - 1952 م.

প্রকাশক: দার ইহয়া আত-তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.

৬৪ - তাওদীহুল মুশতাবাহ ফী দাবতি আসমাইর রুওয়াত ওয়া আনসাবাহুম ওয়া আলকাবিহিম ওয়া কুনাউহুম (বর্ণনাকারীদের নাম, বংশপরিচয়, উপাধি ও ডাকনামের সন্দেহ নিরসন), মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-কাইসী আদ-দিমাশকী আশ-শাফি'ঈ রচিত, যিনি ইবনু নাসিরুদ্দীন

নামে প্রসিদ্ধ। তাহকীক: মুহাম্মদ নাজিম আল-আরাফসুসী। প্রকাশক: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.

৬৫ - আস-সিক্কাত, ইবনু হিব্বান রচিত। প্রকাশক: উসমানিয়া জ্ঞানকোষ পরিষদ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য - ভারত, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

৬৬ - জামি'উল বায়ান আন তা'ওয়ীলি আয়িল কুরআন, ইবনু জারীর আত-তাবারী রচিত। তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী। প্রকাশক: দার হাজর লি-তিবাআ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওয়ি', কায়রো - মিশর, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.

৬৭ - জামি'উত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল, সালাহুদ্দীন আবু সাঈদ খলীল ইবনু কাইকালদী আল-আলাই রচিত। তাহকীক: হামদী আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী। প্রকাশক: আলমুল কুতুব, বৈরুত - লেবানন, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.

৬৮ - আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', আল-খাতীব আল-বাগদাদী রচিত। তাহকীক: মাহমুদ আত-তাহহান। প্রকাশক: মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ - সৌদি আরব, ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৬৯ - আল-জামি' (সুনানুত তিরমিযী), আত-তিরমিযী রচিত। তাহকীক: আহমদ মুহাম্মদ শাকির (খণ্ড ১, ২), মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী (খণ্ড ৩), এবং ইবরাহীম আতওয়া আওয়াদ (খণ্ড ৪, ৫)। প্রকাশক: শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতব'আ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী - মিশর, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি. - ১৯৭৫ খ্রি.

৭০ - আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ইবনু আবী হাতিম রচিত। প্রকাশিত: উসমানিয়া জ্ঞানকোষ পরিষদ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য - ভারত, এবং দার ইহয়া আত-তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১ হি. - ১৯৫২ খ্রি.

(ص: 281) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

71 - الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي، ت: علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1423 هـ.

72 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي.

- 73 -** الجواهر والدُّرَر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَجَر، للسَّخَاوِي، ت: إبراهيم باجس عبدالمجيد، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ.
- 74 -** الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للمأوردي، ت: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ- 1999 م.
- 75 -** حديث أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام، للبيهقي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 2001 م.
- 76 -** حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه، للخطيب البغدادي، ت: محمد رزق طرهوني، الناشر: دار فواز، الأحساء - السعودية، ط: الأولى، 1412 هـ.
- 77 -** حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسُّيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط: الأولى، 1387 هـ.
- 78 -** الحِطَّة في ذكر الصِّحاح السِّتَّة، لمحمد صديق خان بن حسن القنَّوجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1405 هـ- 1985 م.
- 79 -** حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر:

71 - দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম)-এর সম্মিলিত সংকলন (আল-জাম'উ বাইনাস সহীহাইন), আল-হুমাইদী কর্তৃক সংকলিত। তাহকীক: আলী হুসাইন আল-বাব। প্রকাশক: দার ইবনে হাযম, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪২৩ হিজরী।

72 - হানাফী মাযহাবের ব্যক্তিত্বদের স্তরবিন্যাসে উজ্জ্বল রত্ন (আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ), আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মদ বিন নাসরুল্লাহ আল-কুরাশী কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা - করাচী।

73 - শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজারের জীবনীর রত্ন ও মুক্তা (আল-জাওয়াহির ওয়াদ্-দুরার ফী তারজামাত শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার), আস-সাখাওয়া কর্তৃক রচিত। তাহকীক: ইব্রাহিম

বাজিস আব্দুল মাজিদ। প্রকাশক: দার ইবনে হাযম, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরী।

74 - ইমাম শাফিঈর মাযহাবের ফিকহে বৃহৎ সংকলন (আল-হাওয়া আল-কাবীর ফী ফিকহি মাযহাবিল ইমামিশ শাফিঈ), আল-মাওয়াদী কর্তৃক রচিত। তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ এবং আদিল আহমদ আব্দুল মাওজুদ। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরী- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

75 - আব্দুল্লাহ বিন সালামের মাসআলাসমূহে আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদ আল-জুওয়াইবারীর হাদীস (হাদীস আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদ আল-জুওয়াইবারী ফী মাসায়িলি আব্দুল্লাহ বিন সালাম), আল-বায়হাকী কর্তৃক সংকলিত। তাহকীক: মাশহুর বিন হাসান আলে সালামান। প্রকাশক: দার ইবনে হাযম, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

76 - ছজন তাবেরীর হাদীস এবং এর সনদ ও বিভিন্ন দিকসমূহের আলোচনা (হাদীস আস-সিত্তাহ মিনাত তাবিরীন ওয়া যিকরু তুরুফিহি ওয়া ইখতিলাফু ওয়াজুহিহি), আল-খাতীব আল-বাগদাদী কর্তৃক রচিত। তাহকীক: মুহাম্মদ রিজক তরভুনী। প্রকাশক: দার ফাওয়াজ, আল-আহসা - সৌদি আরব। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১২ হিজরী।

77 - মিসর ও কায়রোর ইতিহাসে চমৎকার আলোচনা (মুনুল মুহাদারাহ ফী তারিখি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ), আস-সুয়ুতী কর্তৃক রচিত। তাহকীক: মুহাম্মদ আবুল ফাদল ইব্রাহিম। প্রকাশক: দার ইহু আল-কুতুব আল-আরাবিয়াহ - ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া শুরাকাহ, মিসর। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৮৭ হিজরী।

78 - ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের আলোচনায় আল-হিত্তাহ (আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ), মুহাম্মদ সিদ্দিক খান বিন হাসান আল-কান্নোজী কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরী-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

79 - অলিগণের আভরণ ও নির্বাচিত সাধু-সজ্জনদের স্তরসমূহ (হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া), আবু নু'আইম আল-আসবাহানী কর্তৃক রচিত। প্রকাশক:

(ص: 282) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

السعادة، مصر، 1394 هـ- 1974 م، تصوير: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

80 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل الله المحيبي الحمويّ الدمشقيّ، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.

81 - درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس أحمد بن محمد الكناسي الشهير بابن القاضي، ت: محمد الأحدي أبو النور، الناشر: دار التراث (القاهرة)، والمكتبة العتيقة (تونس)، ط: الأولى، 1391 هـ - 1971 م.

82 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، برهان الدين اليعبري، ت: محمد الأحدي أبو النور، الناشر: دار التراث، القاهرة - مصر.

83 - ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، لأبي الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسيني الفاسي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1410 هـ.

84 - ذيل تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

85 - ذيل طبقات الحفاظ، للسُّيوطي، ت: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

86 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الكتاني، ت: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، ط: السادسة، 1421 هـ - 2000 م.

87 - الرسالة، للشافعي، ت: أحمد شاكر، الناشر: مكتبة الحلبي، مصر، ط: الأولى، 1358 هـ - 1940 م.

- আস-সা'আদা, মিশর, ১৩৯৪ হি. - ১৯৭৪ খ্রি., চিত্রায়ন: দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত - লেবানন।

৮০ - খুলাসাতুল আছার ফি আ'ইয়ানিল কারগিল হাদিল আশার, লেখক: মুহাম্মদ আমিন ইবনে ফাদলুল্লাহ আল-মুহিব আল-হামাভী আদ-দিমাশকী। প্রকাশক: দার সাদির, বৈরুত - লেবানন।

৮১ - দুররাতুল হিজাল ফি আসমাইল রিজাল, লেখক: আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাকনাসী, যিনি ইবনুল কাজী নামে পরিচিত। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আল-আহমাদী আবু আন-নুর। প্রকাশক: দারুত তুরাস (কায়রো), এবং আল-মাকতাবাতুল আতীকা (তিউনিস)। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯১ হি. - ১৯৭১ খ্রি.।

৮২ - আদ-দিবাজ আল-মুয়াহহাব ফি মা'রিফাতি আ'ইয়ানি উলামাইল মাযহাব, লেখক: ইবনে ফারহুন, বুরহান আদ-দীন আল-ইয়া'মারী। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আল-আহমাদী আবু আন-নুর। প্রকাশক: দারুত তুরাস, কায়রো - মিশর।

৮৩ - যায়লুত তাকরীদ ফি রুওয়াতিল সুনান ওয়াল মাসানীদ, লেখক: আবু আত-তায়্যিব মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-হাসানী আল-ফাসী। সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ আল-হুত। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১০ হি.।

৮৪ - যায়লু তাকরীদুল হুফফাজ, লেখক: শামস আদ-দীন আবু আল-মাহাসিন মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-হুসাইনী আদ-দিমাশকী আশ-শাফি'ঈ। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.।

৮৫ - যায়লু তাবাকাতিল হুফফাজ, লেখক: আস-সুয়ুতী। সম্পাদনা: জাকারিয়া উমাইরাত। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন।

৮৬ - আর-রিসালাতুল মুসতাতিরাতা লি-বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুনাতিশ শারীফা, লেখক: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবিল ফাইদ জাফর ইবনে ইদরিস আল-কাত্তানী। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনে মুহাম্মদ আজ-জামজামী। প্রকাশক: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া। সংস্করণ: ষষ্ঠ, ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.।

৮৭ - আর-রিসালা, লেখক: আশ-শাফি'ঈ। সম্পাদনা: আহমদ শাকির। প্রকাশক: মাকতাবাতুল হালাবী, মিশর। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৫৮ হি. - ১৯৪০ খ্রি.।

(ص: 283) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

88 - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، لشهاب الدين أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي، ت: إبراهيم الزبيق، 1418 هـ- 1997 م.

- 89 - السنن الصغير، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، ط: الأولى، 1410 هـ - 1989 م.
- 90 - السنن الكبرى، للبيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
- 91 - السنن الكبرى، للنسائي، ت: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
- 92 - السنن، لأبي داود السجستاني، ت: شعيب الأرناؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
- 93 - السنن، لابن ماجه، ت: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
- 94 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1405 هـ - 1985 م.
- 95 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ.
- 96 - الشَّذَا الفَيَّاح من علوم ابن الصَّلَاح، لبرهان الدين الأَبْنَسِيِّ، ت: صلاح فتحي هلل أبو خبيب، الناشر: مكتبة الرشد، 1418 هـ - 1998 م.

৮৮ - নূরী ও সালাহী দুই রাজ্যের সংবাদ সংক্রান্ত দুটি বাগান, লেখক: শিহাব উদ্দিন আবু শামা আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাইল আল-মাকদাসী আদ-দিমশকী, তাহকীক: ইব্রাহিম আয-যাইবাক, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৮৯ - ছোট সুনান, লেখক: আল-বায়হাকী, তাহকীক: আব্দুল মু'তী আমিন কালা'জি, প্রকাশক: জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, করাচি - পাকিস্তান, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১০ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.

৯০ - বৃহৎ সুনান, লেখক: আল-বায়হাকী, তাহকীক: মুহাম্মদ আব্দুল কাদের আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৯১ - বৃহৎ সুনান, লেখক: আন-নাসাঈ, তাহকীক: হাসান আব্দুল মুন'ইম শালাবী, তত্ত্বাবধানে: শু'আইব আল-আরনাউত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.

৯২ - সুনান, লেখক: আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত ও মুহাম্মদ কামিল কারা বুল্লী, প্রকাশক: দারুল রিসালাতিল আলামিয়াহ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩০ হি. - ২০০৯ খ্রি.

৯৩ - সুনান, লেখক: ইবনে মাজাহ, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, আদিল মুর্শিদ, মুহাম্মদ কামিল কারা বুল্লী এবং আব্দুল লতিফ হিফযুল্লাহ, প্রকাশক: দারুল রিসালাতিল আলামিয়াহ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩০ হি. - ২০০৯ খ্রি.

৯৪ - অভিজাত ব্যক্তিত্বদের জীবনী, লেখক: আয-যাহাবী, তাহকীক: শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৯৫ - মালিকী মাযহাবের স্তরবিন্যাসে পবিত্র আলোর বৃক্ষ, লেখক: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর মাখলুফ, টীকা: আব্দুল মাজীদ খিয়াল, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি.

৯৬ - ইবন আস-সালাহ-এর জ্ঞান থেকে সুগন্ধী ছড়ানো, লেখক: বুরহান উদ্দিন আল-আবনাসী, তাহকীক: সালাহ ফাতহি হেলাল আবু খুবাইব, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

(ص: 284) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

97 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ت: محمود الأرناؤوط،
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - سوريا، ط:
الأولى، 1406 هـ.

- 98 - شرح التَّبصرة والتَّذكرة، للحافظ العراقي، ت: عبد اللطيف الهيم - ماهر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
- 99 - شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.
- 100 - شرح سنن أبي داود، ل ابن رسلان، ت: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - مصر، ط: الأولى، 1437 هـ - 2016 م.
- 101 - شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، للملا الهروي القاري، ت: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، الناشر: دار الأرقم، بيروت - لبنان.
- 102 - شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، ت: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1415 هـ، 1994 م.
- 103 - شروط الأئمة الخمسة، للحازمي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: دار الكتاب العلمية، 1405 هـ - 1984 م.
- 104 - الصَّارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودي، السعودية.
- 105 - الصِّحاح تاج اللُّغة وصِّحاح العربيَّة، لأبي نصر الجَوْهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، ط: الرابعة، 1407 هـ - 1987 م.
- ৯৭ - যারা গত হয়েছেন তাদের ইতিবৃত্তে স্বর্ণখণ্ড, ইবনুল ইমাদ আল-হাশ্বলি কর্তৃক, সম্পাদনা: মাহমুদ আল-আরনাউত, এর হাদীসসমূহ যাচাই করেছেন: আব্দুল কাদির আল-আরনাউত, প্রকাশক: দার ইবন কাসির, দামেস্ক - সিরিয়া, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হি।

৯৮ - আত-তাবসিরা ওয়াত-তায়কিরাহ-এর ব্যাখ্যা, হাফিজ আল-ইরাকি কর্তৃক, সম্পাদনা: আব্দুল লতিফ আল-হামীম - মাহির ইয়াসিন ফাহল, প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৩ হি. - ২০০২ খ্রি.।

৯৯ - তানকিহুল ফুসুল-এর ব্যাখ্যা, আবুল আব্বাস শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন ইদ্রিস আল-কারাফি কর্তৃক, সম্পাদনা: ত্বাহা আব্দুল রাউফ সা'দ, প্রকাশক: ইউনাইটেড টেকনিক্যাল প্রিন্টিং কোম্পানি, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯৩ হি.- ১৯৭৩ খ্রি.।

১০০ - সুনানে আবি দাউদ-এর ব্যাখ্যা, ইবন রাসুলান কর্তৃক, সম্পাদনা: দারুল ফালাহর একদল গবেষক, খালিদ আর-রিবাতের তত্ত্বাবধানে, প্রকাশক: বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঐতিহ্য যাচাইয়ের জন্য দারুল ফালাহ, ফাইয়ুম - মিশর, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৭ হি. - ২০১৬ খ্রি.।

১০১ - হাদীস বিশারদদের পরিভাষা সংক্রান্ত চিন্তার সারসংক্ষেপ গ্রন্থের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা, মোল্লা আল-হারাযী আল-কারী কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মদ নিযার তামীম ও হাইসাম নিযার তামীম, প্রকাশক: দারুল আরকাম, বৈরুত - লেবানন।

১০২ - সমস্যাসংকুল বিবরণসমূহের ব্যাখ্যা, আবু জাফর আত-তাহাবী কর্তৃক, সম্পাদনা: শুয়াইব আল-আরনাউত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৫ হি., ১৯৯৪ খ্রি.।

১০৩ - পাঁচজন ইমামের শর্তাবলী, আল-হাজিমী কর্তৃক, সম্পাদনা: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৫ হি.- ১৯৮৪ খ্রি.।

১০৪ - রাসূলের নিন্দাকারীর বিরুদ্ধে উনুুক্ত তরবারি, ইবন তাইমিয়া কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ, প্রকাশক: সৌদি জাতীয় রক্ষীবাহিনী, সৌদি আরব।

১০৫ - আস-সিহাহ: ভাষার মুকুট ও আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা, আবু নাসর আল-জাওহারী কর্তৃক, সম্পাদনা: আহমদ আব্দুল গাফুর আত্তার, প্রকাশক: দারুল ইলম লিল মালাজিন - বৈরুত, সংস্করণ: চতুর্থ, ১৪০৭ হি.- ১৯৮৭ খ্রি.।

(ص: 285) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

106 - الصحيح (مختصر المختصر من المسند الصحيح)، لابن خزيمة، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1435 هـ- 2014 م.

- 107 - الصحيح، لابن حبان، ت: محمد علي سونيز، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1433 هـ - 2013 م.
- 108 - الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: الأولى، 1422 هـ.
- 109 - الصحيح، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412 هـ - 1992 م.
- 110 - صفوة التصوف، لمحمد بن طاهر المقدسي، ت: غادة المقدم، الناشر: دار المنتخب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1416 هـ - 1995 م.
- 111 - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمائته من الإسقاط والسقط، لابن الصلاح، ت: موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1408 هـ.
- 112 - الضعفاء الكبير، للعقيلي، ت: قسم التحقيق بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، ط: الأولى، 2013 م.
- 113 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
- 114 - طبقات الحفاظ، للسُّيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1403 هـ.
- 115 - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السُّبكي، ت: محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1413 هـ.

১০৬ - বিশুদ্ধ গ্রন্থ (বিশুদ্ধ মুসনাদ থেকে সংক্ষিপ্তের সংক্ষিপ্ত), ইবনে খুজাইমা রচিত, তাহকীক: দারুত তা'সীল-এর গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশক: দারুত তা'সীল, কায়রো - মিশর, প্রকাশনা: প্রথম, ১৪৩৫ হিজরি - ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

- ১০৭ -** বিশুদ্ধ গ্রন্থ, ইবনে হিব্বান রচিত, তাহকীক: মুহাম্মাদ আলী সোনমেজ, খালিস আই দিমির, প্রকাশক: দারু ইবনে হাজম, বৈরুত - লেবানন, প্রকাশনা: প্রথম, ১৪৩৩ হিজরি - ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।
- ১০৮ -** বিশুদ্ধ গ্রন্থ, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী রচিত, তাহকীক: মুহাম্মাদ জুহাইর বিন নাসির আন-নাসির, প্রকাশক: দারু তওক আন-নাজাত (আস-সুলতানিয়া থেকে ফটোকপি করা হয়েছে, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর ক্রমিক সংখ্যা সংযোজন সহ), প্রকাশনা: প্রথম, ১৪২২ হিজরি।
- ১০৯ -** বিশুদ্ধ গ্রন্থ, মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নয়সাপুরী রচিত, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, প্রকাশক: দারু ইহয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।
- ১১০ -** তাসাওউফের নির্যাস, মুহাম্মাদ বিন তাহির আল-মাকদিসী রচিত, তাহকীক: গাদা আল-মুকাদ্দাম, প্রকাশক: দারুল মুনতাখাব আল-আরাবী, বৈরুত - লেবানন, প্রকাশনা: প্রথম, ১৪১৬ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।
- ১১১ -** সহীহ মুসলিমকে ক্রটি-বিচ্যুতি ও ভুল থেকে রক্ষা এবং বর্জন ও পতনের হাত থেকে তার সুরক্ষা, ইবনে সালাহ রচিত, তাহকীক: মুওয়াফফাক আব্দুল্লাহ আব্দুল কাদির, প্রকাশক: দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত - লেবানন, প্রকাশনা: দ্বিতীয়, ১৪০৮ হিজরি।
- ১১২ -** দুর্বল বর্ণনাকারীদের বৃহৎ গ্রন্থ, আল-উকাইলী রচিত, তাহকীক: দারুত তা'সীল-এর তাহকীক বিভাগ, প্রকাশক: দারুত তা'সীল, প্রকাশনা: প্রথম, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।
- ১১৩ -** নবম শতাব্দীর অধিবাসীদের জন্য দীপ্তিময় আলো, আস-সাখাওয়া রচিত, প্রকাশক: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত - লেবানন, প্রকাশনা: প্রথম, ১৪২৮ হিজরি - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
- ১১৪ -** হাফেযদের স্তরসমূহ, আস-সুয়ুতী রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন, প্রকাশনা: প্রথম, ১৪০৩ হিজরি।
- ১১৫ -** শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের বৃহৎ স্তরসমূহ, তাজ উদ্দীন আস-সুবকী রচিত, তাহকীক: মাহমুদ মুহাম্মাদ আত-তান্নাহী, ড. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আল-হুলা, প্রকাশক: হিজর প্রকাশনা ও বিতরণ, প্রকাশনা: দ্বিতীয়, ১৪১৩ হিজরি।

- 116 - طبقات الشافعية، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 2002 م.
- 117 - طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح، ت: محيي الدين علي نجيب، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط: الأولى، 1992 م.
- 118 - الطبقات الكبير، لابن سعد، ت: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ط: الأولى، 2001 م.
- 119 - عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي، لأبي بكر بن العربي المالكي، ت: جمال مرعشلي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1418 هـ - 1997 م.
- 120 - العبر في خبر من غبر، للذهبي، ت: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- 121 - العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، ت: أحمد بن علي بن سير المباركى - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -، ط: الثانية، 1410 هـ - 1990 م.
- 122 - العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، لحسين بن غنام النجدي الأحسائي المالكي، ت: محمد بن عبد الله الهبدان، الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
- 123 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 هـ.
- 124 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، ت: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة، مصر، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.

125 - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر.

- ১১৬ -** তবাকাত আল-শাফিঈয়্যাহ (শাফিঈদের স্তরসমূহ), আবু মুহাম্মাদ আব্দুল রাহিম ইবনুল হাসান ইবন আলী আল-ইসনাভী আল-শাফিঈ-এর লেখা। সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ আল-হুত। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত - লেবানন। ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি।
- ১১৭ -** তবাকাত আল-ফুকাহা আল-শাফিঈয়্যাহ (শাফিঈ ফকিহদের স্তরসমূহ), ইবনে আস-সালাহ-এর লেখা। সম্পাদনা: মুহিউদ্দিন আলী নাজিব। প্রকাশক: দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ - বৈরুত। ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি।
- ১১৮ -** আত-তবাকাত আল-কাবীর (বৃহৎ স্তরবিন্যাস), ইবনে সা'দ-এর লেখা। সম্পাদনা: আলী মুহাম্মাদ উমর। প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজী - কায়রো। ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি।
- ১১৯ -** আরিদাতুল আহওয়াযী বিশারহি সহিহ আত-তিরমিযী (সহিহ আত-তিরমিযীর ব্যাখ্যাসহ আহওয়াযীর আরিজা), আবু বকর ইবনুল আরাবী আল-মালিকী-এর লেখা। সম্পাদনা: জামাল মারআশলী। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত - লেবানন। ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি।
- ১২০ -** আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার (অতীতের সংবাদে শিক্ষা), আয-যাহাবী-এর লেখা। সম্পাদনা: আবু হাজের মুহাম্মাদ আস-সাইদ ইবন বাসিউনী যাঔল। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত - লেবানন।
- ১২১ -** আল-উদা ফী উসুলিল ফিকহ (ফিকাহের মূলনীতিতে প্রস্তুতি), আবু ইয়া'লা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফাররা-এর লেখা। সম্পাদনা: আহমাদ ইবন আলী ইবন সীর আল-মুবারাকী - ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি। ২য় সংস্করণ, ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি।
- ১২২ -** আল-উকুদ আস-সামীন ফী শারহি আহাদীসি উসুলিদ দীন (ধর্মের মূলনীতি বিষয়ক হাদিসের ব্যাখ্যায় মূল্যবান গ্রন্থ), হুসাইন ইবন গান্নাম আন-নাজদী আল-আহসায়ী আল-মালিকী-এর লেখা। সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাবদান। প্রকাশক: বাদশাহ ফাহাদ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনা সূচী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি।
- ১২৩ -** ফাতহুল বারী শারহু সহিহিল বুখারী (সহিহ বুখারীর ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারী), ইবনে হাজার-এর লেখা। সম্পাদনা: মুহিব্বুদ্দিন আল-খাতিব। প্রকাশক: দারুল মারিফা - বৈরুত। ১৩৭৯ হি।

১২৪ - ফাতহুল মুগিস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদিস (হাদিসের সহস্রপদী ব্যাখ্যার ফাতহুল মুগিস), আস-সাখাতী-এর লেখা। সম্পাদনা: আলী হুসাইন আলী। প্রকাশক: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মিশর। ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.।

১২৫ - আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান-নিহাল (সম্প্রদায়, আকাঙ্ক্ষা ও মতবাদসমূহের পৃথকীকরণ), ইবনে হাযম আয-যাহিরী-এর লেখা। প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো - মিশর।

(ص: 287) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

- 126 -** الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية، 1414 هـ - 1994 م.
- 127 -** فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن (شروط الأئمة)، لابن مَنْدَه، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار المسلم، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1414 هـ.
- 128 -** فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة، لصالح محمد الخيمي، الناشر: مجمع اللغة العربية، دمشق - سوريا، 1403 هـ - 1983 م.
- 129 -** فهرسة ابن خير الإشبيلي، ت: بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، تونس، ط: الأولى، 2009 م.
- 130 -** قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لبرهان الدّين إبراهيم بن إبراهيم اللّقاني، ت: شادي بن محمد بن سالم آل نعبان، الناشر: الدار الأثرية، عمّان - الأردن، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
- 131 -** قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني، ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1418 هـ - 1999 م.

132 - القول المبتكر على شرح نخبة الفكر، للقاسم ابن قُطُوبغا، ت: عبد الحيد الدرويش، الناشر: دار الفارابي، ط: الثانية، 1429 هـ - 2008 م.

133 - الكامل في ضُعفاء الرجال، لابن عَدِيٍّ، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وشارك: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.

134 - الكبائر، للذهبي، الناشر: دار الندوة الجديدة، بيروت - لبنان.

126 - আল-ফুসুল ফিল উসুল, আহমদ ইবনে আলী আবু বকর আল-রাজি আল-জাসসাস আল-হানফীর রচিত। প্রকাশক: কুয়েতের আওকাফ মন্ত্রণালয়, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪১৪ হিজরী - ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

127 - ফাদলুল আখবার ওয়া শারহু মাযাহিব আহলিল আসার ওয়া হাকিকাতুস সুনান (শুরুতুল আইম্মাহ), ইবনে মানদাহু রচিত। তাহকীক: আবদুর রহমান আবদুল জাব্বার আল-ফারিযুয়ায়ী। প্রকাশক: দারুল মুসলিম, রিয়াদ - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৪ হিজরী।

128 - ফাহারিস উলুমিল কুরআনিল কারীম লিমা কতুতাত দারিল কুতুবিল যাহিরিয়াহ, সালাহ মুহাম্মদ আল-খায়মির রচিত। প্রকাশক: আরবি ভাষা একাডেমি, দামেস্ক - সিরিয়া, ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

129 - ফাহরাসা ইবনে খায়র আল-ইশবিলি, তাহকীক: বাশশার আওয়াদ মারুফ এবং মাহমুদ বাশশার আওয়াদ। প্রকাশক: দারুল গারব আল-ইসলামী, তিউনিস, সংস্করণ: প্রথম, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

130 - ক্বাদাউল ওয়াতাহর ফী নুযহাতিন নাযার ফী তাওদিহি নুখবাতিল ফিকর ফী মুস্তালাহ আহলিল আসার, বুরহান উদ্দিন ইব্রাহিম ইবনে ইব্রাহিম আল-লাক্কানীর রচিত। তাহকীক: শাদী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিম আল-নু'মান। প্রকাশক: আদ-দার আল-আসারিয়াহ, আম্মান - জর্ডান, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩১ হিজরী - ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

131 - ক্বাওয়াতিউল আদিল্লা ফীল উসুল, আবু আল-মুজাফফর আস-সাম'আনীর রচিত। তাহকীক: মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ হাসান ইসমাইল আশ-শাফিঈ। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

132 - আল-কাউলুল মুবতাকার আলা শারহি নুখবাতিল ফিকর, আল-কাসিম ইবনে কুতলুবুগার রচিত। তাহকীক: আবদুল হামিদ আদ-দারবিশ। প্রকাশক: দারুল ফারাবি, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪২৯ হিজরী - ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

133 - আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল, ইবনে আদী'র রচিত। তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, এবং আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ, অংশগ্রহণ করেছেন: আবদুল ফাত্তাহ আবু সানাহ। প্রকাশক: আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

134 - আল-কাবাইর, আয-যাহাবীর রচিত। প্রকাশক: দারুন নাদওয়াহ আল-জাদিদাহ, বৈরুত - লেবানন।

(ص: 288) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

135 - كشف الأسرار شرح أصول البرّدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

136 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني (حاجي خليفة)، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد - العراق، تصوير دار إحياء التراث العربي.

137 - الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ت: أبو عبدالله السورقي، وإبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة - السعودية.

138 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، ت: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.

139 - لب اللباب في تحرير الأنساب، للسُّيوطي، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.

140 - اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.

141 - لحظ الألفاظ بذييل طبقات الحفاظ، لابن فهد الهاشمي المكي الشافعي،

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

142 - المجتبى (سنن النسائي)، للنسائي، ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار

التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.

143 - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لابن حجر، ت: يوسف عبد الرحمن

المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1413 هـ، 1415 هـ -

1992 م، 1994 م.

১৩৫ - কাশফ আল-আসরার শারহ উসুল আল-বাজদাভি (বাজদাভির মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যায় রহস্য উন্মোচন), আলাউদ্দিন আব্দুল আযিয ইবনে আহমদ আল-বুখারী আল-হানাফি কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

১৩৬ - কাশফ আল-জুনুন আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনুন (গ্রন্থ ও বিদ্যার নাম বিষয়ক সন্দেহ নিরসন), মুস্তাফা ইবনে আব্দুল্লাহ কাতিব চেলেবি আল-কুস্তান্তিনি (হাজী খলিফা) কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: মাকতাবাতুল মুসান্না, বাগদাদ - ইরাক। পুনর্মুদ্রণ: দারু ইহয়া আত-তুরাস আল-আরাবি।

১৩৭ - আল-কিফায়াহ ফি ইলম আর-রিওয়ায়াহ (হাদীস বর্ণনার জ্ঞানে পর্যাগুতা), আল-খতিব আল-বাগদাদী কর্তৃক রচিত। তাহকীক: আবু আব্দুল্লাহ আস-সুরকি এবং ইব্রাহিম হামদি আল-মাদানি। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা - সৌদি আরব।

১৩৮ - আল-কাওয়াকিব আস-সাইরাহ বি-আয়ানি আল-মিআতিল আশিরাহ (দশম শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিচরণকারী তারকাসমূহ), নজম আল-দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গায়যি কর্তৃক রচিত। তাহকীক: খলিল আল-মানসুর। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.।

১৩৯ - লুব্ব আল-লুবাব ফি তাহরির আল-আনসাব (বংশতালিকা সংশোধনে সারগর্ভ নির্যাস), আস-সুয়ুতি কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: দারু সাদির, বৈরুত - লেবানন।

১৪০ - আল-লুবাব ফি তাহযিব আল-আনসাব (বংশতালিকা পরিমার্জনে সার), ইবনুল আসির কর্তৃক রচিত। প্রকাশক: দারু সাদির, বৈরুত - লেবানন।

১৪১ - লাহজ আল-আলহাজ বি-যাইল তাবাকাতিল হাফফাজ (হাদীস বিশারদদের স্তরবিন্যাস গ্রন্থের পরিশিষ্টে দৃষ্টিপাত), ইবনে ফাহদ আল-হাশিমি আল-মাক্কি আশ-শাফিঈ কর্তৃক রচিত।

প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.।

১৪২ - আল-মুজতাবা (সুনান আন-নাসাঈ), আন-নাসাঈ কর্তৃক রচিত। তাহকীক: দারুত তা'সিলের গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র। প্রকাশক: দারুত তা'সিল, কায়রো - মিশর। সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৩ হি. - ২০১২ খ্রি.।

১৪৩ - আল-মুজমা' আল-মুআসসিস লিল-মু'জামিল মুফাহরাস (সূচীবদ্ধ অভিধানের প্রতিষ্ঠাতা সংকলন), ইবনে হাজার কর্তৃক রচিত। তাহকীক: ইউসুফ আব্দুর রহমান আল-মার'আশলি। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৩ হি., ১৪১৫ হি. - ১৯৯২ খ্রি., ১৯৯৪ খ্রি.।

(ص: 289) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

- 144 -** مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 1416 هـ-1995 م.
- 145 -** المَحَدِّثُ الفاصل بين الرَّاوي والواعي، للَرَّامُ مُزَيِّي، ت: محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1404 هـ.
- 146 -** المحصول، للرَّازِي، ت: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1418 هـ-1997 م.
- 147 -** مختار الصِّحاح، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرَّازِي، ت: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط: الخامسة، 1420 هـ.
- 148 -** مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة، لمحمد بن محمد بن عبد الكريم البعلبي ابن الموصلي، ت: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.

149 - المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية - مصر.

150 - مسائل حرب الكرمانى من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب، لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرمانى، ت: فايز بن أحمد بن حامد حابس، الناشر: جامعة أم القرى، 1422 هـ.

151 - المستفاد من مُبْهَيات المتن والإسناد، لأبي زُرْعَةَ أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ت: عبد الرحمن عبد الحميد البر، الناشر: دار الوفاء - دار الأندلس الخضراء، ط: الأولى 1414 هـ - 1994 م.

152 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

144 - মাজমু'উল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক। সংকলক: আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম। প্রকাশক: বাদশাহ ফাহাদ পবিত্র কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব। ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.

145 - আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়ায়ী, রামহুরমুজি কর্তৃক। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আজজাজ আল-খাতীব। প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত - লেবানন। তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.

146 - আল-মাহসুল, আর-রাযী কর্তৃক। সম্পাদনা: ত্বহা জাবির ফাইয়াদ আল-আলওয়ানি। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

147 - মুখতারুস সিহাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আব্দুল কাদির আল-হানাফী আর-রাযী কর্তৃক। সম্পাদনা: ইউসুফ আশ-শাইখ মুহাম্মদ। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ - আদ-দারুন নামুযাজিয়াহ, বৈরুত - সাইদা। পঞ্চম সংস্করণ, ১৪২০ হি.

148 - মুখতাসারুস সাওয়াইকিল মুরসালাহ আলাল জাহমিয়াহ ওয়াল মুআত্তিলাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল কারিম আল-বা'লী ইবনুল মাওসিলী কর্তৃক। সম্পাদনা: সাইয়েদ ইব্রাহিম। প্রকাশক: দারুল হাদিস, কায়রো - মিশর। প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.

149 - আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম কর্তৃক। সম্পাদনা: ফুয়াদ আব্দুল মুন'ইম আহমেদ। প্রকাশক: দারুদ দাওয়াহ, আলেক্সান্দ্রিয়া - মিশর।

150 - মাসাইলু হারবিল কিরমানী মিন কিতাবিন নিকাহ ইলা নিহায়াতিল কিতাব, আবু মুহাম্মদ হারব ইবনে ইসমাইল ইবনে খালাফ আল-কিরমানী কর্তৃক। সম্পাদনা: ফাইয ইবনে আহমেদ ইবনে হামেদ হাবিস। প্রকাশক: জামি'আ উম্মুল কুরা। ১৪২২ হি.

151 - আল-মুস্তাফাদ মিন মুভহামাতিল মাতন ওয়াল ইসনাদ, আবু যুর'আহ আহমেদ ইবনে আব্দুর রহিম আল-ইরাকী কর্তৃক। সম্পাদনা: আব্দুর রহমান আব্দুল হামিদ আল-বার। প্রকাশক: দারুল ওয়াফা - দারুল আন্দালুসিল খাদরা। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.

152 - মুসনাদে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল। সম্পাদনা: শুআইব আল-আরনাউত - আদিল মুর্শিদ ও অন্যান্য। তত্ত্বাবধানে: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

(ص: 290) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

153 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، 1978 م.

154 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.

155 - المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي، ت: محمود الأرناؤوط، ويأسين محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادى للتوزيع، ط: الأولى، 1423 هـ- 2003 م.

156 - معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1995 م.

157 - معجم السفر، لصدر الدين، أبي طاهر السلفي، أحمد بن محمد الأصبهاني، ت: عبد الله عمر البارودي، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة - السعودية.

158 - معجم الشيوخ، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحى الحنبلى، ت: بشار عواد، ورائد يوسف العنبكى، ومصطفى إساعيل الأعظمى، الناشر: دار الغرب الإسلامى، ط: الأولى، 2004 م.

159 - معرفة أنواع علوم الحديث (مقدِّمة ابن الصَّلاح)، لابن الصَّلاح، ت: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت، 1406 هـ - 1986 م.

160 - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ت: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1397 هـ - 1977 م.

161 - المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، لأبي بكر محمد بن إساعيل بن

153 - আসারের সহীহ সংকলনসমূহের উপর জ্যোতির উদয়ঙ্কলসমূহ, আল-ক্বাযী ইয়ায কর্তৃক। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল আতীকাহ ওয়াদারুত তুরাস, 1978 খ্রি.

154 - বৃহৎ ব্যাখ্যায় দুর্লভ শব্দসমূহের উপর উজ্জ্বল প্রদীপ, আল-ফাইয়ুমী কর্তৃক। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত - লেবানন।

155 - আল-মুকনি'-এর শব্দাবলীর উপর আলোকপাত, আল-বালী কর্তৃক। তত্ত্বাবধানে: মাহমুদ আল-আরনাউত, ইয়াসীন মাহমুদ আল-খাতিব। প্রকাশক: মাকতাবাতুস সুওয়াদী লিত-তাওয়া'ী, ১ম সংস্করণ, 1423 হি.- 2003 খ্রি.

156 - শহরসমূহের অভিধান, ইয়াকুত আল-হামাবী কর্তৃক। প্রকাশক: দারু সাদির, বৈরুত - লেবানন, ২য় সংস্করণ, 1995 খ্রি.

157 - সফরের অভিধান, সদরুদ্দীন, আবু তাহির আস-সিলফী, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আসফাহানী কর্তৃক। তত্ত্বাবধানে: আব্দুল্লাহ ওমর আল-বারুদী। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া, মাক্কা আল-মুকাররামা - সৌদি আরব।

158 - শায়খদের অভিধান, তাজ উদ্দীন আব্দুল ওয়াহাব ইবনে তাক্বী উদ্দীন আস-সুবকী কর্তৃক। তাখরীজ (উৎস নির্দেশনা): শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আস-সালিহী আল-

হাস্বালী। তত্ত্বাবধানে: বাশশার আওয়াদ, রাঈদ ইউসুফ আল-আনবাকী এবং মুস্তফা ইসমাইল আল-আ'যমী। প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.

159 - হাদীস বিজ্ঞানের প্রকারভেদ জ্ঞান (ইবনুস সালাহর ভূমিকা), ইবনুস সালাহ কর্তৃক।
তত্ত্বাবধানে: নূরুদ্দীন ইতর। প্রকাশক: দারুল ফিকর - সিরিয়া, দারুল ফিকর আল-মু'আসসির -
বৈরুত, ১৪০৬ হি.- ১৯৮৬ খ্রি.

160 - হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞান, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম কর্তৃক।
তত্ত্বাবধানে: সাইয়্যিদ মু'আজ্জম হুসাইন। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত -
লেবানন, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি. - ১৯৭৭ খ্রি.

161 - বুখারী ও মুসলিমের শায়খদের বিষয়ে নির্দেশিকা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল
ইবনে কর্তৃক।

(ص: 291) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

خلفون، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
162 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل
الأشعري، تصحيح: هلموت ريتز، الناشر: دار فرانز شتايز - ألمانيا، ط: الثالثة،
1400 هـ - 1980 م.

163 - مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 1399 هـ.

164 - ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيعة إلى الحرمين مكة
وطيبة، لمحمد بن عمر بن محمد محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي، ت: محمد
الحبيب ابن الخوجة، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى،
1408 هـ - 1988 م.

- 165 - الملخص لسند الموطأ، لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي، ت: علي إبراهيم مصطفى، الناشر: دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
- 166 - مناقب الشافعي، للبيهقي، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: مكتبة دار التراث، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1390 هـ - 1970 م.
- 167 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، ت: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
- 168 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1392 هـ.
- 169 - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي، ت: محمد محمد أمين، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984 م.

খালফুন, সম্পাদনা: আবু আবদুর রহমান আদিল ইবনে সাদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ - বৈরুত।

১৬২ - মুসলমানদের মতামত এবং সালাত আদায়কারীদের মতভেদ (মাক্কাতুল ইসলামিয়ায়ী ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন), আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল-আশ'আরী কর্তৃক রচিত, সংশোধন: হেলমুট রিটার, প্রকাশক: দার ফ্রানৎস স্টাইজ - জার্মানি, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০০ হিজরি - ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

১৬৩ - ভাষার মাপকাঠি (মাক্কাইয়িসুল লুগাহ), আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে ফারিস ইবনে যাকারিয়া আল-কায়বিনি আর-রাযী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আবদুল সালাম মুহাম্মদ হারুন, প্রকাশক: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হিজরি।

১৬৪ - মক্কা ও তাইবা (মদিনা)-র সম্মানিত স্থানে দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সংগৃহীত জ্ঞান দ্বারা থলে পূর্ণ করা (মিল'উল 'আইবাহ বিমা জুমিয়া বি-তুলিল গাইবাহ ফিল ওয়াজহাতিল ওয়াজিহা ইলাল হারামাইন মাক্কাহ ওয়া তাইবাহ), মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ মুহিবুদ্দীন ইবনে রশীদ আল-ফিহরি আস-সাবতি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আল-হাবীব ইবনুল খাওজাহ,

প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

১৬৫ - মুসনাদুল মুয়াত্তা-এর সারাংশ (আল-মুলাখখাস লি-মুসনাদিল মুয়াত্তা), আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল-ক্বাবিসি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আলী ইব্রাহিম মুস্তফা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৯ হিজরি - ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

১৬৬ - শাফিঈর গুণাবলী (মানাক্বিবুশ শাফিঈ), বাইহাক্কী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: সাইয়েদ আহমদ সাক্বর, প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিত তুরাস, কায়রো - মিশর, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯০ হিজরি - ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

১৬৭ - রাজা ও জাতিসমূহের ইতিহাসে সুবিন্যস্ত গ্রন্থ (আল-মুনতায়ম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম), ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা এবং মুস্তফা আবদুল কাদির আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১২ হিজরি - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

১৬৮ - মিনহাজ: সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজের ব্যাখ্যা (আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ), নববী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৩৯২ হিজরি।

১৬৯ - নির্মল ঝর্ণা এবং পর্যাপ্তের পর পরিপূর্ণ (আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফা বাদাল ওয়াফি), ইবনে তাগরী বারদি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহাম্মদ আমীন, প্রকাশক: মিশরীয় সাধারণ গ্রন্থ কর্তৃপক্ষ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(ص: 292) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

- 170 -** المؤتلف والمختلف في أسبَاء نقلة الحديث وأسبَاء آبائهم وأجدادهم، لعبد الغني بن سعيد الأزدي، ت: مثنى محمد حبيد الشمري - قيس عبد إسماعيل التميمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
- 171 -** المؤتلف والمختلف، للدارقطني، ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.

172 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1407 هـ.

173 - الموضوعات، لابن الجوزي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن - صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -، ط: الأولى.

174 - الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي، ت: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

175 - الموطأ، برواية أبي مصعب الزُّهرري، ت: بشَّار عَوَّاد ومحمود خليل، الناشر: مؤسَّسة الرِّسالة، 1412 هـ.

176 - الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب - سوريا، ط: الثانية، 1412 هـ.

177 - نظم العُقَيَّان في أعيان الأعيان، للسُّيوطي، ت: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية.

170 - হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম এবং তাদের পিতা ও পিতামহদের নামসমূহে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ (বর্ণনা), আব্দুল গনি ইবনে সাঈদ আল-আজদি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: মুসান্না মুহাম্মদ হামিদ আল-শাম্মারি - কাইস আব্দুল ইসমাইল আল-তামিমি, প্রকাশক: দারুল গার্বিল ইসলামী, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৮ হি- ২০০৭ খ্রি.

171 - সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ (বর্ণনা), দারাকুতনি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: মুয়াফফাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল কাদির, প্রকাশক: দারুল গার্বিল ইসলামী, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হি- ১৯৮৬ খ্রি.

172 - সংকলন ও পৃথকীকরণের বিভ্রমসমূহের স্পষ্টকারী, খতিব বাগদাদি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: আব্দুল মু'তি আমিন কাল'আজি, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৭ হি.

173 - জাল হাদিসসমূহ, ইবনুল জাওজি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: আব্দুর রহমান মুহাম্মদ উসমান, প্রকাশক: মুহাম্মদ আব্দুল মুহসিন - মদিনা মুনাওয়ারার আস-সালাফিয়াহ লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী -, সংস্করণ: প্রথম.

174 - সুগম পথ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লাইসি-এর বর্ণনায়, সম্পাদনা করেছেন: মুহাম্মদ মুস্তাফা আল-আ'জামি, প্রকাশক: মুআসসাসাতু জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান লিল-আ'মালিল খাইরিয়্যাহ ওয়াল-ইনসানিয়্যাহ, আবু ধাবি - সংযুক্ত আরব আমিরাত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৫ হি- ২০০৪ খ্রি.

175 - সুগম পথ, আবু মুস'আব আল-যুহরি-এর বর্ণনায়, সম্পাদনা করেছেন: বাশশার আওয়াদ ও মাহমুদ খলিল, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি.

176 - হাদিস পরিভাষা শাস্ত্রে প্রবোধিকা, যাহাবি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, প্রকাশক: মাকতাবাতুল মাতবু'আতিল ইসলামিয়্যাহ বিহালাব - সিরিয়া, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪১২ হি.

177 - বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বর্ণসূত্র, সুয়ুতি কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা করেছেন: ফিলিপ হিট্টি, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ.

(ص: 293) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

178 - النُّكْتُ الوفيّة بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، ت: ماهر ياسين الفحل، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، ط: الأولى، 1428 هـ- 2007 م.

179 - النكت على كتاب ابن الصّلاح، لابن حجر، ت: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عبادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط: الأولى، 1404 هـ- 1984 م.

180 - النُّكْتُ على مُقَدِّمة ابن الصّلاح، للزُّركشي، ت: زين العابدين بن محمد بلافريج، الناشر: أضواء السلف - الرياض، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

- 181 - نهاية المطالب في دراية المذهب، لأبي المعالي الجويني، ت: عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
- 182 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل البغدادي، الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول 1951 م، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- 183 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، 1420 هـ - 2000 م.
- 184 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت.
- 185 - اليَواقيت والدَّرر في شرح نخبة ابن حجر، لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المُنَاوِي القَاهِرِي، ت: المُرتضى الزين أحمد، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، ط: الأولى، 1999 م.

178 - النُّكَتُ الوَفِيَّةُ بِمَا فِي (آল-আলফিয়াহর ব্যাখ্যার উপর ওয়াকিফ্যাত সূক্ষ্ম আলোচনা) (شرح الألفية)، বুরহান উদ্দিন ইব্রাহিম ইবনে উমর আল-বিকাঈ রচিত, সম্পাদিত: মাহির ইয়াসিন আল-ফাহল, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ পাবলিশার্স, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৮ হিজরি - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

179 - ইবনে সালাহ-এর কিতাবের উপর পর্যালোচনা (النكت على كتاب ابن الصلاح), ইবনে হাজার রচিত, সম্পাদিত: রাবী ইবনে হাদী উমাইর আল-মাদখালী, প্রকাশক: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

180 - ইবনে সালাহ-এর ভূমিকার উপর পর্যালোচনা (النُّكَتُ عَلَى مُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاح), যারকাশী রচিত, সম্পাদিত: জয়নুল আবিদীন ইবনে মুহাম্মদ বালাভরিজ, প্রকাশক: আদওয়াউস সালাফ - রিয়াদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।

181 - মাযহাব বোঝার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য (نهاية المطالب في دراية المذهب), আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী রচিত, সম্পাদিত: আব্দুল আযিম মাহমুদ আদ-দিব, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৮ হিজরি - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

182 - জ্ঞানীগণের উপহার: গ্রন্থকারদের নাম ও রচনাকারদের কীর্তি (هدية العارفين أسماء) (المؤلفين وآثار المصنفين), ইসমাইল আল-বাগদাদী রচিত, প্রকাশক: ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের নিজস্ব মনোরম ছাপাখানায় ওয়াকালাতুল মাআরিফুল জালিলার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

অফসেট পদ্ধতিতে পুনঃপ্রকাশ করেছে: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত - লেবানন।

183 - মৃত্যুসংবাদের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (الوفاي بالوفيات), সালাহ উদ্দিন খলিল ইবনে আইবাক আস-সাফাদী রচিত, সম্পাদিত: আহমদ আল-আরনাউত ও তুর্কি মুস্তাফা, প্রকাশক: দারু ইহইয়াউত তুরাস - বৈরুত, ১৪২০ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

184 - বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুসংবাদ ও সমসাময়িকদের খবর (وفيات الأعيان وأنباء أبناء) (الزمان), ইবনে খাল্লিকান রচিত, সম্পাদিত: ইহসান আব্বাস, প্রকাশক: দারু সাদির - বৈরুত।

185 - ইবনে হাজার-এর 'নুখবাহ'-এর ব্যাখ্যায় ইয়াকুত ও মুক্তা (اليواقيت والذُرر في شرح نخبة) (ابن حجر), জয়নুদ্দিন আব্দুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফীন আল-মুনাভী আল-কাহিরী রচিত, সম্পাদিত: মুরতাদা আয-যাইন আহমদ, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ - রিয়াদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।